"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৬, সংখ্যা ১ } { ১৩৭৩, বৈশাখ

॥ সম্পাদকীয় ॥

'গ্রন্থাগার'-এর ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষায় প্রকাশিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই মুখপত্রটি পঞ্চদশবর্ষ অতিক্রম করে যোড়শ বর্ষে পদার্পণ করল। পঞ্চদশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আমরা প্রথম যাঁরা পরিষদের এই মুখপত্রটি প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এর প্রকাশের কাজ শুরু করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে একে সযত্ন পরিচর্যার দ্বারা লালন করেছেন তাঁদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি! বর্তমানেও যাঁরা একে সমৃদ্ধতর করে তুলতে নানাভাবে সহায়তা করছেন এবং যাঁদের সহযোগিতা ভিন্ন পত্রিকার বর্তমান সমুন্নতি সম্ভব হত না তাঁদের সকলকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। নববর্ষারম্ভে আমরা আমাদের সদস্য-সদস্যা, পাঠক-পাঠিকা এবং আরো যাঁরা শুভানুধ্যায়ী আছেন তাঁদের সকলকে আমাদের অভিনন্দন জানাই। আশা করি, সকলের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ নিয়ে 'গ্রন্থাগার' আগামী বৎসরগুলিতে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠবে।

'গ্রন্থাগার' বাংলা ১৩৫৮ সালের কার্তিক মাসে ত্রৈমাসিক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম সম্পাদক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু (১৩৫৮-৬১); প্রথম পর্যায়ে দুজন সহকারী সম্পাদকও ছিলেন। এঁরা হলেন শ্রীমনোজ নিয়োগী (১৩৫৮-৫৯) ও [illegible]াখ্যা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৫৮-৫৯)। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার 'নিবেদনে' ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একটি নিয়মিত মুখপত্রের প্রয়োজন আমরা বহুদিন অনুভব করে আসছি; প্রায় পনের বছর আগে থেকে এ সম্বন্ধে চেষ্টাও শুরু হয়েছিল।" পনের বছর আগে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগের প্রচে[illegible]দি সফল হত তবে এতদিনে পরিষদের সেই মুখপত্রের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান হয়ে [illegible] কথা। পরিষদের বয়সও চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু

প্রথমাবস্থায় পরিষদের জনবল ও অর্থবল তেমন ছিল না এবং পত্রিকা প্রকাশের পথে বাধাগুলি অতিক্রম করা ছিল প্রায় দুঃসাধ্য। 'গ্রন্থাগার' প্রকাশের পূর্বে ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পরিষদের ইংরেজী মুখপত্র 'Bengal Library Association Bulletin' অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

ত্রৈমাসিক পর্যায়ের 'গ্রন্থাগার' বছরে চার বার (কার্তিক, মাঘ, বৈশাখ ও আষাঢ়) প্রকাশিত হত এবং এর বর্ষারম্ভ হত কার্তিক মাস থেকে। আরম্ভ ভালই হয়েছিল— পত্রিকার প্রথম মুদ্রাকর শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাশ; ১১৯নং ধর্মতলা ষ্ট্রীটের জেনারেল প্রিন্টার্স ও পাবলিসার্স থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ত্রৈমাসিক পত্র ১৩৬৩ সালের বৈশাখ থেকে নবপর্যায়ে মাসিক আকারে প্রকাশিত হতে থাকে।

পরবর্তীকালে (শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসুর পরে) পত্রিকা সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রীপ্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৬১-৬২), শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৬২-৬৩), শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (১৩৬৩-৬৯), শ্রীঅরুণকান্তি দাশগুপ্ত (১৩৬৯-৭১), এবং শ্রীচঞ্চলকুমার সেন (১৩৭১-৭২)।

নব পর্যায়ের 'গ্রন্থাগার' দীর্ঘকাল যাবত অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদনা এবং এর নানাবিধ উন্নতিবিধান করেছিলেন শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। বছরের পর বছর একই লোকের পক্ষে এ ধরণের একটি মাসিক পত্রিকার দায়িত্ব প্রায় একাকী বহন করা যে খুবই পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার সে সম্পর্কে পত্রিকার পাঠক ও সদস্যদের অনেকেরই হয়তো সঠিক ধারণা নেই। যদিও শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় এখন পরিষদের কর্মসচিব এবং পরিষদের মুখপত্রে এভাবে তাঁর উল্লেখ করা হয়তো ঠিক নয়, কিন্তু 'গ্রন্থাগার'-এর সম্পর্কে কিছু লিখতে হলে তাঁর সম্পর্কে কিছু না লিখলেও সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হয় না। তাঁর সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাঁর পরবর্তী সম্পাদক লিখেছিলেন, "গ্রন্থাগারিকদের কাছে 'শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়' এবং 'গ্রন্থাগার' নাম দুটি এই কয় বৎসরে প্রায় সমার্থবোধক হয়ে উঠেছে।" এ উক্তি যথার্থই সত্য।

এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধের স্বল্পপরিসরে 'গ্রন্থাগার'-এর ইতিহাস লেখা বা এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়—বর্তমান লেখকের উদ্দেশ্যও তা নয়। 'গ্রন্থাগার' প্রকাশের ২।১ বছর পর থেকেই বর্তমান লেখক সৌভাগ্যক্রমে এর একনিষ্ঠ পাঠক হয়ে পড়েছিল। অধীর আগ্রহে পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকার সে দিনগুলি হারিয়ে গেছে—কিন্তু সেই দিনগুলির অনেক স্মৃতিই আজ তার মানসপটে ভেসে উঠছে।

বিগত পনের বছরে স্বদেশে ও বিদেশে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। পুরানো 'গ্রন্থাগার'-এর পৃষ্ঠা খুঁজলে সেখানে এর অনেক কিছুই ধরা পড়েছে দেখা যাবে। এ বছর ইউনেস্কোর বিংশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। বিগত কয়েক বছরে ইউনেস্কোর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের

জন্য উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে। ১৯৫১ সালে ইউনেস্কো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য যে পাইলট প্রজেক্ট স্কীম করেন তার ফলে দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী জন্মলাভ করে ল্যুটন-এর বরো লাইব্রেরীয়ান শ্রী ফ্রাঙ্ক গার্ডনার এর উপদেষ্টা হয়ে এসেছিলেন। ১৯৫১ সালে ইন্দোরে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনে এশিয়ার লাইব্রেরীসমূহের এক ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব হয়। ১৯৫৫ সালে দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর এক সেমিনারে আমন্ত্রিত এশিয়ার ১৯টি দেশ মিলিত হন এবং গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান ও ডকুমেন্টেশনের বিষয়ে আলোচনা হয়। ১৯৫৬ সালে দক্ষিণ এশিয়ার শিল্পের সামাজিক গুরুত্ব গবেষণার জন্য কলকাতায় একটি ইউনেস্কো গবেষণা কেন্দ্র (লাইব্রেরী ও ডকুমেন্টেশন ব্যবস্থাসহ) স্থাপিত হয়। এই সময়ের মধ্যে ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেও গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য বর্গীকরণ, সূচীকরণ প্রভৃতি গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের কলাকৌশল সংক্রান্ত বিষয়ে ডকুমেন্টেশনের ব্যাপারে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য, গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কাজকর্মে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার, গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষণ এবং আরো বহু বিষয়ে অনেক সম্মেলন, সভা, আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। IFLA, FID প্রভৃতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সম্মেলন ও আলোচনা-চক্রে ভারতের প্রতিনিধিরাও যোগ দিয়েছেন। এই সব সম্মেলনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও গৃহীত হয়েছে। এই সকল সিদ্ধান্ত ভারতের ক্ষেত্রে অনেক ফলপ্রসূ হয়েছে তা দেখা যায় INSDOC ও DRTC-র প্রতিষ্ঠায়, ভারতের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর প্রকাশে এবং অন্যান্য কার্যক্রমে।

১৯৫৬ সালে ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ; কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ; মাদ্রাজ ও অন্ধ্রপ্রদেশে পাবলিক লাইব্রেরী আইন পাশ; ১৯৫৭ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সারদা রঙ্গনাথন চেয়ারের উদ্বোধন এবং ১৯৬৩ সালে ভারত সরকার কর্তৃক ডঃ রঙ্গনাথনকে জাতীয় অধ্যাপকরূপে ঘোষণা করা এই সকল ঘটনা নিশ্চয়ই ভারতের গ্রন্থাগার জগতের পক্ষে উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। এ সকলই এবং আরো বহু ঘটনার সংবাদ বাংলাদেশের গ্রন্থাগারিকগণ গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠায় বিগত পনের বছর ধরে পেয়ে আসছেন। এখানেই 'গ্রন্থাগার' প্রকাশের সার্থকতা।

আমাদের মনে হয় গ্রন্থাগার বৃত্তির লোকেদের শিক্ষিত করে তোলার একটা পরোক্ষ ভূমিকা গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্রের আছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ উপযুক্ত ভাবে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পরিবেশন করা, প্রয়োজন মতো তাকে ব্যাখ্যা করা ও সর্বসমক্ষে তুলে ধরার দায়িত্ব গ্রন্থাগার পরিষদের আছে এবং সে দায়িত্বের অনেকখানিই পালন করা সম্ভব হয় পরিষদের মুখপত্রের মাধ্যমে। বিগত বৎসরগুলিতে আমরা আমাদের এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পেরেছি কিনা তা বিচার করে দেখতে হবে। অতীতের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে আগামী

দিনগুলিতে যাতে আমাদের আকাঙ্খিত লক্ষ্যের অভিমুখে আমরা অগ্রসর হতে পারি তার জন্য আমাদের নিশ্চয়ই কাজ করে যেতে হবে।

'গ্রন্থাগার' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তারপরে এই পনের বছরে সময়ের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পত্রিকারও অনেক উন্নতি হয়েছে। পত্রিকার মান যতটা উঁচু হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি হয়তো এখনো আমরা সেখানে পৌছুতে পারিনি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কলাকৌশল সংক্রান্ত খুব উচ্চ শ্রেণীর প্রবন্ধ 'গ্রন্থাগার'-এর জন্য কেন পাওয়া যায় না—এ অভিযোগ মাঝে মাঝে হয়। তাছাড়া গ্রন্থাগারিকদের, বিশেষ করে যাঁরা গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণে নিযুক্ত আছেন, তাঁদের কাছ থেকে মৌলিক চিন্তা বা গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ পাওয়া যায় না কেন—এরকম প্রশ্নও উঠেছে।

যে যুগে 'গ্রন্থাগার'এর জন্য চেষ্টা-চরিত্র করে লেখা জোগাড় করতে হত সে যুগের হয়তো অবসান ঘটেছে। এখন লেখা দিয়ে লেখা ছাপা হয়না—এই অভিযোগই হয়তো বেশী শুনতে হবে। আশার কথা, ছাপাবার মত বহু ভালো লেখাও বর্তমানে 'গ্রন্থাগার'-এর জন্য পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের মনে হয় 'গ্রন্থাগার'-এর সকল শ্রেণীর পাঠকের কথা স্মরণ রেখে কেবলমাত্র উচ্চতর কলাকৌশল সংক্রান্ত প্রবন্ধ দিয়ে 'গ্রন্থাগার'-এর পৃষ্ঠা ভর্তি করা ঠিক হবে না।

বিগত পনের বছরে ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হয়েছে এবং যথেষ্ট আশার সঞ্চার হয়েছে। বাংলাদেশে এই নবজাত মহৎ চেতনাকে তুলে ধরার দায়িত্ব বাংলাদেশের গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার'-এর। এ দায়িত্ব পালনে যে গ্রন্থাগারবৃত্তির সকলে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে দেবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাংলা দেশের জনবল এবং সম্পদ দুই-ই আছে। গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের ব্যাপারে বাংলাদেশ এককালে নেতৃত্ব দিয়েছে। গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপারে এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনায়ও বাংলাদেশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। সকলের সহযোগিতায় 'গ্রন্থাগার' আগামী দিনে আরও সার্থক হয়ে উঠুক এই কামনা করি।

Editorial : Granthagar—16th year of publication.

এই সংখ্যায় ভ্রমক্রমে মুদ্রিত পরবর্তী ৪৬৮ থেকে ৪৭৫পৃঃ, ৬ থেকে ১২পৃঃ বলে পড়তে হবে।
—সঃ গ্রঃ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কথা

প্রমীলচন্দ্র বসু

পশ্চাৎপট

আমাদের দেশের গ্রন্থাগারের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও রচিত না হ'লেও স্থান, কাল ও পাত্র অনুযায়ী এদেশে প্রাচীনকাল থেকেই যে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ছিল নানা সূত্রে তা জানা যায়। তবে এখানে মুদ্রিত গ্রন্থের সমাবেশে গঠিত আধুনিক গ্রন্থাগারের উৎপত্তি খুব বেশী দিন আগে হয় নি; হ'য়েছে এদেশে ইয়োরোপীয়দের আগমনের অনেক পরে। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে। সোসাইটির নিজস্ব গ্রন্থাগারটি সম্ভবতঃ ভারতের আধুনিক গ্রন্থাগারের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার। সে হিসাবে ভারতে আধুনিক গ্রন্থাগারের উৎপত্তি স্থানের গৌরব বাংলাদেশের প্রাপ্য। এদেশের আধুনিক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত একথা অস্বীকার করা যায় না। সারা ভারতের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রচার, প্রসার এবং প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশেই প্রথমে অনুভূত হয়। এই শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য গ্রন্থাগারের প্রয়োজন উপলব্ধি করা হয়। তার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে শিক্ষিত ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন হয়। দেশী ও বিদেশী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকের এই প্রয়োজন বোধ ও আগ্রহের ফলে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট ক'লকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর সৃষ্টি হয়। নানা অবস্থা ও পর্যায়ের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে সেই লাইব্রেরী আজ ক'লকাতার 'জাতীয় গ্রন্থাগারে' (National Library) রূপান্তরিত হ'য়েছে। ক'লকাতা পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত হওয়ার পর এবং হয়তো তার পূর্বেও ক'লকাতা এবং বাংলাদেশের অন্যান্য কোন কোন স্থানে শিক্ষিত ব্যক্তিরা উদ্যোগী হ'য়ে নিজেদের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। সে সকল গ্রন্থাগারের অনেকের আজ আর অস্তিত্ব নেই। তবু উনবিংশ শতাব্দীতে স্থাপিত গ্রন্থাগারের মধ্যে যেগুলি অদ্যাবধি চালু আছে তার কয়েকটার উল্লেখ করা যাচ্ছে:—

রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার (মেদিনীপুর), ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত।
(এই গ্রন্থাগারের পূর্বনাম ছিল মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরী)

হুগলী পাবলিক লাইব্রেরী (হুগলী)	১৮৫৪	"	"
কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী (হুগলী)	১৮৫৮	"	"
উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী (হুগলী)	১৮৫৯	"	"
জনাই পাবলিক লাইব্রেরী (হুগলী)	১৮৬০	"	"
আড়িয়াদহ পাবলিক লাইব্রেরী (২৪ পরগণা)	১৮৬০	"	"

চন্দননগর পুস্তকালয় (হুগলী)	১৮৭১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত
শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী (হুগলী)	১৮৭১ „ „
কালনা মেয়ো লাইব্রেরী (বর্ধমান)	১৮৭২ „ „
বরাহনগর পিপল্স লাইব্রেরী (ক'লকাতা)	১৮৭৬ „ „
ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন লাইব্রেরী (ক'লকাতা)	১৮৭৬ „ „
রাণীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী (বর্ধমান)	১৮৭৬ „ „
তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী (ক'লকাতা)	১৮৮২ „ „
বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী (ক'লকাতা)	১৮৮৩ „ „
কুমারটুলি ইনষ্টিটিউট (ক'লকাতা)	১৮৮৪ „ „
শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী (হাওড়া)	১৮৮৪ „ „
বালী সাধারণ গ্রন্থাগার (হাওড়া)	১৮৮৫ „ „
চৈতন্য লাইব্রেরী (হাওড়া)	১৮৮৯ „ „
ভারতী পরিষদ (ক'লকাতা)	১৮৯০ „ „
(এই লাইব্রেরীর পূর্বনাম ছিল কর্ণওয়ালিস ইউনিয়ন ক্লাব লাইব্রেরী)	
বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগার (হুগলী)	১৮৯১ „ „
ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট লাইব্রেরী (ক'লকাতা)	১৮৯১ „ „
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার (ক'লকাতা)	১৮৯৪ „ „

বর্তমান যুগ জনগণের যুগ। রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় অভিজাত ও বিত্তবান সম্প্রদায়ের জন্য সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধার পরিবর্তে জনসাধারণের সকলের জন্য অন্ততঃ পক্ষে জনসমাজের বৃহদাংশের জন্য সকল আয়োজন থাকবে আজকের যুগের ইহাই অভিপ্রায়। এ যুগের গ্রন্থাগার আন্দোলনের মধ্যেও যুগের এই মনোভাব সুস্পষ্ট। যে কোন বিষয়ে প্রগতির আদর্শ ও আকাঙ্খা প্রথমে স্বল্প সংখ্যক লোকের মনে অঙ্কুর হিসাবেই অবস্থান করে। উপযুক্ত এবং অনুকূল পরিবেশে পরিচর্যার মাধ্যমে সে অঙ্কুরের বৃদ্ধি, পুষ্টি ও সম্প্রসারণ ঘটে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গ্রন্থাগার ব্যবহারের আকাঙ্খার অঙ্কুর প্রথমে বাংলাদেশে বিকশিত হ'লেও জনসাধারণের জন্য ব্যাপকভাবে গ্রন্থাগারের আয়োজনের গৌরব ব্রিটিশ রাজত্বকালে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বরোদা রাজ্যের প্রাপ্য। আধুনিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার কল্পে সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসের ব্যাপারেও অন্ততঃ পক্ষে অন্ধ্রপ্রদেশ বাংলাদেশের পূর্বগামী। কারণ বাংলাদেশের পূর্বেই সেখানে গ্রন্থাগার সঙ্ঘের আন্দোলন কিছুটা দানা বাঁধে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে অন্ধ্রদেশের গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হয়। পরে অবশ্য এই পরিষদের অবলুপ্তি ঘটে। এই পরিষদের উদ্যোগে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে নিখিল ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে 'নিখিল ভারত সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষদের' (All India Public Library Association) প্রতিষ্ঠা হয়। এই পরিষদ কর্তৃক মধ্যে মধ্যে গ্রন্থাগার সম্মেলনের আয়োজন করা হ'ত।

উৎপত্তি

দক্ষিণ ভারতে বেলগাঁও শহরে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের' Indian National Congress) বার্ষিক অধিবেশন কালে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত সাধারণ গ্রন্থাগারের তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি প্রদেশে প্রাদেশিক গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনের এক প্রস্তাব ঐ সম্মেলনে বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিনিধি শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ উত্থাপন করেন এবং ঐ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে সম্মেলনে গৃহীত হয়। তদনুসারে ক'লকাতায় এলবার্ট ইনষ্টিটিউট হলে (Albert Institute Hall) ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে তদানীন্তন ক'লকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর (বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার) গ্রন্থাগারিক শ্রী জে, এ, চ্যাপমান মহোদয়ের সভাপতিত্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি এবং 'গ্রন্থানুরাগীদের এক সম্মেলন হয়। ঐ সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের এক বাণী পঠিত হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে অল বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন' (All Bengal Library Association) নামে এক সমিতি স্থাপিত হয়। পরে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় নিখিল বঙ্গ সম্মেলনে এই সমিতির বাংলা নামকরণ হয় 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ'।

প্রথম পর্যায়

১৯২৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে পরিষদের জীবনের প্রথম পর্যায় হিসাবে ধরা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে লেখকের সাথে পরিষদের সংযোগ ছিল না। শোনা কথা থেকে এবং ঐ যুগের কিছু কিছু কাগজপত্র দেখার অভিজ্ঞতা থেকে ঐ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি হিসাবে পুরোভাগে রেখে যাঁরা এই সংস্থার সংস্পর্শে এসে এর কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন অথবা এর মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি কল্পে সহায়তা করেছিলেন তাঁদের কারও কারও নাম স্মৃতিতে উদয় হ'চ্ছে। অন্যান্য যাঁদের নাম আমার জানা নেই অথবা এখন স্মরণ হ'চ্ছে না তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে যে সব নাম মনে আসছে সশ্রদ্ধভাবে সে সব নাম এখানে উল্লেখ ক'রতে পারি। এঁদের অনেকেই আজ আর ইহলোকে নেই :—৺কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, ৺সুশীলচন্দ্র ঘোষ, ৺তিনকড়ি দত্ত, ৺সরলা দেবী চৌধুরাণী, ডক্টর কালিদাস নাগ, ৺বিপিনচন্দ্র পাল, ৺অধ্যাপক অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ, ৺ডক্টর গুরুদাস রায়, ৺ডক্টর সত্যানন্দ রায়, ৺ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী ৺অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার, ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজগন্নাথদেব রায়, ডক্টর নরেন্দ্র নাথ লাহা, ৺ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনোরঞ্জন রায়, ৺ভ্যান ম্যানেন, অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ রুদ্র. অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, ৺শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী লতিকা বসু, ৺সুরেন্দ্রনাথ কুমার, ৺প্রমথ চৌধুরী, ৺অমৃতলাল বসু, ৺কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, ৺তুলসী চরণ গোস্বামী, ৺ডক্টর পি, সি, ব্রীজ, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

এই পরিষদের উদ্যোগে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে এবং ২২শে জানুয়ারী তারিখে ক'লকাতার এলবার্ট হলে ৺প্রমথনাথ চৌধুরীর (বীরবল) সভাপতিত্বে দ্বিতীয় নিখিল বঙ্গ

গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়। মূল সভাপতি ব্যতীত সম্মেলনের শাখার জন্য চারজন সাধারণ সভাপতিও ছিলেন। ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলন' শাখার সভাপতি ছিলেন শ্রীচারুচন্দ্র রায়, 'বিদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন' শাখার সভাপতি শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক শিক্ষা, শাখার সভানেত্রী শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণী এবং 'গ্রন্থাগার পরিচালনা শাখার সভাপতি ছিলেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার। এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে (১৮ই নভেম্বর) বঙ্গীয় সহিত্য পরিষদ ভবনে বরোদা রাজ্যের গ্রন্থাগার সমূহের তত্ত্বাবধায়ক (curator) মিঃ নিউটন মোহন দত্তের সভাপতিত্বে তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন বিষয়ে প্রচারমূলক কাজ ও জনমত গঠন পরিষদের কার্যধারার প্রধান সূচী ছিল। তৃতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের পরবর্তীকালে গ্রন্থাগার পরিষদের কাজকর্ম স্তিমিত হ'য়ে আসে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে (১৪ই সেপ্টেম্বর) Bengal Library Association অথবা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নামে এই সংস্থাকে পুনরুজ্জীবিত ও সক্রিয় ক'রে তোলা হয়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট তারিখে সভ্যদের এক সাধারণ সভায় পরিষদের এক নূতন গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়। অতঃপর এই গঠনতন্ত্রের কয়েকবার সংশোধন করা হয়েছে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় একবিংশ আইন (The Societies Registration Act, Act XXI of 1860) অনুসারে পরিষদকে রেজিষ্ট্রী করা হয়।

পরবর্তী পর্যায়

পুনর্গঠিত পরিষদের একেবারে প্রথম দিকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে দু'টি নতুন কাজ হয়। কাজ দু'টি হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের মাধ্যমে হ'লেও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগেই তা' সম্পন্ন হ'য়েছিল এ কথা ব'ললে অত্যুক্তি হবে না। প্রথম কাজটি হ'চ্ছে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়াতে বাংলাদেশের প্রথম গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা। এই কেন্দ্রের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট সকলেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পক্ষান্তরে তাঁদের সকলেরই হুগলী জেলা পরিষদের সাথে সম্পর্ক ছিল না। অবিভক্ত বাংলার নানা জেলা থেকে এমনকি সুদূর ঢাকা থেকেও শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভের জন্য এই কেন্দ্রে যোগদান ক'রেছিলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বেই বাংলাদেশে গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণের জন্য আন্দোলন করা হ'চ্ছিল! এই সময়ে পরিষদের কর্মী ও কর্মকর্তারা ঘরোয়াভাবে আলাপ আলোচনা ক'রেই প্রথমে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের এক কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার কয়েকটা কারণ ছিল। প্রথমতঃ সারা বাংলাদেশের (অবিভক্ত বাংলাদেশ) জন্য ব্যাপক আয়োজন ক'রতে হ'লে সে আয়োজন ক'লকাতাতেই করা বাঞ্ছনীয় ব'লে বিবেচিত হ'য়েছিল। অথচ পরিষদের সেই দৈন্যের যুগে ক'লকাতায়

শিক্ষার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করা, শিক্ষাদানের আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যবস্থা করা সহজ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষামূলক এই কাজে দেশের মধ্যে সাড়া না পেলে এবং সাফল্যলাভ না করতে পারলে এর প্রতিক্রিয়া পরিষদের পক্ষে তথা বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে এবং গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের ব্যবস্থার দাবী ও আন্দোলন ব্যহত হবে। কাজেই পরিষদের তদানীন্তন অবস্থায় প্রথমেই পরিষদের নামে এই ধরণের কেন্দ্র পরিচালন সংগত হবে কিনা সে বিষয়ে মতদ্বৈধতা ছিল। তৃতীয়তঃ এই সময়ে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ বিশেষ সক্রিয় ছিল এবং এই পরিষদের কর্মকর্তা ও প্রভাবশালী সভ্যদের অনেকেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের মাধ্যমে এই কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনের অসুবিধা হবে না এই সিদ্ধান্ত ঘরোয়াভাবে উভয় পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মীরা গ্রহণ করেন এবং উভয় পরিষদের সভাপতি কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের বাসস্থান হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়াতে বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী গৃহে এই শিক্ষণ ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়। এই কেন্দ্রের অসামান্য সাফল্যে উৎসাহিত হ'য়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ক'লকাতায় শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহী ও সচেষ্ট হন এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখে পরিষদের বাৎসরিক সভায় গ্রন্থাগারিকদের জন্য স্বল্পকালীন শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু কার্যতঃ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আয়োজন ও ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত সেই শিক্ষণকেন্দ্র সম্প্রসারিত ও শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা একাধিক শাখায় বিভক্ত হ'য়ে অদ্যাবধি সক্রিয়ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

পরিষদের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথমভাগে অপর একটি বাস্তব কাজ সাধিত হয়। সেটি হ'চ্ছে ক'লকাতা, হাওড়া এবং ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমায় গ্রন্থাগারের আয়োজন এবং অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রেও প্রথমে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মীদের বেসরকারী উদ্যোগে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক হুগলী জেলার গ্রন্থাগারের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ সমীক্ষা করা হয়। তৎপরে ১৯৩৬ অথবা ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ক'লকাতা এবং হাওড়ায় শ্রীপুলিনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং ব্রাহ্মণবেড়িয়াতে শ্রীশৈলেশ সেন দ্বারা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন করেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ থেকে গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশন কাজ শুরু হয়। Bengal Library Association Bulletin অথবা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকা এবং কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের 'গ্রন্থাগার' নামে পুস্তক পরিষদের পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশনের প্রথম ফল।

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ক'লকাতায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের এক প্রয়াস হ'য়েছিল। কিন্তু সে প্রয়াস শেষ পর্যন্ত স্থায়ী ও সফল হয়নি। পরবর্তী কালেও এই ধরণের পরোক্ষ প্রয়াস কখন কখন হ'য়েছে কিন্তু সফল হয়নি।

গ্রন্থাগার দিবস

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ২০শে ডিসেম্বর তারিখে গ্রন্থাগার দিবস পালনের প্রথা কিছুকাল যাবৎ চ'লে আসছে। এই প্রথার কাহিনী এরূপ :—১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট ক'লকাতা পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত হয়, সে কারণ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ক'লকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক সভার আয়োজন করেন। পরে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর বেলভেডিয়ারে জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিষদ কর্তৃক ক'লকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা দিবস এক সভার আয়োজন দ্বারা পালিত হয়। পরিষদ সভাপতি ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই সময়ে সুবিধামত কোন একটা দিনকে 'গ্রন্থাগার দিবস' হিসাবে প্রতি বৎসর পালন করার জন্য পরিষদের কর্মকর্তারা বেসরকারীভাবে আলাপ-আলোচনা ক'রছিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীরাধাশ্যাম চন্দের উদ্যোগে 'গ্রন্থাগার প্রচার সমিতি' নামক সংস্থার মারফতে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট থেকে এক 'গ্রন্থাগার সপ্তাহ' কোন কোন স্থানে পালিত হয়। পরবর্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে 'গ্রন্থাগার প্রচার সমিতি'র উদ্যোগে ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সমর্থনে ৩১শে আগষ্ট থেকে এক সপ্তাহ 'গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার আন্দোলন সপ্তাহ' হিসাবে নানাস্থানে পালন করা হয়। ঐ বৎসরেও ৩১শে আগষ্ট তারিখে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ লাইব্রেরী হলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ক'লকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা দিবস উৎযাপিত হয়। পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুলাই পরিষদের কর্মপরিষদ প্রতি বৎসর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসকে 'গ্রন্থাগার দিবস' হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ করেন এবং পুনর্গঠিত পরিষদের নিয়মতন্ত্র গৃহীত হইবার তারিখ ১৯শে আগষ্টকে (ইং ১৯৩৫) প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে গ্রহণ করেন। সত্য কথা স্বীকার করে' ব'লতে হবে পরিষদের সকলে একমত না হ'লেও তৎকালীন গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কীয় কোন গূঢ় কারণে ঐ দিনকে প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে বেছে নেওয়া হয়। অতঃপর বৎসর তিনেক (১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) ১৯শে আগষ্ট তারিখটি 'গ্রন্থাগার দিবস' হিসাবে পালন করার পর ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯শে আগষ্ট তারিখের পরিবর্তে বাংলাদেশে সঙ্ঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনার তারিখ এবং পরিষদের আদি জন্ম তারিখ ২০শে ডিসেম্বর (১৯২৫) 'গ্রন্থাগার দিবস' হিসাবে পালনের জন্য লেখকের পরামর্শ পরিষদের কর্মসংসদ এবং পরে উপদেষ্টা সংসদ (কাউন্সিল) গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার শ্রাবণ, ১৩৬৩ সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বর্ণনা করা হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রতি বৎসর ২০শে ডিসেম্বরকে 'গ্রন্থাগার দিবস' হিসাবে পালন করা হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তথা বাংলা দেশে সঙ্ঘবদ্ধভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের জন্মদিন 'গ্রন্থাগার দিবস' হিসাবে পালন করার কথা স্মরণ রেখে ঐ দিনে গ্রন্থাগারের আয়োজন ও ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার আন্দোলন ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ ও জনমত গঠনের প্রয়াস করা

হয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন বছরের গ্রন্থাগার দিবসে যে সকল বিষয়ে জনমত সৃষ্টির চেষ্টায় অথবা দাবী জানানর উদ্দেশ্যে আন্দোলনের অবতারণা করা হ'য়েছে তার মধ্যে গ্রন্থের উপর বিক্রয় কর ধার্য রোধ, সর্বজনীন গ্রন্থাগার বিষয়ে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন, সর্বজনের জন্য বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা চালু করা ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

পরিষদের জীবনের প্রথম পর্যায়ে তিনটি গ্রন্থাগার সম্মেলনের অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা হ'য়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এ পর্যন্ত প্রায় আরও বিশটি সম্মেলন পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। এই সম্মেলনগুলির স্থান, তারিখ ইত্যাদির পরিচয় হাতের কাছে থাকলে অনেকের সুবিধা হবে মনে ক'রে যতটা সম্ভব সে সব পরিচয় এখানে উল্লেখের চেষ্টা করা হ'ল। হাতের কাছে কাগজ পত্র না থাকায় কিছু ভুল-ত্রুটি এর মধ্যে যদি এসে যায় তার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করি।

সম্মেলনের তারিখ	স্থান	সভাপতি	উদ্বোধক	অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অথবা সভানেত্রী
১৯৩৭ খৃ: ২৪শে ও ২৫শে জুলাই	ক: বিশ্ববিদ্যালয় (আশুতোষ হল)	অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শ্রীফজলুল হক	(প্রদর্শনীর উদ্বোধক) মেয়র শ্রীসনৎকুমার রায় চৌধুরী	শ্রী ডবলিউ,সি ওয়ার্ডসওয়ার্থ
১৯৩৮ খৃ: ১৯শে ও ২০শে মার্চ	মেদিনীপুর	ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়	কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়	জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন
১৯৪১ খৃ: ১০ই এবং ১১ই এপ্রিল	বাঁশবেড়িয়া, (হুগলী)	বিনয়রঞ্জন সেন	(কে ছিলেন স্মরণ নেই)	(সম্ভবত: কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়)
১৯৪৪ খৃ: ২৫শে ডিসেম্বর	বর্ধমান	কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহশয়*	বর্ধমানাধিপতি উদয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর	(সম্ভবত:) শ্রীরক্ষিত
১৯৪৬ খৃ: ৩১শে মার্চ	আড়িয়াদহ, (২৪ পরগণা)	শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ শ্রীঅনাথ নাথ বসু		(সম্ভবত:) শ্রীফনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৯৫০ খৃ: ৩১শে ডিসেম্বর	ক'লকাতা, এসিয়াটিক সোসাইটি	শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ	শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়

* (সম্মেলন ক্ষেত্রে সভাপতির ভাষণদানের প্রাক্কালে রায় মহাশয় অসুস্থ হ'য়ে সম্মেলন স্থান ত্যাগ করেন। বর্তমান লেখক রায় মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ ও সভাপতির কাজ পরিচালনা করেন)

সম্মেলনের তারিখ	স্থান	সভাপতি	উদ্বোধক	অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অথবা সভানেত্রী
১৯৫৩ খৃ: ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল	শান্তিপুর, (নদীয়া)	অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	(পরিষদ সভাপতি শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ প্রারম্ভিক ভাষণ দেন)	শ্রীশশী খাঁ
১৯৫৪ খৃ: ১৬ই ও ১৭ই এপ্রিল	মালদহ	অধ্যক্ষ অনাথনাথ বসু	শ্রী বি,এস,কেশবন	শ্রীরমাপ্রসন্ন রায়
১৯৫৫ খৃ: ৮ই, ৯ই এবং ১০ই এপ্রিল	খিদিরপুর (ক'লকাতা)	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়	শ্রীবলাইভূষণ পাল
১৯৫৬ খৃ: ১৩ই, ১৪ই এপ্রিল	কাঁথি, (মেদিনীপুর)	শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু	ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়	শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মাল
১৯৫৭ খৃ: ১৯, ২০শে এপ্রিল	পুরুলিয়া	শ্রীবি,এস,কেশবন	শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু	শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায়
১৯৫৮ খৃ: ৪ঠা এবং ৫ই এপ্রিল	নবদ্বীপ, (নদীয়া)	ডঃ এস, আর, রঙ্গনাথন	রাজ্যমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর দাস ব্যানার্জীর অনুপস্থিতিতে শ্রীবি, এস, কেশবন	শ্রীতিনকড়ি বাগচী
১৯৫৯ খৃ: ২৭শে ও ২৮শে মার্চ	বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)	কাজী আব্দুল ওদুদ	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
১৯৬০ খৃ: ১৫ই ও ১৬ই এপ্রিল	ইছাপুর-নবাবগঞ্জ (২৪ পরগণা)	শচীদুলাল দাশগুপ্ত	শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়	শ্রীতপেন্দ্রকৃষ্ণ মণ্ডল
১৯৬১ খৃ: ৩১শে মার্চ ও ১লা এপ্রিল	বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)	শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়	শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়	শ্রীরাধাগোবিন্দ রায়
১৯৬২ খৃ: ১০ই ও ১১ইজুন	শিলিগুড়ি (দার্জিলিং)	শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীএস, পি রায়

সম্মেলনের তারিখ	স্থান	সভাপতি	উদ্বোধক	অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অথবা সভানেত্রী
১৯৬৩ খৃ: ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল	কাকদ্বীপ (২৪ পরগণা)	ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত	শ্রীঅশোককুমার সেন (কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী)	শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৬৪ খৃ: ১৩ই ও ১৪ই জুন	সিউড়ী (বীরভূম)	শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৬৫ খৃ: ৩০ ও ৩১শে মে	শ্যামপুর (হাওড়া)	অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু	শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়
১৯৬৬ খৃ: ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী	দ্বারহাট্টা (হুগলী)	শ্রীনারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী	*ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীঅজিতকুমার ঘোড়াই

পরিষদ সভাপতি

যে কারণে এবং যে উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গ্রন্থাগার সম্মেলনের তথ্য একত্র দেওয়া হ'ল সেই কারণ এবং উদ্দেশ্যে পরিষদের সভাপতিদের নাম ও কার্যকাল একত্রে এক জায়গায় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না বিবেচনায় সে বিষয়ের তথ্যও সাধ্যমত এখানে দেওয়া হ'ল। পরিষদের নথীপত্র অনেক সময়ে যথাযথভাবে রচিত এবং রক্ষিত হয় নি। বয়সের সাথে সাথে স্মৃতিশক্তিও হ্রাস পায়। কাজেই এক্ষেত্রেও লেখকের কোন ভুলচুক হ'লে মার্জনা প্রার্থনা করি। ১৯২৫ খ্রীঃ স্থাপিত গ্রন্থালয় পরিষদের শুরু থেকে প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ এই পরিষদের সভাপতি ছিলেন সে কথা পূর্বেই বলা হ'য়েছে। সেজন্য এখানে ১৯৩৩ খৃ: থেকে পরিষদের পরবর্তী পর্যায়ের সভাপতিদের নামের তালিকা ও কার্যকাল দেওয়া হল।

কার্যকাল	সভাপতির নাম
১৯৩৩ খৃ: থেকে ১৯৪০ খৃ:	কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়
১৯৪১ খৃ: থেকে (সম্ভবতঃ) ১৯৪৩ খৃ:	রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৯৪৪ খৃ: থেকে ১৯৪৫ খৃ:	কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়
১৯৪৬ খৃ: থেকে ১৯৪৭ খৃ:	শ্রীঅপূর্ব কুমার চন্দ
১৯৪৮ খৃ: থেকে ১৯৫২ খৃ: (মে মাস পর্যন্ত)	ডঃ নীহাররঞ্জন রায়

* নির্বাচিত উদ্বোধক অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হতে পারেন নি।

কার্যকাল	সভাপতির নাম
১৯৫২ খৃ:	শ্রীঅপূর্ব কুমার চন্দ
১৯৫৩ খৃ:	ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
১৯৫৪ খৃ:	শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়
১৯৫৫ খৃ: থেকে ১৯৫৮ খৃ:'	শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু
১৯৫৯ খৃ:	শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়
১৯৬০ খৃ: থেকে ১৯৬১ খৃ:	শ্রীতিনকড়ি দত্ত
১৯৬২ খৃ: থেকে —	শ্রীশৈল কুমার মুখোপাধ্যায়

খ্রীষ্টীয় বছর হিসেবে সভাপতি নির্বাচন হবার কথা হ'লেও নির্বাচন সাধারণতঃ বছরের শেষ অথবা প্রথম মাসেই হয় না। কাজেই এক নির্বাচন থেকে পর বৎসরের নির্বাচনের সময় পর্যন্ত নির্বাচিত সভাপতি সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। সে কারণ সভাপতিদের প্রকৃত কার্যকাল অধিকাংশ সময়েই পঞ্জিকার বৎসর অনুযায়ী হয় না—একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্তব্য বলে মনে করি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যদি বিভিন্ন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সর্বতথ্য ও বিবরণ সমন্বিত এক পুর্ণ ইতিহাস প্রকাশ করেন তা' হ'লে তা' বাংলাদেশের আধুনিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রামাণ্য ইতিহাস সংকলনের বিশেষ সহায়ক হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

[প্রবন্ধটি দ্বারহট্টে বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রাক্কালে সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণী-পত্রে মুদ্রিত হয়েছিল। লেখকের অনুমতিক্রমে এবং লেখক কতৃর্ক সামান্য সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তনের পর প্রবন্ধটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হল। সঃ গ্রঃ]

The Bengal Library Associatio :
Origin and its progress – By P. C. Bose

গ্রন্থাগারের ক্রমবিকাশের ধারা

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগারের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কিছু জানবার পূর্বে মনে রাখতে হবে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের ক্রমবিকাশ হয়েছে। সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন মানব সমাজের যে উন্নতি তা সমান নয়। কতক দেশের মানব সভ্যতা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়েছে আবার এমন মানবসমাজ এখনও বর্তমান যে সমাজের উন্নতি মোটেই হয়নি। কোন একটি মানবসমাজকে উন্নত বলা যায় যখন সেই সমাজের মানুষ তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে নিজের আয়ত্বের মধ্যে এনে মানব জীবনের সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে। যেমন ধরুন মানব সভ্যতার স্বর্ণযুগ বা ক্লাসিক যুগ। এ যুগের মানুষের ধারণা ছিল তারা মানুষের জীবনের প্রায় সমুদয় সমস্যা দূর করেছে—এ যুগের পর যারা আসবে তাদের আর কিছু করবার থাকবে না। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়; কারণ সে যুগের মানুষ তাদের জীবন যাপনের পথে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল সেই সমস্যারই সমাধান তারা করেছিল। পরের যুগের মানুষের জীবন স্বর্ণযুগের মানুষের জীবন নয়। সুতরাং পরের যুগের মানুষের জীবনের সমস্যাগুলি আগের যুগের সমাধানের সাহায্যে সমাধান করা সম্ভব হয় না। তাদের জীবনের সমস্যার সমাধান তারাই খুঁজে বার করবে তাদের নিজের চলার পথে। এইভাবে প্রত্যেক যুগের জন্ম ও মৃত্যু আছে। যুগের সুরু আছে, চরম উন্নতি আছে এবং পতন আছে।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে মানুষের কৃষ্টির উন্নতি হলেই যে জনসমষ্টির উন্নতি হ'বে তার কোন মানে নেই। জনসমষ্টির উন্নতি মানুষের জীবনী শক্তির লক্ষণ, কৃষ্টির উন্নতির লক্ষণ নয়। কৃষ্টি বা সভ্যতার উন্নতির লক্ষণ হ'লো মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরে নিয়ন্ত্রণক্ষমতা লাভ। মানুষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যদি জনসংখ্যার উন্নতি না থাকে তা হ'লে মানব সমাজ গতিশীল হয় না কারণ মানুষের জীবনে নতুন সমস্যাও দেখা দেয় না। ফলে সমস্যা সমাধানের কোন প্রশ্ন থাকে না। এরূপ অবস্থায় সভ্যতার প্রগতি না হয়ে অধোগতি হয়; কারণ তাদের জীবনচর্যা বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহারে নয়, আমোদ-প্রমোদে এবং নিম্নস্তরের জীবন যাপনে কাটে। সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন না থাকলে মানুষের জীবনে পাঠের প্রয়োজন থাকে না, ফলে লেখাপড়া ও গ্রন্থাগারের উন্নতির কোন কথাই ওঠে না। যে প্রয়োজনে মানুষ লেখে ঠিক সেই প্রয়োজনে মানুষ পড়ে—এবং সে প্রয়োজনটা হ'চ্ছে জীবনের সমস্যার সমাধানের। "Un peuple heureux n'aurait peut e're pas d'histoire, mais il n'aurait certainement pas de litte'rature car il n'e'prouverait pas le desire de lire"—সুখী মানুষের ইতিহাস না থাকতে পারে কিন্তু তার যে কোন সাহিত্য থাকত না তা নিশ্চয় করে বলা যায় কারণ তার পাঠের

প্রয়োজন থাকত না। Mc Colvin লিখছেন—"Books are not action, though they may be dynamic, nor thought, feeling, or experience. They are the records of man's reaction to his environment in all its phases. They are not life, but the representation of life, and he who would regard books and reading as good in themselves starts with a fundamental misapprehension of their function.···Their value lies in enabling them to do, think, feel and understand better than they could if they depended on their individual experience and that of those with whom they were in immediate contact (Books & Libraries by R. N. Linden)। তা হলে আমরা একথা বলতে পারি জীবনের সমস্যা না থাকলে বইয়ের প্রয়োজন থাকে না, পাঠের প্রয়োজন থাকে না—ফলে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনও থাকে না।

মানবসমাজের শুরুর দিকে সমাজের মধ্যে জটিলতা ছিল কম, কারণ মানুষের জীবনের সমস্যাও ছিল কম। সামাজিক দূরত্ব ও সামাজিক ভিন্নতা ছিল কম। ছোট একটি পরিবার কিংবা ছোট একটি দল, দলের কেউ একজন কর্তা দলের উপরে আধিপত্য করতো। এ অবস্থায় Communication-এর প্রয়োজন কতটুকু। সে Communication-এর মধ্যে জটিলতাও কিছু ছিল না; ফলে এরূপ সমাজে লেখা ও পড়ার প্রয়োজন দেখা দেয়না। সুতরাং গ্রন্থাগারের সৃষ্টিরও কোন কারণ থাকে না—এমন কি লেখার সৃষ্টি হওয়ারও কোন কারণ থাকে না। এ সময়ে মানুষ কতকগুলি হাবভাবের দ্বারা না হয় বড় জোর কয়েকটি শব্দের দ্বারা মনের ভাব আদান-প্রদান করত এবং এই শব্দ ও হাবভাব নির্ভর করত মানুষের ভাবপ্রবণতার উপর। শব্দ ও হাবভাব বোঝাবার জন্য মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি কোন কাজে লাগত না। লেখা এবং ছাপার উন্নতি বিচার করে দেখলে দেখা যায় মানব সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লেখা ও ছাপার উন্নতি হয়েছে। লেখা ও ছাপার শুরু হয় প্রথম নিকট ও মধ্য প্রাচ্যে; ভারতে ও চীন দেশে এবং মিশরে; পরে নেপলস্‌-এর মাধ্যমে রোমে ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমশঃ যায় সারা পাশ্চাত্যে। উপস্থিত যে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি যত বেশী সে দেশে ছাপার উন্নতি তত বেশী—ফলে পুস্তক প্রকাশও সে দেশে তত বেশী।

জ্ঞান নির্ভর করে মানুষের অভিজ্ঞতার উপর। যে সমাজের মানুষের অভিজ্ঞতার সমষ্টি যত বেশী সেই সমাজের মানুষের জীবনের সমস্যা সমাধানের শক্তি তত বেশী এবং সেই সমাজে বিজ্ঞান ও Technology'-র উন্নতি তত বেশী। বিজ্ঞান ও Technology'-র উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আসে Communication-এর জটিলতা। যে সমাজে বিজ্ঞান ও Technology'র উন্নতি হয় না সে সমাজে মানব মনের ভাব আদান প্রদানের পন্থার মধ্যেও জটিলতা আসে না—ফলে এ অবস্থায় Communication নির্ভর করে মানুষের কল্পনা প্রবণতার উপর কতগুলি চিহ্নের দ্বারা (Symbols)। মনের ভাবকে ধরে রাখবার চেষ্টা করা হয় কতগুলি ছবির দ্বারা। ছবিতে মনের ভাবধারাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা আধুনিক

যুগেও যে হয় না তা নয়। আধুনিক যুগেও ব্যঙ্গচিত্রের (Cartoons) চলন যথেষ্ট আছে।

চিহ্ন যে দিন ভাবের পরিবর্তে কথায় রূপান্তরিত হলো সেদিন থেকে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি হ'লো তার ভিত্তি। কল্পনা ও ভাবপ্রবণতার ক্ষেত্র অধিকার করলো মানুষের স্মরণ শক্তি।

তাহলে আমরা দেখছি মানবীয় প্রতিক্রিয়াই মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্যে লেখার সৃষ্টি করল। এবং এই প্রতিক্রিয়াই মানুষের মধ্যে পাঠের এবং লেখার চাহিদার সৃষ্টি করে। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে মানুষকে Homo Sapiens আখ্যা দেওয়া হয় মানুষের জ্ঞান অর্জন করার ক্ষমতা আছে বলে। কিন্তু মানুষের জানবার ক্ষমতার ব্যবহারের মত ক্ষেত্রে মানুষ না পড়লে Homo Sapiens কথাটার সাথকতা থাকে না। মানুষের এই জ্ঞান অর্জন করবার অধিকার সম্বন্ধে মানুষ যখন সচেতন হয়ে উঠল তখনই কেবল Homo Sapiens কথাটার সার্থকতা দেখা দিল—অর্থাৎ মানুষ তখন মানবীয় (Human) হ'লো এবং মানবসমাজে মানবীয়তার দেখা দিল।

ভাব আদান-প্রদানের পন্থার স্থায়িত্ব এবং সামাজিক দূরত্ব মানব সমাজে লেখার সৃষ্টির আর একটি কারণ। লেখার দ্বারা মানুষ যেমন তার সৃষ্টিকে স্থায়ী করতে পারে তেমনি মানুষ শিলালিপি, মন্দির, স্মৃতিস্তম্ভের দ্বারাও তার সৃষ্টিকে চিরস্থায়ী করে রাখবার চেষ্টা করেছে। শিলালিপি, মন্দির ইত্যাদি মানুষের সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখে বলে এগুলিকে পবিত্র স্থান হিসাবে গণ্য করা হয়। লেখার দ্বারাও মানুষের সৃষ্টিকে ধরে রাখা যায় বলে পুঁথি ইত্যাদি লিখিত বস্তুও মন্দিরের ভিতরে জড় হ'তে থাকে; কারণ সেগুলিও পবিত্র বস্তু হিসাবে গণ্য হ'তো। মন্দিরের পুরোহিতরা ভিন্ন সে সকল পুঁথি এবং লিখিত বস্তু আর কেউ ব্যবহার করতে পারত না।

মানুষের মধ্যে ধর্ম-সম্বন্ধীয় চেতনা দেখা দেওয়ার ফলেই, মন্দিরে মন্দিরে পুঁথি-পত্র লক্ষিত হ'তে থাকল এবং পবিত্র বস্তু হিসাবে পুঁথি সঞ্চয় করাই হ'লো তখনকার সমাজের ধর্ম-সম্প্রদায়ের কাজ। কিন্তু মানবসমাজে জটিলতা দেখা দেওয়ার সঙ্গে এই সমুদয় সঞ্চিত লিখিত বস্তুর কার্যের মধ্যেও ভিন্নতা দেখা দিল।

গ্রন্থাগারের সৃষ্টির মূলে ছিল জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন। জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম হিসাবেই গ্রন্থাগারের ক্রমবিকাশ শুরু হ'লো। কিন্তু জ্ঞানের মূল্যটা কে ঠিক করবে? সমাজ গ্রন্থাগারকে তার বুকে স্থান দিল। তাতে সমাজের প্রয়োজন ছিল এবং সে প্রয়োজনের মূলে ছিল জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করা। কিন্তু সমাজের মধ্যে কৃষ্টির ভিত্তি অনুযায়ী জ্ঞানের মূল্যও ভিন্ন। ধর্মপ্রধান কৃষ্টির ভিত্তিতে যে সমাজ গড়ে ওঠে সে সমাজে জ্ঞানের মূল্য, সাধারণ ভাবে কৃষ্টি যে সমাজের ভিত্তি সে সমাজের জ্ঞানের মূল্য এবং অর্থনৈতিক ভিত্তিতে যে সমাজ গড়ে উঠেছে সে সমাজের জ্ঞানের মূল্য

সমান নয়। ফলে গ্রন্থাগারের ক্রমবিকাশও বিভিন্ন সমাজের জ্ঞানের মূল্যের উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে।

ধর্মপ্রধান সমাজে গ্রন্থাগারের বিশেষ উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়, কারণ ধর্মমতের পরিবর্তন নেই এবং তাতে মানুষের অনুসন্ধিৎসা জেগে ওঠে না। কৃষ্টি যে সমাজের প্রধান চরিত্র সে সমাজের মানুষের মনের ধারণা হ'চ্ছে নিজের গ্রন্থাগার না থাকলে সমাজে কৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি বলে পরিচয় দেওয়া যায় না। ফলে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে যে সমাজ গড়ে ওঠে সে সমাজের মানুষের সমাজ-অঙ্গে নিজের একটা স্থান করে নেবার জন্যে লেখা-পড়া শেখার প্রয়োজন হয়। এ ধরণের সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বিশেষ বিষয়ের উপর গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে এবং যে সমাজের মানুষের জীবনে জটিলতা যত বেশী, যে সমাজে শ্রম-বিভাগ যত বেশী সে সমাজের মানুষের প্রয়োজন হয় নেশার মত আনন্দের। এরূপ সমাজে জনসাধারণের গ্রন্থাগার গড়ে উঠতে থাকে কারণ আনন্দের একটি মাধ্যম হচ্ছে বই।

জনসাধারণের গ্রন্থাগারের সৃষ্টির আর একটা কারণ হ'চ্ছে জনসাধারণের ব্যক্তিত্বের চেতনা। Peter Karstedt তাঁর Studien zur Soziologie der Bibliothek (V. 1) নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন জনসাধারণের মধ্যে যখন "I awareness"এর পরিবর্তে "We awareness" চেতনা জাগে তখনই জনসাধারণের গ্রন্থাগারের সৃষ্টির সূত্রপাত এবং সেই সময় থেকে নানা ধরনের জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। এ কথা সত্যি হ'লে মধ্য যুগে জনসাধারণের গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার কোন প্রশ্ন ওঠে না কারণ মধ্যযুগে রাজনৈতিক শক্তির একজন অধিকারীই ছিল। এরূপ অবস্থায় মানুষের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সত্বা থাকে না, ফলে ব্যক্তির বুকে "We awareness" জেগে ওঠা সম্ভব নয়।

ধর্মপ্রধান সমাজে, যেটাকে আমরা মধ্যযুগের সমাজ বলতে পারি—ধর্ম সম্বন্ধী চেতনার দরুণ কতগুলি প্রতিষ্ঠান জেগে উঠেছিল এবং এই সমুদয় প্রতিষ্ঠানে সংগ্রহ করার খাতিরেই ধর্ম ও আইন সম্বন্ধীয় লেখা সংগ্রহ করা হ'তো, নকল করা হ'তো এবং তা বাঁচিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা হ'তো। এই সকল সম্পত্তির উপর জনসাধারণের কোন অধিকার ছিল না। এই সমস্ত সম্পত্তি ছিল সেই সকল প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি এবং নিজের নিজের ইচ্ছামত পুরোহিতরাও এ সব সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারত না।

মানুষের মনে "We awareness" জাগার ফলে ক্রমশঃ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হ'লো এবং সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের উপরই ন্যস্ত হ'লো। তখন State হ'লো Legal personality। স্বায়ত্ব শাসনের সূত্রপাত হলো। জনসাধারণ তার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। প্রত্যেক ব্যক্তিরই যে জ্ঞান অর্জন করবার অধিকার আছে তা সমাজে স্বীকৃত হলো। ফলে ধর্ম-মন্দিরের গ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে সৃষ্টি হ'লো জনসাধারণের গ্রন্থাগার। রাজকীয় গ্রন্থাগার রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে পরিণত হ'লো। ফরাসী বিপ্লব ইউরোপে এই ধরণের পরিবর্তনের একমাত্র কারণ। ফরাসী বিপ্লবই ইউরোপে জাতীয়তা বোধ

জাগিয়ে তোলে এবং ফরাসী দেশের রাজকীয় গ্রন্থাগার জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিণত হয় এবং এই গ্রন্থাগারের দ্বার জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত হয়।

ইংলণ্ডে জাতীয়তাবোধ কোন কালেই প্রকটরূপে দেখা দেয়নি এবং Continental Sense-এ ইংরাজী ভাষাভাষী ও ইংরাজ অধিকৃত দেশে "State" বলতে কিছু ছিল না। ফলে ইংলণ্ডে সমাজের অন্তর্গত কোন একটি ক্ষমতাশালী দলের দ্বারাই প্রথম জনসাধারণের গ্রন্থাগারের ভিত্তি স্থাপনা হয়। আমাদের দেশেও জাতীয় গ্রন্থাগারের ভিত্তি স্থাপনা জনসাধারণই করে। ফরাসী বিপ্লব আনে ফরাসী সমাজের Bourgeoi গোষ্ঠী এবং জাতীয় গ্রন্থাগার হ'লো ফরাসী বুর্জোয়া'র জ্ঞান-শিল্পের একটি উজ্জ্বল প্রতীক। এই ধরণের দলীয় চেতনা উন্নত বা অনুন্নত দেশে গ্রন্থাগারের উন্নতির কারণ এবং গ্রন্থাগার জনসমাজের এই দলীয় চেতনাকে (Group Consciousness) আরও শক্তিমান করে তোলে। ফলে একথা অস্বীকার করলে চলবে না যে এক এক যুগের কৃষ্টির পতন ঘটায় এই গ্রন্থাগারই। এ কথা ভুললে চলবে না যে দলীয় চেতনা আগে এবং পরে গ্রন্থাগার। সুতরাং অনুন্নত দেশে Group Consciousness না থাকলে জোর করে গ্রন্থাগারের প্রসার করবার চেষ্টা করা ভুল। সেখানে গ্রন্থাগার সুসংবদ্ধই হোক আর কু-সংবদ্ধই হোক তা কোন কাজের হ'বে না। জনসাধারণকে ভালো বই পড়াব এ ধারণা নিয়ে রাশিয়ার মত দেশে গ্রন্থাগার গড়ে উঠতে পারে কারণ সে দেশের সমাজ দ্রুত পরিবর্তনের সম্মুখীন। কিন্তু সমাজের গঠন যত সম্পূর্ণ হ'তে থাকবে, সামাজিক জীবনের মধ্যে তত জটিলতা এবং সমস্যা দেখা দেবে। সমাজের মধ্যে নানা ধরণের দলীয় চেতনার ফলে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এ অবস্থায় পাঠ রাষ্ট্রের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হ'বে না।

কৃষ্টি এবং সমাজের মধ্যে স্থান করে নেবার জন্যে যে পাঠ তা ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তির ভিন্নতার সৃষ্টি করে (Social difference) কিন্তু আনন্দের জন্যে যে পাঠ তা আবার ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক দূরত্বের নিরসন করে। যেমন ধরুন খেলার মাঠে বা সিনেমার হলে বা রোমাঞ্চ উপন্যাস পাঠের ক্ষেত্রে সকলেই সমান।

আমরা দেখিয়েছি মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ভিত্তি অনুযায়ী কিভাবে গ্রন্থাগারের উন্নতি হয়েছে এবং কিভাবে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়েছে। মানব সভ্যতার শুরুর দিকে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগাব সৃষ্টি হওয়ার কোন কারণ দেখা দেয়নি —সে কথাও আমরা বলেছি।

১২৮৯ সালে Sorbonne বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেল। একটি ভাগের নাম হলো "Libraria Magna", আর একটি ভাগের নাম হলো "Libraria Parva"। Libraria Magna'-র বইগুলি টেবিলের সঙ্গে শিকলের দ্বারা আবদ্ধ করা থাকত। এ গ্রন্থাগারে বসে বই পড়া চলতো। Libraria Parva'য় সঞ্চিত বইগুলি ছাত্রেরা বাড়ী নিয়ে যেতে পারত। গ্রন্থাগারের গঠন ছিল প্রায় আধুনিক গ্রন্থাগারের মত। দুইটি পুস্তক সারির মধ্যে রাস্তা এবং দু'ধারে বড় বড় শার্শিযুক্ত জানালা। শেল্‌ফে লিখিত বইয়ের বিষয়বস্তু জানালার শার্শিতে চাবির দ্বারা নির্দিষ্ট হ'তো।

Sorbonne-এর এই গ্রন্থাগার অনুযায়ী সারা প্রাচ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। চতুর্দশ পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধারা প্রচলিত থাকে। Oxford-এ এই ধরনের গ্রন্থাগারের নমুনা পাওয়া যায় ১৩২০ সালে।

ক্রমশঃ সামাজিক পদমর্যাদার প্রভাব দেখা দেওয়াতে গ্রন্থাগারের রূপের কতকটা পরিবর্তন হ'লো। এই সময়ে রাজা Saint Louis-এর গ্রন্থাগার জনসাধারণের কাছে কতকটা উন্মুক্ত হ'লো—"Il admettait volontiers ceux qui demandaient l'autorisation d'e'tudier," Louis-এর মৃত্যুর পর তার সঞ্চিত পুস্তক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। রাজা পঞ্চম Charles ছিলেন প্রেমিক। তাঁর গ্রন্থাগার সম্বন্ধে Christine de Pioan বলেন "glorious collection of valuable books and beautiful library which the King possessed. All were beautifully written and richly decorated' রাজা চার্লস ছিলেন নিজেই নিজের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক এবং নিজে হাতে তিনি বইয়ের ভিতরে টিকা লিখতেন এবং তা স্বাক্ষর করতেন। এই গ্রন্থাগার ১৪২৫ সালে Duke of Bedford ক্রয় করেন এবং তা ইংলণ্ডের সম্পত্তি হয়।

১৬শ শতাব্দী থেকে মানবীয়তার যুগ শুরু হয়। মানবীয়তার সঙ্গে যোগ দেয় ছাপাখানা। এই সময়ে ধর্মমন্দিরের গ্রন্থাগার একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। Thuringen-এ চাষীরা ৭০টি ধর্মমন্দির ধ্বংস করে। কুসংস্কারপূর্ণ বই নষ্ট করবার আবরণে Edward এর সৈন্যবাহিনী ১৫৫০ সালে Oxford-এর গ্রন্থাগার লুট করে। ধর্মমন্দিরের গ্রন্থাগার ভেঙ্গে পড়ার পর, ফান্সে, স্পেনে এবং ইতালীতে রাজকীয় গ্রন্থাগ রের আবার নতুন করে উন্নতি দেখা যায়।

Richard de Bury, Philobiblion-এর প্রণেতা ও Petrarca গ্রন্থাগারের কিছুটা উন্নতি সাধন করেন। de Bury ছিলেন পুস্তক সংকলক কিন্তু Petrarca ছিলেন পুস্তক প্রেমিক। তিনি পুস্তকের অন্তর্গত বিষয় বস্তুকে যেমন ভালোবাসতেন তেমনি ভালোবাসতেন পুস্তকের বহিরবয়বকে। Petrarca-র লক্ষ্য ছিল জনসাধারণের গ্রন্থাগারে এসে পড়বার অধিকার থাকবে। ঠিক এই কারণে Juleo de medici যখন Clement VII নাম গ্রহণ করে Pope-এর পদে অধিষ্ঠিত হলেন তখন তিনি Michael Angeloকে একটি রমনীয় গ্রন্থাগার নির্মাণ করবার ভার দেন। এই গ্রন্থাগারের দ্বার জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

১৭ দশ শতাব্দী থেকেই গ্রন্থাগারের দ্বার জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত হতে থাকে কিন্তু উন বিংশ শতাব্দীতে গ্রন্থাগারের এই বিকাশ সম্পূর্ণ হয়। England-এ Sir Th. Bodley Oxford-এ Bodleian Library প্রতিষ্ঠা করেন; Italyতে Federigo Barromini, Milano-তে Ambrosian গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা করেন, পারীতে Cardinal Mazarin, Mazarin গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। Hungaryতে Buda'য় Mathius Corvinus (১৪৫০—১৪৯০) গ্রন্থাগার সমেত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলেন, Poland-এ Gregor of

Samok, carcow বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন। এই সময়েই নানা দেশে পৌর গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে এবং জার্মানী হ'লো এদিক থেকে অগ্রগামী।

১৬২৭ সালে Gabriel Uandet তার "Advis pour dresser ince bibliothie'-que" লেখেন Nantet এর আদর্শ গ্রন্থাগার হলো entertanjment literature সম্বলিত গ্রন্থাগার। এই সময়েই Heinrich Aottinger তার "Bibliothearius quadri-partitus নামক বইয়ে প্রচার করেন পুস্তক নির্বাচনের উপর খুব বেশী কড়াকড়ি থাকবেনা।

১৮ দশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও Technology'র উন্নতি হওয়ার দরুন এবং Industrial Age পুরাপুরি ভাবে দেখা দেওয়ার দরুন অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ইউরোপীয় সমাজ গড়ে উঠতে থাকে ফলে স্বীকৃত সত্য (data) এবং সংবাদ (Informations) সংগ্রহ করা গ্রন্থাগারের কাজ হয়ে দাঁড়ায়; কারণ এ অবস্থায় জ্ঞানের গুণের অপেক্ষায় পরিমাণের মূল্যে বেশী জোর দেওয়া হয়। এই সমুদয় কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হয়ে দাঁড়ায়। রাজকীয় ও পৌর গ্রন্থাগারের উপর আর এ ভার থাকে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এ সময়েও জনসাধারণের শিক্ষার ভার সম্পূর্ণ ভাবে নেয় নি। ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের প্রভাব শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান থাকে। এ সময়েও জনসাধারণের ধারণা ছিল নির্দিষ্ট পাঠ্য অনুযায়ী শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হয় না। এই সময়ে জার্মানীর ২০০ শতেরও অধিক ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল এবং সেই সকল গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ২০ থেকে ৩০ হাজারেরও অধিক ছিল। কিন্তু সে সময়ে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থাকাই খুব একটা বড় কথা ছিল না কারণ গ্রন্থাগারে সঞ্চিত পুস্তকের ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল বেশী। এসব গ্রন্থাগারে বেছে বেছে পুস্তক সংগ্রহ করা হতো।

এই সময়ে Gottfried Wilhelm Leibnitz একখানি ষান্মাসিক পুস্তক সূচী প্রকাশ করতে থাকেন। সকল বিষয়ের উপর এবং সকল প্রকারের বই এই সূচীতে সংকলিত হ'তে থাকে (১৬৬৮)। তাঁর আদর্শ ছিল সকল প্রকারের বই সংকলন করা। তিনি গ্রন্থাগারের মূল্য পুস্তক সংখ্যার উপর ভিত্তি করে করতেন না পুস্তকের মূল্যের উপর ভিত্তি করে গ্রন্থাগারের মূল্য নির্দ্ধারণ করতেন। Leibnitz এর ধারণা অনুযায়ী Gottengen বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে।

১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের ফলে ধর্মমন্দিরের গ্রন্থাগার জনসাধারণের সম্পত্তি হয় সে কথা আমি পূর্বেই বলেছি। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সঞ্চিত পুস্তকের সংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে গ্রন্থাগার পরিচালনার, তালিকা প্রণয়নের জাতি বিচারের নানা সমস্যা দেখা দেয়। পরে গ্রন্থাগার পরিচালনা একটা Technique এর পর্যায়ে ওঠে।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত গ্রন্থাগারের উন্নতির ভিত্তি ছিল পুস্তক সংখ্যার উপর। কারণ ঐ সময়টায় জনসংখ্যার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তা সহরের দিকে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। পৃথিবীর সকল দেশের গ্রন্থাগার এই

ভিত্তিতে গড়ে উঠতে থাকে এবং এই উন্নতির মূলে ছিল জাতীয়তাবোধ এবং Group consciousness.

প্রাচীন কালে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ছিল বই সংগ্রহ করা এবং তা সংরক্ষণ করা। যে বই ছাপা হকনা কেন তা মূল্যবান সুতরাং তা সংরক্ষণ করা দরকার.। ১৯ শতকের দ্বিতীয়াংশ থেকে এ ধারণা ভাঙতে থাকে এবং বিংশশতাব্দীতে সে ধারণা আর থাকেনা।

বিজ্ঞান ও Technology'র ক্ষেত্র মানুষের সকল কর্মক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করলো। দেখা গেল মানবজীবনে সব কিছু নিয়েই গবেষণা চলতে পারে। ফলে কোন বই কখন প্রয়োজন হ'বে তা ঠিক করা কঠিন হয়ে পড়লো। কোন একটি গ্রন্থাগারের পক্ষে সকল বই সংগ্রহ করা এবং তা সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। ফলে "সম্পূর্ণ গ্রন্থাগার" স্বপ্নের বস্তু হয়ে দাঁড়াল।

আধুনিক গ্রন্থাগার এই সমস্যার সমাধান করেছে নিম্নলিখিত রূপে :

বইয়ের মূল্য হিসাবে বইকে তিনটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়। বহুদিন স্থায়ী মূল্যের বই মাঝা-মাঝি স্থায়ী মূল্যের বই এবং ক্ষণস্থায়ী মূল্যের বই। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য অনুযায়ী এখন এই তিন ধরণের বই সঞ্চিত হচ্ছে। এতে সুবিধা হয় এই যে, পাঠক অনুযায়ী বই রাখা সম্ভব হয় এবং গ্রন্থাগারের পুস্তক সংকলন জীবন্ত থাকে। আধুনিক নিয়ম হচ্ছে গ্রন্থাগারে সব বিষয়ের উপর বই থাকবে কিন্তু সব বিষয়ের উপর সব বই থাকবে না। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রন্থাগার কাজ দিচ্ছে কতটা সে দিকে লক্ষ্য রাখা; বই সঞ্চয় করাই এখন গ্রন্থাগারের লক্ষ্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে এবং জাতীয় গ্রন্থাগারে পুস্তকের মূল্য এভাবে নির্দ্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থাগারে পুস্তকের মূল্য এভাবে বিচার না করে কোন উপায় নেই কারণ পুস্তক প্রকাশের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এসব গ্রন্থাগারে খরচের সমস্যা দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক।

উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে গ্রন্থাগারের যে বিকাশ হ'লো সে বিকাশই বিংশ শতাব্দীতেও চলে আসছে এবং যে ধারণার উপর ভিত্তি করে এই বিকাশ হয়েছে সেই ধারণাই এখনও গ্রন্থাগারের উপর প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। আমরা দেখেছি মানব সভ্যতায় বিভিন্ন যুগে গ্রন্থাগারের মূল্য বিভিন্ন ছিল। আধুনিক যুগেরও পরিবর্তন আসা সম্ভব। সামাজিক জটিলতার দরুণ Communication-ও জটিল হয়ে পড়ছে এবং তার সংখ্যা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। কিন্তু আধুনিক যুগে উন্নতি অপেক্ষা সাম্যাবস্থার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মানুষ এখন যে অবস্থায় এসে পড়েছে সে অবস্থায় প্রতিদিনই নতুন ধরণের সমস্যা দেখা দিচ্ছে পূর্বেকার যুগের মানুষের জীবনের সমস্যার সমাধানগুলি আর আধুনিক জীবনে কাজে লাগছে না। মানুষের জীবনের ধারণা বিশ্বাস এসবই আজ মানুষ অবিশ্বাস করছে। ফলে যে যুগ দেখা দিয়েছে যে যুগ নিজেকে প্রতারণা করার যুগ, না ভেবে ভাবার যুগ কিম্বা ধার করে, ভাবার যুগ। সোজা কথা বলতে মানুষের সমাজ এখন

সম্পূর্ণ ভাবে দেউলিয়া সমাজ। এরূপ সমাজে হেতুবাদ দর্শনের পরিবর্তে দেখা দিয়েছে অহেতুবাদ অর্থাৎ যাকে বলে Age of unreason-এ জটিল সমাজের পতন আসবে এবং জটিলতা বিহীন সমাজ দেখা দেবে। তখন গ্রন্থাগারের জটিলতা ও সমস্যাও থাকবেনা। প্রতি যুগের পরিবর্তন এসেছে এব' সে পরিবর্তনের ধাক্কায় প্রতিবারই গ্রন্থাগারকে নতুন করে গড়তে হয়েছে। শেষ মহাযুদ্ধ গ্রন্থাগারের উপর যে ধাক্কা দিয়ে গেছে তা কতকটা সামলে উঠেছে এবং তার ফলে গ্রন্থাগার Documentation centre হিসাবে গণ্য হয়েছে। কিন্তু যে পরিবর্তন অদূর ভবিষ্যতে সুনিশ্চিত ভাবে আভাষ দিচ্ছে, সে পরিবর্তনের পর গ্রন্থাগারের অবস্থা কি রূপ নেবে তা বলা কঠিন। তবে মনে হয় জটিলতা থেকে সরলতা আসবে।

সহায়িকা গ্রন্থপঞ্জী :

Leo bibliothe´ques—Andre´ measson & Paul Solvln.
Sociologic de la litte´rature—Robart Escarpet
L'e´criture —Charles Higounet
Books and libraries—R. W. Linden
Social functions of Libraries - B. Landbur
Man and crisis—Jose´ orte´gay Gasset.

The Origin and development of libraries :
By—Raj Kumar Mukhopadhyay.

ভারতের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

পণ্ডিতেরা বলেন 'বিবলিওগ্রাফি' শব্দটি গ্রীসের কমিক কবিরা প্রথম ব্যবহার করেছেন খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে। খ্রীষ্ট জন্মের আনুমানিক তিন শতাব্দী পরে বই লেখা বা নকল করা অর্থে 'বিবলিওগ্রাফি'র ব্যবহার দেখা যায়। ডক্টর জনসনের বিখ্যাত অভিধানে (১৭৫৫) 'বিবলিওগ্রাফি' শব্দটির উল্লেখ নেই। কিন্তু তিনি 'বিবলিওগ্রাফার' শব্দের এই অর্থ দিয়েছেন : A writer of books ; a transcriber.'

অবশ্য আজ আমরা বিবলিওগ্রাফি বলতে যা বুঝি পূর্বে যে তা ছিল না এমন নয়। তবে তখন গ্রন্থতালিকা বোঝাতে হয়ত অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করা হত। প্রাচীনতম গ্রন্থপঞ্জীর নিদর্শনের মধ্যে গ্যালেনের রচনাপঞ্জী অন্যতম। এটি সংকলন করা হয়েছিল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে। আধুনিক অর্থে বিবলিওগ্রাফির ব্যবহারের প্রথম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। এটি Gabriel Naude-এর Bibliographia Politica.

সুতরাং দেখা যায় যে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে বিবলিওগ্রাফির দু'টি অর্থ-ই প্রচলিত ছিল। কিন্তু আজ যে অর্থে বিবলিওগ্রাফি আমাদের নিকট বিশেষরূপে পরিচিত, সে অর্থটি অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত গৌণ ছিল। ছাপাখানার উন্নতি, গ্রন্থাগারের প্রসার এবং পাঠকদের মধ্যে গ্রন্থপঞ্জীর চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বিবলিওগ্রাফির গোড়ার অর্থটি হারিয়ে গৌণ অর্থটিই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

ন্যাশানাল বিবলিওগ্রাফি বা জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী বিবলিওগ্রাফির একটি উপবিভাগ হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এখন জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব লাভ করেছে। যে কোনো গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করবার জন্যই জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর সহায়তা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী নিয়মিতভাবে প্রথম প্রকাশের গৌরব বোধ হয় ফ্রান্সের প্রাপ্য। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে Bibliographie de la France প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। বৎসর পূর্ণ হবার পর একটি বার্ষিক লেখক-সূচী সংযোজন করা হত। জাতীয় ভিত্তিতে রচিত গ্রন্থতালিকার অস্তিত্ব চারশ' বছর পূর্বেও ছিল বলে অবশ্য জানা যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সংকলনের জন্য বিশেষ উৎসাহ দেখা দেয়। যুদ্ধোত্তর কালে গ্রন্থপঞ্জীর ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে 'ব্রিটিশ ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি'র প্রথম প্রকাশ।

জাতির জীবনে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর এমন কি প্রয়োজন যার জন্য এত অর্থ ও সময় ব্যয় করতে হবে এবং ঝুঁকি নিতে হবে নিয়মিত প্রকাশের ?

জাতির চিন্তা-ভাবনা এবং কর্ম-সাধনার পরিচয় দেশে প্রকাশিত বই ও পত্রিকার

মধ্যেই পাওয়া যায়। এ সব বইপত্র যে শুধু জাতির মনোজীবনের মাপযন্ত্র তাই নয়, জাতির বিভিন্ন কর্মপ্রয়াসের এবং অগ্রগতিরও দলিল। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর মধ্যে জাতির সাম্প্রতিক অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সুতরাং কোনও দেশের প্রশাসন কর্তৃপক্ষ, শিক্ষাবিদ, সাধারণ পাঠক এবং গ্রন্থগারিক জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর সহায়তা ছাড়া দেশের সম্যক পরিচয় লাভ করতে পারেন না।

এ ছাড়া গ্রন্থাগারিক এবং গবেষকদের নিকট জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর আরেকটি বিশেষ মূল্য আছে। বিষয়ানুসারী অথবা ব্যক্তি অনুসারী যে-সব গ্রন্থপঞ্জী সংকলিত হয় তাদের মধ্যে সেই সেই ক্ষেত্রের সকল বই স্থান লাভ করে না। আজ যে-সব বই পঞ্জীকারের খেয়াল অনুসারে অপ্রধান বিবেচিত হয়ে বাদ পড়ল, ভবিষ্যতে সেগুলি হয়ত কোন গবেষকের নিকট একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে। যদি জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী এই সব পুঁথি-পত্রকে তালিকাবদ্ধ না করে তাহলে ভবিষ্যতে এদের হদিস পাওয়া কঠিন হবে।

স্বাধীনতা লাভের পরে আমাদের শিক্ষাবিদ্, গ্রন্থাগারিক এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হলেন। পাশ্চাত্যের অগ্রসর দেশগুলির তুলনায় ভারতের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর মূল্য অনেক বেশী। কারণ, ভারত প্রতি ২০,৫০০ লোকের জন্য মাত্র একটি করে বই (টাইটেল) বৎসরে প্রকাশ করে। সুতরাং এই স্বল্পসংখ্যক বই থেকে কোন একটিকে হারিয়ে যেতে দেওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সংকলনের ব্যবস্থা হঠাৎ করা যায় না। এর জন্য কতকগুলি সাংগঠনিক প্রস্তুতির প্রয়োজন। এই প্রয়োজনসিদ্ধির প্রথম ধাপ হিসাবে ইংরেজ আমলের ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরিকে জাতীয় ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করে নাম রাখা হল, ন্যাশনাল লাইব্রেরি বা জাতীয় গ্রন্থাগার।

পরবর্তী ধাপ হল দেশে প্রকাশিত বইপত্র একটি কেন্দ্রে সংগ্রহ করবার আয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ডেলিভারি অব বুক্‌স (পাবলিক লাইব্রেরিজ) অ্যাক্ট, ১৯৫৪ বিধিবদ্ধ করেন। আইনটি ঐ বছর ২০শে মে তারিখ থেকে কার্যকর হয়। প্রথমে এই আইনের আওতা থেকে সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্র বাদ দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে আইনটি সংশোধন করে সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংশোধিত আইনটি চালু হয় ১৯৫৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর থেকে। আইন অনুযায়ী প্রকাশকদের ভারতের তিনটি গ্রন্থাগারকে বিনামূল্যে প্রত্যেকটি বই এবং পত্রিকা ইত্যাদির কপি দিতে হবে। এই তিনটি লাইব্রেরি হল : (১) জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা ; (২) সেণ্ট্রাল লাইব্রেরি, টাউন হল, বোম্বাই (৩) কোন্নেমারা পাবলিক লাইব্রেরি, মাদ্রাজ।

দিল্লীতে সেণ্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেখানেও এক কপি করে বই, সংবাদপত্র ইত্যাদি দিতে হবে। খানিকটা এই ধরণের আরেকটি আইন ভারতে চালু আছে। সেটির নাম 'প্রেস অ্যাণ্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুক্‌স অ্যাক্ট, ১৮৬৭।' এই আইনের সঙ্গে ডেলিভারি অব বুক্‌স অ্যাক্টের দুটি বড় পার্থক্য আছে। ডেলিভারি অব বুক্‌স অ্যাক্ট

অনুযায়ী প্রকাশক পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সরবরাহের জন্য তিনটি লাইব্রেরির নিকট দায়ী তা কিন্তু ১৮৬৭ সালের আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকারকে বই সরবরাহের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ছাপাখানার। এই পরিবর্তনের একটি উদ্দেশ্য আছে। সেটি এই যে, তিনটি প্রাপক গ্রন্থাগারের পক্ষে পুস্তক-তালিকা, বিজ্ঞাপন এবং পুস্তক সমালোচনা থেকে প্রকাশকের নাম জানা সহজ। কোন প্রকাশক যদি বই না পাঠিয়ে থাকে তাহলে তাকে নোটীশ পাঠানো সম্ভব হয়। কিন্তু ছাপাখানার নাম বই না দেখে পাওয়া সম্ভব নয়।

আরেকটি পার্থক্য এই যে, প্রেস অ্যাণ্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুক্‌স এর আওতা থেকে সরকারী দলিলপত্র বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ডেলিভারি অব বুক্‌স অ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে কোন শ্রেণীর প্রকাশনকেই বাদ দেয়নি। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সংকলনের জন্য দেশের সকল বই-পত্রই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা দরকার। এই জন্যই ডেলিভারি অব বুক্‌স্ আইনের প্রয়োগ এমন ব্যাপক করা হয়েছে।

১৯৫৪ সালে ডেলিভারি অব বুকস অ্যাক্ট প্রবর্তিত হবার পর ভারত সরকার জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সংকলনের জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। সংকলনের পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য ১৯৫৫ সালে ভারত সরকার "জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী কমিটি" গঠন করেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের তদানীন্তন গ্রন্থাগারিক শ্রী বি, এস, কেশবন ছিলেন কমিটীর সভাপতি। অন্যান্য সভ্যদের নাম নীচে দেওয়া হল: (১) শ্রীডি, এন, মার্শাল, গ্রন্থাগারিক, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বোম্বাই; (২) শ্রীএস, এস, শেঠ, গ্রন্থাগারিক, বহির্বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, নতুন দিল্লী; (৩) শ্রীওয়াই এম, মুলে, উপ-গ্রন্থাগারিক, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা; (৪) শ্রীএন, এম, কেটকার, গ্রন্থাগারিক, সেণ্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী, নতুন দিল্লী; (৫-৭) শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীআদিত্য কুমার ওহ্‌দেদার ও শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা।

এই কমিটির প্রথম অধিবেশন হয় ২৮-৩০ নভেম্বর ১৯৫৫। বিশেষ আমন্ত্রণে সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী এম, এন, নাগরাজ।

কমিটি প্রথমেই ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর নিম্নলিখিত সংজ্ঞা নির্দেশ করেন: The Indian National Bibliography is an authoritative bibliographical record of current Indian publications in Assamese, Bengali, English Gujrati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Sanskrit, Tamil, Telugu and Urdu languages, received in the National Library, Calcutta, under the provisions of the Delivery of Books (Public Libraries) Act, 1954.

তখনও ডেলিভারি অব বুক্‌স অ্যাক্ট কাশ্মীরে সম্প্রসারিত হয়নি বলে কাশ্মীরি ভাষার কথা উপরোক্ত সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়নি। তিনদিন অধিবেশনের পর কমিটি জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সংকলনের নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুমোদন করেন:

(১) জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত চৌদ্দটি ভারতীয় ভাষা এবং ইংরেজীতে লেখা বই তালিকাবদ্ধ করবে। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীতে থাকবে সকল বিষয়ের এবং সকল

রকমের বই। শুধু নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীর প্রকাশন পঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত হবে না: (ক) স্বরলিপি; (খ) মানচিত্র; (গ) প্রথম সংখ্যা ব্যতীত সাময়িকপত্র এবং সংবাদপত্র; (ঘ) ছাত্র-সহায়ক অর্থ-পুস্তক; (ঙ) বিষয়মূল্যহীন প্রকাশন; যেমন, পণ্যদ্রব্যের তালিকা, রেস গাইড, টেলিফোন ডাইরেক্টরি, ইত্যাদি।

(২) পঞ্জীর ভাষা হবে ইংরেজী। অর্থাৎ, বিষয় শিরোনামা, টীকা-টিপ্পনী সব ইংরেজীতে লেখা হবে। ভারতীয় ভাষার বইয়ের নাম ইত্যাদি রোমান হরফে প্রতিবর্ণীকরণের পর স্থান পাবে পঞ্জীতে। পঞ্জীতে পুস্তকের বিন্যাস হবে বিষয় অনুসারে; এক বিষয়ের উপর সকল ভাষার বই বিন্যস্ত হবে অক্ষরানুক্রমে এক সঙ্গে। বইটি কোন্ ভাষায় লেখা বিন্যাসের ক্ষেত্রে সেটা বিচার্য নয়। যদিও প্রতিটি লেখনের (entry) নীচে বইয়ের ভাষা কী সে সম্বন্ধে একটি চিহ্ন থাকবে। যদি 'B' অক্ষরটি লেখনের নীচে দেখা যায় তাহলে বোঝা যাবে বইটি বাংলায় লেখা।

(৩) কমিটি বর্গীকরণের জন্য ডিউইর দশমিক পদ্ধতি সুপারিশ করেন। ক্যাটালগিং-এর জন্য সুপারিশ করা হয় A. L. A Rules for Author and Title Entries, 1949.

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী কমিটির এই সিদ্ধান্ত নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের একাদশ অধিবেশনে আলোচিত হবার পর মোটামুটি সমর্থন লাভ করে। সম্মেলন ডিউই ছাড়া কোলোন নম্বর দেবারও সুপারিশ করে। ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এখন প্রত্যেক লেখনের নীচে—ডান দিকে কোলোন নম্বর দেওয়া হয়।

১৯৫৭ সালের শেষ তিন মাসে জাতীয় গ্রন্থাগারে ডেলিভারি অব বুকস্ অ্যাক্ট অনুসারে যে-সব বই পাওয়া যায় তাদের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর প্রথম ত্রৈমাসিক সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৮। এর পূর্বে মতামত সংগ্রহের জন্য পরীক্ষামূলক সংখ্যা বেরিয়েছিল।

ভারতের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রথমে ত্রৈমাসিক এবং পরে ক্রমচয়িত (cumulated) বার্ষিক সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হত। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ত্রৈমাসিকের পরিবর্তে মাসিক সংখ্যা বের হচ্ছে। পূর্বের মতো বার্ষিক সংখ্যা বের করবার পরিকল্পনা অক্ষুণ্ণ আছে।

আমাদের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী আকার, অঙ্গসজ্জা, বর্গীকরণ ইত্যাদির জন্য ব্রিটিশ ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফির নিকট অনেকাংশে ঋণী। কিছু কিছু নতুন বৈশিষ্ট্যও আছে। এর মধ্যে প্রধান হল সরকারী প্রকাশনের পূর্ণ তালিকার জন্য ভারতীয় গ্রন্থপঞ্জীতে আছে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ। ব্রিটিশ ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফিতে সরকারী প্রকাশন অন্তর্ভুক্ত করা হয় না বলা যেতে পারে। সাধারণ পাঠকের উপযোগী সরকারী বই দু-একটি তালিকাভুক্ত করা হয়। অবশ্য এর কারণ আছে। ব্রিটেনের সকল সরকারী দলিল একটি কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হয় এবং এই সব দলিলের নিয়মিত তালিকা সরকারী

প্রকাশন বিভাগ প্রকাশ করে। সুতরাং সরকারী দলিল সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের কোনো অসুবিধা নেই। ভারতের কথা আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারের সকল পুঁথিপত্র প্রকাশের জন্যও একটি সংস্থা নেই। তার উপর আছে বিভিন্ন রাজ্য-সরকারের দলিল। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীতে এগুলি তালিকাবদ্ধ না হলে অন্য কোথাও এক সঙ্গে সন্ধান পাবার সম্ভাবনা নেই।

ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর প্রত্যেকটি সংখ্যার দুটি প্রধান ভাগ। প্রথম ভাগে বে-সরকারী বইপত্র তালিকাবদ্ধ করা হয়। দ্বিতীয় ভাগে সরকারী দলিল। আবার প্রত্যেকটি ভাগ দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে থাকে মূল লেখন বা এনট্রি; দ্বিতীয় অংশ ইনডেক্স বা নির্ঘণ্ট। সরকারী দলিল ক্যাটালগিং-এর কতকগুলি বিশেষ সমস্যা আছে। সেই জন্য সরকারী ও বে-সরকারী প্রকাশনের বিন্যাস এক অক্ষরানুক্রমে করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়নি।

মূল লেখন বা এনট্রিগুলিকে বিষয়ানুসারে বিন্যস্ত করা হয়। বিষয় জগতের ঠিক কোথায় একটি বিশেষ বইয়ের স্থান তা উপলব্ধি করতে পাঠকের যাতে অসুবিধা না হয় সে জন্য বিষয়-পারম্পর্য দেখানো হয়ে থাকে। প্রতিটি লেখনে বই সম্বন্ধে যথাসম্ভব পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়। এই সব বিবরণ বিন্যস্ত হয় নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে ডিউইর শ্রেণী-সূচক সংখ্যা; লেখকের নাম; বইয়ের নাম; প্রকাশের স্থান; প্রকাশকের নাম; প্রকাশের বৎসর; পৃষ্ঠা সংখ্যা; ছবি; আকার; বাঁধাই; দাম; প্রয়োজনীয় টীকা; নীচে বাঁ দিকে কি ভাষায় বইটি লেখা তা বোঝাবার চিহ্ন, আর ডান দিকে কোলোন শ্রেণীসূচক সংখ্যা।

আমাদের প্রকাশকরা বইয়ের মধ্যে পঞ্জীকারের পক্ষে প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য প্রায়ই দেন না। এই সব তথ্য জানবার জন্য ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর কর্মীরা প্রকাশকদের নিকট চিঠি লেখেন। চেষ্টা করেও কোন তথ্য সংগ্রহ করতে না পারলে যেখানে তথ্যটি বিন্যস্ত করবার কথা সেখানে একটি শূন্যগর্ভ চতুষ্কোণ বন্ধনী দেওয়া হয়।

গ্রন্থপঞ্জীতে চতুষ্কোণ বন্ধনী অনেক চোখে পড়বে। সেগুলি বিষয়-নির্দেশক সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত এবং শূন্যগর্ভ নয়। ডিউইর কোনো একটি শ্রেণী বা প্রসঙ্গের সম্প্রসারণ বোঝাবার জন্য [1] চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়। যেমন ডিউই অনুসারে বেদান্ত দর্শনের শ্রেণীচিহ্ন হল 181. 48. কিন্তু বেদান্ত দর্শনের মধ্যে কয়েকটি উপবিভাগ আছে, যেমন দ্বৈতবাদ তার একটি। দ্বৈতবাদের উপর একটি বইয়ের বিষয় চিহ্নিত করবার জন্য আমাদের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীতে এই ভাবে লেখা হবে:

181. 48—বেদান্ত দর্শন

181. 48 [1]—দ্বৈতবাদ

ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর নির্ঘণ্টটি খুবই বিস্তারিত এবং সকল সম্ভাব্য দিক থেকেই রেফারেন্স থাকে। লেখক, সম্পাদক, বইয়ের নাম, কোন প্রতিষ্ঠান বা সরকারের উদ্যোগে বই প্রকাশিত হলে তাদের নাম-নির্ঘণ্টে অক্ষরানুক্রমে দেওয়া হয়। বিষয়ের রেফারেন্সও

থাকে এবং তা খুবই বিস্তৃত। নির্ঘণ্টে বিভিন্ন প্রসঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় বলে কোনো একটি বিষয়ের বই নির্বাচন করতে পাঠককে অসুবিধায় পড়তে হয় না। সুতরাং লেখক, বইয়ের নাম, বিষয় ইত্যাদির যে কোনো একটি জানা থাকলেই নির্ঘণ্টের সাহায্যে বইটির মূল লেখন খুঁজে পাওয়া যাবে।

ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর প্রকাশ আমাদের শিক্ষা ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অবশ্য এর পূর্বে যে কোনো পঞ্জীই ছিল না তা বলা যায় না। প্রেস অ্যাণ্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুকস অ্যাক্ট, ১৮৬৭ অনুযায়ী রাজ্য সরকারকে সংশ্লিষ্ট ছাপাখানা থেকে যে সব পুঁথিপত্র দেয়, তাদের উপর ভিত্তি করে একটি ত্রৈমাসিক তালিকা সংকলন করা হয়। কিন্তু এ তালিকার প্রকাশ অনিয়মিত; কখনো কখনো বেরুতে বেরুতে আট দশ বছরও বিলম্ব হয়। পূর্বেই বলেছি, সরকারী দলিল এই আইনের আওতায় পড়ে না। সুতরাং তালিকা থেকেও সরকারী বইপত্র বাদ পড়ে। তাছাড়া অন্তর্ভুক্ত বইগুলি কোনো আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে বিন্যস্ত নয়। নির্ঘণ্টের অভাবও মস্ত বড় অসুবিধা।

রাজ্য সরকার প্রকাশিত এই ত্রৈমাসিক তালিকা থেকে সমগ্র ভারতের একটি বিষয়ানুসারী প্রকাশন-চিত্র পাওয়া যায় না। কারণ প্রত্যেকটি তালিকা রাজ্যের সীমার মধ্যে নিবদ্ধ। হিন্দী বই পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্য ভারত, রাজস্থান প্রভৃতি নানা রাজ্যে প্রকাশিত হয়ে থাকে। কিন্তু ত্রৈমাসিক তালিকার উপর নির্ভর করলে হিন্দী বইয়ের একটি সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যাবে না।

ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী আমাদের গবেষক, শিক্ষাবিদ্ এবং গ্রন্থাগারকর্মীদের পক্ষে অপরিহার্য আকরগ্রন্থ হয়ে উঠেছে। গবেষকরা অতি সহজেই এদেশে কোন ভাষায় কি বই বেরিয়েছে এবং কোন্ বইয়ের বিষয়বস্তু কি তা জানতে পারবেন। গ্রন্থাগারকর্মীরা জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর সহায়তায় পুস্তক নির্বাচন করতে পারেন, পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী কোনো প্রসঙ্গের উপর গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করতে পারেন; তাছাড়া এর সহায়তায় ভারতীয় প্রকাশনের ক্যাটালগিং-এর সমস্যাও বহুল পরিমাণে সমাধান করা যেতে পারে।

ভারতের বাইরেও আমাদের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সমাদৃত হয়েছে। অন্যান্য উপযোগিতা ছাড়া ভারতীয় প্রকাশন নির্বাচনের জন্য এ পঞ্জী এখন অপরিহার্য। একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের পর ভারতীয় প্রকাশন বিদেশে উল্লেখযোগ্যরূপে প্রচার লাভ করেছে।

ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সংকলনের দায়িত্ব সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরির উপর। সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরি দিল্লীতে স্থাপিত হবার কথা আছে। এখন শুধু গ্রন্থপঞ্জী সংকলনের জন্য সেন্ট্রাল রেফারেন্স ল্যাইব্রেরির একটি শাখা কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে। গ্রন্থপঞ্জী সংকলনের আর্থিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। ব্রিটিশ ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি সংকলিত হয় একটি ট্রাস্টের পরিচালনাধীনে।

দেশ ও বিদেশের গ্রন্থাগারিক এবং শিক্ষাবিদেরা ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীকে স্বাগত জানিয়েছেন। এতগুলি ভাষার সমস্যা সমাধান করে একটি সুসংবদ্ধ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের কৃতিত্ব বিদেশী পঞ্জীকারদের দৃষ্টি বিশেষ করে আকৃষ্ট করেছে।

অবশ্য সমালোচনাও হয়েছে। কোনো কোনো ভারতীয় গ্রন্থাগারিক বর্তমান সংকলনরীতির সমালোচনা করে কিছু কিছু নতুন প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রশংসার কথা আলোচনা না করে এই সব প্রস্তাব কতদূর কার্যকর করা সম্ভব তা আলোচনা করে দেখা যাক।

রোমান লিপি ব্যবহার করায় কেউ কেউ আপত্তি করেছেন। তাঁরা বলেন, এটা আমাদের সাংস্কৃতিক পরনির্ভরতার নিদর্শন। এক লিপি যদি ব্যবহার করতেই হয় তাহলে দেবনাগরী নয় কেন ?

এর উত্তরে বলা যায় যে, ভারতের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে ইংরেজী ভাষার আধিপত্য এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। সুতরাং জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীতে রোমান লিপি নতুন আমদানী নয়, এবং এজন্য ব্যবহারকারীদের কোনো অসুবিধায়ও পড়তে হয় না। সবচেয়ে বড় কথা, দেবনাগরী লিপির সাহায্যে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার প্রতিবর্ণীকরণ সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের এই অভিমত।

তাছাড়া ভারতে প্রকাশিত বইপত্রের শতকরা পঞ্চাশ ভাগই ইংরেজী ভাষায় লেখা। এই হার ক্রমশ বাড়ছে। পঞ্চাশ ভাগ বই যে লিপিতে লেখা সেই লিপি গ্রন্থপঞ্জীতে ব্যবহারই সবচেয়ে সুবিধাজনক এবং যুক্তিযুক্ত। ইংরেজী বইয়ের নাম ইত্যাদি দেবনগরীতে প্রতিবর্ণীকরণের কথা আশা করি কেউ বলবেন না।

এর পরেই প্রশ্ন হয় সকল ভাষার বই একটি লিপিতে প্রতিবর্ণীকরণের দরকার কি ? ভাষা অনুসারে পৃথক পৃথক খণ্ড প্রকাশ করলেই তো হয় ? সংশ্লিষ্ট ভাষার লিপিতেই সেই খণ্ডটি ছাপা হতে পারে। যাঁরা এই প্রস্তাবের পক্ষপাতী তাঁরা বলেন, সবগুলি ভাষার সব বই সম্বন্ধে কোনো গ্রন্থাগার বা পাঠকই আগ্রহান্বিত নয়। অথচ এক খণ্ডের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর বেশী দাম দিয়ে তাদের কিনতে হয়। বেশী দাম বলে অনেকের পক্ষে এটি কেনা সম্ভব হয় না। ভাষা অনুসারে খণ্ড প্রকাশ করলে দাম কম হবে এবং সংশ্লিষ্ট লিপিতে ছাপা হবার ফলে ব্যবহার করাও হবে সুবিধাজনক।

স্থানীয় গ্রন্থাগার এবং সাধারণ পাঠকের পক্ষে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর ভাষা বিভাগগুলি (সংশ্লিষ্ট ভাষার লিপিতে) যে অধিকতর উপযোগী হবে সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার অবহিত আছেন। ১৯৫৮ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধে বিভিন্ন রাজ্য সরকার ভাষা বিভাগ প্রকাশ করে আসছেন। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে দেয় সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরি, মুদ্রণের তদারকীও তাঁরাই করেন। রাজ্য সরকার মুদ্রণের ব্যয় বহন করেন,

এবং ভাষা বিভাগীয় পঞ্জীগুলি তাঁদেরই সম্পত্তি। একমাত্র সংস্কৃত ভাষা বিভাগটী সেণ্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরির নিজস্ব প্রকাশন।

গত কয়েক বছরে ভাষাবিভাগ বিক্রির পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্টই দেখা যায় যে, এদের চাহিদা খুবই কম। ১৯৫৮-৫৯ গুজরাটী ভাষা বিভাগ ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে মাত্র দুই কপি। বাংলা ভাষা বিভাগের চাহিদাও নগণ্য। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর সংকলন রীতি প্রকৃতি চাহিদার উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত। দেখা যাচ্ছে, ভাষালিপিতে ভাষাবিভাগের চাহিদা নেই। রোমানলিপির সামগ্রিক পঞ্জীর চাহিদা বহুগুণ বেশী।

ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থতালিকার বর্তমান রূপ জাতীয় সংহতিরই প্রতীক। একটি প্রসঙ্গ সম্পর্কে বিভিন্ন অঞ্চলের লেখক বিভিন্ন ভাষায় যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা এক জায়গায় বিন্যস্ত হওয়ায় সমগ্র দেশের চিন্তাজগতের একটি সংহত রূপ ধরা পড়ে। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীকে ভাষা অনুসারে বিভক্ত করে ভাবনার এই সংহতিকে ধ্বংস করলে আর যত সুবিধাই হোক, জাতীয় ঐক্যের পথ যে প্রশস্ত হবে না সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভাষা বিভাগে বিচ্ছিন্ন জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রকৃতপক্ষে লেখক, অধ্যাপক, গবেষক ও গ্রন্থাগারকর্মীদের নিকট খুব কাজের হবে না। আজকাল অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির চারটি ভাষার জ্ঞান আছে বলা যেতে পারে, মাতৃভাষা, ইংরেজী, হিন্দী ও সংস্কৃত। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আট দশটি ভাষা পড়াবার এবং গবেষণা করবার ব্যবস্থা আছে। প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষার বইও এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করা হয়। ভারতের যে কোনো বিষয় নিয়ে গবেষণা বা আলোচনা করতে হলে সকল রাজ্যের কথাই ভাবতে হবে। স্বাধীন দেশে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী অত্যাবশ্যক। একটি অঞ্চলের বিশেষ সমস্যার কথা বলতে গেলেও পটভূমিকা হিসাবে এবং তুলনার জন্য অন্যান্য অঞ্চলের কথা জানা প্রয়োজন। কিন্তু ভাষা অনুসারে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীকে বিচ্ছিন্ন করলে পাঠক আর মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষার বইয়ের খবর পাবেন না বলে আশঙ্কা হয়। ভাষা না জানলেও কোনো প্রসঙ্গের উপর একটি বইয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানতে পারলে প্রয়োজন হলে অনুবাদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশে অসংখ্য বাধা আছে যা এক জাতীয়ত্ববোধ গড়ে তোলবার পক্ষে অন্তরায়। জ্ঞানের রাজ্যে এবং জাতীয় চিন্তার ক্ষেত্রে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী যে সংহতি সৃষ্টির চেষ্টা করছে, কোনো সামান্য সুবিধার লোভে তাকে ব্যাহত করা বিশেষ ক্ষতিকর হবে।

আরেকটি সমালোচনা বর্গীকরণ পদ্ধতি এবং বিন্যাস সম্পর্কে। ভারতের নিজস্ব কোনো পদ্ধতি থাকতেও জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর মূল বিন্যাস ডিউই অনুসারে কেন হবে? দেশাত্মবোধের দিক থেকে বিচার করলে অভিযোগটা সত্য। কিন্তু আমাদের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর প্রধান উদ্দেশ্য দৈনন্দিন কাজে লাগা। কোনো তাত্ত্বিক আদর্শের অনুসরণ করলে এর ব্যবহারিক উপযোগিতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। সমীক্ষা করে দেখা গেছে ভারতের অধিকাংশ গ্রন্থাগারই ডিউই ব্যবহার করে। সুতরাং ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর মূল

বিন্যাস ডিউইর পদ্ধতি অনুসারেই করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ গ্রন্থাগার যেদিন কোলোন ব্যবহার করবে সেদিন মূল বিন্যাসের জন্য কোলোনকে গ্রহণ করবার পথে কোনো বাধা হবে না। কিন্তু সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অপেক্ষায় কোলোনকে উপেক্ষাও করা হয় নি। প্রত্যেকটি লেখনের নীচেই কোলোন সংখ্যা দেওয়া হয়।

আমাদের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর প্রধান ত্রুটি দুটি। একটি অনিয়মিত প্রকাশ। মাসিক সংখ্যার প্রকাশ কখনো কখনো ছয় মাসও পিছিয়ে পড়ে। বার্ষিক সংখ্যাও পিছিয়ে আছে। এর ফলে গ্রন্থপঞ্জীর উপযোগিতা হ্রাস পায়। সরকারী ছাপাখানায় ছাপাবার জন্যই এই বিলম্ব।

দ্বিতীয় ত্রুটি হচ্ছে গ্রন্থপঞ্জীর অসম্পূর্ণতা। অর্থাৎ ভারতে প্রকাশিত অনেক বইপত্র এই পঞ্জীতে পাওয়া যায় না। এর জন্য সংকলকদের কোনো শৈথিল্য দায়ী নয়। ডেলিভারি অব বুকস অ্যাক্ট অনুসারে অনেক প্রকাশক এখনও জাতীয় গ্রন্থাগারে বই পাঠায় না। এর ফলে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রকাশকরা জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর মাধ্যমে তাদের বইয়ের প্রচারের মূল্য উপলব্ধি করলেই বইয়ের সরবরাহ নিয়মিত হবে এবং আমাদের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী দেশের গ্রন্থজগতের পূর্ণ ছবি প্রতিফলিত করবে।

এই দুটী ত্রুটীই অদূর ভবিষ্যতে দূর করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

The Indian National Bibliography
By—Chittaranjan Bandyapadhyay.

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগার ও তাহাদের সমস্যা

ডক্টর বিমল কুমার দত্ত

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি জাতির প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। বর্তমান ভারতে উচ্চশিক্ষার ব্যাপক ও দ্রুত প্রবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের স্থান ও দান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও সর্বজনবিদিত। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি তাহাদের সম্পদে, সেবায় ও স্বকীয়তায় ভারতীয় শিক্ষাজগতে বিশেষ গৌরবের বস্তু।

আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ইতিহাস অতি প্রাচীন। প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয় ধ্যান-ধারণার সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সে কারণ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ঐতিহাসিক ধারা বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের পটভূমিকা হিসাবে যুক্তিযুক্ত হইবে।

সুপ্রাচীন প্রাক্-বৈদিক যুগ হইতে ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের সূত্রপাত কিন্তু গ্রন্থাগার-আন্দোলনের গতির প্রাচীনত্ব এখনও সঠিকভাবে সুনির্দিষ্ট হয় নাই। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা, প্রাচীন সাহিত্য ও ভ্রমণকাহিনীসকল হইতে জানা যায় যে, খৃষ্ট পূর্বাব্দ কাল হইতে তক্ষশীলা প্রভৃতি স্থানে উন্নত ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং খৃষ্টাব্দের সূচনাকালের সঙ্গে সঙ্গে সারাভারতে নানা আকারের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার গড়িয়া ওঠে। মুসলমান কাল পর্যন্ত সেই সকল গ্রন্থাগার নানাভাবে ভারত ও বৃহত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক জীবন গঠন ও বিস্তারে সাহায্য করে।

কালের যাত্রার সঙ্গে সাংস্কৃতিক জীবনের ধারা ও মান একসূত্রে আবদ্ধ। মুসলমান আক্রমণের প্রথম পর্বে ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাগারগুলি বিধর্মীদের হস্তে বিধ্বস্ত ও ধ্বংসীভূত হয় কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহাদের স্থানে নূতন ঐস্লামিক শিক্ষাকেন্দ্র ও গ্রন্থাগার গড়িয়া ওঠে। পরবর্তী পর্বে মুঘলযুগে ভারতে ঐস্লামিক কৃষ্টির সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা যায় এবং এই সময়ে সারা ভারতে অসংখ্য গ্রন্থাগারের ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের দেশের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবন বারবার ছিন্নভিন্ন হইয়া ধূলিলুণ্ঠিত হইয়াছে। এই ভাঙাগড়ার বিবর্তনের স্রোতে ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রন্থাগারগুলির যে অপরিমেয় ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এই সকল যুগের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও একান্ত গবেষণার প্রয়োজন।

১৭০৭ খৃঃ আওরঙ্গজেবের পতনের পর ভারতে আবার এক দুর্যোগকাল উপস্থিত হয়। ছিন্নভিন্ন দুঃস্থ ভারতের অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিদেশী বণিকসম্প্রদায় রাজদণ্ড ধারণ এবং শাসনের নামে পুরোমাত্রায় শোষণ শুরু করেন। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমযুগে শিক্ষা

প্রবর্তনের কোন প্রচেষ্টা আদৌ ছিল না কিন্তু পরবর্তীকালে জনমতের চাপে গতানুগতিক প্রাণহীন দেশী শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের ব্যবস্থা করা হয়। এই সময় পূর্বভারতে রামমোহন ও ডেভিড হেয়ারের আবির্ভাব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই দুই মহাপ্রাণের আপ্রাণ চেষ্টায় পাশ্চাত্য ধারামতে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করিতে তদানীন্তন সরকার বাধ্য হন এবং ফলে ভারতের নানা স্থানে কয়েকটি কলেজ গড়িয়া ওঠে। কিন্তু এই সকল কলেজগুলির তত্ত্বাবধান ও সংযোগ সাধনের নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। ক্রমে ক্রমে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লইয়া জল্পনা-কল্পনা ও আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। ১৮৪৫ খৃঃ তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা ডঃ মোনার্ট এ বিষয়ের গুরুত্ব সম্যক অনুধাবন করেন ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করেন। অবশেষে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ১৮৫৭ সালে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক ভারতের এই তিনটী বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম যুগে পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্ররূপেই কার্য শুরু করে সেকারণ গ্রন্থাগারের কোন ব্যবস্থা প্রথম যুগে ছিল না। ক্রমশঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয় এবং নানাভাবে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য সাহায্য ও তাগিদ আসিতে সুরু করে। এই সকল চেষ্টার ফলে কলিকাতায় ১৮৭৩ সালে, বোম্বাই-এ ১৮৭৮ ও মাদ্রাজে ১৯০৩ সালে গ্রন্থাগারের পত্তন হয়।

ভারতের প্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এইভাবে শুরু হয় ও অতি ধীরে ধীরে পুষ্টিলাভ করিতে থাকে। সুযোগ-সুবিধা ও কর্তৃপক্ষের সহানুভূতির অভাবে এই গ্রন্থাগার-গুলিকে প্রতি পদক্ষেপে বাধা উপেক্ষা ও অবহেলার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। দীর্ঘদিন তাহাদের এইভাবে চলিতে হইয়াছে এবং তদানীন্তন গ্রন্থাগারের প্রকৃত অবস্থা ১৯১৭ সালে প্রকাশিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রতিবেদন হইতে পরিষ্কাররূপে জানা যায়। এই কমিশন স্পষ্ট ভাষায় বলেন—"That the greatest weakness of the existing system is in the extraordinary unimportant part in it which is played by the library." এই প্রতিবেদনের ৫১নং অধ্যায়ে ইহার আরও প্রতিকার ও তাহার বিভিন্ন পন্থার নির্দেশ দেওয়া হয়। কমিশনের প্রদত্ত নির্দেশগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও অতি অল্পই কার্যে পরিণত হইল। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি ছন্দহীন ও গতিহীন প্রতিষ্ঠানরূপে রহিয়া গেল। ১৯৪৯ সালে ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে যে কমিশন গঠিত হয় সেই কমিশনের নিম্নলিখিত উক্তি হইতে দেখা যায় ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি সার্থকতার পথে বিশেষ কিছুই অগ্রসর হইতে পারে নাই। উক্ত কমিশন দুঃখের সঙ্গে জানান যে—"That in most universities the library facilities were very poor indeed. But the poorest libraries were those of professional colleges." এবং গ্রন্থাগারগুলির যথাযথ উন্নতির জন্য নিম্নোক্ত কার্যধারা প্রণয়নের সুপারিশ করেন। যথা— (১) Introduction

of open access system (২) Adequate library grant (৩) Well-qualified and adequate staff (৪) Introduction of Reference service ও (৫) Documentation service প্রভৃতি। কিন্তু এই সকল সুপারিশ ছাপার অক্ষরেই রহিয়া গেল—তাহাদের কার্যে রূপান্তরিত করিবার কোন প্রচেষ্টার চিহ্নমাত্র দেখা গেল না।

ইতিমধ্যে শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং নিম্নলিখিত তালিকা হইতে এই বৃদ্ধির সময়কাল ও হারের একটি সুনির্দিষ্ট আন্দাজ পাওয়া যাইবে ;—

সাল (ইং)	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা
১৮৫৭	৩
১৯১০—১৯১৯	৮
১৯২০—১৯২৯	১৫
১৯৩০—১৯৩৯	১৬
১৯৪০—১৯৪৯	২৭
১৯৫০—১৯৫৯	৪০
১৯৬০—১৯৬৫	৫৮

উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যায় যে ১৯৫৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সভাপতি ডঃ দেশমুখ মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টা ও যত্নে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার উন্নয়নের এক সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা সুরু হয়। বিশেষ করিয়া পুস্তকাদি সংগ্রহ ও গৃহনির্মাণ বাবদ অর্থসাহায্য, শিক্ষিত কর্মীদের বেতনহার নির্ধারণ ও সর্বভারতীয় আলোচনাচক্রের সুব্যবস্থা করিয়া ডঃ দেশমুখ ভারতীয় উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ রঙ্গনাথনের অবদানও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সকল সুযোগ সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির সম্মুখে নানান সমস্যা বর্তমান। সার্থকতার পথে অগ্রগতির জন্য সমস্যাগুলির আশু সমাধান একান্ত প্রয়োজন।

পরিচালনা ব্যবস্থা

সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনাভার একটি কমিটির উপর ন্যস্ত থাকে। ইহা লাইব্রেরী কমিটি নামে পরিচিত। পদাধিকার বলে প্রধান গ্রন্থাগারিক এই কমিটির সম্পাদক ও উপাচার্য সভাপতির কাজ করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের

আইনকানুন অনুযায়ী এই কমিটি গ্রন্থাগারের কাজকর্মের তদারক, নিয়ম-কানুন রচনা আয়ব্যয়ের হিসাব, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্যধারা নির্দ্ধারণ ও কর্মীনিয়োগ ও অপসারণ করিয়া থাকেন।

কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমিতি (Academic Council) ও কর্ম-সমিতি (Executive Council) হইতে নির্দিষ্ট সংখ্যক সভ্যকে গ্রন্থাগার কমিটিতে নির্বাচিত করা হয়। আবার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাদের সকল শিক্ষা বিভাগের প্রধানগণ উক্ত কমিটিতে পদাধিকার বলে সভ্য মনোনীত হন। ইহা ব্যতীত কর্মসচিব (Registrar) ও অর্থসচিব (Finance Officer) সভ্যপদে মনোনীত হন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কমিটিতে একজন গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞকে ও মনোনয়ন করা হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, গ্রন্থাগার কমিটির সভ্যসংখ্যা ও তাহাদের মনোনয়ন বা নির্বাচন ব্যবস্থা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্নরূপে কার্যকরী।

গ্রন্থাগারকে অধিকতর সক্রিয় করিবার জন্য গ্রন্থাগার কমিটিতে যত বেশী শিক্ষক সভ্য গ্রহণ করা যায় ততই মঙ্গল কারণ এই ব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক প্রধান শিক্ষক/ বিভাগীয় প্রধান গ্রন্থাগারের সমস্যা সমাধানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে ও মূল সমস্যাগুলির সহিত পরিচিত হইতে পারেন। যদি সংখ্যাধিক্যের জন্যে কাজ চালাইতে অসুবিধা হয় তাহা হইলে অন্য আর একটী ছোট বিশেষ কমিটীও নিয়োগ করা যায় এবং ইহার সভ্য সংখ্যা গ্রন্থাগারিক, কর্মসচিব ও উপাচার্যকে লইয়া আট জনের বেশী হইবেনা। এই বিশেষ কমিটী জরুরী কাজকর্মের জন্য প্রতিমাসে ও সাধারণ কমিটী বৎসরে দুই বা ততোধিকবার মিলিত হইতে পারেন।

অনেকের ধারণা যে, গ্রন্থাগার কমিটির প্রয়োজন খুবই কম। সকল দায়দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের উপর থাকা উচিত। বিশেষ বিবেচনার ফলে দেখা যায় যে এরূপ থাকা বা করা উচিত নয়। গ্রন্থাগার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র এবং এই কেন্দ্রের সার্থক রূপায়ণে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সার্থকতা অনেকখানি নির্ভর করে। বড় কাজে বহুলোকের শুভেচ্ছা ও সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন সে কারণ গ্রন্থাগার কমিটীর বিশেষ তাৎপর্য ও সার্থকতা আছে এবং ভবিষ্যতেও এই প্রয়োজন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

পুস্তক নির্বাচন কমিটি

অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পুস্তক নির্বাচনের জন্য একটী কমিটী নিয়োগ করা হয় এবং এই কমিটী যাবতীয় ক্রয়যোগ্য পুস্তক তালিকার বিচার বিবেচনা করেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির শিক্ষা ব্যবস্থার ধারা ও বিভিন্নমুখী গতি বিবেচনা করিলে মনে হয় যে, কোন একটী কমিটী সকল বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞের মতামত দিতে সক্ষম হইতে পারে না। এই ব্যবস্থা কেবল ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের সুযোগমাত্র এবং ইহার ফলে বই-পত্রাদি নির্বাচন ও

ক্রয়ে অযথা বিলম্ব ও বিঘ্ন উপস্থিত হয়। বর্তমান শতমুখী শিক্ষাধারার কথা বিবেচনা করিয়া পুস্তক নির্বাচনের কাজটী সরাসরি গ্রন্থাগারিক ও উক্ত বিষয়ের শিক্ষকদের উপর ন্যস্ত রাখাই উচিত। এই ব্যবস্থা চালু করার ফলে লালফিতার দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পুস্তক নির্বাচন ও ক্রয় ত্বরান্বিত হইবে।

পুস্তক সংগ্রহ কেন্দ্রীকরণ না বিকেন্দ্রীকরণ প্রস্তাব

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংগ্রহ কেন্দ্রীকরণের পক্ষে ও বিপক্ষে নানা মতামত গড়িয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন দেশের পারদর্শী গ্রন্থাগারিকগণ এই বিষয়ে তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থসংগ্রহ অধিক কেন্দ্রীকরণে আদৌ সুফল ফলে নাই আবার গ্রন্থাগারের কাজকর্ম অধিক বিকেন্দ্রী-করণের ফলে ব্যয়ের মাত্রা বাড়িয়া যায় ও কার্যধারার মধ্যে সমতা রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে।

আমাদের মত গরীব দেশে গ্রন্থাগার পরিচালনায় আয়-ব্যয়ের কথাটী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। গ্রন্থাগার পরিচালনায় যদি অযথা ব্যয়ের মাত্রা বাড়িয়া ওঠে তাহা হইলে সেই পথ পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কাজ। ইহা ব্যতীত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কাজকর্মের সমতা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন সেজন্য গ্রন্থাগারের কাজকর্ম কেন্দ্রীকরণের পক্ষের মতামতগুলি খুবই যুক্তিযুক্ত।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তকাদি শিক্ষক, ছাত্র ও গবেষকদিগের কাজের জন্য সংগ্রহ করা হয়। এই সংগ্রহের উদ্দেশ্য সার্থক করিতে হইলে বিষয়ানুগত শিক্ষক ও গবেষকদিগের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করা উচিত। গবেষণা ও শিক্ষ-কতার জন্য প্রতি বিভাগে স্ব স্ব বিভাগীয় ও প্রয়োজনীয় বইপত্র থাকিলে কাজের সুবিধা হয় এবং ইহার ফলে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উপর চাপ ও কম হয়। গ্রন্থাগারের প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক করিতে হইলে গ্রন্থসংগ্রহের একাংশ প্রয়োজনানুযায়ী বিভাগীয় ও সেমিনার গ্রন্থাগারে ভাগ করিয়া দেওয়া উচিত। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ছাড়া ১০টী বিভাগীয় গ্রন্থাগার আছে এবং ইহার ফলও খুব আশাপ্রদ। অনেকের ধারণা পুস্তক-সংগ্রহ বিকেন্দ্রীকরণের ফলে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মর্যাদা হ্রাস পাইবে। কিন্তু এইরূপ ধারণা অতীব ভিত্তিহীন।

সহযোগিতা

বর্তমান পৃথিবীতে একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যতীত অগ্রগতি অসম্ভব। গ্রন্থাগার জগতে একথা বিশেষভাবে স্পষ্ট এবং আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি নানাভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা চয়

করিবার জন্তে সচেষ্ট। বর্তমান সহযোগিতার ক্ষেত্রের পরিধি অতি সামান্ত। গ্রন্থাগার-গুলির সার্থক রূপায়ণের জন্তে সহযোগিতার ক্ষেত্র অধিকতর ব্যাপক ও সহযোগিতার দীক্ষা ও মনন অধিকতর দৃঢ় ও কার্যকরী করা উচিত।

১৯৬২ সালের জানুয়ারী মাসে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার পরিষদ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইউ, এস, আই, এস-এর উদ্যোগে এই বিষয়ের উপর একটী আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করা হয়। পূর্ব ভারতের সকল শ্রেণীর গ্রন্থাগারিকগণ এই চক্রে যোগদান করেন এবং সহযোগিতা কি ভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্দ্ধন করা যায় তাহার উপর বিশদ আলোচনা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত চক্রের সুপারিশগুলি বাস্তবে রূপান্তরিত করিবার কোন সাধু প্রচেষ্টা আজও হয় নাই।

গ্রন্থাগার সহযোগিতা সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা ও সক্রিয় মনোভাবের একান্ত প্রয়োজন। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে গ্রন্থাগার সহযোগিতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। এই সকল অভাব দূরীকরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উচিত সর্বভারতীয় আলোচনা চক্রের সুপারিশগুলি কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা।

(১) গ্রন্থ-সংগ্রহ গঠন,

(২) গ্রন্থ-সংগ্রহের জন্য সমবায় ভাণ্ডার গঠন,

(৩) গ্রন্থ ও পুঁথিপত্রের সূচীকরণ,

(৪) পুঁথিপুস্তক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে অভিজ্ঞ কর্মীর আদান-প্রদান,

(৫) আলোক সাহায্যে দ্বিতীয় অঙ্কন (Photo implication) কার্যে অভিজ্ঞ কর্মীর আদান-প্রদান,

(৬) পরিচালনা / বৈজ্ঞানিক কার্যধারা ও অনুলয়-সেবা সংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে গবেষণা ও সৃষ্টিমূলক প্রচার ব্যবস্থা গঠন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা

বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে এবং ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের বিশেষ শিক্ষার কোন স্থান নাই।

পরিচালনা, গ্রন্থ-নির্বাচন, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিভিন্ন কাজকর্ম, অনুলয়-সেবা গ্রন্থাগার-স্থাপত্য, প্রচার-ব্যবস্থা প্রভৃতি সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় ও উপযোগী কাজকর্ম শিখাইবার ও বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গতি-প্রকৃতির সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। ভবিষ্যতে

যাহাতে এই প্রয়োজনীয় বিষয়টীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া ও যথাযথ ব্যবস্থা করা হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত।

আর একটি কথা। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান সম্বন্ধে উন্নত ধরণের গবেষণার ব্যবস্থা এখনও আমাদের দেশে হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের একক প্রচেষ্টা গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান দিয়াছে। কিন্তু একক প্রচেষ্টা বা মুষ্টিমেয় গ্রন্থাগারিকের শুভেচ্ছা এ বিষয়ে যথেষ্ট নহে। আমাদের দেশের বিভিন্ন অংশে Advanced centre for study and research of Library Science প্রতিষ্ঠা হওয়া প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার গৃহ

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিকে সক্রিয় ও সম্পূর্ণ করতে হইলে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সুপরিকল্পিত ও প্রশস্ত গ্রন্থাগার গৃহের একান্ত প্রয়োজন। গ্রন্থাগার গৃহ সুপরিকল্পিত ও প্রশস্ত না হইলে—পাঠক, গ্রন্থ-সংগ্রহ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে সহজ যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব নয় এবং ফলে অনর্থক শক্তি ও অর্থের অপব্যয় হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়কে সার্থক ও সম্পূর্ণ করিতে হইলে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক ও গবেষক-দিগকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত। গৃহ-ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত ত প্রশস্ত হইলে পাঠক ও গবেষকগণ সহজে ও আরামে গ্রন্থাগারে অধিকক্ষণ থাকিয়া কাজ করিতে পারেন, গ্রন্থ-সংগ্রহের সু-রক্ষণাবেক্ষণ হয় এবং গ্রন্থাগার-কর্মীগণ সহজে কাজকর্ম চালাইতে পারেন। সামগ্রিকভাবে ইহাদের ফলাফলের প্রতিচ্ছবি বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ দর্পনে রূপায়িত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গ্রন্থাগার গৃহের প্রয়োজনীয়তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করিয়া গৃহ নির্মাণের জন্য অকাতরে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের অবহেলায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এখনও গ্রন্থাগার-গৃহ নির্মাণ সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবার প্রশ্ন উঠিলেই মঞ্জুরী কমিশনের উচিত প্রথমেই গ্রন্থাগার গৃহ নির্মাণ-ব্যবস্থা করিবার জন্য সর্ত আরোপ করা এবং যাহাতে এই সকল সর্ত পালিত হয় সে বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা।

গ্রন্থাগারিকের দায় দায়িত্ব ; পদমর্যাদা ও বেতনহার :

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভাশুভ অনেকখানি নির্ভর করে। গ্রন্থাগারিকের উপর উপযুক্ত গ্রন্থসংগ্রহ, গ্রন্থসংগ্রহের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশন করার দায়িত্ব ন্যস্ত। ছাত্র গবেষকদিগের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে জ্ঞান বিতরণ ও জ্ঞান বর্দ্ধন

গ্রন্থাগারিকের অন্যতম কর্তব্য। সে কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ধারা, প্রকৃতি ও মান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও পরিচয় থাকা একান্ত কর্তব্য।

সাধারণতঃ প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ধারা ও মান নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। গ্রন্থাগারিককে সুষ্ঠুভাবে তাহার দায়দায়িত্ব পালন করিতে হইলে তাহাকে পদাধিকার বলে শিক্ষাসমিতির সভ্য মনোনীত করা উচিত। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও গ্রন্থাগারিককে এই মর্যাদা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু কেন? তাঁহারা কি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিককে উপযুক্ত মর্যাদা না দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে অধিকতর মর্যাদাশালী করিতেছেন?

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন উপযুক্ত শিক্ষিত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনহার নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ বিশেষ চিন্তাপ্রসূত ও যুক্তিযুক্ত। এই সকল সুপারিশ এখনও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যকরী করা হয় নাই। ফলে কর্মীদের মধ্যে স্বভাবতঃ মাননিক অবসাদ, কর্মে দীর্ঘসূত্রতা ও পরাজিতের মনোভাব দেখা দিতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগার গ্রন্থ, পাঠক ও গ্রন্থাগারকর্মীর সমষ্টিফল। প্রতি বৎসর গ্রন্থ ও পাঠক সংখ্যা আশাতীত ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ফলে গ্রন্থাগারিকের দায়দায়িত্বও প্রতিদিন জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে সেক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিককে উপযুক্ত বেতনহার ও মর্যাদা না দেওয়ার কোন যুক্তি দেখা যায় না।

বিভিন্নস্তরের গ্রন্থাগারকর্মী নিয়োগ ব্যবস্থা

মঞ্জুরী কমিশন সুচিন্তা ও আলোচনার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যধারা বিবেচনা করিয়া গ্রন্থাগারের বিভিন্নস্তরের কর্মীসংখ্যা নিরূপণের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ রঙ্গনাথনের প্রচেষ্টা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কার্যধারা ও কর্মীসংখ্যার তালিকা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে উপরোক্ত কর্মীসংখ্যা নিরূপণ-পদ্ধতি সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় প্রভাব ও প্রতিপত্তির চাপ দিয়া যথাযোগ্য অথবা ততোধিক কর্মী সংগ্রহ করিয়াছেন আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কার্যধারা ও পুস্তক সংখ্যা অনুপাতে কর্মীসংখ্যা অতি নগণ্য। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের এই সকল দিকে দৃষ্টিপাত করা এবং যাহাতে সকল গ্রন্থাগারে তাহাদের স্ব স্ব প্রয়োজনমত কর্মীসংখ্যার সমতা রক্ষিত হয় সে বিষয়ে সজাগ থাকা উচিত এবং মধ্যে মধ্যে এই সকল গুরুত্বপূর্ণ হিসাব-নিকাশ করা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ

ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার তাহাদের সংগ্রহ-প্রাচুর্য, কর্ম-কুশলতা ও সেবার দ্বারা বিশেষ গৌরবাসনে অধিষ্ঠিত। গ্রন্থগারিকগণ তাহাদের স্ব স্ব ধ্যানধারণা, আশা-নিরাশার ও গৌরব অগৌরবের কাহিনী সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন এবং সার্থকতার পথযাত্রায় তাহারা নির্ভীক সৈনিক। পথের বাধা ও বেদনা, ঘাত ও প্রতিঘাত এবং হাসি ও কান্নার বিভিন্ন স্তর জয়যাত্রার পথে নূতন শক্তির উৎসরূপে কাজ করিবে।

বর্তমান কালে সরকার, দেশ ও সমাজ গ্রন্থগারিকদিগের যথাযোগ্য মর্যাদা দানের সুব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ধীরে ধীরে এই মর্যাদা গ্রন্থাগারিকদিগের আয়ত্তাধীন হইয়াছে এবং হইতেছে। ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল।

একান্ত নিষ্ঠা, স্বার্থত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গ্রন্থাগারিকদিগকে সেই ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দিনগুলির দিক অগ্রসর হইতে হইবে। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবেই।

The Problems of University Libraries in India
By—Dr. Bimal Kumar Datta.

বিশেষ গ্রন্থাগার ঃ দু-একটি কথা

অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়

বিভিন্ন যুগে তদানীন্তন সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃথক ও নির্দিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মানব সভ্যতাকে সামগ্রিক ভাবে বিচার করতে গেলে বহমান সভ্যতার যোগসূত্রকে যেমন খুঁজে দেখা প্রয়োজন, তেমনি কোনো নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষার প্রয়োজন মানুষের সাধারণ সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যেই। গ্রন্থাগার সভ্য মানুষের এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান। প্রাচীনতম যুগ থেকে গ্রন্থাগারের কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যায় না এবং মূলতঃ সে সব গ্রন্থাগার ছিল সাধারণ। বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ শুধু বর্তমান যুগেই সম্ভব। কারণ, আধুনিক গ্রন্থাগার পাঠক ও পাঠ্যবস্তুর সুষ্ঠু সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল।

প্রচলিত মতানুসারে আধুনিক যুগের শুরু সপ্তদশ শতাব্দী থেকে; তবে 'বিশেষ গ্রন্থাগার' বলতে আমরা যা বুঝি তার বিকাশের সূচনা পরিলক্ষিত হয় উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক ক্রমবিবর্তনে। যে গ্রন্থাগার শুধু নির্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠীরই চাহিদা মেটাবে, যার জ্ঞানভাণ্ডার কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু সম্বন্ধেই সমৃদ্ধ এবং যার কার্যবিধি যে নির্দিষ্ট সংস্থাটির সঙ্গে গ্রন্থাগারটি জড়িত তার প্রয়োজনের মধ্যেই সীমিত, সে-ধরণের 'বিশেষ গ্রন্থাগার' এই উনবিংশ শতাব্দীরই এক বিশেষ প্রতিফলন। এ ধরণের গ্রন্থাগারের যোজনা-স্থাপনা-উন্নয়ন-বিবর্তন উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত প্রভূত সম্প্রসারিত হয়েছে। আধুনিক যুগের মানুষ অপরিসীম অনুসন্ধিৎসু। সে শিল্প-বানিজ্য-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদ্যার উপাসক। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই মানব-সভ্যতার যে সার্বিক প্রগতির পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে সাধারণ মানুষের অনুরূপ অদম্য অনুসন্ধিৎসাই পরিস্ফুট। তাই জ্ঞানানুশীলনের জন্যে তার প্রয়োজন উচ্চ স্তরের গবেষণা; সুষ্ঠু গবেষণার জন্য গবেষণাগার এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের জন্যে উপযুক্ত যন্ত্রশালা। আর এই সব কর্মসূচীর পরিপূরক হিসেবে বিশেষ গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রগতিশীল জাতির পরিচয় তার শিল্প-বিজ্ঞানের অনুধাবনে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় কতকগুলি শহরকে কেন্দ্র করে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। আশেপাশে জমে ওঠে শিল্প-বাণিজ্য-গবেষণার সংস্থা ও তথ্যকেন্দ্র এবং এ সব প্রতিষ্ঠান-সংলগ্ন গ্রন্থাগারগুলি অগণিত জ্ঞানলিপ্সু মানুষের পাঠের চাহিদা জোগায়। শুধু লণ্ডনেই তিন শতাধিক বিশেষ গ্রন্থাগার এইভাবে স্থাপিত হয়। এর মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থাগার বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে তাদের মূল্যবান পুস্তকসম্ভার ও প্রয়োজনোচিত কর্মদক্ষতার জন্য। এই প্রসঙ্গে ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, পাব্লিক রেকর্ড অফিস, ইণ্ডিয়া

অফিস, ফরেন অফিস, আথেনিয়াম ক্লাব, রিফর্ম ক্লাব প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। পরবর্তী যুগে শিল্প, বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার ক্রমোন্নয়নের ফলে আরো অনেক গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে এবংতাদের মধ্যে খ্যাতি লাভ করেছে পেটেন্ট অফিস, জিওলজিক্যাল মিউজিয়াম, আর্মষ্ট্রং কলেজ, সায়ান্স মিউজিয়াম ইত্যাদি বিশেষ গ্রন্থাগারগুলি। এইরূপে শেফিল্ড, ম্যানচেষ্টার,ব্রিষ্টল, কার্ডিফ প্রভৃতি শিল্পসহরগুলিতেও এরকম আদর্শ বিশেষ-গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, শিল্পবাণিজ্য ও গবেষণার সাহায্যার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমেরিকায় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পর থেকেই বিশেষ গ্রন্থাগারের সুস্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠার কালানুক্রমে সুপরিচিত বিশেষ গ্রহাগারগুলির মধ্যে কলেজ অফ ফিজিসিয়ান্স, অ্যাকাডেমি অফ ন্যাচারাল সায়েন্স, হারভার্ডস স্কুল, পেটেন্ট অফিস, স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন, পীবডি মিউজিয়াম, কেম্‌ব্রিজ মিউজিয়াম অব কমপারেটিভ জুলজি, ডিপার্টমেণ্ট অফ এগ্রিকালচার এবং জন ক্রেরার লাইব্রেরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানভাণ্ডার হিসেবে এদের স্বীকৃতি ও অবদান অতুলনীয়।

আমাদের দেশেও শিল্পোন্নতির পটভূমিকায় কিছুসংখ্যক বিশেষ-গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে আধুনিক পর্যায়ের শিল্প আমাদের বিশেষ কিছুই ছিল না। কৃষি আমাদের প্রধান ও প্রাচীনতম শিল্প। কিন্তু আজও তা মধ্যযুগীয় অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চলছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সতেরো আঠারো বছর অতিবাহিত হবার পরও আজ তাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পসমৃদ্ধির একটা বিরাট প্রচেষ্টা প্রতীয়মান এবং দেশের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠছে কারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার এবং তদনুসারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব সংস্থাগুলিরই অত্যাবশ্যক অঙ্গ হিসেবে স্থাপিত হচ্ছে বিশেষ গ্রন্থাগার। সংখ্যায় আমরা অনেক পেছনে আছি এবং সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টা জোরদার হয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে, অর্থাৎ পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল জাতিগুলির অনুযাত্রিক হিসেবে আমরা এক শতাব্দী পশ্চাদ্‌বর্তী। বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ ও গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কেও এ উক্তি প্রযোজ্য। এ-ধরণের গ্রন্থাগার বিন্যাসের প্রয়াস আমাদের দেশে অপরিমিত হলেও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে, ১৭৮৪ সালে কলকাতায় স্থাপিত এসিয়াটিক সোসাইটী এবং তৎসংলগ্ন প্রখ্যাত গ্রন্থাগারটি এ-ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। যদিও প্রধানতঃ কলা ও সাহিত্যিক বিষয়ক পাঠ্য-এর মুখ্য উপাদান, তবু বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে এর অবদান প্রণিধানযোগ্য ; কারণ, এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালের একাংশে বিজ্ঞানের পরিবেশনা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহদাতা এবংঅগ্রদূত হিসেবে জেমস প্রিন্সেপের নাম অবশ্য স্মর্তব্য। ঐতিহাসিক চিত্রপটে যে সব বিশেষ গ্রন্থাগার অগ্রদূত হিসেবে পরিগণিত হতে পারে তাদের মধ্যে আছে—কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ, (১৮৩৫) জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া (১৮৫১), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭),

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়ান্স (১৮৭৬) প্রভৃতি। বোম্বাই-এর গ্র্যান্ট মেডিক্যাল কলেজ (১৮৪৫), বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭), হাফকিন্স ইনষ্টিটিউট (১৮৯৬) এবং উত্তরপ্রদেশের রুড়কী বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৪৭)—এরাও ভারতের বিশেষ গ্রন্থাগারের পুরোভাগে আছে। এদের সমসাময়িক অথবা পরবর্তী কালের বিশেষ গ্রন্থাগারগুলি মুখ্যতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়ান্স, বোম্বাই-এর টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ, দিল্লীর ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ, ডিরেক্টর-জেনারেল অফ মেডিক্যাল সার্ভিসেস, কেন্দ্রীয় সরকারের মহাকরণের বিভিন্ন বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলি এবং কলিকাতার ইণ্ডিয়ান জুলজিক্যাল ও বোটানিকাল সার্ভে স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। স্বাধীনতার পরে সমগ্র দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ব্যবহারিক অনুশীলনের জন্যে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের বিংশাধিক গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে, সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানেরও সম্প্রসারণ হয়েছে ; উচ্চশিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়, এবং টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ভিত্তিতে। এর ফলে আধুনিক সময়োপযোগী উপাদান-সমৃদ্ধ বিশেষ গ্রন্থাগারও স্থাপিত হয়েছে প্রয়োজন মাফিক। এক কথায় বলতে গেলে পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধ দেশগুলির সঙ্গে আমরা সমতা রক্ষা করতে না পারলেও বিশেষ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আমরা যে সচেতন তার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় উপরোক্ত বর্ণনায়। আমাদের এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলি বিশ্বের যে কোনো বিখ্যাত বিশেষ গ্রন্থাগারের সমপর্যায়ভুক্ত। এটা কম গৌরবের কথা নয়।

জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সমাজার্থনীতিক সঙ্গতির সংজ্ঞা হিসেবে গ্রন্থাগার একটি নির্দেশক রূপে গণ্য হয়ে থাকে। সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি খুবই পরিমিত। এর মূল কারণ, শিক্ষা বিস্তারের স্বল্পতা, সমাজচেতনার জড়তা এবং সরকারী উদ্যমের অভাব। তবে উচ্চস্তরের শিক্ষায়তনগুলির গ্রন্থাগারের ইউনিভারসিটি গ্র্যাণ্টস কমিশনের মারফৎ সাহায্যে কিছুটা উন্নতি ও বিস্তৃতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে শুধু বিশেষ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেই দেখতে পাই যুগোপযোগী প্রচেষ্টা। শুধু মূল ও ফলিত বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চা করলেই কিন্তু দেশের ও দশের পার্থিব মানসিক আত্মিক উন্নতিকে কায়েমী করা যাবে না। এ-কথা প্রণিধান করবার সময় অতিবাহিত হতে চলেছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার। সাধারণ শিক্ষার সম্প্রসারণ ও সুপরিকল্পিতভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত না হলে জাতীয় উন্নতির ভারসাম্য রক্ষা করা যায় না। আধুনিক যুগে কোনো দেশে তা হয়ও নি। আধুনিক ভারতে বোধহয় এ-সমস্যাটাই প্রকট হয়ে উঠেছে।

Special Libraries : a review—By Ajit Kumar Mukhopadhyay.

জাপানের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও তাহার ক্রমবিকাশ

বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত

জাপানের প্রথম পর্যায়ের গ্রন্থাগার সপ্তম শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত শুধুমাত্র সঙ্গতিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে ব্যবহৃত হত। এই সব গ্রন্থাগার তৎকালীন শাসক গোষ্ঠী, রাজ-পরিবার অভিজাত সম্প্রদায়, যাজক শ্রেণী ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠত। ফলে এদের মধ্যে অনেকেই শেষ পর্যন্ত অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়নি। যারা কোন রকমে অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে তারা মূল্যবান গ্রন্থ ও সযত্নে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ-শালা রূপেই নিজেদের পরিচিতি ঘোষণা করছে। গ্রন্থাগারের সাহায্যে জনসাধারণকে সেবা করা অর্থাৎ ছাপা এবং প্রকাশিত পুস্তক জনসাধারণকে ব্যবহার করতে দেওয়ার মনোবৃত্তি এদের মধ্যে একেবারেই গড়ে ওঠেনি। তাই এই সযত্নে সংগৃহীত জ্ঞান সব সময়েই সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে থাকত। মেইজি পুনরাবির্ভাব থেকে জাপানে যে আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ইউরোপ ও আমেরিকার অনুকরণে গড়ে উঠেছিল তা জাপানের নিপ্পনদের মাটিতে বেশিদূর শিকর গাড়তে সক্ষম হয়নি এবং জাপানের জনসাধারণও তাকে ভাল ভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে জাপানের গ্রন্থাগার স্থিতিশীল সংগ্রহশালা থেকে সজীব সংবাদ পরিবেশন কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। এরা জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে এবং গ্রন্থাগারের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে স্বচেষ্ট হয়। অডিও-ভিসুয়াল যন্ত্রপাতির সাহায্যে দেশবাসীর মধ্যে গ্রন্থাগারের কাজকে সম্প্রসারিত করবার ব্যাপারেও এরা আগ্রহী হয়ে ওঠে। জাপানের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার এখন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রূপে পরিচিত। ১৯৫০ সালকে জাপানের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সফলতম বছর হিসাবে অভিহিত করা যায়। এই সময় থেকে উৎসাহী কর্মঠ, গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে পারদর্শী যুবসম্প্রদায় জাপানের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রন্থাগার ও পাঠচক্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেন। সমগ্র জাপানের জাতীয় গ্রন্থাগার সংস্থা নিহোন টোশোকান গাক্কাই (Nihon Toshokan Gakki) ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাপানের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা এখন সংক্ষেপে আলোচনা করব।

জাপানের প্রথম গ্রন্থাগার

এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাংস্কৃতিক ভাবধারা ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানে প্রবেশ করে। বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা বই ও বৌদ্ধ সূত্র থেকে চীনা প্রথায় লেখার রীতি (Ideogram) জাপানে প্রচলিত হয়।

অস্থকা যুগে (৫৯২ থেকে ৭১০ খৃষ্টাব্দে) রাজ পরিবারের কুমার শোটোকা যে

ঘরখানিতে বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক পাঠ গ্রহণ করতেন তাকে য়ুসনেদাস (yusnedous) বলা হত। এই য়ুসনেদাসই জাপানের প্রথম গ্রন্থাগার রূপে পরিচিত। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছাড়াও রাজন্যবর্গক্ষমতাবান সম্প্রদায় কর্তৃক মন্দিরের মধ্যে উৎকীর্ণ বৌদ্ধ লেখ-মালার সংগ্রহও এখানে সযত্নে রক্ষিত হত।

সরকারী অফিস ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে জাপানের কেন্দ্রীয় সরকার চীন দেশের তাং আমলের সরকার অনুযায়ী পুনর্গঠিত হয়। এক আদেশের বলে এই সরকার কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য সরকারী অফিস ও বিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রথম উন্মুক্ত গ্রন্থাগার

নাবা যুগে (৭১০ --৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) আমরা দেখতে পাই যেখানে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থের সংগ্রহ বিরাজ করত সেই সব মন্দির এবং মঠ ছাড়াও আইসোনোকামি—নো—ইয়াকাৎ-সুগু (Isonokami-no Yoakatsuga) তাঁর কনফুসীয় মতবাদের উপর গড়ে তোলা সযত্ন সংগ্রহ অভিজাত সম্প্রদায়ের যুবকদের কাছে উন্মুক্ত করেছেন। তাঁর এই সংগ্রহ-শালাকে জাপানের প্রথম উন্মুক্ত গ্রন্থাগার রূপে অভিহিত করা যায়।

হেইয়ান (Heian) যুগে (৭৯৪-১১৯২ খৃষ্টাব্দ) অভিজাত সম্প্রদায় তাদের সন্তান-সন্ততিদের সরকারী কাজকর্মে পারদর্শী করবার উদ্দেশ্যে বে-সরকারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তৎপর হন। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গ্রন্থাগারও গড়ে ওঠে।

মধ্যযুগ

১১৯২ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধ সম্প্রদায় ক্ষমতা অধিকার করেন। কয়েকজন জমিদার ও সামরিক নেতা পাঁচটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন। এদের মধ্যে কানাজাওয়া বুনকো (Kanzawa-Bunko) এবং আশিকাগা জেকোর (Ashikaga Gekko) নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

আধুনিক যুগ

সপ্তদশ শতাব্দীতে টোকুগাওয়া শোগুন (Takugawa-Shogun) ও তাঁদের তিনটি আত্মীয় পরিবার বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দিতে শুরু করেন এবং তাদের দেখাদেখি যে সব বহিরাগত সম্প্রদায় রাজ বংশানুক্রমে যুদ্ধ করবার জন্য জমি পেয়েছেন সেইসব পরিবারবর্গও এই কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এর ফলে শিক্ষার প্রসার দেখা দেয়, প্রকাশন ব্যবসা সম্প্রসারিত হয়; জ্ঞানী এবং ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নিজেদের গ্রন্থাগার গড়ে তোলায় তৎপর হন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ

পর্যন্ত সাধারণ মানুষ ধীরে ধীরে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পেতে থাকেন। এই সময় থেকে বই বাঁধাইয়ের কাজ অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেদের কাছেও উৎসাহজনক ব্যবসা রূপে পরিগণিত হতে থাকে।

মেইজি পুনরাবির্ভাব : ইউরোপ ও আমেরিকার প্রভাব

গণতান্ত্রিক অধিকারের আদর্শ ও সমান শিক্ষাগত সুবিধার ভিত্তিতে জাপানে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রভাবে এক নতুন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এই ব্যবস্থা অতীতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। একে গণতান্ত্রিক শিক্ষার অঙ্গ স্বরূপ বলা চলে।

প্রথম আধুনিক সর্বজনীন গ্রন্থাগার

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে টেইকোকু টোশোকান (Teikoku Tshokan) নামে জাপানের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী টোকিওতে প্রতিষ্ঠিত হয়, একে জাপানের প্রথম আধুনিক সর্বজনীন গ্রন্থাগার বলা চলে। প্রথম জাতীয় গ্রন্থাগারের আবির্ভাবের সাথে সাথে লোকাল গভর্ণমেণ্ট এজেন্সীগুলো পরস্পরের প্রতি প্রতিযোগিতা মূলক মনোবৃত্তি নিয়ে আধুনিক সর্বজনীন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে জাপানের গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাগার আইনও বিধিবদ্ধ হয়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জাপানে মাত্র ৫৫টি গ্রন্থাগার ছিল, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩০৭ আবার ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যা ৫০৮০ পরিণত হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে জাপান সরকার যখন এই সব গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তখন আপাতদৃষ্টিতে আধুনিক মনে হলেও জাপানে অধুনা-প্রবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা ভাল ভাবে গড়ে ওঠেনি। ফলে সর্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তৎকালীন জাপানী সমাজ সহজে গ্রহণ করতে পারল না। পরিণামে সর্বসাধারণের কাছ থেকে আর্থিক এবং নৈতিক সমর্থন সামান্যই মিলল এবং গ্রন্থাগারগুলোও জনসাধারণকে খুব অল্পই সেবা করতে সক্ষম হল।

বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী গ্রন্থাগার

অন্যদিকে সরকারী এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার গুলোর সংখ্যা অনুলয়-সেবা ও গবেষণামূলক কাজের জন্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং এদের গুণগত উন্নতিও দেখা দিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতির ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাপানের গ্রন্থাগারগুলোও সম্প্রসারিত হতে শুরু করল। এই সময়ের কিছু পর থেকেই জাপানে যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখা দিল, গ্রন্থাগারগুলো অকেজো সামগ্রীরূপে গণ্য হতে শুরু করল, অনাদরে অবহেলায় এবং পরিশেষে বিমান আক্রমণেও এরা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হোল।

যুদ্ধ পরবর্তী যুগ

জাপানের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত গ্রন্থাগারগুলো যুদ্ধ পরবর্তী যুগে মাত্র দশ বছরের মধ্যে বিস্ময়কর-রূপে পুনর্গঠিত হোল। যদিও জনসাধারণ তখনও ক্ষয়-ক্ষতিতে বিভ্রান্ত ছিল তাহলেও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় গ্রন্থাগারগুলো অত্যন্ত তাড়াতাড়ি পুনর্গঠিত হয়ে উঠল।

জাপানের গ্রন্থাগার পরিষদ

নিহোন টোশোকান কিওকাই (Nihan Toshokan Kyokai) ১৯৪৬ সালে নব পর্যায়ে সংগঠিত হয়। এই পরিষদ ও ১৯৫০ সালের নব প্রযুক্ত গ্রন্থাগার আইন জাপানের গ্রন্থাগার আন্দোলনের উন্নতির সহায়তা করে। ইতিমধ্যে কোকুরিৎসন কোক্কাই টোশোকান (Kokuritsn Kokkan Toshokai) অর্থাৎ জাপানের জাতীয় ডায়েট লাইব্রেরী আমেরিকার লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের অনুকরণে ১৯৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করে। কয়েকজন উৎসাহী যুবক জন নিহোন টোশোকান যুগিওইন কুমিয়াই (Zen Nihon Toshokan Yugyoin Kumiai) অর্থাৎ All Japan Librarians union গঠন করেন। নতুন গ্রন্থাগার আইন অনুযায়ী গ্রন্থাগার কর্মীদের পুনরায় শিক্ষাদানের কাজ চলতে থাকে। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৭০০০ জন কর্মী শিক্ষালাভ করেন।

সংবাদ সরবরাহ কেন্দ্র

সাধারণের বিশেষ বিশেষ খবরাখবর জানবার চাহিদাকে মেটাবার জন্য সংবাদ সরবরাহ কেন্দ্রগুলি (Information Centres) গড়ে ওঠে এবং বিশেষ গ্রন্থাগারগুলোর কাজকর্মে উৎসাহদান ও পরিচালনার সহায়তার উদ্দেশ্যে সেনমোন টোশোকান কিওগি-কাই (The Senmon Toshokan Kyogikai) নামে বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদও প্রতিষ্ঠিত হয়।

Japanese Libraries—their history and growth—
By—Binoyendra Sengupta.

ভিনিতি : একটী বিস্ময়কর পরীক্ষা

কেশব ভট্টাচার্য

শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সোভিয়েত য়ুনিয়ানের বিস্ময়কর অগ্রগতি, বিশেষ ক'রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিগত ২০ বছরে, সারা পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এত দ্রুত অগ্রগতির আর কোন নজীর নেই। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে : এর পেছনে কি রহস্য রয়েছে? প্রতিটি মানুষের ভেতরেই যে সৃজনী শক্তি রয়েছে তা বিকশিত হওয়ার সব চাইতে অনুকূল আবহাওয়া সোভিয়েত য়ুনিয়ানে কেমন ক'রে সৃষ্টি হ'ল?

এ প্রশ্নের জবাবে নির্দ্বিধায় বলা চলে, ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক রাষ্ট্র ও তার সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা এবং এই সমাজব্যবস্থার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই রুশদেশকে মাত্র ৪০ বছরের ব্যবধানে একটি কৃষিপ্রধান, আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও য়ুরোপের অন্যতম পশ্চাৎপদ দেশ থেকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত করেছে।

কিন্তু সেদিনের প্রতিশ্রুতিকে আজকের সুপরিণত ফলে রূপায়িত করার জন্যে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষকে বহু ধাপ অতিক্রম করতে হয়েছে, বহু সুচিন্তিত সাংগঠনিক কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। যেমন, একটি হ'ল সোভিয়েত য়ুনিয়ানের অত্যন্ত উন্নত স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থা, আর একটি সেখানকার গবেষণাগারের উৎকৃষ্ট, উন্নত ধরণের পরীক্ষাগার ও যন্ত্রপাতি। সাম্প্রতিক কালে সোভিয়েত বিজ্ঞানের আশ্চর্যজনক অগ্রগতির ঠিক তেমনি আর একটি কারণ হ'ল, সেখানে গবেষণার সাহায্যের জন্য ব্যাপকতম ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক সংবাদ সরবরাহের বিপুল কর্মকাণ্ড ও প্রয়োজনীয় সংবাদ-সংস্থার সংগঠন, যে সংগঠনের শীর্ষদেশে রয়েছে ভিনিতি।

বিজ্ঞান-গবেষণায় সংবাদের ভূমিকা :

প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের জন্য একদিকে যেমন দরকার প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা ও পরীক্ষাগারের বন্দোবস্ত, অন্যদিকে তেমনি দরকার বৈজ্ঞানিক সংবাদ সরবরাহের একটি প্রথম শ্রেণীর সংগঠন। বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও উন্নত পরীক্ষাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিজ্ঞানী মহলে কখনও বিতর্ক দেখা যায়নি। কিন্তু গবেষণায় সংবাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা—এমন কি পশ্চিমের বিজ্ঞানী মহলেও এটা দেখা গেছে অনেক পরে। বর্তমানে শিল্পোন্নত দেশে, সংবাদের এই আবশ্যিক ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত, যদিও আমাদের দেশে এ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষস্থানীয় মহলের ঔদাসীন্য এখনও ব্যাপক।

কয়েক বছর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন, এফ, কেনেডি তাঁর বিজ্ঞান-বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটিকে (আমেরিকার সেরা বিজ্ঞানীরা যে কমিটির সদস্য) নির্দেশ দেন,

বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সংবাদ সরবরাহের সম্পর্ক কি সে সম্বন্ধে একটি সমীক্ষা করার ও তার ভিত্তিতে মার্কিন সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করার। এই কমিটির প্রথম সুপারিশই হল : বৈজ্ঞানিক সংবাদ সরবরাহের কাজকে গবেষণার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ব'লে স্বীকার করতে হবে। সরকারের উদ্দেশ্যে তাদের সুপারিশ হল : সংবাদ সংক্রান্ত বিভাগগুলিকে প্রশাসনিক বিভাগের শাখা হিসেবে না দেখে, গবেষণা বিভাগের অঙ্গ হিসেবে গণ্য করতে হবে। (১)

ইতিপূর্বে বিজ্ঞানীরা তাদের প্রয়োজনীয় সংবাদ নিজেরাই আহরণ ক'রে নিতেন, হয় পত্র-পত্রিকা পাঠের মাধ্যমে না হয় সমধর্মী অন্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে চিঠিপত্র লিখে অথবা মাঝে মাঝে সভাসমিতিতে যোগদান করে। সংবাদ আহরণের এই পথগুলি এখনও বিজ্ঞানীদের সামনে খোলা আছে এবং এগুলি তাঁরা এখনও ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু বর্তমানে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা এত অবিশ্বাস্য রকম বেড়ে গেছে যে, কোন বিজ্ঞানীর পক্ষেই, তার গবেষণা ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে কোথায় কি কাজ হচ্ছে কিংবা পৃথিবীর হাজার হাজার সাময়িক পত্রের কোনটিতে কখন তাঁর বিষয় সংক্রান্ত প্রবন্ধ ছাপা হচ্ছে, এর হদিশ রাখা তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বর্তমানে পৃথিবীতে কমপক্ষে ষাট হাজার বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিষয়ের সাময়িক পত্র আছে এবং এই সাময়িকপত্র সমূহে প্রতি বছর অন্ততঃ পক্ষে ২৫ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (২)। এই সংখ্যাও থেমে নেই ; প্রতি বছরই নতুন নতুন সাময়িক পত্রের জন্ম হচ্ছে, পুরোনো পত্রিকা গুলোরও কলেবর বাড়ছে এবং ফলে মোট প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে। এর ফলে এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, এই লক্ষ লক্ষ প্রবন্ধের প্লাবনের মধ্য থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রবন্ধের নির্বাচন ও উদ্ধার সমস্যা—বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিগত ও ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টার নাগালের বাইরে চলে গেছে।

এই পটভূমিকায় সংবাদ সরবরাহের কাজকে একটি স্বতন্ত্র সংগঠনের ওপর ন্যস্ত করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই সংগঠনের কাজ যাঁরা চালাবেন তাঁদের গবেষণাগারের কাজ বুঝবার মত বিশিষ্ট জ্ঞান থাকবে, অথচ তাঁদের মূল দায়িত্ব হবে সংবাদ চয়ন ও বিতরণ, নতুন সংবাদের জন্ম দেওয়া নয় অর্থাৎ পরীক্ষাগারে কাজ করা নয়। যেহেতু গবেষণা প্রবন্ধ পৃথিবীর বহু বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে, সুতরাং একাধিক ভাষায় পারদর্শীতাও তাঁদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অঙ্গীভূত। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ প্রবন্ধের সুবিন্যস্ত তালিকা রচনার জন্য লেখক-সূচী ও বিষয় সূচী প্রণয়ন ও দুরূহ ব্যাপার এবং এ কাজের জন্য সংবাদ--সংস্থায় বর্গীকরণে ও সূচী নির্মাণে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন লোকের প্রয়োজন। সংবাদ সংস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এই যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান দরকার, এদেরই সংমিশ্রণে বর্তমানে এক নতুন শাস্ত্র জন্ম নিচ্ছে, যার নাম সংবাদ-বিজ্ঞান (Information Science) এবং সংবাদ সরবরাহ সমস্যার বিভিন্ন দিকে

যারা বিশিষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছেন তাদের বলা হয় সংবাদ বিজ্ঞানী (Information Scientist)।

সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে বিস্ফোরণ (Information explosion) দেখা দেওয়ায় বিজ্ঞানীদের পক্ষে ওয়াকিফহাল থাকায় যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তার সমাধানের জন্য এ যাবৎ যে সব দাওয়াই বাৎলানো হয়েছে তার মধ্যে সবচাইতে কার্যকরী, গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় হল, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার সম্বলিত সাময়িকপত্রের প্রচলন। বর্তমানে পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুধা বিভিন্ন শাখায় এবং বহু ভাষায় প্রকাশিত বেশ কয়েক হাজার এমনি সংক্ষিপ্তসার পত্রের (abstracting journal) অস্তিত্ব আছে। এদের ভেতরে অবশ্য গুণগত প্রভেদ যথেষ্ট আছে। একটি আদর্শ সংক্ষিপ্তসারপত্রের লক্ষ্য হল, তার নির্দিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে —যেমন রসায়ন, পদার্থ বিদ্যা কিংবা জীববিদ্যায় – পৃথিবীর সমস্ত গবেষণা প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করা। পৃথিবীর কোন সংক্ষিপ্তসারপত্রই আজ অবধি এ আদর্শে পৌছুতে পারে নি এবং না পারার জোরালো কারণও আছে। তাহ'লেও, শ্রেষ্ঠ সংক্ষিপ্তসার পত্রগুলি (যেমন ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের মধ্যে কেমিক্যাল এ্যাবস্ট্রাক্টস্ বায়োলজিকাল এ্যাবস্ট্রাকটস কিংবা ইনডেক্স্ মেডিকাস) যত অধিক সংখ্যক প্রবন্ধের নাগাল পাওয়া যায়, সেজন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। কিন্তু দিল্লী দূর অস্ত্ …… । পৃথিবীর ষাট হাজার বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রের ভেতর যে দশ হাজার মতো পত্রিকার প্রবন্ধসমূহ কেমিকাল এ্যাব্স্ট্রাক্ট্স্ নিয়মিত প্রকাশ ক'রে থাকেন, তার বাইরে যে ৫০ হাজার সাময়িক পত্রের অস্তিত্ব রয়েছে তাতেও বহু রাসায়নিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে থাকে। কিন্তু এগুলির পরিমাণ বা গুরুত্ব কত সে সম্পর্কে এখনও আমরা সুস্পষ্ট কিছু জানিনা। এই সব সাময়িকপত্র সামগ্রিক ভাবে এখনও আমাদের জ্ঞানের পরিধির বাইরে অবস্থান করছে।

এতো গেল মোট প্রবন্ধের উৎপাদন ও তার হিসাব-নিকাশের দিক। কিন্তু সংবাদ সরবরাহের আরও অনেক কঠিন ও জটিল সমস্যা আছে। সংবাদ-সংস্থাকে দেখতে হবে যেন সংবাদ বিতরণে অত্যধিক বিলম্ব না ঘটে। গবেষণা ক্ষেত্রে সময়ের দাম অনেক। হাজার হাজার টাকা খরচ ক'রে তারপর যদি দেখা যায়, যে কাজ দু'বছর আগেই পৃথিবীর অন্য এক পরীক্ষাগারে সুসম্পন্ন হয়েছে, তা'হলে সমস্ত টাকাটা এবং শ্রমই কার্যতঃ পণ্ড। সংবাদ বিজ্ঞানীর তাই দায়িত্ব হল, গবেষণার ফল দ্রুততম গতিতে প্রকাশ করা এবং প্রকাশিত প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার দেশ বিদেশের, বৈজ্ঞানিকের কাছে ন্যূনতম সময়ের ভেতরে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু এ আদর্শে পৌঁছনো সহজসাধ্য নয়। গবেষণা প্রবন্ধ নানাভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে; সংক্ষিপ্তসার রচয়িতাদের একাধারে বিষয় বিশেষজ্ঞ (subject specialist) অন্য দিকে ভাষাবিশারদ হওয়া দরকার; এ ধরণের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা সব দেশেই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কাজেই হয় প্রবন্ধটির অনুবাদ করাতে হয়, না হয় উপযুক্ত ব্যক্তির সময়ের ওপর নির্ভর ক'রে থাকতে হয়। উভয় ক্ষেত্রেই, বেশ কিছুটা

সময় লেগে যায়। তারপর সম্পাদনা, মুদ্রণ—এসবেও সময় যায়। উৎকৃষ্ট সংক্ষিপ্তসার পত্রগুলিতে সাধারণতঃ মূল প্রবন্ধ প্রকাশের পর ৬ মাস থেকে ১২ মাসের ভেতরে সংক্ষিপ্ত-সার প্রকাশিত হ'য়ে থাকে।

এছাড়াও সংবাদ-বিজ্ঞানীকে দেখতে হয় যেন সংক্ষিপ্তসারসমূহ সংবাদ-বহুল (informative) এবং মূল প্রবন্ধের বক্তব্যের বিশ্বস্ত অনুলিপি হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে তাই বলা চলে, সংবাদ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ত্রিবিধ : বিজ্ঞানীদের কাছে তাঁদের নিজ নিজ বিষয়ে ব্যাপক বিশ্বস্ত ও দ্রুত সংবাদ পরিবেশন করা।

সোভিয়েট য়ুনিয়ন কি ভাবে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে এবং তার এই প্রচেষ্টার উৎকর্ষ ও অনন্যসাধারণতা কোথায়, তা বোঝা সহজ হবে ব'লেই, আমরা সংবাদ বিজ্ঞানের মূল সমস্যাগুলি নিয়ে এতক্ষণ কিছুটা বিশদ ভাবে আলোচনা করলাম।

সোভিয়েত য়ুনিয়ানে সংবাদ-বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ স্থান :

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী গবেষণার পক্ষে আধুনিক ও বিশ্বস্ত সংবাদের গুরুত্ব কতখানি সে বিষয়ে শুধু সোভিয়েত বিজ্ঞানী মহলই নন, সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়করা যথেষ্ট সচেতন ও অবহিত। নিম্নলিখিত উদাহরণটি থেকেই তা বোঝা যাবে। বেশ কিছুদিন আগে সোভিয়েত মন্ত্রিমণ্ডলী একটি আদেশ জারী করেন সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির উদ্দেশ্যে ; আদেশটি হল : যে কোন বিদেশীভাষায় প্রকাশিত বৈদেশিক গবেষণা-প্রবন্ধ সোভিয়েত য়ুনিয়ানে পৌঁছুবার ১০ দিনের ভেতরে তার অনুবাদ শেষ ক'রে, যেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এই প্রকৃতির সংবাদ প্রয়োজন সেখানে এই সংবাদ পাঠাতে হবে (৩)। স্পষ্টতঃই এ আদেশের পেছনে মন্ত্রিমণ্ডলীর অত্যন্ত সচেতন যে উদ্দেশ্য ছিল তাহ'ল, শিল্পোৎপাদনের পদ্ধতিকে, সর্বাধুনিক গবেষণার আলোকে, ক্রমশঃই উন্নত ক'রে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হারকে আরও ত্বরান্বিত করা এবং শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি (labour productivity) ক্রমেই বাড়ানো, যাতে সোভিয়েত জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান দ্রুত উন্নত করা যায় এবং সোভিয়েত য়ুনিয়ান একটি শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে, পৃথিবীতে প্রথম স্থানের অধিকারী হতে পারে।

মন্ত্রিমণ্ডলীর উপরোক্ত নির্দেশকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমি ১৯৫২ সালে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সংবাদ পরিবেশনের একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এইভাবে ভিনিতির জন্ম হয়।

কিন্তু ভিনিতির ভূমিকা বুঝতে হ'লে, সোভিয়েত য়ুনিয়ানে সংবাদ পরিবেশনের সামগ্রিক চিত্রটি সংক্ষেপে হ'লেও জানা প্রয়োজন। নাহ'লে ভিনিতি একটি একমেবা-দ্বিতীয়ম্ এবং সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ সংস্থা—এমন একটা ভুল ধারণা গড়ে উঠতে পারে। সোভিয়েত য়ুনিয়ানের সংবাদ সংস্থা সমূহ একটা পিরামিডের ভিত্তিতে সংগঠিত। পিরামিডের শীর্ষদেশে রয়েছে ভিনিতি এবং পাদদেশে রয়েছে অগণিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও সংস্থা। পিরামিডের শীর্ষ ও পাদদেশের ভিতরে বিভিন্ন স্তরে রয়েছে বিভিন্ন সংস্থা—যেমন প্রতিটি অন্তর্ভুক্ত রিপাবলিকের এক একটি রিপাব্লিকান কেন্দ্রীয় সংবাদ-সংস্থা এবং

খ্রুশ্চভের আমলে সমগ্র সোভিয়েত য়ুনিয়ানকে—পরিকল্পনার সুবিধার জন্য—যে ৯২টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে (Economic Zones) ভাগ করা হয়েছিল, তার প্রতিটির জন্য একটি ক'রে আঞ্চলিক সংবাদ-সংস্থা। এই ব্যবস্থাপনায়, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার বিভিন্ন শাখার সর্বব্যাপী সংবাদ পরিবেশনের সামগ্রিক দায়িত্ব ভিনিতির। ব্যক্তিগতভাবে কোন বিজ্ঞানীর বা গবেষণাকেন্দ্রের, আর কোথাও প্রশ্নের জবাব না পেলে, শেষ পর্যন্ত ভিনিতির শরণাপন্ন হওয়ার অবকাশ সর্বদাই রয়েছে। কিন্তু প্রথমতঃ, তাঁদের নিজেদের সংবাদ-সংস্থার কাছে প্রয়োজনীয় সংবাদ না পেলে যেতে হয় আঞ্চলিক বা সভনার খোজির সংবাদ-সংস্থার কাছে। সংবাদ-পরিবেশনের দায়িত্ব তাই সেখানে বিভিন্নস্তরে অবস্থিত সংবাদ-সংস্থার ভিতরে, পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে, সুবিন্যস্তভাবে বণ্টন ক'রে দেওয়া হয়েছে (নিম্নের রেখাচিত্রটি দেখুন)।

সোভিয়েত য়ুনিয়ানে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সংবাদ পরিবেশনের সাংগঠনিক কাঠামো (৩)

সোভিয়েত মন্ত্রিমণ্ডলী

সোভিয়েত সর্বোচ্চ
অর্থনৈতিক পরিষদ

জাতীয় অর্থনীতি পরিষদ
(সভনার খোজ)

বিভিন্নক্ষেত্রের
গবেষণার মধ্যে
সংযোগ সাধনের
জন্য রাজ্য কমিটি

সো'ভিয়েত বিজ্ঞান
আকাদেমি

রিপাবলিকান, জেলাভিত্তিক
ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক
পরিষদ (সভনার খোজি)

প্রাকৃতিক ও সমাজ-বিজ্ঞান
বিষয়ক মৌলিক
গবেষণা প্রতিষ্ঠান

শিল্পপ্রতিষ্ঠান

ভিনিতি

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী
সংবাদ-সংস্থা

ফলিত বিজ্ঞান বিষয়ক
গবেষণা প্রতিষ্ঠান

সোভিয়েত য়ুনিয়ানে মৌলিক গবেষণার দায়িত্ব সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির হাতে এবং শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ফলিত বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য দায়ী গবেষণা-সংযোগ সাধনের রাজ্য কমিটি (State Committee for the Co-ordination of Scientific Research)। যেহেতু, ভিনিতির উদ্দেশ্য হল মৌলিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পসংস্থা উভয়ের জন্যই প্রয়োজনীয় সংবাদ পরিবেশনের ব্যবস্থা করা, সুতরাং ভিনিতির পরিচালনার জন্য উপরোক্ত দুটি প্রতিষ্ঠানই যৌথভাবে দায়ী।

ভিনিতির বহুমুখী কর্মসূচী ঃ

'ভিনিতি' বলে রুশ অভিধানে কোনো শব্দ নেই। তাহ'লে এই অদ্ভুত কথাটি এল কোথা থেকে? আসলে ভিনিতি একটি সংক্ষিপ্ত নাম, এর পুরো রুশ দেশীয় নাম হল *V*sesoyuznii *I*nstitut *N*auchnoi *i* *T*ekhnicheskoi *I*nformatsii; এই শব্দ সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি শব্দের আদ্য অক্ষর নিয়ে VINITI কথাটির সৃষ্টি হয়েছে, যার অর্থ হল সারা সোভিয়েত য়ুনিয়ানের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সংবাদ-সংস্থা।

ভিনিতির ওপরে যে সব কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেগুলির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ নীচে করা হল :

(১) সংক্ষিপ্তসার-পত্র সম্পাদনা ও প্রকাশনা ;
(২) শিল্পের জন্য দ্রুত-সংবাদ-বিতরণ ব্যবস্থা ;
(৩) সংবাদ-সঞ্চয় ও পুনরুদ্ধারের কাজে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের প্রবর্তন ও পরীক্ষা ;
(৪) অনুবাদ কার্য ও অভিধান প্রণয়ন ;
(৫) গবেষণা নিবন্ধের ফটোগ্রাফিক কপি সরবরাহ ;
(৬) নির্বাচিত বিষয়ের ওপরে গবেষণাগ্রন্থ (monograph) রচনা ;
(৭) বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে গ্রন্থপঞ্জী (bibliography) সম্পাদনা ;
(৮) প্রশ্নের উত্তর দান ;
(৯) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাপনা ;
(১০) সংবাদ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা পরিচালনা ;

ভিনিতির উপরোক্ত কর্মসূচী নিয়ে এখন আমরা সংক্ষেপে কিছুটা আলোচনা করব।

ভিনিতির সংক্ষিপ্তসারপত্র প্রকাশের কর্মসূচী

ভিনিতির ওপর যে সব দায়িত্ব ন্যস্ত হ'য়েছে তার মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহত্তম কর্তব্য হল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সারা পৃথিবীর গবেষণার সংবাদ, বহু সংখ্যক সংক্ষিপ্তসারপত্রের মাধ্যমে, সোভিয়েত বিজ্ঞানী ও ইন্জিয়ারদের কাছে দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। ভিনিতির সর্বাধ্যক্ষ অধ্যাপক আ, ই, মিখাইলভ কর্তৃক ১৯৫৯ সালে প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী আমরা জানতে পারি যে, ঐ সময় সংক্ষিপ্তসার প্রণয়নের জন্যে

ভিনিতি ১৫,০০০ সাময়িক পত্র ব্যবহার করত, এতে ১৩টি বিভিন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্তসারপত্র প্রকাশিত হত এবং ৬৪টি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ ৯২টি দেশ থেকে সংগ্রহ করা হত (৫) বর্তমানে সংবাদ সরবরাহের পরিধি আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। ১৯৬২ সালে ভিনিতি ৪০টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্তসারপত্র প্রকাশ করেছেন এবং এই ৪০টি সারপত্রের মাধ্যমে এক বছরে ৭ লক্ষাধিক গবেষণা প্রবন্ধের সারাংশ প্রকাশিত হয়েছে (১নং তালিকা দ্রষ্টব্য)। মৌলিক গবেষণার ও কারিগরী বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় সর্বাধুনিক অগ্রগতির সম্পর্কে এমন বহুমুখী ও সর্বব্যাপী সংবাদ পরিবেশনের ব্যবস্থা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায় নি। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ এক বিস্ময়কর পরীক্ষা। ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত সংবাদ বিতরণ ব্যবস্থার মধ্যে আমেরিকান কেমিক্যাল এ্যাবসট্রাক্টস নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম। কিন্তু বর্তমানে কেমিক্যাল এ্যাবসট্রাক্টসে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সারের সংখ্যা ২ লক্ষের বেশি নয় এবং তাঁরা ১০,০০০ সাময়িকপত্রের বেশি এখনও ব্যবহার ক'রে উঠতে পারেন নি।

ভিনিতির প্রথম সংক্ষিপ্তসারপত্র প্রকাশিত হয় মাত্র ১৯৫৩ সালে। ১৯৬২ সালের ভেতরেই অর্থাৎ মাত্র দশ বছরের ভেতরে ভিনিতি উন্নতির এই শিখরে আরোহন করতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে কেমিক্যাল এ্যাবসট্রাকটসের জন্ম হয় ১৯০৭ সালে প্রায় ৬০ বছর আগে। সমগ্রভাবে, বিজ্ঞান ও শিল্প ক্ষেত্রে সোভিয়েত য়ুনিয়নের যে অভূতপূর্ব অগ্রগতির হার আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, সংবাদ পরিবেশন ও তৎসংক্রান্ত সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রেও আমরা সেই একই উৎকর্ষের ও উন্নতির হারের পরিচয় পাচ্ছি।

১নং তালিকায় প্রদত্ত তথ্য সমূহ বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নজরে পড়ে। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানচর্চা এবং শিল্পে ও কারিগরী ক্ষেত্রে ফলিত বিজ্ঞান গবেষণার প্রয়োগ—এ উভয় দিকেই সমান সজাগ দৃষ্টি দিয়েছেন। মৌলিক গবেষণা ছাড়া ফলিত বিজ্ঞানের উৎসমুখ শুকিয়ে যেতে বাধ্য, এই প্রাথমিক সত্য তাঁদের ভালভাবেই জানা আছে বলে প্রথম ২।৩ বছর ভিনিতি যে সব সংক্ষিপ্তসার-পত্র প্রকাশ করেন সেগুলি সবই—রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, জীববিদ্যা, প্রভৃতি—মৌলিক বিজ্ঞান সংক্রান্ত। এরপরই ১৯৬৫ সাল থেকে তাঁরা কারিগরী বিষয়ের দিকে নজর দেন। ১৯৬৫ সালে যে ৬টি নতুন সংক্ষিপ্তসারপত্রের সূচনা হয়, তার মধ্যে ৪টিই কারিগরী বিষয় সংক্রান্ত; তেমনি ১৯৬২ সালে যে ২২টি নতুন পত্রিকার উদ্বোধন হয়, তার মধ্যেও ২০টিই ইনজিনিয়ারিং ও কারিগরী বিষয় সংশ্লিষ্ট। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো। সমগ্র সংবাদ পরিবেশন ব্যবস্থার পেছনে যে একটি বাস্তব, কার্যকরী দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করছে, এই বিষয়টি তাই প্রমাণ করে। গবেষণার গুরুত্ব বা অগ্রগতির হার অনুযায়ী পত্রিকা প্রকাশের দ্রুততা নির্ধারণ করা হয়। ১নং তালিকায় উল্লিখিত ৪০টি পত্রিকার মধ্যে ১৯টি হল পাক্ষিক; এর ভেতর ১৬টি পত্রিকাই শিল্প-সংক্রান্ত। সর্বশেষ গবেষণার ফল

তালিকা (১) : ভিনিতি কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ের সংক্ষিপ্তসারপত্র সমূহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিবরণী (৪)

ক্রমিক সংখ্যা	সংক্ষিপ্তসার-পত্রের নাম ও সংশ্লিষ্ট বিষয়	প্রকাশের দ্রুততা	প্রথম প্রকাশের তারিখ	এক বৎসরে প্রকাশিত সংক্ষিপ্তসারের মোট সংখ্যা
(১)	রেফরাতিভ্‌নি জুর্নাল : জ্যোতিবিদ্যা ও জিওডেসি	মাসিক	১৯৫৩—	১১.০০০
(২)	„ : অটোমেশন ও রেডিওইলেকট্রনিক্‌স্‌	„	১৯৫৬—	৪৫,০০০
(৩)	„ : অটোমোবিল ও নাগরিক যানবাহন	„	১৯৬২—	১০,০০০
(৪)	„ : জৈব (বায়োলজিকাল) রসায়ন	পাক্ষিক	—	৩০,০০০
(৫)	„ : জীববিদ্যা	„	১৯৫৪—	১৪৫,০০০
(৬)	„ : শিল্পসংক্রান্ত অর্থনীতি	মাসিক	১৯৬০—	৫,৪০০
(৭)	„ : বৈদ্যুতিক ও শক্তিউৎপাদন সংক্রান্ত ইন্‌জিনিয়ারিং	পাক্ষিক	১৯৫৬—	৫৫,০০০
(৮)	„ : পদার্থবিদ্যা	মাসিক	১৯৫৪—	৩০,০০০
(৯)	„ : ফটোগ্রাফিক যন্ত্রপাতি	পাক্ষিক	১৯৬২—	২,২০০
(১০)	„ : ভূ-পদার্থবিদ্যা (জিওফিজিক্স)	মাসিক	১৯৫৭—	১৫,৫০০
(১১)	„ : ভূগোল	„	১৯৫৬—	২০,০০০
(১২)	„ : ভূবিদ্যা	„	„	২২,০০০
(১৩)	„ : খননবিদ্যা (মাইনিং)	„	১৯৬০—	১৩,০০০
(১৪)	„ : মাপসংক্রান্ত ইন্‌জিনিয়ারিং	পাক্ষিক	১৯৬২—	১২,০০০
(১৫)	„ : রাসায়নিক „	„	„	৭,২০০
(১৬)	„ : রসায়ন	„	১৯৫৩—	৮৫,৯০০
(১৭)	„ : জনসাধারণের ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদনের শিল্প	„	১৯৬২—	১,৫০০
(১৮)	„ : শৈত্য উৎপাদনবিদ্যা (রেফ্রিজারেশন)	„	„	৩,৬০০
(১৯)	„ : আঞ্চলিক ভূগোল	মাসিক	„	৪,২০০
(২০)	„ : বস্ত্র, পাদুকা ও তৎসংশ্লিষ্ট শিল্প	পাক্ষিক	„	৫,৫০০

(২১)	”	:	যন্ত্র সংক্রান্ত (মেকানিকাল) ইন্‌জিনিয়ারিং	”	১৯৫৬—	৩৫,০০০
(২২)	”	:	গণিত	মাসিক	১৯৫৩—	১৬,০০০
(২৩)	”	:	মহামারী সংক্রান্ত চিকিৎসাশাস্ত্র	”	১৯৬২—	২,১০০
(২৪)	”	:	বলবিদ্যা (মেকানিক্‌স্)	”	১৯৫৩—	১৮,০০০
(২৫)	”	:	ধাতুবিদ্যা (মেটালার্জি)	”	১৯৫৬—	২৫,০০০
(২৬)	”	:	মুদ্রণশিল্প	পাক্ষিক	১৯৬২—	৩,৪০০
(২৭)	”	:	খাদ্যশিল্প সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি	”	”	৪,৮০০
(২৮)	”	:	যানবাহন সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি	”	”	৪,৩০০
(২৯)	”	:	সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি	”	”	৪,৩০০
(৩০)	”	:	শিল্প সংক্রান্ত যানবাবন	মাসিক	”	২,৭০০
(৩১)	”	:	রকেটবিদ্যা ও মহাকাশযানের যন্ত্রপাতি	পাক্ষিক	”	২,৪০০
(৩২)	”	:	শক্তিউৎপাদক কারখানাসমূহ	”	”	১৪,৫০০
(৩৩)	”	:	অট্টালিকা ও পথনির্মাণ এবং খননকার্য্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিসমূহ	”	”	৪,৮০০
(৩৪)	”	:	স্থপতিবিদ্যা	দ্বৈমাসিক	—	১৪,৫০০
(৩৫)	”	:	কৃষিকার্য সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি	পাক্ষিক	১৯৬২—	৭,২০০
(৩৬)	”	:	পেট্রোলিয়াম ও গ্যাস উৎপাদন শিল্প	মাসিক	”	১,৮০০
(৩৭)	”	:	জলপথের যানবাহন	”	”	৮,০০০
(৩৮)	”	:	বায়ুপথের যানবাহন	”	”	৩,৬০০
(৩৯)	”	:	রেলপথের যানবাহন	”	”	৭,৫০০
(৪০)	”	:	মালপত্রের প্যাকিং এবং চলাচল	”	”	৬০০
					মোট :	৭০৪,৫০০

(এ ছাড়া ১৯৬৩ সাল থেকে সংবাদ-বিজ্ঞানের ওপরও একটি সংক্ষিপ্তসারপত্রের প্রকাশ শুরু হয়)

যাতে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনা বিলম্বে প্রযুক্ত হ'তে পারে, এ দ্রুততা তারই স্বাক্ষর। অন্যদিকে রসায়ন, জৈব-রসায়ন ও জীববিদ্যায় বর্তমানে সারা পৃথিবীতে এত বিপুল পরিমাণ গবেষণা চলছে যে তার সংবাদ দ্রুত বিতরণ না করতে পারলে ক্রমেই জমে ওঠার বিপদ দেখা দেবে, তাই এই তিনটি বিষয়-সংক্রান্ত পত্রিকার প্রকাশ পাক্ষিক করা হয়েছে। এ ছাড়া, রেফেরাতিভ্‌নি জুর্ণালের সম্পাদনার মান আরও উন্নত করার জন্যে ভিনিতি থেকে মাঝে মাঝে বিজ্ঞানী ও ভিনিতিকর্মীদের যৌথ সম্মেলন আহ্বান করা হয়; এবং এই সব বিজ্ঞানীদের সমালোচনা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংক্ষিপ্তসার প্রণয়নে ভুলত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দূর করার চেষ্টা করা হয়। ১৯৬৩ সালের জুন মাসে সোভিয়েত রসায়নবিদ্‌দের এমনি এক সম্মেলন আহুত হয়েছিল (৩)।

ভিনিতি বনাম পশ্চিমী সংবাদ সংস্থা: কেন্দ্রীয় সংগঠনের উৎকর্ষ

সংবাদ বিতরণের সমস্যার দুটি দিক আছে: একটি পরিমাণগত দিক, অন্যটি গুণগত দিক। পরিমানগত দিক থেকে, একটি সংবাদ সংস্থার উদ্দেশ্য হল পৃথিবীর কত অধিক সংখ্যক গবেষণা প্রবন্ধ সংক্ষিপ্তসারপত্রের আওতায় নিয়ে আসা যায় অর্থাৎ সংবাদ আহরণের জাল কত বিস্তৃত পরিধি জুড়ে ফেলা যায়। অন্যদিকে পরিবেশিত সংবাদ সারাংশ যাতে বিশ্বস্ত ও সংবাদবহুল হয় সে দিকেও তাদের নজর দিতে হয়, এটি সমস্যার গুণগত দিক।

এখন দেখা যাক, এই উভয় দিকের বিচারেই ভিনিতি প্রকাশিত রেফেরাতিভ্‌নি জুর্ণালের অবস্থা, পশ্চিমের সম্ভ্রান্ত সংক্ষিপ্তসার পত্রসমূহের সঙ্গে তুলনায় কিরূপ দাঁড়ায়। পরিমাণগত দিক থেকে, তুলনামূলক অবস্থাটা ২নং তালিকায় প্রদত্ত তথ্য থেকে কিছুটা বোঝা যাবে। এই তথ্যগুলি কোন পূর্বপরিকল্পিত মানদণ্ড অনুযায়ী নির্বাচিত হয় নি, বিজ্ঞানের কয়েকটি মূল শাখাকে মনে রেখে এ বিচারের অগ্রসর হওয়া গেছে।

তালিকা নং ২ রেফেরাতিভ নি জুর্ণাল ও কতিপয় সম্ভ্রান্ত পশ্চিমী সংক্ষিপ্ত সারপত্রের তুলনামূলক বিচার (১৯৬২ সালের তথ্য)

ক্রমিক নং	সংক্ষিপ্তসার-পত্রের নাম	এক বৎসরে প্রকাশিত সংক্ষিপ্তসারের মোট সংখ্যা
(১)	(ক) ফিজিক্স এ্যাবস্‌ট্রাক্টস	১৫,০০০
	(খ) রে, জু, : পদার্থবিদ্যা	৩০,০০০
(২)	(ক) বায়োলজিক্যাল এ্যাবস্‌ট্রাক্টস	১০০,০০০
	(খ) রে, জু, : জীববিদ্যা	১৪৫,০০০

ক্রমিক নং		সংক্ষিপ্তসার-পত্রের নাম	এক বৎসরে প্রকাশিত সংক্ষিপ্তসারের মোট সংখ্যা
(৩)	(ক)	কেমিক্যাল এ্যাবসট্রাক্‌টস : রসায়ন (বিশুদ্ধ, ফলিত, জৈব ইত্যাদি)	১১৮,৩০০ (১৯৬১)
	(খ)	রে, জু, : বিশুদ্ধ রসায়ন : ৮৫,৯০০; " : জৈব " : ৩০,০০০; " : রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারিং : ৭,২০০; " : ধাতুবিদ্যা : ২৫,০০০	১৪৮,১০০ (১৯৬১)
(৪)	(ক)	জিও-সায়েন্স এ্যাবসট্রাকটস	৪,৫০০
	(খ)	রে, জু, : ভূ-বিদ্যা	২২,০০০
(৫)	(ক)	এ, এস, এম, রিভিয়ু অব মেটাল লিটারেচার	১২,০০০
	(খ)	রে, জু, : ধাতুবিদ্যা	২৫,০০০
(৬)	(ক)	ম্যাথমেটিক্যাল রিভিয়্যুজ	১২,০০০
	(খ)	রে, জু, : গণিত	১৬,০০০
(৭)	(ক)	কারেন্ট জিওগ্রাফিক্যাল্ পাবলিকেশন্‌স্	৫,০০০
	(খ)	রে, জু, : ভূগোল	২০,০০০

উপরোক্ত তালিকা থেকে রেফেরাতিভ্‌নি জুর্নালের পরিমাণগত উৎকর্ষ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠছে। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। সোভিয়েত যুনিয়ানে এবং পশ্চিমী দেশগুলিতে (একমাত্র ফ্রান্স ছাড়া) সংবাদ পরিবেশনের কাজ কিভাবে সংগঠিত হয়, তা জানলে এর কারণ বোঝা সহজ হবে। আমেরিকা ও বৃটেন প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন সংবাদ-বিতরণ-সংস্থাগুলি স্ব স্ব স্বাধীন; প্রত্যেকটিকেই নিজস্ব সম্পদ, গ্রাহকদের চাঁদা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার ওপর নির্ভর ক'রে চলতে হয়। সাধারণতঃ (অন্ততঃ অল্প কয়েক বছর পূর্ব পর্যন্ত) তাদের কাজ চালু রাখার ব্যাপারে তাদের দেশের সরকারের কোন ভূমিকা ছিল না। এ অবস্থায় একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান সাময়িক-প্লাবনের সঙ্গে তাল রেখে চলা অত্যন্ত কঠিন, প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিছুদিন আগে কেমিক্যাল এ্যাবসট্রাক্টসকে যখন এই সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়, তখন মার্কিন রসায়নবিদদের পক্ষে এই পত্রিকাটির অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা অনুভব ক'রে মার্কিন সরকার তাদের নিয়মিত বাৎসরিক অর্থ সাহায্য করবার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সব সংবাদ-সংস্থাই কেমিক্যাল এ্যাবসট্রাক্টস-এর মত প্রতিষ্ঠাবান বা ভাগ্যবান নন। তাছাড়া পশ্চিম হ'ল অবাধ বাণিজ্যের ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার দেশ। কাজেই একই বিষয়ে একাধিক সংবাদ-বিতরণ-

সংস্থার অস্তিত্ব প্রচুর রয়েছে। এবং আইনতঃ তা ঠেকাবারও উপায় নেই। এই অকারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সংবাদ বিস্ফোরনের সম্মুখীন হওয়ার মতো আর্থিক ও সাংগঠনিক শক্তি এককভাবে এদের কারুরই নেই।

সমস্যাটির আরও একটি জটিল দিক আছে। আধুনিক গবেষণার ফলে যে কেবল পুরাতন বিষয়গুলিতে নতুন তথ্যের কিংবা নতুন বিষয়ের জন্ম হচ্ছে তাই নয়; একাধিক পুরানো বিষয়ের সংমিশ্রণে নতুন বিষয়েরও উদ্ভব হয়েছে, যেমন জৈব-পদার্থবিদ্যা (বায়ো-ফিজিক্স) কিংবা ভূ-রসায়নবিদ্যা (জিও-কেমিষ্ট্রি), ভূ-পদার্থ বিদ্যা (জিও-ফিজিক্স) প্রভৃতি। বিভিন্ন শাস্ত্রের এই পারস্পরিক অনুপ্রবেশের ফলে, একটি গবেষণাপ্রবন্ধ, আজকাল অনেক ক্ষেত্রেই, একাধিক বিষয়াসক্ত বিজ্ঞানীর পক্ষে জানা প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠছে। পশ্চিমী দেশে এখনও যেভাবে সংবাদ বিতরণের ব্যবস্থা চলছে, তাতে তাদের পক্ষে এই নতুন সমস্যাটির সমাধান করা সম্ভব নয়। যেমন ধরা যাক, জিও-সায়েন্স এ্যাবস্ট্রাক্টস্ কিংবা বায়োলজিকাল এ্যাবস্ট্রাক্টস্ এমন একটি প্রবন্ধ পেলেন, যেটি সম্পর্কে পদার্থবিদরা এবং রসায়নবিদরাও যথেষ্ট আগ্রহশীল। কিন্তু যে সাময়িকপত্রে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে সেটি ফিজিক্স এ্যাবসস্ট্রাক্টস এবং কেমিক্যাল এ্যাবস্ট্রাক্টস কর্তৃক ব্যবহৃত হয় না। ফলে এই প্রবন্ধটি কোনক্রমেই তাদের নজরে আসার সম্ভাবনা নেই। আজকের দিনে এ রকম প্রবন্ধ অগণিত বেরুচ্ছে। ফলে পশ্চিমের বিকেন্দ্রীকৃত সংবাদ-সংস্থার এই ধরণের অসম্পূর্ণতাও দিন দিন বাড়ছে।

কিন্তু ভিনিতিতে এ-রকম ব্যাপার ঘটতেই পারে না। ভিনিতি একটি পুরোপুরি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। এখানে সংবাদ আহরণ ও বিতরণে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশ নেই। পৃথিবীর সমস্ত অংশ থেকে যত অধিক সংখ্যক গবেষণা সাময়িকপত্র এখানকার কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে সংগৃহীত হ'তে পারে বা হ'য়ে থাকে, পশ্চিমের কোন একটি সংবাদ সংস্থার পক্ষে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ এখানে কোন গবেষণা প্রবন্ধের একাধিক বিষয়ীভূত দিক থাকলে সেটির সংক্ষিপ্তসারের একাধিক কপি ক'রে রেফেরাতিভ্‌নি জুর্ণালের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশে তা ঢুকিয়ে দিতে কোন বাধা নেই। ফলে একই সংখ্যক সাময়িকপত্র থেকে ভিনিতি কার্যত অনেক বেশি সংবাদ নিষ্কাশিত করতে সক্ষম।

গুনগত বিচারেও, রেফেরাতিভ্‌নি জুর্ণালের সংক্ষিপ্তসারের মান, পশ্চিমের সম্ভ্রান্ত সংক্ষিপ্তসার-পত্রের তুলনায়, নীচু এমন কথা আজ অবধি শোনা যায় নি। পক্ষান্তরে পশ্চিমের বিজ্ঞানী ও ডকুমেণ্টালিষ্টরা ভিনিতির সংক্ষিপ্তসার সম্পর্কে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করেন, এর বহু নজীর মেলে (৩)। কয়েক বছর আগে এ সম্পর্কে আমার একটি সমীক্ষা করার সুযোগ ঘটেছিল। আমার উপজীব্য বিষয় ছিল: তাত্ত্বিক রসায়নশাস্ত্রে (ফিজিকাল কেমিষ্ট্রি) রেফেরাতিভ্‌নি জুর্ণালের ও কেমিক্যাল এ্যাব্‌স্ট্রাক্টসের উৎকর্ষের

তুলনামূলক বিচার। বহু সংখ্যক নমুনা পরীক্ষা ক'রে এই সমীক্ষায় দেখা গেল যে, ভিনিতির সংক্ষিপ্তসার কেমিক্যাল এ্যাবস্ট্রাক্টস-এর সংক্ষিপ্তসারের চাইতে অনেক বেশি সংবাদ-বহুল। প্রথমটিতে শব্দসংখ্যা, প্রতিটি সংক্ষিপ্তসারে, গড়পড়তা ১৪৭; আর কেমিক্যাল এ্যাবস্ট্রাক্টসের প্রতিটি সংক্ষিপ্তসারে গড়পড়তা শব্দ সংখ্যা দেখা যায় ১১৪টি (৬)।

ডবল্যু গরকোভার মতে (৭), কেন্দ্রীয় নীতিতে পরিচালনার ফলে ভিনিতির সংক্ষিপ্তসার প্রণয়নের খরচাও আনুপাতিক হারে কম পড়ে। গরকোভার সমীক্ষা অনুযায়ী, একটি সংক্ষিপ্তসার প্রণয়নের জন্য ভিনিতির ও অন্য কয়েকটি পশ্চিমী সংবাদ-সংস্থার ১৯৬১ সালে খরচা পড়েছিল নিম্নরূপ :

রেফেরাতিভ্‌নি জুর্ণাল	৮·৬২ রুব্‌ল্‌
কেমিক্যাল এ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট্‌স্‌	২১·৩০ „
বায়োলজিকাল „	৯·০০ „

দ্রুত সংবাদ-বিতরণ সার্ভিস :

আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি যে, সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন একটি সময়-সাপেক্ষ কাজ। যদিও দেশীয় প্রবন্ধ ২/১ মাসের মধ্যেই সংক্ষিপ্তসার পত্রে স্থান পেতে পারে, বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত সংক্ষিপ্তসার প্রকাশে মূল প্রবন্ধ প্রকাশের পর প্রায় ৬ মাস থেকে ১ বছর দেরী হ'য়ে থাকে। গবেষণার পক্ষে এই বিলম্ব অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই বিদেশী গবেষণার ফল সোভিয়েত বিজ্ঞানী ও ইনজিনিয়ারদের কাছে আরও দ্রুততার সঙ্গে পৌছে দেওয়ার জন্যে ভিনিতি—রেফেরাতিভ্‌নি জুর্ণালের পাশাপাশি—আর একটি সার্ভিসের প্রবর্তন করেছেন কয়েক বছর আগে। এর নাম হল দ্রুত সংবাদ বিতরণ সার্ভিস (এক্সপ্রেস ইন্‌ফরমেশন সার্ভিস) পশ্চিমের দেশগুলিতে এরকম কোন সার্ভিস এখনও চালু হয় নি।

ভিনিতির এই বিভাগে, কোন বিদেশী গবেষণা প্রবন্ধ বা পেটেণ্টের বিবরণ পাওয়া মাত্রই, তার অনুবাদ ও পূর্ণ সংবাদবহুল সারাংশ রচিত হয় এবং প্রয়োজনীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বা গবেষণাগারে তা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মূল প্রবন্ধ প্রকাশের ৪ থেকে ৮ সপ্তাহের ভেতরেই এই অনুবাদ-সারাংশ রচনা ও তার প্রকাশ সম্পন্ন হ'য়ে থাকে, ফলে এই সার্ভিসে সংবাদ পরিবেশনের দ্রুততা, রেফেরাতিভ্‌নি জুর্ণালের তুলনায়, ৩।৪ গুণ বেশি। বছরে ৪৮ বার এ' প্রকাশিত হয় এবং ১৯৬৪ সালে বিভিন্ন বিষয়ে ৬৭টি বিভিন্ন সিরিজে এই সার্ভিস চালু ছিল; প্রতি বছরই নতুন নতুন ক্ষেত্রে এই সার্ভিসের সম্প্রসারণ ঘটছে, যেমন ১৯৬৩ সালে ৬১টি সিরিজ প্রকাশিত হত (৮) (৩), যা পরের বছরই বেড়ে ৬৭টিতে দাঁড়ায়।

সংবাদ সঞ্চয় ও পুনরুদ্ধারের কাজে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র প্রবর্তনের পরীক্ষা ঃ

যে রকম সুবিস্তীর্ণ পরিধি জুড়ে ভিনিতিকে সংবাদ পরিবেশনের কাজ করতে হয় তাতে কেবলমাত্র মনুষ্য শ্রমের উপর নির্ভর ক'রে, তা সামলানো ক্রমশঃই কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠেছে। লক্ষ লক্ষ প্রবন্ধের বর্গীকরণ এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় হাজার হাজার বিষয়-সূচীর হেডিং (heading) নির্বাচন এবং এই সব হেডিং-এর অধীনে বছরের পর বছর ধরে সঞ্চিত সংবাদসমূহ, প্রয়োজন হলেই অবিলম্বে পুনরুদ্ধার করে, বিজ্ঞানীদের সামনে মেলে ধরা—আধুনিক সংবাদ বিজ্ঞানীদের কাছে অতীব দুরূহ ও জটিল সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে কম্পিউটার (Computer) বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র সমূহ আংশিক সাহায্য করতে পারে এবং ইতিমধ্যেই আমেরিকায় অনেক বৃহদায়তন সংবাদ সংস্থা—তাদের সংক্ষিপ্তসারপত্রের লেখক-সূচী প্রণয়নে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু ক'রে দিয়েছেন (যেমন, বায়োলজিকাল এ্যাবস্ট্রাক্টস্, কেমিক্যাল টাইটল্স্ ইত্যাদি)। রেফেরাতিভ্নি জুর্ণালের কাজেও যন্ত্রের সাহায্য অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে এবং ভিনিতিতে বর্তমানে এ নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে (৮) ; তবে এই ক্ষেত্রটিতে সোভিয়েত য়ুনিয়ান এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় পিছিয়ে আছে বলে মনে হয়।

ভিনিতির অনুবাদ কর্মসূচী ঃ

১৯৬২ সালে যে ৭ লক্ষাধিক গবেষণা প্রবন্ধের সারাংশ ভিনিতি প্রকাশ করে, তার একটি বৃহদংশ বিদেশীর ভাষায় প্রকাশিত এবং এই সব ভাষার সংখ্যা অন্যূনপক্ষে ৬৪। এত অধিক সংখ্যক ভাষায় ও বিষয়ে এই লক্ষ লক্ষ প্রবন্ধের রুশ ভাষায় ব্যবহারের জন্য ভিনিতিকে, কত সহস্র অনুবাদক বা ভাষা-বিশারদ বিজ্ঞানীর সাহায্যে এই কাজের উপযুক্ত একটি সংগঠন গ'ড়ে তুলতে হয়েছে, তা অনুমান করা সহজ নয়। এর ফলে ভাষা-তত্ত্ব ও অনুবাদ কার্যের সমস্যা সম্পর্কে সমষ্টিগতভাবে ভিনিতির যে অমূল্য অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে, সারা পৃথিবীর অনুবাদক-সম্প্রদায় ও ভাষাবিদ্দের পক্ষে তা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান হ'তে বাধ্য। ১৯৫৫ সালে জেনেভায় আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কিত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন উপলক্ষে ভিনিতি পরমাণবিক বিজ্ঞান ও ইনজিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে একটি রুশ থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে রুশ ভাষার অভিধান প্রকাশ করেন (৫)। কিন্তু এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব সম্পর্কে ভিনিতি আরও একটু সক্রিয় ভূমিকা নিলে ভাল হয়।

ভিনিতির অন্যান্য কর্মসূচী

ভিনিতি থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে গ্রন্থপঞ্জী (bibliography) এবং বিজ্ঞানের বিশেষ কোন শাখায় গত করেক বছরে কি অগ্রগতি হয়েছে এ সম্পর্কের "গবেষণার ফল"

(Itogi Nauki) নামে মনোগ্রাফ বা গবেষণা গ্রন্থও মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ১৯৫৭ সালে লৌহ-আকর সম্পর্কে একটি ১৯২০ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ গ্রন্থপঞ্জী এবং ঐ বছরেই সর্বপ্রথম দুটি মনোগ্রাফ প্রকাশিত হয়।

এ ছাড়া, রেফেরাতিভ্‌নি জুর্ণালে প্রকাশিত যে কোন প্রবন্ধের ফোটোস্টাট কিংবা মাইক্রোফিল্‌ম্ কপি অনুরোধক্রমে সরবরাহ করা হয়। ১৯৫৮ সালে এই ধরণের ফটোকপি প্রায় ৩১৮,০০০ সংখ্যক সরবরাহ করা হয়েছিল। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি যে, অনেক সময় বিদেশী বিজ্ঞানীদেরও ভিনিতি বিনামূল্যে ফটোকপি পাঠিয়ে থাকেন (৫)।

সংবাদ-বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ গবেষণার ব্যবস্থা

সংবাদ-বিজ্ঞান একটি নবজাত শিশু। ঘটনার চাপে এবং কাজের ভেতর দিয়ে এর জন্ম; তাই এখনও একে বিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া চলে কিনা এ নিয়ে কোন কোন মহলে সন্দেহ আছে।

পৃথিবীর বহু বিজ্ঞানীই একথা মনে করেন যে, বর্তমানে যে সংবাদ বিস্ফোরণের ভেতর দিয়ে আমরা চলেছি যদি তার সুষ্ঠু সমাধান করতে হয় তাহ'লে সংবাদ সমস্যার মৌলিক দিক গুলো নিয়ে—যেমন, সংবাদের জন্ম, আহরণ, বিন্যাস ও বিতরণ সম্পর্কে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুশীলন ও গবেষণার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমাদের মস্তিষ্কে বহু চিন্তা জমান থাকে, যাদের প্রয়োজন মত স্মরণ শক্তির সাহায্যে বাইরে টেনে এনে আমরা কাজে লাগিয়ে থাকি, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া যেমন এই জটিল স্নায়ু-প্রক্রিয়ার প্রকৃতি বোঝা সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি কম্পিউটারের অভ্যন্তরে লক্ষ লক্ষ সংবাদ জমিয়ে রেখে পরে প্রয়োজন মত আবার তার পুনরুদ্ধার করতে হ'লে সংবাদ-বিজ্ঞানের মূলসূত্র গুলি অনুধাবন করা দরকার। এজন্যে সংবাদ-বিজ্ঞানের ছাত্রের অনেক ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার, যেমন গ্রন্থবিদ্যা, গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান, ফাইবারমেটিকস (যে শাস্ত্রে প্রাণী জগতের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ সূক্ষ্ম যন্ত্রের মাধ্যমে অনুকরণ করার চেষ্টা করা হয়) ইলেকট্রনিক্‌স, ইঞ্জিনিয়ারিং, গাণিতিক যুক্তিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব। সংবাদ বিজ্ঞান তাই বলে উপরোক্ত শাস্ত্রগুলির একটা জগা-খিচুড়ি মাত্র নয়; সংবাদ বিজ্ঞানের নিজস্ব উদ্দেশ্য ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে; সংবাদ আহরণ, পুনরুদ্ধার ও বিতরণের কাজকে উৎকর্ষের উচ্চতম শিখরে উন্নীত করাই তার কাজ। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের কোন কোন শাখার জ্ঞানকে প্রয়োজনমত কাজে লাগান হয়, এই যা।

একটি আধুনিক সংবাদ সংস্থা পরিচালনার জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীর প্রয়োজন, এইখানেই প্রশিক্ষণের কথা এসে পড়ে। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ-বিজ্ঞানের অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে হলে গবেষণা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ভিনিতির কর্তৃপক্ষ তাই সংবাদ-বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা উভয়েরই বন্দোবস্ত করেছেন।

১৯৬৩ সালে ৩০টি ছাত্র নিয়ে, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় এবং ভিনিতির পরিচালনাধীনে একটি কোস প্রবর্তিত হয়; পূর্ণ সময়ের ছাত্রদের জন্য এই কোসের মেয়াদ ৩ বছর এবং আংশিক সময়ের ছাত্রদের জন্যে ৪ বছর। সাফল্যের সঙ্গে কোর্স সম্পন্ন হ'লে ছাত্রদের Kandidat ডিগ্রী দেওয়া হবে, লিখিত পরীক্ষা ছাড়াও ছাত্রদের নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটির ওপর 'থিসিস' দাখিল করতে হবে এবং বিচারক মণ্ডলীর সামনে যুক্তিসহ এই 'থিসিস'-এর মূল বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে:

(১) সংবাদ-বিজ্ঞানের সামগ্রিক পর্যালোচনা;

(২) সংবাদ-বহনের বাহ্যিক আধার ও তার বিশ্লেষণ;

(৩) সংবাদ-সঞ্চয় ও পুনরুদ্ধারের পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি।

কালক্রমে পি, এইচ, ডি, স্তর পর্যন্ত গবেষণা পরিচালনার ব্যবস্থা হচ্ছে (৩) (৮)। এই গবেষণায় সংবাদ-বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহার গত উভয় দিকের প্রতিই গুরুত্ব দেওয়া হবে।

ভিনিতির আন্তর্জাতিক সংযোগ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে, বহির্বিশ্ব সম্পর্কে সোভিয়েত য়ুনিয়ানে যে ঔদাসীন্য ও আত্মকেন্দ্রিকতার ভাব প্রবল ছিল, বর্তমানে তা ক্রমশঃ কেটে যাচ্ছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান ও সংবাদ সংস্থার সঙ্গে সক্রিয় সংযোগ স্থাপনে ভিনিতি তার আগ্রহের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছে। ইউনেস্কো, এফ, আই, ডি এবং আই, সি, এস, ইউ, এ্যাবস্ট্রাকটিং বোর্ডের কার্যক্রমে ভিনিতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

প্রধানতঃ ভিনিতিরই উদ্যোগে ১৯৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে State Committee for the Coordination of Scientific Research-এর অধীনস্থ সমস্ত গ্রন্থাগার ও সংবাদ সংস্থার পক্ষে সার্বিক দশমিক বর্গীকরণ (ইউ, ডি. সি.) পদ্ধতির ব্যবহার বাধ্যতা মূলক করা হয়েছে (৩) (৯)। বর্গীকরণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড প্রয়োগের বাস্তব নিদর্শন হিসেবে ভিনিতির এই উদ্যোগ বিশেষ প্রশংসনীয়।

পশ্চিমী চিন্তাধারার ওপর ভিনিতির প্রভাব

নীতিগতভাবে, আমেরিকা ব্যক্তিগত উদ্যম (private enterprise)-এর দেশ হ'লেও এবং যে কোন ধরণের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেই তার স্বভাবসুলভ সন্দেহ-প্রবণতা থাকলেও ঘটনার চাপে প'ড়ে আমেরিকা যুদ্ধোত্তর যুগে সব সময়েই তার নীতির প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রাখতে পারেনি। মার্কিণ অর্থনীতিতে বর্তমান রাষ্ট্রের সর্বব্যাপী ভূমিকা এর একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। সংবাদ বিতরণের ক্ষেত্রেও তেমনি মার্কিন চিন্তাধারার ওপর ভিনিতির পরোক্ষ প্রভাব ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। আমেরিকার প্রচলিত সংবাদ সংস্থার সঙ্গে

তুলনায় ভিনিতির কেন্দ্রীয় সংগঠন ব্যবস্থার উৎকর্ষ স্বীকার ক'রে, প্রয়োজনীয় শিক্ষাগ্রহণে যিনি প্রথম অগ্রণী হয়েছিলেন তিনি আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারিক ও সংবাদ-বিজ্ঞানী, ওয়েষ্ট রিজার্ভ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ জেস. এইচ. শেরা। আমেরিকায় একটি জাতীয়-সংবাদ-সংস্থা স্থাপনের জন্য তিনি সুপারিশ করেন এবং এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য তিনি ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি সম্মেলন আহ্বান করেন (১০)। যদিও শেরার এই প্রস্তাব আজ অবধি আমেরিকায় পুরোপুরি গৃহীত হয়নি, তাহ'লেও এর আংশিক স্বীকৃতি আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে দেখতে পাচ্ছি। যেমন সম্প্রতি সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী তথ্যের (data) প্রণয়ন ও প্রকাশের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব মার্কিন সরকার ন্যস্ত করেছেন সেখানকার সর্ব্বোচ্চ মানক সংস্থার ন্যাশনাল ব্যুরো অভ্ স্ট্যাণ্ডার্ড্সের হাতে।

১৯৬৩ সালে বৃটেনের বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগবেষণা দপ্তর (ডি. এস. আই. আর) এ্যাস্‌লিবের সঙ্গে একযোগে সোভিয়েত য়্যুনিয়ানের সংবাদ পরিবেশন ব্যবস্থা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে একটি যৌথ সফরের আয়োজন করেন। সফরান্তে এই প্রতিনিধি দল ভিনিতির ও সোভিয়েত সংবাদ গঠনের ভূয়সী প্রশংসা করেন ; দলের নেতা ডঃ ফ্রান্সিস এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভিনিতি সংবাদ-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে কোর্স প্রবর্তন করেছেন বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচিত তা অনুধাবন করা এবং ভিনিতি প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা (৩)।

ভিনিতি ও ভারতবর্ষ

উন্নত, অনুন্নত সব দেশেই একটি কেন্দ্রীয় সংবাদ সংস্থার প্রয়োজন রয়েছে, দেশের বিভিন্ন গবেষণাগারে কি কাজ চলছে এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও সংবাদ সংস্থাসমূহে কি সব সংবাদ সঞ্চিত রয়েছে ; প্রয়োজনমত তার ব্যবস্থা করার জন্যে এই বিপুল সম্পদের একটি সামগ্রিক হিসাব একটি জাতীয় কেন্দ্রে অবশ্যই রক্ষিত থাকা উচিত। তবুও ভারতের মতো অনুন্নত দেশের পক্ষে এই ধরণের একটি কেন্দ্রীয় সংবাদ সংস্থার প্রয়োজনীয়তা আরও অনেক বেশি। উন্নত দেশগুলিতে বহু শতাব্দী ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনের একটা ঐতিহ্য গ'ড়ে উঠেছে, সেখানে অগণিত গবেষণাগার গ্রন্থাগার ও সংবাদ-সংস্থার অস্তিত্ব থাকায়, বিজ্ঞানীরা তাঁদের প্রয়োজনীয় সংবাদ, খুঁজতে খুঁজতে কোন না একটি সংস্থার কাছ থেকে পেয়ে যেতে পারেন ; ফলে কেন্দ্রীয় সংবাদ সংস্থার অভাব তাঁদের আমাদের মতো তীব্রভাবে অনুভব করার কথা নয়। কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের হাজারো শাখা-প্রশাখায় প্রয়োজনীয় গবেষণাগার কিংবা সংবাদ সংস্থা এখনও এদেশে গড়ে ওঠে নি। এবং কবে সেগুলো ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠবে, তার জন্য যদি আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের অপেক্ষা ক'রে বসে থাকতে হয়, তা হলে আমাদের এগোতে হবে শম্বুকের গতিতে এবং আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ক্রমেই আরও পিছিয়ে পড়ব।

এই প্রয়োজনের কথা চিন্তা ক'রেই ডঃ এস, আর, রঙ্গনাথন্ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে একটি জাতীয় বিজ্ঞান-সংবাদ-সংস্থা স্থাপনের সুপারিশ করেছিলেন এবং সরকার কর্তৃক সে সুপারিশ গৃহীতও হয়েছিল। কিন্তু কার্যতঃ তৃতীয় পরিকল্পনা-কালে সে প্রস্তাবকে কার্যকরী করার কোন চেষ্টা হয় নি। কেন হয় নি তার পূর্ণরহস্য আমাদের জানা নেই; অর্থের অভাব যে কারণগুলির অন্যতম নয় এটা আমরা জানি। কারণ যাই হোক, ভারতের শিল্প ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিক থেকে এই ব্যর্থতা বিশেষ শোকাবহ। একথা সত্যি যে, প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সংবাদ-সংস্থার কিছু কিছু দায়িত্ব বর্তমানে ইন্‌স্‌ডক (Insdoc) পালন করছে; কিন্তু ইন্‌স্‌ডকের বর্তমান কর্মসূচী বিশেষ সীমাবদ্ধ এবং কর্মপরিধিও সংকুচিত। ইন্‌স্‌ডকের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সংবাদ সংস্থার কাজ করানো যেতে পারে ব'লে আমরা মনে করি; কিন্তু সেক্ষেত্রে ইন্‌স্‌ডকের সংগঠনকে যথেষ্ট সম্প্রসারিত ও আরও অনেক বেশি শক্তিশালী ক'রে তুলতে হবে।

এই বিলম্বিত কর্মসূচী অন্ততঃ চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কার্যকরী হবে, এমন চিন্তা করা কি অতিরিক্ত আশাবাদ হবে?

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

এই প্রবন্ধের জন্যে প্রয়োজনীয় পত্র-পত্রিকার কিছু কিছু দিয়ে সাহায্য করার জন্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্য কুমার ওহ্‌দেদারকে ও গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

গ্রন্থপঞ্জী:

(১) Science, Government, and Information: A Report of the President's Science Advisory Committee. Washington, U. S. Govt. Ptg. Office, 1963.

(২) Unesco Bulletin for Libraries, Jan.—Feb., 1965, P. 3.

(৩) Francis, W. L: Handling of Scientific and Technical Information in the USSR: A Report on the D. S. I. R./Aslib Visit. Aslib Proc. 15(2), Dec. 1963, Pp. 364-69.

(৪) A Guide to the World's Abstracting & Indexing Services in Science and Technology. Washington, 1963.

(৫) Mikhailov, A. I: Aims and Purposes of Scientific Information. Unesco Bulletin for Libraries, Nov.—Dec. 1959, Pp. 262-65.

(৬) Bhattacharyya, K : Paper presented at the First Annual Seminar of the Documentation Research & Training Centre, Bangalore, Dec. 1963.

(৭) Go'rkowa, W ; Advantages of a Centralized Information System (in German) : Dokumentation, 11(4), Sept. 1964, Pp. 97-101.

(৮) Mikhailov, A. I : The Organisation of Science Information Activity in the Soviet Union. Revue International de Documentation, 31(4), Nov. 1964, Pp. 143-148.

(৯) Leska, Maria : Selected Problems of Methodology of Information in the USSR (in polish) Aktualne problemy informacji i dokumentacji, 7(6), Nov.– Dec. 1962, Pp. 34—41.

(১০) Shera, J. H. & Others, eds : Information Resources—A challenge to American Science and Industry. New york, Interscience, 1958.

VINITI : A Unique Experiment
By - Keshav Bhattacharyya.

ভারতে বৃটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগার

রমলা মজুমদার

পৃথিবীর আশিটি দেশে, বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে ইংরাজী বইপত্রের চাহিদা খুব বেশী। এই সব দেশে সেই চাহিদা মেটানো, প্রধানতঃ ছাত্র এবং অন্যান্য যাদের নিজ নিজ বিষয়ে বুৎপত্তি লাভের জন্য ইংরাজী বই ও পত্রিকা পড়ার প্রয়োজন খুব বেশী, তাদের সেই সুযোগ দান করা বৃটীশ কাউন্সিলের প্রধান কাজ। ভারতবর্ষে মোটামুটি এই কর্মসূচী নিয়েই বৃটীশ কাউন্সিল গ্রন্থাগারগুলি প্রবর্তিত হয়েছে।

প্রথমতঃ বৃটীশ কাউন্সিল দিল্লী, কোলকাতা, বম্বে এবং মাদ্রাজে চারটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার স্থাপন করে। ক্রমে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য এই আঞ্চলিক গ্রন্থাগার-গুলির শাখা স্থাপন শুরু হয় এবং এর সূত্রপাত হয় পূর্বাঞ্চলে পাটনা ও রাঁচী সহরে। বৃটীশ কাউন্সিলের অন্যান্য শাখা গ্রন্থাগারগুলি হচ্ছে উত্তরাঞ্চলে লক্ষ্ণৌ, পশ্চিমাঞ্চলে পুণা ও ভূপাল এবং দক্ষিণাঞ্চলে বাঙ্গালোর ও ত্রিবান্দ্রম। এদের মধ্যে বম্বে, মাদ্রাজ ও ভূপালের গ্রন্থাগারভবনগুলি আধুনিক ও প্রশস্ত। আর কতকগুলি যেমন কোলকাতার গ্রন্থাগার—গ্রন্থাগার জগতের চিরকালের সমস্যা, ক্রমবর্ধমান গ্রন্থসংগ্রহ এবং স্থানাভাব—এই সমস্যা নিয়েই জর্জরিত। অবশ্য নতুন বৃটীশ কাউন্সিল গ্রন্থাগারগুলি আপাতভাবে সুপরিকল্পিত ভবনেই খোলা হচ্ছে। ত্রিবান্দ্রম YMCA-এর পুরাতন ভবনটি সংস্কার করে একটি মনোরম গ্রন্থাগার ভবনে পরিণত করা হয়েছে।

সারা পৃথিবীর প্রায় দেড়শো বৃটীশ কাউন্সিল গ্রন্থাগার থেকে বছরে যে চল্লিশ লক্ষ বই দেওয়া (issue) হয়, তার একতৃতীয়াংশ হয় ভারতবর্ষেই। তবুও বৃটীশ কাউন্সিল এদেশে ইংরাজী বই-এর চাহিদার খুব অল্প অংশই মেটাতে পেরেছে। অবশ্য এই ব্যাপারে গ্রন্থাগার থেকে সরাসরিভাবে বই সরবরাহ ছাড়াও Book Boxes, ডাকযোগে বই আদান প্রদান, আন্তগ্রন্থাগার ঋণ মাধ্যমে বই সরবরাহ, এবং শাখা গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থ সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এই চাহিদা বেশী মাত্রায় মেটানোর জন্য বৃটীশ কাউন্সিল গ্রন্থাগার সর্বদাই চেষ্টা করে আসছে।

ভারতবর্ষে বৃটীশ কাউন্সিল গ্রন্থাগারগুলির মোট সভ্যসংখ্যা ৪৭০০০-এরও বেশী। কোলকাতা এবং বম্বের গ্রন্থাগার দু'টিতে সভ্যসংখ্যা এত বেড়ে চলেছে যে, গ্রন্থাগারের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাবার জন্য সভ্যসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করতে হয়েছে। সভ্যসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রধান কারণ হল—দিনের কতকগুলি নির্দিষ্ট সময়ে বই আদান-প্রদানের চাপ এত বৃদ্ধি পায় যে, সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগারের কাজ চালান অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোলকাতাতে দেখা গেছে যে সভ্যসংখ্যা ৯৫০০-এ সীমাবদ্ধ রাখলে তবেই গ্রন্থাগারে ঠিকমত কাজ চালানো সম্ভব হয়। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, ডাকযোগে যে সব সভ্য বই পড়েন (mail borrowers)

তাদের সংখ্যাও ৪০০-এর মধ্যে রাখা হয়েছে। বম্বেতে একটি অভিনব প্রথা পরীক্ষামূলক-ভাবে চালু করে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে দিনের সব সময়ই গ্রন্থাগারটি সমানভাবে ব্যবহৃত হয়। গ্রন্থাগারের কার্যকালে যে সব সময় ভীড় কম থাকে সেই সব সময়ে গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করতে পারে এমন একটি পড়ুয়া গোষ্ঠীকে আবিষ্কার করা হয়েছে। গ্রন্থাগারটির সভ্য হবার উদ্দেশ্যে যাঁরা নাম লিখিয়ে অপেক্ষা করছেন, তাঁদের তালিকা থেকে বাছাই করে কিছু লোককে এক বিশেষ ধরণের কার্ড দিয়ে গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই বিশেষ ধরণের কার্ডে দিনের বিশেষ সময়েই কেবল বই দেওয়া নেওয়া হয়। দুপুরে খাবার সময় বা অফিস ছুটীর পরই কেবল গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে সক্ষম এই সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি এবং ছাত্রদের এই অভিনব সভ্যপদটি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে।

ক্রমবর্ধমান গ্রন্থসংগ্রহ ছাড়া (একমাত্র পূর্বাঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলিতেই বছরে ১৫০০০ নতুন বই যোগান দেওয়া হয়) বৃটীশ কাউন্সিলে বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর বৃটীশ পত্রিকাও রাখা হয়। পত্রিকার পুরাতন সংখ্যাগুলি সভ্যদের issue করা হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনে পত্রিকার পুরাতন সংখ্যাগুলির চাহিদা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে। পত্রিকার ক্ষেত্রে উপরোক্ত কার্যকলাপ ছাড়াও বৃটীশ কাউন্সিল নিজস্ব তহবিল থেকে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নামে অগ্রিম চাঁদা প্রদান করে সেই প্রতিষ্ঠানগুলিকে বৃটীশ পত্রিকা একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য উপহার দিয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য হ'ল সেই সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজ নিজ ক্ষেত্রের বৃটীশ পত্রিকাগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

বৃটীশ কাউন্সিল গ্রন্থাগারের কার্যক্রমের আর একটি আকর্ষণীয় দিক হল পুস্তক প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য হল বৃটীশ বইগুলির সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণের পরিচয় ঘটানো। সাধারণতঃ দেখা যায় প্রদর্শিত বইগুলিতে জনসাধারণের প্রচুর আগ্রহ—এবং সেটা হওয়াই স্বাভাবিক, যখন ভারতবর্ষ শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে। আবার কোন বিশেষ বিষয়ের বইগুলি সেই ক্ষেত্রের লোকদের আরও বেশী আকৃষ্ট করছে, যেমন, National Book Trust of India-এর উদ্যোগে ১৯৬৪ সালে আয়োজিত মুদ্রণ-শিল্প (Printing Exhibition) প্রদর্শনী। ভারতবর্ষে মুদ্রাকরগণ মুদ্রণশিল্পের সর্বাধুনিক অগ্রগতির বিষয় জানবার জন্য খুবই উৎসুক। এই জন্যই বেশ কয়েকটি মুদ্রণশিল্পী সংঘ তাঁদের সভ্যগণকে এবং শিক্ষানবিশ মুদ্রাকরগণকে প্রদর্শনীটী দেখাতে চেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে Living and Learning এবং Agriculture Exhibition of Books নামে আরও দুটী পুস্তক প্রদর্শনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের মধ্যে প্রথম প্রদর্শনীটী হচ্ছে ১৯৬৪ সালের ভারতীয় Education Commission-এর সমসাময়িক, এবং দ্বিতীয়টি করা হয়েছে বর্তমান ভারতের কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনার সমকালে।

বৃটীশ বইগুলির সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণের পরিচয় ঘটানোর জন্য বৃটীশ কাউন্সিল মাসিক British Book News-ও বিতরণ করে থাকে। এই পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যায়

স্বল্প আলোচনা সমন্বিত ২৫০টি বই-এর তালিকা থাকে। এই পর্যায়ে British Medical Book List বৃটীশ কাউন্সিল মাধ্যমে উপযুক্ত সংস্থা এবং ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বৃটীশ পুস্তক, বিদ্বজ্জন সংস্থা এবং সরকারী প্রচারবিভাগ কর্তৃক প্রচুর পরিমাণে পুস্তক প্রকাশিত হলেও, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অভাব পূরণের জন্য বৃটীশ কাউন্সিল অল্প-সংখ্যক পুস্তক প্রকাশ করে থাকে। সাম্প্রতিককালে বৃটীশ কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত Writers and their Work নামে বৃটিশ সাহিত্যিকদের বিষয়ে মূল্যবান ও তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তিকামালাটি বিশেষ আকর্ষণীয়। বিদেশী শিক্ষা সংস্থাগুলি এবং যুক্তরাজ্যে গমনেচ্ছু বিদেশী ছাত্রদের জন্য বৃটীশ কাউন্সিল, Association of Universities of the British Commonwealth-এর সঙ্গে সংযুক্তভাবে Higher Education in the United Kingdom নামে পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছে এবং বৃটিশ কাউন্সিল থেকেই এটি বিক্রী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও নতুন গ্রন্থ-সংগ্রহের মধ্যে বাছাই করা বইগুলির ৬০০০ তালিকা এই অঞ্চলে বিতরণ করা হয়। এই উদ্যোগটিও সকলের কাছে বিশেষ-ভাবে সমাদৃত হয়েছে।

সভ্যদের গরিষ্ঠতম অংশ ছাত্রদের জন্য পাঠ্য পুস্তকের সংস্থান করা বৃটীশ কাউন্সিলের কাছে একটী সমস্যাস্বরূপ। পাটনাতে একটী পাঠ্য-পুস্তক বিভাগ খুলে, সেখান থেকে প্রতি ছাত্রকে এক মাসের জন্য একটী করে পাঠ্যপুস্তক দিয়ে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। সব বৃটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থসংগ্রহের শতকরা ১৫ ভাগ হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক, এবং পুস্তক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেও পাঠ্যপুস্তকের হার শতকরা ১৫ ভাগের কিছু বেশি। পাঠ্যপুস্তক সরবরাহে এই অসন্তোষজনক অবস্থা আয়ত্বে আনার জন্য বৃটীশ কাউন্সিল ১৯৬০ সালে Textbook Loan Scheme প্রবর্তন করে। দীর্ঘ মেয়াদের ভিত্তিতে ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করার ব্যাপারে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য করাই এই পরিকল্পনাটীর উদ্দেশ্য। এই পরিকল্পনাটীর কেন্দ্রীয় দপ্তর দিল্লীতে কিন্তু পরিকল্পনাটি কার্যকরী করে আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলি। বর্তমানে ১৫০টি শিক্ষা সংস্থাকে এই পরিকল্পনার সভ্য হিসাবে গ্রহণ করে তাদের বিজ্ঞান, প্রয়োগ-বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ইংরেজীভাষা শিক্ষা, সাহিত্য, গ্রন্থাগারবিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয়ের বই সরবরাহ করা হয়।

পুস্তক সরবরাহের মাধ্যমে স্থানীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংগে সহযোগিতা ছাড়াও বৃটীশ কাউন্সিল গ্রন্থাগার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের ছাত্রদের নিজ গ্রন্থাগারের আধুনিক পরিচালনা-পদ্ধতি প্রদর্শন করে উৎসাহিত করে থাকে। প্রয়োজন অনুযায়ী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিকে, বিশেষ করে যে সব গ্রন্থাগার নতুন স্থাপিত হচ্ছে, তাদের পরামর্শ দিয়েও সাহায্য করে। দীঘাতে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সম্মেলনের মত সম্মে-লনের আয়োজন করাও বৃটীশ কাউন্সিল-এর একটি প্রধান কাজ। বৃটীশ কাউন্সিল আয়োজিত গত দুবছরে অনুষ্ঠিত দুটি সম্মেলনেই কলেজ গ্রন্থাগারিকগণ বিস্তৃতভাবে

আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের সমস্যাগুলি সমাধান করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সম্মেলন ছুটীর সুফল থেকেই বোঝা যায়, এইরূপ গ্রন্থাগার সম্মেলনের কত প্রয়োজন।

এই সব কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে বৃটীশ কাউন্সিল স্থানীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট রেখেছে, এবং আশা রাখে যে আগামী বছরগুলিতেও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগে এইভাবে সহযোগিতা বজায় রেখে কাজ করতে পারবে।

British Council Libraries in India
By—Ramala Majumder.

ঘোষণা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক জানাচ্ছেন যে, যেসব সদস্য মণি-অর্ডার যোগে পরিষদের চাঁদা পাঠাচ্ছেন তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মণি-অর্ডার কুপনের (যে অংশ পরিষদ অফিসে ছিঁড়ে রাখা হয়) নিজেদের নাম-ঠিকানা লেখেন না। ফলে অনেক সময়ে কে টাকা পাঠাচ্ছেন পরে তা ধরা মুস্কিল হয়ে পড়ে। সংশ্লিষ্ট সকলকে অতঃপর পরিস্কার ভাবে নাম-ঠিকানা লিখতে অনুরোধ জানান হচ্ছে।

—সঃ গ্রঃ।

আমেরিকান লাইব্রেরী

(ইউ-এস্-আই-এস্)

জগমোহন মুখোপাধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রবাসী এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসীর মধ্যে ভাব বিনিময় ও সাংস্কৃতিক বন্ধন দৃঢ়তর করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের যে সাংস্কৃতিক বিনিময় পরিকল্পনা (Cultural Exchange Programme) আছে, সেই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে পৃথিবীর ৮৭টি দেশে ১৭৪টি আমেরিকান লাইব্রেরী (পূর্বে যেগুলি United States Information Service Library নামে পরিচিত ছিল) এবং তাদের ৬৪টি শাখা স্থাপিত হয়েছে। মার্কিন সংস্কৃতি জীবনধারা, তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি বর্ণবৈষম্য অপসারণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি প্রভৃতির সংগে বিদেশবাসীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার বিষয়ে গত পনের বছরের অধিককাল এই গ্রন্থাগারগুলি, মোট ২২ লক্ষ বই নিয়ে, উপরোক্ত পরিকল্পনায় একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে। এই গ্রন্থাগারগুলির আর একটি উদ্দেশ্য হল, আমেরিকার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার (Free Public Library System) কাযপদ্ধতির নিদর্শন স্বরূপ বিদেশে কার্যনির্বাহ করা। এই ব্যবস্থার ফলে যে কোন নাগরিক এই গ্রন্থাগারগুলি নিখরচায় ব্যবহার করতে পারেন, এবং সীমিত বিধিবদ্ধতার মাধ্যমে বই বা সঙ্গীতের রেকর্ড নির্দিষ্ট কালের জন্য বাড়ী নিয়ে যেতে পারেন। পত্র মারফৎ, টেলিফোনে, বা কোন ব্যক্তি নিজে এসে আমেরিকা সম্বন্ধে কোন তথ্য জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, এই গ্রন্থাগারগুলি যত্ন সহকারে এবং নিখরচায় সেই তথ্য সরবরাহ করে থাকে। সহরের বাইরের কোন নাগরিক যদি গ্রন্থাগার ব্যবহার করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, ডাক যোগে (Mail Loan) তাকে বই সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।

ভারতে সর্বপ্রথম দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ এবং কলকাতায় চারটি আঞ্চলিক আমেরিকান লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। গত বিশ্বযুদ্ধের প্রায় পর থেকেই এই সকল গ্রন্থাগার স্থাপনের কাজ শুরু হলেও, ১৯৫১ সাল থেকে এরা পুরোপুরিভাবে কাজ আরম্ভ করে। ক্রমশঃ চাহিদার ক্ষেত্র বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাঞ্চলে পাটনা, উত্তরাঞ্চলে লক্ষ্ণৌ, এবং দাক্ষিণাঞ্চলে হায়দ্রাবাদ, বাঙ্গালোর, ত্রিবান্দ্রম, ও গুনটুরে একটি করে শাখা গ্রন্থাগার (American Cultural Center) স্থাপিত হয়। তাছাড়া, সুদূর পূর্বাঞ্চলের চাহিদা মেটানোর জন্য গৌহাটিতে American Book Corner, এবং কোলকাতার ছাত্র অধ্যাপক মহলের সুবিধার জন্য বিধানসরণীতে একটি American University Center স্থাপিত হয়েছে।

পূর্বাঞ্চলে আমেরিকান লাইব্রেরীর সংগ্রহ প্রায় ৩২০০০ বই, ২২৬টি পত্রিকা, আমেরিকার দুটি নাম করা দৈনিক সংবাদপত্র বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দুহাজার পুস্তিকা (pamphlets) এবং ১০০০ রেকর্ড। কেবল পূর্বাঞ্চলেই গ্রন্থাগারের সভ্যসংখ্যা ২৬০০০, এবং বছরে issue করা হয় ২০০০০০ বই। সঙ্গীত ও পঠিত কবিতার রেকর্ড ইস্যু

সংখ্যা বছরে ৮০০০। আধুনিক তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থপরিপূর্ণ Reference বিভাগ বছরে ১০০০০ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে। ডাকযোগে যে সব সভ্য বই পড়েন তাদের সংখ্যা ৬০০০। গ্রন্থাগারে পত্রিকার জন্য রক্ষিত বিশেষ অংশটিতে periodicals corner) দিনের সব সময়ই পত্রিকা পাঠকদের ভীড় থাকে।

গ্রন্থসংগ্রহ আধুনিক রাখার জন্য পূর্বাঞ্চলের গ্রন্থাগারে বছরে ৮০০০ হাজার নতুন বই বা পুরাতন বই-এর নতুন সংস্করণ যোগান দেওয়া হয়। ভারতে আমেরিকা বিষয়ক শিক্ষাতে ক্রমবর্দ্ধমান আগ্রহের জন্য আমেরিকান লাইব্রেরী humanistic subjects ও social science এর বইগুলি সংগ্রহে বেশী দৃষ্টি দিয়ে থাকে। গ্রন্থাগারগুলি ব্যবহারে গ্রন্থাগারকর্মীরা পাঠকদের সর্ববিষয়ে সাহায্য করে। পাঠকদের ইপ্সিত বিষয়ে পুস্তকাদি নির্বাচনে সাহায্য করা ছাড়াও নতুন সংগ্রহের মধ্যে বাছাই করা বইগুলি সেই বিষয়ে প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের নজরে আনা হয় এবং সর্বাগ্রে তাদের পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়। বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থতালিকা বিতরণ করে উপযুক্ত সংস্থা ও ব্যক্তিবিশেষকে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখাও গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ কাজ। এই পর্যায়ে সম্প্রতি বিশেষভাবে প্রকাশিত Creative Present পুস্তিকামালার অন্তর্ভুক্ত আমেরিকার সমসাময়িক কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকদের তিনটি গ্রন্থপঞ্জী শিক্ষাবিদ ও অধ্যাপক মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। যে সব বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা সংস্থা আমেরিকার সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষা দান করে, American Library তাদের বিশেষ গ্রন্থপঞ্জী, এবং প্রয়োজন হলে, সময় সময় বইপত্র দিয়েও সাহায্য করে থাকে।

প্রদর্শনীর মাধ্যমে মার্কিন পুস্তকের সংগে এদেশবাসীর পরিচয়ের ব্যবস্থা করাও আমেরিকান লাইব্রেরীর কার্যক্রমের একটি বিশেষ অঙ্গ। সম্প্রতিকালে অনুষ্ঠিত কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের পুস্তক-প্রদর্শনী ছাড়াও, বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ শিক্ষা সংস্থাগুলিতে প্রদর্শনের জন্য American Libraryতে একটি গ্রন্থ সংগ্রহ সর্বদাই মজুত রাখা হয়। এই বিশেষ গ্রন্থসংগ্রহ প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য হল ছাত্র ও অধ্যাপক মহলে আমেরিকা বিষয়ক পুস্তক, আমেরিকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাছাই করা পাঠ্যপুস্তকগুলির সঙ্গে পরিচয় করানো। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মার্কিন পাঠ্যপুস্তকের মূল সংস্করণ ছাত্রদের পক্ষে প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় United State Information Service, ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের সহযোগিতায়, বিভিন্ন বিষয়ের মার্কিন পাঠ্যপুস্তক ভারতবর্ষেই পুনর্মুদ্রিত করে নিম্নতম মূল্যে বিক্রী করার ব্যবস্থা করেছে। কার্যক্রমে ইতিমধ্যেই দুশোর বেশী পাঠ্যপুস্তক, অনেকক্ষেত্রে মূল সংস্করণের প্রায় সিকি মূল্যেই বাজারে বিক্রী হচ্ছে।

এই সব কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আমেরিকান লাইব্রেরী স্থানীয় গ্রন্থাগার জগতের সংগে নিকট সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। কোলকাতার আমেরিকান লাইব্রেরী স্থানীয় গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের ছাত্র এবং ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগারিকদের একটি পরীক্ষাগার (Laboratory)। শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে প্রতি বছরেই বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সংস্থার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের

ছাত্রদের আমেরিকান লাইব্রেরীর আধুনিক পরিচালনাপদ্ধতি নিখুঁতভাবে দেখান হয়। ছাত্রদের সুবিধার জন্য গ্রন্থাগার ভবনের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বই ও পত্রিকা সমন্বিত একটি বিশেষ সেল্‌ফের ও বন্দোবস্ত করা হয়েছে। গ্রন্থাগারবিদ্যা শিক্ষণকে উৎসাহ দেবার জন্য, যে সব বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা দান করে, তাদের ঐ বিষয়ে বইপত্রও উপহার দেওয়া হয়। ভাবের আদানপ্রদান মাধ্যমে স্থানীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমস্যাগুলি সমাধান করতে আমেরিকান লাইব্রেরী গ্রন্থাগার সম্মেলনের ব্যবস্থাও করে থাকে। এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহযোগিতায় স্থানীয় আমেরিকান লাইব্রেরী কর্তৃক আয়োজিত ১৯৬০ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত গ্রন্থাগার সম্মেলনটি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য, পূর্বাঞ্চলের সকল রাজ্য থেকে প্রায় শতাধিক গ্রন্থাগারিক এই সম্মেলনে যোগদান করে নিজেদের সর্ববিধ সমস্যাগুলি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। অনেকের মতে এই পর্যায়ের গ্রন্থাগার সম্মেলন শুধু পূর্বাঞ্চলে কেন, সারা ভারতেও এই প্রথম। এই সম্মেলনটি শুধু গ্রন্থাগারিকদের সমস্যাগুলি সমাধানের সাহায্য করেনি, ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যাবার সন্ধান দিয়েছে। সাম্প্রতিকালে আমেরিকান লাইব্রেরী কর্তৃক পূর্বাঞ্চলে অনুষ্ঠিত আরও দুটি গ্রন্থাগার সম্মেলনের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমটি পাটনায় অনুষ্ঠিত Library Workshop দ্বিতীয়টি কোলকাতায় ১৯৬৪ সালে অনুষ্ঠিত Inter Library Cooperation সম্বন্ধে Seminar. গ্রন্থাগারিকদের এই সব সম্মেলন ও Workshop-এ অংশ গ্রহণে উৎসাহ দেখেই বোঝা যায় গ্রন্থাগার আন্দোলনে এই পর্যায়ের সম্মেলন বা Workshop-এর কত প্রয়োজন। আধুনিকতম গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ দিতে আমেরিকান লাইব্রেরী কখন কখন স্থানীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারিকগণকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করে থাকে। এই সকল কার্যকলাপের মাধ্যমে আমেরিকা লাইব্রেরী ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রগতি বিধানে স্থানীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে সর্বদাই সহযোগিতা করতে প্রচেষ্ট।

American Library: the U-S-I-S
By—Jagamohan Mukhopadhyay.

বর্গীকরণ কোন পথে

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রধান প্রধান বর্গীকরণ প্রণালীর উদ্ভাবকগণ তাঁদের কাজ আরম্ভ করেছেন সমগ্র জ্ঞানরাজ্যকে নিয়ে এবং তারপর সেই সমগ্র জ্ঞানরাজ্যকে তার বিভিন্নশাখায় বিভক্ত করেছেন। জ্ঞান কিন্তু অবিরাম গতিতে এগিয়ে চলেছে। নতুন নতুন বিষয়ের সৃষ্টি হচ্ছে, কতকগুলি পুরানো বিষয় প্রাধান্য লাভ করছে আবার তেমনি কতকগুলি বিষয় তাদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। জ্ঞানের পরিবর্তনের ও প্রসারের ফলে বিভিন্ন বিষয় গুলির পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটছে। প্রকৃত পক্ষে ইতিহাসে রয়েছে কতকগুলি শ্রেণীবদ্ধ নতুন সাংস্কৃতিক যুগের সূচনা। কতকগুলি বছরকে নিয়ে এর বিস্তার আর তার প্রত্যেকটির মধ্যেই মোটামুটি জ্ঞানের একটা সামগ্রিক রূপ দেখতে পাওয়া যায় এবং সেটা বর্গীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রকাশ করা সম্ভবপর; কিন্তু প্রত্যেকটি নতুন যুগের জন্য চাই এক একটি নতুন বর্গীকরণ পদ্ধতি। "যে কোন বর্গীকরণ প্রক্রিয়ার মুখ্য জ্ঞান হল জ্ঞানের প্রগতির পথে যে কোন প্রদত্ত অংশের নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ শ্রেণী বিভাগ করা।" জ্ঞানের যে সাংগঠনিক বিভাগটি ঊনবিংশ শতকের মানুষের জীবনে ও সংস্কৃতিতে পূর্ণাঙ্গ ছিল তা আজকে বিংশ শতকের এই তীব্রগতিময় জীবনে ও কর্মসাফল্যের সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছে না।

পুস্তক বর্গীকরণের তালিকা প্রণেতাদের তাই বিশেষ প্রয়োজন যে তাঁদের তালিকায় যেন এই পরিবর্তনশীল জ্ঞানরাজ্যের সঙ্গতি থাকে। তাঁদের তালিকাগুলি নিয়মিত সংশোধন করে আধুনিকীকরণের দ্বারা এটা সম্ভব। পুরানো ও নতুন ছাপা বইয়ের মাধ্যমে প্রকাশিত জ্ঞানরাজ্যের বিস্তারকে সংগঠিত করাই যদি বর্গীকরণের উদ্দেশ্য হয় তবে প্রচলিত বর্গীকরণের তালিকাগুলো সংশোধন করা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু এখানে একটা বড় কথা হল যে যে কোন বর্গীকরণের মূল কাঠামোটা তার পুরানো সংস্করণগুলোয় দেওয়া থাকে আর আগের সেই মূল কাঠামোটাকে ঢেলে সাজানো পরে খুবই শক্ত হয়ে পড়ে। কোন বর্গীকরণ পদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তন করে যদি তার চিহ্নগুলিকেও স্থানচ্যুত করা হয় তবে গ্রন্থাগারিকদেরও তাঁদের বই ও অন্যান্য পঠনীয় জিনিষ গুলির পুনর্বর্গীকরণ করতে হবে। তাঁরা তখন এই জন্য প্রতিবাদ মুখর হবেন। দশমিক বর্গীকরণ প্রণালীর স্রষ্টা মেলভিল ডিউই এটা বুঝেছিলেন তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২য় সংস্করণের পর তাঁর সূচীতে বর্গীকরণ চিহ্নগুলির কোন স্থান পরিবর্তন করা হবে না।

এতে বর্গীকরণ বিশারদেরা উভয় সংকটে পড়েছেন। যদি তাঁর সূচীতে পূর্বের সেই অখণ্ডতাই বজায় থাকে তবে এটা খুবই পুরানো হয়ে যাবে এবং আধুনিক পুস্তক বর্গীকরণের পক্ষে অচল হয়ে যাবে। অন্যদিকে, জ্ঞানরাজ্যের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে

গিয়ে যদি এর পরিবর্তন করা হয় তবে এই পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনগুলি গ্রন্থাগারিকদেরও ও পাঠকদের অসুবিধার কারণ হয়ে তাঁদের বিতৃষ্ণার কারণ হবে। পুস্তক বর্গীকরণপ্রণালী-গুলির মধ্যে দশমিক বর্গীকরণ হচ্ছে প্রাচীনতম ও সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়। এতে একটা মাঝামাঝি পথ ধরে চলতে চেষ্টা করা হয়েছে।

সমালোচকদের মতে ডিউই প্রভৃতি প্রাচীনতর বর্গীকরণ প্রণালীর ভিত্তি সন্তোষজনক পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার ফলে গ্রন্থাগারে বিষয়-বিন্যাস সুষ্ঠভাবে হয় না। ফসকেট বলেছেন যে ডিউই-দশমিকপদ্ধতিতে নতুন নতুন সব বিষয়গুলিকে যে কোন উপায়ে পুরানো ছকের মধ্যেই ঢুকিয়ে দিতে হয়, ফলে ঐ পদ্ধতিতে এখন সম্প্রসারণশীলতা আর প্রায় নেই। সেই জন্য আধুনিক যুগের চাহিদা মেটাবার জন্য বৃটেনের বর্গীকরণ গবেষণা সমিতির (classification Research group সংক্ষেপে CRG) কয়েকজন সদস্য সহ ফসকেট আধুনিক পদ্ধতিতে বর্গীকরণের উপযোগী নতুন সাধারণ বর্গীকরণ প্রণালী উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা করে চলেছেন।

নতুন কোন সাধারণ বর্গীকরণ প্রণালী গ্রহণের কথা উঠলে গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা-গুলিই মুখ্য হয়ে উঠে। গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত বর্গীকরণ প্রণালীর নতুন সংস্করণগুলিতে শ্রেণী-সংখ্যার চিহ্নের ছোটখাটো পরিবর্তন মেনে নিতে যদি বেশীরভাগ গ্রন্থাগারিক রাজী না হন তবে তাঁদের পুরানো রীতির পরিবর্তে নতুন কোন রীতি মেনে নিতে তাঁরা আরো বেশী অনিচ্ছুক হবেন।

নতুন প্রণালী তৈরী করা যে ব্যবহারিক দিক থেকে কত বেশী অসুবিধাজনক সে কথা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী টিগ (Teague) বিশদভাবে বলেছেন। তাঁরমতে CRG-র অনু-সন্ধান করা উচিত যাতে সর্বোত্তম উপায়ে প্রচলিত বর্গীকরণ প্রণালীগুলিকে সংস্কার ও উন্নয়ন করা যায় সে বিষয়ে গবেষণা করা।

গ্রন্থাগারিকদের এখন বিবেচনা করার সময় হয়েছে যে তাঁরা কি কোন নতুন প্রধান বর্গীকরণ প্রণালী গ্রহণ করবেন না ডিউই ও অন্যান্য প্রচলিত প্রথাগুলিকেই ধীরে ধীরে বদল করার কাজে হাত দেবেন। যে সকল বিশেষ গ্রন্থাগারে U. D. C. ব্যবহার করা হয় তাদের গ্রন্থাগারিকগণ ও যাঁরা সমন্বয়মূলক সূচী (Co-ordinate indexing) সহ মোটামুটি মঞ্চ-বর্গীকরণের উপর নির্ভর করেন তাঁদের ক্ষেত্রে অবশ্য এই সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ ভাবে কোন কাজে আসবে না।

নতুন সাধারণ বর্গীকরণ প্রণালী ব্যবহার প্রসঙ্গে :

বর্গীকরণের উদ্দেশ্য হ'ল গ্রন্থাগারের জ্ঞানরাজ্যকে সংগঠন করা। আধুনিককালের বিপুল প্রকাশনাগুলি আমাদের সংগঠনশক্তির পক্ষে বিভীষিকা স্বরূপ। কোন নতুন সাধারণ বর্গীকরণ প্রণালী নিয়ে যদি এখন আমরা ঠিকমতো তৈরী না হই তবে ছাত্র,

গবেষক ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে অনেক মূল্যবান প্রকাশনা পরে চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে যাবে।

শুধুমাত্র প্রচলিত বর্গীকরণ প্রণালীগুলির ভুলত্রুটী থেকেই যে নতুন কোন বর্গীকরণ-প্রণালীর উন্নয়ন হবে তাই নয়; এটি নিজেকে আধুনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

ফ্যাসেট—কোন কোন গ্রন্থাগারিক আবার পলসমন্বিত বর্গীকরণের (faceted classification) প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেন। তাঁদের মতে পুরানো পদ্ধতিগুলির চেয়ে এটি উৎকৃষ্টতর, কারণ এতে বিষয় বিশ্লেষণ ও বর্গীকরণ সূক্ষভাবে করা যায় এবং জ্ঞানের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গতি রাখা সম্ভবপর হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে C.R.G-র মতো সংস্থাও বরাবর ফ্যাসেট বর্গীকরণ প্রণালীর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। পুস্তক বর্গীকরণের তত্ত্বে ডঃ রঙ্গনাথনের মতবাদ বিপ্লব এনেছে। তাঁর পলসমন্বিত বর্গীকরণে কল্পনা করা হয়েছে যে প্রত্যেকটি যুগ্ম বিষয় কতকগুলি প্রাথমিক ধারণার সংশ্লেষণের ফলশ্রুতি। কতকগুলি সংখ্যার একটি বিশেষ সমাবেশে কেমন করে বর্গীকরণ চিহ্ন তৈরী করতে হয় সেই পদ্ধতি তিনি দেখিয়েছেন। তাঁর বেশীর ভাগ তত্ত্বই মৌলিক। চিন্তার যে কঠোরতার জন্য এতদিন বর্গীকরণ ছিল বিশেষ পীড়িত তা' তিনি দূর করেছেন, তিনি পথ দেখিয়েছেন এক নতুন সম্প্রসারণশীল পদ্ধতির যা যে কোন জটিল সম্বন্ধযুক্ত বিষয়গুলিকে সজ্ঘবদ্ধ করে বর্গীকরণের উপযোগী করতে পারবে।

CRG-র সদস্যগণ যে বিশেষ ফ্যাসেট-বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রস্তুত করেছেন এবং তাঁরা মনে করেন যে CRG ভবিষ্যতে যে সাধারণ বর্গীকরণ রীতি প্রস্তুত করেবেন এগুলি নিশ্চয়ই তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। কোন কোন গ্রন্থাগারিকেব কাছে ডঃ রঙ্গনাথনের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণমূলক প্রণালী প্রিয় হয়েছে—তাঁদের মতে কোলন বর্গীকরণ গ্রহণ করলে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি উপকৃত হবে।

গ্রন্থাগারের ব্যবহারের জন্য বর্তমান চাহিদার উপযোগী নতুন সাধারণ বর্গীকরণ প্রণালী তাই এখন গ্রন্থাগারিকরা পেতে পারেন। নতুন প্রণালী গ্রহণের প্রবণতার অভাবের জন্য গ্রন্থাগারিকদের জ্ঞান-সংগঠনে পরাজয়ের যে সম্ভাবনা ছিল তা দূর হ'ল এবং এতে এখন সবাই সন্তুষ্ট।

প্রচলিত সাধারণ বর্গীকরণ প্রণালী ব্যবহার করা প্রসঙ্গে ঃ

কিছু সংখ্যক গ্রন্থাগারিক বলেছেন যে বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারিকরাই নতুন কোন বর্গীকরণ প্রণালী গ্রহণ করলে প্রচুর সময় ও শ্রম লাগবে। এমন কি প্রচুর সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করেও কাজের দিক দিয়ে ভাল ফল নাও প'ওয়া যেতে পারে। তাঁরা যে প্রগতি বিরোধী তা নন তবে তাঁরা পুনর্বর্গীকরণ করতে চ'ন না—কারণ তা করতে হলে সেটা হবে সব দিক দিয়েই অপব্যয়।

নতুন কোন বর্গীকরণ প্রণালী গ্রহণ করলে তা হবে অনেক খরচ করে পরীক্ষা চালানোর মতো। কেউই নিশ্চিত হয়ে বলতে পারেন না যে নতুন কোন প্রণালী প্রচলিত প্রণালীগুলির চেয়ে ভাল হবে। প্রচলিত প্রণালীগুলির চেয়ে ব্যবহারিক দিক দিয়ে উৎকৃষ্টতর নতুন প্রণালী আবিষ্কারের কোন সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ নেই।

কালের প্রবাহে কোন বিশেষ একটি প্রণালী পুরানো বা নতুন কোন উন্নততর প্রণালীর কাছে দ্রুত ম্রিয়মান হয়ে যেতে পারে। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই যে সকল বর্গীকরণ প্রণালীতেই তাদের প্রস্তুতিকালের জ্ঞানের অবস্থা প্রতিফলিত হয়।

অনেকে বলেন যে নতুন প্রণালী ছাড়াও আধুনিক ধারায় জ্ঞান-সংগঠনের সমস্যা-গুলির সমাধান সম্ভব। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জনসাধারণের গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠকদের আগ্রহ ও বিন্যাসের ওপর গুরুত্ব দিয়ে ও বিশেষ গ্রন্থাগারগুলিতে যান্ত্রিক পুনরুদ্ধার পদ্ধতি অবলম্বন করে ভাল ফল পাওয়া গেছে।

F. Rider তাঁর International Classification (1961) গ্রন্থে বলেছেন যে খুব কম গ্রন্থাগারই পুনর্বর্গীকরণে আগ্রহী তাই তাঁর পদ্ধতিটি শুধু নতুন সাধারণ গ্রন্থাগারে ব্যবহারের জন্য তৈরী করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ডিউই দশমিক বর্গীকরণ প্রণালীকে উন্নততর করার জন্য গবেষণা খাতে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে এবং বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারই শুধু বর্গীকরণের ধারাটি অক্ষুন্ন রাখার জন্যই এটি বহাল রাখতে চান।

উপসংহার

এখন মনে হচ্ছে যে গ্রন্থাগারিকগণ একদিকে নতুন প্রণালী চাইছেন আবার অন্য দিকে পুরানো প্রণালীগুলিকেও বজায় রাখতে চান—তাঁদের এই দুমুখো নীতির ফলে নতুন প্রণালীর বর্গীকরণের দাবীকে তাঁরা জোরদার করে তুলতে পারছেন না। আমাদের চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এই রকমের দ্বৈত মনোভাব ত্যাগ করা উচিত। আর যতক্ষণ তা' না হচ্ছে ততক্ষণ সাধারণ প্রণালীর অগ্রগতি ভীষণ ভাবে ব্যাহত হবে।

যদি খুব কম গ্রন্থাগারে কোন সাধারণ প্রণালী ব্যবহৃত হয় তবে এর পিছনে যে সময়, শক্তি ও অর্থ ব্যয় করা হবে তার যোগ্য প্রতিফল পাওয়া যাবে না। একথাও আবার ঠিক যে যদি আমরা ভবিষ্যতের কাজের জন্য প্রচলিত প্রণালীগুলিকেই বহাল রাখি তবে এগুলির সংশোধন ও উন্নয়ন অবশ্যই করতে হবে।

এখন আমরা বুঝেছি যে ঠিক মত বর্গীকরণের কাজ কোন পথে চলবে তার বিচারের ভার শুধু কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তির উপর দিলে চলবে না। এই বিতর্কিত বিষয়ে সকল গ্রন্থাগারিকের মতামত ও পছন্দ সম্বন্ধে জানতে হবে—কেন না তাঁরাই এ ব্যাপারে

প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। সাধারণ বর্গীকরণ প্রণালীর কাছ থেকে আমরা কি চাই সে বিচারের ভার সমগ্র ভাবে এই বৃত্তিতে নিযুক্ত সবাইয়ের। এর পরের কাজ হবে অভীষ্ট লাভের জন্য প্রণালী প্রণয়নে গবেষণাকে উৎসাহ দেওয়া। এখানে আছে দুটি পথ—একটি প্রগতির, অন্যটি রক্ষণশীলতার।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Aslib Handbook of Librarianship ; 2nd ed. 1962.
2. Rider, F : International Classification. 1961
3. Bliss, H. E : Organisation of Knowledge in libraries. 1939
4. Foskett, D. J : Science, humanism and libraries 1964.
5. Vickery. B C : Clssification and Indexing in science.
6. Library association record ; Feb, Sept., Nov., 1963 ; Jan. 1964
7. Library quarterly : July, 1937
8. Library World : Oct. 1965.

Whither Classification ?

By—Promode Chandra Bandyopadhyay

গ্রন্থাগার সেবাবলীর সম্প্রসারণ

শান্তি রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, প্রাচীনকালে আধুনিক কালের মত গ্রন্থাগার সেবাপদ্ধতির অস্তিত্ব ছিল না। অতি ধীরে ধীরে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও উদ্যোগের ক্রমোন্নতির সাথে সাথে গ্রন্থাগারেরও বিকাশ হয়েছে। বর্তমানে পাবলিক লাইব্রেরী ছাড়াও বিশেষ বিশেষ পাঠকশ্রেণী ও বিশেষ বিশেষ বিষয় অনুসারে পাঠাগারের প্রচুর প্রকারভেদও হয়েছে। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই এই সব বিশেষ গ্রন্থাগারের (Special library) কার্যসূচীর ও সেবাবলীর কিছু প্রকার-ভেদ আছে। বস্তুতঃ সেবা বা কার্যসূচীর প্রকারভেদকে অতিরিক্ত গ্রন্থাগার সেবা বা গ্রন্থাগার সেবার স'প্রসরণ বলা চলে না। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থাগারের বিকাশকে আরও দ্রুততর করার জন্য যে সব "অতিরিক্ত গ্রন্থাগার সেবা" বহু গ্রন্থাগারে প্রবর্তিত হয়েছে এবং হচ্ছে সে গুলিকেই 'গ্রন্থাগার সেবার সম্প্রাসরণ—বা অতিরিক্ত 'গ্রন্থাগার সেবাবলী' বলা যেতে পারে।

লাইব্রেরী একসটেনশন সার্ভিস (Library Extension Service)-এর উপযুক্ত সংজ্ঞা বা সুচারু পরিভাষা এখনও কিছু নির্দ্ধারণ করা হয় নি। বাংলায় যে সব ক্ষেত্রে এইরূপ পরিভাষা জানা নেই সেই সব ক্ষেত্রে ইংরাজী বা বহুল প্রচারিত বিদেশী শব্দকেই বাংলা হরফে লিখে ব্যবহার করা উচিত মনে হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য উপযুক্ত সংজ্ঞা ও পরিভাষা নির্দ্ধারণের জন্য যদি 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' একটি উপসমিতি নিয়োগ করেন, তবে সুফলের আশা কাছে।

সংজ্ঞা ও পরিভাষা

এই প্রবন্ধে 'লাইব্রেরী একসটেনশন সার্ভিস' অতিরিক্ত গ্রন্থাগার সেবাবলী, আর "পাবলিসিটি ওয়ার্ক' (publicity work)-কে 'পাঠাগার প্রচার কার্যক্রম' বলা হয়েছে। বার বার 'অতিরিক্ত গ্রন্থাগার সেবাবলী' ও 'পাঠাগার প্রচার কার্যক্রম' পুনরুক্তি না করে এখানে যথাক্রমে শুধু 'অতিরিক্ত সেবা' ও 'প্রচার' লেখা হয়েছে।

এক কথায় 'অতিরিক্ত সেবা' কি, তা লেখা শক্ত। অনেকে আবার কয়েক প্রকারের বিশেষ গ্রন্থাগারের যথা, অন্ধদের জন্য গ্রন্থাগার, রোগীদের জন্য অথবা নাবিক ও সমুদ্র-যাত্রীদের জন্য গ্রন্থাগার প্রভৃতি বা এই গ্রন্থাগারগুলির সাধারণ কার্যক্রমকেই 'অতিরিক্ত সেবা'র বা গ্রন্থাগার কার্যের সম্প্রসারণ মনে করেন। বস্তুতঃ এই সব ধারণা নির্ভুল মনে হয় না। 'প্রচার' ও 'অতিরিক্ত সেবা' পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হলেও এদের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রয়েছে যা এদের সংজ্ঞাতেই প্রকাশ। 'প্রচারে' জনগণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিশদভাবে

জানতে পারেন অথবা কিছুটা কৌতূহলী হতে পারেন। কিন্তু অতিরিক্ত সেবা জনগণকে বিশেষতঃ পাঠকদের প্রয়োজনীয় সুসংবদ্ধ সেবা দিয়ে অভিভূত করতে ও তাঁদের মানসিক খাদ্যের যোগান দিয়ে পরিতৃপ্ত করতে পারে। এক কথায় 'প্রচারে' পাঠকগণ পাঠাগারের দিকে এগিয়ে আসেন, আর 'অতিরিক্ত সেবায়' তারা কৃতার্থ হন, ভুলতে পারেন না গ্রন্থাগারের সেবা—তাই তাঁরা ক্রমে গ্রন্থাগার-মুখী হ'য়ে উঠেন, আর পরোক্ষভাবে সার্থক ক'রে তুলতে পারেন গ্রন্থাগারের অস্তিত্বকে।

মানুষ চিন্তাশীল জীব, তার মনের বিকাশের জন্য কিছু মানসিক খাদ্যের প্রয়োজন। বস্তুতঃ প্রতি ব্যক্তির মনের বিকাশ অথবা তার প্রয়োজন ও সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী মানসিক খাদ্যেরও প্রকারভেদ এবং পরিমাণ-ভেদ হয়ে থাকে। পাঠাগারের দায়িত্ব প্রতি ব্যক্তির বিশেষতঃ, পাঠককে তার রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী মানসিক খাদ্যের পরিবেশন করা। সমাজে গণতান্ত্রিক ভাবধারা বিকাশের সাথে সাথে গ্রন্থাগারের দায়িত্বও ক্রমশঃ বেড়ে গেছে এবং আরও বাড়বে। বর্তমানে গ্রন্থাগার শুধু কয়েকজন নির্দিষ্ট পাঠক নিয়ে সার্থক হতে পারে না। বস্তুতঃ সমগ্র দেশবাসীকেই পাঠকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মনে করার দিন এসেছে। বাস্তবে অবশ্য দেখা যাবে যে পাঠাগার যে পরিমাণে সর্বসাধারণকে অথবা পাঠকগোষ্ঠীকে গ্রন্থাগার-মুখী করতে পারবে এবং প্রয়োজনীয় মানসিক খাদ্য পরিবেশন করে তাদের পরিতৃপ্ত করতে পারবে, তাকে সেই পরিমাণ সার্থক বলা হবে। এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তিকেই পাঠাগারে রবাহুত মনে করা অন্যায়। তাই আজ 'প্রচারের' সাহায্যে সর্ব-সাধারণকে পাঠাগারে সাদর আমন্ত্রণ ও সম্বর্দ্ধনা জানান এবং আদর আপ্যায়ন করা একান্ত প্রয়োজন হ'য়ে প'ড়েছে। আর আমন্ত্রিত পাঠকদের পরিতৃপ্তির জন্য পাঠাগারের সাধারণ সেবাবলী ছাড়া 'অতিরিক্ত সেবা' একান্ত প্রয়োজন মনে হয়। কাজেই একান্ত প্রয়োজনীয় আবশ্যিক গ্রন্থাগার কার্যাবলী ও সেবা ছাড়া যে সব সেবাবলী পাঠকদের মন যথেষ্ট পরিতৃপ্ত ক'রে পাঠাগারকে সার্থক করে তুলতে সাহায্য করে, সেগুলিকেই 'অতিরিক্ত গ্রন্থাগার সেবাবলী' বলা যেতে পারে। নিম্নোক্ত উদাহরণ দ্বারা হয়ত কথাটা আরও একটু পরিষ্কার হ'তে পারে। যে কোন গ্রন্থাগারে সূচীকরণ, বর্গীকরণ, বই লেন-দেন ও গ্রন্থাগার পরিচালনা ও সংগঠন প্রভৃতি একান্ত আবশ্যক বলে ধরা হয়। এই সব আবশ্যিক কার্যাবলীর বাইরে যা কিছু ঐচ্ছিক কাজ গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে বা গ্রন্থাগার মাধ্যমে করা যেতে পারে সেইগুলিকেই 'অতিরিক্ত গ্রন্থাগার সেবাবলী' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। অন্য কথায় যে সব আবশ্যিক কাজ গ্রন্থাগারে করতে হয় বা করা হয়ে থাকে, সেগুলি ছাড়া জনগণকে প্রভাবিত বা তাঁদের গ্রন্থাগারমুখী বা ভক্ত করে তোলার জন্য যে সব অতিরিক্ত কাজ বা ঐচ্ছিক সেবা গ্রন্থাগারে বা গ্রন্থাগার মাধ্যমে করা হয় বা করা যেতে পারে, সেই-গুলিকে 'অতিরিক্ত সেবা' বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ যে সব ঐচ্ছিক সেবাবলী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাঠকদের প্রভাবিত করতে অথবা পরিতৃপ্ত করতে সহায়ক হয় সেইগুলিকেই 'অতিরিক্ত সেবা' বলা যায়। অবশ্য অতিরিক্ত কথাটাই আপেক্ষিক। প্রকৃতপক্ষে দেশ

কাল, পাত্র ও পাঠাগারের স্বরূপ বা প্রকার ভেদে এই 'অতিরিক্ত সেবাবলীর' সূচী পরিবর্তিত হতে বাধ্য। কারণ আজ যা অতিরিক্ত মনে করা হচ্ছে কালে তাই একান্ত প্রয়োজনীয় বা আবশ্যিক বলে বিবেচিত হতে পারে। আবার একটি দেশ বা গ্রন্থাগারে যে সব সেবাবলী একান্ত প্রয়োজনীয় বা আবশ্যিক বলে বিবেচিত হচ্ছে অন্যদেশে বা অন্য গ্রন্থাগারে সেইগুলিই বাহুল্য এমন কি অসম্ভবও মনে হতে পারে। তাছাড়া একই কারণে প্রয়োগ বিধিরও যথেষ্ট তারতম্য হতে পারে।

অতিরিক্ত গ্রন্থাগার সেবাবলীর সূচী

নিম্নের 'অতিরিক্ত সেবার' নির্ঘণ্টে আমাদের দেশে কত রকমের ঐচ্ছিক গ্রন্থাগার সেবাবলী হতে পারে, তার একটি অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।—

১। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা (চলমান গ্রন্থাগার)।

(ক) লাইব্র্যাসিন (Librachine) অর্থাৎ মোটরকারে গ্রন্থাগার—I.S.I. এর একটা স্ট্যাণ্ডার্ড আছে এই বিষয়ে। (খ) তরণী গ্রন্থাগার। (গ) গোশকট পাঠাগার অর্থাৎ গবাদি পশু বা ঘোড়া প্রভৃতি চালিত গাড়ীতে গ্রন্থাগার প্রভৃতি প্রয়োজনানুসারে প্রবর্তন করা যেতে পারে।

২। গ্রন্থাগারে বা গ্রন্থাগার মাধ্যমে সিনেমা ও ম্যাজিকল্যাণ্টার্ন অর্থাৎ স্থির আলোকচিত্র অথবা টেলিভিসন প্রভৃতি প্রদর্শন। শেষোক্তটি আমাদের দেশে এখনও অর্থনৈতিক কারণে প্রবর্তন করা উচিত নয়।

৩। সংগ্রহ-তালিকা, ইউনিয়ন ক্যাটালগ (Union Catalogue), সূচী অথবা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিবলিওগ্রাফী বা গ্রন্থপঞ্জী সর্বসাধারণের অথবা বিশেষ নির্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে সুচারু বিতরণ। লাইব্রেরী বুলেটিন অথবা সার্কুলার প্রকাশন।

৪। গ্রন্থাগার কর্তৃক বক্তৃতার ব্যবস্থা।

(ক) গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে ভাল ভাল বক্তাদের বক্তৃতার আয়োজন। (খ) টেপ রেকর্ডের বা গ্রামোফোনের সাহায্যে নামকরা লোকের বক্তৃতার আয়োজন। (গ) পাঠাগারে নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে রেডিও বা টেলিভিসনের মাধ্যমে বক্তৃতা শোনাবার ব্যবস্থা। (ঘ) গ্রন্থাগারের বাইরে এইসব উপরোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার অথবা ভ্যানের সাহায্যে বক্তৃতা, সিনেমা ও আলোকচিত্র প্রভৃতি প্রদর্শন।

৫। পাঠাগারে গল্প বলার একটি নির্দিষ্ট দিন ও সময় নির্দ্ধারণ ও পরিচালনা।

৬। গ্রন্থাগারে বিতর্ক ও বিশেষ আলোচনার সুষ্ঠু পরিচালনা।

৭। গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে প্রাপ্তবয়স্ক প্রশিক্ষণ (Adult Education) ব্যবস্থা।

(ক) ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার মাধ্যমে রেকর্ড, ফিল্ম ইত্যাদির সাহায্যে প্রাপ্তবয়স্ক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।

৮। ভাষাশিক্ষা, বিশেষ করে বিদেশী ভাষা ও মাতৃভাষা ছাড়া স্বদেশের অন্য ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা।

৯। আন্তঃগ্রন্থাগার পুস্তকাদির আদান-প্রদানের বা ধার দেবার ব্যবস্থা।

১০। বাড়ীতে বাড়ীতে প্রয়োজনীয় বই, সংবাদ ও তথ্যাদি পরিবেশন।

১১। ডকুমেন্ট রিপ্রোগ্রাফী (Document Reprography) অর্থাৎ তথ্যাদির আলোকচিত্র সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে পরিবেশন।

১২। বিভিন্ন ভাষার তথ্যাদির অনুবাদের ব্যবস্থা।

১৩। নির্দিষ্ট কোন সময়ে পাঠকদের জন্য গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থাপনা।

১৪। ব্যক্তিগতভাবে পাঠাগার কর্মীদের পাঠকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন।

১৫। ধর্ম, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক লেখার প্রতিযোগিতা পরিচালনা।

১৬। বিভিন্ন লাইব্রেরীর মধ্যে পাঠকদের তথ্যাদি আদান-প্রদানের জন্য গ্রন্থাগার-সমূহে টেলাকস্ মেসিন (Telax) ব্যবহার। টেলাকস্ মেসিন একই সঙ্গে টেলিপ্রিণ্টার ও ফোনের কাজ একসঙ্গে করতে পারে। অর্থাৎ ফোনে কোনও তথ্যাদি চাইলে এই মেসিন সাহায্যে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টাইপ করা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাঠান সম্ভব। সুতরাং বিদ্যুৎ গতিতে তথ্যাদি আদান-প্রদান এই মেসিনের সাহায্যে সম্ভব হবে।

১৭। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে পুস্তকাদির বিনিময় (exchange) ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা।

১৮। পাঠাগারের অভ্যন্তরে পুস্তকাদির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা।

১৯। বৎসরে অন্ততঃ একবার 'গ্রন্থাগার সপ্তাহ' পালন।

২০। বিভিন্ন স্থানে পাঠাগারের বাইরে গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় বিশেষ আলোচনার সুষ্ঠু পরিচালনা। এই কাজ কোনও একক গ্রন্থাগারের বদলে গ্রন্থাগার পরিষদের অথবা এসোসিয়েশনের করণীয় বলে মনে হয়।

২১। গ্রন্থাগার কর্মীদের সুবিধার জন্য পরোক্ষ ভাবে প্রেরণা দেবার জন্য গ্রন্থাগার পরিষদ বা এসোসিয়েশন কর্তৃক গ্রন্থাগার সমবায় সংস্থা বা উপসংস্থা স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা।

২২। সম্ভব স্থলে গ্রন্থাগার মাধ্যমে কৃষ্টিমূলক উৎসবাদি পালন।

উপরোক্ত 'অতিরিক্ত সেবা'র সূচীর কতগুলি আবার 'প্রচার' কার্যক্রমের মধ্যে পড়ে। তাছাড়া এই সব 'অতিরিক্ত সেবার' সবগুলিই যে সমস্ত পাঠাগারেই গ্রহণীয় বা গ্রহণ সম্ভব—তা নয়। গ্রন্থাগারের প্রকারভেদ, আর্থিক সঙ্গতি ও প্রয়োজনানুসারেই এইগুলির এক বা একাধিক সেবাবলী গ্রহণীয় হতে পারে। অবশ্য কোন গ্রন্থাগার কোন্ কোন্ 'অতিরিক্ত সেবা' গ্রহণ করবে তা সেই গ্রন্থাগারের পরিচালকবর্গ বা কমিটি স্থির করবেন। বস্তুতঃ এই সব 'অতিরিক্ত সেবার' কোনটা বা কোনগুলি কোন পাঠাগারের গ্রহণীয় তা বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ। এইগুলির আবার কিছু যেমন ১৯, ২০, ২১ ও ২২ দফার সেবা বা কার্যাবলী, একক কোন গ্রন্থাগারের চেয়ে সর্বভারতীয় বা স্থানীয় গ্রন্থাগার সংস্থার পক্ষে বেশী প্রয়োজনীয় ও গ্রহণীয় বলে মনে হয়।

'অতিরিক্ত সেবার' প্রয়োগ ও সম্ভাবনা

১। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা:-পাবলিক লাইব্রেরী ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল লাইব্রেরীর পক্ষে প্রয়োজনীয়। হাসপাতাল গ্রন্থাগারে বিশেষত: রোগীদের জন্ম ভ্রাম্যমাণ ট্রলী বা গাড়ীর পাঠাগার বিশেষ উপযোগী মনে হয়। এতে অপেক্ষাকৃত অল্প পয়সায় বহুলোকের চাহিদা মেটান সম্ভব। আমাদের দেশে যে সব স্থানে যানবাহনের ভাল ব্যবস্থা নেই অথবা যে সব স্থলে মোটরকার বা ভ্যান কেনা সঙ্গতির বাইরে, সেই সব স্থলে গাড়ী বা নৌকা যেখানে যেমন প্রয়োজন ব্যবহার করা যেতে পারে।

২। গ্রন্থাগারের প্রেক্ষাগৃহের অভাবে মুক্ত-অঙ্গনে সিনেমা, শিক্ষণীয় ফিল্ম, এমনকি সঙ্গতির অভাবে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ প্রভৃতি দেখিয়ে প্রাপ্তবয়স্কদের পরিতৃপ্ত করা এমনকি গ্রন্থাগারমুখী করে ও পরোক্ষভাবে শিক্ষিত করে তোলাও অসম্ভব নয়। অনেকে মনে করেন এই সব কাজের সাথে গ্রন্থাগারের কোনও সম্বন্ধ নেই বা রাখার প্রয়োজন নেই— এইগুলি কমিউনিটি প্রজেক্টের বা সোসাল এডুকেশন বিভাগের (Social Education Department) করণীয়। অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে দেশের ও দশের কত বেশী সেবা করা যেতে পারে এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এবং সামাজিক সেবা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সহরে এবং বিশেষত: গ্রামে প্রধানতঃ মাত্র দুইটি কেন্দ্র থেকে যথা, (ক) গ্রন্থাগার, (খ) বিদ্যালয়) কাজ চালান উচিত। শিশু, বালক ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ই প্রধান কেন্দ্র। অবশ্য উচ্চশিক্ষার জন্য প্রধানতঃ সহরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রাণকেন্দ্র। অপর দিকে গ্রন্থাগারই অন্যান্য সব কিছু সমাজ সেবার প্রাণকেন্দ্র হওয়া উচিত। পৃথক পৃথক ভাবে বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপন করে কাজ করতে গেলে শুধু পয়সা খরচই হবে কিন্তু পরস্পর যোগাযোগের অভাবে সত্যিকারের কাজ কম হবে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে এমন কি বিদ্যালয়, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়েও গ্রন্থাগার অপরিহার্য। প্রয়োজনানুসারে সর্বপ্রকার গ্রন্থাগারই এই সেবাবলী পরিচালনা করতে পারে।

৩। সংগ্রহ তালিকা, ইউনিয়ন ক্যাটালগে সূচী ও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিবলিও-গ্রাফী বা গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশন ও বিতরণের উপকারিতার বিষয়ে কিছু বলা বাহুল্যমাত্র। প্রায় সর্বপ্রকার গ্রন্থাগারই এগুলো প্রয়োজনানুসারে করতে পারে। তবে ইউনিয়ন ক্যাটালগ করা সর্বপ্রকার গ্রন্থাগারের পক্ষে সম্ভব নয় প্রয়োজনীয়ও নয় মনে হয়। INSDOC, IASLIC অথবা স্থানীয় অতি বৃহৎ পাঠাগারগুলিই শুধু ইউনিয়ন ক্যাটালগ (Union Catalogue) প্রস্তুতের কথা ভাবতে পারে।

৪। দ্বিতীয় দফায় যা বলা হয়েছে সেই কারণেই বিভিন্ন বিষয়ে ভাল বক্তাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা উচিত। অন্যথায় টেপ রেকর্ডে বা গ্রামোফোন রেকর্ডের সাহায্যে নামকরা ব্যক্তিদের বক্তৃতার আয়োজন করা যেতে পারে। প্রেক্ষাগৃহের অভাবে ভ্রাম্যমাণ ভ্যান মাধ্যমে মুক্ত অঙ্গনেও একই উপায়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা যেতে

পারে। পাবলিক লাইব্রেরী ও কোন বিশেষ বিষয়ের লাইব্রেরি অর্থাৎ স্পেশাল লাইব্রেরীতেও এই সব অতিরিক্ত সেবা প্রযোজ্য।

৫। প্রাপ্ত বয়স্ক নিরক্ষর শ্রমিক ও চাষীদের বিশেষতঃ শিশুদের জন্য পাঠাগারে গল্প বলার উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু বলাই বাহুল্য। শিশু-গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরী ও ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল লাইব্রেরীতে এই সেবা বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে হয়।

৬। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে বিভিন্ন বিতর্ক ও বিশেষ আলোচনার সুষ্ঠু পরিচালনা করা উচিত। বস্তুতঃ বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথেও গ্রন্থাগার যুক্ত। কাজেই এই সব 'সেবা' গ্রন্থাগারের মাধ্যমে করলে যেমন ছাত্র-ছাত্রী ও জনগণ উপকৃত হবে তেমনি গ্রন্থাগারের মূল্যমান সাধারণের কাছে স্বভাবতঃই বেড়ে যাবে—বেড়ে যাবে গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্মান। পাবলিক লাইব্রেরী, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে এই সব কাজ বিশেষ গ্রহণীয় ও প্রয়োজনীয় মনে হয়।

৭। অপেক্ষাকৃত কম খরচে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই সুষ্ঠু পরিচালনা সহজসাধ্য। পাবলিক লাইব্রেরী এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারেই এই কাজগুলি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। দ্বিতীয় দফায় যে কারণ বলা হয়েছে সেই কারণেই গ্রন্থাগারই প্রাপ্তবয়স্ক প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হওয়া উচিত। পাবলিক ও গ্রামীণ লাইব্রেরীতেই এই ব্যবস্থা করা উচিৎ।

৮। বিদেশী ভাষা শিক্ষা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সুষ্ঠু পরিচালনা অর্থনৈতিক কারণে সুসঙ্গত মনে হয়। বস্তুতঃ বড় বড় স্পেশাল লাইব্রেরী লিঙ্গুয়াফোনের (Linguaphone) সাহায্যে শুধু গ্রন্থাগার কর্মীদের নয় এমন কি বিশেষজ্ঞ এবং বৈজ্ঞানিক পাঠকদেরও অতি সহজে ভাষা শিখতে সাহায্য করতে পারে। একই উপায়ে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য স্থানীয় ভাষাও লাইব্রেরীর মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব। বড় পাবলিক ও বড় স্পেশাল লাইব্রেরীতে এই ব্যবস্থা করা সম্ভব। এর ফলে অনেক বিদেশীও লাইব্রেরীর মাধ্যমে সহজে স্থানীয় ভাষা শিখতে পারবে।

৯। আন্তঃগ্রন্থাগার পুস্তকাদি আদান-প্রদান করা সব প্রকার গ্রন্থাগারের পক্ষেই প্রায় আবশ্যিক কর্মের মত একান্ত প্রয়োজনীয়। যদিও আমাদের দেশের বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ এই সেবার গুরুত্ব এখন পর্যন্ত সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছেন বলে মনে হয় না। ফলে বহু পাঠাগারে এখনও এর প্রবর্তন হয়নি।

১০। বাড়ীতে বাড়ীতে প্রয়োজনীয় বই সংবাদ ও তথ্যাদি পরিবেশনের ব্যবস্থা পাঠকগোষ্ঠিকে পুরোপুরি গ্রন্থাগার নির্ভরশীল ক'রে তুলতে পারে—এক কথায় সহজেই তাদের তৃপ্ত ও অভিভূত করতে পারে। বড় বড় স্পেশাল লাইব্রেরী এবং পাবলিক লাইব্রেরী এই সেবার প্রবর্তন করতে পারে।

১১। ডকুমেণ্ট রিপ্রোগ্রাফী (Document Reprography): চাহিদা অনুযায়ী কোনও তথ্য বা পুস্তক অন্য গ্রন্থাগার থেকে আনিয়ে তাদের ফটোগ্রাফ করে মাইক্রোফিল্ম

(microfilm), ফটোস্ট্যাট কপি (Photostal copy), মাইক্রোকার্ড (Microcard) অথবা মাইক্রোফিস (Microfiche) প্রভৃতিতে পরিবর্তিত করে পাঠককে পরিবেশন করলে ডকুমেন্ট রিপ্রোগ্রাফীর সেবা করা হল বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ আলোক চিত্রের সাহায্যে পুস্তকাদি বা তথ্যাদির সংরক্ষন ও প্রয়োজনানুসারে পরিবেশনকেই ডকুমেন্ট রিপ্রোগ্রাফী বলা হয়। অর্থনৈতিক কারণে সর্বপ্রকার গ্রন্থাগারে এর প্রবর্তন সম্ভব নয়। বড় বড় স্পেশাল লাইব্রেরী, INSDOC এবং IASLIC প্রভৃতির পক্ষেই এই কাজ সম্ভব। গবেষণার জন্যই এই সেবার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে তাই সর্বপ্রকার গ্রন্থাগারের এই সেবা প্রবর্তনের তেমন প্রয়োজন নেই মনে হয়।

১২। অনুবাদ করার ব্যবস্থা সম্বন্ধে একাদশ দফায় যা বলা হয়েছে তাই বলা যেতে পারে। অর্থাৎ গবেষণার জন্যই এর বিশেষ প্রযোজন রয়েছে কিন্তু সর্বপ্রকার গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয় অথবা সম্ভব নয়। বড় বড় স্পেশাল লাইব্রেরী, INSDOC এবং IASLIC প্রভৃতির পক্ষে এই কাজ সম্ভব এবং গ্রহণীয় মনে হয়।

১৩। পাঠাগারের পাঠকগোষ্ঠীর জন্য গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তরের নির্দিষ্ট দিন ও সময় রাখা প্রায় সর্বপ্রকার গ্রন্থাগারের পক্ষেই প্রয়োজনীয় মনে হয়। এতে পাঠক ও পাঠাগারের সম্পর্ক আরও নিবিড় হবার সম্ভাবনা।

১৪। ব্যক্তিগত ভাবে পাঠকদের সাথে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় সর্বপ্রকার গ্রন্থাগারেই করা উচিৎ। এতে পাঠকগোষ্ঠী ও গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং সকলেই বিশেষ উপকৃত হতে পারে।

১৫। ধর্ম, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক লেখার প্রতিযোগিতাও গ্রন্থাগারের মাধ্যমে পরিচালনা করা যেতে পারে। অবশ্য প্রধানতঃ পাবলিক লাইব্রেরী বিভিন্ন বিষয়ে এবং বড় বড় স্পেশাল লাইব্রেরী নিজ নিজ বিষয়ে এই ধরণের প্রতিযোগিতা সহজেই প্রবর্তন করতে পারে।

১৬। তথ্যাদি সহজে ও অতি দ্রুত সরবরাহের জন্য ভারতের বিভিন্ন বড় বড় স্পেশাল লাইব্রেরীতে টেলাকস্ মেসিন (Telax Machine) প্রবর্তন বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে হয়। এই মেসিনের সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি টাইপ করা অবস্থায় এক গ্রন্থাগার থেকে অন্য গ্রন্থাগারে অতি দ্রুত পাঠান সম্ভব। এই মেসিনের ফলে যেমন সময়ের সদ্ব্যবহার সম্ভব হবে তেমনি ইউনিয়ন ক্যাটালগ প্রভৃতির কোন দিনই out of date অর্থাৎ পুরান হবে না। অবশ্য অর্থনৈতিক কারণ, কলাকুশলীর অভাব এবং বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের জন্য কতদিনে যে এই ধরণের ছোট ছোট একান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি ভারতীয় গ্রন্থাগারসমূহে ব্যবহৃত হবে তা অনুমান করা বর্তমানে দুরূহ।

১৭। পুস্তক ও পত্র পত্রিকাদির বিনিময় যে কোনো বড় গ্রন্থাগারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু বড় বড় গবেষণাগারসমূহ ও তাদের সাথে যুক্ত বড় বড় স্পেশাল লাইব্রেরীগুলি যাদের নিজস্ব প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রপত্রিকা আছে তাদের ছাড়া

অন্তদের পক্ষে বিনিময় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা অসম্ভব। অবশ্য প্রতি গ্রন্থাগারের অপ্রয়োজনীয় পত্রপত্রিকাদিও পুস্তকাদি অপর কোনও গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে হতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে কোন কেন্দ্রীয় বিনিময় সংস্থার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সেই সব পুস্তকাদি বিনিময় করা যেতে পারে। বিনিময় প্রথা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচায় এবং বৈদেশিক সম্পর্ক মধুর করে তুলতে সহায়তা করে তাছাড়া স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলিরও ব্যয় সঙ্কোচে সহায়তা করে। বস্তুতঃ Library Advisory Committee এই রকম ব্যবস্থা প্রবর্তনের নির্দেশ করেছিলেন।

১৮। পাঠাগারের অভ্যন্তরে পুস্তক ব্যবসায়ীদের সৌজন্যে ও সহায়তায় পুস্তকাদির প্রদর্শনী ব্যবস্থা সহরের গ্রন্থাগারের পক্ষে সহজসাধ্য। একই উপায়ে বড় বড় স্পেশাল লাইব্রেরীও নিজ নিজ বিষয়ের পুস্তকাদি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারে। এতে গ্রন্থাগার কর্মী, পাঠক ও পুস্তক ব্যবসায়ীদের সকলেরই যথেষ্ট সুবিধা হবার কথা।

১৯। সর্বভারতীয় বা স্থানীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে অন্ততঃ বৎসরে একবার গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন করা উচিৎ। এতে গ্রন্থাগারের প্রচার বেড়ে যায় এবং পাঠক-গোষ্ঠীও নানাবিধ সেবা পেয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারে। প্রকৃত পক্ষে বৎসরের সব সময়ে নিয়মিতভাবে সমস্ত গ্রন্থাগারের পক্ষে এই সব সেবা চালিয়ে যাওয়া নানা কারণে সম্ভব নাও হতে পারে। কাজেই অন্ততঃ এক সপ্তাহ ধরে এই সব সেবার কিছু কিছু করলে শুধু যে প্রচার হবে তা নয়—গ্রন্থাগার কি করতে পারে এই সম্বন্ধে জনসাধারণের সন্দেহেরও অবসান হবে।

২০। বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগারের বাইরে, গ্রন্থাগাব সম্বন্ধীয় বিশেষ আলোচনার ব্যবস্থা গ্রন্থাগার কর্মী ও পাঠকগোষ্ঠীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে হয়। বস্তুতঃ এতে 'প্রচার' হয় তাছাড়া গ্রন্থাগার সম্বন্ধে জনসাধারণ সমধিক অবহিত হতে পারে আর গ্রন্থাগার কর্মীরা নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে অধিক সচেতন হতে পারে। অবশ্য একমাত্র জাতীয় গ্রন্থাগার এই কাজ গ্রহণ করতে পারে, অন্য গ্রন্থাগারের পক্ষে এই কাজ সহজসাধ্য নয় অথবা বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে হয় না। প্রকৃত পক্ষে এই কাজ স্থানীয় অথবা সর্ব-ভারতীয় গ্রন্থাগার এসোশিয়েসন বা পরিষদগুলিই প্রবর্তন করে আসছে এবং তাঁদের পক্ষেই এই সব করা উচিৎ।

২১। এখানে প্রধানতঃ প্রত্যক্ষভাবে পাঠকদের সেবার কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে গ্রন্থাগার কর্মীদেরও কিছু সুযোগ ও সুবিধা করে দিতে পারে এই রকম কিছু সেবার ও প্রয়োজন আছে। কারণ এতে গ্রন্থাগার কর্মীরা প্রেরণা পায় এবং পরোক্ষভাবে নিশ্চিন্তে তাদের কর্তব্য বিশেষতঃ পাঠকগোষ্ঠীর সেবা করতে পারে। স্থানীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে অথবা অত্যন্ত বড় বড় গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগার কর্মীদের আর্থিক সাহায্য দেবার উদ্দেশ্যে পাঠাগার সমবায় সংস্থা বা উপসংস্থার প্রবর্তন ও পরিচালনা একান্ত প্রয়োজন মনে হয়। এই একুশতম দফাটি নিতান্তই পরোক্ষ বলে অনেকেই

'অতিরিক্ত সেবার' অন্তর্ভুক্ত করতে আপত্তি করতে পারেন। কিন্তু এর কার্যকারিতা এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষে প্রয়োজনীয়তা কেউই বোধ হয় অস্বীকার করতে পারবেন না।

২২। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে ছোট সহরে এবং বড় বড় গ্রামে কৃষ্টিমূলক উৎসবাদি পালন করা সহজসাধ্য মনে হয়। বস্তুতঃ এর মূল্য পরোক্ষ বলেই অনেকেই এই দফাটিকেও 'অতিরিক্ত সেবার' সূচী থেকে বাদ দিতে চাইবেন। কিন্তু এর পরোক্ষ প্রভাব ও মূল্য বোধ হয় অস্বীকার করতে পারবেন না। অবশ্য এই সব কাজ স্থানীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সৌজন্যে ও উদ্যোগেই করা সম্ভব। খুব ছোট গ্রামীন গ্রন্থালয়ে আর্থিক সাহায্য ব্যতিরেকে এগুলি সার্থক করে তোলা সহজসাধ্য নয়। এছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগারের মত বড় বড় গ্রন্থাগার এই ধরণের উৎসবাদি পালন করতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি এই সব উৎসবাদির 'প্রচার' মূল্যও যথেষ্ট বলা যায়।

উপরোক্ত বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বা সর্বভারতীয় পর্যায় IASLIC অথবা ILA প্রভৃতি এসোসিয়েশন একটি বিশেষ আলোচনাচক্র পরিচালনা করলে বিশেষ সুফলের আশা আছে।

বস্তুতঃ 'অতিরিক্ত সেবা' ছাড়া গ্রন্থাগারসমূহের তথা গ্রন্থাগার কর্মীদের উন্নতি সুদূর পরাহত।

রেফারেন্স এবং গ্রন্থপঞ্জী

1. A. L. A. Chicago—Library extension, 1926.
2. Chatterjee, Amitabha—Library Publicity work. Herald Library Science of 4(2) : 150—157, 1965.
3. Enser—Branch Library
4. I. S. I.—Indian standard specification for Librachine (15 : 2661—1964)
5. Joeckel, C. B.—Library extension problems & Solutions Chicago Univ. Press, 1946
6. Loizeaux, H. P.—Publicity Primer : An. ABC of public Library 3rd ed. Newyork, H. Wilson, 1943.
7. Mccolvin. L. R.—Library Extension work & Publicity London, Grafton Co. 1927
8. Mecolvin L. R.—Public Library extension. Paris, UNESCO, 1951.
9. Mukherjee, Subodh—Granthagar Vijnan (Bengali), 1364 (Bengali year)
10. Ward, G. O.—Publicity for Public Libraries········ N. Y.—H. Wilson, 1935.

Extension of library services
By—S. R. Banerjee

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৬, সংখ্যা ২ } { ১৩৭৩, জ্যৈষ্ঠ

॥ সম্পাদকীয় ॥

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উপদেষ্টা পর্ষৎ

সংবাদপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মহলের সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি গ্রন্থাগার বিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দেবার জন্য একটি গ্রন্থাগার উপদেষ্টা পর্ষৎ গঠন করেছেন। পর্ষতের সভাপতি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী; এছাড়া এতে ভারত সরকার মনোনীত ৫ জন, সংসদ থেকে ৩ জন (২ জন লোকসভা থেকে ও ১ জন রাজ্য-সভা থেকে), ভারত সরকারের অনারারী লাইব্রেরী অ্যাডভাইসার, কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, যোজনা কমিশনের শিক্ষা-বিষয়ক পরামর্শদাতা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে মনোনীত একজন, প্রত্যেক রাজ্য সরকার থেকে একজন করে মনোনীত সদস্য, ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদগুলির প্রত্যেকটি থেকে একজন (?), সর্ব-ভারতীয় পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশন সমিতি, ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশন রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং, ভারতীয় বয়স্ক শিক্ষা পরিষদ, ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট এবং চিলড্রেন্স বুক ট্রাস্ট-এর প্রত্যেকটি থেকে একজন করে সদস্য নেওয়া হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের কার্যকাল হবে পাঁচ বৎসর।

প্রকৃতপক্ষে চতুর্থ যোজনাকালে গ্রন্থাগারের উন্নয়ন কী রকম হবে—সেই সম্পর্কে বিবেচনার জন্য পরিকল্পনা কমিশন একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করেছিলেন তারই রিপোর্ট অনুযায়ী এই পর্ষৎ গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিষয়ে এই পর্ষতের কাছে যে সব পরামর্শ চেয়ে পাঠাবেন সেগুলি তো বটেই, তাছাড়া দেশে গ্রন্থাগার সংস্থাপন, গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও পুনর্গঠন, গ্রন্থা-গারের জনপ্রিয়করণ ও সমন্বয়সাধনে এই পর্ষৎ সাধারণ ভাবেও পরামর্শ দেবেন।

ওয়ার্কিং গ্রুপের সুপারিশ অনুসারে চতুর্থ যোজনাকালে এ কাজের জন্য আপাততঃ ২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পরবর্তী পরিকল্পনাকালেও এই পর্ষতের উপদেশ গ্রহণ করা হবে।

এই পর্ষৎ সম্পর্কে বিস্তারিত কোন বিবরণ আমরা এখনও পাইনি। তবুও গ্রন্থাগার উপদেষ্টা পর্ষৎ গঠনের এই সরকারী প্রচেষ্টা যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একথা বলায় দ্বিধার কোন কারণ দেখি না।

বর্তমানে সকল সভ্য দেশেই সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নীতি স্বীকৃত। বর্তমান যুগে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা সমন্বয় সাধন ব্যতীত চলতে পারে না। 'গ্রন্থাগার' ও 'গ্রন্থাগারিকের' সংজ্ঞা বর্তমানে আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বর্তমানে গ্রন্থাগারকে শুধুমাত্র পুস্তকের সংগ্রহই বোঝায় না, এবং গ্রন্থাগারিকও কেবলমাত্র গ্রন্থের ভাণ্ডারী নন। গ্রন্থাগার মূলতঃ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। গণতান্ত্রিক দেশে সাধারণ গ্রন্থাগার জনসাধারণের বিশ্ববিদ্যালয়। তাই আমরা দেখতে পাই বৃটেন, আমেরিকা, স্ক্যাণ্ডানেভিয়ার দেশগুলি, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কানাডায় চমৎকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রয়েছে—আর এসব দেশের জনসাধারণের গ্রন্থাগারে প্রবেশের অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে। শুধু একটি গ্রন্থাগারের পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেরাই নয়-- দেশের দূর দূর প্রান্তের মানুষও আন্তঃ-গ্রন্থাগার বিনিময়ের মাধ্যমে অন্যান্য গ্রন্থাগারের সমস্ত সামগ্রী ব্যবহারের সুযোগও পেয়ে থাকে। গ্রন্থযানের সাহায্যে ও ডাকযোগে এইসব সামগ্রী তাদের পাঠান হয়!

আমাদের দেশে এতকাল মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাগ্যবানই গ্রন্থাগার ব্যবহারের—তথা শিক্ষা-সংস্কৃতির সুযোগ পেয়ে এসেছেন। দেশ স্বাধীন হলেও আমাদের দেশে এই দীর্ঘ কয়েক বছরের মধ্যে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি। অথচ আমাদের দেশে গণতন্ত্রকে দৃঢ়-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দেশে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার যে অসঙ্গতি ও অপ্রাচুর্য রয়েছে তা অবিলম্বে দূর করতে হবে। সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নীতি আমাদের দেশের পক্ষে আরো অধিকভাবে প্রয়োজ্য, কেননা, তাতে আমাদের মত গরীব দেশের অপচয়ও রোধ করা হবে। বিশেষ করে, জনসাধারণকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া আমাদের মত গণতান্ত্রিক দেশের প্রধান কর্তব্য। লাইব্রেরী পরিষদগুলির গ্রন্থাগারের মনোন্নয়নের ক্রমাগতঃ দাবীতে এবং জনসাধারণ এ বিষয়ে ক্রমশঃ সচেতন হয়ে ওঠার ফলে সরকারও এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু শুধু সরকারী প্রতিনিধিদের দিয়ে এই ধরণের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করলে তা গণতান্ত্রিক তো হয়ই না কতদূর কার্যকরী হয় তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমাদের মনে হয়, গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অধিকসংখ্যায় এই সকল কমিটিতে রাখা প্রয়োজন। তাছাড়া রাজ্য পর্যায়েও অনুরূপ কমিটি গঠিত হওয়া প্রয়োজন।

১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি ছিল একটি সাময়িক কমিটি; রিপোর্ট দাখিল করেই তাঁদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি একটি স্থায়ী সংস্থা হতে চলেছে। এর জন্য নিশ্চয়ই নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করাও প্রয়োজন হবে। কিন্তু এই ধরণের একটি Statutory কমিটির কাজের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আইন ছাড়া গত্যন্তর নাই—একথা আমরা বহুবার বলেছি। তা না হলে সর্বৎ ভাল করা দূরে থাকুক, গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিকাশের অন্তরায়ও হতে পারে।

Editorial : Libraries' Advisory Board.

পুস্তক-সূচীর ইতিহাস ঃ ১৭০০- -১৮১০

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

বিশেষ বিষয়ের পুস্তকসূচী ঃ ১৭০০—১৭৯০

এই সময়ে বিভিন্ন ধর্ম-মতাবলম্বীদের দ্বারা নানা দেশে, ধর্ম-মতাবলম্বীদের লেখার বহু পুস্তকস্‌চী প্রকাশিত হয়। এখানে সব পুস্তকস্‌চীর বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। ১৭১৬ সাল থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে ১৫ খানিরও অধিক পুস্তকস্‌চী প্রকাশিত হয়। আমরা কেবল মাত্র কয়েকখানি নামকরা পুস্তকস্‌চীর উল্লেখ করবো।

Jacques Lelong (১৬৬৫—১৭২১)। ইনি ২২ বৎসরের অধিক কাল ফ্রান্সের Oratoire-এর গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন ও অঙ্কে ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি ১৭০৯ সালে প্রথম পুস্তকস্‌চী প্রকাশ করেন: Bibliothe'ca Sacra, এই স্‌চীতে Bible-এর সকল সংস্করণ এবং সর্বপ্রকারের টীকার উল্লেখ আছে। পরে ইনি প্রকাশ করেন ফ্রান্সের ইতিহাসের উপরে লেখা পুস্তকের একখানি স্‌চী Bibliothe'que historique de la France···প্রকাশিত হয় ১৭১৯ সালে, ১ম খণ্ড, in-folio, ১১০০ পৃষ্ঠা। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ৫ খণ্ডে—প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৬৮ সালে এবং বাকি ৪টি খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৬৮ থেকে ১৭৭৮ সালের মধ্যে। এই সংস্করণের সম্পাদনা করেন Charles Marie Fevret de Fontette (১৭১০—১৭৭২)। এই সংস্করণে ৪৮,০০০ পুস্তকের উল্লেখ আছে।

Ceillier, Dom Remi: ইনি প্রকাশ করেন L'histoire ge'ne'rale des auteurs sacres et ecclesiastiques qui contient leur vic, le catalogue, la critique, le jugement, la chronologie, l'analyse et le de'nombrement de leurs onvrages; বইখানি প্রকাশিত হয় ২৩ খণ্ডে, ১৭২৯ থেকে ১৭৬৩ সালের মধ্যে।

Camus, Armand-Gaston (১৭৪০—১৮০৪)। ফরাসী বিপ্লবের পর ইনি গ্রন্থাগার সংগঠনে বিশেষ সহযোগিতা করেন এবং National Archuves-এর রক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৭৭২ সালে ইনি প্রকাশ করেন Lettres sur la profession d'avscat et les etudes necessaires pour se rendre capable de l'exercer. On y joint un catalogue raisonne des livres utiles a un avocat. এই বইখানির ১৭৭৭, ১৮০৫, ১৮১৮, ১৮৩০-৩২ সালে ৫টি সংস্করণ হয়। ৪র্থ ও ৫ম সংস্করণ A. M. Dupin'র দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং পরিবর্দ্ধিত হয়। ১৮০৫ সাল থেকে এই পুস্তকের নাম হয়: Lettres sur la profession d'avocat et bibliotheque choisie des livres de droit. স্‌চীর অংশ ৯টি ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক পুস্তক সম্বন্ধে সমালোচনা সম্বলিত।

Jean-Francois Se'gurier (১৭০৩—১৭৮৪)। ইনি ১৭৪০ সালে প্রকাশ করেন Bibliothe'ca botanica sive catalogus auctorum et librorum omnium qui de re botanica, de medicamentis ex vegetablibus paratis, de re rustica et de horti cultura tractant, বহুদিন ধরে এ বইখানি উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উপর পুস্তকের প্রয়োজনীয় পুস্তকস্থচী হিসাবে প্রচলিত ছিল।

Jean-Albert Fabricius (১৬৬৮—১৭৩৬) কবিতা, বক্তৃতা, বিজ্ঞান ও ধর্মের অধ্যাপক। ভাষা-বিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি একখানি অতি প্রয়োজনীয় পুস্তকস্থচী প্রকাশ করেন। ১৬৯৭ সালে প্রথম শুরু করেন Bibliotheca latina sive notitia autorum veterum latinorum quorumcumque scripta ad nos petvenerunt, বইখানির ১৭২১-২২এর মধ্যে পাঁচটি সংস্করণ হয়। এই সংস্করণগুলি হয় Humburg-এ এবং পরে ১৭২৮ সালে ভেনিসে একটি সংস্করণ হয় এবং পরে F. A. Ernesti'র দ্বারা সম্পাদিত হয়ে একটি সংস্করণ হয়; এই দ্বিতীয় সংস্করণ ১৭৭৩-৭৪ সালে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। পরে Bibliotheca greca, Hamburg, ১৭০৫ ও ১৭০৮, ৩য় সংস্করণ ১৭১৮—১৭২৮, ১৪ খণ্ড ও Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis—Hamburg, ১৭৩৪-১৭৩৬, ৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

B. Gotthelf Struve (১৬৭১ —১৭৩৮)—এ সময়কার একজন নামকরা পুস্তক-স্থচীকার। এঁর সারা জীবনই নিযুক্ত হ'য়েছিল পুস্তকস্থচী প্রণয়নে। ইনি ছিলেন Jena বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক। পরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও ইতিহাসের অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। Gotthelf-এর প্রথম পুস্তকস্থচী হ'লো Bibliotheca juris selecta, Jena, ১৭০৩; ১৭৫৮ সালের মধ্যে এই স্থচীর ৯টি সংস্করণ হয়। পরে ১৭০৪ সালে Bibliotheca philosophica প্রকাশিত হয় এবং তার Selecta Bibliotheca historica secundum monarchias, regna secula et materias distincta ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধীয় বইয়ের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ স্থচী। তাঁর শেষ লেখা হ'চ্ছে Bibliotheca historiae litterariae selecta; প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭০৪ সালে এবং এই বইখানির ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত বহু পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এঁর আর দু'খানি পুস্তকস্থচী : Bibliotheca librorum rariorum ১৭১৯, ও Bibliotheca Saxonica (১৭৩৯), ১১৭৮ পৃঃ।

Weidler J. F. (১৬৯১—১৭৫৫) ইনি ছিলেন জ্যোতির্বিদ ও পদার্থবিদ, ও Wittenberg-এর অঙ্কের অধ্যাপক। এর প্রথম বই Bibliographica astronomica ১৭৫৫; এ বইখানি তার Historia astronomica'র পরিপূরক। এই বইখানিকে ভিত্তি করে Jerome de Leland (১৭৩২—১৮০৭) লেখেন—Bibliographie astronomique avec l'histoire de l'astronomie depuis 1781 jusqu'a 1802.

Johanne E Scheibel (১৭৩৬ —১৮০৯)—Breslau'র জ্যোতির্বিদ। এঁর পুস্তক স্থচী—Astronomische Bibliographie ১৭৮৪—১৭৯৫ সালে প্রকাশিত হয়।

Bruckmann F.-E. (১৬৯৭-১৭৫৩), Wolfenbuttel-এর চিকিৎসক। এঁর পুস্তক স্থচী—Bibliotheca animalium.

Baumer, J.-W. (১৭১৯—১৭৮৮) Erfurt বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যাপক। এঁর পুস্তক স্থচী—Bibliotheca chemica, ১৭৮৫।

Fuchs, G -F. (১৭৬০—১৮১৩) Iena'র চিকিৎসক। এঁর পুস্তকস্থচী –Versuche einer Ubersicht der chymischen Litteratur.

Boehmer, G.-R.—Bibliotheca scriptorium historiae naturalis, œconomiae aliarumque artium ac scientiarum. Lcipzig-এ ১৭৮৫-১৭৮৯ সালের মধ্যে ৯ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

Panzer, Wolfgang (১৭২৯—১৮০৪). এঁর পুস্তক স্থচী—Annalen der aelteren Deutschen Litteratur, Nuremberg ১৭৮৮-১৮০৫ ; Annales typographiei ১৭৯৩—১৮০৩, ১১ খণ্ড।

Haller, Albert von (১৭০৮—১৭৭৭) ইনি সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী। Berne-এর গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক। শারীর-বিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা ও শল্য-চিকিৎসার অধ্যাপক। এঁর স্থচী—Catalogus editionum quibus auctor in hoc opere usus est—এখানি শারীরবিদ্যা সম্বন্ধীয় বইয়ের স্থচী। এর চারখানি নামকরা পুস্তক স্থচী—Bibliotheca botanica, Zurich ১৭৭১—৭২, ২ খণ্ড, ৬৫৪ ও ৭৮৫ পৃষ্ঠা ; Bibliotheca chirurgica, Berne, ১৭৭৪—৭৫ ; ২ খণ্ড, ৫৯৩ ও ৬৯৫ পৃষ্ঠা ; Bibliotheca anatomica, Zurich, ১৭৭৪ - ৭৭ ২ খণ্ড, ৮১৬ ও ৮৭০ পৃষ্ঠা ; Bibliotheca medicinae practicae, Berne, ১৭৭৬—৮৮ ৪ খণ্ড—Manget, J.-J. সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী (১৬৫১—১৭৪২) এবং চিকিৎসক। ইনি লেখেন Bibliotheca chimica curiosa, Geneva ১৭০২ ; Bibliotheca scriptorum medicorum veterum et recentiorum, Geneva, ১৭৩১,—৪ খণ্ড।

ইংলণ্ডে ও Netherlands-এ এ সময় বিশেষ কোন পুস্তক স্থচী প্রকাশিত হয় নি। ইংলণ্ডে পুস্তকস্থচীর সুরু হবে উনবিংশ শতাব্দীতে এবং সেই সকল পুস্তকস্থচীই জগতে প্রাধান্য লাভ করবে।

Edward Harwood (১৭২৯-৯৪), ইংরাজ ভাষাতত্ত্ববিদ। ইনি ১৭৭৫ সালে লণ্ডনে প্রকাশ করেন : A view of various editions of the Greek and Roman classics with remarks, বইখানির ১৭৭৮, ১৭৮২ ও ১৭৯০ ও ১৭৯৩ সালে সংস্করণ হয়।

Maittaire, Michel (১৬৬৮—১৭৪৭) ; Annales typographiei, Hague ১৭১৯-১৭৪১, ৯ খণ্ড।

Douglas, James—Scotland এর চিকিৎসক (১৬৭৫—১৭৪২) Biblio-

graphiae anatomicae specimen sive catalogus omnium pene auctorum qui ab Hippocrate ad Harveum rem anatomicam scriptis illushtrarunt— London, ১৭১৫, Leyden ১৭৩৪।

Holland-এ L. Th. Gronovius ১৭৬০ সালে প্রকাশ করেন Bibliotheca regni animalis atque lapidici, Leyden, ৩২৬ পৃষ্ঠা।

Sweden: Pierre Artedi (১৭০৫—১৭৩৫) প্রকাশ করেন Ichtyologia sive opera omnia de piscibus, Leyden, ১৭৩৮, বইখানি ৪ ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ হলো Bibliotheca ichthyologica:

Italy: Camerarius-এর পর কৃষি সম্বন্ধীয় পুস্তকের দ্বিতীয় পুস্তক সূচী প্রকাশ করেন Marco Lastri (১৭৩১—১৮১১) Bibliotheca georgica ossia catalogo ragionato degli scrittori di agricoltura, veterinaria, agrimensura, meteorologia, economia pubblica caccia pesca, spettanti all' Italia, Florence, ১৭৮৭।

Angello Comte: Bibliographica storico-critica dell' architettura civile arti subalterne, Rome, ১৭৮৮—১৭৯৪, ৩ খণ্ড। কলা সম্বন্ধীয় পুস্তক সূচী।

সাধারণ পুস্তক-সূচী

১৮ দশ শতাব্দীতে কেবলমাত্র একখানি সত্যিকারের সাধারণ পুস্তকসূচী প্রণয়ন করবার চেষ্টা হ'য়েছিল। এই পুস্তক সূচীর ভিত্তি ছিল নানা পুস্তক প্রদর্শনীর পুস্তকসূচী: বইখানি Thomas Georgi', Leipzig-এর পুস্তক ব্যবসায়ী ৫ খণ্ডে ও ৩ খানি পরিপূরক খণ্ডে ১৭৪২—১৭৫৮ সালে প্রকাশ করে। এই সূচীর নাম Allgemeines Biicher-Lexicon. ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত সকল দেশের ছাপা পুস্তক এই সূচীতে সংকলিত হ'য়েছে।

এই সময়ে আর কোন সাধারণ পুস্তক-সূচী প্রকাশিত না হ'লেও কলা হিসাবে প্রাচীন বইয়ের নানা সংকলন প্রকাশিত হ'য়েছিল। প্রথম সত্যিকারের লক্ষনীয় পুস্তক-সূচী হচ্ছে Guill.-Fr. De Bure (১৭৩১—৮২) প্রণীত—Bibliographie instructivc on traite de la connaissance des livres rares et singulies, ১৭৬৩—১৭৬৮ সালের মধ্যে ৭ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রের উপর সকল ভাষায় লেখা বইয়ের সংকলন। আর একখানি নাম করা সূচী হ'লো J.-B. Osmont'-র Le dictinnaire typographique, historique et critique des livres rares, singulier, estimes et recherches en tous genres.

অন্যান্য দেশেও এ ধরণের চেষ্টা চলে। J. Vogt (১৬৯৫-১৭৬৪)—Catalogus

historico - criticus librorum rariorum, Hamburg ; ৫ম সংস্করণ—Francfort, ১৭৯৩, ৯১৪ পৃষ্ঠা।

David Clemment (১৭০১—১৭৬০)—Go ttingen-এ ১৭৫০—১৭৬০ সালের মধ্যে ৯ খণ্ডে প্রকাশ করেন La bibliotheque curieuse, historique et critique ou colatogue raisonne des livres rares et difficiles a trouver.

J.-J. Bauer, Nuremlerg-এ ৭ খণ্ডে ১৭৭০—৯১ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয় Bibliotheca librorum rariorum.

এ সময়ে ইংলণ্ডে এ ধরণের কোন সংকলন প্রকাশিত হয় নি।

জাতীয় পুস্তক-সূচী

ফ্রান্সে : Saint-Maur ধর্ম সঙ্ঘের দ্বারা এ সময় প্রকাশিত হয় Histoire litteraire de la France ১৭৩৩—১৭৬৩, ১২ খণ্ড। উপস্থিত বইখানি পরিবর্ধিত হ'তে হ'তে ৩৮ খণ্ডে দাঁড়িয়েছে। এই বইখানিতে ১৪ দশ শতাব্দী পর্যন্ত ফরাসী লেখকদের লেখা সংকলিত হ'য়েছে।

Goujet - Cl - P. Bibliotheque francoise, ১৭৪০—১৭৫৬ সালে ১৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ছাপাখানার শুরু থেকে ফরাসী লেখকদের পুস্তকের সূচী।

Antoine sabatier : Les trois siecles de notre litterature ou tableau de l'esprit de nos ecrivins depuis Francois ler, Amsterdam. ১৭৭২, ৩ খণ্ড, ৫ম সংস্করণ ১৭৮৮, ৪ খণ্ড।

এই সময়ে জীবিত লেখকদের পুস্তকের কয়েকখানি সূচী প্রকাশিত হয়।

Jacques d' Hebrail ও Joseph de La Porte ১৭৬৯-১৭৮৪ সালের মধ্যে ৬ খণ্ডে France litteraire প্রকাশ করেন। এই সূচীর মধ্যে ফ্রান্সের জীবিত লেখকদের ও ১৭৫১ সালের মধ্যে মৃত লেখকদের লেখার উল্লেখ আছে।

Morin d' Herouville. ১৭৫৮-১৭৬৩ সালের মধ্যে ১১ খণ্ডে প্রকাশিত— Annales typographiques on notice des progres des connaissances humaines.

Bellepierre de Nenve-Eglise : Catalogue hebdomadaire ou liste des livres, estampes, cartes, qui sont mis en vente chaque semaine tant en France qu'en pays etrangers, এই সূচী ১৭৬৩-১৭৮১ সালের মধ্যে ১৯ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। পরে ১৭৮২—১৭৮৯ সালে এই পুস্তকসূচী Journal de la librairie ou catalogue hebdomadaire contenant par ordre alphabetique les livres tant nationaux qu'etrangers, ২০—৩৭ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

গ্রেট ব্রিটেনে : Thomas Tanner (১৬৭৪—১৭৩৫) Bibliotheca Britannico

Hibernica sive de scriptoribus qui in Anglia, Scotia et Hibernia ad saeculi XVII initium floruerunt, ১৭৪৮.

William ও Robert Bent এবং পরে Thomas Hodgson ১৭৭৩ সাল থেকে পুস্তকসূচী প্রণয়ন করতে শুরু করেন এবং ১৮৩৭ সালের মধ্যে প্রায় ৪০ খানি পুস্তকসূচী প্রকাশ করেন। এই সব পুস্তকসূচী থেকে Thomas Besterman তার World bibliography সংকলন করেন। William Bent, ১৭০০—১৮০০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত বই London catalogue of books-এর মধ্যে সংকলন করেন।

নেদারল্যাণ্ড: Foppens, J. Fr. Bibliotheca Belgica sive virorum in Belgio vitae, scriptique illustrium catalogus librorumque nomenclatura usque ad ann 1680, Brussels, ১৭৩৯, ২ খণ্ড, ১২০৩ পৃষ্ঠা।

Abkoude, J. van (১৭২৬ – ১৭৬১)—Naamregister of verzaameling van Neder-duytsche boeken, ১৭৪৩, এই সূচীতে ১৬৪১—১৭৪১ সালে প্রকাশিত বই সংকলিত হ'য়েছে। ১৭৪৪ ও ১৭৫৫ সালে এর দুটি পরিপূরক প্রকাশিত হয়।

ইতালী: Fontanini, Juste (১৬৬৬—১৭৩৬) রোমের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ইনি ১৭০৬ সালে একখানি ১৫৯ পৃষ্ঠা সূচী প্রণয়ন করেন। বইখানি খুব বেশী প্রয়োজনীয় হ'য়েছিল, ফলে ১৮০৩ সাল পর্যন্ত সম্পাদিত হয়: Della eloquenza italiana. Aggiuntovi un catalogo delle opere piu eccellenti che intorno alle principali arti e facolta sono state scritte in lingua italiana. ২য় সংস্করণ ও ৩য় সংস্করণ ১৭২৪ ও ১৭২৬ সালে রোমে প্রকাশিত হয়। ৪র্থ সংস্করণ, ভেনিসে ১৭২৭, ৩২০ পৃষ্ঠা। পরের সংস্করণগুলি ১৭৩১, ১৭৩৬ (Rome) ১৭৩৭ (Venice)এ প্রকাশিত হয়।

Nicolas Haym (১৭৩০)। ইনি জার্মান, কিন্তু লণ্ডনে বাস করতেন এবং লণ্ডনেই তাঁর মৃত্যু হয়। ইনি London-এ ১৭২৬ সালে প্রকাশ করেন—Notizia di librirari nella lingua italiana divisa in quattro parti principali cioe, istoria, poesia, prosa, arti e scienze ৩০২ পৃষ্ঠা। প্রথম সংস্করণ ১৭২৮, ২য় ও ৩য় সংস্করণ ১৭৩৬ ও ১৭৪১ সালে ভেনিসে প্রকাশিত হয়। ৪র্থ সংস্করণ Milan-এ এবং ৫ম সংস্করণ মিলানে পরিবর্ধিত হ'য়ে প্রকাশিত হয়।

স্পেনে: Nocolas Antonio: ১৬৭২ সালে প্রকাশিত দুইখানি Bibliotheca, ১৭৮৩ ও ১৭৮৮ সালে নতুন করে সম্পাদিত হয়।

Machads, Diego Barbosa (১৬৮২ – ১৭৭২): ১৭৫৯ সালে ৪ খণ্ডে প্রকাশ করেন Bibliotheca Lūsitana historica critica et chronologica.

বিশেষ বিষয়ের উপর পুস্তকসূচী: ১৭৯০—১৮১০

Charles Nodier (১৭৮০ – ১৮৪৪)। ইনি ছিলেন কবি, ভাষাবিদ, ঐতিহাসিক এবং ঔপন্যাসিক। বিবলিওগ্রাফির উপর তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। ইনি ছিলেন

পুস্তক প্রেমিক। ১৮২৪ সালে Bibliothe'que de l' Arsenal-এর গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হন এবং ১৮৩৪ সালে Bulletin de bibliophile-এর সম্পাদনা করতে থাকেন। যুবা বয়সে ইনি প্রকৃতি-বিদ্যা বড় ভালোবাসতেন এবং ১৮০১ সালে তিনি Bibliographie entemologique প্রকাশ করেন। এই পুস্তকসূচীর অন্তর্গত বইগুলির বর্ণনার উপর তিনি বেশী জোর দেন। ১৮৩৪ -৩৫ সালে তিনি Bulletin de bibliophile-এর একটি supplement প্রকাশ করেন: Notices bibliographique, philologique et litteraires. এই supplement-এর মধ্যে আছে একখানি Bibliographie de fous (Bibliographic of maniacs) ও De quelques ouvrages eceentriques. পরে তিনি নিজের এবং অন্য ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকায় বহু উন্নতি সাধন করেন।

Gille Boucher de La Richarderie (১৭৩৩ – ১৮১০)। ইনি ছিলেন আইনের লোক কিন্তু আইনের ব্যবসায় ছেড়ে তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করেন এবং ১৮০৮ সালে Bibliothe que universelle des voyages, ৬ খণ্ডে প্রকাশ করেন।

১৮১০ সালে Victor-Donatien de Musset (১৭৬৮ – ১৮৩২) Bibliographie agronomique প্রকাশ করেন। ইনি ছিলেন, সাহিত্যিক ও প্রকাশক। এই সূচীর পৃষ্ঠা সংখ্যা হ'লো ৪৫৯। এই সূচীর অন্তর্ভুক্ত বইগুলির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা দেওয়া আছে।

এ সময়ে জার্মানীতে বিশেষ বিষয়ের উপর যে সব পুস্তকসূচী বার হয় তা প্রায় সবই exact Sciences-এর উপর। কয়েকখানি নামকরা সূচী হ'লো: Baldinger, E. - G. (১৭৩৮—১৮০৪) উদ্ভিদ বিদ্যার উপর, Marburg, ১৮০৪ ; Kæstner, A. G. (১৭১৯ —১৮০০), অঙ্কশাস্ত্রের উপর, Gottingen, ১৭৯৬—১৮০০ ; Murhard (১৭৭৮ — ১৮৫৩)—পদার্থ বিদ্যা ও অঙ্ক শাস্ত্রের উপর, Cassel ১৭৯৭ ; G. F. Chr. Fuchs—রাসায়ন বিদ্যার উপর, Jena ১৮০৬ – ১৮০৮।

ইতালীতে: Filippo Re (১৭৬৩ – ১৮১৭), Bologna বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ইনি লেখেন Saggio di bibliografia georgica। ছাপা হয় Venice-এ ১৮০২ সালে। পরে পরিবর্ধিত সংস্করণ হয় ১৮০৮—১৮০৯ সালে ৪ খণ্ডে এবং বইখানির নাম হয় Dizionario ragionata di libri d'agricoltura, di veterinaria e di altre rami d'economica campestre.

স্পেনে: Ch Ant. de La Serna Santander (১৭৫২ – ১৮১৫) রাজকীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক। Brussels-এ প্রকাশ করেন Dictionnaire bibliographique choisi du XVe siecle, ৬ খণ্ড।

সাধারণ পুস্তকসূচী

এ যুগে যারা সাধারণ পুস্তকসূচী লিখেছিলেন তারা সকলেই Brunet-এর অগ্রদূত।

G. de Bure'র Bibliographic instructure বার হওয়ার পর পারীর পুস্তক

ব্যবসায়ী Ch. Cailleau ও R. Duclos প্রণীত Dictionnaite bibliographique, historique et critique des livres rares, precieux, singuliers, estímes et recherches, ১৭৯০ সালে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এর পরে Fr. Schoell-এর Repertoire de litterature ancienne ১৮০৮ সালে প্রকাশিত হয়।

Gabrich Peignot (১৭৬৭—১৮৪৯)। ইনি ছিলেন Besacon'র আইনজীবি কলাবিদ, সাহিত্যিক, ভাষাবিদ, ঐতিহাসিক, ভৌগলিক। ইনি বহু বই লিখেছিলেন কিন্তু নাম করেছিলেন বিশেষ করে পুস্তকসূচী প্রনয়ন করে। ইনি প্রথম ১৮০০ সালে প্রকাশ করেন Petite bibliotheque choisie ou catalogue raisonne d'ouvrages dans tous les genres propres a composer une collection precuieuse এবং পরে ১৮০১ সালে প্রকাশ করেন—Manuel bibliographique ou essai sur les bibliotheque anciennes et modernes et sur la connaissance des livres ও ১৮০২ সালে প্রকাশ করেন Dictionnaire critique, litteraire et bibliographique des principaux livres condamnes au feu, supprimes et censures। ১৮০৪ সালে প্রকাশ করেন ১০০ ফ্রাঁ অপেক্ষা বেশী দামের বইয়ের সংকলন: Essai curiosites bibliographique, এর একখানি নাম করা বই হ'লো Dictionnaire raesonne de bibliologie, continant l'explication de principaux termes relatifs a la bibliographie, a l'art typographique, a la diplomatique, aux langues, aux archives, aux manuscrits etc., des notices historiques sur les prlncipaux bibliotheques anciences et moderanes, etc.

ইংলণ্ডে Henry Klett প্রকাশ করেন Elements of general knowledge introductory to useful books of literature and science. ১৮০২ থেকে ১৮১৫ সালের মধ্যে এই বইখানির ৮টি সংস্করণ হয়। Adam Clarke প্রকাশ করেন A bibliographical dictionary containing a cronological account of the most curions books, ৮ খণ্ড, ১৮০২—১৮০৬; Th. Frognall Dibdin লেখেন An introduction to the knowledge of rare and valuable editions of the Greek and Latin; ১৮০২—১৮২৭ সালের মধ্যে ৪টি সংস্করণ হয় এবং সব শেষে প্রকাশিত হয় Thomas H. Horne-এর An introduction to the study of bibliography, ১৮১৪ ২ খণ্ড।

উপরে যে সকল পুস্তকসূচীর কথা বলা হ'লো সেগুলি প্রায় সবই নির্বাচিত পুস্তকের তালিকা।

G. Boucher de la Richarderie: ১৭৯৮ সাল থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। এই পত্রিকা ১৮৪১ সাল পর্যন্ত ছাপা হয়: Journal general ob

la litterature de France avec indication bibliographique deses livres nouveaux de tous genres, cartes geographiques, gravures et oeuvres de musique qui paraissent en France. পরে ১৮৩১ সালে P. W. Loos—এর দ্বারা সম্পাদিত Journal general de la litterature etrangere (১৮০১) উপরিউক্ত পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই দুইটি পত্রিকা মিলে মোট ৪০টি খণ্ড প্রকাশিত হয়।

পারীর পুস্তক ব্যবসায়ী Pierre Roux ২১শে সেপ্টেম্বর ১৭৯৭ থেকে, ১৬ই অক্টোবর ১৮১০ সাল পর্যন্ত Journal typographique et bibliographique নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন পরে এই পত্রিকা Journal general de l'imprimerie et de la librairie নামে ১৮১০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে, ১৮১১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।

১৮১১ সালের ১৪ই অক্টোবর তারিখে প্রথম নেপলেয়নের এক অনুমতি অনুসারে Bibliographie de l' Empire francais নামে এক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকা ১৮১৪ সাল থেকে Bibliographie de la Farnce নামে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮১১ থেকে ১৮৪১ সাল পর্য্যন্ত এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন—Adrien Beuchot (১৭৭৩—১৮৫১)।

এই সময়ে ফ্রান্সে আর যে সব পুস্তকসূচী ছাপা হয়—সেগুলির বিষয়বস্তু হ'লো আগেকার যুগের বই। এই সব বই বিশেষ করে ইতিহাসের উপর এবং সাহিত্যের ইতিহাসের উপর বই।

এই সময়ে জার্মানীতেও নতুন ছাপা পুস্তকের পুস্তকসূচী প্রকাশিত হয়। J. C. Hinrichs, Leipzig-এর পুস্তক বিক্রেতা ; ইনি ছাপতে শুরু করেন Verzeichnis neuer Bucher.

[প্রবন্ধটির প্রথমাংশ চৈত্র, ১৩৭২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল—সঃ গ্রঃ]

History of the 18th Century Bibliographies
By—Rajkumar Mukhopadhyay.

পুঁথিপত্রের সংস্কার ঃ অম্ল-দূরীকরণ

পঙ্কজকুমার দত্ত

সংস্কারের জন্য প্রেরিত পুঁথি, নথিপত্র বা গ্রন্থটি হাতে পাওয়া মাত্র সংস্কারকের প্রথম কাজ হচ্ছে ঐটির পরিচিতি ও সকল সাধারণ জ্ঞাতব্য তথ্য লিখে ফেলা। এরপর তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন ভৌতরাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা-লব্ধ এর সর্বাত্মক অবস্থাজ্ঞাপক সকল তথ্য লিখে রাখা দরকার। এই সকল তথ্যের উপর নির্ভর করেই সংস্কার-কার্যক্রম নির্ধারণ করা প্রয়োজন এ কাজে নীচের ছকটি অনুসরণ করা যেতে পারে।

সংরক্ষণাগার সংখ্যা—

(ক) **সাধারণ জ্ঞাতব্য ঃ**—(১) মালিকের নাম-ঠিকানা (২) পুস্তকের বিবরণ যেমন, ক্রমসংখ্যা, নাম, লেখকের/অনুলেখকের নাম, লিখন/অনুলিখন কাল/প্রকাশ তারিখ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-আয়তন, চিত্র সংখ্যা, চিত্রের প্রকৃতি (হস্তচিত্র/মুদ্রিত, একবর্ণ/বহুবর্ণ), মানচিত্র, বাঁধাই : প্রকৃতি, অবস্থা, বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

(খ) **আগারিক বা মালিকের প্রেরিত তথ্য বা নির্দেশ ঃ**

(গ) **ইতিপূর্বে সংস্কৃত হয়ে থাকলে ঃ** নথিভুক্ত সংস্কার বিবরণীর অনুলিপি।

(ঘ) **খালি চোখে পরীক্ষা ঃ** [প্রয়োজন বোধে আতশ কাঁচ (magnifying glass) ও Stereo-microscope ব্যবহার করা যেতে পারে] (১) ধুলা-বালি-ময়লা, কাগজের বিবর্ণতা, ভাঁজ-সহন ক্ষমতা, কাটা-ছেড়া-ভাঁজ, কালির রঙ, পাঠের স্পষ্টতা। (২) ছত্রাক আক্রমণ : চিহ্ন, সক্রিয়/নিষ্ক্রিয়, তীব্রতা, সৃষ্ট দাগের রঙ। (৩) পতঙ্গ আক্রমণ : চিহ্ন, সক্রিয়/নিষ্ক্রিয়, তীব্রতা, পতঙ্গের নাম (উই/রূপালী পোকা Book beetle) (৪) দাগের প্রকৃতি ও পরিমাণ : জল/তেল/চর্বি/মরিচা/কালি/ফুল-পাতা/চা-কফি/আঠা। (৫) ইতিপূর্বে সংস্কৃত হয়ে থাকলে তার চাক্ষুষ বিবরণ। (৬) প্রস্তুত-কারকের জলছাপ।

(ঙ) **আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা ঃ** তন্তুর প্রকৃতি।

(চ) **মাইক্রোকেমিকেল পরীক্ষা ঃ**

(ছ) **অম্লমাত্রা বা pH value :** প্রাথমিক-মান ও (সংস্কৃত হবার পর) চূড়ান্ত মান।

(জ) **কালির প্রকৃতি ঃ** পাকা/কাঁচা, লৌহঘটিত...

(ঝ) **ফটোগ্রাফিক রেকর্ডস ঃ** রেফারেন্স নম্বর—X-ray, Infra-red, ultra-violet ray, Microfilm, Photostats প্রভৃতি।

(ঞ) প্রস্তাবিত সংস্কার কার্যক্রম ঃ পরীক্ষার তারিখ – দিনের তাপমাত্রা, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, সংস্কারকের স্বাক্ষর।

(ট) মালিক-উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন স্বাক্ষর ঃ

(ঠ) প্রকৃত কার্যবিবরণী ঃ কাজ আরম্ভ ও শেষের তারিখ।

(ড) আগরিকের প্রতি সংরক্ষণ সম্বন্ধে নির্দেশ ঃ

এবার De-acidification বা অম্ল-দূরীকরণ প্রসঙ্গে আসা যাক। বর্তমানের বহুল প্রচলিত পদ্ধতির প্রবর্তক হলেন W. J. Barrow। অম্লতাপ্রাপ্ত কাগজটি একখণ্ড নরম মিহি তামার তারজালির উপর রেখে সেটিকে আর একখণ্ড তারজালি চাপা দিয়ে প্রথমে সংপৃক্ত ('15 percent strength) চুনজলে (Lime water) আধঘণ্টা ভিজান হয় এবং তারপর চুনজল থেকে তুলেই ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেটের জলীয় দ্রবণে ('20 percent strength) ডুবিয়ে রাখতে হবে। সম্প্রতি Mr. Barrow 'Sprary De-acidification Process' নামে তার একটি পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। এই পদ্ধতিতে ম্যাগনেসিয়াম বাই কার্বনেটের দ্রবণ অম্লতাপ্রাপ্ত কাগজের উপর স্প্রে করা হয়। সুবিধা-অসুবিধা সহ দুটি পদ্ধতিই এখানে আলোচনা করা হবে।

চুনজল ঃ ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট পদ্ধতি—চুনজলের রাসায়নিক নাম Calcium Hydroxide. সাধারণভাবে ঐটিকে একপ্রকার ক্ষারকের দ্রবণ বলা যায়। ক্ষারকীয় ধর্মের জন্য এটি পুরাতন কাগজের মধ্যে সঞ্চিত অম্লকে প্রশমিত করে। চুনজল থেকে কাগজটিকে যখন বাইরে আনা হয় তখন কাগজের মধ্যে কিছু পরিমাণ চুনজল রয়ে যায়। এই জন্য কাগজটিকে যখন ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেটের দ্রবণে ডোবান হয় তখন চুনজল রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম কার্বনেটে পরিণত হয় এবং অতি সূক্ষ্ম কণার আকারে কাগজের তন্তুর ফাঁকে ফাঁকে আশ্রয় নেয়। এইভাবে সঞ্চিত ক্যালসিয়াম কার্বনেটের মোট পরিমাণ খুবই নগণ্য হলেও কাগজের উপর শিল্পাঞ্চলের বাতাসের মধ্যস্থিত অম্লের আক্রমণ বেশ কিছুকাল ঠেকিয়ে রাখে।

চুনজল প্রস্তুতি ঃ বাড়ীঘরের দেওয়ালে কলি (white-wash) করার জন্য যে (পাথুরে) চুণ বা Calcium Oxide ব্যবহৃত হয় তার সঙ্গে আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে। এক টুকরা চুনের উপর ফোঁটা ফোঁটা করে অল্প পরিমাণ জল দিলে এটি গরম হয়ে ওঠে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সাদা গুঁড়ায় পরিণত হয়। এই গুঁড়া পদার্থটিকে বলে কলিচুন বা Slaked-lime—রাসায়নিক পরিভাষায় বলে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড। কলিচুন একপ্রকারের তীব্র ক্ষার। কিন্তু এটি জলে বিশেষ দ্রবীভূত হয় না। তবে দেখা গেছে কিছু কলিচুন যদি অতিরিক্ত পরিমাণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে রাখা হয়, তবে চুন নীচে থিতিয়ে পড়ে এবং তার উপরে স্বচ্ছ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের সম্পৃক্ত দ্রবণ ('15 percent strength) পাওয়া যায়। এই স্বচ্ছ দ্রবণটিকেই বলে চুনজল—(Lime water).

বাজারে অম্ল (acid) অথবা ক্ষার (alkali) রাখবার জন্য 'পলিথিনের' তৈরী বিভিন্ন মাপের (15 লিটার/20 লিঃ/25 লিঃ) পাত্র পাওয়া যায়। ঐরকম কোন পাত্রে লিটার প্রতি দেড় গ্রাম হিসাবে কলিচুন নেওয়া হল (পাত্রের মাপ অনুসারে মোট যে পরিমাণ কলিচুনের প্রয়োজন হয় তার থেকে অল্প কিছু অতিরিক্ত নেওয়া দরকার)। এইবার পাত্রটি জলপূর্ণ করে ছিপি এঁটে দু তিনদিন রেখে দিতে হবে—প্রতিদিন একবার বেশ করে ঝাঁকিয়ে দিতে পারলে ভাল হয়। দিন-তিনেক পরে রবারের নলের সাহায্যে [সাইফন প্রক্রিয়ায়] উপরকার স্বচ্ছ দ্রবণটি অনুরূপ পাত্রে স্থানান্তরিত করতে হবে। যদি দেখা যায় দ্রবণ তখনও স্বচ্ছ হয় নি (অর্থাৎ সূক্ষ্ম কলিচুন কণা জলে ভেসে বেড়াচ্ছে) তাহলে পুনরায় দু-একদিন অপেক্ষা করা যেতে পারে অথবা ফিল্টার পেপার বা পাতলা অথচ থাপি কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। পাত্রটিতে সর্বদা ছিপি এঁটে রাখা প্রয়োজন কারণ চুনজল বাতাস থেকে কার্বন-ডাই অক্সাইড শোষণ করে।

ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট দ্রবণ প্রস্তুতি ঃ—এটি তৈরী করতে লাগবে ক্যালসিয়াম-কার্বনেট আর কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস। ক্যালসিয়াম কার্বনেট জলে প্রায় অদ্রাব্য, কিন্তু কার্বন-ডাই অক্সাইড সম্পৃক্ত জলে এটি দ্রব হয়। বাজারে উচ্চ-চাপে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ভর্তি গ্যাস-সিলিণ্ডার পাওয়া যায়। (কলিকাতায় এগুলি মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতেও পাওয়া যায়)। দ্রবণ প্রস্তুতির জন্য প্রথমে কয়েক লিটার জল মেপে পলিথিন পাত্রে নিতে হবে এমনভাবে যাতে পলিথিন পাত্রের প্রায় আধা-আধি জলপূর্ণ হয়। তারপর লিটার প্রতি দুই গ্রাম হিসাবে ক্যালসিয়াম কার্বনেট এতে ঢেলে বেশ করে ঝাঁকানি দিয়ে জলে মিশিয়ে দিতে হবে। এইবার গ্যাস-সিলিণ্ডার থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস রবারের নলের সাহায্যে পলিথিন পাত্রস্থিত তরলের মধ্যে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট যাবত চালনা করা হয়। এরই ফলে আমরা স্বচ্ছ 2% ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট দ্রবণ পাই। প্রয়োজন মত ব্যবহারের জন্য ঐ স্বচ্ছ দ্রবণটিকে রবারের নলের সাহায্যে [সাইফন প্রক্রিয়ায়] অন্য আর একটি পাত্রে স্থানান্তরিত করা দরকার।

চুনজল ঃ—ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি, এটি খুবই সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়সাধ্য। বাঁধান বইয়ের বাঁধাই কেটে প্রতিটি পাতা খুলে আলাদা আলাদাভাবে অম্ল দূর করতে হয়। Mr. Barrow'র নূতন পদ্ধতিতে প্রথম পদ্ধতির ত্রুটি অনেক পরিমাণে দূরীভূত হয়েছে তবে পদ্ধতিটি সার্থকভাবে প্রয়োগ করার জন্য কর্মীর যথেষ্ট দক্ষতা দরকার।

ম্যাগনেসিয়াম বাই কার্বনেট পদ্ধতি

দ্রবণ প্রস্তুতি ঃ—ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের জলীয় দ্রবণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস চালনা করলে আমরা ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্বনেট দ্রবণ পাই। উপযুক্ত মাত্রার দ্রবণ প্রস্তুতির

নিমিত্ত প্রতি লিটার জলে 25 গ্রাম হিসাবে ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট নেওয়া প্রয়োজন এবং দু'ঘণ্টা বা আরও বেশী সময় যাবত গ্যাস চালনা করা দরকার। দ্রবণে ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্বনেট যথোপযুক্ত পরিমাণে আছে কিনা একটি পরীক্ষার দ্বারা জানা যায়—এবং এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'খর'জলের (hardwrter) **'খরতা' পরিমাপ পদ্ধতিটি** এই ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয় একটি 200 মিলি-লিটার Ehrlenmeyer flask-এ দাগ কাটা পিপেট সাহায্যে (Calibrated pipette) 2 মিলি-লিটার স্বচ্ছ ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্বনেট নিতে হবে। এরপর ঐ ফ্লাস্কে 48 মিলি-লিটার পাতিত জল (distilled water) এবং 5 মিলি-লিটার hardness buffer ঢেলে সমস্ত জিনিস বেশ ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। Hardness buffer দেওয়ার ফ্লাস্কের তরলটির pH মান 10·0 এর কাছাকাছি থাকে। এই ফ্লাস্কের মধ্যে অল্প একটু 'খরতা-নির্দেশক চূর্ণ' [বা 'দ্রবণ'] (Hardness Indicator Powder or Solution) দিতে হবে এবং ঐটি সম্পূর্ণভাবে তরলে দ্রবীভূত না হওয়া পর্যন্ত ফ্লাস্কটি ভালভাবে নাড়তে হবে। খরতা নির্দেশক দেওয়ার ফলে ('ম্যাগনেসিয়াম আয়ন'-এ উপস্থিতির জন্য) দ্রবণটির রঙ্ হবে ফিকে-লাল। এই-বার এটি hardness reagent (di-sodium ethylene di-amine tetra-acetate সংক্ষেপে EDTA নামে পরিচিত) দ্বারা titrate বা প্রশমিত করতে হবে। দাগ-কাটা বুরেটে (buret) hardness reagent নিয়ে ফোঁটা করে ফ্লাস্কের মধ্যে দিতে হবে এবং এক-নাগাড়ে ফ্লাস্কটি নাড়তে হবে। এইভাবে ফোঁটায় ফোঁটায় hardness reagent দিতে দিতে এমন এক সময় আসবে যে আর একটি মাত্র ফোঁটা দিলেই ফ্লাস্কের তরলটির রঙ্ হয়ে যাবে আসমানী। এইক্ষণটিকে বলে End point বা প্রশমনক্ষণ)। End-point'এ পৌছাতে কতখানি hardness-reagent লাগল বুরেটের গায়ের দাগ থেকে পড়ে নিতে হবে। ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্বনেট দ্রবণ ঠিক মত প্রস্তুত হয়ে থাকলে অন্ততঃ পক্ষে 25 মিলিলিটার hardness reagent লাগা উচিত, এর কম লেগে থাকলে পলিথিন পাতের দ্রবণে পুনরায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস চালনা করা দরকার।

প্রয়োগবিধি ঃ স্প্রে পেন্টিং ঃ—কাজের জন্য যে ধরণের ছোট স্প্রে ব্যবহৃত হয় সেইরকম স্প্রে'র সাহায্যে ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্বনেট দ্রবণ কাগজের উপর স্প্রে করতে হবে। হস্ত-চালিত বা বিদ্যুত চালিত স্প্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। স্প্রে-কাজের জন্য একটি ছোট ঘর আলাদা করে রাখা প্রয়োজন কারণ স্প্রে করার সময় সূক্ষ্ম-কণার আকার কিছু তরল পদার্থ বাতাসে ভাসবে এবং পরে ঘরের অন্য-সব জিনিসের উপর জমবে। ল্যাবরেটরীতে যে ধরণের গ্যাস-হুড থাকে সেই রকম একটি তৈরী করে নিতে পারলে ভাল হয়। অতি উচ্চ মাত্রার অম্লতাবিশিষ্ট কাগজকে প্রশমিত করার জন্য অনেক সময় দ্রবণের সঙ্গে ইথাইল অ্যালকোহল (ethyl

alcohol) মিশিয়ে নেওয়া হয় (শতকরা 10 ভাগ হিসাবে) ; এইসব ক্ষেত্রে হুড অবশ্য প্রয়োজন !

কতক্ষণ স্প্রে করতে হবে ঃ অম্লতা প্রাপ্ত কাগজটির উপর এমনভাবে স্প্রে করতে হবে যাতে কাগজটি স্যাঁতসেতে হয় কিন্তু ভিজে জব্-জব না করে। কথাটা অস্পষ্ট সন্দেহ নেই, বিশেষতঃ অনভিজ্ঞ কর্মীর পক্ষে। অনভিজ্ঞ ব্যক্তি এজন্য প্রথম প্রথম pH paper-এর সাহায্যে দেখে নেবেন কাগজ প্রশমিত হয়েছে কিনা (pH meter ব্যবহার করতে পারলে আরও ভাল হয়)।

খোলা-পাতার ক্ষেত্রে স্প্রে করতে কোন অসুবিধা নেই। কাগজের একদিকে স্প্রে করে একটির উপর একটি রেখে পঁচিশ-ত্রিশটি পাতার এক একটি থাক করে দু-তিন ঘণ্টা রেখে দিলেই মোটামুটি কাজ শেষ (তবে পুরো একটি রাত্রি রাখতে পারলে ভাল হয়)। এরপর এগুলিকে তামা বা ব্রোঞ্জের তারজালির উপর রেখে শুকিয়ে নিতে হবে। বিশেষভাবে এই কাগজের জন্য একটি র‍্যাক করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। দেখা গেছে আট দশটি পাতার এক এক থাক কাগজ তারজালির উপর বার-চৌদ্দ ঘণ্টা রাখলে ঝর-ঝরে ভাবে শুকিয়ে যায়। পাতলা বা অশক্ত কাগজে বিশেষ কোন সমস্যা দেখা যায় না, কিন্তু অপেক্ষাকৃত পুরু ও শক্ত কাগজে শুকালেই কুঁকড়ে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতি থাকের (আট-দশ পাতা বিশিষ্ট) ঠিক মাঝের কাগজটি জলে অল্প ভিজিয়ে নিয়ে এবং প্রতি থাকের উপরে ও নীচে একটি করে ফাইবার-বোর্ড (বা অনুরূপ শোষক কাগজের স্তর) রেখে Screw-Press-'এ [বই বাঁধাই করার দোকানে যেগুলি ব্যবহৃত হয়] চাপ দিয়ে রাখতে হবে। কাগজ সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে তবে প্রেস থেকে বের করা চলবে। বাতাসে প্রাথমিক শুষ্ক করার অধ্যায়টি বাদ দিয়ে সরাসরি 'প্রেস' প্রয়োগ করা চলতে পারে। Barrow Research Laboratory'তে Mr Barrow এবং তাঁর সহযোগীরা বাঁধান-বই (বাঁধাই না খুলে) এই পদ্ধতিতে সংস্কৃত করে বেশ ভাল ফল পেয়েছেন! পদ্ধতিটির গুরুত্ব এখানেই। বাঁধাই খরচের কথা ভেবেই আগারিকগণ অম্লতা দূরীকরণ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে ইতঃস্তত করেন।

এইবার পদ্ধতিটির বিষয়ে বলা যাক। প্রথমে বইটির কার্ড-বোর্ডের মলাট দুটি এ্যালুমিনিয়ামের ফয়েল (foil) দিয়ে বেশ ভাল করে মুড়ে নিতে হবে। এরপর Spray-nozzle-এর সামনে বইটি মেলে ধরে আগের মতই স্প্রে করতে হবে, তবে এক্ষেত্রে যেহেতু প্রতিটি পাতা দুই পৃষ্ঠাতেই স্প্রে পায় সেজন্য পাতাগুলি দ্রুত উল্টে যেতে হবে। স্প্রে করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন বইটি বেশ ভালভাবে মেলে ধরা থাকে এবং স্প্রে নিসৃত ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্বনেট বইয়ের শিরদাঁড়ার খুব কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে। কারণ এরকম না হ'লে দ্রবণ শিরদাঁড়ার সেলাই এবং শিরিষ লাগান জায়গায় চুঁইয়ে পৌঁছাবে না। সকল পৃষ্ঠা স্প্রে করা হয়ে গেলে বইটি

যুড়ে হালকা ওজনের কোন জিনিস চাপা দিয়ে রাখতে হবে যাতে প্রতিটি পাতা পরস্পর গায়ে গায়ে লেগে থাকে। পরের দিন বইটি বের করে বৈদ্যুতিক পাখার নীচে বা সামনে দাঁড়ান অবস্থায় পাতাগুলি মেলে ধরতে হবে যাতে বইয়ের পাতা-গুলির মাঝে মাঝে ফাঁক থাকে এবং বাতাস এদের গায়ে লাগে। এই কাজের জন্য Barrow Laboratory এক ধরণের ষ্ট্যাণ্ড (Stand) ব্যবহার করেন। একটি অর্ধ-গোলাকৃতি কাঠের পাটার উপর ছোট ছোট গোল গর্ত করা আছে। ঐ পাটাতনের উপর বইটি দাঁড় করানো হয় এবং পাতাগুলি ফাঁক করে রাখা হয় ও পাতার মাঝে মাঝে এক একটি ব্রোঞ্জ, পিতল বা ষ্টেনলেস ষ্টিলের সরু রড্ রাখা হয়। রডগুলি ছোট ছোট গর্তগুলির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য দিব্যি দাঁড়িয়ে থাকে। কাগজগুলি শুকিয়ে যাবার পর একরাত্রি 'প্রেসের' মধ্যে রেখে দিলে সব ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু যে-সব বইয়ের কাগজ বেশ শক্ত ও মোটা সে সব বইয়ের কাগজ শুকালে কুঁকড়ে যায় এবং কেবলমাত্র 'প্রেস' দিয়ে ঠিক করা যায় না। এ-সব ক্ষেত্রে বইটির আট-দশ পাতার অন্তর একটি করে পাতা অল্প ভিজিয়ে নিয়ে বইটি বন্ধ করে ঘণ্টা দুয়েক রেখে দিতে হবে। ফলে ভিজে পাতাগুলি হ'তে জল আস্তে সকল পাতায় ছড়িয়ে পড়ায় কুঁকড়ে যাওয়া পাতাগুলি আবার ঠিক হয়ে যাবে। এই বার বইটির মাঝে কয়েক পাতা অন্তর শুক্না কাগজ (পাতলা শোষক কাগজ রাখতে পারলে আরও ভাল হয়) রেখে বইটিকে প্রেসের মধ্যে সারারাত রাখা দরকার। বইটি যতক্ষণ ভিজে-ভিজে থাকে ততক্ষণ শিরদাঁড়া যাতে বেঁকে না যায় সেদিকে নজর রাখা দরকার। বাঁধাই-বইয়ের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কতখানি নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করা যায় সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলেও পদ্ধতিটি এক উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে।

কালি 'fix' করা

এ কাজের জন্য প্রথমে 75 ভাগ Tolune, 24 ভাগ Acetone এবং 1 ভাগ Dibutyl phtholate সহযোগে একটি তরল প্রস্তুত করতে হবে। তারপর এটির সঙ্গে শতকরা '1 ভাগ হিসাবে Polymethyl methacrylate মিশাতে হবে। এই মিশ্রণটি কাঁচা কালির লেখার উপর সরু নরম তুলির সাহায্যে দু'-তিনবার প্রলেপ দিতে হবে। এবার প্রলেপ দেবার পর প্রলেপ সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে তবেই পুনরায় প্রলেপ দেওয়া চলবে। এই পদ্ধতিতে মোটামুটি ভালই ফল পাওয়া যায়। তবে লাল-কালি বা অন্যান্য কোন কোন কালির ক্ষেত্রে খুব ফলপ্রদ হয় না। কাজেই জলে ডোবাবার আগে অবশ্যই দেখে নেওয়া দরকার কালি ঠিকমত fix করা হয়েছে কিনা।

দাগতোলা

তেল ও চর্বি : পিরিডিন (Pyridine) তেল ও চর্বির দাগ তুলতে, বিশেষ করে পুরাতন দাগে পিরিডিন অভাবে সুরাসার (absolute alcohol) ব্যবহার করা

যেতে পারে—সুরাসারে সমস্ত কাগজটি কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখতে হয় এবং দু'চার বার দাগী জায়গাটি নরম তুলি দিয়ে ঘষে দিতে হয়। সুরাসার থেকে তুলে কাগজটি শুকিয়ে গেলে ভিজে ব্লটিং চাপা দিয়ে রাখতে হয় যাতে কাগজ কিছু পরিমাণ জল আহরণ করতে পারে। অ্যাসফ্যাল্ট-জাত দাগের ক্ষেত্রে পিরিডন বেনজিন (Benzene) অপেক্ষা ফলপ্রদ।

মোম : পেট্রোল (Petrol) কাগজের উপর মোম যদি তখনও জমে থাকে তবে পাতলা ছুরি দিয়ে ঐ বাড়তি মোম তুলে ফেলে পেট্রোলে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখতে হবে ও মাঝে মাঝে নরম তুলি দিয়ে ঘষে দিতে হবে। অনেক সময় পেট্রোলে ডোবাবার আগে দুখণ্ড ব্লটিং কাগজের মধ্যে দাগী কাগজটি রেখে ব্লটিং কাগজের উপর ঈষদুষ্ণ 'ইস্ত্রি' চালান হয়—মোম গলে ব্লটিং কাগজের ভেতরে চলে যায়। কাগজের মধ্যেও মোম কিছু ছড়িয়ে পড়ে, তবে মোট মোমের পরিমাণ কমে যাওয়ায় এ প্রক্রিয়ায় সুবিধাই হয়।

পতঙ্গ সৃষ্ট দাগ ঃ হাইড্রোজেন পারক্সাইড একভাগ সুরাসারের (alcohol) সঙ্গে একভাগ হাইড্রোজেন পারক্সাইড মিশিয়ে যে তরল প্রস্তুত হয় সেটি এই সমস্ত ক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রদ। যদি এতে ফল না হয় তবে ক্লোরামিন T-র 2% দ্রবণ (জল সহযোগে প্রস্তুত) প্রয়োগ করা দরকার। হাতে লেখা পুঁথিপত্রের পাঠ এগুলির ক্রিয়ায় বিরঞ্জনের ভয় আছে কাজেই সতর্ক থাকা দরকার এবং দাগী জায়গাটির বাইরে রসায়ন (Chemical) যেন ছড়িয়ে না পড়ে সে বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। এজন্য Carbyoxyl methyl cellulose সহযোগে প্রস্তুত জেলীরূপে এগুলি প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রথমে 5% ক্লোরামিন-T দ্রবণ প্রস্তুত করতে হবে, তারপর দ্রবণের মধ্যে অল্প অল্প করে কার্বক্সিল মিথাইল সেলুলোজ মেশাতে হবে—বেশ স্বচ্ছ 'জেলী' তৈরী হলে সেলুলোজ দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

চা-কফির দাগ ঃ পটাসিয়াম পারবোরেট (Potassium Perborate) জলে শতকরা দুইভাগ হারে পটাসিয়াম পারবোরেট মিশিয়ে এক দ্রবণ প্রস্তুত করতে হবে। কাগজের দাগী জায়গাটি সাধারণ জলে অল্প ভিজিয়ে নিয়ে ঐ দ্রবণ লাগাতে হবে এবং সূর্যালোকে ঘণ্টাখানেক রাখতে হবে। বিরঞ্জন ক্রিয়া খুবই ধীরগতিতে চলে কিন্তু এর ক্ষারধর্মের জন্য কাগজের ক্ষতির আশঙ্কা আছে। যদি দেখা যায় কাগজ অশক্ত হয়ে পড়েছে তাহ'লে সাদা জলে তৎক্ষণাৎ ধুয়ে ফেলতে হবে এবং শুকিয়ে গেলে ইথার-হাইড্রোজেন পারক্সাইড মিশ্রণ (Etheral Hydrogen Peroxide) প্রয়োগ করতে হবে।

ইথার-হাইড্রোজেন পারক্সাইড মিশ্রণ প্রস্তুতি : কাঁচের ছিপিওয়ালা শিশিতে একভাগ ইথার এবং একভাগ হাইড্রোজেন পারক্সাইড ('20 vols' মার্কা দেওয়া) নিয়ে বেশ ভালভাবে ঝাঁকাতে হবে। তরল দুটি সমসত্ত্বভাবে মিশে যাবে না—তেলজলের মত আলাদা আলাদা হয়ে থাকবে। এখানে সবচেয়ে উপরে ভাসবে ইথার এবং এর মধ্যে যেটুকু হাইড্রোজেন পারক্সাইড থাকবে বিরঞ্জনের জন্য তা হবে যথেষ্ট। সরু কাঁচের নলের (ব্যাসএক সেন্টিমিটার) মুখে তুলো গুঁজে দিয়ে, ঐ নলটি কেবলমাত্র ইথারের মধ্যে

ডুবিয়ে তুলো ভিজিয়ে নিয়ে দাগী জায়গায় সাবধানে লাগাতে হবে ও সঙ্গে ছোট ব্লটিং কাগজের টুকরা চাপা দিতে হবে। ব্লটিং চাপা দিলে কাজ ভাল হয়।

কালির দাগ : লৌহঘটিত কালির দাগ বিরঞ্জন প্রক্রিয়ায় তুলে ফেলা যায়; কিন্তু এই জাতের বিভিন্ন কালির মধ্যে উপাদানগত পার্থক্যের জন্য কোন একটি রসায়ন সবক্ষেত্রে ফলপ্রদ হয় না। প্রথমে 2% ক্লোরামিন-T দ্রবণ প্রয়োগ করতে হবে (এটি সব সময় সদ্য তৈরী করে লাগাতে হয়)। দু-তিনবার লাগাবার পরও আশানুরূপ ফল না পেলে এবং যদি কাগজ ও পাঠের ক্ষতির ভয় না থাকে তাহ'লে 5% অকজলিক-অম্ল দ্রবণ কিংবা 10% সাইট্রিক অম্ল দ্রবণ লাগাতে হবে এবং পরে বেশ করে জলে ধুয়ে নিতে হবে। এর পরেও যদি কিছু দাগ রয়ে যায় তবে বুঝতে হবে সেটুকু হচ্ছে কালির মধ্যস্থিত অঙ্গার অথবা অন্য কোন রঙ্গীন কণার অবশেষ ;– এটুকু তোলার চেষ্টা না করাই বাঞ্ছনীয়।

মরিচা (Iron rust) 1% অকজালিক-অম্ল দ্রবণ অথবা ·5% এসিটিক-অম্ল দ্রবণ লাগিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পরে বেশ করে জলে ধুয়ে নিতে হবে।

[প্রবন্ধটির প্রথমাংশ 'গ্রন্থাগার'-এর চৈত্র ১৩৭২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল]

Conservation of Library Materials :
De-acidification – By Pankaj Kumar Datta.

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ কার্যালয়ে প্রেরিত তিনটি মনি-অর্ডারের কুপনে প্রেরকের নাম-ঠিকানা না থাকায় কারা এই টাকা পাঠালেন তা স্থির করা যাচ্ছে না; নীচে টাকার পরিমাণ ও প্রাপ্তির তারিখ দেওয়া হল। যাঁরা চাঁদার রসিদ এখনও পাননি তাঁরা অনুগ্রহ করে যদি মনি-অর্ডারের রসিদটি পাঠিয়ে দেন তবে এই ব্যাপারের একটা সুরাহা হয়।

প্রাপ্ত মনি অর্ডারের বিবরণ :

১১.৩.৬৪— ৫.০০ টাকা
১২.৩.৬৪— ৫.০০ „
১.৬.৬৬—১০.০০ „

কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

দক্ষিণ-পূব এশিয়ার প্রকাশনায় সঙ্কট*

ওম প্রকাশ

(২) **

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে 'বই' 'খবরের কাগজ' ও 'পত্রিকা'-এর ধারণা সম্পর্কে মিল খুব সামান্যই। সিংহলের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বই হল 'দুই মলাটের মধ্যে গ্রন্থিত যে-কোন সংখ্যক পৃষ্ঠা', কাজেই এর মধ্যে এসে গেল ইশ্‌তাহার, পুস্তিকা, পত্রিকা এবং সাময়িকপত্র। ইন্দোনেশিয়ায় বই হল 'আট বা বেশি পৃষ্ঠার কোন রচনা'। ইরানের ব্যাখ্যায় বই হল 'গ্রন্থিত যে-কোন মুদ্রিত সামগ্রী বা আমদানীকারী দেশে গ্রন্থিত হতে পারে এমন মুদ্রিত সামগ্রী'। ফিলিপাইনের ব্যাখ্যায় 'মলাট সমেত বা মলাট বাদ দিয়ে একশর বেশি পৃষ্ঠা সম্বলিত কোন খণ্ড'। এই ধরণের বিভ্রান্তি সর্বদাই জটিলতা সৃষ্টি করে, বিশেষ করে, বই আমদানীকারী বা রপ্তানীকারী দেশের পক্ষে! যাই হোক, বই-এর সংজ্ঞা ইউনেস্কো নির্ধারণ করে দেওয়ার পর এই বিভ্রান্তি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বই-এর বিতরণ ব্যবস্থাও সন্তোষজনক নয়। বই-এর দোকান ছাড়া, আর যে-সব ব্যবস্থা আছে তা হল ছোট বই-এর ষ্টল, ফুটপাতে বই-এর হকার এবং খবরের কাজগওয়ালা; শেষোক্তগুলির সংগঠন খুব ঢিলে এবং তাদের পুঁজির সংস্থানও নির্ভর-যোগ্য নয়। এদের মধ্যে খুব কম জনেরই ব্যাংকে হিসেব থাকে বা তারা কৃষ্টিবান পাঠকের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হতে পারে। খবরের কাগজওলারা বই-এ বিশেষ উৎসাহী নয়, তবে যদি 'নরম-মলাট' বই-এর মত কমদামী এবং দ্রুত বিক্রয়শীল বই হয়, তারা উৎসাহী হতে পারে। উচ্চ-মানের বই-এর দোকানগুলি বই-এর ষ্টকবৃদ্ধিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে থাকে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশির ভাগ দেশে এই ধরণের বই-এর দোকানগুলি জাতীয়ভাষায় স্থানীয় প্রকাশিত বই অপেক্ষা আমদানীকরা বইতেই পুঁজি খাটায়। যে-সব বইবিক্রেতা জাতীয় ভাষার বই বিক্রী করে তারা দ্রুত বিক্রয়শীল শিক্ষাসংক্রান্ত বই পছন্দ করে। সাধারণ বইয়ের বিপণন দারুণ বাধাগ্রস্ত।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে বইয়ের ব্যবসার উন্নতির মুলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, গলা-কাটা প্রতিযোগিতা এবং কমদামে বিক্রী করার প্রবণতা (এটা বহুবিস্তৃত)। কোন বই-এর ওপর মুদ্রিত মুল্যের বিশেষ কোন দাম নেই কেননা ক্রেতা ঘোষিত মুল্যের ওপর

* এই দেশগুলি হল (বর্ণানুক্রমিক): আফগানিস্থান, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, ক্যাম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপাইনস্‌, বার্মা, ভারত, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া লাওস, সিংহল।

** এই প্রবন্ধের প্রথম স্তবক 'গ্রন্থাগার'-এর চৈত্র ১৩৭২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

কিছু ব্যাজ বাদ দেবার জন্যে দর কষাকষি করতে পারেন। বই-এর ভাল চাহিদা না থাকার ফলে প্রকাশক বা পুস্তকবিক্রেতার পক্ষে বইটি ধরে রাখার চেয়ে কম দামে বিক্রী করে দেওয়ার দিকে ঝোঁকটাই বেশি হয়। পুস্তক বিক্রেতা ক্রমান্বয়ে প্রকাশককে আরো বেশি ব্যাজ বাদ দেবার জন্য চাপ দেয় যাতে খুচরা ক্রেতাকে কিছু ব্যাজ বাদ দেবার পরেও তার কিছু লাভ থাকে। ফলে হয় এই যে বইবিক্রেতা বই-এর মুদ্রিত মূল্যের ওপর মোটমুটি ভাল ব্যাজ পেলেও খরচ মেটানর মত রা লাভ করার মত তার বিশেষ কিছু থাকে না। প্রকাশনা-শিল্প থেকে যে সঙ্গতি বই বিক্রয় ব্যবসায় পাওয়ার কথা তাও না পাওয়ায় বই বিক্রয় ব্যবসাটা বেশ অলাভজনক রয়ে গেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ দেশেই অনূদিত বই থেকে রোজগার এত সামান্য হয় যে পশ্চিমের লেখকেরা বা প্রকাশকরা এই অঞ্চলে অনুবাদ অধিকার অর্পণ করতে অনিচ্ছুক থাকেন। মূল প্রকাশন থেকে ভাষান্তরিত বই-এর দাম কম হয়, এবং এক-একটি সংস্করণে মুদ্রণ সংখ্যা কম হলেও অনুবাদ করার খরচাটাও অধিকন্তু এর সঙ্গে ধরতে হয়। আরো অসুবিধা এই যে, এশিয়ার কোন প্রকাশক রয়ালটি না দিলে বিদেশী প্রকাশকের পক্ষে কিছু করার থাকে না। কাজেই পশ্চিমের প্রকাশকরা রয়ালটি হিসাবে মোটা টাকা আগাম নেবার পক্ষপাতী, এই টাকাটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রকাশকদের দেওয়া বেশ কষ্টকর।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ দেশেই বই আমদানি করার জন্যে লাইসেন্স গ্রহণ করা অপরিহার্য। ইরান ও সিঙ্গাপুর ব্যতিক্রম। পাকিস্তানে দেড়শ' টাকার (৩০ ডলার) বই ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে বিনা লাইসেন্সে আমদানি করা যেতে পারে। ভারতে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারের মত অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও নিজেদের নির্বাচিত বইগুলি নিজেরাই আমদানি করার ইচ্ছে করলে লাইসেন্স পাওয়ার জন্যে আবেদন করতে বাধ্য থাকে। বর্মাতে hard currency অঞ্চল থেকে বই আমদানি করা অপেক্ষাকৃত শক্ত। ইন্দোনেশিয়াতে সরকারীভাবে বিদেশী মুদ্রার সংস্থান পেতে হলে আমদানিকারীকে প্রত্যেকটি বই-এর (শিরোনাম) সরকারী অনুমোদন পেতে হবে। এই অঞ্চলের প্রায় সমস্ত এলাকায় আমদানি লাইসেন্স পাওয়ার জন্যে যে ব্যবস্থাদি তা খুবই আতিশয্য-বহুল এবং অতিরিক্ত লালফিতার আধিপত্যে জটিল।

'নরম-মলাটের বিপ্লব' থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উন্নতিকামী দেশগুলি উপকৃত হতে পারত : কিন্তু এই অঞ্চলে নরম-মলাট বই-এর প্রকাশনার সম্ভাবনা এখনও উৎসাহজনক নয়। নরম-মলাট বই-এর প্রকাশক সংখ্যা এখনও কম এবং তাদের বিভিন্ন শিরোনাম বা মুদ্রণ-সংখ্যাও কম।

সিঙ্গাপুরে সাম্প্রতিককালে ছয়টি প্রকাশক নরম-মলাট বই প্রকাশ করছে এবং প্রতি বই-এ তাদের প্রাথমিক মুদ্রণ-সংখ্যা হল ৫,০৪০। সিংহলে এ ধরণের বই-এর প্রকাশন এখনও শুরু হয় নি। বর্মাতে কয়েকটি প্রকাশক এই ধরণের বই প্রকাশ করছে এবং তাদের প্রথম মুদ্রণ-সংখ্যা ৫,০০০। ইন্দোনেশিয়ায় দুটি প্রকাশক এবং ইরানে চারটি

প্রকাশক নরম-মলাট বই প্রকাশ করছে এবং তাদের প্রতি বই-এর প্রথম মুদ্রণ-সংখ্যা গড়ে ১০,০০০। পাকিস্তানে প্রকাশকরা নরম-মলাট বই-এর প্রকাশন এখনও দৃঢ়তার সঙ্গে নেয় নি। দু'একটি প্রকাশক এই ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছে বটে, তবে তাদের প্রথম মুদ্রণ-সংখ্যা ৪,০০০-এর বেশি নয়। ভারতে বেশ কয়েকটি প্রকাশক সাফল্যের সঙ্গে হিন্দী ও অন্যান্য ভাষায় নরম মলাট বই প্রকাশ করছে, যদিও ইদানীংকালে, বই-এর ষ্টল থেকে অবিক্রীত বই ফেরতের হার বেশ ভারি বলে ব্যবসায়ে ঢিলে পড়ছে বলে মনে হচ্ছে। সরকারীভাষা হিন্দীর প্রকাশকরা বেশ ভালই বিক্রী পেয়েছিল, ৫,০০০ থেকে ২৫,০০০ পর্যন্ত তাদের প্রথম মুদ্রণসংখ্যা ছিল।

পশ্চিমের বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকই নিউজপ্রিণ্ট ব্যবহার করে। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে নিউজপ্রিণ্টের ঘাটতি বলে কর্তৃপক্ষ নিউজ-প্রিণ্টের ব্যবহার কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করে। বই-এ ব্যবহার করার যোগ্য ভাল নিউজপ্রিণ্ট বেশির ভাগই আমদানি করতে হয় এবং আমদানী লাইসেন্সও বিশেষ অনুমতির দ্বারা সঙ্কুচিত পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে। নিউজপ্রিণ্টের ওপর আমদানী মাশুল এবং এক্সাইজ মাশুল নরম মলাট বই-এর দাম বাড়িয়ে দেয়। অল্প সংখ্যার মুদ্রণ-নির্দেশ আবার বই-এর দামটাকে চড়াতে বেশ সহায়তা করে। আমেরিকায় নরম-মলাট বই ২৫ এবং ৩৫ সেণ্ট দামে পাওয়া যায়। তাদের গড় ক্রয়ক্ষমতার তুলনায় ভারতে, পাকিস্তানে এবং ইন্দোনেশিয়ায় নরম-মলাট বই-এর দাম এক সিকির (০.০৫ ডলার) বেশি হওয়া উচিত নয়, কিন্তু এর খরচাই পড়ে এক টাকা।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নরম-মলাট বই-এর দাম প্রকৃতপক্ষে কমদামি বই হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। ক্রেতার কাছে সস্তা বলে মনে হয় এই জন্যেই যে এই ধরণের শক্ত-মলাটের বই (যার সংস্করণ ১০০০ থেকে ৩০০০) সচরাচর সে তিন টাকা দিয়ে কিনতে অভ্যস্ত।

ভাষার বিভিন্নতা আর একটা দারুণ সমস্যা। সিংহলের ভাষা দু'টি, 'সিংহলী' এবং 'তামিল', দুটো ভাষাতেই বই প্রকাশিত হতে পারে। ইন্দোনেশিয়ার দুটি যোগ্য ভাষা হল, 'ভাষা ইন্দোনেশিয়া' এং 'মালয়'। দুটোরই বর্ণমালা এক এবং ভাষাও প্রায় এক, পার্থক্য শুধু বানানে। ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ার দুটি সরকার সরকারী স্তরে বানানের মান নির্ধারণ করার জন্যে চেষ্টা করেছে। ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য ভাষা-গুলির মধ্যে আছে, 'জাভানীয়', 'মাদুরীয়' এবং 'সুদানীয়'। কিন্তু এসব ভাষায় বইএর চাহিদা সামান্যই। পাকিস্তানে উর্দু এবং বাঙলাতে বই হলেই চলে কিন্তু ভারতে বই চাই বিভিন্ন ভাষায়; হিন্দী, উর্দু, কাশ্মীরী, বাঙলা, মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী ওড়িয়া, অসমীয়া, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম এবং কানাড়ী। বার্মা এবং ইরানে একটা করে ভাষা, 'বর্মী' এবং 'ফার্সী'। ক্যাম্বোডিয়া, ফিলিপাইন্‌স্‌ এবং লাওস-এ যথাক্রমে 'খেমের' 'টগালগ' এবং 'লাওসীয়' ভাষায় বই চাই।

সিংহল, পাকিস্তান, ফিলিপাইন্‌স্‌ ভারত এবং মালয়শিয়ায় কিছু পরিমাণ ইংরেজি বই ব্যবহার হয়ে থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত বর্ণমালা ধ্বনিভিত্তিক (অর্থাৎ ভাবনির্দেশ-ভিত্তিক (ideographic) নয়) এবং ফার্সী, পুস্তু, কাশ্মীরী এবং উর্দু বাদ দিয়ে সমস্ত ভাষাই বাম দিক থেকে ডানদিকে লিখিত ও মুদ্রিত হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে সুপরিকল্পিত বই, বিশেষ করে শিশুদের এবং নবসাক্ষরদের জন্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বই প্রকাশ করার প্রতিবন্ধকগুলি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সহজে উত্তীর্ণ হবার নয়। এই অঞ্চলের বেশির ভাগ প্রকাশকই এই কথাটা বুঝতে পারে যে শিশুদের এবং নবসাক্ষরদের জন্যে পাঠ্য-সামগ্রীর বহুল প্রকাশনার (mass production) উন্নতি করতে হলে, সমবায় প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। ফলে উন্নত মান ও কম দাম সুনিশ্চিত হতে পারবে। সমবায় প্রচেষ্টায় প্রকাশিত বইয়ের উপযুক্ত বিষয়বস্তু হতে পারে, প্রাথমিক বিজ্ঞান, সামাজিক স্বাস্থ্য, এশীয় লোকগল্প, দর্শন, গাছপালা, এবং জীবজন্তু। এই ধরণের বই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে অধিকতর সংহতির উপাদান হতে পারে।

—শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ কর্তৃক অনূদিত—

The Dilema of Publishing in South East Asia - By Om Prakash Tr. by - Golokendu Ghosh.

গ্রন্থসাগরে দিগনির্ণয় যন্ত্র

এন, বুজুকাশভিলি

কোন দেশের ইতিহাস, তার সম্পাদিত কর্ম, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তার সমস্যাবলীকে সম্ভবতঃ গ্রন্থ ছাড়া আর কোন কিছুই এমন সুস্পষ্টভাবে ও দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রকাশ করে না।

যখন কোন একটি ছোট গৃহে আমরা উপস্থিত হই, যাকে গ্রন্থমন্দির বলা যায়, তখন আমরা উত্তেজিত না হয়ে পারি না। আমি সোভিয়েত দেশের গ্রন্থকক্ষ USSR Book Chamber সম্বন্ধে বলছি। এই বছর তার ৪৬তম বার্ষিকী উৎসব পালিত হচ্ছে। লেনিন ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থকক্ষের ভিত্তি স্থাপনের আদেশপত্রে সই করেন। সেই বছরই রুশদেশীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থকক্ষ স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে এইটিই সোভিয়েত গ্রন্থকক্ষরূপে পুনর্গঠিত হয়। এটি এখন সোভিয়েত দেশের গ্রন্থবিস্তার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

মুদ্রিত গ্রন্থ ইত্যাদির সংখ্যাধিক্য

এই গ্রন্থকক্ষে অনন্ত সারি সারি তাকের মধ্যে অসংখ্য শক্ত কার্ডবোর্ডের আধারে সোভিয়েত দেশে মুদ্রিত সকল কিছুই সযত্নে রক্ষিত আছে। গৃহের অভ্যন্তরে নিয়মিত প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখার ব্যবস্থা আছে। বিশেষ প্রণালীর দ্বারা সৃষ্ট গ্রন্থের উপযুক্ত আবহাওয়ার ব্যবস্থা করা হলে বইগুলি দীর্ঘদিন অক্ষত থাকে।

এই গ্রন্থকক্ষে তিন কোটি গ্রন্থ, পুস্তিকা, সংবাদপত্র, পত্রিকা, স্বরলিপি, প্রাচীর-পত্র, বিজ্ঞাপন, ইত্যাদি আছে। এই তিন কোটি আখ্যাযুক্ত গ্রন্থের কয়েক সহস্র কোটি অনুলিপি (Copies) আছে।

এই অতুলনীয় প্রতিষ্ঠানটির কর্মীদের দায়িত্ব সত্যই মহান। অনেক দেশের প্রতিনিধিরা এই গ্রন্থকক্ষের মহামূল্যবান সংগ্রহ সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য এই গ্রন্থকক্ষ পরিদর্শন করতে আসেন। সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি এবং ফ্রান্স—এই কয়টি দেশের গ্রন্থাগারিকরা এই গ্রন্থকক্ষ পরিদর্শনে এসেছিলেন।

এই কক্ষে বর্তমানে সোভিয়েত সাহিত্যের সব কিছুই লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় এবং দেশের প্রকাশনী সংক্রান্ত যাবতীয় পরিসংখ্যান এখান থেকে প্রকাশ করা হয়। দেশে প্রকাশিত সমস্ত কিছুরই অনুলিপি, এই গ্রন্থকক্ষের সংরক্ষণাগারের জন্য পাঠান হয়। সোভিতে দেশের এই মহাফেজ খানায় (Archives) এগুলি সবই চিরকালের জন্য সঞ্চিত থাকে।

ইউনেস্কো থেকে Index Translationum নামক অনুবাদ সাহিত্যের যে আন্তর্জাতিক বর্ণানুক্রমিক সূচীটি প্রকাশিত হয়, তার জন্য সোভিয়েত দেশের অনূদিত গ্রন্থাদির

খবরাখবর প্রস্তুত করা এই গ্রন্থকক্ষের দায়িত্ব। গ্রন্থকক্ষ রুশ ভাষায় "The Unesco Bulletin for Libraries" এই পত্রিকাটি প্রকাশ করে থাকে।

এই গ্রন্থকক্ষ থেকে সোভিয়েত দেশে নতুন প্রকাশিত গ্রন্থের সূচীপত্র (Index Card) সোভিয়েত গ্রন্থাগারগুলির জন্য প্রস্তুত করা হয়। এই উদ্দেশ্যে এক বছরে প্রায় ২৫,০০০ কোটি সূচীপত্র ছাপান হয়। বহুদিন থেকেই এই গ্রন্থকক্ষের কর্মীরা এইরূপ অসম্ভাব্য সংখ্যার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছে এবং এই কথা সত্যিই যে এই গ্রন্থকক্ষের কর্মীদের কাজের পরিধি অসাধারণ ব্যাপক। এই গ্রন্থকক্ষটিকে যথার্থই গ্রন্থসাগরের দিগনির্ণয়-যন্ত্র বলা যেতে পারে।

বিগত বৎসরে প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ৯০ হাজার আখ্যা

বিগত বছরে সোভিয়েত দেশে প্রকাশিত গ্রন্থ ও পুস্তিকার সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০,০০০ আখ্যাযুক্ত (প্রকাশিত এই ধরণের সব কিছুরই অনুলিপি সংখ্যা দশ লক্ষের ও বেশী)। আমাদের মনে রাখা দরকার যে গত বৎসর ৩,৮৩৩টি বিভিন্ন সাময়িকপত্র এবং ৬,৫০০টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে এবং এই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাদি সমস্ত খবরাখবরই এই গ্রন্থকক্ষ পাঠকদের কাছে নিয়মিত সরবরাহ করেছে। তা হলে এখন আমরা বুঝতে পারছি যে কি অমূল্য কাজ এই গ্রন্থকক্ষ করে চলেছে এবং আমরা অনুধাবন করতে পারব যে এই গ্রন্থকক্ষ ব্যতীত কোন পাঠকের পক্ষেই এই সীমাহীন গ্রন্থসাগরের মধ্যে নিজের প্রয়োজনটুকু সংগ্রহ করে নেওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। প্রত্যেক সপ্তাহে গ্রন্থকক্ষ সেই সপ্তাহের 'নতুনত্ব' সম্বন্ধে পাঠকদের খবর দেওয়ার জন্য গ্রন্থের ধারাবাহিক বিবরণ (Chronicles) প্রকাশ করে। এ ছাড়া সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও সমালোচনা-সাহিত্যের ধারাবাহিক বিবরণ, শিল্পকলা, সঙ্গীত ও কয়েকটি বর্ষপঞ্জীর ধারাবাহিক বিবরণ প্রকাশ করা হয়।

৮৯টি দেশীয় ও ৫১টি বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ

এই গ্রন্থকক্ষের পরীক্ষা-বিভাগে যেখানে রচনা-সাহিত্যগুলি প্রথম আসে, সেটি সম্ভবতঃ বিশেষ আকর্ষণীয় স্থান। এই বিভাগের কর্মীরা খুব সহজেই বিভিন্ন ভাষার এই গ্রন্থ স্রোতের সম্মুখীন হয়; যদিও এই কাজ একজন বহু ভাষাবিদ্‌কেও কঠিন সমস্যায় ফেলতে পারে। কারণ ১৯১৭ সাল থেকে সোভিয়েত দেশে তার দেশীয় ৮৯টি ভাষায় এবং ৫১টি বিদেশী ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

সমগ্র সোভিয়েত দেশের যে কোন পুস্তক, পত্রিকা, স্বরলিপি, চিত্রিত পোষ্টকার্ড বিক্রয় হবার আগে ক্রেমলিনের এই প্রাচীন অট্টালিকায় স্তূপীকৃত হয়।

এখানে দেখতে পাওয়া যায়, Swahili—Russian, । Russian—Swahili Dictionary, "The Arab Sources of the 10th—12th Centuries." ও ফরাসী ভাষায় লেখা "Reminiscence of Lenin." পরের তাকেই দেখা যাবে তাজিক ভাষায় Dushanbe থেকে প্রকাশিত A Gafarov-এর লেখা "Mirja Asadulla Ghalib" এবং জর্জিয়ান ভাষায় লেখা "The Album on Geometrical Drawing." বৃহৎ গ্রন্থগুলি টেবিলের উপর রাখা হয়। এই সমস্ত বই অন্ধ লোকদের জন্য রাখা হয়। দৃষ্টিহীন লোকেরা তাদের আঙ্গুল দিয়ে বইগুলি নাড়ে। গ্রন্থকক্ষ অসংখ্য বিজ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে কনসার্ট, থিয়েটার, খেলাধুলার খবর, কর্মরতা মহিলাদের দিয়ে থাকেন। সেইজন্য ছুটির দিনে বা সপ্তাহের অনান্য দিনে সোভিয়েত দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে কি ঘটছে তার সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকেন।

নির্ভরযোগ্য গবেষণা কেন্দ্র

সোভিয়েত গ্রন্থকক্ষ একটি নির্ভরযোগ্য গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে। এখানকার কর্মীরা সমস্ত খবর রাখেন এবং সব সময়ই সাহায্য করতে প্রস্তুত। সমস্ত দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংবাদ দেওয়ার জন্য অনুরোধ আসে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সম্প্রতি মিথাইল শলোকভের ৭০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে তাঁর বহু অনুরাগী তাঁর কত সংখ্যক রচনা প্রকাশিত হয়েছে জানতে চেয়েছিলেন। তাঁদের জানান হয়েছিল যে শলোকভের লেখা, ৬৬৪টি রচনা, ৭৩টি ভাষায় ৪১০ লক্ষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

বিদেশী লেখকের রচনার চাহিদা সোভিয়েত দেশে খুব বেশী। কিছু সংখ্যক বিদেশী ক্লাসিক গ্রন্থকারদের গ্রন্থ প্রায়ই বহু সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে এবং অনেক সময় তাদের নিজের দেশের চাইতেও বেশী সংখ্যক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সব মিলিয়ে, ৩,১৪২ বিদেশী লেখকের রচনার ১০০ কোটি সংখ্যক সংস্করণ সোভিয়েত দেশে প্রকাশিত হয়েছে।

[প্রবন্ধটি একমাত্র 'গ্রন্থাগার'-এ প্রকাশের জন্যই লিখিত অনুবাদ করেছেন : শ্রীমতী গীতা মিত্র।]

The Compass in the Ocean of books—
By—N. Buzukashvili (An exclusive article for 'Granthgar')
Tr. by Sm. Gita Mitra.

লণ্ডনের চিঠি--২

ভাই সৌরেন,

তোমার চিঠি পেলাম। শুক্রবার (১৩ই মে) থেকে তিনদিন Library Association-এর Conference-এ যোগ দিলাম। ১৩ই ছিল Cataloguing Section-এর সভা। আলোচ্য বিষয় 'Impact of B. N. B. on Cataloguing' বক্তা ছিলেন তিনজন—Cambridge-এর, Special Library-র এবং Public Library-র পক্ষে Corbett. খুব সুন্দর আলোচনা হয়। Public Library-র মতে B. N. B.-তে যত Details দেয় অত দরকার নেই কিন্তু কোন্ বইগুলো কোন্ শ্রেণীর (শিশু, প্রাপ্ত বয়স্ক, সাধারণ, বিদ্বান প্রভৃতি) পাঠকের উপযুক্ত সে বিষয়ে উল্লেখ থাকা দরকার। Academic Library-র মতে সব বইয়ের খবর সময়মত পাওয়া যায় না, আর Special Library-র মতে Periodicals-এর দিকে আরও বেশী নজর দেওয়া উচিত। বক্তৃতার পর আলোচনা বেশ উপভোগ্য। বার্ষিক সম্মেলনে এরা নিজেদের গ্রন্থাগার পরিচালনার সমস্যা আলোচনা করে, বেতন ও মর্যাদার প্রশ্ন সম্মেলনের নয় পরিষদের বিবেচ্য। পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা সম্মেলনের সঙ্গে পরের দিন অনুষ্ঠিত হ'ল। সুতরাং ঐ সভায় সভ্যেরা পরিষদের কার্যবিবরণীর আলোচনা প্রসঙ্গে যা আলোচনা করবার করলেন।

যাই হোক মূল সম্মেলনের দিকে আসা যাক্। ১৪ই শনিবার সাধারণ সম্মেলন—সকাল বেলায় লণ্ডনের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গিল্ড হলে—যে হল লণ্ডনের গৌরব, লণ্ডনের কলঙ্ক। গৌরব—কেননা লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মর্মরমূর্তি আর স্মারক এঁকে জাতির গৌরবের কীর্তিস্তম্ভ ক'রে রেখেছে। কলঙ্ক, কেননা বিচারের প্রহসনের পর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সন্তানের উপর নির্যাতনের নিষ্ঠুর আদেশ এখানেই উচ্চারিত হয়েছিল। যাই হোক, এই ঐতিহাসিক গিল্ড হলে কিঞ্চিদধিক ৬০০ গ্রন্থাগার কর্মীর উপস্থিতিতে ১৪ই মে সম্মেলন সুরু হয়।

এখানকার গ্রন্থাগার কর্মীর সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এবার এরা Miss Paulin-কে সভানেত্রী নির্বাচন করেছে। ১৪ই সকালে Mr. Vickery-র বক্তৃতা—'যন্ত্রযুগে গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ'। গ্রন্থাগারের সমস্ত কাজগুলোকে বিশ্লেষণ করে তিনি দেখালেন যন্ত্রের সাহায্যে এর কত কাজ কত তাড়াতাড়ি নিপুণভাবে সম্পন্ন করা যাবে। যন্ত্রের বিনিয়োগে কর্মীদের প্রয়োজন কমে যাবে না! কেননা সংবাদকে যন্ত্রের গ্রহণযোগ্য করে তুলবার জন্যই অনেক কর্মীর প্রয়োজন হবে। তবে একবার যন্ত্রের গ্রহণযোগ্য করে সংবাদগুলোকে গ্রহণ করতে পারলে একই সংবাদ সংগ্রহের জন্য বার বার কর্মী নিয়োগ নিয়োগ করতে হবে না। তখন যান্ত্রিক নিয়মে অতি সহজে ও নির্ভুলভাবে খবরগুলো পাওয়া যাবে!

আলোচনার সময় অবশ্যই যন্ত্রপ্রতিষ্ঠার ব্যয় ও আপেক্ষিক সুবিধার কথা উঠ্‌ল। অনেকের মতে এইরকম যন্ত্র দু'এক জায়গায় মাত্র রাখলেই সকলের কাজ যাতে চলে তার দিকে বেশী দৃষ্টি দেওয়া উচিত। বক্তৃতা ও আলোচনা শুধু উপভোগ্য নয়—বেশ শিক্ষাপ্রদও। বাস্তবিক আজ ইউরোপ আমেরিকায় যান্ত্রিক সভ্যতার যে তরঙ্গ দেখা দিয়েছে গ্রন্থাগার কি এ তরঙ্গ রোধিবে? মনে হয় যাবে ভেসে সব ভেসে? গ্রন্থাগার রহিবে না বাকী। Vickery-র বক্তৃতায় এখন থেকে Library Association-কে ভাবতে হবে যন্ত্রপ্রয়োগকে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষার বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত করার দরকার হবে কিনা। আমাদের দেশের শিক্ষানায়কেরা মনে করেন গ্রন্থাগারিকতায় শিক্ষার কিছুই নেই।

যাই হোক বিকালে সাধারণ সভা। এবারকার প্রধান খবর চাঁদা বাড়ল শতকরা ২৫% হারে। অনেক তর্কবিতর্ক চ'ল্‌ল, ছাত্রদের চাঁদা বৃদ্ধি স্থগিত থাক। বিদেশীদের চাঁদা বাড়ানো উচিত হবেনা। খরচ কমাও, British Technical Index-এর মত বই ছাপাবার দরকার নেই। কিন্তু টাকভরা মাথা নিয়ে কোষাধ্যক্ষ টাকার দাবী কিছুতেই কমালেন না। ফলে চাঁদা বাড়্‌ল।

কার্যবিবরণীর সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে পরিষদের সাধারণ কাজকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষার প্রবর্তন সম্বন্ধে পরিষদ কি করছে জিজ্ঞাসাবাদ চল্‌ল। আলোচনায় উত্তাপ আছে, উষ্মা নেই।—তাপ আছে, প্রদাহ নেই। বেশ সামান্য সময়ের মধ্যেই আনুষ্ঠানিক বিষয়গুলো শেষ হয়ে গেল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম—সাধারণ সভায় নির্বাচন নেই। নির্বাচন আগেই হয়ে গেছে, সাধারণ সভায় মাত্র ফলাফল ঘোষণা। আচ্ছা, আমরা কি এ রকম করে দেখতে পারি না? জেলা প্রতিনিধি নির্বাচন অন্তত: যদি জেলায় জেলায় যেয়ে করা যায় হয়ত তা হ'লে আমরা প্রকৃত উৎসাহীদের খুঁজে বের করতে পারি। অন্তত: কার্যকরী সমিতি নির্বাচনের সঠিক ধারা সম্বন্ধে আর একবার ভেবে দেখলে পারে।

সন্ধ্যায় Reception. বাইরে থেকে যে সব গ্রন্থাগারিক এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিল তাদের সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য। খাওয়া-দাওয়া (পানবহুল) আছে—কিন্তু বক্তৃতা নেই। সমস্ত সম্মেলনের আয়োজনের মধ্যে এখানেই দেখলাম বড় লোকদের পেছনে ঘোরা। এই Reception-এ Lord Snow-কে প্রধান অতিথি করা হয়েছেল অবশ্য ইনি Library Association-এর প্রাক্তন সভাপতি। ইনিই Association-এর নবনির্মিত নয়নমনোবিনোদন হর্ম্যের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন। বুঝতেই পারছেন—যাঁদের অভ্যর্থনা করা হল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক তাঁদের মধ্যে একজন। পামার (Palmer) বাস্তবিকই সহৃদয় ব্যবহার করেছেন। সকলের সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়া, বুঝিয়ে-সুজিয়ে দেখিয়ে দেওয়া, সঙ্গে সঙ্গে থাকা, যা করেছেন তার তুলনা নেই। বাণীদি ঠিকই বলেছিলেন, পরিষদের সম্পাদক হবার লোভ এবার অনেকেরই

হওয়া সম্ভব। আমি জানি, তিনি যাকে অভ্যর্থনা করলেন সে বিজয় মুখুজ্যে নয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক। হ্যাঁ, বুঝতেই পারছেন, আমার খাওয়া দাওয়ার অসুবিধে এখানে আমায় কত বিব্রত করতে পারতো। পারেনি, তার কারণ India Office Library-র আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধিকারিকা Miss Dimes আমায় একটা বুদ্ধি দিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কথামত আমি ঢুকেই একটা গ্লাসে soft drink নিয়ে সারা সময় হাতে রেখেছিলাম। গ্লাস হাতে থাকায় আর কেউ কোন অনুরোধ করে নি। অভ্যর্থনায় যাঁদের সঙ্গে আলাপ হল তাঁদের মধ্যে McColvin-এর নামই বেশী উল্লেখযোগ্য তবে ভদ্রলোক বর্তমান বিলুপ্ত-স্মৃতি—প্রাচীন কীর্তির বাহক মাত্র।

১৪ই গিল্ড হলে সকাল বেলায় আবার সম্মেলন। তিনজনকে সাম্মানিক Fellow নির্বাচিত করা হোল। Library Assoeiation-এর বার্ষিক পুরস্কার পেলেন তিনজন। আগের দিন যাঁদের অভ্যর্থনা করা হয়েছিল সভানেত্রী তাঁদের মঞ্চে উপস্থিত হতে আহ্বান করলেন, যাতে সকলেই তাঁদের দেখতে পান। ভারতীয়দের মধে একমাত্র বঙ্গীয় পরিষদের পাগল প্রতিনিধি ছাড়া আর সকলেই অনুপস্থিত ছিলেন। সভানেত্রী এই অনুপস্থিতিটুকু সভার সকলকে লক্ষ্য করিয়ে দিতে ভুললেন না। এঁরা অনেকে বিকেলে এসেছিলেন। অনুযোগ জানিয়ে বললেন, কর্তৃপক্ষ ত তাঁদের পূর্বাহ্নে জানান নি যে এ দিন সকালে তাঁদের উপস্থিত থাকতে হবে। যাইহোক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বিদেশে ভারতীয়দের দায়িত্ব আমরা কী ভাবে পালন করি এটা তার একটা দৃষ্টান্ত। শুধু ভারতীয় দূতাবাসকে গালাগালি দিলে কী হবে।

বিকেলের সভায় দুটি বক্তৃতা। একটি Liverpool বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডাঃ কেলির বিষয়—সাধারণ গ্রন্থাগার ও তার সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা এবং আর একটি Cambridge-এর Jefus কলেজের Williams-এর, বিষয়—সামাজিক জীবনের পরিবেশে গ্রন্থাগার-গৃহ। কেলির বক্তৃতায় দরিদ্রের দুঃখ মোচনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সর্বসাধারণের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের বিবর্তনের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ পাওয়া গেল। Williams-এর বক্তৃতায় অবশ্য দুরূহ তত্ত্বকথা।

আমার ধারণা, এই সম্মেলনে যারা যোগ দেয় তারা অনেক কিছু শিখে, এবং ভাববার খোরাক নিয়ে বাড়ী ফেরে। আমাদের সম্মেলনে কি তা হয়?

—বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

[পরিষদের কর্মসচিব শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত]

Letter from London :
By—Bijoyanath Mukhopadhyay.

সম্পাদক সমীপেষু

হাওড়া জেলার দফরপুর রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী (গ্রামীণ গ্রন্থাগার), থেকে গ্রন্থাগারিক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায় জানাচ্ছেন :—

"এই গণতান্ত্রিক যুগে পাঠাগার একান্তই অপরিহার্য। অথচ সরকারের সজাগদৃষ্টির অভাবে এইসব গ্রামীণ পাঠাগারের উন্নতি হচ্ছে না। কারণ সরকার পাঠাগার কর্মীদের যা মাহিয়ানা বরাদ্দ করেছেন তা খুবই নগণ্য। এর ওপর আবার মাসের পর মাস চলে গেলেও এই সামান্য মাহিয়ানার টাকাও হাতে এসে পৌছায় না। তাই সরকারের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ তাঁরা যেন পাঠাগার কর্মীদের বাঁচার মত বেতন স্থির করেন এবং বেতন যাতে নির্দিষ্ট সময়ে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়া এরই সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে বলি :—(১) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু যথাযথ মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান (২) গ্রন্থাগার কর্মীদের ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা (৩) প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ইত্যাদির ব্যবস্থা করা (৪) পাঠাগারকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ দায়িত্বে জাতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা।"

১৪।৫।৬৬ ইং

মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট দেশপ্রাণ গ্রামীণ গ্রন্থাগার থেকে গ্রন্থাগারিক শ্রীনির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন :—

"সম্প্রতি এই গ্রামীণ গ্রন্থাগারে তমলুকের এস-ডি-ও-র নির্দেশে দুর্নীতির অভিযোগের পুলিশী তদন্ত হয়ে গেছে। অভিযোগগুলি হল : গ্রন্থাগারের পুস্তক যথাসময়ে ক্রয় না করে জাল ভাউচার দাখিল করে টাকা বার করা ; অন্যের সাইকেল দেখিয়ে সাইকেলের টাকা বার করা ; জাল স্বাক্ষর দিয়ে কেরোসিন তেলের বিলে সই করে টাকা বার করা। এই ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষ বিক্ষুব্ধ। প্রতিকারের জন্য মুখ্য পরিদর্শক, জেলা শাসক ও এস ডি ও-র কাছে গণদরখাস্ত করা হয়েছে। গ্রন্থাগারিক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে দুর্নীতির সংবাদ জানিয়েছেন বলে তাকে অন্যত্র বদলীর প্রয়াস চলেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, তমলুক মহকুমার মহিষাদল থানার শ্রীকৃষ্ণপুর তুষার স্মৃতি-গ্রন্থ-নিকেতনের গ্রন্থাগারিক পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকের এই বিড়ম্বনার অবসান কবে হবে ? একে সামান্য বেতন তাও নিয়মিত মেলেনা—তারপর কারণে-অকারণে বদলীর আদেশ—এর কি কোন প্রতিকার নেই ? গত জানুয়ারী মাস থেকে এই জেলার গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকরা বেতন পাচ্ছেন না। গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা সম্পর্কে শীঘ্রই মেদিনীপুর জেলার গ্রামীণ, জেলা, মহকুমা ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার কর্মীদের এক সম্মেলন হবে।"

গরালগাছা সাধারণ পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীআনন্দ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন ঃ—

আপনার সুযোগ্য পরিচালনায় আমাদের "গ্রন্থাগার". পত্রিকাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আমি একটি Rural Library র সামান্য একজন গ্রন্থাগারিক। আপনার নিকট আমার সামান্য কিছু নিবেদন আছে। বর্তমানে আমাদের দেশে Book Binding-এর সমস্যা আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন! এটা একটা বিরাট সমস্যা নয় কি? বর্তমানে প্রকাশকগণ পুস্তকের প্রচ্ছদপটটি বহু পয়সা খরচ করিয়া নানা রঙে রঙ্গীন করিয়া ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা পুস্তক ভালোভাবে বাঁধাইএর দিকে কোনরকম নজর দেন নাই। ফলে বেশীর ভাগ পুস্তকই এক মাস না ব্যবহার করিতে করিতেই আবার Binding করিতে হয়। সুতরাং প্রকাশক মহাশয়রা এত অর্থ ব্যয় করিয়া যে প্রচ্ছদপট নির্মাণ করেন তাহার কতটুকু মূল্য থাকে? তাঁহারা যদি প্রচ্ছদপটটি সাধারণ করিয়া Binding-এর দিকে মন দেন তাহা হইলে স্কুল, গ্রন্থাগার এবং সাধারণ ক্রেতাদের আর্থিক অপচয় কিছু কমে এবং Binding-এর ঝামেলাও কিছু কমে বলিয়া আমার মনে হয়। প্রিয় সম্পাদক মহাশয়, আপনি যদি "গ্রন্থাগার" পত্রিকা মারফৎ প্রকাশক মহাশয়দের কাছে এ বিষয়ে অনুরোধ জানান তাহা হইলে কিছু উপকার পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। ১০।৫।৬৬ ইং

হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারের-কর্মী শ্রীবিশ্বমঙ্গ ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন ঃ—

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পশ্চিমবাংলার স্পনসর্ড গ্রন্থাগার-কর্মীগণ একটি নূতন বেতন-ক্রম পাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, বেতনক্রমটি নৈরাশ্যজনক। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, সরকার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার-পরিষদ প্রস্তাবিত বেতনক্রমটি প্রবর্তন করিবেন। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় যে, আজ পর্যন্ত গ্রন্থাগার-কর্মীগণ নূতন বেতনক্রমের কোন সুযোগ পান নাই। এখনও আমরা পুরাতন হারে (নির্দিষ্ট) বেতন পাইতেছি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিতে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের চরম আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সরকার মাত্র মাসিক ৫৲ টাকা হারে মহার্ঘ্য-ভাতা দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গ্রন্থাগার-কর্মীগণ এখন অর্দ্ধাশনে কালযাপন করিতেছেন; তথাপি তাঁহারা গ্রন্থাগারের যাবতীয় কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহাদের উপযুক্ত মর্যাদা ও বেতন না থাকায় সমাজ-জীবনে আজ গ্রন্থাগার-কর্মীগণ হেয়।

অতএব, আপনার নিকট আমার অনুরোধ যে, স্পনসর্ড গ্রন্থাগার-কর্মীদের দুর্দশার আশু প্রতিকারের জন্য শিক্ষা-বিভাগের সহিত যোগাযোগ করিবেন। আমি একজন দুঃস্থ গ্রন্থাগার-কর্মী। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা আছে। আশা করি, আমার আবেদন নিষ্ফল হইবে না। ১৯।৩।৬৬ ইং

দিল্লী থেকে শ্রীযুক্তনারায়ণ চক্রবর্তী মহাশয় জানাচ্ছেন—

বৈশাখ, ১৩৭৩ সংখ্যা 'গ্রন্থাগার' আজ পেলাম। শ্রীযুত প্রমীলবাবুর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উপর লেখা, যেটি দ্বারহাট্টা সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির স্মরণী-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, তা গ্রন্থাগারে প্রকাশ করা বিশেষ সুবিবেচনার কাজ হয়েছে। প্রবন্ধটি প্রামাণ্য স্মারক হিসেবে 'গ্রন্থাগার'-এর পৃষ্ঠায় থাকা সমীচীন।

সম্পাদকীয়-তে Delhi Public Library সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। ঐ লাইব্রেরী ১৯৫০ সালে স্থাপিত হয়, প্রথম Unesco Consultant ছিলেন Mr. Edward Sydney (U.K.) ; ১৯৫১ সালের October মাসে প্রধানমন্ত্রী নেহরু আনুষ্ঠানিক ভাবে ঐ গ্রন্থাগারের দ্বার উদ্ঘাটন করেন ; Mr. F. M Gardner ১৯৫১-র নভেম্বর থেকে ১৯৫২-র জুন মাস পর্যন্ত Consultant ছিলেন। 'গ্রন্থাগারের' প্রচ্ছদপটেরও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে এই সংখ্যায়। 'গ্রন্থাগার' লেখাটি আরও পরিষ্কার দেখাবে যদি background-এর রংটি ঠিকমতো হয়। ৯।৬।৬৬ ইং

Letters to the Editor.

পরিষদ কথা

নবনির্বাচিত কাউন্সিলের প্রথম সভা গত ১লা মে পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয়, ৩৩, হজুরীমল লেনে বেলা ৪টায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু।

কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্য থেকে নিম্নলিখিত ৭ জন কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন।

সর্বশ্রী (১) অমিতাভ বসু (২) চঞ্চলকুমার সেন (৩) মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ (৪) মনোতোষ চট্টোপাধ্যায় (৫) প্রবীর রায়চৌধুরী (৬) পূর্ণেন্দু প্রামাণিক (৭) সুনীল বিহারী ঘোষ।

ঐ সভায় যে সব সমিতি গঠিত হয় তা নিম্নরূপ :—

[ক] কারিগরী পঠন-পাঠন ও সহায়ক সমিতি

সভাপতি—শ্রীসুনীল বিহারী ঘোষ

সম্পাদক—শ্রীমনোতোষ চট্টোপাধ্যায়

সভ্যগণ :—সর্বশ্রী (১) *ক্ষিতীশচন্দ্র প্রামাণিক (২) *পার্থসুবীর গুহ (৩) নীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায় (৪) তপন সেনগুপ্ত (৫) *রণজিত কুমার মুখোপাধ্যায় (৬) *স্নেহময় নন্দী।

[খ] গৃহ-নির্মাণ সমিতি

সভাপতি—শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী

সভ্যগণ :—সর্বশ্রী (১) অনাথ বন্ধু দত্ত (২) গুরুশরণ দাশগুপ্ত (৩) গোবিন্দ মল্লিক (৪) দিলীপ বসু (৫) রামরঞ্জন ভট্টাচার্য।

[গ] গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ সমিতি

সভানেত্রী—শ্রীমতী বাণী বসু

সম্পাদক—শ্রীনীহার কান্তি চট্টোপাধ্যায়

সভ্যগণ :—সর্বশ্রী (১) অরুণ রায় (২) *অরুণা চক্রবর্তী (৩) *আরতি বিশ্বাস (৪) *ইলা চক্রবর্তী (৫) *কল্যাণী বসু (৬) ক্ষিতিশ প্রামাণিক (৭) *নন্দিতা দে (৮) নারায়ণ চক্রবর্তী (৯) বিভাবসু ঘোষ (১০) *মীরা মণ্ডল (১১) সুকুমার কোলে (১২) স্নেহময় নন্দী।

---

* চিহ্নিত নামগুলি আযুক্ত সদস্যদের (Co-opted)।

[ঘ] "গ্রন্থাগার" ও প্রকাশন সমিতি

সভাপতি—শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

সভ্যগণ :—সর্বশ্রী (১) অমিতা মিত্র (২) আদিত্যকুমার ওহদেদার (৩) কৃষ্ণা দত্ত (৪) গীতা মিত্র (৫) চঞ্চলকুমার সেন (৬) মনোতোষ চট্টোপাধ্যায় (৭) রাধাবিনোদ সুরাল।

[ঙ] গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণ সমিতি

সভাপতি : শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু

সম্পাদক : শ্রীগোবিন্দ ভূষণ ঘোষ

সভ্যবৃন্দ :—সর্বশ্রী (১) অজিতকুমার ঘোষ (২) অরবিন্দ সেনগুপ্ত (৩) আদিত্য কুমার ওহদেদার (৪) এইচ, এন, আনন্দরাম (৫) এম, এন, নাগরাজ (৬) কেশব ভট্টাচার্য (৭) গোবিন্দলাল রায় (৮) দিলীপ বসু (৯) নচিকেতা মুখোপাধ্যায় (১০) নীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায় (১১) প্রবীর রায়চৌধুরী (১২) প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩) ফণিভূষণ রায় (১৪) বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় (১৫) বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী (১৬) শান্তিপদ ভট্টাচার্য (১৭) সুনীলবিহারী ঘোষ (১৮) সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়।

[ঙ] প্রচার সমিতি

সভাপতি—শ্রীঅরবিন্দভূষণ সেনগুপ্ত

সম্পাদক—শ্রীঅরুণ রায়

সভ্যবৃন্দ :—সর্বশ্রী (১) অশোক বসু (২) অশ্বিনী সেন (৩) কৃষ্ণা দত্ত (৪) গোবিন্দ মল্লিক (৫) দীপক চক্রবর্তী (৬) সুকুমার কোলে।

[ছ] বিদ্যালয়-গ্রন্থাগার সমিতি

সভাপতি—শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীরাধাকান্ত দত্ত

সভ্যবৃন্দ :—সর্বশ্রী (১) অমর মুখোপাধ্যায় (রাজারহাট শিক্ষা-নিকেতন) (২) কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় (৩) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (৪) দীপিকা ঘোষ (৫) শুভনারায়ণ সিন্‌হা।

[জ] গ্রন্থাগার-কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা বিষয়ক সমিতি

সভাপতি—শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী

সভ্যবৃন্দ :—সর্বশ্রী (১) অনিলকুমার দত্ত (২) অরুণকুমার ঘোষ (৩) গীতা মিত্র (৪) তুষারকান্তি সান্যাল (৫) নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (৬) বিনয়ভূষণ রায় (৭) মদন মোহন মল্লিক (৮) রামরঞ্জন ভট্টাচার্য (৯) সত্যব্রত সেন (১০) সুচিত্রা ঘোষ।

এই কলকাতায় এখন

(মৃতের নগরী থেকে জনৈক অপ্রকৃতিস্থ প্রতিবেদক শ্রীভণ্ডুলানন্দ শর্মার নিবেদন)

সেদিন বউবাজার স্ট্রীট দিয়ে একটি বিশেষ কাজে হনহন করে প্রায় ছুটে চলেছি —পেছন থেকে কে যেন ডেকে উঠল—'ওহে ভণ্ডুল, ওহে ভণ্ডুলেশ্বর, ওহে ভণ্ডুলশ্রেষ্ঠ! এখানে আবার আমার বকেয়া নাম ধরে কে ডাকে! পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, আমাদের গজেনদা—পাড়ার লাইব্রেরীর সেক্রেটারী।

'কিহে তুমি তো লাইব্রেরীতে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছ। তাছাড়া তোমার তো অনেক দিনের চাঁদাও বাঁকী'। —গজেনদা বললেন।

প্রমাদ গুণলাম। গজেনদার সঙ্গে একবার দেখা হলে ঝাড়া দু'ঘণ্টার আগে রেহাই নেই। গজেনদা লাইব্রেরী অন্ত প্রাণ। লাইব্রেরীর যাবতীয় সমস্যা না শুনিয়ে আজ আর তিনি আমাকে ছাড়ছেন না। সেই পুরানো কথা। লাইব্রেরীর অর্থ সঙ্কট, বই কেনার টাকা নেই, বই রাখার স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না অথচ ফাণ্ডে একটা আলমারি কেনার মত টাকার একান্তই অভাব। এই বর্ষাকাল এসে গেল—ঘর দিয়ে জল পড়ে অথচ বাড়ীওলার বাড়ী সারানোর নাম নেই। নিজস্ব ভবন—সে-তো সুদূরপরাহত।

পাড়ার লাইব্রেরীর ছবিটি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল—একটা চুনবালি-খসা পুরানো জীর্ণ বাড়ী, ভেতরে জায়গা খুবই সঙ্কীর্ণ—আর কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ। তবু তারই মধ্যে পা-দিয়ে কী খুসিতে ঝলমল করে উঠতুম। পাঁচ রকমের খবরের কাগজ ও পত্র-পত্রিকা—নতুন পুরানো কত রকমের বই! সংস্কৃতির সাধ আছে—কিন্তু ক্রয়ক্ষমতা নেই—তাই পাড়ার লাইব্রেরী আমাদের মত কতিপয় নিম্নবিত্তের ও মধ্যবিত্তের স্বর্গ।

প্রথম প্রথম খবরের কাগজ পড়তেই সেখানে যেতাম। পরে গজেনদার উৎসাহে কাজকর্মও কিছু কিছু করতাম। গ্রন্থাগারবিদ্যার প্রতি আকৃষ্টও হয়েছিলাম এই পাড়া লাইব্রেরীর সংস্পর্শে এসেই। গ্রন্থাগারবৃত্তি এখন আমার জীবিকা।

জনবহুল বউবাজার স্ট্রীটের ওপরে দাঁড়িয়ে গজেনদা এখনো লাইব্রেরীর সমস্যা-গুলি বলে চলেছেন। হঠাৎ যেন আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম। এই কয় বছরে আমার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। গ্রন্থাগারবৃত্তি অবলম্বন করেছি কিন্তু গ্রন্থের আনন্দলোক থেকে যেন অনেক দূরে সরে এসেছি। এখন সময়াভাব; বই পড়া আর হয় না, যেটুকু পড়া হয় তা পুস্তক বর্গীকরণের জন্য বই-এর আখ্যা-পত্র, বড়-জোর বইয়ের ভূমিকা! আমাদের সেই অতি প্রিয় পাড়া লাইব্রেরীতেও আর যাওয়া হয় না। গজেনদা কিন্তু ঠিক তেমনই আছেন। নিজের সংসারের প্রতি মন নেই;

ছেলেমেয়েদের প্রতি নজর নেই—শুধু লাইব্রেরী আর লাইব্রেরী। লাইব্রেরী গজেনদার নেশা। গজেনদা লেখা-পড়াও বেশী শেখেন নি অর্থাৎ আমার মত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় পাশ করেন নি। আই, এস, সি পড়তে পড়তে পড়া ছেড়েছিলেন স্বদেশী করার জন্য। এত কাজ সত্বেও গজেনদা বই পড়েন; যে কোন বই—শিশু পাঠ্য বই থেকে আরম্ভ করে শক্ত শক্ত বিজ্ঞানের বই! আসলে গজেনদা বই ভালবাসেন। এছাড়া গজেনদার জীবনে কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষাই নেই।

গজেনদার তুলনায় নিজেকে আমার অত্যন্ত ছোট বলে মনে হচ্ছে। আমাদের কালে গজেনদার মত লোকদের হয়তো আর খুব বেশী দেখা যাবে না।

কিছুদিন আগে বিশেষ প্রয়োজনে আমেরিকার একটি বিখ্যাত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে ভণ্ডুল একটি পত্র লিখেছিল। পত্রের উত্তর অবিলম্বেই এসেছিল এবং ভণ্ডুল দেখে লজ্জিত হল, যাঁকে সে 'স্যর' বলে সম্বোধন করেছিল, আসলে তিনি 'ম্যাডাম'।

ইংলণ্ড-আমেরিকায় গ্রন্থাগারবৃত্তিটি যে মেয়েদের একচেটিয়া এ-কথা ভণ্ডুল শুনেছে। পুরুষেরা সেখানে এ বৃত্তিতে সংখ্যালঘু। ভারতবর্ষে যদিও এখনো এ বৃত্তিতে অনেক মহিলা আসছেন, তবু এখানে বোধ হয় এ পর্যন্ত পুরুষেরা এ-বৃত্তিতে সংখ্যালঘু হয়ে ওঠেন নি।

কিছুদিন পূর্বে সোভিয়েত য়ুনিয়ন থেকে একদল সাংবাদিক ভারতে এসেছিলেন—তাঁদের কাছ থেকে জানা গেল তাঁদের দেশে সাংবাদিকবৃত্তিতে নিযুক্ত মহিলার হার শতকরা ৭৫। সেখানে গ্রন্থাগারবৃত্তিতে পুরুষ এবং মহিলার হার কি তা ভণ্ডুলের অবশ্য জানা নেই; কিন্তু অনুমান করা কিছু কঠিন নয় যে, ওখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা এ বৃত্তিতে নিযুক্ত আছেন।

ভণ্ডুল যতদূর জানে, একমাত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অপর ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কোনটিতেই এ পর্যন্ত মহিলা কর্মী নিয়োগ করা হয়নি। সেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিভাগের পুনর্মিলন অনুষ্ঠানেও এ-প্রসঙ্গ উঠেছিল। জনৈক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তাঁদের গ্রন্থাগারে মহিলা কর্মী নিয়োগের আহ্বান জানালেন। সভায় উপস্থিত ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফ্যাকাল্টির ডীন মহোদয় যেভাবে বক্তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তাতে ভণ্ডুলের মনে হল, জীবনে বোধ হয় তিনি এরূপ কুপ্রস্তাব আর কখনো শোনেন নি।

খুবই আনন্দের কথা, সম্প্রতি বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনে কতিপয় নতুন তারকার আবির্ভাব হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে সমূহ অগ্রগতি হচ্ছে, ভণ্ডুলের ধারণা, বাংলাদেশে এত গ্রন্থাগার

সমিতির প্রাতুর্ভাবই তার অকাট্য প্রমাণ। এই বাংলাদেশেই ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (বর্তমানে এর দপ্তর দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়েছে), ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও 'পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট স্পনসর্ড লাইব্রেরী কর্মী সমিতি' এবং 'পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতি' গঠিত হয়েছিল। 'পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতি' আবার অতি সম্প্রতি নাম পরিবর্তন করে 'পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক সমিতি' নামে অভিহিত হবে বলে জানা গেল। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকগণ যাতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত বেতনক্রম পান তাই নিয়ে আন্দোলন করাই এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতির উদ্দেশ্যও তাই ছিল। গত পাঁচ বছরে সমিতি তাঁর লক্ষ্য পূরণের পথে কতদূর অগ্রসর হয়েছেন সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য ভণ্ডুলের জানা না থাকলেও, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের ইউ, জি, সি পাইয়ে দেবার গৌরব যে এই সমিতি সম্পূর্ণ একাকীই বহন করতে চান—এ-সম্পর্কে ভণ্ডুলের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে। আর সম্ভবতঃ এ-জন্যই সম্প্রতি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে একটি যুক্ত কনভেনশন আহ্বানে সমিতির ঘোরতর আপত্তি দেখা গেল।

ভণ্ডুলের ধারণা, আর কয়েকটি এই ধরণের সমিতি খাড়া করতে পারলেই বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে যাবে। সেই স্বর্ণযুগে অনুগামী বলে কেউ থাকবে না; বাংলাদেশের গ্রন্থাগার সমিতিগুলির নেতৃমণ্ডলী যে যাঁর সমিতির পতাকা হাতে নিয়ে তখন প্রাণের আনন্দে সমবেত সঙ্গীত ধরবেন—'আমরা সবাই নেতা'।

গত দশ বছর ধরে বৃথাই বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন ব্যাপারে ILA, IASLIC ও BLA-এর নেতৃবৃন্দ স্থানিক ভিত্তিতে গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে মিলনের সোপান রচনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করেছেন। প্রায় একই কর্মীর দল এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তার উপযোগিতাও ছিল যথেষ্ট। নবগঠিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক সমিতি নতুন পথ দেখালেন। 'একটা নতুন কিছু কর' এই মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই সম্ভবতঃ তারা নতুনতর শ্লোগান দিয়েছেন—'United we fall, divided we stand'.

* * *

বাংলাদেশের চারদিকে যখন তীব্র খাদ্যাভাব, কেবল 'হা অন্ন' 'হা অন্ন', দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে শহরে, গ্রামে, গঞ্জে সর্বত্র জনসাধারণ যখন হিমসিম খাচ্ছেন তখন ভণ্ডুল যে এইসব আজেবাজে ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে তা অনেকের মোটেই মনঃপুত নয়। ভণ্ডুল যে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্বিকার তা মোটেই নয়। আসলে হিমসিম ভণ্ডুলও খাচ্ছে কিন্তু বীরের মত সে নীরবেই মার খেয়ে মার হজম করছে। ভণ্ডুল আর কি করতে পারে—ভণ্ডুল নেতাও নয়,

পলিটিসিয়ানও নয়। তাছাড়া অর্থনীতির জটিল তত্ত্ব ভণ্ডুলের নিরেট মাথায় সহজে ঢুকতে চায় না। সাম্প্রতিক টাকার মূল্য হ্রাসের প্রত্যক্ষ ফল কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভণ্ডুলের চোখে ধরা পড়েছে। ভণ্ডুলের লাইব্রেরীর পত্র-পত্রিকা বাজেটে তিন হাজার টাকা মঞ্জুর আছে। এই সব পত্র-পত্রিকার প্রায় সবই ভণ্ডুলকে ডলার ও স্টার্লিং এর রাজ্য থেকে আমদানি করতে হয়। ভণ্ডুল খুব সহজেই দেখতে পেল যে, তার তিনহাজার টাকার বাজেট এখন প্রায় দেড়হাজারের সমতুল্য হয়ে পড়ল। সুতরাং ভণ্ডুলকে হয় বাজেট আরও বাড়াতে হবে নয়তো পত্র-পত্রিকার সংখ্যা কমাতে হবে।

ভণ্ডুল জানেনা, মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে জিনিসের মূল্য আরও বৃদ্ধি পেয়ে সাধারণ লোকের দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পাবে কিনা। তবে যোজনা কমিশনের সদস্য জনৈক বিখ্যাত পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানী বলেছেন, 'আমাদের টাকার মূল্য হ্রাসের সুযোগ নিতে হবে। আর টাকার মূল্য হ্রাস থেকে আমরা অচিরেই বুঝতে পারবো যে আমরা স্বয়ংম্ভরতার দিক দিয়ে কতটুকু এগিয়ে গেছি'। তা ভণ্ডুল কিছুটা বুঝতে পেরেছে বৈ কি!

ভণ্ডুল এবং ভণ্ডুলের মত আরো যেসব গ্রন্থাগারিককে বিদেশ থেকে বই ও পত্র-পত্রিকা আমদানি করতে হয় তাঁদের জন্য একটি সুসংবাদও আছে। লাইব্রেরী, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে সরকার বই আমদানি সম্পর্কে কড়াকড়ি হ্রাসের সিদ্ধান্ত করেছেন। ১৯৬৬-৬৭ সালে বই ও অনুমোদিত সাময়িক পত্রের জন্য সরকার এদের শিক্ষাদপ্তরের সুপারিশ অনুযায়ী আমদানি লাইসেন্স দেবেন।

ভারতের গ্রন্থাগার জগতের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সম্প্রতি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর এক প্রবন্ধে প্রস্তাব করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ/উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'গ্রন্থাগার' যাতে নিয়মিত রাখা হয় সেজন্য সরকারী কর্তৃপক্ষের সাহায্য চাওয়া ও পাওয়া উচিত। ভণ্ডুলের এ প্রস্তাবে কোন আপত্তিই হতে পারে না। কেননা, সম্প্রতি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় ভণ্ডুলের যেসব যুগান্তকারী রচনা প্রকাশিত হচ্ছে তার ব্যাপক প্রচার অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। তবে ভণ্ডুল গোপনে একটি কথা নিবেদন করতে চায়। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পাঠ করে বাংলাদেশের সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের আর কোন উপকার হোক বা নাই হোক, কতকগুলি ভুল বানান শেখানোর জন্য পত্রিকাটি যে খুবই উপযোগী বাংলাদেশের শিক্ষক মহাশয়গণ ও অভিভাবকবৃন্দ আশা করি এ ব্যাপারে ভণ্ডুলের সঙ্গে দ্বিমত হবেন না।

* * *

ভণ্ডুল বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করেছেন। এই বোর্ড রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে গ্রন্থাগার ব্যাপারে পরামর্শ দেবেন। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য প্ল্যানিং কমিশনের

ওয়ার্কিং গ্রুপের সুপারিশে কেন্দ্রীয় সরকার এই বোর্ড গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন। এটি ভারতের গ্রন্থাগার জগতের পক্ষে নিশ্চয়ই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু সরকারী কমিটি, কমিশন ইত্যাদি সম্পর্কে ভণ্ডুলের ধারণা : এঁরা অনেক ভালো ভালো কথা বলেন, কিন্তু তার সিকিভাগও কার্যে পরিণত হয় না। আসলে, 'A committee is a group of the unfit, appointed by the unwilling, to do the unnecessary'.

IN CALCUTTA NOW : A Running Commentary by Bhandulananda Sharma—a morbid correspondent from the 'City of Death'.

মুর্শিদাবাদের হাজার-দুয়ারী বিক্রয় ?

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল, মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত নিজামত প্রাসাদ বা হাজারদুয়ারী নামে পরিচিত নবাবদের ত্রিতল গৃহটি বিক্রয়ের উদ্যোগ চলেছে। এই ঐতিহাসিক প্রাসাদের নবাবী আমলের পুরাণো অস্ত্রশস্ত্র, দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, পুস্তক, চিত্র, মূল্যবান পেন্টিং প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যাদি—যা কোন মিউজিয়ামে রক্ষিত হওয়া উচিত—সেগুলিও এই সঙ্গে হস্তান্তরিত হয়ে যাবে। প্রাসাদের ট্রাস্টীগণ এর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় বহনে অসমর্থ বলেই তাঁরা এটিকে বিক্রয় করছেন।

গত ১৯শে জুন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যকরী সমিতির সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে এই ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পরলোকগত স্যর যদুনাথ সরকার প্রভৃতি অতীতে এখান থেকে তাঁদের গবেষণার বহু উপাদান সংগ্রহ করেন। পরিষদের মতে এইরূপ ঐতিহাসিক প্রসাদ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি জাতীয় সম্পদরূপে রক্ষিত হওয়া উচিত। Ancient Monument Preservation Act অনুসারে সরকার এই প্রাসাদ রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। পরিষদ দেশবাসী, বিশেষ করে বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করতে চায়। পরিষদের সকল ব্যক্তিগত সদস্য ও প্রতিষ্ঠান সদস্যকে এ-ব্যাপারে জনমত সৃষ্টির জন্য উদ্যোগী হতে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা :

ইন্টালী ইনস্টিটিউট : রাজলক্ষ্মী সুর স্মৃতি পাঠাগার। কলিকাতা-১৪।

সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের ৪৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়। এই উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণী-পত্রে সম্পাদকের যে কার্যবিবরণী ছাপা হয়েছে তা থেকে জানা গেল : আলোচ্য বৎসরে গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ১৫,০০০ ; সভ্য সংখ্যা ছিল ৩৪০ সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ৬৭ এবং ছেড়ে চলে গেছেন ২৮ জন, ২৯ জনের সভ্যপদ বাতিল হয়েছে এবং ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। বর্তমান বৎসরে সভ্য সংখ্যা হয়েছে ৩৪৬ জন। বর্তমান বছরে ২২৬৩,২৯ টাকার বই কেনা হয়েছে এবং গ্রন্থাগারে ৪০২টি পুস্তক সংযোজিত হয়েছে ; এর ভেতর ৩০টি ইংরেজী বই। আয়ের শতকরা ৮০ ভাগ বই কেনাতে ব্যয় করা হয়েছে। এই বছর গড়ে মাসে ১২৮৭'৯ খানি বই ইস্যু হয়েছে।

পাঠাগারের অবৈতনিক পাঠকক্ষে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, পত্র- পত্রিকা রাখা হয়।

পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস, সরস্বতী পূজা, প্রজাতন্ত্র দিবস, নেতাজী জন্মদিবস প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালিত হয় এবং সঙ্গীতাচার্য শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্যকে সম্বর্দ্ধনা জানান হয়। এ বৎসর পাঠাগারের উদ্যোগে নেতাজী সুভাষ ইন্‌স্টিটিউটে একটি নাটকও অভিনীত হয়। পাঠাগারের কিশোর বিভাগের সদস্য সংখ্যা ৭৫ এবং বই কেনায় ২০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু এই বিভাগটি ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন।

দুই বৎসর পূর্বে পাঠাগারে একটি পাঠ্যপুস্তক বিভাগ খোলাও হয়েছিল কিন্তু স্থানাভাবের দরুন এই বিভাগের কর্মধারা খুব সফল হতে পারে নি।

কাশীপুর ইনস্টিটিউট। কলিকাতা-২

গত ১০ই এপ্রিল '৬৬ পাঠাগারের সাধারণ নির্বাচনে ১৬ জন সদস্য নিয়ে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে। শ্রীগুণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সভাপতি, শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক, শ্রীসমীর ঘোষ কোষাধ্যক্ষ ও শ্রীদীপক ঘোষ গ্রন্থাগারিক নির্বাচিত হয়েছেন। সমিতির সদস্যদের মধ্যে স্থানীয় কাউন্সিলর শ্রীসুশীল পালও আছেন।

কিশোর গ্রন্থালয়। কলিকাতা-৬

কিশোর গ্রন্থালয়ের সাধারণ সম্পাদক প্রদত্ত বাৎসরিক কার্য-বিবরণী ও ১৯৬৫-৬৬ সালের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব থেকে জানা যায়, আলোচ্য বছরে কার্যকরী সমিতি মোট নয়বার অধিবেশনে মিলিত হয়েছেন। মোট বই-এর সংখ্যা ৪,৫৪৪। ৫০টি অচল (damaged) বই বিনষ্ট করা হয় এবং ৯০টি বই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করা হয়। সভ্য সংখ্যা মোট (প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত-বয়স্ক) ১৮০। গ্রন্থালয়ের সভ্যবৃন্দ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস এবং কান্তকবি রজনীকান্ত সেন ও শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেন।

গত ২১শে নভেম্বর গ্রন্থালয়ের একবিংশতম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। তাছাড়া ১৫ই নভেম্বর, '৬৫ ও ১লা ডিসেম্বর, '৬৫ যথাক্রমে সারাভারত শিশু দিবস' ও 'সারাভারত সমাজশিক্ষা দিবস' বিপুল উদ্দীপনার সাথে পালন করা হয়।

আলোচ্য বছরের মোটামুটি আয়ব্যয়ের অঙ্ক :—

আয়		ব্যয়	
চাঁদা—	৪১২,৫০	পুস্তক ক্রয়—	৪৩৪,৮০
দান—	৯২,০০	পত্র-পত্রিকা —	৯৫,৪৮
কলিকাতা পৌরসভা—	৩০০,০০	বার্ষিক অনুষ্ঠান—	১০৬,১৩
বিজ্ঞাপন বাবদ—	৫০৪,০০	স্মারক গ্রন্থ—	১৫২,২৫
সরস্বতী পূজা —	১৭৩,৫৪	সরস্বতী পূজা—	১৭৬,৬৪
		ভাড়া—	২৮০.০০

খিদিরপুর মিতালী সংঘ। ৩২এ হরিসভা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৩

সংঘের ২২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ৫ম বার্ষিক সাহিত্য ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ দিন ৩রা জুলাই ১৯৬৬। নিয়মাবলীর জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিটসহ সংঘের ঠিকানায় পত্রালাপ করতে হবে। কোনরূপ প্রবেশমূল্য নাই।

বেলঘরিয়া প্যারীমোহন স্মৃতি সাধারণ গ্রন্থাগার। কলি-৫৬

গত ২৪শে এপ্রিল, '৬৬ শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগারের সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসচিব দ্বি-বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন ও দ্বি-বার্ষিক আয় ব্যয়ের একটি খসড়া উপস্থিত করেন।

১৯৬৬-'৬৮ সালের কার্যনির্বাহক সমিতিতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা নির্বাচিত হন :

সভাপতি—শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়। সহঃ সভাপতি—অধ্যাপক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক—শ্রীজহরমোহন দাশগুপ্ত ; সর্বশ্রী দেবকুমার রায় চৌধুরী, , তপেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণ্ময় চট্টোপাধ্যায়, জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায়. সুধীর ধর, ভূপতি বিশ্বাস, ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কার্যকরী সমিতির সদস্য। কার্যকালীন সময়ে গ্রন্থাগারে ১৭২৫'৩০ পয়সার পুস্তক ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে মোট পুস্তক সংখ্যা প্রায় সাড়ে সাত হাজার।

গ্রন্থাগারে নানা সমাজশিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। বিভিন্ন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ও সারগর্ভ ভাষণ দেন সর্বশ্রী গোপাল মুখোপাধ্যায়, দেবকুমার রায়চৌধুরী, গোপাল ভাদুড়ী, অধ্যাপক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঃ বঃ সরকারের সমাজশিক্ষা অধিকর্তা শ্রীগদাধরচরণ নিয়োগী, ডঃ সুরেশ মিত্র, অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ ও শ্রীমতী ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়।

চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদের বাৎসরিক সম্মেলনে বেলঘরিয়া প্যারীমোহন স্মৃতি সাধারণ গ্রন্থাগার অংশ গ্রহণ করে।

গ্রন্থাগারের বর্তমান সভ্য সংখ্যা ৪৬৭ জন। নতুন সভ্য হয়েছেন ১৮২জন। গ্রন্থাগারে বর্তমানে ক্রয় বা দানস্বরূপ ৩৭টি বিশিষ্ট পত্র পত্রিকা পাওয়া যায়।

রবীন্দ্র নিকেতন। কলিকাতা-৪১

পশ্চিম পুঁটিয়ারির শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র 'রবীন্দ্র নিকেতনে' ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও শিশু-সাহিত্যিক ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য। আবৃত্তি, সংগীত ছাড়াও সদ্য পরলোকগত সাহিত্যিক অশোক গুহ রচিত 'রবি যেদিন কবি হ'ল' কিশোর-নাটক অভিনীত হয়।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিঃ-৭।

গত ২১মে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও ইণ্ডিয়ান ফোকলোর সোসাইটির মিলিত উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী লোকবৃত্তি সম্পর্কিত প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার। বহু লোক প্রদর্শনীটি যথেষ্ট উৎসাহ সহকারে দেখেন। দর্শকদের মধ্যে কিছু বিদেশীও ছিলেন।

এখানে শিল্পকলা সম্পর্কিত সামগ্রী ও ফটো ছাড়াও ৪০০টি লোকবৃত্ত সম্পর্কিত পুস্তক ছিল। চিত্রলিপি, কালিঘাটের পট, যাদু পট, উড়িষ্যার পট, বাঁকুড়ার ব্রোঞ্জ ও তামার হস্তশিল্প, বিভিন্ন লোকবৃত্ত উৎসবের আলোকচিত্র প্রদর্শনীটির শোভাবর্দ্ধন করেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ৪৮ রকমের পত্র-পত্রিকা প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ ছিল। বিভিন্ন বিদেশী লোকবৃত্ত সম্পর্কিত সাময়িক পত্রিকার মধ্যে আমাদের দেশের Folklore পত্রিকাটি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদর্শনী কমিটির সভাপতি, শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত ও ডঃ দীপকরঞ্জন বড়ুয়া যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। আচার্য কাকা সাহেব কালেলকার, শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, লেডী রাণু মুখার্জী, শ্রীওয়াই এম মুল্যে প্রভৃতি উপদেষ্টা মণ্ডলীতে ছিলেন।

শিশির স্মৃতি পাঠাগার। খিদিরপুর, কলিকাতা-২৩

গত ১৭ই এপ্রিল পাঠাগারের বিংশতম বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৯৬৬ ৬৭ সালের জন্য নিম্নলিখিত কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছেন :—

সভাপতি—শ্রীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, সহঃ-সভাপতি শ্রীকলিমুদ্দিন শামস্, শ্রীবলাইভূষণ পাল ও শ্রীবাসুদেব ঘোষ। সম্পাদক – শ্রীচণ্ডী দে। গ্রন্থাগারিক — শ্রীসমর দত্ত। কোষাধ্যক্ষ – শ্রীবিজয় বসু।

এ ছাড়াও আরও ৯ জন সদস্য কার্যনির্বাহক সমিতিতে আছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার—কলিকাতা-৩২

গত ১৩ই এপ্রিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কর্মীরা মিলিত হয়ে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ৺শচীদুলাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ক'রে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাবে তাঁর বিভিন্ন গুণাবলীর উল্লেখ করে বলা হয় যে, তাঁর মৃত্যুতে গ্রন্থাগারবৃত্তির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। পরলোকগত দাশগুপ্তের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

চব্বিশ পরগণা

ঘাটেশ্বর সমাজ কল্যাণ সংসদ। ঘাটেশ্বর।

সংসদ প্রকাশিত পুস্তিকা মারফৎ প্রাপ্ত তথ্যগুলি নিম্নরূপ :—ঘাটেশ্বর সমাজ কল্যাণ সংসদ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য। ২৪ পরগণা জেলা শারীর শিক্ষা ও যুবকল্যাণ অধিকার ও ২৪ পরগণা জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকারের

নিয়মিত আর্থিক সাহায্য এই সংসদকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলেছে। সংসদ ও তার গ্রন্থাগার নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এতদঞ্চলে আমোদপ্রমোদ ও সংস্কৃতির প্রাণ-কেন্দ্রস্বরূপ হয়েছে।

বনগ্রাম পাব্‌লিক লাইব্রেরী ও টাউন হল। বনগাঁ।

গত ১৭ই এপ্রিল বনগ্রাম সাধারণ গ্রন্থাগারের নূতন ভবনটিকে নিঃশুল্ক পাঠাগার হিসাবে উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন উপলক্ষে বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু 'জনকল্যাণ ও জাতীয় জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা' সম্পর্কে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন চব্বিশ পরগণা জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীগদাধরচরণ নিয়োগী এবং সভাপতিত্ব করেন মহকুমা শাসক শ্রীসুনীলকান্তি চট্টোপাধ্যায়। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর মৃত্যুতে তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে সভায় এক মিনিটকাল নীরবতা পালন করা হয়।

বান্ধব পাঠাগার (গ্রামীণ গ্রন্থাগার)। সারাঙ্গাবাদ, বজবজ।

গত ২৯শে মে সারাঙ্গাবাদ বান্ধব-পাঠাগারে বিশ্বমানব রমঁ্যা রলঁ্যার জন্ম-শতবার্ষিকী এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে উদ্‌যাপন করা হয়। সঙ্গীত ও প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে এই মনীষীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। তাঁর জীবনের ভাবধারা ও আদর্শ নানাদিক থেকে আলোচনা করেন শ্রীরমাপ্রসাদ চক্রবর্তী ও শ্রীঅশ্বিনীকুমার বেরা। বিশিষ্ট সংবাদসেবী শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ বলেন, "মানবাত্মার মুক্তি সাধনই তার জীবনের চরমতম আদর্শ।" শ্রীধর্মদাস বিশ্বাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিভিন্ন আলোচনায় যোগদান করেন সর্বশ্রী—চূড়ামণি মাইতি, শশাঙ্কশেখর মাইতি, স্বপনকুমার বসু, অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘনশ্যাম সামন্ত, এ. কে শর্মা, পঞ্চুচরণ মাইতি ও স্বামী প্রেমানন্দ।

ব্রতী সংঘ। বজবজ।

গত ১৭ই এপ্রিল পাঠাগারের ২১শ বার্ষিক প্রীতি সম্মেলন শ্রীকল্যাণকুমার রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সমাজশিক্ষা পরিদর্শক শ্রীঅমিয়কুমার সেন এবং বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীঅনিমেষ চট্টোপাধ্যায় ও ফিরোজ ঝা মহাশয়।

সংঘের কার্যবিবরণী পাঠ করেন কর্মসচিব শ্রীনিশানাথ সেন। তিনি সংঘের আদর্শাবলী রূপায়ণের জন্য এবং সংঘের নিজস্ব ভবন ও বজবজে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সরকার, বজবজ পৌরসভা ও জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।

সংঘ-পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীকে পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীঅমিয়কুমার সেন। শ্রীসুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীনিমাই দত্তের "বজবজের ইতিকথা" প্রবন্ধটি সংঘ প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থটির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সভার শেষে সদস্যেরা "লার্ণিং ফ্রম দি বার্ণিং ঘাট" - একাঙ্ক নাটিকাটি মঞ্চস্থ করেন।

মিলনী পাঠাগার– নরেন্দ্রনগর, বেলঘরিয়া।

মিলনী পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা ২৪শে এপ্রিল শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীঅর্ণব সরকার সম্পাদকীয় বিবরণীতে জানিয়েছেন যে, গত বছর পর্যন্ত বইয়ের সংখ্যা ছিল ১৪৮৩। এর শিশু-বিভাগটি চাঁদা বিহীন। তাছাড়া পাঠাগারে নেতাজী জন্মোৎসব, রবীন্দ্রজয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সাধুজন পাঠাগার। বনগ্রাম।

বিগত ২৫শে ও ২৬শে বৈশাখ সাধুজন পাঠাগারের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী ১০৫তম রবীন্দ্র জন্মোৎসব বিপুল উদ্যমে উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে একটি চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়—দুই শতাধিক রবীন্দ্রনাথের আলোকচিত্র, কবি অঙ্কিত ৬০খানি চিত্র, কবিকণ্ঠের রেকর্ড, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলী, তিব্বতী, নেপালী, গুজরাটী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম, কানাড়ী, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, কাশ্মিরী, ফরাসী, রুশ ও ইংরাজী ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থরাজি, রবীন্দ্রচর্চার উপর দেড় শতাধিক গ্রন্থের ও কবির চিঠিপত্র ও মডেলের এক বিপুল সমাবেশ হয়। বৈকালিক জনসভা উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ গোপালচন্দ্র সাধু ও পৌরোহিত্য করেন শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক।

দ্বিতীয় দিবস ৭ম বার্ষিক বনগ্রাম মহকুমা কবি সম্মেলন উপলক্ষ্যে ত্রিশজন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন কবি চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 'বনমর্মর' নামে একটি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়। ঐদিন রাত্রে রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের মঞ্চাভিনয় হয়।

গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ '৭৩ সাধুজন পাঠাগারে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ-ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক, বনগ্রামের সুসন্তান ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৩৬তম স্মৃতিবার্ষিকী, ৯ই জ্যৈষ্ঠ পাঠ-মন্দিরে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে উদ্‌যাপিত হয়।

নদীয়া

কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী। কৃষ্ণনগর।

২৫শে বৈশাখ গ্রন্থাগার পাঠকক্ষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ১০৫তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅমরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। আবৃত্তি ও সঙ্গীতমুখর এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী সঞ্জীব বাগ, দুলালী মজুমদার, বিহুলা পাল চৌধুরী, সুতপা হাজরা, শুভ্রা ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা রায়, গোবিন্দ রায়, আরতি প্রামাণিক, রবিপ্রসাদ প্রামাণিক, কৃষ্ণা পাল, গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, মালবিকা ভট্টাচার্য, শিখা চক্রবর্তী, রূপা ভট্টাচার্য, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবদাস ভট্টাচার্য।

মালদহ

ক্ষিতিমোহন সেন গ্রন্থাগার। সুলতাননগর।

গত ১লা বৈশাখ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত সুলতাননগর গ্রামে মোঃ সামসুদ্দিন আহম্মদের সভাপতিত্বে "ক্ষিতিমোহন সেন গ্রন্থাগার" প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার উদ্বোধন করেন একজন নিষ্ঠাবান কৃষক শ্রীরাজবলী কয়রী। মোঃ কোবাদ আলী খাঁ প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর জীবন নানা দিক থেকে আলোচনা করা হয় এবং বিভিন্ন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন মোঃ কোবাদ আলী খাঁ, মোঃ সামসুদ্দিন আহম্মদ, শ্রীশ্যামলেন্দু ভট্টাচার্য, শ্রীস্বামীনাথ কয়রী, শ্রীভূপেন রায়, মৌলবী জামাল খাঁ, মোঃ আহম্মদ আলী খাঁ। গ্রন্থাগারের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করে শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেন, বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য, শ্রীনিকেতনের অধ্যক্ষ শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ এবং আরো অনেকে। গ্রন্থাগারের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বহু দূর গ্রাম থেকে অনেকে সমবেত হন।

সভায় তিনজন সদস্যের একটি উপদেষ্টা মণ্ডলী গঠন করা হয়—উপদেষ্টা মণ্ডলীতে আছেন শ্রীমনোরঞ্জন গুহ, শ্রীক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন ও মোঃ কোবাদ আলী খাঁ। কার্যকরী সমিতিতে আছেন পনেরো জন সদস্য, তার মধ্যে (১) সর্বশ্রী রাজবলী কয়রী, সভাপতি (২) মোঃ সামসুদ্দিন আহম্মদ, সহ-সভাপতি (৩) স্বামীনাথ কয়রী, সাধারণ সম্পাদক (৪) মোঃ কোবাদ আলী খাঁ, কোষাধ্যক্ষ (৫) শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্য, (৬) ভূপেন রায়, সংগঠন-সম্পাদক (৭) মীর ওয়ারেশ আলী, গ্রন্থাগারিক ও আটজন সদস্য নির্বাচিত হন।

হাওড়া

বাঁটরা পাব্লিক লাইব্রেরী – ৪২।৩ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন।

শ্রীধীরেন্দ্র কুমার দাশ ও শ্রীসন্তোষ কুমার বসুকে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৯৬৬-৬৭ সালের জন্য পাঠাগারের কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির। বেলুরমঠ, হাওড়া।

'জনশিক্ষা-মন্দির রামকৃষ্ণমিশন পরিচালিত বয়স্কশিক্ষা কেন্দ্র। বয়স্কশিক্ষার বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগারকে একটি বিশেষ স্থান দিয়েছেন। গ্রন্থাগারের কাজ কেন্দ্রীয়, চলমান, সাইকেল সরবরাহ ও ক্ষুদ্র গ্রন্থকেন্দ্র এই চারটি বিভাগে বিভক্ত। যে কেউ এর যে কোন বিভাগের বিনা চাঁদায় সদস্য হতে পারেন। বর্তমান বৎসরের বিবরণী থেকে জানা গেল কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বইয়ের সংখ্যা ১৫,২৭৫ এবং ৬৬২৭ খানা বই আদান-প্রদান হ'য়েছে। রেফারেন্স্ বিভাগে মূল্যবান পুরানো বই রয়েছে। তা'ছাড়া একটি ছোট পাঠ্য-পুস্তকের সংগ্রহ গড়ে তোলা হচ্ছে। চলমান বিভাগ একটি ভ্যানে গত বছর বালি, বেলুড় ও লিলুয়ার বিভিন্ন কেন্দ্রে ৪১০৮ খানা বই আদান-প্রদান করেছে। সাইকেলের সাহায্যে ৩৬ জন সদস্যকে সারা বছরে ১১০৮ খানা বই দেওয়া হয়েছে। ১৩টি ছোট ছোট গ্রন্থাগারে ৪৮২ জন সদস্যের মধ্যে বই আদান-প্রদানের সংখ্যা ৪১৪১ খানা।

ভারত পাঠাগার। ২৭ অন্নদাপ্রসাদ ব্যানার্জী লেন।

বিগত ২৫শে এপ্রিল পাঠাগারের উনবিংশতিতম বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত ও কার্যকরী সমিতির সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে ১৯৬৬—৬৮ সালের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়:—সভাপতি : শ্রীকৃষ্ণপদ মুখোপাধ্যায়। সহ সভাপতি : শ্রীযুগলকিশোর মণ্ডল ও শ্রীরামগোপাল বসু। সম্পাদক : শ্রীবিশ্বনাথ সেন। সহ-সম্পাদক : শ্রীঅসিতকুমার চট্টোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ : শ্রীবারীন্দ্রনাথ দাস।

এ-ছাড়া আট জন সদস্য আছেন এই সমিতিতে।

১৯৬৫-৬৬ সালের কার্য-বিবরণী থেকে নিম্নোক্ত খবরগুলি জানা গেল।

সদস্যসংখ্যা : সাধারণ বিভাগ—৩৩৮, কিশোর বিভাগ—৫৪

নূতন সদস্যসংখ্যা : সাধারণ বিভাগ—৮০, কিশোর বিভাগ—১০

পুস্তক সংখ্যা : সাধারণ বিভাগ—২৬৪৮, কিশোর বিভাগ—৭৫৫

নূতন পুস্তক সংখ্যা : সাধারণ বিভাগ—৪২৪, কিশোর বিভাগ—১১৬

মাসিক চাঁদা আদায়—৭৯৫·৪২

পৌর প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সাহায্য—৪৫৬·০০, সরকারী সাহায্য—১২৫·০০।

সভ্যদের জন্য নিম্নলিখিত সংবাদপত্র ও পত্রিকাগুলি এ বছর পরিবেশন করা হয়। —আনন্দবাজার পত্রিকা, দৈনিক বসুমতী, অমৃতবাজার পত্রিকা, কমনওয়েথ টুডে, স্প্যান, বিচার, কম্পাস, গ্রন্থাগার, শিশুসাথী, ও শুকতারা।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুতে গত ১৫ই জানুয়ারী এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং শোক প্রস্তাবের অনুলিপি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করা হয়। পাঠাগারের প্রাক্তন সম্পাদক ইন্দ্রনাথ ঘোষের মৃত্যুতেও অনুরূপ একটি শোকসভা হয়।

গত ৩০শে মে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্মোৎসব অধ্যাপক জীবনকৃষ্ণ শেঠ মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

১লা ডিসেম্বর, '৬৫ সমাজশিক্ষা দিবস পালন করা হয়। পাঠাগারে শ্রীপঞ্চমী উৎসবের আয়োজন করা হয় ২৬শে জানুযারী।

পাঠাগারের সাহায্যকল্পে চলচিত্র প্রদর্শন করা হয় এবং সংগৃহীত অর্থে (১০৯১·৫০) বই কেনা হয়।

হুগলী

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার। ত্রিবেণী।

৯ই মে, '৬৬ মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখেলের জন্ম-শতবার্ষিকী পালন করা হয়। সভায় পাঠাগারের সহঃ সভাপতি শ্রীগণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ শ্রীনীলমণি মোদক ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পাঠাগারকে জনপ্রিয় ক'রে এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অধিকতর সংযোগ রক্ষার জন্য এ বছর রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী সম্মিলিতভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে সর্বশ্রী গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, গোলকেশ মজুমদার, নীলমণি মোদক, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ এগারোজন সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। কবিগুরুর ভাবধারা ও জীবনদর্শন আলোচনা করেন বাগাটি কলেজের উপাধ্যক্ষ শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্তী, বাগাটী স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীবারিদবরণ ঘোষ ও অধ্যাপক শ্রীপ্রভাতকুমার পালিত। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন

২৫শে মে, '৬৫ বিদ্রোহী কবি নজরুলের ৬৭তম জন্মোৎসব পালন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীনীলমণি মোদক। শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় সুচিন্তিত বক্তৃতার মাধ্যমে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বয়েজ ওন লাইব্রেরী—চুঁচুড়া।

গত ৭ই মে, '৬৬ গ্রন্থাগারের সুবর্ণজয়ন্তী পালন করা হয়। হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য পঞ্চাশটি বাতি জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। কার্যবিবরণী উপস্থাপিত করেন শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়।

গ্রন্থাগারের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সমাজশিক্ষা অধিকারিক শ্রীনীতিশচন্দ্র বাগচী মহাশয় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন ও ছাত্রদের 'বুক ব্যাঙ্ক' ও 'শিক্ষাবিভাগে'র উল্লেখ করেন। অতিথিদের সম্বর্ধনা জানান গ্রন্থাগার-সভাপতি শ্রীচারুলাল মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীপ্রবোধবন্ধু অধিকারী। তিনি বলেন, গ্রন্থাগার জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। অধিবেশন সভাপতি—শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন ও তাদের প্রখ্যাত সাহিত্যসেবী অক্ষয়চন্দ্র সরকারের আদর্শ অনুসরণ করতে বলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের জন্মস্থান চুঁচুড়ার কণকশালীতে এই সুবর্ণজয়ন্তী পালন করা হয়।

NEWS FROM LIBRARIES.

গ্রন্থাগারিক-সংবাদ

শ্রীওয়াই এম মূল্যে

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী ওয়াই এম মূল্যে দুই মাস যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে শীঘ্রই রওয়ানা হচ্ছেন। তিনি বিশ্ব পরিক্রমাও করবেন।

শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় আগামী সেপ্টেম্বর মাসে হেগে অনুষ্ঠিতব্য I F L A-র বার্ষিক সম্মেলনে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করবেন বলে জানা গেল।

শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতাস্থিত বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার লাইব্রেরীয়ান ও লেজার কীপার শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি নয়াদিল্লীর কৃষিভবনে অবস্থিত 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ'-এর গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয়েছেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় উদ্ভিদ্ বিদ্যায় এম. সি. সি। এম. এস. সি পাশ করার পরে তিনি কিছুকাল প্রেসিডেন্সি কলেজে ডেমনস্ট্রেটরের কাজ করেন। তারপর বটানিক্যাল সার্ভেতে বটানিষ্ট হিসেবেও কিছুকাল কাজ করেন। পরে তিনি বোটানিক্যাল সার্ভের গ্রন্থাগারিকের পদে যোগ দেন।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২৩ সালে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীকে তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কথা বিচার করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-কালীন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ক্ষেত্রে দেয় বেতনক্রম অনুমোদন করেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারবিদ্যা শিক্ষণ বিভাগের পুনর্মিলন উৎসব

গত ৮ই মে মহাবোধি সোসাইটি হলে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারবিদ্যা শিক্ষণ বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব আর্টস্-এর ডীন ডঃ অনিল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পুনর্মিলন সমিতির সম্পাদক শ্রীপল্লব সিংহ গ্রন্থাগারবিদ্যার ছাত্র-ছাত্রীদের বঙ্গীয়

গ্রন্থাগার পরিষদের মাধ্যমে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরো জোরদার করে তুলতে আহ্বান জানান।

ডঃ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা আরো ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়া উচিত। একমাত্র জনমতের চাপই বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সংস্থাকে গ্রন্থাগারবিদ্যা ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বনে বাধ্য করবে'। ডঃ ওহদেদার বলেন, 'শিক্ষালাভের পরে অনেকেই গ্রন্থাগারবিদ্যাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন না কারণ এই পেশা আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে এখনও যথাযথ স্থান লাভ করে নাই। অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এই অসুবিধা দূর হবে।'

সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বলেন, 'পুরাতন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ঐক্য দৃঢ়তর করবার জন্য এই ধরণের পুনর্মিলন উৎসবের প্রয়োজনীয়তা আছে'।

সভাশেষে একটি বিচিত্রানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং এই উপলক্ষে একটি স্মরণীপত্র প্রকাশ করা হয়।

বর্ধমানে ইয়াসলিক (IASLIC) ষ্টাডি সার্কেলের অধিবেশন

গত ১৫ই মে সকাল ৯টায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ইয়াসলিক ষ্টাডি সার্কেলের এক অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত। সর্বশ্রী সি. ভি. সুব্বারাও, এইচ. এন. আনন্দরাম, এন. বি, মারাঠে, পি. এন. ভেঙ্কটাচারী, সি. ভি. দাতার, এস. এম. কুলকার্ণি, ফণিভূষণ রায়, সুবল চৌধুরী, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ও নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। আলোচ্য বিষয় ছিল সরকারী প্রকাশনার সমস্যাবলী। অধিবেশন বেলা ৪টা অবধি চলে। কাজের অবসরে এই দলটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন গ্রন্থাগার ভবন ও গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন। ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে এই ষ্টাডি সার্কেলের অধিবেশন নিয়মিত ভাবে প্রতিমাসে একবার ক'রে হ'চ্ছে। উদ্দেশ্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সমস্যাবলী আলোচনা ও পরস্পর মতামত বিনিময়। এ পর্যন্ত এর প্রায় ১৭টি অধিবেশন হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের স্পনসর্ড ও সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত ও স্পনসর্ড লাইব্রেরীগুলির বহু কর্মী গত মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের বেতন না পাওয়ায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাছে বহু পত্র দিয়েছিলেন। বিষয়টি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ শিক্ষা বিভাগের মুখ্য পরিদর্শকের কাছে পরিষদ চিঠি লেখেন। উক্ত দপ্তর থেকে চিঠির যে জবাব পাওয়া গেছে তাতে জানান হয়েছে যে মার্চ-এপ্রিল মাসে বেতনের ব্যাপারে প্রতিবারই এইরূপ বিলম্ব ঘটে থাকে। তাছাড়া শুধু যে গ্রন্থাগারিকরাই এরূপ অসুবিধা ভোগ করেন তাই নয়।

শিক্ষকরাও এ সময়ে নিয়মিত বেতন পান না। যাই হোক, এ ব্যাপারে কতখানি কি করা যায় সে বিষয়ে মুখ্য পরিদর্শক মহাশয় উদ্যোগী হবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

মেদিনীপুর জেলার স্পনসর্ড ও সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের সভা

মেদিনীপুর জেলার সরকার পরিচালিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের উদ্যোগে গত ১৪ই এপ্রিল তমলুক চড়ক ময়দানে একটি বিরাট সভা হয়। এই সভায় সরকার প্রস্তাবিত বেতনক্রম সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার প্রস্তাবিত মহার্ঘভাতা বর্জিত বেতনক্রম পুনর্বিবেচনা ও সমমর্যাদায় ও সমদায়িত্বে নিযুক্ত কর্মীদের বৈষম্যমূলক বেতনক্রম দূরীকরণের জন্য সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে নিম্নোক্ত তিনদফা দাবী রাখা হয়:

১। গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কাজে যোগদানের তারিখ থেকে জীবনধারণোপযোগী ন্যূনতম বেতনক্রম চালু করুন।

২। ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের আদর্শানুযায়ী গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি মাসে ৭০ টাকা মহার্ঘভাতা দেওয়া হোক।

৩। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মহার্ঘভাতার সংগে চিকিৎসা ভাতা, গৃহভাড়া ভাতা, ভ্রমণ ভাতা এবং বিনা বেতনে পুত্র-কন্যার পড়ানোর ব্যবস্থা প্রবর্তন করুন।

প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে, সরকার যতদিন না পূর্বোক্ত ভাতাসমূহ প্রবর্তন করতে পারছেন, ততদিন অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা হিসাবে প্রতি ক্ষেত্রে মাসিক ১০০ টাকা দেওয়া হোক। এই সভায় বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মীদের একটি উপযুক্ত বেতনক্রম প্রবর্তনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আবেদন জানান হয়।

LIBRARIANS IN THE NEWS

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৩ } ১৩৭৩, আষাঢ়

॥ সম্পাদকীয় ॥

মুদ্রামূল্য হ্রাস ও বিদেশী বই

সাম্প্রতিক মুদ্রামূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্তে সবচেয়ে যাঁদের উদ্বিগ্ন হবার কথা তাঁরা হলেন বিদেশ থেকে আমদানি করা জিনিস-পত্রের উপর যাঁরা নির্ভরশীল। আমাদের গ্রন্থাগারগুলির একাংশও বিদেশী বই ও পত্র পত্রিকার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। বিজ্ঞান ও শিল্প-বাণিজ্য-গবেষণা সংস্থার গ্রন্থাগার এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলিই প্রধানতঃ এর ফলে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কেননা, টাকার মূল্য ৩৬·৫ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে। মার্কিন ডলার ৪·৭৫-এর স্থলে ৭·৫০, পাউণ্ড স্টারলিং ১৩·৩৩-এর স্থলে ২১ টাকা, এবং রুবল ৫·২১-এর স্থলে ৮·৩৩ হয়েছে। ফল দাঁড়াল এই যে, যে সব সংস্থা বই, পত্র-পত্রিকা ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানী করেন তাঁদের চরম আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬০ সাল থেকে প্রতি বছর গড়ে ৮০ হাজার টাকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং ১৯৫৮ সাল থেকে ১ লক্ষ টাকার বই বিদেশ থেকে আমদানী করছেন। সাম্প্রতিক মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে বাজেটে টাকার অঙ্ক প্রায় দেড়গুণ বাড়াতে হবে। কিন্তু আমরা জানি এই ধরণের অধিকাংশ সংস্থাই সরকার মঞ্জুরীকৃত বরাদ্দ অর্থের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ যদি বাড়ানো না হয় তবে গ্রন্থাগারগুলি যে অত্যন্ত সঙ্কটে পড়বেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু সম্প্রতিকালের কথা নয়, বেশ কিছুকাল ধরেই বিদেশী বইয়ের বাজারে অনিশ্চয়তা চলছিল। ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন, প্রয়োজনীয় বইপত্র জোগাড় করা ইদানিংকালে কিরকম দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে যাই বলুন, মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে বইয়ের যে কালোবাজার সৃষ্টি হবে না একথা জোর করে বলা যায় না।

বই এবং সাময়িক পত্রের ওপর থেকে সরকার অবশ্য নিয়ন্ত্রণমূলক ধার্য শুল্ক তুলে নিয়েছেন। লাইব্রেরী, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে সরকার বই এবং পত্র-পত্রিকা আমদানি করার নিষেধাজ্ঞাও শিথিল করেছেন। শিক্ষা দপ্তরের সুপারিশ অনুযায়ী এদের সরকার আমদানি লাইসেন্সও দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু তাতেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে বলে মনে হয় না। বর্তমানে স্কুল-কলেজে একদিকে যেমন ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বহু কারিগরি বিষয়ে শিক্ষাদান ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে তাতে বই-পত্রের চাহিদা কম হওয়ার কথা নয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় বই-পত্র সংগ্রহ করার নানারূপ বাধা। প্রধানতঃ ইচ্ছামতো যে কোন পরিমাণের বিদেশী বই কেনার উপায় নেই। বিদেশী মুদ্রার স্বল্পতাহেতু প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকেই বিদেশী বই কেনার ইচ্ছা যথেষ্ট সঙ্কুচিত করতে হয়। ফলে শিক্ষা-ক্ষেত্রে ক্রমশঃ এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। সাম্প্রতিক মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে এই সঙ্কট আরো তীব্রতর হবে।

এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের কোন উপায়ই নেই একথা মনে করা চলে না। ভারতে এখনও ইংরেজী বইয়ের উল্লেখযোগ্য চাহিদা রয়েছে দেখা যাচ্ছে। এই চাহিদা দিন দিন আরো বেড়ে যাওয়া ছাড়া কমবে না বলেই মনে হয়। ভারতে প্রকাশিত ইংরেজী বইয়ের সংখ্যাও ক্রমবর্দ্ধমান। ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলির সীমা ইংরেজীর তুলনায় সংকীর্ণ বলে মূল ভাষার চেয়ে ইংরেজী অনুবাদের চাহিদা অনেক সময় দেখা যায় বেশী। বর্তমানে বিদেশী প্রকাশকরা কিছু কিছু ভারতীয় প্রকাশন সংস্থার মারফৎ তাঁদের বইয়ের ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ করছেন। এতে বইয়ের দামও কম পড়ে এবং বই সুলভও হয়; আর বইয়ের বে-আইনি অনুবাদও বন্ধ হয়। জাপানে এই ব্যবস্থা খুব সাফল্যের সঙ্গেই চলছে। আমাদের দেশের লেখকদের বই অনেক বিদেশী প্রকাশন সংস্থা ছাপছেন এবং সে বই ভারতের বাজারে বিক্রয়ের জন্য আসছে এমন উদাহরণ বিরল নয়। দেশীয় লেখকদের লেখা বই দেশেই প্রকাশিত হলে এবং বিভিন্ন বিষয়ে (বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক) তাঁদের বই লেখাতে উৎসাহিত করলে সমস্যার অনেকটা সুরাহা হবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য গবেষণা গ্রন্থাদি, ক্লাসিক বই, বিজ্ঞান ও শিল্প সংক্রান্ত বই, সর্বজনপাঠ্য বিজ্ঞানের বই, দর্শন-রাজনীতি-অর্থনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিদেশী ভাষার বইয়ের ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ হওয়াও একান্ত প্রয়োজন। তাতে যেমন আঞ্চলিক ভাষা সমৃদ্ধ হবে অন্যদিকে আমাদের পর-নির্ভরশীলতার মাত্রাও ক্রমশঃ কমবে।

কিন্তু এখন বড় কথা হচ্ছে গ্রন্থাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মুদ্রামূল্য হ্রাসের সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা। সরকার কি আর্থিক বরাদ্দ বাড়িয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহের পথ সুগম করবেন? গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপ্রেমিক মহলের থেকে সে দাবী এখনই ওঠা উচিত।

Editorial : Impact of devaluation on imported foreign books,

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সেকাল ও একাল

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

"শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ মহাশয় প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া যাহাতে বাঙ্গালায় লাইব্রেরীর উন্নতি হয় সেই চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা করিতে গিয়া তাঁহাকে অকাতরে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। অনেক লোকের সঙ্গে দেখা করিতে হইয়াছে, অনেক জায়গায় আদর অপেক্ষা পাইয়াছেন, আবার অনেক জায়গায় উপেক্ষা এবং এমন কি তিরস্কারও সহ্য করিয়াছেন। একটা ঠিক হইয়াছে, লাইব্রেরী লাইব্রেরী করিয়া তিনি আপনার আর্থিক পরকালটি নষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে বাঙ্গলার এমন কি সমস্ত ভারতের বেশ একটু উপকার হইয়াছে···তিনি ক্রমে লাইব্রেরী ব্যাপারকে সমস্ত ভারতব্যাপী করিয়া তুলিয়াছেন। বৎসর বৎসর প্রদর্শনী করিতেছেন এবং সমস্ত ভারতবর্ষের লাইব্রেরীর খোঁজখবর দিতেছেন। ক্রমে লাইব্রেরী যে শিক্ষা বিস্তারের একটা প্রধান অঙ্গ সেটা লোকের ধারণা হইতেছে—সুশীলবাবু ও তাঁহার সহযোগীরা চাহিতেছেন যে, এই সকল লাইব্রেরী একযোগে কাজ করেন। যাহার যাহা আছে তাহা, যাহার নাই, সে যেন ব্যবহার করিতে পারে···
—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ১৯২৯।

[হরপ্রসাদ রচনাবলী দ্রষ্টব্য]

শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখায় বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের গোড়ার যুগ, যাকে এই প্রবন্ধে সেকাল বলা হয়েছে, সেই সময়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের চরিত্র ও কাজের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। তখন এ-প্রদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন সবে সুসংগঠিত রূপ পরিগ্রহ করেছে- অর্থাৎ সময়টা ছিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (সংক্ষেপে বিয়েলে) স্থাপনের কিছুকাল পর। তার বহু আগে থেকেই অবশ্য আন্দোলনের ভূমি উর্বর হতে শুরু করেছিল; কিন্তু তখন তার অস্তিত্ব ও কর্মধারা ছিল বিক্ষিপ্ত ও অসংগঠিত। যে-কোনও আন্দোলনেরই পশ্চাতে সাধারণতঃ দুটি সত্তা থাকে। প্রথমটি হোল সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট কোনও আদর্শ ও কার্যক্রম এবং দ্বিতীয়টি সঙ্ঘবদ্ধ তৎপরতা। তপ্ত তরল মিছরী যেমন সুতোর সাহায্যে জমাট বেঁধে ওঠে, তেমনি বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে ঐ দুটি সত্তার সমন্বয়ে দানা বাঁধে। তাই বিয়েলের ইতিহাসই বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস।

বাঙালীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মপ্রবাহের একটি ধারা বিয়েলের

ইতিবৃত্তে বিধৃত। তাই বাঙালীর ইতিহাস বিরহিত, বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র কোনও সত্তা বিয়েলের নেই। হাল আমলের বাংলার খুব কম মনীষীই এই পরিষদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুক্ত হননি। বহু কর্মীর আসা-যাওয়া ও অনির্বাণ উদ্যমে লালিত ও পরিপুষ্ট এই প্রতিষ্ঠান কালের প্রবাহে বহু মানুষের দরদ ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি সেকাল থেকে গড়িয়ে একালে এসে বহুলাংশে রূপান্তরিত হয়েছে বটে—কিন্তু মৌল আদর্শের কোনও পরিবর্তন হয়নি—হবেও না। মানুষকে গ্রন্থমনা ও গ্রন্থাগারমুখী করে তোলার ভিতর দিয়ে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ ও বেগবান করাই আন্দোলনের লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রণালী বহুমুখী হওয়ায় পরিষদের কাজেকর্মে সর্ব শ্রেণীর মানুষেরই সংযোগ ও সক্রিয়তা প্রত্যক্ষ করা যায়। সমাজসেবার নেশা ও পেশার এরূপ হরগৌরী মিলন খুব কম প্রতিষ্ঠানেই দেখা যায়। পশ্চিমবাংলায় এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গ্রন্থাগারামোদী মানুষদের যে গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে তার শক্তি ও সম্ভাবনা অকিঞ্চিৎকর নয়।

ভিন্ন পেশা থেকে এসে যে-তিন স্থপতি বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন ও ইমারত তৈরীতে উদ্যোগী হন সুশীলবাবু তাঁদের অন্যতম। কর্মজীবনে আইন ব্যবসায় ছেড়ে শিক্ষকতায় প্রবেশ করেন এবং রাজনীতি ছিল তাঁর আর একটি কর্মক্ষেত্র। দেশের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে গ্রন্থাগারের সুবাদ বহুদিনের—সেটা আরও সুস্পষ্ট রূপ পেয়েছিল ১৯২৪-এ বেলগাঁও কংগ্রেসের পর ঐ-স্থানে অনুষ্ঠিত সারা ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনে। সম্মেলনে অনুভব করেছিল যে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্যে প্রয়োজন দেশবাসীর চেতনা ও উপযুক্ত শিক্ষা এবং গ্রন্থাগারই সেকাজের পক্ষে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। ঐ সম্মেলনে বিভিন্ন প্রদেশে গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের ঐতিহাসিক প্রস্তাবটি সুশীলবাবুই উত্থাপন করেন এবং পরবর্তী বৎসরে বিয়েলের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন এবং তার কর্মসচিবের পদে বৃত হন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের অপর দুই পুরোগামী হলেন তিনকড়ি দত্ত ও কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়। দত্ত মহাশয় ছিলেন রেলওয়ে ওয়ার্কস্ ইন্স্পেক্টর। রেললাইনে ট্রলিতে চড়ে পরিদর্শন-কালে আশে-পাশের গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ রক্ষার প্রয়াস খুবই কৌতুকপ্রদ। অন্যান্য দেশের গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গেও তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। ডিউই-র সঙ্গে পত্রবিনিময় ও সোভিয়েত দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা লেনিনপত্নী ক্রুপস্কায়ার সঙ্গে তিনি পত্রালাপ চালাতেন। রায় মহাশয় ছিলেন সামন্ততান্ত্রিক পরিবারভুক্ত একজন প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন বিদ্যোৎসাহী দেশহিতৈষী। তাঁরও ছিল অদম্য উদ্যম ও ক্লান্তিবিহীন প্রয়াস। স্পেনে আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করে আসেন। রঙ্গনাথনের সতীর্থ

দেবরায় মহাশয়ই এদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন। ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে সুশীল-তিনকড়ি-মুণীন্দ্রের নাম চিরভাস্বর।

প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দশটি বর্ষ পূর্তির পূর্বেই বিয়েলের গতি মন্থর হয়ে পড়ে। সেই নিশ্চলতায় যাঁরা গতি সংযোজন করেন, শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু তাঁদের অন্যতম। এতদিন আন্দোলনের রথকে এগিয়ে আনতে যাঁরা সচেষ্ট ছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন ভিন্ন পেশার লোক। একাজে নেশা ও পেশাকে বসু মহাশয়ই প্রথম যুক্ত করেন। বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোগামীদের মধ্যে তিনিই প্রথম গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী: অবিভক্ত বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে আন্দোলনের বাণী পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ। ক্রমে আরও অনেকে গ্রন্থাগার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন—তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী নীহাররঞ্জন রায়, আসাদুল্লা, অনাথবন্ধু দত্ত, ও শচীন রুদ্রের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যে সামাজিক পটভূমিকায় এই আন্দোলনের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে তার ক্রমান্বয় পরিবর্তনের ফলে আন্দোলনের রূপ ও গতিরও পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা যায়। সেকালে গ্রন্থাগার আর পাঁচটা জনহিতকর কাজের পর্যায়ে গণ্য হোত—যেমন দরিদ্র ভাণ্ডার, বণ্যাত্রাণ সমিতি, বারোয়ারী পূজাপার্বণ ইত্যাদি। জমিদার তালুকদাররা জনহিতার্থে মঠমন্দির, পথপুষ্করিণীর মত পুস্তকালয় স্থাপনেও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। লোকচক্ষে সেগুলি নীতি ও ধর্মগ্রন্থ কিংবা অবসর বিনোদনের উপযোগী বইপত্রের আগার। তারই মধ্যে প্রাগ্রসর কিছু লোক মুক্তি সংগ্রামের মানসিক প্রস্তুতির ক্ষেত্র হিসাবে গ্রন্থাগার সংগঠনে উৎসাহী হতেন।

একালে গ্রন্থাগারের চাহিদা ও উপযোগিতার রূপান্তর ঘটেছে। শিক্ষিত মানুষদের সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। মানুষের জীবনে এখন এসেছে গতি ও বৈচিত্র্য। রুজিরোজগার, কাজকারবার, শিল্পবাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান বিশালতা ও জটিলতা মানুষকে গ্রন্থাগারমুখী করে তুলছে। কারণটা যত না সাংস্কৃতিক তার চেয়ে ঢের বেশী অর্থনৈতিক। জীবিকার্জনের দুর্বিপাকে মানুষ এখন দিশেহারা। ছোটখাট কুটির-শিল্প থেকে কেরাণীগিরি পর্যন্ত সর্বত্রই প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে মায় গান-বাজনা পর্যন্ত সম্ভাব্য জীবিকার সর্বক্ষেত্রে শিক্ষণের ছড়াছড়ি। সাবান তৈরী শিখতেও শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে—পরীক্ষা দিতে হয় দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ে। যে-কোনও সরকারী চাকরীতে ঢুকতে গেলে আজকাল কিছু পড়াশুনা করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক পরীক্ষায় বসতে হয়। চাকরী প্রার্থীদের ছুটতে হয় গ্রন্থাগারে—ব্রজেন শীল বা রবি ঠাকুরের বইয়ের খোঁজে নয়—পরীক্ষায় আসতে পারে এমন সম্ভাব্য বিষয়গুলি পাওয়া যাবে যেসব বইয়ে সেগুলির বাছাই করা অংশের অন্বেষণে। কলকারখানা, অফিস আদালতেও গ্রন্থাগারের উদ্ভব হচ্ছে। সেসব জায়গায় দরকার হালনাগাদ বাজারের খবর, মাল তৈরীর ফর্মুলা, রীতিনীতি, নিয়মকানুনের নতুন তথ্য।

ইস্কুল-কলেজের পাঠ্যেরও বহর বেড়েছে বিস্তর—বাড়েনি কেবল বাড়ীতে বসে পড়ার ঠাঁই আর বই কেনার সঙ্গতি। পরীক্ষা বৈতরণী পেরুবার ছাড়পত্র পেতে হলে ঠিক যে-কটা বইয়ের যে-অংশগুলি দেখা দরকার তার বাইরের মুদ্রিত জগৎ অস্পৃশ্য ও অ-দৃশ্য। দেশের সাংস্কৃতিক ভবিষ্যতের দিক থেকে অবস্থাটা ভাববার। গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীরা এবিষয়ে কিছুটা সজাগ। পঠনপাঠনের মান ও গতি নির্ণয়ের জন্যে একটা সমীক্ষার কথা উঠেছে।

একালে গ্রন্থাগার আন্দোলনে যে আলোড়ন শুরু হয়েছে তার উপরিউক্ত কারণের পশ্চাতে দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন বহুলাংশে ক্রিয়াশীল। দেশোন্নয়নের প্রতি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন নূতনতম তথ্য ও তত্ত্বের। তাই গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ পূর্বাপেক্ষা দ্রুত লয়ে এগুতে শুরু করেছে। পঞ্চবার্ষিকী যোজনার কল্যাণে এখন গ্রাম বাংলার নিভৃত সরণীতে গ্রন্থযানের চাকার চিহ্ন নবযুগের নিশানা জানায়।

সেকালের গ্রন্থাগারে একালের মত চাকচিক্য ছিল না। ছিল না তাদের আধুনিক উপচার। কিন্তু জ্ঞানার্জন ও গবেষণার দিকে শিক্ষিতদের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ব্যতিরেকেই বিরাজ করত। সিরিয়াস বই একালের তুলনায় সেকালে অনেক বেশী পঠিত ও লিখিত হোত। স্বভাবতই সিরিয়াস বই কেনায় গ্রন্থাগারগুলির কোনও বাধা ছিল না। প্রকাশকরাও নিঃশঙ্ক চিত্তে সিরিয়াস চিন্তাচর্চাকে মুদ্রণের মাধ্যমে মুক্তি দিতেন।

একালের গ্রন্থাগারে মেহগিনির মঞ্চের স্থান নিয়েছে ষ্টিলের তাক। কাতারে কাতারে বই তাতে দাঁড়িয়ে থাকে। অধিকাংশেরই সোনার জলে দাগ পড়েনা—ধুলা হয়ত নিত্যই ঝাড়া হয়—কিন্তু কেউ খোলে না তার পাতা। কেন এই অবস্থা? মানুষের এখন সময়ের অত্যন্ত অভাব—গ্রন্থপাঠের মেজাজও নানা কারণে বিলুপ্তির পথে। জীবন হয়েছে জটিল। যেটুকু সময় মানুষ পায় তা চুটকি পত্রপত্রিকা ও হাল্কা বইপত্র পড়ে কাটিয়ে দেয়। সিরিয়াস বইপত্রে লোকের এখন বড়ই অরুচি। গ্রন্থাগারগুলিও তাই সিরিয়াস বই কেনা কমিয়ে দিয়েছে। বিক্রি হয় না বলে প্রকাশকরাও সিরিয়াস বই ছাপা প্রায় বন্ধ করে দিতে বসেছেন। প্রকাশকের অভাবে সিরিয়াস লেখকরাও লেখায় উৎসাহ পাচ্ছেন না। পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রে অবস্থা অতটা সঙ্কটজনক না হলেও মোটের উপর মৌলিক গবেষণা ও জ্ঞানার্জনের বাজার এখন বেশ মন্দা।

সেবাই ছিল সেকালের কর্মীদের নেশা। একালের কর্মীদের অধিকাংশই সেই নেশার সঙ্গে পেশাকেও যুক্ত করেছেন। দাঁড়িপাল্লার ওজনে এখন পেশার দিকটাই বেশী ভারী। নেশাকে পেশা করা সর্বদিক থেকেই সঙ্গত। কিন্তু প্রবণতা টাকা-আনা-পাইয়ের প্রতি অধিক হলে সেবাকর্ম ব্যাহত হতে বাধ্য। কিছু লোকের ভেতর আবার পেশার প্রতিও তেমন শ্রদ্ধার ভাব দেখা যায় না। কাজের চেয়েও পদ ও বেতনের দিকে কিছুক্ষেত্রে দেখা যায় আগ্রহ অধিক। হালডেন সাহেব এদেশে এসে দুঃখ করে বলেছিলেন: 'A large

number of Indian scientists have no pride in their profession, though they are proud of their salaries and positions'. গ্রন্থাগারিকদের লক্ষ্য করে না বললেও গ্রন্থাগার কর্মীরাও এক ধরণের বিজ্ঞানী। কথাটা তাঁদের ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য নয়।

সেকাল ও একালের মধ্যে একটা মস্ত পার্থক্য এই যে একালের মত সেকালে শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী এত পাওয়া যেত না। সেকালে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার পিছনে সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরাই থাকতেন। আন্দোলনে তাঁরাই ছিলেন পুরোধা। একালে গ্রন্থাগারিকতা একটা উপযুক্ত পেশা বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। সংখ্যার দিক থেকেও শিক্ষণপ্রাপ্ত বৃত্তিকুশলীরা স্ফীত হচ্ছেন। শিক্ষণ গ্রহণেও এখন একটা হিড়িক পড়েছে। কারণ পূর্বকথিত অর্থনৈতিক দুর্বিপাক। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভ কিছুটা আকর্ষণ সৃষ্টি করে থাকে। জীবিকার তাড়নায় যাঁরা আসছেন এ-পেশায় স্বাগত জানিয়ে তাঁদের অবহিত করা দরকার যে এ-পেশা অন্য আর পাঁচটা পেশা থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। গ্রন্থাগারিকতার অন্তর্নিহিত সমাজ সেবার মন্ত্রে তাঁদের দীক্ষা দেওয়া দরকার।

পঃ বঙ্গে কমপক্ষে পাঁচটি কেন্দ্রে এখন শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর উৎপাদন চলেছে। প্রশ্ন হতে পারে সেই অনুপাতে পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলন কি পরিমাণে পুষ্টিলাভ করছে। বস্তুতঃ সারা পশ্চিম বাংলার দেড় সহস্রের মত বৃত্তিকুশল কর্মীর বড় জোর এক চতুর্থাংশ আন্দোলনের সদস্য হিসাবে সংযুক্ত। গ্রন্থাগার আন্দোলনের উচ্চ আদর্শ দূরের কথা কর্মীদের বেতন সম্পর্কিত তৎপরতায় অধিকাংশের যথোচিত সাড়া পাওয়া যায় না। গ্রন্থাগার বৃত্তির উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তিদের সাহায্য ও সহানুভূতি সময় বিশেষে পাওয়া গেলেও নানান অনুষ্ঠান ও কাজে ব্যক্তিগত সান্নিধ্যদানে তাঁরা বড়ই কৃপণ। সর্বভারতীয় সম্মেলনে অনেকেই সোৎসাহে যোগদান করেন। রাজ্য সম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য এবং চাকচিক্যের অভাবই হয়ত তাঁদের তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আর কিছু সাধারণ কর্মীর মধ্যে সুস্থ গঠনমূলক চেষ্টাচর্চার পরিবর্তে সংকীর্ণ বিভেদ প্রয়াস, নিষ্ক্রিয় আচরণ কিংবা নেতিবাচক সমালোচনাই বেশী মুখরোচক।

সেকালের কর্মতৎপরতা একালের মত এত নগরকেন্দ্রিক ছিল না। সুশীল-তিনকড়ি-প্রমীলচন্দ্র প্রমুখ কর্মীরা গ্রামাঞ্চলে হামেশাই যাতায়াত করতেন। একালের গ্রামীণ কর্মীরা অবশ্য নিজেরাই স্বীয় অঞ্চলে আন্দোলনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। সম্প্রতি-কালের জেলা গ্রন্থাগারিকরা সবাই এবিষয়ে সাধ্যমত যত্ন নিয়ে থাকেন। ভিন্ন পেশার কর্মী-দের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলন বিস্তারকার্যে হাওড়ার শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়ার শ্রীগোপাল পাল, মেদিনীপুরের শ্রীবীরেন বসু, মুর্শিদাবাদের শ্রীপ্রফুল্ল গুপ্ত, পুরুলিয়ার শ্রীঅশোক চৌধুরীর নিরন্তর প্রয়াস প্রশংসাতীত। পরিষদ পরিচালনায় ঐ শ্রেণীর কর্মীদের মধ্যে শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামাণিক পূর্বসূরীদের সার্থক উত্তর সাধক।

গ্রন্থাগার আন্দোলনে সেকাল ও একালের কার্যক্রমে আপাতদৃষ্টিতে পার্থক্য লক্ষিত না হলেও একালের কাজের পরিধি ও পরিমাণ বহুগুণে পরিবর্ধিত হয়েছে। সময়ের

পরিবর্তনে কর্মপ্রকৃতিরও রূপান্তর ঘটেছে। শিক্ষণ পরিচালনা, সভা-সম্মেলন আহ্বান, বইপত্র প্রকাশন মায় গ্রন্থাগার আইনের দাবি একালের ন্যায় সেকালেও ধ্বনিত হয়েছে। তারই মধ্যে একালের তৎপরতায় বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা লক্ষণীয়। বইয়ের উপর হতে বিক্রয়কর রহিতের আন্দোলন, রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার দিবস পালন, হাটেবাজারের দেয়ালে মুদ্রিত প্রাচীরপত্র, মাঠ ময়দানে জনসভা ও প্রভাতফেরী এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার দাবীতে সম্মেলন আহ্বান যুগের হাওয়াতেই রূপায়িত হয়েছে এবং জনচিত্তে গুরুত্বের দাগ কেটেছে। আভ্যন্তরীণ তৎপরতার পরিধিও কালের ধাক্কায় সম্প্রসারিত হয়েছে। নিয়মিত মাসিক মুখপত্র প্রকাশনা ও তিন বিভাগে শিক্ষণ পরিচালনাই তার প্রমাণ। বিয়েলের কার্যালয়টি পশ্চিম বাংলার সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্যে পরিচয় ও সৌহার্দ্যের এক সুন্দর মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। দূর থেকে অনেকে হয়ত ভাবেন এই এই প্রতিষ্ঠানের পুঁজির অঙ্ক না-জানি-কত বিরাট। বস্তুতঃ কর্মীদের নিঃস্বার্থ সেবাই তার মূলধন।

সেকালের কর্মীরা গ্রন্থাগার সম্পর্কিত পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থ-রচনায় একালের চেয়ে অনুপাতে অধিক উৎসাহী ছিলেন। সুশীল ঘোষ, মুনীন্দ্র দেবরায় গ্রন্থ-রচনার বিষয়েও পথপ্রদর্শন করেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই সুখেন চট্টোপাধ্যায় লিখে-ছিলেন সেকালেই। সেকালেই প্রকাশিত হয়েছিল প্রমীল-নামা ও প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের দশমিক বর্গীকরণ। ডিরেক্টরী, নির্বাচিত গ্রন্থের তালিকা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক সাময়িক পত্রের প্রকাশনায় সেকাল পেছিয়ে থাকেনি। একালে বাংলায় শিক্ষণ ও পরীক্ষা হওয়ায় বাংলায় গ্রন্থাগার বিষয়ক বইয়ের চাহিদা সেকাল অপেক্ষা বহুগুণে বর্ধিত। একালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে দক্ষ ব্যক্তিরও অভাব নেই। অভাব কেবল লেখার মেজাজ ও উদ্যোগের। সর্বশ্রী সুবোধ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আদিত্য ওহদেদার ব্যাতিরেকে রাজকুমার মুখোপাধ্যায় একমাত্র বাংলায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের পুষ্টিসাধন করে চলেছেন। দুঃখের বিষয় পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের অনন্যসাধারণ মুখ-পত্রটিও বহু প্রবীণ ও দক্ষ ব্যক্তির রচনা থেকে বঞ্চিত। প্রসঙ্গতঃ রঙ্গনাথনের একটি কথা প্রণিধানযোগ্য: 'Books on library Science, of all ranges, of all depths, of all Standards, of all sizes and in all languages should flow incessantly from all parts of our motherland'.

একালে স্বদেশ ও বিদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উচ্চতম শিক্ষা গ্রহণের বেশ রেওয়াজ দেখা যাচ্ছে। শিক্ষা সাঙ্গ করে উত্তরকালে উচ্চ পদ ও বেতন অর্জনের প্রয়াস খুবই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। কিন্তু দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বা আন্দোলনের যে-কোনও একটি পর্যায়ের বিকাশ সাধনে তাঁদের অনেকের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হয় না। এমন কথা শোনা যায় যে বিদেশে গিয়ে নতুন কিছু শেখার নেই। বোধ হয় তাঁরা চাকুরির উন্নতিকল্পেই বিদেশ যাত্রার স্বপ্ন দেখেন। সেকালের কর্মীদের মধ্যে যেটুকু

বিদেশ যাত্রার সুযোগ ঘটত তার সুফল তাঁরা অনেকখানি এদেশের কাজে নিয়োগের চিন্তা করতেন।

সেকালের গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে আশু সমস্যা ছিল দেশের পরাধীনতা। ধর্ম শিক্ষা, সমাজোন্নয়ন প্রভৃতি যাবতীয় তৎপরতার পিছনেই অল্পবিস্তর একটি সুর অনুরণিত হোত—দেশবাসীর মনন ও চিন্তনে, শক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ে কিরূপে নবজীবনের স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করা যায় যার পরোক্ষ সাহায্যে দেশ একদিন বিদেশী শাসন-শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে। একালের কর্মীদের দায়িত্ব আরও জটিল ও সুদূর প্রসারিত। সেটা হোল দেশ গড়ার ভূমিকা।

প্রাক-স্বাধীন সেকালের কর্মীরা গ্রন্থাগার আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ যে দেহের সৃষ্টি করেন তার বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধির দায়িত্ব একালের কর্মীদের উপর বর্তায়। সামাজিক সমস্যা ও জটিলতা সেকালের তুলনায় একালে অনেক স্ফীতি লাভ করেছে। তাই পূর্বের অভিজ্ঞতা ও বর্তমানের সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিভূমিতে আগামী দিনের কর্মপন্থা নির্মিত হওয়া কাম্য। যেহেতু গ্রন্থাগার সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সেই হেতু পাক-ভারত যুদ্ধ বা টাকার মূল্যহ্রাসের সঙ্গে তার যেমন সম্বন্ধ আছে তেমনি অক্ষরজ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা চতুর্থ থেকে নবম স্থানে নেমে যাওয়ার প্রশ্নও গ্রন্থাগারের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত। সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের কার্যক্রম রচিত না হলে এবং নিছক পশ্চিমী প্যাটার্নের অনুকৃতিরূপে প্রতিপন্ন হলে তা' জনচিত্তে আশু প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হবে - জনসমর্থন অর্জনও তার অনায়ত্ত থেকে যাবে।

Library Movement in Bengal : Then and Now
By Sourendra Mohan Gangopadhyay

পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার ইতিহাসের খসড়া (১৭০০-১৯০০)

সুচিত্রা ঘোষ

মুখবন্ধ

অটোমেশনের বিরুদ্ধে সম্প্রতি এদেশে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছে তার আদি কিছুটা যদি কেউ আঁচ করতে চান তাহলে তাঁকে অষ্টাদশ শতকের অষ্টম দশকের ইতিহাসের পাতা খুলে দেখতে হবে - যে সময় এখানে মুদ্রণের আবির্ভাব ঘটে। ছাপা বই ও ছাপা অক্ষর তখন ছিল অস্পৃশ্য ও অদর্শনীয়। ছাপাখানাকে লোকে তখন পাদ্রীদের ষড়যন্ত্র বলে মনে করত। ছাপাখানার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল অনেকের মতে তাকে জোরদার করেছিল পেশাদার লিপিকারেরা। কারণ যন্ত্রে বই ছেপে বেরুলে তাদের রুজিরোজগার বন্ধ হয়ে যাবে ও তারা বেকার হয়ে পড়বে এই ছিল তাদের আশঙ্কা। সে প্রসঙ্গে সমসাময়িক সংবাদদাতা জানান যে, "ভাবলে অবাক হতে হয় যে ছাপা বই এদেশে একটা আতঙ্কের বস্তু ছিল।" কিন্তু ছাপা বই ও পত্র-পত্রিকার প্লাবনে এসব আশঙ্কা-আতঙ্ক ধুয়ে মুছে গেল ক্রমে যাকে বলা হয়েছিল অভিশাপ, তাকেই আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করা হল।

ছাপাখানার এই অপ্রতিহত অগ্রগতি বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের পটভূমিকায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়সাপেক্ষ পুঁথি-পাণ্ডুলিপির কারাগার থেকে বিদ্যাদেবী মুক্তি পেলেন। এর আগে জ্ঞানবিদ্যায় অধিকার মুষ্টিমেয় মানুষের একচেটিয়া ছিল। গ্রন্থ তখন বিত্তবানের ঐশ্বর্য নির্দেশক, সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার অতীত। শ্রুতি ও স্মৃতিকে আশ্রয় করেই লোকের জ্ঞানবিদ্যা ধৃত ও বাহিত হত। ছাপাখানার বিস্তারে গ্রন্থ হল সুলভ, হল আরও বহুল প্রচারিত। ধীরে ধীরে গ্রন্থসমাবেশে সাধারণের অধিগম্য গ্রন্থাগারও গড়ে উঠল। গ্রন্থাগারের গোড়ার কথা এভাবে ছাপাখানার ইতিহাসকে স্বীকার করেই রচিত হয়েছে। আজকের দিনে 'গ্রন্থাগার' শব্দটি বহু বির্বতিতরূপে উপস্থিত। লিপিবদ্ধ জ্ঞানবিদ্যায় সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে গ্রন্থাগার। বাংলার জাতীয় জীবনে গ্রন্থাগারের উৎপত্তি ও তার ক্রমবিকাশের ধারা আজও সম্পূর্ণ সুবিদিত নয়। সেই অনুদ্ঘাটিত খণ্ডচিত্রগুলি সম্পর্কে এখনও অনেক অনুসন্ধানের অবকাশ আছে। এই প্রবন্ধে পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার ইতিহাসের এক অসম্পূর্ণ চিত্র উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রারম্ভিক পর্ব

খৃষ্টধর্মের মহিমাকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত করবার উদ্দেশ্যে মিশনারীগণ পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। দুর্গমগিরি, কান্তারমরু বা দুস্তর পারাবার সব কিছুই তাঁদের ধর্ম-উদ্দীপনার কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছিল। ষোড়শ শতকেই বাংলাদেশে এঁদের আগমন; আর তাঁদের চেষ্টায় বাংলার মুদ্রণ যুগেরও সে সময়েই শুরু। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য সাধনের পর সহায়ক এক গ্রন্থাগারও সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে নজিরও পাওয়া যায়:

"...১৭০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই বঙ্গদেশের একটি পুস্তকাগার ছিল বলিয়া অনুমিত হয় ও কথিত আছে যে, বঙ্গোপসাগরতীরস্থ ধর্ম্মযাজক বেঞ্জামিন য্যাডমস্ ঐ বৎসর ১৬ই জুন তারিখে কলকাতায় আসিয়াই ঐ পুস্তকাগারের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টীয় জ্ঞান বিস্তারিণী সমিতি একটি ভ্রমাৎ পুস্তকালয় (অর্থাৎ যে পুস্তকাগারকে একটি নির্দ্দিষ্ট গৃহে না রাখিয়া নগরে ভিন্ন ভিন্ন অংশে ঘুরান হয়) স্থাপিত করেন। ভারতে এই প্রকার গ্রন্থাগার এই প্রথম। ১৭১৪ ও ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টীয় জ্ঞানবিস্তারিণী সমিতির পরিচালকবর্গ বিয়ারক্লিফের নিকট কয়েক পুলিন্দা পুস্তক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন কোম্পানী বিনা ভাড়ায় ঐ পুস্তকগুলি তাঁহাদের জাহাজে লইয়া যাইতে দিয়াছিলেন।"[২]

ধর্মান্দোলনের জন্য বাংলার গ্রন্থাগার সংগঠনের সূত্রপাত হলেও তার ক্রমবিস্তার ঘটে কোম্পানীর আমলে। ইংরেজ আমাদের জাতীয় মানসকে যুক্তিনিষ্ঠা ও আধুনিকতার সোনার কাঠি ছুঁইয়ে প্রাণবন্ত করেছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিন্তাচর্চার মিলনে নবীন বাংলার ভাবগঙ্গা হল উচ্ছ্বসিত। জাতীয় জীবনের জোয়ারের মুখে নানা কর্মতৎপরতার মধ্যে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাও অন্যতম বলে পরিগণিত হয়। জাতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক গ্রন্থাগার। নবচেতনার প্রত্যূষে এ প্রয়াসের প্রমাণ পাওয়া যায় ১৭৭০-এ কলিকাতা দুর্গে এক সাধারণ পুস্তকালয়ের উল্লেখে।[৩]

কালজয়ী গ্রন্থাগারের জন্ম

বাংলার গ্রন্থাগার ইতিহাসে এশিয়াটিক সোসাইটির নাম বিশেষ অর্থবহ। যেদিন সাধারণের মনে গ্রন্থাগারের পূর্ণ অভিধা সুস্পষ্ট হয়নি, সেদিনের এই সার্থক প্রয়াস সত্যই গর্বভরে স্মরণীয়। বেনিয়া ইংরেজ ও জ্ঞানভিক্ষু ইংরেজ উভয়ের পরিচয়েই বাংলার ইতিহাস নানা রূপে ও ভাবে প্রভাবিত। এশিয়াটিক সোসাইটির শুভ উদ্‌বোধন তার অপরতম উজ্জ্বল স্বাক্ষর। এশিয়ার অতীত শিল্প বিজ্ঞানের সঙ্কল্প সাধনের পীঠস্থান এই প্রতিষ্ঠান বহুদিন আগে ১৭৮৪-র ১৫ই জানুয়ারী স্থাপিত হয়েছিল। এর উদ্যোক্তা

ডঃ জোন্সের নাম বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। গবেষণাকেন্দ্রের অন্যতম আকর্ষণ এর গ্রন্থাগার। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের টিপু সুলতানের মূল্যবান গ্রন্থসম্ভার এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। এ ছাড়া, বহু আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, চীনা, শ্যামদেশীয় ও তিব্বতী প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষাসমূহের পুঁথি ও কেরী, গ্লেডউইন ও গিলখ্রাইষ্টের সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি এখানে রক্ষিত হয়েছে। বাংলার প্রাচীন গ্রন্থাগারের মধ্যে আপন অস্তিত্বগৌরবে এটি আজও শহরের অন্যতম সংস্কৃতিকেন্দ্র বলে পরিচিত।

সেদিনের অন্যান্য প্রচেষ্টা

সমকালীন পত্র-পত্রিকা ও দলিলে সেদিনের গ্রন্থাগারের পরিচয় পাওয়া যায়। কালের লীলায় বিলীন তাদের পূর্ণ পরিচিতি আর হয়ত পাওয়া সম্ভব হবে না, তবুও ফেলে আসা পুরানো দিনের ইতিহাস রচনার প্রয়োজনে তাদের স্মরণ করতে হয়। কলকাতার আদি ইতিহাসপ্রসঙ্গে ১৭৮৭-তেই এক Proprietory Libraryর উল্লেখ পাওয়া গেছে।[৪] গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য নানান কর্মতৎপরতা যেমন, মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ, সাহায্য রজনীর অভিনয় ইত্যাদি আজও হয়ে থাকে। এ ধরণের প্রচেষ্টার শুরু কবে হয়েছিল জানা নেই, তবু বহুদিন আগে ১৭৯৩-তেই এর নজির পাওয়া গেছে। Calcutta Press-এর সংবাদদাতা লিখেছেন:

> "...'Thoughts on Duelling' is advertised as being (in 1793) about to be printed and subscriptions for the work are said to be received at the 'library'—a public library probably. Of the whereabouts of this building we have not been able to find any trace. There must have been a library previous to this time, as we find that on the 30th of March 1792, the books belonging to the "late circulating library" were sold at the new court House."[৫]

নবজাগরণের গোড়ার অধ্যায়

উনিশ শতক বাংলার জাতীয় জীবনে এক বিশেষ গৌরবময় অধ্যায় বলে বিবেচিত। ইংরেজ আগমনের পর বাঙালীর মন্থর জীবন নানা কর্মচাঞ্চল্যে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠার কাহিনীই এ শতকের বিশিষ্টতা। এই শতকে বাংলার শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ—অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি স্তর নূতন ভাবধারায় রূপায়িত হতে শুরু করে। যুগচেতনার সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনও স্বীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (১৮০০খৃঃ) বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নিজ নামে খ্যাত। ইংরেজ সিবিলিয়ানদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির জন্যই কলেজটির জন্ম। কিন্তু উত্তরকালে

উদ্দেশ্যের সীমিত গণ্ডীকে অতিক্রম করে কালজয়ী ইতিহাস রচনায় এর সার্থকতা। কলেজ গ্রন্থাগারটিও এই সঙ্গে স্মরণীয়।

> "A copious library, it was thought would be of material help to the professors and students alike in promoting the study of the languages."[৬]

প্রাচ্যভাষায় মুদ্রিত নানান অমূল্য পুস্তক ও বহু আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগারের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে। প্রাচ্য-পণ্ডিতগণের সম্পাদনায় পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন বলেই এরা পরিগণিত। এর সংগ্রহরাজি পরে এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ইণ্ডিয়া অফিস প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

একটি অবিস্মরণীয় দলিল

সরকারী চিঠিপত্র ও দলিলেও গ্রন্থাগার সম্পর্কে সমকালীন প্রশাসকদের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাভাবনা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার উন্নতিচিন্তায় গ্রন্থাগারের একান্ত ভূমিকাকে স্বীকার করে ১৮১১-র ৬ই মার্চের "Lord Minto's minnute of native Education" রচিত। গ্রন্থাগারিকের বেতন ও পদমর্যাদার যে প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত, বিস্ময়ের বিষয় বহুকাল পূর্বেই এদেশের মাটিতে প্রসঙ্গটি সুবিবেচনা লাভ করেছিল :

> "That a public library be attached to each of the colleges, under the charge of a learned native, with a small establishment of servants for the care of the the manuscripts.
>
> "That the librarians be appointed and remunerated in the mode preseribed with respect to the teachers and the students, and likewise to strangers, under such restrictions as the public convenience may require, for the purpose of consulting, transcribing the books or making extracts from them.
>
> "That the duty of procuing books, either by purchase or transcription, be entrusted the librarian, under the control and orders of the committee."[৭]

গ্রন্থাগার তৎপরতার ক্রমবিস্তার

১৮১৭-তে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা বাঙালীর মননে ও কর্মে এক নূতন বাতাবরণের সৃষ্টি করে। এদেশীয় যুবকদের পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষাদানের সংকল্প নিয়ে কলেজটির জন্ম। এই হিন্দু-কলেজই ১৮৫৪ থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে খ্যাত। নব্য বাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক সঙ্ঘবদ্ধতার সূত্রপাত এই কলেজকে কেন্দ্র করে। বলা বাহুল্য কলেজের মূল্যবান গ্রন্থাগারটি সমুদয় তৎপরতায় চিন্তার খোরাক জোগাত।

কেরী সাহেব বাংলাদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে উপনীত হন। কিন্তু তাঁর জীবনেতিহাস শুধুমাত্র ধর্মকে আশ্রয় করে রচিত নয়। বাংলা সাহিত্য, শিক্ষা ও সমাজোন্নয়নের সঙ্গে কেরীর নাম অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। শ্রীরামপুর মিশনের কলেজটি (১৮১৮ খৃঃ) তাঁর বিভিন্ন জনহিতকর প্রচেষ্টার এক মূর্ত প্রতীক। কলেজটি স্থাপিত হয়, "of giving a higher and more complete education to the native students, more specially for those of Christian Patronage and in which native preachers and schoolmasters, whose defects had long been severely felt, should be efficiently trained up."[৮] এই উদ্দেশ্য সাধনের পরিপূরক কলেজ গ্রন্থাগারেরও প্রতিষ্ঠা হয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু অমূল্য গ্রন্থ এখানে সংগৃহীত হয়েছে। বাংলার নবজাগরণের বহু নিদর্শনে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারটি গবেষকদের এক পবিত্র চর্যাপীঠ।

এরপর ১৮২০-তে Calcutta Journal-এ প্রকাশিত এক পত্রে Calcutta Library Society নামক একটি প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত উল্লেখ পাওয়া যায়। কমপক্ষে দুইশত টাকার বিনিময়ে গ্রন্থাগারের অংশীদার হওয়া যেত। টাউন হলে গ্রন্থাগারটি অবস্থিত ছিল। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় কোন এক শুভার্থী জানিয়েছেন :

> It at present contains nearly 5000 volumes, and all these are modern works forming a very interesting and respectable collection…gentlemen should come forward and join cordially in the undertaking ; and what now appears difficult to a few, would be easy to be accomplished by the aid of many."[৯]

কেরীর বহুমুখী প্রতিভার কথা আমরা এর আগেই স্মরণ করেছি। বাংলার মুদ্রণ-কাহিনী, গদ্যের ইতিহাস (ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনে তাঁর অবদান), ধর্ম-প্রচার প্রভৃতি বিস্তৃতক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর চিরস্মরণীয়। কিন্তু তাঁর আলোচনা ও গবেষণার ধারা বিজ্ঞানের ভূমিকেও স্পর্শ করে বহমান। কৃষি-প্রধান বাংলাদেশে আরও উন্নত ধরণের চাষ আবাদের বাসনায় কেরী ১৮২০-র ১৮ই সেপ্টেম্বর মাত্র সাতজন সভ্য নিয়ে কৃষি সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন (Agricultural Society) পরে এটি নামান্তর গ্রহণ করে Agri & Horticultural Society হয়। মেটকাফ হলে এর সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারটি বিশেষ সমৃদ্ধিশালী না হলেও কার্যোপযোগী ছিল।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার বাঙালীর ঐকান্তিক নিষ্ঠার স্বীকৃতি নিয়ে গৌড়ীয় সমাজের (১৮২৩) শুভ উদ্‌বোধন হয়। স্বনামধন্য রামকমল সেন ছিলেন এর সভাপতি। বাংলা ভাষায় দেশীয় ও য়ুরোপীয় বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ছিল সমাজের প্রধান ব্রত। এই মহান উদ্দেশ্যকে সফল করার আশায় সমাজের বিভিন্ন কর্মধারায় প্রয়োজনীয় ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি নিয়ে গ্রন্থাগার গঠনের সঙ্কল্পও গৃহীত হয়েছিল।

বিশপ হেয়ারের নাম বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর জীবনী হতে জানা যায় ১৮২৩-এ বিশপস কলেজ :

"The Library, a long and handsome room, fitted up with stalls, like the Bodlein Library in Oxford at that time contained about three thousand volumes, chief of the ecclesiastical history of the Eastern church, of diviniety, oriental literature, travels & voyages and history."[১০]

চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতি কামনায় "The Calcutta Medical and Physical Society"র জন্ম (১৮২৩)। এর গ্রন্থাগার ও মিউজিয়ামের ভূমিকাও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

১৮২৪-এ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত কলেজের শুভ বোধন। সংস্কৃত শিক্ষাদান, প্রাচ্যবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত গ্রন্থাদি প্রকাশ ও সংস্কৃতের সাহায্যে পাশ্চাত্য-বিদ্যার পরিবেশনা এই উভয়মুখী সংকল্পকে রূপদানের প্রয়াসে সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস শুরু। কলেজ ভবনে অবস্থিত গ্রন্থাগারটি তার অমূল্য-সংগ্রহকে বহন করে জ্ঞানপিপাসুদের প্রধান আশ্রয় কেন্দ্র হয়ে উঠে। সাধারণতঃ কলেজ গ্রন্থাগারগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্য করে থাকে, কিন্তু সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারটি এদিক থেকে এক বিশেষত্ব অর্জন করেছে। এই গ্রন্থাগারের দ্বার যে কোন জ্ঞানান্বেষীর কাছেই উন্মুক্ত।

এই সময়ে ও পরে কলিকাতা ও পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষার প্রসারে যে কলেজগুলির প্রতিষ্ঠা হয় তাদের গ্রন্থাগারগুলিও প্রাচীনত্বের দাবী রাখে। জেনারেল এ্যাসেম্বলি (অধুনা স্কটিশ-১৮৩০), সেণ্ট জেভিয়ার্স (১৮৩৫), কৃষ্ণনগর কলেজ (...), হুগলী কলেজ (১৮৩৬), চন্দননগর ডুপ্লে কলেজ (১৮৬২), উত্তরপাড়া রাজা প্যারীমোহন কলেজ ইত্যাদির নাম এই তালিকাভুক্ত।

১৮৩৫ সালে জন গ্রাণ্ট সাহেবের সভাপতিত্বে টাউনহলের এক সভায় কলকাতার সাধারণ গ্রন্থাগারের যে বীজ উপ্ত হয়েছিল তা আজকের মহা-মহীরুহ জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিণত। এর আদি ও ক্রমবিকাশ গ্রন্থাগারানুরাগী সকলের কাছেই এত সুবিদিত যে তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ঐ সময় থেকেই দেশের লোকের মনে গ্রন্থাগারচেতনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৩৯-এর ১৬ই ফেব্রুয়ারীর সমাচারদর্পণ-এর এক সংবাদে জানা যায় যে,

"কলিকাতাস্থ কতিপয় বিশিষ্ট ধনী মহাশয়ের স্বদেশীয় লোকেদের উপকারার্থে সাধারণ এক পুস্তকালয় স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন..."

ঐ বছরই ২৯শে জুনের এক খবরে জানা যায়,

"পুস্তকালয়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে এবং তদ্বিষয়ে অনেক চাঁদা হইয়া অনেকে আপাততঃ দান ও বার্ষিক মাসে মাসে দান করণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঐ পুস্তকালয়ে ১৮০০ পুস্তক আছে...।"

সমকালীন অন্যান্য ছোটবড় প্রচেষ্টাও শ্রদ্ধাভরে স্মর্তব্য। হিন্দু কলেজে ডিরোজিও যুগ এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করে। শিক্ষাগুরু ডিরোজিওর চিন্তাভাবনা হিন্দুকলেজের ইয়ং বেঙ্গল দলীয় ছাত্রগণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর মৃত্যুর পরেও ছাত্রগণ—

"আপনাদের জ্ঞানোন্নতির জন্য ছাত্রদের মধ্যে এক সারকুলেটিং ও একটি এপিষ্টোনারী এসোসিয়েশন স্থাপন করেন। লাইব্রেরী হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ক্রয় করিয়া বন্ধুগণের পাঠের জন্য বিতরণ করা হইত; এবং এপিষ্টোনারি এসোসিয়েশন যোগে কে কে পড়িলেন, সে বিষয়ে চিঠিপত্রে আলাপ হইত। রামগোপাল ঘোষ ও লাহিড়ী মহাশয় এই দুই কার্য প্রধানভাবে দেখিতেন (১৮৪৮)।"[১১]

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ (১৮৫০) বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তরপাড়ার বিখ্যাত সমাজসেবী জয়কৃষ্ণ মুখার্জী এর প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সাধুপ্রচেষ্টা পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পাদরী জেমস্ লঙ প্রভৃতির কর্মক্ষেত্রে পরিণত। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগারের সমস্ত পুস্তক সমাজকে দান করেছিলেন, ১৮৬২তে সমাজ জীবনে সঙ্কট দেখা দিলে সমাজ কর্তৃপক্ষ তাঁদের পুস্তক-সম্ভার 'কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর' হস্তে অর্পণ করেন।

উত্তর পঞ্চাশের বাংলার জীবনমানসে নববৈচিত্র্যে রেঁনেসাঁসের পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ বিশেষ তাৎপর্যময়। এর আগের পর্বকে দীপ জ্বালার আগে সল্‌তে পাকানোর প্রস্তুতি-পর্ব বলা চলে। জাতির মননশীলতার নবরূপায়ণে নানা প্রয়াসের কথা জানা গেছে। এর পরের ইতিহাস নবজাগ্রত জাতির জ্ঞান ও চেতনার উদ্দীপনায় রচিত। জাতীয় জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে স্বীকার করে এ সময়েই বাংলার গ্রামাঞ্চলেও বহু সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। এ বিষয়ে ১২৬৫-র ফাল্গুনের 'পূর্ণিমা' মাসিক পত্র 'বঙ্গদেশে বিদ্যান্নোতি' শীর্ষক নিবন্ধের এক জায়গায় বলেছে, "কিছুদিন পূর্ব্বে এখানে একটিও সাধারণ পুস্তকালয় দেখিতে পাইতাম না, কিন্তু এক্ষণে কত কত গ্রামেও সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে।"

১৮৫১-র পর বাংলার নানা অঞ্চলে যে সব গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে রেভাঃ লঙের নাম তাদের সঙ্গে একান্ত নিবিড়ভাবে জড়িত। বাংলার সংস্কৃতিক ইতিহাসে রেভাঃ লঙের অবদান নূতন করে বলার কিছু নেই। নীলদর্পনের অনুবাদ কাহিনী, বাংলা গ্রন্থ-তালিকা প্রণয়ন প্রভতি কীর্তিকলাপ তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। তাঁর বিস্তৃততর কর্মধারায় বাংলার গ্রন্থাগার-সংগঠনও বিশেষ মর্যাদালাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত তাঁর পত্রটি বিশেষভাবে স্মরণীয়:

"শ্রীযুত সংবাদ-প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়েষু।

"যে ২ মহাশয়েরা এবং যে ২ সভাস্থ লোকেরা সাধারণ জনগণের পাঠার্থ বঙ্গীয় পুস্তকালয় স্থাপনের প্রসঙ্গে গত বৎসরে আমার বক্তৃতায় সানন্দচিত্তে মনোযোগ করিয়াছিলেন আমি তাঁহাদিগের নিকট এক্ষণে মনের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

"পশ্চাল্লিখিত দশটি স্থানে পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে, এবং ইউরোপীয় লোকের অধ্যক্ষতায় তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, যথা, ঠাকুরপুকুর, আগরপাড়া, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, ছাপ্রা, সোলো, বল্লভপুর, রত্নপুর এবং কাপাসডাঙ্গা, রত্নপুরস্থ দেশী খ্রীষ্টিয়ানেরা অতিরিক্ত পুস্তক সংগ্রহ করণার্থ একেবারে ১২ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছে।

"উক্ত দশ পুস্তকালয়ের নিমিত্ত ১৪০০ বঙ্গীয় পুস্তক ক্রীত অথবা দত্ত হইয়াছে কলিকাতাস্থ পুস্তকালয়ে বিশেষ ২ দান হইয়াছে, তন্মধ্যে নানাবিধ বঙ্গীয় পুস্তক চারিশত আছে।

"ঐ সকল পুস্তকালয়ের তাৎপর্য এই যে ইংরাজি ভাষায় অনভিজ্ঞ এতদ্দেশীয় লোকেরা উত্তম বিষয়ে গ্রন্থ পাঠ করিতে পায় এবং ইউরোপীয় লোকেরাও গৌড়ীয় বিদ্যা এবং বাক্য-বিন্যাসের পরিচয় পায়েন। নূতন প্রকাশিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পুস্তকালয় করিবারও উপায় হইয়াছে।

"উক্ত পুস্তকালয়ে এই ২ গ্রন্থ আছে যথা ইংলণ্ড, গ্রীস, রোম, ইজিপ্ত, বঙ্গ, ভারতবর্ষ এই সকল দেশের এবং খ্রীষ্টীয় সভার পুরাবৃত্ত, পদার্থ, জোতিষ, যন্ত্রাধ্যায়, ক্ষেত্রতত্ত্ব এবং পশুপক্ষির প্রকৃতি ও চেম্বরের নির্ব্বাচিত জীবন বৃত্তান্ত, ফেবলস্ এবং নীতিবোধক ইতিহাস।

"পূর্ব্বোক্ত স্থানের মধ্যে পাঁচগ্রামের ইংরাজী ভাষাজ্ঞ লোকের অধ্যয়নার্থ ইংরাজী পুস্তকালয় পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল।

"লোকে ঐ সকল পুস্তকালয় কেমন উপকারক জ্ঞান করে তদবিষয়ের নানাবিধ প্রমাণ পাইয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তদ্বারা মফঃস্বলের লোকেরা অবসরমতে জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পায়, গ্রন্থাধ্যয়নে তাহাদের অনুরাগ জন্মে এবং তাহারা কলিকাতায় মুদ্রাঙ্কিত অথচ অপ্রসিদ্ধ নূতন ২ পুস্তক পাঠ করিতে পায়।"

বলতে গেলে প্রথম থেকেই এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক ও সাধারণ এই দুই ধরণের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উনিশ শতকের মধ্যাহ্নে সাধারণ গ্রন্থাগারের বহুলতা তার জনপ্রিয়তাকে প্রমাণ করে। এ সময়ের গ্রন্থাগার-ইতিহাসের আলোচনা প্রাতিষ্ঠানিক ও সাধারণ দুই পৃথক ধারায় শুরু করা যেতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগারের মধ্যে শিল্পোবিদ্যোৎসাহিনী সভা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অ্যালবার্ট হল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট প্রভৃতির নাম অগ্রগণ্য।

শিল্পোবিদ্যোৎসাহিনী সভা (১৮৫৪) শিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনায় সভার প্রতিষ্ঠা, এর কার্যসঙ্গী গ্রন্থাগারের উল্লেখও পাই। ১৮৬৪-তে সভার কাজ সরকার গ্রহণ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (১৮৬৯)। বাবু ঈশানচন্দ্র ঘোষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের শুভারম্ভ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারও তার উপযোগিতা ও নানা অমূল্য সম্পদে বিদ্যার্থিগণের অন্যতম আকর্ষণে পরিণত।

অ্যালবার্ট হল (১৮৭৫-৭৬)। সপ্তম এডওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েলসের এদেশে আগমন উপলক্ষ্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন অ্যালবার্ট ইনস্টিট্যুটের (বর্তমান কফিহাউস) উদ্বোধন করেন। হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টানের মিলনভূমি এই প্রতিষ্ঠান চেয়েছিল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সর্বমানবের কল্যাণ। বহু পত্র-পত্রিকা ও মূল্যবান পুস্তকে এর গ্রন্থাগার শহরের এক পবিত্রক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। দেশীয় যুবকগণ পরম আগ্রহভরে এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পরিচালকবর্গের শিথিলতায় এই মহান প্রতিষ্ঠানটি লুপ্ত হয়ে যায়। অতীতের এই পুণ্যভূমি আজ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ (১৮৭৯)। ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা দুর্গামোহন দাসের আনুকূল্যে ১৮৭৯তে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগারের সূচনা। পরে বিভিন্ন মূল্যবান সংগ্রহ যেমন, কলেট সংগ্রহ, মহেশচন্দ্র ঘোষ সংগ্রহ প্রভৃতি এর আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট কলেজের ছাত্রদের চরিত্রগঠন, উন্নততর শিক্ষাদান, স্বাস্থ্য-বিধান এবং তাঁদের মধ্যে সেবাব্রত গ্রহণের ঈপ্সাকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯১-এর ৩১শে আগষ্ট টাউনহলে এর উদবোধন সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৯২ এর ৫ই ফেব্রুয়ারী আরেক সভায় এর গ্রন্থাগারের স্থান নির্ণীত হয়। শহরের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে এর এক বিশিষ্ট স্থান আছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—১৮৯৩ সনে রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্ম। পরিষদের জন্মকাল হতে এর গ্রন্থাগারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দীর্ঘকালের চেষ্টায় এই গ্রন্থাগার বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। একদিকে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকাদি সংগ্রহ অপরদিকে বিশিষ্ট ব্যক্তির দানে গ্রন্থাগারের সম্পদ ও বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। বিশিষ্ট দান ও সংগ্রহের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিনয়কৃষ্ণ দেব ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পুস্তক সংগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলার সর্বপ্রাচীন সাধারণ গ্রন্থাগার— সাধারণের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত গন্থাগার-গুলির আলোচনায় প্রবেশ করা যেতে পারে। ইতঃপূর্বে স্থাপিত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে

আজও আপন অস্তিত্ব গর্বে মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরী, ১৮৫১, (অধুনা রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার নামে খ্যাত) বিদ্যমান। এর জন্মকথা সূত্রে জানা যায়—

"The Midnapur Public Library owes its cordial wish of Mr. H. V. Bayley for the improvement of the inhabitants of this town which he expressed in various ways while Collector of this District."[১৩]

W. W. Hunter-এর একটি রিপোর্টে জানা যায়—

"The building is neat with a small garden on one side and the tank on the other. The number of volumes in the library has increased from 1870 in 1853 to 3128 at the end of 1871, besides periodicals.

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী :—(১৮৫৭) স্বনামধন্য জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কীর্তিস্তম্ভ এই গ্রন্থাগার বাংলার সাধারণ গ্রন্থাগারের গৌরব বিশেষ। এর শুভারম্ভকে অভিনন্দন জানিয়ে সমকালীন পত্রিকা সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন—

"সংবাদ। ২৭শে জানুয়ারী ১৮৫৭। ১২২ সংখ্যা

"দেশকুশল কীলালতৃষ্ণ শ্রীযুক্তবাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—'উক্ত মহাশয় উত্তর-পাড়া গ্রামে নিজ ব্যয়ে এক পুস্তকালয় নির্ম্মাণ করাইতেছেন। এই গ্রন্থমন্দির প্রায় গ্রন্থন হইয়া উঠিল অল্পদিন মধ্যেই প্রস্তুত হইবেক, উক্ত মহাশয় পৃথিবীর প্রায় সকল খণ্ড হইতেই সংস্কৃত গ্রন্থসকল আনয়ন করাইতেছেন, বাবু সঙ্কল্প করিয়াছেন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত যত গ্রন্থ পাইবেন সমস্ত আহরণ করিয়া গ্রন্থালয়ে রাখিবেন এবং প্রয়োজনীয় ইংরেজী পুস্তকাদিও থাকিবে, আর বাঙ্গলা ভাষার সমুদায় পুস্তক ও সকল ভাষার সমাচার পত্র সকল গ্রন্থালয়ে রাখিবেন পাঠকেরা যাহা চাহিবেন তাহাই পাঠ করিতে পাইবেন···।"[১৪]

শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী :—(১৮৭১) এর আদিকালের সূত্র সেই ১৮০৬ সালের দিনেমার আমলে ছড়িয়ে আছে। পাদ্রী কেরীর সহকর্মী মার্শম্যান সে-যুগের দিনেমার শাসনকর্তার আনুকূল্যে এক "ওয়েলফেয়ার কমিটি" স্থাপন করেন। স্থানীয় লোকেরাও এর সহযোগিতা করেন। জনসাধারণকে বই ও পুঁথিপাঠের সুযোগ দান-এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। পরে এটি "শ্রীরামপুর হিতকারিণী-সভা" নাম গ্রহণ করে। ১৮৭১-এর এক সাধারণ সভায় স্থানীয় অধিবাসীদের সম্মতিতে এটি "শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী" নামে পরিচিত হয়।

কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী :—(১৮৫৮) ডিরোজিওর ছাত্র শিবচন্দ্র দেবের স্মৃতিকে আশ্রয় করে কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরীর ইতিহাস রচিত। প্রসঙ্গক্রমে শিবনাথ শাস্ত্রীর উক্তিটি স্মরণীয়—

"দুইটি স্কুল স্থাপন করিয়া তিনি গ্রামবাসীগণের ব্যবহারার্থ একটি সাধারণ পুস্তকালয়ের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। তদনুসারে প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টাতে ১৮৫৮ সালে একটি সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত হইল।"[১৩]

চৈতন্য লাইব্রেরীঃ—স্থানীয় অধিবাসীগণের গ্রন্থাগারাভাব দূরীকরণের ইচ্ছায় চৈতন্য লাইব্রেরীর জন্ম। ১৮৬০ খৃঃ ২১নং আইন অনুসারে এটিকে ১৮৯১-তে রেজিষ্ট্রী করা হয়। বাংলার প্রথম রেজিষ্ট্রীভুক্ত লাইব্রেরী বলে এটি পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীগণ লাইব্রেরীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এ-ছাড়াও সাধারণ গ্রন্থাগারের মধ্যে চুঁচুড়ার হুগলী পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৫৪) কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৫৬), আড়িয়াদহ লাইব্রেরী (১৮৭০), শশীপদ ইনষ্টিট্যুট (১৮৭৬), কলকাতার তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৮২), বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী (১৮৮৩) বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী, ১৮৯১, (যেটি মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় ও তিনকড়ি দত্তর স্মৃতিবিজড়িত) প্রভৃতি ঐতিহাসিক গুরুত্বে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এ-বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মী শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্যের তথ্যবহুল লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

ইংরেজ আমাদের জাতীয় জীবনকে যতই সমৃদ্ধ করুক না কেন, এদেশের মানুষ চেয়েছিল মাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ এবং বিদেশী শাসন শৃঙ্খল থেকে মুক্তি। নবসূচিত রেনেসাঁস আন্দোলন যুগপৎ আর একটি ধারায় বইতে শুরু করে ; সেটি হল স্বাধীনতা সংগ্রাম। তাতেও গ্রন্থাগারের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

স্বদেশবাসীর দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করে আত্মপ্রতিষ্ঠিত করার সঙ্কল্পে হিন্দু-পেট্রিয়টের অবদান স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষভাবে লিখিত হয়েছে। এর সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেশবাসীর স্বাধীনতা কামনাকে উজ্জীবিত করার ব্রতে নিজ জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন, তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে ১৮৭৬-এ এক পাঠাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এর সভাপতিত্ব করেন।

দেশবাসীকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সৃষ্টি। "জাতি হিসেবে সঙ্ঘবদ্ধভাবে দাঁড়াতে না পারলে এর কোন প্রতিকার নেই" –এই সঙ্কল্প নিয়ে ১৮৮৫-এ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু প্রমুখ নেতাগণ ভারতসভার শুভ পত্তন করেন। এটির গ্রন্থাগারে রাজনীতি, অর্থনীতি, পরিসংখ্যান ও ইতিহাসের বহু গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছে। সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে কর্মপন্থা গ্রহণ এর অন্যতম বিশেষত্ব।

অনুশীলন সমিতি ও পরে যুগান্তর দলের কর্মধারা বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের

এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। বিশ শতকের প্রাক্কালে প্রথমোক্তটির প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলার গ্রামে গ্রামে এর কর্মতৎপরতা দেখা যায়। রাউলাট রিপোর্টে জানা যায় শারা অনুশীলন দলের পাঁচ শতাধিক শাখা ছিল। সমিতির সদস্যগণ কুচকাওয়াজ, তরবারি খেলা, বক্সিং প্রভৃতি নানাধরণের ব্যায়াম করতেন। এ-ছাড়া তাঁদের চিন্তাধারার উন্নতির জন্য নিয়মিত কথোপকথন ও আলোচনাচক্রের আয়োজনও ছিল। রবীন্দ্রনাথ, সরলা দেবী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন পাল প্রভৃতির নাম এই আলোচনাধারার সঙ্গে বিজড়িত। সিস্টার নিবেদিতা এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগারের বিপ্লববাদের উপর বইগুলি সমিতির গ্রন্থাগারে দান করেন। অনুশীলন সমিতির গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা প্রায় ৪০০০ ছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত কয়েকটি সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ শতকের গোড়ার দিকে গড়ে ওঠে। যেমন, ডন সোসাইটি, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ইত্যাদি। এগুলির শাখা-প্রশাখাও বিস্তারিত হয়। তাদের গ্রন্থাগার ছিল; সে-কথা অনুমেয়। গ্রন্থাগার ইতিহাস রচনায় সেগুলি মূল্যবান উপাদান হবে বলে আশা করা যায়।

প্রমাণপঞ্জী

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদপত্রে সেকালের কথা।
২। নরেন্দ্রনাথ লাহা—অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যান্ত য়ুরোপীয়গণ কর্ত্তৃক ভারতে শিক্ষাবিস্তার।
৩। হরিহর শেঠ—প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়।
৪। শ্রীপান্থ—কলকাতা।
৫। Carey, W. H.—The Good Old days of Honourable John Company.
৬। Banerjee, Brojendranath—Dawn of New India.
৭। Majumdar, J. K—Raja Rammohan Roy and Progressive Movements in India. 1941
৮। Marshmrn, J. C.—History of the Serampore Mission Vol. 2,
৯। Selection from Indian Journals. Vol. 2 (Calcutta Journal)
১০। Life of Regenald Hebber by his widow. 1830
১১। শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।
১২। বিনয় ঘোষ—সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র: (১ম খণ্ড)।
১৩-১৪। রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার শতবার্ষিকী জয়ন্তী পত্র।
১৫। বিনয় ঘোষ—সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র: (৩য় খণ্ড)।

A Draft History of the Libraries of West Bengal (1700—1900)
—By Suchitra Ghosh

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারের অভাব নেই ?

সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়

অনেকের মনে হয়তো এই ধরণের চিন্তা আছে যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যা গ্রন্থাগার আছে তা যথেষ্ট। এই চিন্তা সত্যি হলে খুব খুশীর কথা, কিন্তু না হলে ভীষণ মারাত্মক ; কারণ তা গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ প্রয়াসকে ব্যাহত করবে এবং ক্রমবর্ধমান গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতিকেও বাধা দেবে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং এর বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। সুস্পষ্ট চিত্র যদি আমাদের সামনে থাকে, তবে সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। ১৯৪২ ও ১৯৬৩ সালের লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীতে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত লোক অনুপাতে গ্রন্থাগার সম্পর্কে যে চিত্র পাওয়া যায় তা হতে ধারণা করতে পারি আমাদের গ্রন্থাগারের অবস্থা। নিম্নে তালিকাটি প্রদত্ত হল :

১নং তালিকা—পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিন্যাস

জেলা	১৯৪২		১৯৬৩	
	শিক্ষিত লোকের সংখ্যা (হাজার)	গ্রন্থাগারের সংখ্যা	শিক্ষিত লোকের সংখ্যা (হাজার)	গ্রন্থাগারের সংখ্যা
বাঁকুড়া	৯৪.৬	২৬	৩৮৪	১৮৪
বীরভূম	৬৫.৬	১১	৩১৯.৫	২২২
বর্ধমান	১৬৮.৭	৩৪	৯৯২	৩৮৮
কলিকাতা	৪৭৩.৫	২.১৬	১৭৩৫.৫	৫৩৩
কুচবিহার	—	—	২১৪	৬৬
দার্জিলিং	৩৪.৩	১৩	১৭৯	৮৮
হুগলী	১৫৫.৭	৬৩	৭৭৩	৩২১
হাওড়া	১৯৭.৭	৭৩	৭৫২	৩৪৭
জলপাইগুড়ি	৪৭	৭	২৬১	৫৪
মালদহ	৩৩	১৫	১৬৮	৬৪
মেদিনীপুর	৪২৪	৫০	১১৮৪	৪০০
মুর্শিদাবাদ	৭১	২১	৩৬৭	২০১
নদীয়া	৯০	১৯	৪৬৬	২০১
চব্বিশ পরগণা	২৯৬	২৬	২০৩৯	৭০২
পুরুলিয়া	—	—	২৪১	১০৮
পশ্চিম দিনাজপুর	—	—	২২৫	১০২
পশ্চিমবঙ্গ	২২৫১	৫৭৪	১০২২৫	৩৯৮১

১৯৫৮-৬১ সালে গৃহীত তথ্য হতে ১৯৬৩ সালের পরিসংখ্যান রচিত। বর্তমানে আশা করা যায় এই সংখ্যার কিছু পরিবর্তন হয়েছে, তবে এই কয়বছরে বিস্ময়কর কিছু পরিবর্তন হয়েছে এরূপ খবর পাওয়া যায়নি। তালিকাটি দেখলে প্রথমেই যা নজরে পড়ে তা'হোল গত কুড়ি বছরে শিক্ষিত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে গ্রন্থাগারের বৃদ্ধি বেশী। সমস্ত দেশে এই শিক্ষিত লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচগুণ বেড়েছে আর গ্রন্থাগার বেড়েছে প্রায় সাতগুণ। কলকাতা ছাড়া প্রায় সব জেলাতেই গ্রন্থাগার বৃদ্ধিটা বেশী। কিন্তু এই বৃদ্ধি কি আমাদের অভাব মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট? পশ্চিমবঙ্গের এককোটির অধিক শিক্ষিত লোকের জন্য গ্রন্থাগারের সংখ্যা মাত্র প্রায় চার হাজার এবং তার বেশীর ভাগ গ্রামাঞ্চলে এবং অতি শোচনীয় অবস্থায়। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ ছাড়া কোন জেলায় লক্ষাধিক শিক্ষিত লোকের জন্য পঞ্চাশ-এর বেশী গ্রন্থাগার নেই। কলকাতায় শিক্ষিত লোকের তুলনায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা কম হলেও এখানকার গ্রন্থাগারগুলি অন্যান্য স্থানের গ্রন্থাগার অপেক্ষা সুসমৃদ্ধি। তা-ছাড়া কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগার, বিভিন্ন বিদ্বজ্জন প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার, শিক্ষা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার প্রভৃতির সুযোগ আছে।

কয়েকটি জেলার গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান এখানে তুলে ধরছি :

তালিকা ২

	বর্ধমান	চব্বিশ পরগণা	হাওড়া	হুগলী	মেদিনীপুর
১। প্রতি লক্ষ লোকে গ্রন্থাগার সংখ্যা	১৩	১১	১৭	১৪	
২। প্রতি লক্ষ শিক্ষিত লোক গ্রন্থাগার সংখ্যা	৪২	৩৪	৪৬	৪১	৩৪
৩। প্রতি দশ বর্গমাইলে গ্রন্থাগার সংখ্যা					
৪। প্রতি দশটি গ্রামে গ্রন্থাগার সংখ্যা					
৫। প্রতি শহরে গড় গ্রন্থাগার সংখ্যা			১৯		

এদের মধ্যে শহরাঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা তবু একটু ভাল; গ্রামাঞ্চলগুলির অবস্থা একেবারে শোচনীয়। যেমন সংখ্যায়, তেমনি অবস্থায় এদের নিদারুণ দীনতা আত্মতুষ্টির ভাব জাগায় কি?

সমাজশিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরূপে গ্রন্থাগারকে ব্যবহার করার জন্য

সরকার বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজ্যে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জেলায় জেলায় জেলা গ্রন্থাগার, গ্রামীণ গ্রন্থাগার, পৌরাঞ্চল গ্রন্থাগার প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছে। তা-ছাড়া সরকার বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে পুস্তক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেছেন। জেলা গ্রন্থাগারগুলি গ্রামাঞ্চলে পুস্তক পৌঁছে দেবার জন্য গাড়ীরও ব্যবস্থা করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এটা খুব সামান্য এবং গ্রন্থাগারের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার দাবী মেটানোর পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়।

গ্রন্থাগারগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যালোচনা করলে যা দেখতে পাওয়া যায় তা অতি আশাবাদীর মনেও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র তুলে ধরে না। হুগলী জেলার গ্রন্থাগারগুলির একটি সাধারণ চিত্র এখানে তুলে দিলুম :

তালিকা ৩ (ক)

বার্ষিক আয় টাকা	গ্রন্থাগার সংখ্যা
২৫০ পর্যন্ত	৯৩
৫০০ "	৮০
১০০০ "	৬৪
২০০০ "	৪২
৫০০০ "	৩২
১০০০০ "	১০

তালিকা ৩ (খ)

সভ্য সংখ্যা	গ্রন্থাগার সংখ্যা
১০০ পর্যন্ত	১৮২
২০০ "	৮৪
৫০০ "	৪৮
১০০০ "	৭

তালিকা ৩ (গ)

পুস্তকের সংখ্যা	গ্রন্থাগার সংখ্যা
১০০০ পর্যন্ত	১২৮
২০০০ "	১০৬
৫০০০ "	৩৩
১০,০০০ "	৩৮
৩০,০০০ "	১৬

তালিকা ৩ (ঘ)

বার্ষিক পুস্তক ব্যবহারের সংখ্যা	গ্রন্থাগার সংখ্যা
৩০০০ পর্যন্ত	১১৫
৬০০০ "	৮০
৫,০০০ "	৬৪
৩০,০০০ "	৪২
৫০,০০০ "	২০

হিসাব করলে দেখা যাবে এই জেলার গ্রন্থাগার সমূহের ৭৪ ভাগের মাসিক আয় ১০০ টাকার কম এবং ২৯ ভাগের মাসিক আয় ২০ টাকার মত। বই কেনা, বই বাঁধানো এবং অন্যান্য খরচ চালানো বর্তমান সময়ে ২০ টাকায় কতটুকু সম্ভব তা সহজেই অনুমেয় এবং তিন চতুর্থাংশ গ্রন্থাগারের আর্থিক অবস্থার চিত্র দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে

এদের প্রচণ্ড সংগ্রামের পরিচয়ই বহন করে। শোচনীয় আর্থিক অবস্থার জন্যই পুস্তক সংগ্রহও খুব অল্প এবং বাধ্য হয়েই সস্তা দামের বই-এর অনুপাত এদের বেশী রাখতে হয়। শতকরা ৪০ ভাগের বই-এর সংখ্যা ১০০০-এর মধ্যে এবং মাত্র শতকরা ১৭ ভাগের বই-এর সংখ্যা ৫০০০-এর বেশী। এই সীমাবদ্ধতাই গ্রন্থ ব্যবহারের দৈনিক গড় ৩০-এর মধ্যে রেখেছে। এদের গড় সভ্য সংখ্যা অনুমান করা যায় ১৫০-এর মধ্যে। তবে, শতকরা প্রায় ৫৭ ভাগের সভ্য সংখ্যা ১০০-র মধ্যে। তাই জেলায় দেখা যায় প্রতি ২৫০০ শিক্ষিত লোকে একটি গ্রন্থাগার। সুতরাং শিক্ষিত লোকের মাত্র শতকরা ৬ জন গ্রন্থাগার-এর সদস্য। এ থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করার পরিসর এখনও কত বেশী এবং শুধু পরিসর নয় সংখ্যা বাড়ানোরও যথেষ্ট প্রয়োজন। অন্যান্য জেলায় হুগলী জেলার মতই চিত্র দেখতে পাওয়া যাবে। পার্থক্য কোথাও কিছু উৎসাহ ব্যঞ্জক, আবার কোথাও আরও নৈরাশ্য-জনক।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিন্যাসের যে চিত্র উদ্ঘাটিত করা হোল তাহাতে অতি সুস্পষ্ট যে শিক্ষিত লোকের অতি সামান্য অংশই গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পান। প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলিকে সুসংরক্ষিত ও সম্প্রসারিত করে একদিকে যেমন তাদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করার দরকার, অপরদিকে তেমনি প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষিত লোক সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে নতুন গ্রন্থাগার সংগঠন করাও বিশেষ প্রয়োজন। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে যেমন প্রতি ঘরে ঘরে বই পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করতে হবে, ঠিক তেমনি প্রতিটি পল্লীতে স্থানীয় উপযোগী গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারবিদ ডঃ রঙ্গনাথন পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেকের গ্রন্থাগার ব্যবহারের যাতে সুযোগ হয় তার জন্যে যে গ্রন্থাগার আইনের খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন তাতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি সুন্দর চিত্র দিয়েছেন। নিম্নে সেটা তুলে দিলুম।

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (১)

শহর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (২৪)
|
শাখা গ্রন্থাগার (১৮৮)

গ্রামীণ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (১৫)
|
শাখা গ্রন্থাগার (৭৭)
|
ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার (৬৭৫)
ও
সার্ভিস ষ্টেসন (১৫,২৫০)

ডঃ রঙ্গনাথন বর্ণিত সার্ভিস ষ্টেসনগুলিতে যদি ছোট ছোট স্থানীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় এবং শহরের শাখা গ্রন্থাগারগুলি যদি প্রয়োজনানুযায়ী পরস্পরের সহযোগিরূপে গড়ে উঠে, তবে বোধহয় পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারের অভাব কিছুটা মিটতে পারে।

কিছুদিন পূর্বে সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় একটি প্রবন্ধে 'বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারের অভাব নেই' এইরূপ অভিমত প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত অভিমতের প্রতিবাদ করে ঐ পত্রিকায় একটি চিঠি দিই এবং চিঠিটি প্রকাশিতও হয়। কিন্তু ছোট চিটির মধ্যে আমি কেন প্রতিবাদ করি তা বলা সম্ভব হয় নি। সেই জন্য **"বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারের অভাব নেই?"** এই নামে পত্র সংযুক্ত প্রবন্ধটি রচনা করি। প্রবন্ধে লিখিত সমস্ত পরিসংখ্যান ওয়েষ্ট বেঙ্গল লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী ১৯৬৩ এবং বেঙ্গল লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী ১৯৪২ হতে গৃহীত হয়েছে।

Is there no dearth of Libraries in West Bengal ?
by Sunil Kumar Chatterjee

সরস্বতী ভাণ্ডার

—শিখা দে

আমাদের সভ্যতা যেমন প্রাচীন, পুস্তকাগারও তেমনি প্রাচীন এবং প্রথম হইতেই ইহা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। প্রাচীন পুস্তকাগারের ধ্বংসাবশেষ নিঃসন্দেহে হস্তলিপি অপেক্ষাও প্রাচীন, কারণ তৃতীয় অথবা চতুর্থ খৃষ্ট পূর্বাব্দে মিশর, ব্যাবীলন এবং নিনেভ শহরে মাটি খুঁড়িয়া চিত্রিত ইষ্টক সমন্বিত পুস্তকাগারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। যদিও বৌদ্ধযুগের আগে আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, তবু সিন্ধু সভ্যতার দুই বৃহৎ শহর মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পায় খনন করিয়া যে চিত্রলিপি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, সেই যুগের লোকেদের চিন্তা এবং উপলব্ধি রক্ষা করার তীব্র ব্যগ্রতা ছিল এবং সম্ভবতঃ কোন বিশেষ পদ্ধতিও অজানা ছিল না। খৃষ্টপূর্ব দুই সহস্র বৎসর পূর্বে আর্য পণ্ডিতেরা ভারতে বৈদিক সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময় কোন লিপি না থাকায় এই সভ্যতার গঠন প্রথম দিকে কিছুটা ব্যাহত হয়। কিন্তু অপর দিকে বিশাল চারিটি বেদের এবং অন্যান্য পুস্তকের লিখিত অংশগুলি বিশেষ কোন আশ্চর্যজনক উপায়ে স্মরণে রাখার ব্যবস্থা ছিল যাহা দ্বারা জাতির পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলি স্থায়ী করার দায়িত্ব বহন করা হইত। স্মৃতিধর মুনি-ঋষিদের বিস্ময়কর স্মরণশক্তি বহু বৎসর ধরিয়া জীবন্ত গ্রন্থাগারের কাজ চালাইয়াছিল।

বৈদিক যুগের শেষ অংশে অথবা, বৌদ্ধ যুগের শুরুতে বড় বড় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইতে থাকে এবং এই সব কেন্দ্র 'সরস্বতী ভাণ্ডার' বা জ্ঞানভাণ্ডারের সূচনা করে, প্রকৃত পক্ষে ইহাই ভারতে প্রথম গ্রন্থাগারের সৃষ্টি। "ব্রাহ্মী" এবং "খরোষ্ঠী" লিপির আবিষ্কার বোধ হয় প্রধানতঃ সরস্বতী ভাণ্ডারের সূচনার জন্য দায়ী। হস্তলিপি আরম্ভ হইবার পর মূল্যবান সাহিত্য, বিজ্ঞান, এবং অন্যান্য কার্য অত্যন্ত উৎসাহের সহিত আরম্ভ হইয়াছিল এবং সরস্বতী ভাণ্ডারে রক্ষিত ছিল। মন্দিরগুলি, বিহারগুলি, রাজ-প্রাসাদগুলি এবং এমন কি ধনীর গৃহগুলিরও সঙ্গে সরস্বতী ভাণ্ডার সংযুক্ত ছিল।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাওলপিণ্ডির কুড়ি মাইল পশ্চিমে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রধান কেন্দ্ররূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ডঃ আলটিকার লিখিয়াছেন, "তক্ষশিলা আধুনিক যুগের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত কিছু ছিল না, এখানে ছিল একটি সাধারণ শিক্ষাকেন্দ্র, যেখানে নামকরা শিক্ষকদের কাছে শত শত ছাত্ররা দলবদ্ধভাবে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে আসিত।"

শিক্ষকেরা অনেক সংখ্যক পাণ্ডুলিপি এবং পাঠ্যপুস্তক তৈয়ারী করিয়া ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য ভাণ্ডারে রাখিয়া দিতেন। এইরূপে তক্ষশিলায় প্রথমে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার

প্রসার লাভ করে। কুষান শাসনের শেষ হইতে তক্ষশিলায় প্রধান শিক্ষায় কেন্দ্রগুলির ক্রমাগত অবনতি হইতে থাকে (২৫০ খৃঃ) এবং ইউচি ও হুণেদের রাজত্বকালে ভারতের এই শিক্ষাপীঠের গৌরব চিরতরে মুছিয়া যায়। এই সব বড় বড় কেন্দ্র ছাড়াও সমগ্র উত্তর ভারতের মন্দির, মঠ; বিহার ইত্যাদিতে নানারূপ শিক্ষার সহিত পুস্তকাগারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

সেই সময়ে বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা পুস্তকগুলির উপযুক্ত যত্ন লইতে শিক্ষা লাভ করিতেন। জৈন ভিক্ষুগণের ইহা ছিল প্রিয় কাজ। হিন্দুদের প্রতিদিন নিয়মিত কাজ ছিল মন্দিরের বইগুলি যত্নসহকারে রক্ষা করা। সেইজন্য এই গ্রন্থাগার স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থসংরক্ষণের প্রচেষ্টাও উপযুক্ত ভাবে গড়িয়া উঠে। সম্রাট অশোকের রাজত্ব-কালে বৃহৎ আকারের সঙ্ঘারাম এবং বিহার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠান ক্রমশঃ নালন্দা, বলভি, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা প্রভৃতির মত বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে শিক্ষার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হিসাবে বারানসী, কনৌজ, মিথিলা, ধারা, উজ্জয়িনী প্রভৃতিও বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিল এবং এই সকল কেন্দ্রগুলিতে বড় বড় ভাণ্ডার বা পুস্তকাগার গড়িয়া উঠিয়াছিল। সমস্ত দেশে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে পুস্তকাগার প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ডঃ বি, এম, বড়ুয়ার মতে, "অশোকের রাজত্বকালে সমগ্র ভারতে চুরাশি হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল"। এই বিদ্যালয়গুলি তাহাদের নিজস্ব পুস্তকাগারের দ্বারা উপকৃত হইত।

নালন্দা, বলভি, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী এবং জগদ্দল প্রভৃতি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির পুস্তকাগার পঞ্চম হইতে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিরাট সমৃদ্ধি লাভ করে। নালন্দা ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলেক-জান্দ্রিয়ার যাদুঘর ছাড়া ইহা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন। লামা তারানাথের মতে পাটনা হইতে ষাট মাইল দূরে বড়গাঁও গ্রামে সম্রাট অশোক নালন্দা বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত সম্রাটের সাহায্যে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় এবং কালক্রমে ইহা পৃথিবীর সর্বজাতীয় জ্ঞানের বিখ্যাত কেন্দ্র হইয়া উঠে। হু-ই-লী-এর লিখিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি, বিখ্যাত চৈনিক পণ্ডিত ইয়ুআঙ্-চোআঙ্-এর সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যথা, নেপাল, তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপান ইত্যাদি দেশ হইতে প্রায় দশ হাজার ছাত্র ভারতবর্ষে আসিয়া শিক্ষা লাভ করিত।

তিব্বতীয় বিবরণ হইতে জানা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগার ধর্মগঞ্জ নামে বিশেষভাবে পরিকল্পিত স্থানে নির্মিত হইয়াছিল। রত্নদধি, রত্নসাগর এবং রত্নরঞ্জক নামক তিনটি নবম তল বিশিষ্ট বৃহৎ অট্টালিকায় পুস্তকাগার স্থাপিত হইয়াছিল। রত্নসাগরে প্রধানতঃ পবিত্র ধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থরাজি সংগৃহীত ছিল। অপর দুটি অট্টালিকায় ধর্ম ছাড়াও বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়াছিল। এই সকল বৃহৎ

গ্রন্থাগারে অসংখ্য পাঠ্য-পুস্তক ছিল, যাহা প্রকৃত জ্ঞানান্বেষীর প্রয়োজন মিটাইবার উপকরণে সুসমৃদ্ধ। বিদেশী পণ্ডিতেরা তাঁহাদের ইচ্ছামত পুস্তক নকল করিয়া তাঁহাদের দেশে লইয়া যাইতেন।

বৈদেশিক পণ্ডিতগণ নালন্দার কার্য প্রণালীর উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। সুতরাং ইহা প্রমাণ করে যে পুস্তকাগারে তাঁহারা প্রয়োজনীয় উপকরণ লাভ করিয়াছেন। সেখানে তাঁহারা প্রতিদিন পাঠ ও নকল করার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা পাইয়াছেন। তিব্বতীয় বিবরণ হইতে পাওয়া যায় যে এই সকল বড় পুস্তকাগার তির্হিকো সন্ন্যাসীরা আগুন দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দেয়।

গুজরাটের আর একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় বলভি, মৈত্রক রাজাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার গৌরবময় যুগ ছিল ৪৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, কিন্তু ইহা দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন, অর্থশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল, এবং এখানেও নালন্দার মত সমৃদ্ধ পুস্তকাগার ছিল। এই পুস্তকাগার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু ছিল, এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের অসংখ্য ছাত্ররা গ্রন্থাগারের সুবিধার জন্য এখানে আসিত। আরবদের আক্রমণের পর ইহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিক্রম-শীলা নামে আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার অবস্থান কোথায় সে বিষয়ে নানারূপ মতভেদ আছে। তারানাথের অভিমতে ইহা ছিল উত্তর মগধে, আবার কানিংহামের অভিমতে ইহা ছিল বড়গাঁও এর নিকট শিলাওয়ে। বিদ্যাভূষণ ইহার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন ভাগলপুর জেলার সুলতানগঞ্জে এবং শ্রী এন এন দে ঐ জেলারই পাহাড়ঘাটাতে ইহার অবস্থিতি স্থির করেন। সেখানে পুস্তকাগার, বিজ্ঞানাগার, মহাবিদ্যালয়, ছাত্রাবাস প্রভৃতির জন্য বড় বড় প্রাসাদ ছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে তিব্বতীয় সন্ন্যাসী নাগা ইস্-লোর মতানুযায়ী সেখানে আট সহস্র সন্ন্যাসী ছাত্র পড়াশুনা করিত এবং সেখানকার সমৃদ্ধ পুস্তকাগারটি সেনানিবাস ভুল করিয়া মুসলমান ধ্বংস কারীদের বিস্ময় আকর্ষণ করিয়াছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি পুস্তকাগারের মাধ্যমে তিব্বতের সহিত নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল।

অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীতে আরও দুটি বৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথমটি রামপালের রাজধানী রমাবতির নিকট জগদ্দলে এবং অপরটি মগধের ওদন্ত-পুরীতে ছিল। এই দুই কেন্দ্রের গ্রন্থাগারগুলির যশও বহুদূর, এমন কি তিব্বত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ইহা ছাড়া সেই যুগে বিহার, মঠ, এবং মন্দিরগুলি প্রত্যেকটি পুস্তকাগারে সজ্জিত জনপ্রিয় শিক্ষার কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। তাহারা সমগ্র ভারতের চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইয়ুআঙ্‌ চোআঙ্‌-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে

কাশ্মীরের জয়েন্দ্রমঠ, পাঞ্জাবের চিনাপাটি মঠ, বিজ্‌নাপুরের (উত্তর প্রদেশ) মতিপুর মঠ, কনৌজের ভদ্রমঠ, এবং অন্ধ্রের হীরায়ণ ও অমোরোটি মঠগুলি শিক্ষার প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হিসাবে সুনাম অর্জন করিয়াছিল। ইয়ুআঙ্‌ চোআঙ ইহাদের পুস্তকাগার দ্বারা অত্যন্ত উপকার লাভ করিয়াছিলেন। দশম এবং একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে অসংখ্য শিক্ষাকেন্দ্র উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বোম্বাই-এর স্যালোটগি সংস্কৃত কলেজ, আরকটের এন্নারাম বৈদিক কলেজ বিখ্যাত হইয়াছিল। তিরুমুক্কু-ডালা তিরুভরিয়ার, মাল্‌কাপুরম, নাগাই ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলির যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া ছিল। পুস্তকাগার এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রধান স্থান দখল করিয়াছিল। গ্রন্থাগারিকদের সরস্বতী ভাণ্ডারী বলা হইত। তাঁহারা কলেজের অধ্যাপকদের সমতুল্য ছিলেন।

ধারার ভোজরাজার পুস্তকাগারগুলি সমসাময়িক পুস্তকাগারগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। পুস্তকাগারটি সরস্বতী মন্দিরের মধ্যে ছিল। পশ্চিম ভারতে কাম্বের জৈন মন্দির এবং অনজোরের রাজপ্রাসাদে সেই সময়ের বহু মূল্যবান পুস্তক ও পুঁথি এখনও রক্ষিত আছে। বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ফুলার এই দুই স্থানে যথাক্রমে ত্রিশ হাজার পাঠ্য-পুস্তক দেখিয়াছিলেন। রাজস্থানের জয়শলমীর এবং পাটন ভাণ্ডার জৈন পুঁথি দ্বারা সমৃদ্ধ।

সেই সময়ের সরকার এবং ধনী-ব্যক্তিরা ধর্মগ্রন্থ লেখাতে পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। ইহা বলা হইত যে পুস্তকাগারে একখানি বই দান করা, একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা বা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার সমতুল্য পুণ্য কাজ ছিল।

পরবর্তীকালে মুসলমানদের আক্রমণে এই সমস্ত সমৃদ্ধশালী পাঠাগার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছিল। কিছু মূল্যবান সংগ্রহ নেপাল, তিব্বত, চীন এবং অন্যান্য দেশের ছাত্ররা লইয়া গিয়াছিল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে যেগুলি অবশিষ্ট ছিল, তাহার অধিকাংশ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা তাঁহাদের দেশে লইয়া যান। প্রধানতঃ বৃটিশ মিউ-জিয়াম, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী এবং বিবলোথিক ন্যাশানাল দি প্যারীস ইত্যাদি ইউরোপের গ্রন্থাগারে সেইগুলি সৌভাগ্যক্রমে সংগৃহীত আছে এবং জ্ঞান পিপাসুদের তৃষ্ণা মিটাইতে কিছুটা সফল হইয়াছে।

The Store-house of Learning
By—Sikha Dey

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগলের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

[গত ১৭ই এপ্রিল '৬৬, বার্ষিক সাধারণ সভায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হ'য়েছেন। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ ও শ্রীযুক্ত ডক্টর শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথনও ইতি পূর্বে পরিষদের সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। আমরা এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বাগলের জীবনী এবং গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ করছি।]
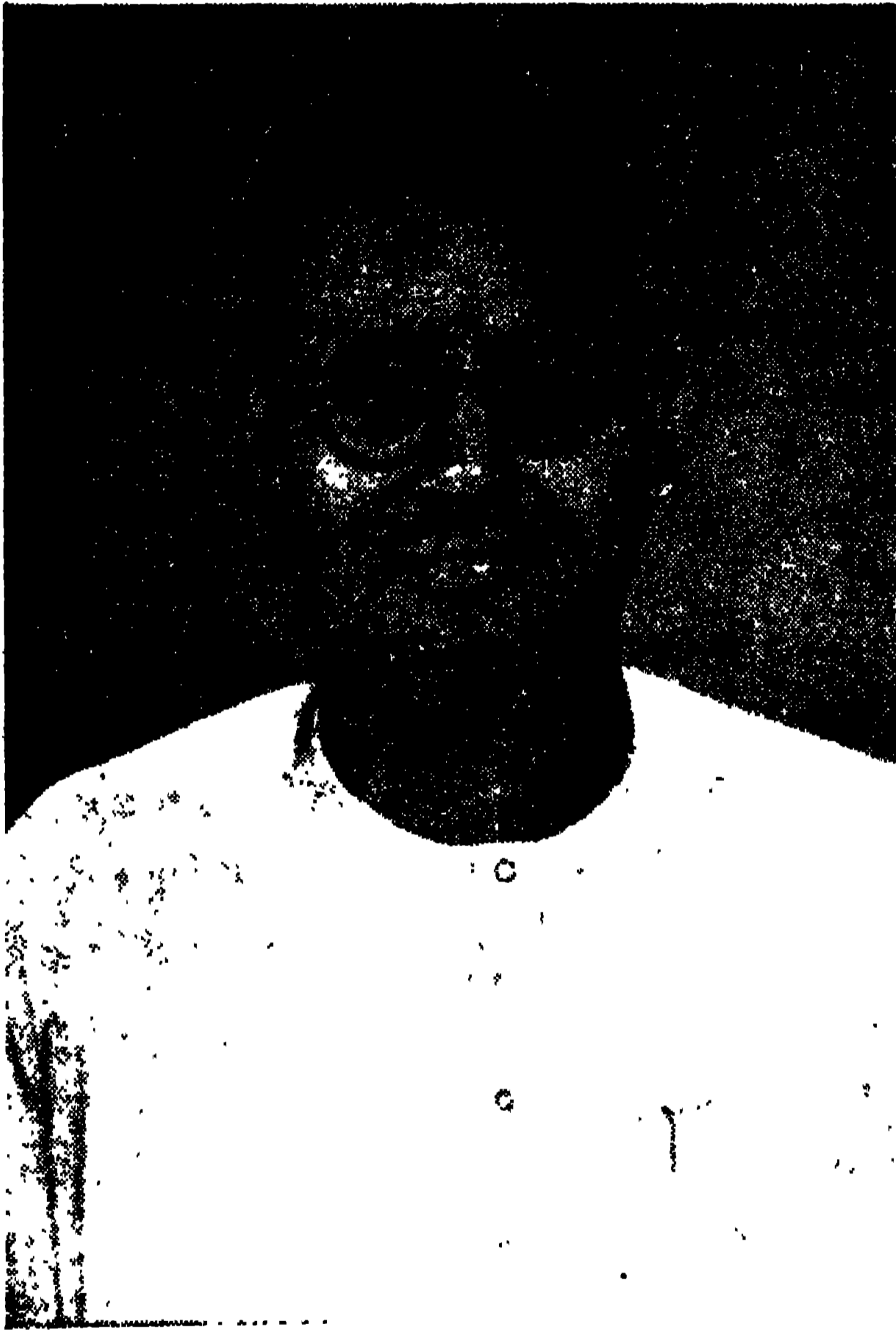
জন্ম

১৩১০ বঙ্গাব্দের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ (ইং ২৭শে মে, ১৯০৩) পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাখরগঞ্জের পিরোজপুর মহকুমাধীন কুমীর মরা গ্রামে মাতুলালয়ে শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জগবন্ধু বাগল, মাতা তরঙ্গিনী দেবী। পিতৃ-নিবাস পিরোজপুর মহকুমাধীন চলিশা গ্রাম।

শিক্ষা

প্রথমে পিতার নিকট, পরে গ্রামের পাঠশালায় এবং তারও পরে পার্শ্ববর্তী গ্রাম কদমতলার জর্জ, এইচ, ই স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ করেন। ঐ স্কুল থেকেই ১৯২২ প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন এবং বাগেরহাট (বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র) কলেজে আই,এ, ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কলেজ থেকে আই, এ, পাশ করেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার সি, টি কলেজ থেকে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি, এ, পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, ক্লাসে ভর্তি হন কিন্তু পরে নানা অসুবিধায় শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেন না।

বিবাহ

২৭শে শ্রাবণ, ১৩৩৯ সালে বরিশাল জেলার কাচাবালিয়া নিবাসী হরেন্দ্রনাথ বসুর মধ্যমা কন্যা শ্রীযুক্তা অমিয়প্রভাকে বিবাহ করেন। শ্রীযুক্ত বাগল বর্তমানে দুই পুত্র ও দুই কন্যার জনক।

কর্মজীবন

যোগেশচন্দ্র ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'-এর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। এখানে প্রুফ রিডিং ও পত্রিকা পরিচালনা বিষয়ে নানা রকম অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী থেকে 'মডার্ণ রিভিউ'-এর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং এর সমস্ত দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর 'আনন্দবাজার' পরিচালিত 'দেশ' সাপ্তাহিকের অন্যতম সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এখানে কার্যরত অবস্থায় চোখের গ্লোকুমা রোগে আক্রান্ত হন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজে তাঁর ডানচোখে অস্ত্রোপচার করা হয়। কিন্তু চোখটিকে রক্ষা করা যায় নি। এর কিছুদিন পর পুনরায় 'প্রবাসী'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে ৩রা আগষ্ট প্রায় অন্ধ অবস্থায় 'প্রবাসী' থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

উচ্চবেতনের নিরাপদ চাকুরীর মোহ ত্যাগ করে শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল নিজেকে সাহিত্য ও সাময়িক-পত্র সেবায় নিযুক্ত রাখেন। সাহিত্য-চর্চার সাথে সাথে গঠনমূলক ক্রিয়াকর্মেও আত্মনিয়োগ করেন তিনি। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' 'সাহিত্যিকা', 'রবিবাসর' সাহিত্যসেবক সমিতি প্রভৃতির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। শ্রীযুক্ত বাগল কিছুদিন 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' গ্রন্থাধ্যক্ষ ও সহকারী সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত বাগলকে রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার প্রদান করেন। ১৯৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে যোগেশচন্দ্র বিদ্যাসাগর বক্তৃতা দেন। পরে ঐ বক্তৃতা

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণামূলক রচনার জন্য শ্রীযুক্ত বাগলকে সরোজিনী বসু স্বর্ণ-পদক প্রদান করেন। এই বৎসর তিনি শিশির কুমার পুরস্কার দ্বারাও সম্মানিত হয়েছেন। শ্রীযুক্ত বাগল এখনও ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল রেকর্ডস কমিশনের সদস্য। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গ ও প্রতিবেশী প্রদেশ সমূহের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সংকলনের জন্য যে কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয় যোগেশচন্দ্র তার সদস্য রূপে কাজ করেন। 'ভারত কোষের' অন্যতম সম্পাদক রূপে তিনি এখনো কাজ করছেন।

শ্রীযুক্ত বাগল আজ চোখে একেবারেই দেখতে পান না। নিজে লিখতে বা পড়তে পারেন না। মুখে মুখে বলেন এবং সাহায্যকারী লিখে নেন। এই ভাবে তিনি ইংরেজিতে সরকারী কলা মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস প্রভৃতি কয়েকখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেছেন। "জীবন নদীর বাঁকে বাঁকে," নামে একখানা আত্মজীবনী-রচনায় তিনি এখন ব্যপৃত আছেন।

Shri Jogesh Chandra Bagal
a brief life Sketch.

গ্রন্থ-সমালোচনা

বিশ্ব-সাহিত্যের রূপরেখা—নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী। এ, মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ; কলকাতা-১২। ৩৮৪ পৃঃ। দশ টাকা।

গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের অভিধান—রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। ওয়ার্লড প্রেস প্রাঃ লিঃ; কলকাতা-১২। ১৭৫ পৃঃ। সাত টাকা।

বিখ্যাত পুস্তকের সারাংশ সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় একাধিক বই পাওয়া যায়। যাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণ বই পড়া সম্ভব নয় তাঁরা এই সব সারাংশ থেকে বিশ্বসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য পুস্তকের কাহিনী সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারেন। বাঙালী পাঠকের পক্ষে এই ধরণের সারাংশ সংকলনের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। কারণ বাংলায় খুব অল্পসংখ্যক বিদেশী বইয়েরই অনুবাদ হয়েছে। অনুবাদের সংখ্যা যে কত কম তা যাঁরা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের রচনাবলীর বাংলা ভাষান্তরের অনুসন্ধান করলেই বোঝা যায়।

বিশ্বসাহিত্যের বিখ্যাত বইগুলি কবে বাঙালী পাঠক মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়বার সুযোগ পাবে, তা অনিশ্চিত। ইতিমধ্যে শ্রীনির্মলেন্দু রায় চৌধুরী তাঁর 'বিশ্ব-সাহিত্যের রূপরেখা' বইটিতে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকদের কয়েকজনের শ্রেষ্ঠগ্রন্থের সারাংশ সংকলন করে বাঙালী পাঠকের নিকট উপস্থিত করেছেন। তাঁর ভাষা সরল এবং সারাংশগুলি ছোট গল্পের রীতিতে রচিত। সুতরাং পাঠক মূল গ্রন্থের কাহিনীর পরিচয় লাভের সঙ্গে গল্প পাঠের আনন্দ কিছুটা আস্বাদন করতে পারবেন। এই সংক্ষিপ্তসার পাঠ করে হয়ত অনেকেই মূল গ্রন্থ পাঠের আগ্রহ অনুভব করবেন। এদিক থেকে বইটির বিশেষ উপযোগিতা স্বীকার করতে হয়।

রেফারেন্স বই হিসাবেও আলোচ্য পুস্তকটি সমাদৃত হবে বলে আশা করি। অনেক সময় হয়ত হঠাৎ দরকার হয়ে পড়ে কোন বিখ্যাত নায়ক-নায়িকার নাম জানবার, তাদের পরিচয় পাবার, অথবা কাহিনীর চুম্বকটি জানবার। মূল বই যাঁর পড়া আছে তাঁরও এরকম প্রয়োজন মাঝে মাঝে হয়ে পড়ে। হাতের কাছে আলোচ্য বইটি থাকলে সেই প্রয়োজন খুব সীমিতভাবে হলেও খানিকটা মিটবে বলে আশা করি। সচিত্র লেখক-পরিচিতির বিভাগটি পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করেছে।

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের উপর বাংলায় অনেকগুলি বই লিখে নানাভাবে গ্রন্থাগার কর্মীদের উপকৃত করেছেন। তাঁর আলোচ্য বইটি রেফারেন্স বই

হিসাবে প্রত্যেক গ্রন্থাগারকর্মীর নিকট সমাদৃত হবে বলে আশা করি। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান এবং বিশেষ করে বিবলিওগ্রাফি-সম্পর্কিত যে সব ইংরেজী এবং অন্যান্য ভাষার শব্দ সচরাচর পাওয়া যায় আলোচ্য পুস্তকটিতে তাদের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অক্ষরানুক্রমে সজ্জিত এই শব্দার্থ গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী এবং গ্রন্থাগারকর্মীদের সর্বদাই কাজে লাগবে। ব্যাখ্যাগুলি সরল এবং সংক্ষিপ্ত, সুতরাং কোন একটি বিশেষ শব্দের অথবা শব্দ-সমষ্টির মর্মার্থ অতি সহজেই উপলব্ধি করা যাবে। বৃত্তিগতভাবে যাঁরা গ্রন্থাগারের সংগে যুক্ত নন, কিন্তু বইপত্র সম্বন্ধে আগ্রহশীল, তাঁরাও এই বইটি থেকে অনেক প্রশ্নের উত্তর পাবেন। অভিধানের কোন কোন শব্দের অর্থ ছবির সাহায্যে অধিকতর পরিস্ফুট করা হয়েছে।

শব্দার্থ ছাড়া এই গ্রন্থে কয়েকটি প্রয়োজনীয় অধ্যায় পরিশিষ্টে সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজন বিভাগে পাওয়া যাবে পৃথিবীর বিখ্যাত গ্রন্থাগারিকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী: শব্দ-সংক্ষেপের নির্দেশিকা; কাগজের ভাঁজ বা বই-এর আকার; কাগজের মাপ; এবং প্রুফ দেখার নিয়ম।

নবীন ও প্রবীণ গ্রন্থাগারকর্মী এবং গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে এই বইটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সীমিত প্রচারের আশঙ্কা সত্ত্বেও প্রকাশক যে এরূপ একটি বই প্রকাশের ঝুঁকি নিয়েছেন, এজন্য তাঁরা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

-চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

Book Reviews.

গ্রন্থাগার সংবাদ

জাতীয় গ্রন্থাগার। কলিকাতা-২৭

গত ১১ই জুলাই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম, সি, চাগলা জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন। সেখানে তাঁকে ১৯৩০ সালে স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রুকে লিখিত তাঁর নিজেরই একখানি চিঠির মাইক্রোফিল্ম কপি উপহার দেওয়া হয়। মূল চিঠিখানি গ্রন্থাগারে রয়েছে। সে সময়ে হিন্দু-মুসলমান মিলনের উদ্দেশ্যে যে 'সাপ্রু কমিটি গঠিত' হয়েছিল বোম্বাই-এর তরুণ ব্যারিস্টার শ্রী চাগলা তার জন্য কাজ করবেন জানিয়ে স্যর-তেজবাহাদুরকে এই পত্র লেখেন। জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত স্যর তেজবাহাদুরের এক গোছা পত্রের মধ্যে এই পত্রটি ছিল। শ্রী চাগলা জাতীয় গ্রন্থাগারের সব বিভাগ ঘুরে দেখেন এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি সংরক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্য বিদেশ থেকে সরঞ্জাম আনাবার ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দেন। জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থাগার জাতীয় সংহতির প্রতীক বলে উল্লেখ করেন। শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষামন্ত্রীকে গ্রন্থাগার ঘুরিয়ে দেখান।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর সারা দেশে দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির মাইক্রোফিল্ম গ্রহণের এক বছরের একটি পরিকল্পনা নিয়েছেন। এজন্য ইউনেস্কো থেকে একটি ব্রিটিশ মাইক্রোফিল্মিং ইউনিট পাওয়া গেছে এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের (রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে) একজন বিশেষজ্ঞ এসেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের কিছু কর্মীকে মাইকোফিল্ম গ্রহণ সম্পর্কে তিনি শিক্ষা দেবেন। গত ২৪শে জুন জাতীয় গ্রন্থাগারে এই কাজের শুরু হয়। পরে এসিয়েটিক সোসাইটি, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে এ কাজ চলবে।

নজরুল পাঠাগার। কলিকাতা-৯

গত ১৭ই জুলাই ডাঃ আবুল আহসনের সভাপতিত্বে নজরুল পাঠাগারের ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদকের বার্ষিক কার্য-বিবরণী ও পাঠাগারের ১৯৬৫-৬৬ সালের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব গ্রহণের পর আগামী বৎসরের জন্য পাঠাগারের কার্যকরী সমিতির সদস্য ও কর্ম-কর্তাগণ নির্বাচিত হন। বর্তমান বৎসরে ডাঃ আবুল আহসান সভাপতি, জনাব আবুজাফর ওসমান গনি ও শেখ আব্দুল ওয়াহেব সহঃ সভাপতি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ডঃ শীতাংশু মৈত্র সম্পাদক, শ্রীসুকুমার সেন ও শ্রীকমল গোস্বামী সহঃ-সম্পাদক, শ্রীঅনিন্দ্য-

কুমার সেন গ্রন্থাগারিক, জনাব কাজী আব্দুল ওদুদ কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন। স্থানীয় পৌর প্রতিনিধি ডাঃ কে, পি, ঘোষ পদাধিকারবলে কার্যকরী সমিতিতে আছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯১৫ সালে স্থাপিত 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র গ্রন্থাগারটিই বর্তমানে 'নজরুল পাঠাগার' বলে পরিচিত। সে সময়ে বাংলাদেশের কয়েকজন প্রভাবশালী মুসলমান নেতা প্রচার করছিলেন উর্দুই মুসলমানের মাতৃভাষা; অতএব মুসলমানদের সমস্ত সংস্কৃতিগত প্রচেষ্টা উর্দুর বিকাশে নিয়োজিত হোক। বাংলাভাষা প্রেমিক কয়েকটি উৎসাহী তরুণের প্রচেষ্টায় তখন এই সংস্থা গঠিত হয়। মুজফ্ফর আহম্মদ, আব্দুল হালিম, কাজী নজরুল ইসলাম এবং আরো অনেক মুসলমান সাহিত্যসেবী এর উৎসাহী কর্মী ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আদর্শেই এই সমিতি গঠিত হয়েছিল এবং সমিতির মুখপত্রটি একটি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা ছিল। ১৯৫১ সালের ২৭শে মে কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান-এর নতুন নামকরণে সম্মতি দেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও তার অব্যবহিত পরবর্তী কালের অনিশ্চয়তার জন্য গ্রন্থাগারটি ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত বন্ধ ছিল।

কাশীপুর ইন্স্টিট্যুট। ৪৩ কাশীপুর রোড, কলিকাতা-৩৬

'গ্রন্থাগার', জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ভুলক্রমে এর সভাপতি শ্রীপুলীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম শ্রীগুণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রদীপ ঘোষের নাম শ্রীদীপক ঘোষ ছাপা হয়েছে।

গুণালঙ্কার লাইব্রেরী। ১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

গত জুন মাসে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার প্রতিষ্ঠাতা মহাস্থবির কৃপাশরণের জন্মবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে, গুণালঙ্কার লাইব্রেরীর উদ্যোগে 'বাঙ্গলাভাষায় বুদ্ধ জিজ্ঞাসা' নামে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ। প্রদর্শনীতে বাঙ্গালীর বুদ্ধ-চর্চার একটি মনোজ্ঞ চিত্র তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন সময়ে লিখিত ও প্রকাশিত নানা পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা প্রদর্শনীতে স্থান পায়। ঐতিহাসিক মানচিত্র ও পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনীর আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। উদ্যোক্তারা এ বিষয়ে পরে একটি গ্রন্থপঞ্জীও সংকলন করবেন বলে জানা গেল। বাঙ্গলাদেশে এ-ধরণের প্রচেষ্টা অভিনব।

চব্বিশ পরগণা

তারাগুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগার। গ্রামীণ গ্রন্থাগার তারাগুনিয়া।

গত ২৬শে জুন, '৬৬ পাঠাগারের উনপঞ্চাশতম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে বার্ষিক কার্যবিবরণী ও আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব উপস্থাপিত করা হয়। অধিবেশনের

প্রারম্ভেই ভারতের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুতে এক শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

বর্তমানে পাঠাগারের সভ্যসংখ্যা ১৮৩ এবং বর্তমান বছরে ৩৩ জন নতুন সভ্য হয়েছেন। মোট বই-এর সংখ্যা ২৬৬৮। গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে ১৯০টি বই দান-স্বরূপ পাওয়া গেছে। ফিডার পাঠাগারে ১৫৫টি বই আদান-প্রদান করা হয়েছে। গ্রন্থাগারের ভ্রাম্যমাণ বিভাগ বহির্গ্রামাঞ্চলে ১০৮০ খানি বই সরবরাহ করেছে। নিঃশুল্ক পাঠকক্ষ গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। পাঠাগার বন্ধের দিনও সংবাদপত্র পাঠের যথোচিত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শ্রীক্ষিতিনাথ সুর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে পাঠা-গারের প্রতিনিধি সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

পাঠাগারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কার্য-নির্বাহক সমিতির ভূতপূর্ব সদস্য সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে এক শোকসভার আয়োজন করা হয়।

বর্ধমান

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার। জাড়গ্রাম।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীশিবসাধন চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর আজীবন গঠনমূলক কাজের জন্য গত ২৬শে ডিসেম্বর, '৬৫ রবীন্দ্রসরোবরে রাজ্য ব্যায়াম শিক্ষা শিবির আয়োজিত এক সম্বর্দ্ধনা সভায় বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি মাননীয় শ্রীঅতুল্য ঘোষ।

পাঠাগার কর্মীবৃন্দের উদ্যোগে নববর্ষ উৎসব, পাঠাগার প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু-বার্ষিকী নেতাজীর জন্ম-জয়ন্তী ও প্রজাতন্ত্র দিবস সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। বাংলার মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীঅরবিন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্মৃতি-বার্ষিকী যথাযথভাবে পালন করা হয়। ২৫শে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস পালন উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। গত ৪ঠা আষাঢ় পাঠা-গারের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের অনুন্নত যুবকবৃন্দ "বাগদত্তা" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।

বীরভূম

দেবগ্রাম যুব সংঘ। পোঃ কয়থা।

গত পঁচিশে বৈশাখ দেবগ্রাম যুব সংঘে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব পালন করা হয়। বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঐ দিন সাধারণ পাঠাগারের পঞ্চদশতম প্রতিষ্ঠাদিবসও উদযাপন করা হয়।

রাজনগর সাধারণ পাঠাগার। পোঃ রাজনগর।

রাজনগর সাধারণ পাঠাগারের বাৎসরিক অধিবেশন কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাৎসরিক কার্যবিবরণী পাঠ করা হয়। বীরভূম জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক সভাপতি ও জেলা শরীর চর্চা আধিকারিক বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন।

হুগলী

জাতীয় সাধারণ পাঠাগার। জগমোহনপুর; হরিপুর।

গত ২৯শে মে জগমোহনপুর রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ভবনে শ্রীমানিকচন্দ্র মান্নার সভাপতিত্বে কার্যকরী সমিতির এক সভা হয়। এই সভায় স্থির করা হয় পাঠাগারের পক্ষ থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে শ্রীরুধিরচন্দ্র মান্না প্রতিনিধিত্ব করবেন। হরিপুর অঞ্চলে এই পাঠাগার সক্রিয় গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তুলেছে। জাতীয় সাধারণ পাঠাগারের প্রচেষ্টায় ২৮টি গ্রন্থাগার নিয়ে চণ্ডীতলা ১নং আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপন করা হয়। পাঠাগারের বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ২১৫০, সাময়িক পত্রপত্রিকার সংখ্যা ২০০৫ এবং সদস্য সংখ্যা ১৮২। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় ১৯৬১ সাল থেকে জনসাধারণের জন্য এই পাঠাগার নিঃশুল্ক ব্যবস্থা রেখেছে।

News from libraries

চিঠিপত্র

[মতামতের জন্য সম্পাদক অথবা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দায়ী নন]

শ্রীভণ্ডুলানন্দ শর্মা মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনার 'এই কলিকাতায় এখন' পাঠ করিয়া বেশ কিছুটা দুঃখ পাইলাম। অবশ্য আপনার খুব বেশী দোষ নাই বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি; আপনি নূতন। আপনি বলিয়াছেন যে অনেক দরদী প্রতিষ্ঠান এখন দেখা দিয়াছে। যেমন, W. Bengal Govt. Sponsored Library Workers Association গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভাই, আপনি চিন্তাশীল লোক বুঝিয়া দেখিয়াছেন কি—কেন ইহার জন্ম হইল ?—কাহারা ইহার জন্মদাতা ? তাঁহারা কিরূপ বিরক্ত হইয়া ও বৎসরের পর বৎসর পরিষদের নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া ও নানান অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠনে বাধ্য হইয়াছেন ? আপনি যদি একটু পিছাইয়া শিলিগুড়ি, কাকদ্বীপ, সিউড়ি, অনন্তপুর, দ্বারহাট্টা প্রভৃতি সম্মেলনে যাইতেন তবে দেখিতেন যে সেখানে কি মজার ব্যাপার হয়। এখানে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন, ও মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি প্রস্তাব লওয়া সত্ত্বেও তার একটাও কি সফল হইয়াছে ? সভা-সমিতিতে কর্মীদের বলার জন্য মাত্র ৫মিঃ সময় থাকে। কোন কোন সভায় আদর্শের কথাই বেশী বলা হয়। বাঁচিয়া থাকার কথা তোলার সাধ্যই হয় না। ভারতের অন্য প্রদেশে গ্রন্থাগার কর্মীদের এমন দুর্দশা বোধ হয় কাহারও নাই। ভণ্ডুল মহাশয়, এসব কথা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ? ভুলভ্রান্তি নিশ্চয়ই সকলেরই হয়। কিন্তু পরিষদ আমাদের কথা যদি পূর্বে আন্তরিকতার সহিত চিন্তা করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় এই অবস্থা হইত না। তাছাড়া বলা হয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শুধু গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতিষ্ঠান নয়। ভাল কথা। কর্মীদের বাঁচিতে হইবে সে চেষ্টা তাঁহারা করিয়া চলিবেন বই কি ? তবে পরিষদের উপর তাঁহাদের নিশ্চয়ই আস্থার অভাব হইবে না। ইতি—

শ্রীনির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—
কোলাঘাট দেশপ্রাণ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর
১৪।৭।৬৬

সম্পাদক সমীপেষু—

মহাশয়,

পশ্চিমবঙ্গ সমাজ শিক্ষা বিভাগের মুখ্য পরিদর্শক মহোদয়ের দপ্তর থেকে বলা হয়েছে যে মার্চ-এপ্রিল মাসে বেতনের ব্যাপারে প্রতিবারই বিলম্ব ঘটে। কিন্তু শুধু মার্চ-এপ্রিল মাসেই নয় বিলম্ব যে প্রায়ই ঘটে নিয়ে তার উদাহরণ দিচ্ছি :—

১৯৬৫র	মে	মাসের	বেতন পাই	১।৭।৬৫	তারিখে
ঐ	জুন	"	"	১৪।৮।৬৫	"
ঐ	জুলাই	"	"	১১।৯।৬৫	"
ঐ	আগষ্ট	"	"	২৩।৯।৬৫	"
ঐ	সেপ্টেম্বর	"	"	৫।১১।৬৫	"
ঐ	অক্টোবর	"	"	৮।১২।৬৫	"
ঐ	নভেম্বর	"	"	২।১।৬৬	"
ঐ	ডিসেম্বর	"	"	১২।২।৬৬	"
১৯৬৬র	জানুয়ারী	"	"	২১।৩।৬৬	"
ঐ	ফেব্রুয়ারী	"	"	২৮।৩।৬৬	"
ঐ	মার্চ ও এপ্রিল	"	"	১৩।৬।৬৬	"
ঐ	মে	"	"	৭।৭।৬৬	"

বেতন নির্দিষ্ট সময়ে না পেলে কি অসুবিধা হয় তা আশা করি ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। ইতি—১১।৭।৬৬

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়—গ্রন্থাগারিক, দফরপুর রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী—
(গ্রামীণ গ্রন্থাগার), হাওড়া।

মহাশয়,

সম্প্রতি নীহাররঞ্জন গুপ্ত নিজের কয়েকখানি পুরানো বই নতুন নামকরণ করে বাজারে চালু করেছেন। তন্মধ্যে আমরা চারখানা বই কিনেছি। এই বইগুলির আগেকার বইগুলিও আমাদের আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় :—

দুইরাত্রি—	তাতল সৈকতে
অগ্নিশুদ্ধি—	তুয়া অনুরাগে
সকলি গরল ভেল—	ইমন কল্যাণ ইত্যাদি ইত্যাদি

এখন আমাদের উপায় কি? ইতি—৭।৭।৬৬

শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়,—সম্পাদক, কাশীপুর ইন্‌স্টিটিউট, কলিকাতা-৩৬

গ্রন্থাগারিক-সংবাদ

তিনকড়ি দত্ত স্মরণে

এক বছর পরে আবার আষাঢ় তার সজল কাজল মেঘের মেলা সাজিয়ে আমাদের দুয়ারে উপস্থিত। আকাশে এই মেঘের আয়োজন, মেঘডম্বর আর কচ্চিৎ চকিত বিদ্যুদ্দীপ্তি মনে করিয়ে দিল মাত্র তিন বছর আগে ঠিক এমনই দিনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক অকৃত্রিম দরদী বন্ধুকে আমরা হারিয়েছিলাম।

গত ১লা জুলাই ৺তিনকড়ি দত্তের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কার্যালয়ে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান হয়। স্বর্গীয় তিনকড়ি দত্তের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন কোলাঘাট দেশপ্রাণ গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীনির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনকড়ি দত্তের জীবন ও কার্যাবলীর আলোচনা করেন শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী।

ঐ দিনই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের গ্রীষ্মকালীন বিভাগের (জাতীয় গ্রন্থাগার শাখা) শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এক অনাড়ম্বর সভায় মিলিত হন ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রারম্ভে শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ সেদিনের বক্তা শ্রীমতী বাণী বসু ও শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচয় দেন ও প্রসঙ্গতঃ তিনকড়ি দত্ত সম্পর্কে ভূতপূর্ব জাতীয় গ্রন্থাগারিক শ্রী বি এস কেশবনের সার্থক উক্তি "অ্যান ইনজিনীয়ার বাই প্রোফেসন, এ লাইব্রেরিয়ান বাই প্যাশন" উদ্ধৃত করেন। শ্রীমতী বসু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সব কাজে ও প্রচেষ্টায় তিনকড়ি দত্তের অতন্দ্র প্রেরণা ও গ্রন্থাগারকর্মী সৃষ্টিতে তাঁর অনায়াস সাফল্যের কথা বলেন। শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্তী বাঙ্গলা তথা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর মহান ভূমিকা বিবৃত করেন।

ইয়াসলিক ষ্টাডি সার্কেল

গত ১২ই জুন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদারের সভাপতিত্বে ষ্টাডি সার্কেলের ১৭তম অধিবেশন হয়। ১৪ জন উপস্থিত ছিলেন। আলোচ্য বিষয় ছিল 'কো-অপারেটিভ ক্যাটালগ' বা যৌথ সূচী। আলোচনান্তে স্থির হয় কো-অপারেটিভ ক্যাটালগ নয়, আঞ্চলিক ভিত্তিতে ইউনিয়ন ক্যাটালগ বা সম্মিলিত সূচী প্রণয়নের ব্যবস্থাই বর্তমানে কাম্য। তাই পরবর্তী সভায় ইউনিয়ন ক্যাটালগ সম্পর্কে আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়। ষ্টাডি সার্কেলের নিয়মানুসারে পালাক্রমে এক একজন এক একবার সভার চেয়ারম্যান, লীডার ও র‍্যাপোর্টিয়ার নির্বাচিত হন। চেয়ারম্যান সভা পরিচালনা করেন, লীডার মূল আলোচ্য বিষয় পাঠ করেন। তারপর সাধারণভাবে সকলে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। র‍্যাপোর্টিয়ারের কাজ হল রিপোর্ট তৈরী করা। লীডার মূল আলোচ্য বিষয়টির সংক্ষিপ্তসার করে কিছুদিন পূর্বেই সদস্যদের মধ্যে বিলি করবার জন্য

পাঠিয়ে দেন। ষ্টাডি সার্কেলের বর্তমান সম্পাদক হলেন শ্রী পি এন ভেঙ্কটাচারী। শ্রী সি ভি সুব্বারাও এর প্রথম সম্পাদক ও প্রধানতঃ তাঁর উৎসাহেই এটি গড়ে উঠেছে।

গত ১০ই জুলাই কলিকাতা কমার্সিয়াল লাইব্রেরীতে ষ্টাডি সার্কেলের ১৮তম সভা হয়। চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়। শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী লীডার ও শ্রী এইচ এন আনন্দরাম র‍্যাপোর্টিয়ার ছিলেন।

শ্রী এইচ এন আনন্দরামের সম্পাদনায় ষ্টাডি সার্কেলের একটি ইংরেজী বুলেটিন গত ১লা জুন আত্মপ্রকাশ করেছে। মুখবন্ধে শ্রীযুক্ত এ. কে. মুখার্জী বলেছেন, 'তরুণ গ্রন্থাগারিকদের যে দলটি গত এক বছরের অধিককাল যাবত এই ষ্টাডি সার্কেল চালিয়ে যাচ্ছেন, আশা করি তাঁরা তাঁদের এই নতুন দায়িত্ব উৎসাহ সহকারে পালন করবেন।'

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকগণের সম্মেলন

গত ৩রা জুলাই স্টুডেন্টস্ হলে 'পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক সমিতি'র উদ্যোগে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ডঃ আদিত্য কুমার ওহ্‌দেদার সভাপতিত্ব করেন।

সভায় এই শ্রেণীর গ্রন্থাগারকর্মীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রস্তাবিত বেতনক্রম প্রবর্তনের জন্য, শিক্ষকদের সমান মহার্ঘ্যভাতা, কাজে যোগদানের সময় গ্রন্থাগারিকগণের নিকট থেকে জামানত গ্রহণের প্রথার বিলুপ্তি, সকল প্রকার গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য উপযুক্ত বেতন, বাড়ীভাড়া ভাতা, চিকিৎসা-ভাতা প্রভৃতি এগারো দফা দাবীর ওপর প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, গ্রন্থাগারিকদের এই দাবীগুলি সম্পূর্ণ সমর্থন করে সভায় উপস্থিত কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক ও গ্রন্থাগারিক বলেন, গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষক এঁরা একে অন্যের পরিপূরক। অতএব গ্রন্থাগারিকগণের বেতন ও মর্যাদা শিক্ষক-গণের সমতুল্য হওয়াই উচিত।

অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্ত কুমার বসু বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্মীদের যে প্রয়োজনীয়তা আছে তা যেন সরকার স্বীকার করতে চাইছেন না। তাই গ্রন্থাগারিকদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নির্দিষ্ট বেতন দেওয়ার ব্যাপারে সরকার এখনও মনোযোগ দিতে পারেন নি।

সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু বলেন, বাংলা দেশে সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়, ২৫০টি কলেজ ২৫০০টি বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থাগারবিদ্যা-শিক্ষণপ্রাপ্ত কৃতী ছাত্র-ছাত্রী যে চাকুরী পাচ্ছেন না তার কারণ সব জায়গায় গ্রন্থাগার নেই।

অধ্যাপক নির্মাল্য বাগচী এম, এল, সি বলেন, গ্রন্থাগারিকদের আন্দোলনের পিছনে জনসমর্থন থাকা চাই।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী গ্রন্থাগারিকদের আন্দোলনে তাঁদের সংগঠনের সমর্থনের কথা জানান।

আন্দোলনের পন্থা সম্পর্কে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বলেন, নিয়মতান্ত্রিক পথেই গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম আদায়ের জন্য সক্রিয় আন্দোলন করা প্রয়োজন।

সভাপতি তাঁর বক্তৃতায় গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ এবং এগারো দফা প্রস্তাবের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন।

প্রস্তাবগুলি গৃহীত হবার পর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রদ্যোৎ রায় সমিতির পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী

শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী এ বৎসর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. লিব. এস. সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ এতদুপলক্ষে গত ১৬ই জুলাই শ্রীরায় চৌধুরীকে সম্বর্দ্ধনা জানান।

Librarians in the news

পরিষদ কথা

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় পরিষদের বিভিন্ন সমিতি গঠনের যে সংবাদ প্রকাশিত হ'য়েছিল তাতে নিম্নলিখিত দুটি সমিতি বাদ পড়েছে :

(ঝ) হিসাব ও অর্থ বিষয়ক সমিতি

সভাপতি—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সম্পাদক—শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সদস্যগণ :—সর্বশ্রী ক্ষিতিশ প্রামাণিক, পূর্ণেন্দু প্রামাণিক [শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটিতে থাকাকালে শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামাণিক সম্পাদকের কাজ পরিচালনা করবেন], ফণিভূষণ রায় ও মনোরঞ্জন চক্রবর্তী।

(এ) সংগঠন ও সংযোগ সমিতি

সভাপতি—শ্রীফণিভূষণ রায়

সম্পাদক—শ্রীচঞ্চলকুমার সেন

সদস্যগণ :—সর্বশ্রী অমিতাভ বসু, অরুণকুমার ঘোষ, অরুণ রায়, কৃষ্ণা দত্ত, জগমোহন মুখোপাধ্যায়, তপনকুমার সেনগুপ্ত, প্রবীর রায় চৌধুরী, পল্লব সিংহ, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, রাধাকান্ত দত্ত, রাধাবিনোদ সুরাল, সুকুমার কোলে, সুনীল ভূষণ গুহ, এবং সমস্ত কাউন্সিল সদস্য ও প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য।

গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ সমিতি

গত ১০ই মে পরিষদ কার্যালয়ে শ্রীমতী বাণী বসুর সভানেত্রীত্বে সমিতির সভা হয়। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান সম্পর্কিত সমস্ত ভারতীয় পত্র-পত্রিকা চাঁদা বা বিনিময়ে সংগ্রহ করা এবং অন্যান্য বিদেশী গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকা যা বরাবর পরিষদের গ্রন্থাগারে ক্রয় করা হয় তার চাঁদা পাঠানো হবে বলে স্থির হয়। গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহের হিসাব-নিকাশ শীঘ্রই করা হবে স্থির করা হয়। কার্যকরী সমিতির নিকট গ্রন্থাগারের জন্য একজন সবেতন কর্মী নিয়োগের অনুরোধ জানান হয়। বর্তমানে এই সমিতির সদস্যগণ পালাক্রমে গ্রন্থাগারের কাজ চালাবেন। গ্রন্থাগারের জন্য একটি কার্ড ইনডেক্স ক্যাবিনেট কেনার সিদ্ধান্ত হয়। সভায় ১১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন এবং আরো ৬ জনকে কো-অপ্ট করা হয়।

কারিগরী পঠন-পাঠন ও সহায়ক সমিতি

শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে গত ১২ই মে পরিষদ কার্যালয়ে সমিতির সভা হয়। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় একটি প্রশ্নোত্তর বিভাগ খোলা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা, বর্গীকরণ সম্পর্কে বাংলায় একটি পুস্তিকা প্রকাশ, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিগত ১৫ বছরে প্রকাশিত বিষয়ের একটি ক্রমচয়িত নির্ঘণ্ট (Cumulated Index) রচনা, এবং পরিষদের পরিচালনায় গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান সংক্রান্ত একটি উচ্চতর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়। সভায় পাঁচ জন উপস্থিত ছিলেন।

বেতন ও পদমর্যাদা বিষয়ক সমিতি

গত ২৯শে মে পরিষদ কার্যালয়ে শ্রীঅজিত কুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে উক্ত সমিতির অধিবেশন হয়। ২২ জন উপস্থিত ছিলেন (আমন্ত্রিতগণ সহ)। গ্রামীণ ও জেলা গ্রন্থাগার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার বিষয়টি আলোচিত হয়। সভায় কয়েকটি কর্মসূচীও গৃহীত হয়।

সংগঠন ও সংযোগ সমিতি

গত ২৯শে মে পরিষদ কার্যালয়ে শ্রীফণিভূষণ রায়ের সভাপতিত্বে উক্ত সমিতির সভা হয়। ১৭ জন উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে আর সদস্য নন এমন পুরানো সদস্যদের আবার সদস্য হবার জন্য অনুরোধ জানানো, বিভিন্ন জেলায় পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা, ক্যাম্প ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে প্রচার এবং গ্রন্থাগার বিল সম্পর্কে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হবে বলে স্থির হয়।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সমিতি

গত ১৯শে জুন পরিষদ কার্যালয়ে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে সমিতির সভা হয়। সভায় স্থির হয়:

১। শ্রীমতী রমলা মজুমদারকে গ্রীষ্মকালীন শিক্ষণ বিভাগের শিক্ষিকা নিয়োগ করা হবে।

২। রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনে ক্লাস চলবে।

৩। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।

৪। আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসাবে শ্রীজগমোহন মুখোপাধ্যায় কয়েকটি বক্তৃতা দেবেন।

৫। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দকে রেফারেন্স বইগুলি দেখার সুযোগ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে অনুরোধ করা হবে।

৬। শিক্ষণ পরিচালনার জন্য সম্প্রতি স্থানাভাব হওয়ায় একটি উপযুক্ত স্থান সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট অনুরোধ জানান হবে।

সভার নির্দিষ্ট কার্যসূচীর পরে কারিগরী পঠন-পাঠন ও সহায়ক সমিতি প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সংক্রান্ত উচ্চতর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রস্তাবটি বিবেচিত হয়। অতঃপর পাঠ্য বিষয় ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে একটি খসড়া প্রণয়নের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সমিতি গঠিত হয়: সর্বশ্রী সুনীলবিহারী ঘোষ (আহ্বায়ক) ফণি ভূষণ রায়, প্রবীর রায় চৌধুরী, এইচ, এন, আনন্দরাম ও সি, ভি সুববা রাও।

'গ্রন্থাগার' ও প্রকাশন সমিতি

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গত ২৫শে জুন জাতীয় গ্রন্থাগারে সমিতির সভা হয়। ৭ জন উপস্থিত ছিলেন। আলোচ্য বিষয় ছিল (১) 'গ্রন্থাগার' সহ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সমস্ত প্রকাশনগুলির ষাণ্মাসিক বিবরণী (২) নতুন পুস্তক প্রকাশের পরিকল্পনা। (৩) বিবিধ।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমিতি

গত ২রা জুলাই পরিষদ কার্যালয়ে শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সমিতির সভা হয়। সভায় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী পুনঃ প্রচারের সিদ্ধান্ত হয়। সভায় ৪জন উপস্থিত ছিলেন।

হিসাব ও অর্থবিষয়ক সমিতি

গত ৭ই জুলাই পরিষদ কার্যালয়ে শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তের সভাপতিত্বে সমিতির সভা হয়। ৪ জন উপস্থিত ছিলেন। হিসাব সংক্রান্ত কয়েকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

প্রচার সমিতি

গত ৯ই জুলাই শ্রীঅরবিন্দভূষণ সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে সমিতির সভা হয়। ১১ জন উপস্থিত ছিলেন। কি উপায়ে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে সার্থক প্রচারের ব্যবস্থা করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা হয়। সরকার ডকুমেণ্টারী ফিল্মের মাধ্যমে এ কাজ যাতে করেন সেদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, তাছাড়া মাঝে মাঝে জনসভা, পোষ্টার, নাটিকা, ফিল্মের সাহায্যে প্রচারের ব্যবস্থা করার কার্যক্রম গৃহীত হয়। সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশ ও বেতার ভাষণের ব্যবস্থা করারও চেষ্টা করতে হবে বলে স্থির হয়।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৪ } { ১৩৭৩, শ্রাবণ

॥ সম্পাদকীয় ॥

গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা উন্নয়ন

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা উন্নয়ন সম্পর্কে আন্দোলন যদিও বহুপূর্বেই শুরু হয়েছে কিন্তু তা ছিল অস্পষ্ট ও ভাসা ভাসা রূপের। সাম্প্রতিক কালে এই আন্দোলন যথেষ্ট বেগ সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছে বলা যায়। বস্তুতঃ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারকর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বিভিন্ন সম্মেলন, সভা-সমিতি ও আলোচনা-চক্রে আলাপ-আলোচনা করেছেন দেখা যায়। গ্রন্থাগার-উন্নয়নের সঙ্গে যে গ্রন্থাগারকর্মীদের অবস্থা উন্নয়নের বিশেষ সম্পর্ক আছে এ বিষয়টি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বহুপূর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষার ব্যবস্থা, উপযুক্ত পরিবেশে তাঁদের কাজের ব্যবস্থা অর্থাৎ গ্রন্থাগারগুলি যাতে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে পরিচালিত হয় এবং কর্মীরা যাতে তাঁদের অধীত বিদ্যা প্রয়োগের ক্ষেত্র পান এজন্য পরিষদের সর্ববিধ প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়েছিল।

স্বাধীনতার পর কয়েক বছর পর্যন্ত গ্রন্থাগারবৃত্তির লোকেদের মধ্যে তেমন একটা অসন্তোষ দেখা যায়নি। বেতন যদিও যথেষ্ট ছিল না তবু এটি একটি মহান বৃত্তি বলে এঁরা সেবার মনোভাব নিয়েই কাজ করে যাচ্ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার উন্নয়নের সর্বাত্মক পরিকল্পনা কিছুটা আশার সঞ্চারও করেছিল। জেলায় জেলায় শিক্ষিত ও বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকেরা যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁদের আশা হতাশায় পরিণত হল। তাঁরা দেখলেন, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা নির্দিষ্ট বেতনে কাজ করে চলেছেন কিন্তু সরকার তাঁদের জন্য বেতনক্রম প্রবর্তন করছেন না। তাঁরা বছরের পর বছর মহার্ঘ্য ভাতা, বাড়ীভাড়া ভাতা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্রাচুইটি, মেডিক্যাল রিলিফ এবং বাৎসরিক বেতনবৃদ্ধি প্রভৃতির সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। এছাড়া গ্রন্থাগারের কাজ কর্মেও তাঁদের কিছুমাত্র স্বাধীনতা ছিল না। গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যাপারে গ্রন্থাগারিককে সামান্য ক্ষমতাই দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ ওপরঅলার আদেশ তামিল করতে হয় মাত্র। চাকুরীর এই অবস্থায় উৎসাহ বজায় রাখা কঠিন। অবশেষে নতুন বেতনক্রমও তাঁদের হতাশ করেছে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে, স্কুলে এবং সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জেলা, গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে ১৫০০-এরও অধিক বৃত্তিকুশলী কর্মী কর্মরত রয়েছেন। এখনও পর্যন্ত এঁদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য সামান্য প্রচেষ্টাই হয়েছে।

১৯৬০ সালের শেষের দিকেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে কর্মরত বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য একটি উচ্চতর বেতনক্রমের সুপারিশ করেছিলেন (অমৃতবাজার পত্রিকা, ১১ই নভেম্বর, ১৯৬০)। এতে গ্রাজুয়েট ও গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকগণ লেকচারারের অনুরূপ বেতনক্রম পাবেন বলে বলা হয়েছিল। ১৯৬২ সালের ৩০শে মে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার এক রিপোর্টে দেখা যায় যে, ইউ, জি, সি কর্তৃক গ্রন্থাগারিকদের বেতন বৃদ্ধির এই পরিকল্পনাটিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। যেসব গ্রন্থাগারকর্মীর ইউ, জি, সি নির্দ্ধারিত যোগ্যতা নাই তাঁদেরও অভিজ্ঞতা ও কার্যদক্ষতার ভিত্তিতে নতুন বেতনক্রমের সুযোগ দেওয়া হবে বলে স্থির হয়। সংবাদপত্রের এই সব রিপোর্টের ভিত্তি ছিল ইউ, জি, সি-র সার্কুলার (ইউ, জি, সি সার্কুলার নং F 63—2/60 (SS) dt., January 1961 ; F 63—2/61 (SS) dt. Aug., 1962 ; F 63—2/61 (SS), October, 1962 এবং F 63—2/61 (SS) dt. 6th May, 1963)। বলা বাহুল্য এই সুপারিশ এখনও পর্যন্ত কার্যে পরিণত হয়নি।

এ কথা গোপন করে লাভ নাই যে, উন্নততর গ্রন্থাগার পরিচালনা-ব্যবস্থা অর্থাৎ গ্রন্থাগার উন্নয়নের প্রশ্নটি থেকেও বর্তমানে গ্রন্থাগারকর্মীদের কাছে বেতন ও মর্যাদার প্রশ্নটিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের যদি অন্ততঃ পক্ষে একটা মোটামুটি ভদ্ররকমের বেতনবৃদ্ধি না হয় তবে তাঁদের মধ্যে বৃত্তি সম্পর্কে যে বিরক্তি, হতাশা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে তাতে অচিরেই এ রাজ্যে গ্রন্থগার-ব্যবস্থার ওপর তার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। দীর্ঘকাল ধরে এই সব গ্রন্থাগারকর্মীর ন্যায্য অভাব অভিযোগের প্রতি কোন নজর দেওয়া হয়নি। তাছাড়া কর্মীদের অনেকে এত কম বেতন পান যাতে পরিবার প্রতিপালন তো দূরের কথা একজন লোকেরই সংসারযাত্রা নির্বাহ হয় না। বর্তমান দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির ফলে এই সংকট আরও তীব্রতর হয়েছে।

গ্রন্থাগারকর্মীদের অসন্তোষ এমন চরম পর্যায়ে পৌছেছে যে, এতকাল যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছে এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের দাবী দাওয়ার কথা তুলেছে এখন তাঁরা তা থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন। কিন্তু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার কর্মীদের শোচনীয় অবস্থার প্রতি কোনদিনই উদাসীন নন। দীর্ঘদিন ধরেই এদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের বহুবিধ চেষ্টা পরিষদ করছেন। সকল অবস্থাতেই গ্রন্থাগারিকদের প্রচেষ্টা যে ঐক্যবদ্ধ রূপ পাওয়া উচিত একথা পরিষদ উপলব্ধি করেন। তাই ১৯৬২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর কলেজ স্কোয়ার ষ্টুডেণ্টস্ হলে কিংবা ১৯৬৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল ভারত সভা ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় যেমন পরিষদ সকলকে নিয়ে আন্দোলনের

(শেষাংশ ২২০ পৃষ্ঠায়)

পুস্তক সূচীর ইতিহাসঃ ঊনবিংশ শতাব্দী [১৮১০-১৯১৪]

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর পুস্তক সূচীর ইতিহাস থেকে জানতে পারি ফরাসী বিপ্লব পুস্তক সূচীর নিজস্ব পথ-নির্দেশ করে দিল। পুস্তক সূচী কি ছিল এবং কি হওয়া উচিত তার বর্ণনা দেওয়া হ'লো। ফরাসী বিপ্লব কিন্তু পুস্তক সূচীর ইতিহাসকে বিচ্ছিন্ন না করে পুস্তক সূচীর এই দুইটি যুগের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করলো। পুস্তক সূচীর আধুনিক সংজ্ঞা দেওয়া হ'লো, পুস্তক সূচীর নিজস্ব পথ নির্দেশিত হ'লো কিন্তু যাঁরা পুস্তক সূচী তৈরী করতে থাকলেন তাঁরা সম্পূর্ণভাবে পুরাতন ধারায় গণ্ডি কেটে বার হইতে পারলেন না ফলে যে সব পুস্তক সূচী রচিত হ'লো তা না হ'লো আধুনিক না হ'লো পুরাতন। ফরাসী বিপ্লবের আগে পর্যন্ত যে সব পুস্তক সূচী রচিত হ'য়েছিল সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল পুস্তক ও পুঁথিপত্র মানুষের চেতনা থেকে যাতে সম্পূর্ণ-ভাবে মুছে না যায় তার ব্যবস্থা করা এবং পুস্তকের ইতিহাস রচনা করা। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের পর পুস্তক সূচী হ'য়ে দাঁড়াল "ব্যবসায় গত" (Professional)। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুস্তক সূচীর পরিবর্তন এবং উন্নতি দ্রুতগতি এগিয়ে চললো। পুস্তক সূচী সম্বন্ধে ধারনা সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে গেল এবং শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে পুস্তক সূচী যে কত বেশী প্রয়োজন এবং পুস্তক সূচীর ক্ষেত্র যে কত বিস্তৃত তা সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা গেল। ফলে সাধারণ এবং জাতীয় পুস্তক সূচীর ক্ষেত্রে বহু ব্যক্তি নামলেন। যাঁরা এ সব পুস্তক সূচী তৈরী করতে থাকলেন তাঁরাও পূর্বেকার গুণী ব্যক্তিদের মত বিচ্ছিন্ন ভাবে, নিজস্ব উৎসাহে এবং প্রচেষ্টায় পুস্তক সূচীর সৃষ্টি করতে থাকলেন। তবে এটুকু বলা যায় পূর্বেকার জ্ঞানী-গুণীরা পুস্তক সূচীর যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না, তাঁরা কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পুস্তক সূচী প্রণয়ন করতে প্রবুদ্ধ হ'য়েছিলেন ফলে যে সব নিয়ম মেনে পুস্তক সূচী প্রণীত হ'য়েছিল সে নিয়ম গুলিও ছিল ব্যক্তিগত। কিন্তু আধুনিক পুস্তক সূচীকারদের সম্মুখে পুস্তক সূচীর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রকট হ'য়েছিল এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সে উদ্দেশ্যের বিস্তৃতি কত তা তাঁরা জানতেন ফলে তাঁদের কাজ কতগুলি বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যে বিপুল উন্নতি হ'লো তাতে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত কাজের আমূল পরিবর্তন হ'লো। নূতন নূতন দেশ আবিষ্কৃত হ'লো, জন শিক্ষার পন্থার আমূল পরিবর্তন হ'লো, বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি এবং পুনর্গঠন হ'লো, পৃথিবীর সকল দেশে নানা সংস্থা ও 'learned society'র সৃষ্টি হ'লো, পুস্তক ব্যবসায়ের

ও গ্রন্থগারের নিয়ন্ত্রণ ও নানা ধরণের Archives-এর সৃষ্টি হ'লো, ফলে মানুষের জ্ঞানার্জন করার বহু পথ উন্মুক্ত হলো। নানা ধরণের নানা বিষয়ের উপর অজস্র লেখা বার হতে থাকল।

এক নতুন ধরনের লেখার সূত্রপাত হ'লো—পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ। এই সকল প্রবন্ধের সংখ্যা এত বেশী হ'তে থাকল এবং এই সকল প্রবন্ধ জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে গবেষণার ক্ষেত্রে এত বেশী প্রয়োজনীয় হ'য়ে দাঁড়াল যে, যে গুলির সূচী প্রণয়ন করার একান্ত প্রয়োজন দেখা দিল। প্রবন্ধ অপেক্ষা পুস্তকের প্রয়োজন যেন কমে গেল। তার প্রধান কারণ হ'লো প্রবন্ধগুলি সাধারণতঃ বিজ্ঞান ও কলার ক্ষেত্রে গবেষণামূলক, এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'বার পূর্বেই পুরান হ'য়ে যায়। কেবল তাই নয় পুস্তক সূচীর সংখ্যা এত বেশী বেড়ে গেল যে পুস্তক সূচীর সূচী করার প্রয়োজন দেখা দিল এবং এক্ষেত্রে নামলেন Petzholds, Steins, Josephson, এঁদের প্রণীত পুস্তক সূচীর সূচী যথাক্রমে হলো Bibliotheca bibliographica, Leipzig, ১৮৬৬; Manuel de bibliographic generale, Paris, ১৮৯৭। Bibliographica of Bibliographies ১৯১০। Chicago'য় ১৯১৩ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পুস্তক সূচীর সূচী সম্বন্ধে আমরা পরে একটি প্রবন্ধে বলবো সুতরাং এখানে এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলা হ'ল না।

পুস্তকের সংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ কেবল কোন এক প্রকারের নিয়মানুসারে এই সুবিশাল পুস্তক সম্ভারকে সুসংবদ্ধ ভাবে সংকলন করা সম্ভব হ'লোনা ফলে পুস্তক সূচীর তত্ত্বের দিক থেকেও নানা মতামত প্রকাশিত হ'তে থাকল। এ ক্ষেত্রে নামলেন Schrettinger ও Petzholds, Danjon ও Bon-nages, Dilke ও Crestadors, Hottinger ও Erman. কিন্তু এদের মতামত থেকে কোন একটি পন্থা উদ্ভাবিত হ'লো না। সাধারণ বা বিশ্ব পুস্তক সূচী সম্বন্ধে নানা মতামত দেখা দিল। এই সময়ে বার হ'লো Brunets এর Manuel du libraire, ১-৩ খণ্ড, ১৮১০। এ সময়কার এই সূচীই হ'লো একমাত্র সত্যিকারের বিশ্ব পুস্তক সূচী কিন্তু পুস্তক সূচী—যা আজ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে রয়েছে। Brunets সম্বন্ধে আমরা পরে বর্ণনা দেব। এই সময়ে একখানি আন্তর্জাতিক পত্রিকার সূচী প্রকাশিত হয়ঃ Polybiblion.

পুস্তক সূচীর এখন উদ্দেশ্য হ'লো প্রচার করা অর্থাৎ যারা বিশ্বে জ্ঞানের ভাণ্ডারের যে সকল নতুন চিন্তাধারা সঞ্চিত হ'চ্ছে তা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা। তিন শতাব্দী ধরে অতীতের প্রকাশিত পুস্তকই পুস্তকসূচীর মধ্যে সংকলিত হচ্ছিল এবং আমরা বলেছি এ সকল পুস্তক সূচীর উদ্দেশ্য ছিল অতীতের পুস্তক ও লেখাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা। এখন যে সমুদয় লেখা নতুন ছাপা হ'চ্ছে সেগুলি সংকলন

করার উপর জোর দেওয়া হ'লো বেশী। এই সকল পুস্তক সূচীর অন্তর্ভুক্ত হ'লো, বিশেষ করে জাতীয় ও বিশেষ বিষয়ের উপর পুস্তক সূচী। এগুলি সবই সাময়িকী।

পুস্তক সূচীর এই নতুন গতির পিছনে ছিল জার্মানী। পুস্তক সূচীর ক্ষেত্রে সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরে জার্মানী হয়ে থাকে পথ-প্রদর্শক। 'এসময়ে জার্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল ভালো, তারপর জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এ সময় পুনর্গঠিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্রমশঃ উন্নতি হ'তে থাকে। ফলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে জার্মানী বিপুল উন্নতি করে। জার্মানীর শিক্ষা সময়ানুযায়ী পরিবর্তিত হ'তে থাকে, পুরোপুরি শিক্ষাধারায় বাঁধন মুক্ত হ'য়ে শিক্ষা মানুষের চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত করল। বিশ্ববিদ্যালয় হলো জ্ঞানী ব্যক্তিদের কেন্দ্রস্থল, ফলে পুস্তক সূচী প্রণয়নে দেখা দিল কতগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম ও method.

ফ্রান্সে এ সময়টা ছিল কল্পনার যুগ, শিক্ষার মধ্যে কোন নিয়ন্ত্রণ ছিলনা। শিক্ষার ক্ষেত্রে ফ্রান্সের প্রাধান্য ১৩শ শতাব্দী থেকে ক্রমশঃ কমে যেতে থাকে। মৌলিকতা ও পদ্ধতি এ সময়ে ফ্রান্সে প্রধান হয়ে উঠল এবং নিয়ম ও method দ্বিতীয় স্তরে নেমে গিয়েছিল।

ইউরোপের সকল দেশই জার্মানীকে অনুকরণ করে তাদের শিক্ষার উন্নতি করতে থাকে ফলে সারা দেশেই বিপুল সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হ'তে থাকে।

এই শতাব্দীর শেষের দিকে পুস্তক সূচীর ক্ষেত্র এত বেশী প্রসারিত হ'লো যে ব্যক্তিগত ভাবে পুস্তকসূচী প্রকাশ করা আর সম্ভব হ'লোনা, ফলে নানা ধরণের সংস্থা ও সংঘের সৃষ্টি হ'লো। বিবলিওগ্রাফীর ক্ষেত্রে ইউরোপের সব দেশকে ছাড়িয়ে গেল আমিরিকার যুক্তরাষ্ট্র, এখানে পুস্তকসূচী হয়ে দাঁড়াল একটি সত্যিকারের ব্যবসায়।

জার্মানীতে ১৯০২ সালে গড়ে উঠলো Deutsche bibliographische Geoells-chaft. এই সংঘ থেকে প্রকাশিত হ'লো Bibliographische Repertorium ১-৮ খণ্ড, ১৯০৪-১২; ফ্রান্স সৃষ্টি হ'লো Societe bibliographique, ১৮৬৮—এই সংঘ প্রকাশ করল Polybiblion। ১৯০৬ সালে সৃষ্টি হ'লো Societe francaise de bibliographie; ইংলণ্ডে Copinger সৃষ্টি করলেন Bibliographical Society of London, এই সংঘ থেকে প্রকাশিত হ'তে থাকল Transactions, খণ্ড ১-১৫, ১৮৯৩—১৯২০, পরে A. W. Pollard-এর সম্পাদনায় The Library, incorpora-ting transactions of the Bibliographical society (4th Ser.) London-এ ১৯২০ সাল থেকে প্রকাশিত হ'তে থাকে। এই সংঘ থেকে নানা ধরণের পুস্তক সূচী প্রকাশিত হয়: Small quarto series, illustrated monographs ইত্যাদি।

ইংলণ্ডে আরও কতকগুলি সংঘ গড়ে ওঠে: The Edinburgh Bibliographical Society, ১৮৮৯, The Glasgow bibliographical society, ১৯০৬, The Welsh bibliographical Society, ১৯০৬, Bibliographical Society of Ireland, ১৯১৮, এবং শেষে Oxford Bibliographical Society. আমেরিকায় Chicagoতে ১৯০৪ সালে গড়ে ওঠে Bibliographical Society of America.

এই সময়েই এবং এই সময়ের কিছু পরে পুস্তক সূচীর তত্ত্ব সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়: Kleemeir, Handbuch der Bibliographie, Wien 1903; Brown, A manual of practical bibliography, London, 1906; Fumagalli, Bibilografia, Milan, 1961, Mackerrow, Introduction to bibliography, Oxford 1927; এবং van Hoesen—Bibliographie, London. 1928.

এই সময়ে যেমন পুস্তক সূচী প্রণয়নের জন্য নানা সংঘ গড়ে উঠতে থাকলো তেমনি গড়ে উঠতে থাকলো নানা সংস্থা (Institutes)।

এর পরেই আসবে Institue Internationale de bibliographie'র সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে documentation-এর যুগ।

আমরা পূর্বে বলেছি যে এ যুগে পুস্তক সূচীর প্রধান লক্ষ্য হ'লো "প্রচার" কিন্তু এই সময় থেকেই পুস্তক সূচীর আর একটি ক্ষেত্র উন্মুক্ত হ'লো। পুস্তক সূচী সাহিত্যের পরিসংখ্যান-এর মাধ্যম হিসাবে গণ্য হ'তে থাকল, ফলে-পুস্তক সূচী-পরিসংখ্যান যদি বিজ্ঞান হয় তো—তা বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়াল।

এই যুগে নতুন প্রকাশিত বইয়ের সূচীর উপর জোর দেওয়া হয় বেশী সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি ·কিন্তু এই সময়েই নামকরা কতগুলি Incunabula'র সূচী প্রকাশিত হয়। যারা Incunabula'র সূচী প্রকাশ করেন তাঁদের মধ্যে Hain, Bradshaw, Proctor, Haebler-এর নাম বিখ্যাত। কয়েকখানি নামকরা Incuna-bual'র সূচী: Haebler—Typenrepertorium der Wiegendrucke, ১-৪ খণ্ড, ১৯০৫-২৪, Halle; Burgers: Monumenta Germaniae et Italiae typographica ১-৩০০ প্রতিচ্ছবি (faesimile) ১৮৯২-১৯১৬, Berlin; Hain: Repertorium bibliographicum, ১৩২ খণ্ড, Stuttgart ১৮২৬-৩৮; Campbell Annales de la typographic nierlandaise an 15e siecle, Hague, ১৮৭০-৯০; নানা ফরাসী গ্রন্থাগারে সঞ্চিত Incunabular'র সূচী: Pellechet: Catalogue general des incunable, খণ্ড ১-৩, Paris ১৮৯৭-১৯০৯; Proctor: An index to the early printed books in the British Museum, London ১৮৯৮-১৯০৬,

এর দশ বছর পরে প্রকাশিত হয় Catalogue of books printed in the 15th century, now in the British Museum, খণ্ড ১-৫, London ১০৯৮-২৪, এবং শেষ বার হয় প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর Gesamt Katalog der Wiegendrucke, প্রথম খণ্ড, Leipzig ১৯২৫ — ।

এই সময়েই নাপোলেয়ঁ'র হুকুমে ফ্রান্সে ছাপা সুরু হলো Journal general de l'imprimerie et de la libraire, সাময়িকী হিসাবে ছাপা শুরু হয়। ছাপা পুস্তকের সংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এ ধরণের সাময়িকীর প্রয়োজন হয়েছিল। Journal general (১৮১১) ছাপা হওয়ার পর ইউরোপে ও আমেরিকায় এ ধরণের সাময়িকী ছাপা হ'তে শুরু হলো। ফ্রান্সে এ ধরণের আরও কয়েকখানি পত্রিকা ছাপা হ'তে শুরু হ'লো : Querard : La france litteraire, খণ্ড ১-(১৩) Paris ১৮২৭-৬৪ , (La littirature francaise depuis 1840, খণ্ড—১, Paris ১৮৬৭—); Belgium : Bibliographie de Belgique, Brussels, ১৮৭৫ -- ; Holland : Alphabetische naamlijst van boeken, Amsterdam ১৮৫৮-৭৮, ১৮৩৩-৭৫ সাল পর্যন্ত ছাপা বইয়ের সূচী , Catalogus der boeken, Amsterdam, ১৮৮০ — ; ১৮৫০-সালের ছাপা পুস্তক London-এ প্রকাশকদের পত্রিকা The publisher's circular, ১৮৩৭ —, Yearly English Catalog ১৮৩৫, সংযুক্তভাবে প্রকাশিত বাৎসরিক English Catalogue ১৮৩৫, এই সূচী সংযুক্তভাবে আবার প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ সালে ; Publisers , weekly ছাপা শুরু হয় ১৮৭২ সালে , America'য় প্রথম ছাপা হয় American Catalogue, Cumulative book index শুরু হয় ১৮৯৮ সাল থেকে এবং ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয় United States Catalogue, Italy-র, Florence এ ১৮৮৬ সাল থেকে ছাপা শুরু হয় Bolletino delle publicazioni italiane (বোলেতিনো দেল পুবলিক্যাৎসিঅনি ইতালিয়েনে)। এই কয়খানি সাময়িকীর আমরা এখানে উল্লেখ করলাম এছাড়া, Danemark, Russia, Poland অর্থাৎ উত্তর ইউরোপের নানা দেশে এ ধরণের পত্রিকা ছাপা শুরু হয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের এ যুগে গবেষণার ক্ষেত্রে এবং সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে কত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল তা আমরা পূর্বে বলেছি। এই প্রয়োজন দেখা দেওয়ার ফলে এ যুগ থেকে কতকগুলি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সূচী প্রকাশিত হ'তে থাকে ; এই সূচীগুলির মধ্যে প্রধান হ'লো Sperling : Adreszbuch der deutschen Zeitschriften, ১৮৬১ ; ১৮৮০ সালে প্রকাশিত হয় Annuaire francaise ; ১৮৪৬ সাল থেকে প্রকাশ হ'তে শুরু হয় The News Paper Press Directory ; ১৮৭৪ সাল থেকে Willing এর Press guide ; Rowell-এর American news-

paper directory ১৮৬৯ সালে বাৎসরিক ছাপা হ'তে থাকে; Pooles Index to periodical literature ১৮৫৩ সাল থেকে Washington-এ ছাপা শুরু হয়।

বিবলিওগ্রাফীর ক্ষেত্র নানা ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় ফলে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা প্রকাশিত গবেষণামূলক পুস্তকের সূচীরও প্রয়োজন দেখা দেয় বিশেষ করে Germany France ও Holland-এ। Paris-এ ছাপা হয় Catalogue des thises ১৮৮৫; Berlin এ das Jahresverzeichnes der an den deutschen Universitaten erschienenen schriften, ১৮৮৭।

বিশেষ বিষয়ের পুস্তকসূচী

এই যুগে যে-সকল বিশেষ বিষয়ের পুস্তক সূচী প্রকাশিত হয় সেগুলি বিবলিওগ্রাফীর technique-এর দিক থেকে উন্নত। যাঁরা বিশেষ বিষয়ের উপর পুস্তকসূচী প্রণয়ন করেছিলেন তাঁরা ছিলেন সাধারণ লোক, আগেকার পুস্তক সূচী প্রণেতাদের মত উন্নত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না। এঁরাও যে পুস্তকসূচী প্রণয়ন করতে ক্ষান্ত হয়েছিলেন তা নয়। বিচ্ছিন্নভাবে, তাঁদের নিজের নিজের ধারণা অনুযায়ী পুস্তক সূচী প্রণয়ন করতে থাকেন। এ সময় যে সব পুস্তকসূচী প্রণীত হয়েছিল সেগুলির ক্ষেত্র ছিল সঙ্কীর্ণ। ১৮২৫ থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত ১০০ খানিরও অধিক পুস্তক সূচী প্রণীত হয়েছিল। বিজ্ঞানের প্রায় সকল ক্ষেত্রের উপরই পুস্তক সূচী প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এভাবে পুস্তকসূচী প্রণয়নের চেষ্টা চলেছিল। পরে এই প্রচেষ্টায় ভাঁটা পড়ে এবং retrospective পুস্তকসূচীর স্থান গ্রহণ করে আধুনিক পুস্তকের সূচী। নতুন বইয়ের সূচী প্রকাশিত হতে থাকে গবেষণার প্রয়োজনে এবং নানা ধরণের Learned Society'র সৃষ্টি হওয়ার দরুন।

এই সময়ে যে সব বিশেষ বিষয়ের উপর পুস্তক সূচী বার হয় সেগুলি প্রায়ই সাময়িক ভাবে প্রথমে কোন পত্রিকায় বার হয়। বিশেষ করে নানা ধরণের সংঘ বা সংস্থার দ্বারা এই সকল পুস্তক সূচী প্রকাশিত হ'তে থাকে, এই ধরণের পুস্তক সূচীর ক্ষেত্র এবং খরচ ক্রমশঃ এত বেশী বেড়ে যেতে থাকে যে শেষ পর্যন্ত কতকগুলি আন্তর্জাতিক সংঘ এই ধরণের পুস্তকসূচী প্রকাশের ভার গ্রহণ করে। বিংশ শতাব্দীতে পুস্তক সূচীর ক্ষেত্রে ক্রমশঃ এধরণের পুস্তকসূচীর ভাঁটা পড়বে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশেষ বিষয়ের উপর সাময়িকী পুস্তকসূচী (প্রাথমিক)

১৮২২-	Tubingen—	*Jahresberichte uber die Fortschritte der physischen Wissenschaften*—J. J. Berjelius.
১৮২৩ -	Berlin —	*Repertorium der technischen Journal* Literateur.
১৮২৫—	Stockholm	Ofversigt of botaniska arbeten
১৮২৬—	Stockhalm·	*Arsberattelse om nyare zoologiska arbeten*
১৮৩০—	Berlin	*Chemisches Centralblatt, Deutsche chemische Gesellschaft.*
১৮৪১—	Erlangen—	*Jahresberichte uber die Fortschritte der gesammten medicin*—C. Canstatt
১৮৪১ —		*Jahresberichte uber die Fortschritte in der Biologie*, C. Canstatt
১৮৪৫—	Berlin—	*Die Fortschritte der Physik*—Phisikalische Gesell. zu Berlin.
১৮৪৭—	Gissen —	*Jaresbericht uber die Fortschritte der Chemie*—J. Liebig.
১৮৪৮—	Gottingen—	*Bibliotheca philologica*—C. J Ruprecht.
১৮৪৯ —	Berlin—	*Archaeologischer Anzeiger.* প্রথম Archaeologische zeitung-এ ক্রোড়পত্র হিসাবে বার হতো, পরে—১৮৮৬ সাল থেকে—*Jahrbuch des le. deutschen archaeol. Inst* নামে প্রকাশিত হয়।
১৮৫৩ —	Gottingen	*Bibliotheca historico geographica*—E. A. Zuchold
১৮৫৫-	Leipzig —	*Jahresbericht uber die Fortschritte der chemischen Technologie.*

১৮৫৮-	Paris—	*Repertoire de chimie, pure et applique*—Societe chimique de France পরে ১৮৬৩ সাল থেকে—Bulletin de la Societe ..নামে প্রকাশিত হতে থাকে।
১৮৫৯—	Leipzig –	*Wissenschaftlicher Jahresbricht uber die morgenlandische Studien*—D. M. G.
১৮৬২—	Berlin—	*Chemisch techni sches Repertorium*
১৮৬৪ —	London -	*Zoological record.* Zoological record Association
১৮৬৬—	Gotha –	*Geographisches Jahrbuch.* E. Behm
১৮৬৬ —	Leipzig-	*Polytechnische Bibliothek*
১৮৬৮ —	Rome—	*Bolletino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche.*
১৮৬৯ —	Berlin –	*Allgemeine Bibliographie der staats und Rechtwissenschaft*—O. Buhlbrecht.
১৮৭০ –	Milan—	*Annuario delle scienze mediche*
১৮৭১ —	Berlin—	*Jahrbuch uber die Fortschritte der mathematik*—Preussiche Akademie der Wissenschaft.
১৮৭১ —	Munich—	*Jahresbericht uber die Fortschritte der Tierchemie.*
১৮৭২ —	Leipzig -	*Jahresbericht uber die Fortschritte der Anatomie.*
১৮৭৩—	Leipzig –	*Justs Botanischer Jahresbricht*—Leopold Just
১৮৭৩—	London -	*London medical record*
১৮৭৩—	Paris—	*Revue des sciences medicales en France et a l' etranger.*
১৮৭৪ —	Munich—	*Jahresbericht uber die Fortschritte der classischen Altertumwissenschaft* C. Busian

১৮৭৩—	Munich	Anglica Beiblatt Zu Anglia-র প্রকাশিত *Bibliographia*, ১৮৯০
১৮৭৩—	Leipzig—	*Bibliotheca orientalis*—K. Friederici, ১৮৮৭ থেকে *Orientalische Bibliographie*
১৮৭৬—	Stuttgart—	*Repertorium fur Kunstwisserschaft.*
১৮৭৭—	Paris—	*Revue des revieus et publications relative a l' antiquite' classique*
১৮৭৮—	London—	Journal of the chemical society. *Abstracts of the Chemical papers.*
১৮৭৮—	Berlin—	*Jahresberichte der Geschischt wissenschaft*—H Jastrow
১৮৭৯—	New York—	*Index medicus.*
১৮৭৯—	Leipzig—	*Zoologischer Jahresbericht.*
১৮৮০—	Casssel—	*Botanischer Centralblatt*
১৮৮০—	Leipzig—	*Jahresbericht uber die Erscheinungen auf dem Geschichte der Philolosophie* —L. Stein
১৮৮১—	Leipzig—	*Theologischer Jahresbericht.* —G. Kruger.
১৮৮৪—	New York—	*Engineering index*—Ame. Soc. of mech. eng.
১৮৮৬—	Gotha—	*Geographischer Litteratur-bericht.*
১৮৮৬—	New York—	*Index to legal periodical literature.*
১৮৮৭—	Berlin—	*Jahresbericht uber sammtliche Erscheinungen auf dem Gebiete der Geschichte der Philosophie* —L. Stein
১৮৮৮—	Fulda—	*Philosophisches Jahrbuch*—Gorres-Geschellschaft.
১৮৯০—	Paris—	*Annee philosophique.*
১৮৯০—	Leipzig—	*Jahrbuch der Astronomie und Geophysik.*
১৮৯১—	Berlin—	*Bibliotheca geographica*—Gesells. fur Erdkunde

১৮৯১—	Brussells—	*Sommaire periodique de revues de droits.*
১৮৯১—	,,	*Zoologischer Angeiger*—D. Z. G.
১৮৯২—	Stuttgart—	*Jahresberichte fur neure deutsche Litteraturgeschichte.*
১৮৯২—	Munich—	*Kritischer Jahresberichte uber die Fortschritte de romanschen Philologie* —K. Vollmoller.
১৮৯৩—	Paris—	*Annales de Geographie, Bibliographie*
১৮৯৩—	Paris—	*Bibliographie anatomique*
১৮৯৩—	Amsterdam	*Revue semestrielle des publications mathematiques*
১৮৯৪-	Paris—	*Annee psychologique*—H. E. Beannis. A. Binet
১৮৯৪—	Princeton	*Psychological index*
১৮৯৫—	Iena—	*Anatomischer Anzeiger*
১৮৯৫—	Paris—	*Annee biologique*
১৮৯৭—	Boston—	*Archaeological literature*—American Journal of Archaeology
১৮৯৮—	London	*Sciences abstracts*—Physical society
১৮৯৮—	Turin—	*Bolletins di bibliografia e storia delle scienze matematische*—D. Loria

History of the 19th Century Bibliographies (1810—1914)

By—Rajkumar Mukhopadhyay

জাপানের সাধারণ গ্রন্থাগার

বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত

এই প্রবন্ধে সাধারণ গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা মোটামুটিভাবে ধরা হচ্ছে--"সর্বসাধারণের জন্য যে সব গ্রন্থাগারে পুস্তকাদির পঠন ও লেনদেনের সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় ও দেওয়া হয়।" অবশ্য সাধারণ গ্রন্থাগারের মোদ্দা প্রকৃতি হচ্ছে, এই সব গ্রন্থাগার পরিচালনার খরচ প্রধানতঃ জনসাধরণের উপর আরোপিত শুল্কের উপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয় যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে জাপানে সর্বসাধারণকে পুস্তকাদি ধার দেবার ও পড়বার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ছিল ৫০৮০টি সাধারণ গ্রন্থাগারে। এগুলি বিভিন্ন রাজ্যে, ছোট বড় সহরে ও গ্রামে ছড়িয়ে ছিল। এমন কি কোন কোন গৃহস্থের বাড়ীতে সাধারণের জন্য (প্রাপ্ত বয়স্ক ও শিশুদের) পুস্তক পড়বার ও ধার দেবার ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে দেখা গেল সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা ক'মে দাঁড়িয়েছে ৩৩০৯টি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি একরকম ঢেলে সাজানো হ'য়েছে সর্বসাধারণের তথ্য পরিবহন কেন্দ্র হিসাবে, বিশেষতঃ ১৯৫০ সালের গ্রন্থাগার আইন পাশ হওয়ার পর। ফলে বর্তমানে জাপানে মাত্র ৭২৫টি সাধারণ গ্রন্থাগার কার্যকরী আছে।

১৯৫০ সালের গ্রন্থাগার আইন অনুসারে সকল গ্রন্থাগার কর্মীদের নূতন ক'রে শিক্ষা গ্রহণ কর্তে হ'য়েছে। এযাবৎ সাত হাজারেরও বেশী কর্মীকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত করা হ'য়েছে। এই সংখ্যার মধ্যে প্রায় ১৭০০ বৃত্তিকুশলী সাধারণ গ্রন্থাগারে কাজ পেয়েছেন এবং ৫০০০ এর বেশী বৃত্তি কুশলী কলেজ, স্কুল ও বিশেষ গ্রন্থাগারে কাজে রত। সমীক্ষার ফলে জানা গেছে, জাপানের সাধারণ গ্রন্থাগারে আরও ৪০০০ বৃত্তি কুশলী অবিলম্বে প্রয়োজন।

জাপানের লাইব্রেরী আইন (১৯৫০) অনুসারে সাধারণ পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক ও সহঃ-গ্রন্থাগারিকের শিক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালিত Short Course of training এর প্রবর্তন হ'য়েছে।

এটা উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, জাপানের সাধারণ পাঠাগারে কর্মীদের বেতন বাবদ যা খরচ করা হয় তা পুস্তকাদি ক্রয়, ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী ও অনুলয় সেবা প্রভৃতি খরচ অপেক্ষা অনেক বেশী।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের Short Course-এর শিক্ষণ ছাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের সমস্যা সমাধানের জন্য Work Shop (Symposium) এর ব্যবস্থা আছে সমগ্র জাপানের প্রতিটি ব্লকে। এযাবৎ এসব work shop এর

report থেকে জানা যায় যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হ'য়েছে—Referencc work, Library finance, Open shelf system, Library Statistics, Local statistics, Local collection, Public relation of library, Special materials, Library service for children, Analysis of readers and progress for them.

শিশুদের জন্যও ব্যবস্থা আছে জাপানের সাধারণ গ্রন্থাগারে। উল্লেখযোগ্য যে, জাপানে শিক্ষা বিদ্যালয় শিক্ষণমুখী হওয়ায় শিশু গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি বিদ্যালয় শিক্ষণের অংশ ও সহায়ক বলা চলে।

যদিও অনেক সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশুবিভাগ আছে, জাপানে কয়েকশত ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলিতে শিশুদের জন্য পুস্তক সরবরাহ করা হয় গ্রাহক ভিত্তিতে (Membership System); এইরূপ প্রতিষ্ঠানে অন্তত ২০০০ করে শিশু সাহিত্য থাকে। টোকিওতে জাপানের জনৈকা মহিলা তাঁর বাড়ীর খাবার ঘরে (Dining room) ঐরূপ একটি শিশু গ্রন্থাগার খুলেছেন। জাপানের উত্তর-পূর্ব প্রদেশে Clover Children's Library প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। এই গ্রন্থাগারটি পরিচালিত হয় ব্যক্তিগত ফাণ্ডের দ্বারা। জনৈকা উৎসাহী জাপানী তরুণী তাঁর পিতার হাসপাতালে কাজ করে যে অর্থ উপার্জন করেছিলেন সেই অর্থে ঐ fundটির সৃষ্টি। জাপানের পশ্চিম প্রান্তে Ube সহরে Chidren's Club Library প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থাগার পরিচালনা করেন জনৈকা মহিলা; তিনি পুস্তক আদান প্রদান ছাড়াও পুস্তক পাঠের প্রেরণা দেন শিশুদের। উপরিউক্ত গ্রন্থাগার সমূহে শিশুদের মাতাদেরও অবাধ প্রবেশাধিকার আছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, জাপানে শিশু গ্রন্থাগারের উপযোগিতা সাধারণ্যে স্বীকৃত হ'য়েছে।

জাপানে শিশু গ্রন্থাগারের জন্য শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। যদিও জাপানে যথেষ্ট পরিমাণে পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়, গুণের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় অনেক পুস্তক উচ্চমানের নয়। ব্যঙ্গ পুস্তক ও নিম্নমানের পত্র পত্রিকা ও পুস্তক শিশু গ্রন্থাগার থেকে বাদ দেওয়া হ'চ্ছে। শিশু গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদির প্রকাশন নিয়ন্ত্রণের জন্য Japan Society for protection of Children প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। এখানে Japan Library Association, Japan School Library Association এবং Japan Children Literature Association শিশু সাহিত্য নির্বাচন ও অনুমোদনের ভার গ্রহণ ক'রেছেন। প্রকাশন সংস্থা থেকেও উৎকৃষ্ট শিশু সাহিত্যের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে।

সাধারণ গ্রন্থাগারের Library Service এর extension হিসাবে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার আছে। ঐসব ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার মারফৎ গ্রামে কৃষকদের মধ্যে পুস্তক

বিতরণ করা হয়। দুঃখের বিষয়, শিশুদের জন্য আলাদা ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার নেই। সাধারণ book mobile-এ শিশুদের জন্য শতকরা বারো ভাগ পুস্তক সরবরাহ করা হয়।

জাপানে লাইব্রেরী এসোসিয়েসন ১৯৫৫ সালে একটি Study Group for Childaen's Library প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এর ফলে জাপান লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের Public library section-এ Children's Library Class করা হয়—উদ্দেশ্য—শিশুদের জন্য library service কিভাবে উন্নত করা যায়।

জাপানের সাধারণ গ্রন্থাগারে audio-visual materials-ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসবের জন্য projection room-এর ব্যবস্থা হ'য়েছে সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহে। এই সব গ্রন্থাগারে মাঝে মাঝে record concert এর ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া picture show, discussion ও exhibition-এরও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

Public Libraries in Japan.
By –Binoyendra Sengupta.

ব্রিটিশ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৬৪

এফ. এম. গার্ডনার

"The Public Libraries and Museums Act, 1964"—এই গ্রন্থাগার আইনটি ব্রিটিশ জনমানসের বহু সংগ্রামের ফসল। এই আইনের মাধ্যমে আধুনিক যুগমানস ও জীবনধারার উপযোগী সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার পরিচালন ব্যবস্থার রয়েছে সহজ স্বীকৃতি। ১৯৫৯ সালের রবার্টস কমিটির রিপোর্টে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পুনর্গঠন প্রধানতঃ দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। এক, কর্মদক্ষ শক্তিশালী গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ। দুই, ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে একটি সুসংবদ্ধ নীতি নির্ধারণ। রিপোর্টের এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দুটির ফলে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন কর্তৃপক্ষের স্বাধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ হয়েছে। একটি সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের ওপর সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব স্বায়ত্ত শাসন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা একেবারেই বিলুপ্ত হয়েছে। ক্ষমতার এই হস্তান্তর বা অবলুপ্তি অবশ্যই সহজ কিংবা স্বাভাবিকভাবে হয়নি। সাধারণ গ্রন্থাগারব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতির পেছনে রয়েছে লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের বহু বছরের অনলস প্রচেষ্টা এবং আন্দোলন।

শিক্ষামন্ত্রক রবার্টস কমিটির রিপোর্ট বিবেচনার জন্য দুটি পৃথক উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করেছিলেন। একটির কাজ ছিল ভবিষ্যতে গ্রন্থসংখ্যা, গ্রন্থাগারকর্মী ও গ্রন্থগৃহ সংস্থানের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করা অন্যটির ভার ছিল সর্বস্তরের গ্রন্থাগারের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি সুসংবদ্ধ পরিচালন পদ্ধতি নির্ধারণ করা। এই দুই উপদেষ্টামণ্ডলীর সুপারিশের ভিত্তিতে সরকারী আইনের খসড়া বিলটি পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করেন।

অধিকাংশ অগ্রসর দেশের গ্রন্থাগার আইনেই নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। আরও উন্নত দেশগুলিতে গ্রন্থাগার পরিচালনা ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে অধিক কার্যকরী করার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। সুতরাং ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও যুক্তরাজ্যে এই ধরণের আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় মনে হতে পারে উন্নত দেশগুলির সমস্যার ক্ষেত্রে এই আইন নেহাৎই অপ্রাসঙ্গিক। তবু অতীতের ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে মুক্ত হতে হলে এই আইন থেকে অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। পুরাতন ব্রিটিশ গ্রন্থাগার আইনটি ছিল খুবই স্থিতিশীল। গ্রন্থাগারের স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন কর্তৃপক্ষগুলির কোন নির্দিষ্ট করণীয় ছিলনা। কি করণীয় সে সম্বন্ধে কোন রকম নির্দেশ না করে পুরাতন আইনে বলা হয়েছে কি করা উচিত হবে এমন কি, সাধারণ গ্রন্থাগারের কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার কথাও এতে উল্লিখিত হয়নি।

ইংলণ্ড ও ওয়েলসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই নতুন গ্রন্থাগার আইন একটি নতুন ভাবধারারর প্রবর্তন করেছে। আইনের মুখবন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই আইন ইংলণ্ড ও ওয়েলসের স্থানীয় কর্তৃত্বাধীন সাধারণ গ্রন্থাগারব্যবস্থাকে আরও উন্নত এবং অধিক কার্যক্ষম করে তোলার জন্য রাজ্য সচিবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আনা হবে……'। আইনের প্রথম ধারাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে বলা হয়েছে, রাজ্যসচিব (বর্তমানে শিক্ষা এবং বিজ্ঞান মন্ত্রক) স্বীয় তত্ত্বাবধানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হবেন। এর জন্য প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এই কাজে সহায়তা করার জন্য আইনের তৃতীয় ধারায় দুটি পৃথক গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। পরিষদ দুটির কাজ হবে পৃথকভাবে ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা ও পরিচালনা বিষয়ে উপদেশ দেওয়া।

এই তিনটি ধারা সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় কার্যতঃ সম্পূর্ণভাবে বিবর্তন এনে দিয়েছে। একাধিক কর্তৃপক্ষের যথেচ্ছ কর্তৃত্বের পরিবর্তে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারী বিভাগের হাতে নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যবেক্ষণের ভার ন্যস্ত হয়েছে এবং সমস্ত উন্নয়ন ব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য গ্রন্থাগারিকদের প্রতিনিধিত্ব সহ একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মণ্ডলী গঠন করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা-ব্যবস্থার মান সম্পর্কে কিছু বলা না হলেও ৭নং ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হবে সর্বস্তরের পাঠকদের জন্য সম্ভাব্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা। এবং এর জন্য গ্রন্থ, গ্রন্থাগার কর্মী গ্রন্থগৃহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ইত্যাদির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিশদভাবে বলা হয়েছে। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর বিশেষ ভাবে যত্নবান হবেন।

ক) সর্বশ্রেণীর পাঠকের সাধারণ এবং বিশেষ ধরণের প্রয়োজন মেটাবার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা ; প্রয়োজন বোধে, অন্যান্য গ্রন্থাগারের সাহায্য গ্রহণ।

খ) পাঠক নির্বিশেষে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পূর্ব ব্যবহার করার জন্য উৎসাহ প্রদান এবং গ্রন্থপঞ্জী বা অন্যান্য উপকরণ সমূহের ব্যবহারে সাহায্য করা।

এইসব প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অবশ্যই অত্যন্ত ব্যাপক এবং কমনস সভায় আইনের এই বিলের ওপর আলোচনার সময় বোঝা গিয়েছিল যে, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থগৃহ ও গ্রন্থ সরবরাহ সম্পর্কিত নীতি ক্ষমতাবান দল কর্তৃক নির্ধারিত হবে। বই সম্পর্কে বলা হয়েছে প্রাথমিক প্রয়োজনের দিক থেকে বছরে কমপক্ষে ৭২০০টি বই কিনতে হবে। উপরন্তু প্রতি হাজারে জনসংখ্যায় বছরে ২৫০ বই কিনতে হবে। যার মধ্যে ৯০টি বই হবে অ-উপন্যাস। গ্রন্থাগার কর্মীর ক্ষেত্রে শতকরা ৪০ জন শিক্ষিত হিসাবে প্রতি ২,৫০০ জনসংখ্যায় ১ জন বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মী প্রয়োজন।

সংসদে তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও বিলে উল্লিখিত নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ধারাগুলি গৃহীত হয়েছে। গ্রন্থাগারের সদস্য ছাড়াও নির্দিষ্ট এলাকার আবাসিক ছাত্র বা কর্মীদের কোন প্রকার চাঁদা দিতে হবে না। কেবল বই ফেরৎ না দিলে এবং বই সংরক্ষণের (reservation) জন্য কিছু চাঁদা বা শুল্ক দিতে হতে পারে এবং এই চাঁদা ও অত্যন্ত ন্যায়সংগত ভাবে ধার্য করা হবে।

আইনে ব্যাপক ভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ যাতে সুষ্ঠুভাবে তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারে তার জন্য যথেষ্ট সহায়তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কিন্তু আইনে সহায়তা বা তত্ত্বাবধানের কথা বলা হলেও অর্থ সাহায্যের কোন উল্লেখ নেই। সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালনা ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত একান্তভাবে স্থানীয় কাজ। সুতরাং অনায়াসে বলা যেতে পারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিবেক এবং বিবেচনার উপরই সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কোন রকম আর্থিক সাহায্য ছাড়াই। এজন্য যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে। ইংলণ্ডের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার দিক থেকে দেখতে গেলে এধরণের সমালোচনা কিন্তু একেবারেই অযৌক্তিক। স্থানীয় কর ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট অসন্তোষ থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার পরিচালন ব্যয় বহনে অক্ষম নয়। সাধারণ গ্রন্থাগার খাতে সমগ্র ব্যয়ের শতকরা ৫% ধরা হয়। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার থেকেও যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। সে যাই হোক, গ্রন্থাগারে সাহায্যের ক্ষেত্রে সমস্ত রকম জটিলতা বর্জিত সহজ সরল ব্যবস্থা থাকা উচিত। কোন কোন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের মতে গ্রন্থাগার আইনকে যথাযথ কার্যকরী করতে গেলে ৫০% ভাগ বেশী অর্থের প্রয়োজন হবে। সুতরাং গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকেই এই বায়বহুলতার সম্মুখীন হতে হবে।

লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশনের অভিমতে, বর্তমানে কোন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষই আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমস্ত ব্যয় বহনে সক্ষম নয়। এই স্বীকৃত-সত্যই গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং সম্ভবতঃ দক্ষতা বৃদ্ধিরও সহায়ক, যা নাকি শুধুমাত্র সরকারী সাহায্যেই সম্ভব নয়।

এই সমস্যা সঠিক অনুধাবনের জন্য কিছুটা ইতিহাস জানা প্রয়োজন। ব্রিটেনে মূল গ্রন্থাগার আইন অনুযায়ী গ্রন্থাগারের কর্তৃত্ব পল্লী সমিতি থেকে শুরু করে যে কোন কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত থাকত। তখন পর্যন্ত কোন কাউন্টি বা জেলা পরিষদ ছিল না। এমন কি কাউন্টি সৃষ্টির পরেও কাউন্টির হাতে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত কোন ক্ষমতা ছিলনা। কতগুলি বড় বড় শহর বাদে ইংলণ্ড এবং ওয়েলসে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন কর্তৃপক্ষগুলির মধ্যে কাউন্টি কাউন্সিল বা জেলা পরিষদই ছিল সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী শাসন পরিষদ। ১৯২০ সাল থেকে এই কাউন্টি কাউন্সিলগুলির হাতে গ্রন্থাগারের কর্তৃত্ব আসে শুধুমাত্র সেই সব অংশেই, যেখানে ব্রিটিশ গ্রন্থাগার আইন তখনও পর্যন্ত বলবৎ হয়নি। এরপর ক্রমশঃ ছোট ছোট কর্তৃপক্ষগুলি

কাউন্টির হাতে তাদের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে থাকে। কিন্তু অনেক স্থানীয় কর্তৃপক্ষই কাউন্টির কাছে তাদের ক্ষমতা হস্তান্তরে অনিচ্ছুক ছিল। তার কারণ কিছুটা স্থানীয় ঐতিহ্য এবং কিছুটা সংগত কারণেই তারা ভেবেছিল 'কাউন্টি' যথেষ্ট উন্নত কাজের পরিচয় দিতে পারবে না।

তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও নতুন আইনটি এই জটিলতা মুক্ত হতে পেরেছে। কাউন্টি বরো এবং ১,০০,০০০ বা ততোধিক জনবসতিপূর্ণ শহরাঞ্চলগুলির ওপর গ্রন্থাগারের দায়িত্ব বর্তাবে। কাউন্টি বরো নয় অথচ শহরাঞ্চলে যাদের হাতে গ্রন্থাগারের কর্তৃত্ব আছে, সে সব ক্ষেত্রে ক্ষমতার কোন পরিবর্তন হবে না। কিন্তু সেই সব অঞ্চলে জনসংখ্যা যদি ৪০,০০০এর কম হয় তবে তা মন্ত্রী মহোদয়ের বিবেচনা সাপেক্ষ পরিবর্তন হতে পারে। তিনি যদি মনে করেন যে, গ্রন্থাগার পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজন তবে তিনি তা করতে পারেন। এক্ষেত্রেও কতগুলি দিক বিশদভাবে বিবেচনা প্রয়োজন। তবে সধোরণতঃ ছোট ছোট গ্রন্থাগার কর্তপক্ষ বিশেষ করে ৩০,০০০ হাজারের কম জনবসতি অঞ্চলে অবস্থিত গ্রন্থাগার সমূহ, যদি বছরে ৭২০০ বই কিনতে অপারগ হয়, যে সব ক্ষেত্রে পরিচালনা কর্তৃত্ব 'কাউন্টি' কাউন্সিলের কাছে হস্তান্তরিত হবে, আবার কাউন্টির অধীন ৪০,০০০ হাজার বা ততোধিক জনবসতিপূর্ণ শহরগুলি গ্রন্থাগার পরিচালন ক্ষমতা লাভের জন্য আবেদন করতে পারে।

আশা করা যায়, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার সংস্কারের সাথে সাথে পরিচালন ব্যবস্থার এই বহু কর্তৃত্বের সংখ্যা সীমিত আকার নেবে। বহু পরিচালন ব্যবস্থা সত্ত্বেও ছোট বড় সমস্ত গ্রন্থাগারই সুসংবদ্ধ জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মসূচীর অংশীদার হতে পারবে।

এই পরিবর্তনের মাধ্যমে আইনের ৫নং ধারা কার্যকরী করার সহায়ক হয়েছে। আইনের এই ধারায় বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কার্য প্রণালী নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে, একজন মন্ত্রী হবেন ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। ইংলণ্ড এবং ওয়েলসকে কতগুলি পৃথক গ্রন্থাগার অঞ্চলে বিভক্ত করে, প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য, একটি সামগ্রীক পরিকল্পনার অধীনে, পৃথক পৃথক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। এবং প্রতিটি অঞ্চলে একটি করে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পরিষদ থাকবে। এই পরিষদ অঞ্চলভুক্ত প্রতিটি গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি ও অন্যান্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হবে। পরিষদের কাজ হবে অন্যান্য গ্রন্থাগার পরিষদ এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা।

উপরিউক্ত পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ এবং আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ও আন্তঃ-আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা ও সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার জন্য আইনে কর ধার্যের সুপারিশ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন

গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে যে পরস্পর সহযোগিতা ও নির্ভরতা দেখা যায় তা সম্পূর্ণ বাধ্যবাধকতার বাইরে স্বেচ্ছামূলক ভাবেই। তা সত্ত্বেও, সাধারণ গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে আরও নিবিড় এবং আত্মিক সহযোগিতা গড়ে তোলায় যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্য পাওয়া যাবে কিন্তু কিভাবে এবং কি পরিমাণে তা অবশ্য এখনও স্থির হয় নি।

'ব্রিটীশ সাধারণ গ্রন্থাগার আইনে'র এইগুলিই হল মূল ধারা এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ইংগিত। যদিও মাত্র গত এপ্রিল মাস থেকে এই আইন প্রয়োগ করা হয়েছে, তবু এরই মধ্যে দেখা দিয়েছে সাফল্যের অরুণাভাষ।

শিক্ষা এবং বিজ্ঞানমন্ত্রকের অধীনে একটি ছোট গ্রন্থাগার বিভাগ খোলা হয়েছে। এই বিভাগ গ্রন্থাগার আইনের উল্লিখিত মান অনুযায়ী প্রথম বিভাগীয় সার্কুলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলিকে পাঠিয়েছে। যে সব গ্রন্থাগারে সদস্য চাঁদা নেওয়া হত তা বন্ধ করা হয়েছে। একমাত্র আবাসিকরাই সদস্য হতে পারবেন এমন কোন বাধ্য-বাধকতা এখন আর নেই। এক কথায় গ্রন্থাগারের সদস্যপদ সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে কোন বিধিনিষেধের প্রতিবন্ধক নেই। অনেক কর্তৃপক্ষ আইনের যাথার্থ্য উপলব্ধি করে গ্রন্থাগারকর্মী ও গ্রন্থখাতে যথেষ্ট বেশী পরিমাণে ব্যয় বরাদ্দ করেছেন। আশা করা যায়, ছোট ছোট গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষগণ ক্ষমতা হস্তান্তরের ভয়ে এই সংশোধনের গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি করবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় গ্রন্থাগারবৃত্তির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। অনেক বিষয়ে এই আইন রবার্টস্ কমিটির রিপোর্টের সুপারিশকেও অতিক্রম করে গেছে। রিপোর্ট প্রকাশের খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় আজকের সমাজে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। আরও আনন্দের কথা হ'ল, কমন্স সভা এবং লর্ডস্ সভায় এই আইন সম্পর্কিত আলোচনার পর গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি সকলের মনোযোগ এবং সহানুভূতি আকৃষ্ট হয়েছে। পার্লামেন্টে আইনের অনেক ধারার ওপর চুলচেরা আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে কিন্তু, গ্রন্থাগারের মান উন্নয়নের বিষয়ে কেউই দ্বিমত পোষণ করেন নি। প্রত্যেকেই চেয়েছেন, যাতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ গ্রন্থাগারের পূর্ণ ব্যবহার এবং সহযোগিতা পায়।

পার্লামেন্টে এই আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত বিতর্কে একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে আধুনিক শিক্ষিত গণতান্ত্রিক জনমানস সৃষ্টির জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার বিলাসিতা নয়, একান্ত অপরিহার্য।

[Unesco Bulletin for Libraries থেকে শ্রীবিনয় ভূষণ রায় ও শ্রীঅশোক বসু কর্তৃক অনূদিত।]

British Public Libraries Act, 1964

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগলের গ্রন্থপঞ্জী

উইলিয়ম ইয়েটস, জন ম্যাক, মধুসূদন গুপ্ত। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৩। (সাহিত্য সাধক চরিতমালা নং ৯৬)।

উমেশ চন্দ্র দত্ত। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,……। (সাহিত্য সাধক চরিতমালা)।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা। কলিকাতা, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৩।

কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র। কলিকাতা, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ১৯৬৬।

কেশব চন্দ্র সেন। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৫। (সাহিত্য সাধক চরিতমালা নং ৯৭)।

জগৎ কোন পথে। কলিকাতা, এস, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স,……।

জাগৃতি ও জাতীয়তা। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৬।

জাতিবৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ। কলিকাতা, এস, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স; ১৯৫৩।

জাতির বরণীয় যাঁরা। কলিকাতা, এস, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১৩৫০।

জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৫৪। (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ নং ১১২)।

জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত। কলিকাতা, এস, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১৩৫২।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২য় সং। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৩। (সাহিত্য সাধক চরিতমালা)।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩য় সং। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৪। (সাহিত্য সাধক চরিতমালা)।

বরণীয়। কলিকাতা, এ, মুখার্জী, এণ্ড কোং, ১৩৬৬।

বাংলার উচ্চশিক্ষা। কলিকাতা; বিশ্বভারতী, ১৩৬০। (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ নং ১০৪)।

বাংলার জনশিক্ষা। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৪৯।

বাংলার নবজাগরণের কথা। কলিকাতা, বসুধারা প্রকাশনী,………।

বাংলার নব্য সংস্কৃতি। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৫৮ (লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা)।

বাংলার স্ত্রীশিক্ষা। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৭ (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ)

বিদ্যার্থী মনীষী যাঁরা। কলিকাতা, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ১৯৬০।

বিদ্যাসাগর পরিচয়। কলিকাতা, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৩৬৬।

বিদ্রোহ ও বৈরিতা। কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৬।

বীরত্বের রাজটিকা। কলিকাতা, এস, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১৯৪৬।

বেথুন সোসাইটি। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৭।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, (সাহিত্য সাধক চরিতমালা)।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ। কলিকাতা, শ্রীভারতী পাবলিশার্স, ১৩৫৪।

ভারতের মুক্তি সন্ধানে। কলিকাতা, পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫৮।

মহাসমরের মুখে। কলিকাতা, কাত্যায়ণী বুকষ্টল,.........।

মার্কিন জাতির কর্মবীর। কলিকাতা, ইউ, এন, ধর,......।

মুক্তির সন্ধানে ভারত। তৃতীয় সং। কলিকাতা, অশোক পুস্তকালয়, ১৩৬৭।

রাজনারায়ণ বসু, ২য় সং। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬২। (সাহিত্য সাধক চরিতমালা নং ৪৫)।

রাধাকান্ত দেব, ৫ম সং। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৪। (সাহিত্য সাধক চরিতমালা)।

রামকমল সেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ২য় সং। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬২। (সাহিত্য সাধক চরিতমালা)।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬৪। (সাহিত্য সাধক চরিতমালা নং ১০১)।

সরলা দেবী চৌধুরাণী, শরৎ চন্দ্র রায় (রাঁচী)। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,.........। (সাহিত্য সাধক চরিতমালা)।

সাহসীর জয়যাত্রা। কলিকাতা, এস, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স,......।

সংকল্প ও সাধনা। কলিকাতা ভারতী বুকস্টল, ...।

অনুবাদ ও সংকলন

প্যারিচাঁদ মিত্র। প্যারিচাঁদ মিত্রের ইংরাজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ; অনুঃ রামকমল সেন, সংকলক যোগেশচন্দ্র বাগল, কলিকাতা,........., ১৯৬৩।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিম রচনাবলী ; সম্পাঃ যোগেশচন্দ্র বাগল। কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ,.........। ২ খণ্ড। ১ম খণ্ড—উপন্যাস, ২য় খণ্ড—সাহিত্য।

রমেশচন্দ্র দত্ত—রমেশ রচনাবলী ; সম্পাঃ যোগেশচন্দ্র বাগল। কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬০। ১ম খণ্ড—সমগ্র উপন্যাস

সরলা দেবী—জীবনের ঝরাপাতা ; সম্পাঃ যোগেশ চন্দ্র বাগল। কলিকাতা,......,

ইংরাজী গ্রন্থাবলী

Centenary Volume of the Bethune School and College. Calcutta, Bethune School and College, ...,

History of the Indian Association (1876-1951). Calcutta, Indian Association, 1953.

Peasant Revolution in Bengal. Calcutta, Bharati Library, 1953.

Pramatha Nath Bose. New Delhi, P. N. Bose Centenary Committee, 1955.

Women's Education in Eastern India. Calcutta, World Press, 1956.

[শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগলের এই গ্রন্থপঞ্জীটি গত 'আষাঢ়' সংখ্যায় তাঁর জীবনীর সঙ্গেই প্রকাশিত হবার কথা ছিল। অনিবার্য কারণবশতঃ গ্রন্থপঞ্জীটি ঐ সংখ্যায় ছাপা যায়নি। জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করেছেন শ্রীচঞ্চল কুমার সেন। শ্রীযুক্ত বাগলের ফটোটিও তিনিই সংগ্রহ করেছেন।]—সঃ গ্রঃ।

Books written by
Shri Jogesh Chandra Bagal.

গ্রন্থাগারিক-সংবাদ

গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কে স্মারকলিপি পেশ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত সাধারণ গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্কুল গ্রন্থাগারের কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-সচিব ডঃ ভবতোষ দত্তের নিকট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের স্মারকলিপি পেশ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কিছু প্রতিনিধি গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনার নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা সচিব ডঃ ভবতোষ দত্তের সঙ্গে গত ৩০শে জুলাই, ১৯৬৬ তারিখে এক সাক্ষাৎকার করেন। এই প্রতিনিধিমণ্ডলীতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে ছিলেন : সর্বশ্রী প্রমীলচন্দ্র বসু, ডঃ আদিত্যকুমার ওহ্‌দেদার, সৌরেন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, অনিলকুমার দত্ত এবং প্রবীর রায়চৌধুরী। ডঃ দত্ত ধৈর্য সহকারে প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিরা জানান যে, পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড লাইব্রেরীস্ এম্পলয়িস্ এ্যাসোসিয়েশন গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য যে বেতনের হার সুপারিশ করেছেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সেই বেতনের হার কার্যকরী করার পক্ষপাতী। গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের নিয়মিত বেতন না পাওয়ার ফলে যে দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাতে হয় সেই সম্পর্কে প্রতিনিধিরা শিক্ষা সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিক্ষা সচিব স্মারকলিপির উপর সমস্ত বক্তব্য শুনে এই সম্পর্কে সুবিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

স্মারকলিপির সারমর্ম

বিষয় : সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং অপরাপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ভাতা ইত্যাদি সংক্রান্ত বক্তব্য।

১। সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ গ্রন্থাগার

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূচনায় পশ্চিমবঙ্গে সরকারী উদ্যোগে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। প্রায় ১৫০০ গ্রন্থাগার কর্মী এই পর্যন্ত এই ব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামীণ, আঞ্চলিক, জেলা ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারসমূহে কর্মরত আছেন। এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির সূচনা থেকে বহু বৎসর যাবৎ গ্রন্থাগারকর্মীদের অত্যন্ত স্বল্প ও নির্দিষ্ট (Consolidated) বেতনে কাজ করে যেতে হয়। বিভিন্ন দায়িত্বশীল সরকারী বেসরকারী তরফ থেকে বহুবার বেতন সংক্রান্ত বিষয়ে সুসামঞ্জস্য ও সুবিবেচনার আশ্বাস পাওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে এ ব্যাপারে কোন সমাধান করা হয়নি। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার

কর্মীদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে অসন্তোষ ও হতাশার সৃষ্টি হতে থাকে। অবশেষে দীর্ঘ প্রত্যাশার পর ১-৪-১৯৬৪ সালে এক ধরণের নিরুৎসাহব্যঞ্জক বেতনক্রম চালু হয়, যা গ্রন্থাগার কর্মীদের আরও গভীর ভাবে হতাশ্বাস করে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ গভঃ স্পনসর্ড লাইব্রেরী এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের তরফ থেকে গ্রন্থাগার-কর্মীদের দায়িত্ব, শিক্ষা ও যোগ্যতা এবং সর্বোপরি দেশের আর্থিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে একটি ন্যায়সঙ্গত বেতনক্রম চালু করার ব্যাপারে বহুবার সরকারের নিকট আবেদন, সাক্ষাৎ ও স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। এই অসঙ্গত বেতনক্রমের মূল ত্রুটি গুলি হচ্ছে :

(ক) এই নিম্নমানের বেতনক্রম চালু করার সময় দেশের বর্তমান ক্রমবর্দ্ধমান দ্রব্যমূল্য এবং নিদারুণ আর্থিক দুরবস্থা ছাড়াও গ্রন্থাগার কর্মীদের কার্যপদ্ধতি, অভিজ্ঞতা বিশেষ ধরণের বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং সর্বোপরি সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাঁদের যে বিরাট ভূমিকা রয়েছে তাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে।

(খ) বেতনক্রম চালু করার সময় কোন সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত নীতি স্থির করা হয়নি। সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলিতে দেখা যাচ্ছে একই ধরণের কর্মপদ্ধতি, পদমর্যাদা ও দায়িত্ব হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরণের বেতনক্রম চালু করা হয়েছে। এটা আনন্দের বিষয় যে তিনটি গ্রন্থাগারেও যে কিছুটা পরিমাণ ন্যায় সঙ্গত বেতনক্রম চালু হওয়া দরকার, এ বিষয়টি কর্তৃপক্ষ অন্ততঃ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, যেমন টাকী সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী ইত্যাদি। কিন্তু একটা ব্যাপার বোধগম্য হয় না যে একই ধরণের পদমর্যাদা ও কর্মপদ্ধতি ও দায়িত্ব হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ গ্রন্থাগারে ঐ বেতনক্রম চালু করা হ'লনা কেন ? এই বৈষম্যের কারণ বোধগম্য নয়। নিম্নলিখিত তালিকাটি থেকে এই বৈষম্যের স্বরূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠবে :

পদমর্যাদা	জেলা গ্রন্থাগার	টাকী, কালিম্পং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার	গ্রামীণ গ্রন্থাগার	আঞ্চলিক গ্রন্থাগার
গ্রন্থাগারিক	(ক) ১৬০—২৯৫, +২৫, মহার্ঘ্য-ভাতা (বি. এ.+ ডিপ্ লিব্) (খ) ২১০—৪৫০ +২৫ টাকা মহার্ঘ্য ভাতা (এম. এ. অনার্স +ডিপ্ লিব্)	২৫০—৫৫০+ ৪০ টাকা মহার্ঘ্যভাতা		

পদমর্যাদা	জেলা গ্রন্থাগার	টাকী, কালিম্পং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার	গ্রামীণ গ্রন্থাগার	আঞ্চলিক গ্রন্থাগার
এ্যাসিস্টাণ্ট লাইব্রেরিয়ান	১৬০—২৭৫ (কেবলমাত্র পঃ দিনাজপুর)	১৭৫—৩২৫+২৮৲ মহার্ঘ্য ভাতা		
লাইব্রেরী এ্যাসিস্টাণ্ট	৮০—১২৫	১২৫—২০+১৫৲ মহার্ঘ্য ভাতা		
লাইব্রেরী এ্যাটেণ্ডাণ্ট	৬৫—৮৫	৬০—৭৫+১৫ মহার্ঘ্য ভাতা		
ড্রাইভার	১০০—১৪০	১০০—১৪০+ ১৫ মহার্ঘ্য ভাতা		
পিয়ন, ক্লিনার, দারওয়ান, ওয়াচম্যান, দপ্তরী ইত্যাদি	৪৫—৬০	৬০—৭৫+১৫ মহার্ঘ্য ভাতা	৪৫—৬০ সাইকেল পিওন	৪৫—৬০ সাইকেল পিওন।

(গ) যদিও অধিকাংশ গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকরা এবং বিভিন্ন জেলা গ্রন্থাগারের লাইব্রেরী এ্যাসিস্টাণ্টরা স্কুল ফাইনাল ও লাইব্রেরীয়ানশিপে সার্টিফিকেট পাশ করেছেন এবং গ্রন্থাগার সংক্রান্ত ব্যাপারে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তবুও তাঁদের ৮০-১২৫ টাকা বেতনক্রমে রাখা হয়েছে, যা কেবলমাত্র স্কুল ফাইনাল পাশ ১২৫—২০০ টাকা বেতনক্রমের অধিকারী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'এল-ডি' ক্লার্কের চেয়েও কম।

(ঘ) সরকারী কর্মচারীর পক্ষে যে মহার্ঘ্য ভাতা, চিকিৎসা-ভাতা, ছুটীর সুযোগ এবং অন্যান্য সুবিধাদি পেয়ে থাকেন সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের কর্মীদের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হয়েছে।

(বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড লাইব্রেরী এমপ্লয়িজ এ্যাসোঃ রচিত বেতনক্রমের সুপারিশ এই স্মারকলিপির সঙ্গে দেওয়া হয়েছে)।

বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের গ্রন্থাগারিকদের অত্যাবশ্যকীয় ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইউ. জি. সি ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে একটি বেতনক্রমের সুপারিশ করেন, এবং উক্ত বেতনক্রম চালু করার ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে পূর্ণ সমর্থনও জানান হয়েছে। উক্ত সুপারিশে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের প্রফেসার, রীডার এবং

লেকচারারদের বেতনক্রম গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে একথা বলা হয়েছে। ইউ, জি, সি-র প্রথম সার্কুলারে উপরোক্ত বেতনক্রম পাওয়ার জন্য নিম্নতম শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা বলা হয়। কিন্তু পরবর্তী কালে কর্মরত অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে এই শিক্ষাগত যোগ্যতার কড়াকড়ি শিথিল করা হয়েছে। ঐ সব ক্ষেত্রে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সুপারিশ ইউ, জি, সি প্রবর্তিত বেতনক্রম পাওয়ার একমাত্র বিষয় বলে বিবেচিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই বেতনক্রম চালু করার জন্য যে আর্থিক সংস্থান প্রয়োজন তার শতকরা ২০% ভাগ যদি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা রাজ্যসরকার দিতে স্বীকৃত হন, তবে বাকী শতকরা ৮০% ভাগ ইউ, জি, সি বহন করতে রাজী। বেসরকারী কলেজগুলির মধ্যে পুরুষদের কলেজের ক্ষেত্রে ইউ, জি, সি শতকরা ৫০% ভাগ ও মহিলা কলেজগুলির ক্ষেত্রে ৭৫% ভাগ অর্থ সাহায্য দিতে ইচ্ছুক যদি বাকী অর্থ স্ব স্ব কলেজ কর্তৃপক্ষ বা রাজ্যসরকার বহন করতে রাজী হন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বাদ দিলে, কেবলমাত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিকের ক্ষেত্রটি ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আজও ইউ, জি, সি প্রবর্তিত বেতনক্রম চালু করা হয়নি। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকর্মীদের এবং অন্তর্ভুক্ত কলেজ সমূহের মধ্যে যে গুলিতে ইউ, জি, সি বেতনক্রম চালু হতে পারে তার একটি তালিকা ও প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যের একটি বিবরণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের নিকট পেশ করেন; কিন্তু অদ্যাবধি এই ব্যাপারে কিছুমাত্র কাজ হয়নি।

ইউ, জি, সি-র প্রস্তাবিত বেতনক্রম বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের কর্মরত শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকদের মনে গভীর উৎসাহ ও আগ্রহের সৃষ্টি করে। তাঁরা এই স্বীকৃতির সত্বর রূপায়ণ আশা করতে থাকেন। কিন্তু দীর্ঘদিন প্রতীক্ষার পরও তাঁদের সে আশা অপূর্ণ থেকে যায়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরলোকগমণ করেছেন, অনেকেই কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এই অকারণ দীর্ঘসূত্রতা অনেকের মনেই আজ গভীর হতাশা ও অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে। শিক্ষা জগতে গ্রন্থাগারিকদের এই তিক্ত ও হতাশাব্যঞ্জক মনোভাব, ভবিষ্যতে শিক্ষার সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দেবে। সুতরাং আশা'করা যায় অবিলম্বে ইউ, জি, সি প্রস্তাবিত বেতন-ক্রম প্রবর্তন করে কর্তৃপক্ষ এই অস্বাভাবিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হবেন।

পলিটেকনিক ও ডে-স্টুডেন্টস্ হোম সহ কলেজ গ্রন্থাগারকর্মীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কোন একই ধরণের বেতনক্রম কোথাও নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সরকারী ও সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহে পুস্তকের সংখ্যার ভিত্তিতে গ্রন্থা-গারিকদের বেতনক্রম নির্দ্ধারণ করার একটি অবৈজ্ঞানিক নীতি গ্রহণ করেছেন। এই অসঙ্গত এবং অযৌক্তিক পদ্ধতির অবিলম্বে অবসান ঘটিয়ে অত্যন্ত সঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক নীতির দ্বারা নির্দ্ধারিত ইউ, জি, সি প্রস্তাবিত বেতনক্রম প্রবর্তন করা হোক!

বেসরকারী কলেজসমূহেও কোথাও একই ধরণের বেতনক্রম নাই। কোন কলেজেই গ্রন্থাগারকর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও বিশেষ ধরণের কার্য প্রণালীকে বিচার করে বেতনক্রম স্থির করা হয় নাই।

সরকারী ও সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহে গ্রন্থাগারকর্মীদের শিক্ষকদের (ডেমনষ্ট্রেটর সহ) সমান মহার্ঘ্য ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি দেওয়া হয়না। এই বৈষম্যের সত্বর অবসান হওয়া উচিত।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গ্রন্থাগারকর্মীদের জন্য নিম্নলিখিত দাবীগুলি রাখা হয় :

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহে অবিলম্বে বকেয়া সহ ইউ, জি, সি বেতনক্রম প্রবর্তন করা হোক।

(খ) অবিলম্বে পুস্তকের সংখ্যার ভিত্তিতে নিরূপিত বেতনক্রম স্থিরীকরণের অযৌক্তিক নীতির অবসান ঘটিয়ে, কেবলমাত্র গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বৃত্তিমূলক শিক্ষার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাকে বেতনক্রম স্থিরীকরণের একমাত্র নীতি গ্রহণ করা হোক।

(গ) ইউ, জি, সি-র বেতনক্রমের আওতায় যে সমস্ত গ্রন্থাগারকর্মী পড়েন না, তাঁদের বর্তমান সামাজিক ও আর্থিক প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে, উপযুক্ত বেতনক্রম দেওয়া হোক।

(ঘ) মহার্ঘ্যভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারকর্মীদের শিক্ষকদের সমপর্যায়ের সর্ববিধ সুবিধা দেওয়া হোক।

৩। সিকিওরিটি ডিপোজিট

বিংশ শতাব্দীর এই মধ্যপাদে দাঁড়িয়ে আমরা চিন্তাও করতে পারিনা, কোন উন্নতিশীল দেশে আজও গ্রন্থাগারিকদের কাছ থেকে সিকিওরিটি ডিপোজিট দাবী করা হয়। পরিষদ মনে করেন সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত যে কোন ধরণের গ্রন্থাগারে এই ধরণের সিকিওরিটি ডিপোজিটের ব্যবস্থা আছে, সরকার অবিলম্বে তা যেন প্রত্যাহার করেন।

৪। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ থাকা সত্বেও আজও পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে একজন করে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা হয় নাই। এই ব্যাপারে পরিষদ নিম্নলিখিত দাবীগুলি রাখেন :

(ক) প্রতিটি বিদ্যালয়ে একজন বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক অবশ্যই রাখতে হবে এবং শিক্ষকদের দ্বারা গ্রন্থাগার পরিচালন ব্যবস্থার অবসান অবিলম্বে হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করার যে প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা

(খ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমপর্যায়ে বেতন ও পদমর্যাদা দিতে হবে। যে সমস্ত গ্রন্থাগারিকদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা নাই, তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে স্থিরীকৃত বেতনক্রমের প্রারম্ভিক স্তরে প্রথমে যোগদানের সুযোগ দিতে হবে। ভবিষ্যতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা অর্জনের জন্য ডেপুটেশনের সর্ববিধ সুযোগ দিতে হবে, যাতে করে তাঁরা বেতনক্রমের পরবর্তী সুবিধাগুলি পেতে পারেন।

(গ) শিক্ষকদের সমান সর্ববিধ ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করা হোক।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের পুনর্মিলনোৎসব

গত ২৩শে জুলাই, শনিবার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের প্রথম মিলনোৎসব বিশ্ববিদ্যালয়ের গান্ধীভবনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে বিদায়ী উপাচার্য ডঃ ত্রিগুণা সেন বর্তমান জগতে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে উল্লেখ করেন। আমাদের দেশে গ্রন্থাগার কর্মীরা যথোপযুক্ত মর্যাদা পান না এ কথা তিনি স্বীকার করেন। আগামী বৎসর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, লিব, এস, সি কোর্স প্রবর্তন করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। বর্তমান উপাচার্য শ্রীহেমচন্দ্র গুহ, আর্টস্ কলেজের অধ্যক্ষ, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপকগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টে জানা যায় যে, একটি প্রাক্তন ছাত্রসমিতি গঠিত হবে। এই সমিতি অন্যান্য কার্যাবলী ছাড়াও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক একটি পত্রিকা প্রকাশ করবেন। এই উপলক্ষে বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিকদের বাণী ও প্রবন্ধ সম্বলিত একটি স্মারক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সভার শেষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আবৃত্তি, গান, যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্যে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করেন। এ ছাড়াও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ অভিনীত 'অভিসার' নৃত্যনাট্য ও 'অসংলগ্ন' নাটকটি দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে।

গ্রন্থাগার-সংবাদ

কলিকাতা

বিদ্যুৎচক্র সাধারণ পাঠাগার। পূর্ব সিঁথি। দমদম। কলিকাতা-৩০

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছেন :—

সর্বশ্রী মাখন লাল কুণ্ডু, সভাপতি, সুধাময় ভট্টাচার্য, সহঃ-সভাপতি, প্রলয় কুমার রায়, সম্পাদক, শঙ্কর ভট্টাচার্য ও নরেন পুততুণ্ড সহঃ-সম্পাদক, জগদীশ রায়, গ্রন্থাগারিক, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, দক্ষিণ দমদমের পৌর কমিশনার মোহিত চট্টোপাধ্যায়

মেদিনীপুর

জেলা গ্রন্থাগার। তমলুক।

আগামী ২৮শে আগষ্ট '৬৬ রবিবার বেলা ১টায় তমলুক জেলা গ্রন্থাগারের সন্মুখস্থ প্রাঙ্গণে মেদিনীপুর জেলার আঞ্চলিক, গ্রামীণ, মহকুমা ও জেলা গ্রন্থাগার সমূহের কর্মিবৃন্দের একটি সভা আহ্বান করা হয়েছে। আলোচ্য বিষয় দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগারিকদের কর্তব্য।

তরুণ সঙ্ঘ। মধ্য হিজলী।

গত ২১শে জুলাই সঙ্ঘ প্রাঙ্গনে বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি ও সমাজশিক্ষা আধিকারিক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকলেই সঙ্ঘের কার্যধারার বিশেষ প্রশংসা করেন।

হাওড়া

ভারত পাঠাগার। ২৭, অন্নদাপ্রসাদ ব্যানার্জী লেন।

গত ২৮শে মে '৬৬ পাঠাগার কক্ষে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। অধ্যাপক শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী ও অধ্যাপক শ্রীকমলেন্দু ঘোষ যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। সুচিন্তিত ও মনোজ্ঞ ভাষণের মাধ্যমে তাঁরা বিশ্বকবি ও বিদ্রোহী কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। এই উপলক্ষ্যে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

হুগলী

শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী। শ্রীরামপুর।

শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী অ্যাণ্ড মিউচুয়াল ইমপ্রুভমেণ্ট অ্যাসোসিয়েশনের ১৯৬৫-৬৬ সালের কার্যনির্বাহক সমিতির এক রিপোর্টে জানা গেল লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠার পর ৯৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং বর্তমান বৎসরে এটি ৯৬তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। লাইব্রেরী স্থানীয় পৌরসভা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জেলা সমাজশিক্ষা অধিকারের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে। সরকারী সাহায্য পেতে যে শুধু দেরী হয় তাই নয় এই সাহায্য প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। প্রথমদিকে এই সাহার্য্যের পরিমাণ ছিল ৮০০৲ টাকা। বর্তমানে একে কেটে ২৫০৲ টাকায় নামানো হয়েছে। বর্তমানে গ্রন্থাগারের তীব্র অর্থ সংকট চলেছে। আয় ব্যয়ের হিসাব থেকে দেখা যায় এবৎসর ২৬০৮'৭০ টাকা আদায় হয়েছে। পৌরসভা থেকে ১৯৬১-৬২ সালের এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের থেকে ১৯৬৩-৬৪ সালের অর্থ সাহায্য মিলেছে যথাক্রমে ২৮০৲ ও ৩০০৲ টাকা। অথচ খরচ হয়েছে ৩৫৯৯'২০ পয়সা।

বিজ্ঞপ্তি

গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীর সমর্থনে জনসভা

স্থান : মহাবোধি সোসাইটি হল (কলেজ স্কোয়ার)

২৬শে আগষ্ট, শুক্রবার সন্ধ্যা ৬-৩০টা

সভাপতি : **ডঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী**

(সভাপতি, পঃ বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি)

বক্তা—**সর্বশ্রী সত্যপ্রিয় রায়, নির্মাল্য বাগচী, দিলীপ চক্রবর্তী, দেবজ্যোতি বর্মণ, হরেন্দ্রনাথ মজুমদার, নির্মল ভট্টাচার্য, অনিল রায়চৌধুরী ও গন্থাগারিক বৃন্দ।**

* ইউ, জি, সি, বেতনক্রমের প্রবর্তন চাই।
* শিক্ষকদের অনুরূপ মহার্ঘ্যভাতা চাই।
* ইউ, জি, সি, সুপারিশের আওতায় আসেনি এই ধরণের কর্মীদের জন্য নূতন বেতনক্রম চাই।
* কলেজ গ্রন্থাগারিকদের কলেজ কাউন্সিলের সদস্য করতে হবে।
* গ্রন্থাগারিকদের নিকট হতে সিকিউরিটি ডিপোজিট নেওয়া চলবে না।
* পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের এবং ডে-স্টুডেন্টস্ হোমের গ্রন্থাগারিকদের কলেজ শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন দিতে হবে।
* কলেজ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে প্রফেসর-ইনচার্জ প্রথা বাতিল কর।
* গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য জীবন ধারণের উপযোগী নূতন বেতনক্রম চাই। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও স্পনসর্ড লাইব্রেরীস্ এম্পলয়িস্ অ্যাসোসিয়েশনের সুপারিশ কার্যকরী করা হোক।
* পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যান্য কর্মীদের ন্যায় মহার্ঘ্যভাতা, মেডিকেল রিলিফ, ছুটি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুবিধা এবং অন্যান্য সুবিধাদি দিতে হবে।
* সার্ভিসরুল চালু করতে হবে।
* যথা সময়ে মাসিক বেতন দিতে হবে।
* বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ কালে পুরো বেতন সহ ছুটি দিতে হবে।
* গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থাগার কমিটির সম্পাদক করতে হবে।
* গ্রন্থাগার কর্মীদের সন্তান-সন্ততিদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অনুরূপ বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে।
* স্কুলে সর্বসময়ের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করতে হবে।
* বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন ও মহার্ঘ্য ভাতা দিতে হবে।
* পুস্তকের সংখ্যার উপর নির্ভর করে বেতনের হার নির্ধারণের অযৌক্তিক প্রথা বাতিল কর।

—বঙ্গীয় গন্থাগার পরিষদ—

'ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য' ও 'মুক্তিপথে'

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক আদেশবলে ডঃ অমূল্য চন্দ্র সেন লিখিত ও শ্রীকিরণ কুমার রায় কর্তৃক প্রকাশিত 'ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য' গ্রন্থটির প্রচার, পুনঃপ্রকাশ, মুদ্রণ, বিক্রয় ও বিতরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অপর এক আদেশবলে প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ও তৎকর্তৃক মহিষবাথান, ২৪ পরগণা হ'তে প্রকাশিত এবং ১২০।২ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা 'প্রবাসী প্রেস' থেকে সজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত 'মুক্তিপথে' পুস্তকটির ওপর থেকে সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছেন। বইটির ওপর ১৯৩১ সালের ২৫শে জুলাই তৎকালীন সরকার এই নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন।

ক্যালকাটা গেজেট (অতিরিক্ত) ৩০শে জুন ও ২৮শে জুলাই, ১৯৬৬

ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ।

ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ (ইয়াসলিক) আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে বিশেষ গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি শিক্ষাক্রম শুরু করতে যাচ্ছেন। এই শিক্ষাক্রমে ভর্তি হবার নিম্নতম যোগ্যতা হল গ্রাজুয়েট ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা। অনধিক ৩০ জন ছাত্রকে এই শিক্ষাক্রমে ভর্তি করা হবে। এবং কোর্সটি ছয় মাসের হবে।

ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণ তহবিলের সাহায্যার্থে আগামী ২রা অক্টোবর '৬৬ রবিবার কলকাতার 'নিউ এম্পায়ারে' উদয়শঙ্কর ও সম্প্রদায় কর্তৃক একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে ইয়াসলিক টিটাগড় আর্ট পেপারে ছাপা (সাইজ ১০″×৭½″) একটি সুদৃশ্য স্মরণীপত্র প্রকাশ করবেন। বিজ্ঞাপনদাতদের ১২ই সেপ্টেম্বর '৬৬র মধ্যে ইয়াসলিক অফিসে (অ্যালবার্ট হল দ্বিতলে, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২) বিজ্ঞাপন, ব্লক ইত্যাদি পৌঁছে দিতে অনুরোধ করা হয়েছে।

Notices.

(১৯০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

চেষ্টা করেছিলেন তেমনি ১৯৬৫ সালের ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল ভারত সভা ভবনে জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্মেলনে ও ১৯৬৬ সালের ৩রা জুলাই স্টুডেন্টস হলে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক সমিতির উদ্যোগে আহুত সম্মেলনে পরিষদের সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। গ্রন্থাগারকর্মীদের এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, জনমত সৃষ্টির জন্য ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সফলভাবে আলাপ-আলোচনা চালাবার জন্য সম্ভবতঃ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদই এখনও সবচেয়ে প্রতিনিধিত্ব-মূলক প্রতিষ্ঠান ও উপযুক্ত মাধ্যম।'

Upgrading the Library Workers (Editorial)

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৫ | ১৩৭৩, ভাদ্র

॥ সম্পাদকীয় ॥

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও গ্রন্থাগার উন্নয়ন

গত ২৯শে আগষ্ট ভারতের পার্লামেন্টে চতুর্থ যোজনার খসড়া পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছে। মোট ২৩,৭৫০ কোটি টাকার এই খসড়া পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ১২১০ কোটি টাকা। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষায় ৩২২ কোটি, মাধ্যমিক শিক্ষায় ২৪৩ কোটি, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজী শিক্ষায় ১৭৫ কোটি এবং শিক্ষক খাতে ৭২ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

গ্রন্থগার উন্নয়নের জন্য শিক্ষাখাতে এই মোট বরাদ্দের কত অংশ ব্যয়িত হবে তা আমাদের জানা নেই। তবে শোনা গিয়েছিল চতুর্থ যোজনায় পাবলিক লাইব্রেরী উন্নয়নের জন্য ২১ কোটি টাকা খরচ করা হবে। ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে প্ল্যানিং কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত "মেমোরাণ্ডাম অন দি ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান"-এ শিক্ষা খাতে মোট ১৮৪৭ কোটি টাকা খরচ করার প্রস্তাব হয়েছিল। এর ফলে চতুর্থ যোজনায় সর্বশ্রেনীর গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত অর্থের সংস্থান হত। কিন্তু পরবর্তীকালে এই "মেমোরাণ্ডামে" প্রস্তাবিত চতুর্থ যোজনার মোট বরাদ্দ ১৫,৬২০ কোটি টাকা বাড়িয়ে যদিও ২৩,৭৫০ কোটি টাকা করা হয়েছে কিন্তু শিক্ষাখাতে মোট ব্যয় ১৮৪৭ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ১২১০ কোটি টাকা করা হয়েছে। স্বভাবত:ই এর ফলে শিক্ষার বিভিন্নস্তরে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ যেমন কমে গেছে তেমনি গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণও কমে যাবে। তাছাড়া মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলেও এই উন্নয়ন ব্যাহত হবে।

অধিকাংশ সভ্যদেশেই শিক্ষা বাজেটের অন্তত: ৫% গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত হয়। এই সকল দেশ তাঁদের সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় যথোচিত গ্রন্থাগারব্যবস্থা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেন। ডঃ রঙ্গনাথন মনে করেন, আমাদের শিক্ষা বাজেটের ৬% গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত। গ্রন্থাগারগুলি যে ক্ষেত্রে নতুন, সেক্ষেত্রে প্রথম কয়েক বছর মূল প্রয়োজনীয় বই ও পত্রপত্রিকা সংগ্রহ, গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি প্রধান ব্যয়ের (Capital expenditure) জন্য বাজেটের ১০% ব্যয় করাই সঙ্গত। অথচ গত তিনটি পরিকল্পনায় দেখা গেছে গ্রন্থাগারের জন্য

শিক্ষা বাজেটের ১% খরচ করা হয়েছে এবং তাও এলোমেলোভাবে খরচ করা হয়েছে। এতে শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকেই অস্বীকার করা হয়েছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যদিও একশ বছরের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর অন্তর্ভুক্ত অনেক কলেজেরই বয়স অর্ধশতাব্দী পার হয়ে গেছে কিন্তু সে তুলনায় কি বিশ্ববিদ্যালয়, কি কলেজগুলিতে উন্নততর গ্রন্থাগারব্যবস্থার প্রবর্তন আজো হয়নি। কোথাও দেখা যায়, গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক নাই; কোথাও প্রয়োজনীয় বই ও পত্রপত্রিকার একান্তই অভাব; কোথাও বা যদিও বই বা পত্র পত্রিকা আছে সেগুলি গ্রন্থাগারের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা বা প্রসেসিং করার কোন ব্যবস্থা নেই। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলির শিক্ষাপ্রসার ও গবেষণার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তা এই সকল গ্রন্থাগারগুলির দ্বারা একেবারেই পালিত হচ্ছেনা। আর উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আছে তেমনি শিক্ষার মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরেও গ্রন্থাগারের একান্ত প্রয়োজন একথা বোঝবার সময় এসেছে। উচ্চস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গ্রন্থাগারেরও ইউ জি সি-র অর্থানুকূল্যেকিছু কিছু উন্নতি হয়েছে। কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারব্যবস্থা একেবারেই অবহেলিত। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগারিকের অস্তিত্ব নেই। গ্রন্থাগারের নামে যা আছে তা গোঁজামিল ছাড়া কিছু নয়। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রেও এ পর্যন্ত যা কিছু করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য।

ভারত সরকার নিয়োজিত লাইব্রেরী কমিটির রিপোর্টে (১৯৫৯) আমাদের দেশের গ্রন্থাগারব্যবস্থার বর্তমান অপ্রাচুর্য ও নানা অসঙ্গতি লক্ষ্য করা হয়েছিল এবং তার প্রতিকারকল্পে ব্যবস্থাবলম্বনের কথাও বলা হয়েছিল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম থেকেই বিভিন্ন রাজ্যে পাবলিক লাইব্রেরী উন্নয়নের এক পরিকল্পনা করা হয়েছিল। যার ফলে রাজ্য, জেলা, আঞ্চলিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই পাবলিক লাইব্রেরীগুলিকে সুসংবদ্ধ রূপ দেওয়ার জন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬২ সালে একটি মডেল পাবলিক লাইব্রেরী বিল রাজ্যগুলির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করেছিলেন—কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরা আজও অধিক দূর অগ্রসর হয়েছেন বলে জানা নেই।

ভারতবর্ষের জাতীয় গ্রন্থাগারের উন্নয়ন এবং বিশ্বের সকল জাতীয় গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নে সহযোগিতার কর্মসূচী গ্রহণ এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কলিকাতা ছাড়াও আরও তিনটি কেন্দ্রে, যথা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপন ও তার উন্নতিবিধানের কথা ভাবা হয়েছিল। সুখের বিষয়, এইসব কর্মসূচীর জন্য অকৃপণ সরকারী সাহায্যের অভাব হয়নি।

গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য এখনও বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হবে। শতকরা ৩০ জন শিক্ষিত ব্যক্তির জন্য এই ব্যয় সঙ্গত নয় বলে অনেকের

(শেষাংশ ২৬৪ পৃষ্ঠায়)

পুস্তকসূচীর ইতিহাস : ঊনবিংশ শতাব্দী, [১৮১০-১৯১৪]

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

(২)

সাধারণ বা বিশ্ব পুস্তক সূচী

Brunet, Charles-Jacques—পারীর গ্রন্থাগারিক (১৭৮০-১৮৬৭)। ইনি একখানি বিশ্ব পুস্তকসূচী প্রকাশ করেন। এই পুস্তকসূচী সে সময়ে সারা ইউরোপে নির্বাচিত পুস্তকের সূচী হিসাবে পরিগণিত হয় এবং আজও এ পুস্তকসূচী অন্যতম পুস্তকসূচী হিসাবে পরিগণিত হয়। ১৮০২ সালে Brunet এর বয়েস যখন ২২, তখন Dictionnaire bibliographique des livres rares নামক পুস্তকসূচীর একটি ক্রোড় পুস্তক প্রকাশ করেন। Dictionnaire bibliographique ·····Cailleau, A. C, ও Duclos, C. P দ্বারা প্রণীত হয় ১৮৯০ সালে ৩ খণ্ডে। ১৮১০ সালে Brunet প্রকাশ করেন Manuel du libraire et de l'amatear de livre, এই বই খানির উপর, পঞ্চম সংস্করণ পর্যন্ত তিনি কাজ করে যান এবং বহু প্রকারে এই বই খানির উন্নতি সাধন করেন। ৫ম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে।

প্রথম সংস্করণ ৩ খণ্ড। বইখানি লেখকের নামের আভাক্ষর অনুযায়ী ও নামহীন পুস্তকের নামে সাজান। কোন বই দামী ও কোন বই বিরল, এবং আধুনিক বইয়ের কোন বিশেষত্ব থাকলে, প্রত্যেক বইয়ের অন্তর্গত ছবির বর্ণনা দেওয়া আছে। শেষের খণ্ড বিষয়সূচী। এই সূচীতে বইগুলিকে বিষয়ানুযায়ী সাজান হ'য়েছে এবং আরও কতগুলি বইকে এই সূচীতে স্থান দেওয়া হ'য়েছে। এ বইগুলি বিরল বা মূল্যবান নয়। Brunet পুস্তকের জাতি বিচারের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, সেই পন্থা ফ্রান্সে "Systeme des libraires" অর্থাৎ Book-sellers system হিসাবে পরিচিত হ'য়েছিল। Prosper Marchand ১৭০৬ সালে Bibliotheca Bigotiana প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে Marchand জাতিবিচারের যে পন্থা অবলম্বন করেন Brunet সেই পন্থার দ্বারা প্রভাবিত হন। এই জাতি বিচারের পন্থা সারা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে পরিমার্জিত ও পুস্তক ব্যবসায়ীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

Brunet তাঁর পুস্তকসূচী প্রণয়ন করবার জন্য যে সব লেখকের পুস্তকসূচীর সাহায্য নিয়েছিলেন তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন—: Cailleau & Duclos (১৭৯০), Renouard, D. Clement (১৭৫০-৬০), P. Lelong, Fontanini, Haym, Schoell, E. Harwood, A. Clarke, Dibdin ইত্যাদি। এই সব লেখকের লেখা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

২য় সংস্করণ ছাপা হয় ১৮১৪ ও ৩য় সংস্করণ ছাপা হয় ১৮২০ সালে। এ দুটি সংস্করণ ৪ খণ্ডে। এই চার খণ্ডে ৩০,০০০ পুস্তকের উল্লেখ আছে।

৪র্থ সংস্করণ ছাপা হয় ৫ খণ্ডে ১৮৪২-৪৪ সালে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে পুস্তকের জাতি বিচার সম্বন্ধে যত পন্থা অবলম্বন করা হ'য়েছে সেই সব পন্থার বর্ণনা এই সংস্করণের প্রথম দিকে দেওয়া আছে। ৪র্থ খণ্ডের শেষের দিকে Gothic Book of hours সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ আছে। এই book of hours গুলি সাধারণত Paris-এ পঞ্চদশ শতাব্দীতে এবং ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় দিকে ছাপা হয়েছিল।

৫ম সংস্করণ ছাপা হয় ১৮৬০ সালে, ৬ খণ্ডে। প্রত্যেক পৃষ্ঠার-পাদদেশে, যে সব বই শেষের খণ্ডের সূচীতে উল্লিখিত হয়েছে, উল্লেখ করা হয়েছে। এই সংস্করণে প্রায় ৪০,০০০ পুস্তকের উল্লেখ করা হয়েছে।

Brunet পুস্তকসূচীর ইতিহাসে একজন অতি পরিচিত ব্যক্তি। তার পুস্তক সূচীতে তিনি কেবল পুস্তকের নাম উল্লেখ করে ক্ষান্ত হননি। প্রত্যেক বই সম্বন্ধে যে টিকা আছে তা পড়লে মনে হয় বইখানি যেন জীবন্ত।

১৮৭৮-৮০ সালে আর ২টি খণ্ড এই সূচীর সঙ্গে সংযোজিত হয়। এই দুটি খণ্ড প্রণয়ন করেন Pierre-Gustave Brunet (১৮০৭-১৮৯৬) Bordeaux'র আকাদমীর সভ্য। Jaeques Charles Brunet'র ইনি আত্মীয় নন।

এই সময়ে আর একখানি বিশ্ব পুস্তকসূচী প্রকাশিত হয় কিন্তু এ বইখানি Brunet-এর পুস্তকসূচীর আওতায় পড়ে অচল হয়ে যায় :

Denis, Ferdinand ও Pimcon, Pierre : Nouveau dictionnaire de bibliographie universelle—৭০৬ পৃষ্ঠা। বইখানিতে পুস্তকগুলি প্রথমে বিষয় অনুযায়ী পরে তারিখ অনুযায়ী সাজান।

জার্মানীতে যে বিশ্ব পুস্তকসূচী প্রকাশিত হয় তা হোল :—Graesse, Theodore (১৮১৪-১৮৮৫)। ইনি ঐতিহাসিক ও মুদ্রা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। Saxe'র রাজার গ্রন্থাগারিক (১৮৪৮)। ১৮৫৯-৬০ সালে Tresor des livres rares et precienu, ৮ খণ্ড, Brunet'এর Manuel-এর অনুকরণে প্রকাশ করে।

Ebert, Fr.—Ad (১৭৯১ —১৮৩৪), ১৮২০—১৮৩০ সালে প্রকাশ করেন Allgemeines bibliographisches Lexikon. Ebert ছিলেন Dresden-এর রাজকীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক।

Great Britain-এ :

Watt, Robert. Bibliotheca Britannica, Edinburgh, ১৮২৪। প্রথম দুইখণ্ড লেখকের নাম অনুযায়ী সাজান; ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডে বইগুলি বিষয়ানুযায়ী সাজান।

Lowndes- W. Th., Bibliographers manual of English literature. প্রথম সংস্করণ ১—৪ খণ্ড ১৮৩৪। ৫০,০০০ পুরাতন ইংরাজী পুস্তকের নাম উল্লেখ করা হ'য়েছে। Brunet-এর অনুকরণে লেখা।

এই বই দুইখানিতে কেবল ইংরাজী বইয়ের উল্লেখ করা হয়েছে ফলে এই দুইখানি বইকে জাতীয় পুস্তকসূচী হিসাবে গণ্য করা যায়।

বইয়ের মূল্য, বইয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং বইয়ের বিরলতার উপর ভিত্তি করে বিশ্ব পুস্তক সূচী প্রণয়ন করা Brunet ও Graesse র সঙ্গে শেষ হ'য়ে যায়। বিংশ শতাব্দীতে পুরান ধারা সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যক্ত হবে।

জাতীয় পুস্তক সূচী

জার্মানী

এই যুগে জার্মানীতে কয়েকখানি সর্বাপেক্ষা ভালো জাতীয় পুস্তকসূচী প্রকাশিত হয়। তার কারণ জার্মানীতে ছাপা পুস্তকের সংখ্যা প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পেতে থাকে: ১৭৫৬ সালে ১৪৮৫ খানি বই ছাপা হয়, ১৮১৩ সালে ২২৩৩, ১৮৮০ সালে ১৪,৯৪১, কিন্তু ১৯১৩ সালে ৩৫,০৭৮। এ সময়কার সবচেয়ে নাম করা সূচী হলো—

Wilhelm Heinsius ; Allgemeines Bucherlexicon oder vollstandiges alphabetisches Verzeichnis aller von 1700 bis Ende 1892 erschienenen Bucher Bd. 1-19, Leipzig, 1812—94। এখানি retrospective পুস্তকসূচী। প্রথম যখন এই সূচী ছাপা হয় তখন ১৭০০—১৭৯৭ সাল পর্যন্ত জার্মানীতে যত বই ছাপা হয়েছিল তা সংকলিত হয়। পরে ১৮১২ সাল থেকে একখানি পরিবর্ধিত সংস্করণ হ'তে থাকে। Heinsius-এর মৃত্যুর পর এই সূচী পরিবর্দ্ধিত আকারে ১৯ খণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং ১৭০০—১৮৯৪ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত বই সংকলিত হয়:—

খণ্ড				প্রকাশ কাল
১—৪		...	১৭০০—১৮১০	১৮১২
৫		...	১৮১১—১৮১৫	,, ১৮১৭
৬		...	১৮১৬—১৮২১	,, ১৮২২
৭		...	১৮২২—১৮২৭	,, ১৮২৮
৮	(২ ভাগে)		১৮২৮—১৮৩৪	,, ১৮৩৬—৩৮
৯	,,		১৮৩৫—১৮৪১	,, ১৮৪৬—৪৯
১০	,,		১৮৪২—১৮৪৬	,, ১৮৪৮—৪৯
১১	,,		১৮৪৭—১৮৫১	,, ১৮৫৪—৫৫
১২	,,		১৮৫২—১৮৫৬	,, ১৮৫৮
১৩	(২ খণ্ডে)		১৮৫৭—১৮৬১	,, ১৮৬৩—৬৪
১৪	,,		১৮৬২—১৮৬৭	,, ১৮৬৯—৭১
১৫	,,		১৮৬৮—১৮৭৪	,, ১৮৭৭—৭৮
১৬	,,		১৮৭৫—১৮৭৯	,, ১৮৮১—৮২
১৭	,,		১৮৮০—১৮৮৪	,, ১৮৮৬—৮৭
১৮	,,		১৮৮৫—১৮৮৮	,, ১৮৮৯—৯০
১৯	,,		১৮৮৯—১৮৯২	,, ১৮৯০—৯৪

Christian Gottlob Kayser : Vollstandiges Bucher-Lexikon enthaltend alle von 1750 in Deutschland und in der angrenzenden Ladern gedruckten Bucher—Heinsius-এর দ্বারা প্রবুদ্ধ হ'য়ে Kayser এই পুস্তকস্থচী শুরু করেন। বইখানি ১৮৩৪ সাল থেকে প্রকাশিত হ'তে থাকে। ১৭৫০ সাল থেকে জার্মানীতে ও জার্মানীর অন্তর্গত অন্যান্য দেশে ছাপা পুস্তকের স্থচী। বইখানি ১৯১১ সাল পর্যন্ত ৩৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৬ খণ্ড ছেপে বার হয় (১৭৫০-১৮৩২ পুস্তক সংকলন) ১৮৩৪-৩৬ সালে এবং ৩৫-৩৬ খণ্ড বার হয় (১৯০৭-১০ পুস্তক সংকলন) ১৯১১ সালে। ১-২০ খণ্ড Thome, ও ২১-৩৬ খণ্ড Band. পরে এই বইখানি ছাপাবার ভার নেয় Boersenverein der deutschen Buchhadler ও Deutsche Bucherei, Leipzig. ৫ থেকে ১৯ খণ্ডের প্রতি খণ্ডে পাঁচ বৎসরের ছাপা বই সংকলিত হয়েছে।

এই দুইখানি স্থচী হ'লো জার্মানীর এই যুগের প্রধান জাতীয় পুস্তক স্থচী। এ ছাড়া ১৮২৫ সাল থেকে ছাপা শুরু হয়—Bibliographie fur Deutschland, (সাপ্তাহিক) এবং ১৮৩৬ সালে এই স্থচীর নাম হয় Allgemeine Bibliograpie fur Deutschland ১৮৯২ সাল থেকে ছাপা শুরু হয়—Wochentliches Verzeichnis der erchienenen und der vorbereiten Neuigkeiten der deutschen Buchhandels এবং ১৯৩১ সালে Deutsche Nationale Bibliographie নামে পরিচিত হয়। ১৮৪৩ সাল থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত এই সাময়িক পুস্তকস্থচী ছাপে Heinrichs Verlag পরে বইখানি ছাপার ভার নেয় Deutsche Bucherei ও Boersenverein.

ফ্রান্সে এ ধরণের একটি পুস্তকস্থচী প্রকাশিত হ'তে থাকে :

Joseph-Marie Querard (১৭৯৬-১৮৬৫)। জার্মানী ও ইংলণ্ডের পুস্তক বিক্রেতা, Bent, Watt, Ersch, Ebert, Heinsius, Kayser-এর দ্বারা প্রবুদ্ধ হ'য়ে ইনি France litteraire ১৮২৭ সাল থেকে ছেপে বার করতে থাকেন। এটি ১৭০০-১৮২৭ সালের মধ্যে ফ্রান্সে প্রকাশিত বইয়ের ১৫ খণ্ডে সংকলন। এই স্থচীর ভিতরে নামহীন বা গুপ্তনামে প্রকাশিত কোন বই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সে সময়ে Querard স্থচীকার হিসাবে ইউরোপে খুব নাম করে। ১৮৩২ সালে Bibliotheque royale, ১৮৪২ সালে British museum এবং ১৮৫১ সালে Chambre des Deputes'র গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হন কিন্তু তিনি কোন পদই গ্রহণ করেন না।

France litteraire সমালোচনা মূলক পুস্তকস্থচী। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাসের গবেষণার জন্য অতি প্রয়োজনীয় বই।

একাদশ খণ্ডের নাম Les ecrivains pseudonymes et autres mystificateurs de la litterature francaise pendant les quatre derniers siecles restitues a leurs veritables noms অর্থাৎ গত চার শতাব্দীর গুপ্তনামে লেখা ও

রহস্যজনক লেখকদের বইয়ের সংকলন। লেখকদের আসল নামে বইগুলি সংকলিত হ'য়েছে। এই খণ্ডে ১৮৫৪-৩৬ সালের বই সংকলিত হ'য়েছে।

একাদশ খণ্ডে Querard-এর জীবনী আছে। জীবনীর লেখক হ'চ্ছেন Jozon d'Erquar। এই নাম হ'লো Erquard (Joseph-Marie Querard) এর Anuagram। জীবনীর নাম Un martyr de la bibliographie.

১৮৪৩ সালে প্রকাশক Deguin-এর জন্য Querard ১৮২৭-৪০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত পুস্তকের ৩ খণ্ডে একখানি সূচী সংকলন করতে শুরু করেন। ২য় খণ্ড সংকলন করতে করতে তার প্রকাশকের সঙ্গে গোলমাল বাধে ফলে তাকে কারাবাস করতে হয় এবং খরচার দায়ে অভিযুক্ত হ'তে হয় এবং তার পাণ্ডুলিপি বেদখল হয়ে যায়। পরে Charles Louandre, Felix Bourquelot ও Alfred Maury'র দ্বারা ১৮৪৬ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে Litterature francaise, Querard এর পাণ্ডুলিপির সাহায্যে সম্পূর্ণ হয়।

Querard আর একখানি সূচী প্রণয়ন করেন: Supercherie litteraire devoilees, ১৮৪৭-৫৩, ৫ খণ্ড, গুপ্ত নামে লেখা বইয়ের সংকলন।

এই বইয়ের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হ'তে থাকে ১৮৬৫ সাল থেকে। এই সময়ে Querard-এর মৃত্যু হয় এবং তার কাজ সমাপ্ত করে Gustave Brunet, বইখানি সম্পূর্ণ হয় ১৮৬৯-৭০ সালে।

৩য় সংস্করণের নাম Dictionnaire des annonymes et pseudonymes, এই Dictionnaire ১ম সংস্করণ, ৪ খণ্ড, ১৮০৬-০৪, সালে ২য় সংস্করণ ১৮২২-২৭ সালে, এবং ৩য় সংস্করণ ৪ খণ্ডে ১৮৭২-৭৯ সালে Olivier Barbier ও Paul Billard-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

পুস্তক বিক্রেতা Otto Lorenz, ১৮৫৫ সালে ফ্রান্সে আসেন এবং ১৮৫৫ সালে ফরাসী প্রজা হিসাবে গণ্য হন। ইনি ১৮৪০-১৮৬৫ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সে যা কিছু পুস্তক প্রকাশিত হয় তার একটি সংকলন প্রকাশ করেন। এই সংকলনের নাম: Catalogue general de la librairie francaise। এই সূচীতে বইগুলি দুইভাবে সাজান। প্রথমতঃ লেখকের নামে ও নামহীন পুস্তকের নামে এবং দ্বিতীয়তঃ বিষয়ের নামের আদ্যাক্ষরে। এই বইখানি ১৯২৫ সাল পর্যন্ত প্রথম ১০ বছর অন্তর পরে ৫ বছর অন্তর প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই বইখানি ৪৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন বইয়ের জাতীয় প্রাথমিক পুস্তক-সূচী

জার্মানী - Allgemeine Bibliographie fur Deutschland. ১৮২৫ —

ফ্রান্স—Journal typographique et bibliographique, ১৭৯৭ — ১৮১০

Journal general de l'unprimerie et de la librairie ১৮১০—

(পরে Bibliographie de l' Empire ferancais এবং আরও পরে Bibliographie de la France.)

গ্রেট-ব্রিটেন—Publisher's circular, ১৮৩৭—

যুক্তরাষ্ট্র—(আমেরিকা) Publishers weekley, ১৮৭২—

" Cumulative book index, ১৮৯৮—

ইতালী—Bolletino delle publicazione italiane, ১৮৮৬—

" Giornale della libraria italiana, ১৮৮৮—

স্পেন—Bibliografia general espanola, ১৯০১—

নেদারল্যাণ্ডস—Nieuws blad voor de boekhandel, ১৮৩৩—

বেলজিয়াম—Bibliographie de la Belgique, ১৮৩৮—

ডেনমার্ক—Dansk bibliographie, ১৮৪৩ পরে ১৮৫৬—

Dansk bogfortegnelse.

অষ্ট্রিয়া—Bibliographie fur das kaiserthum oes terreich, ১৮৫৩—

সুইডেন—Svensk bokhandelstidrninde, ১৮৭৯—

নরওয়ে—Norsk bokhandlertidende, ১৮৭৯—

উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি নাম করা অতীতকালে ছাপা (Retrospective) পুস্তকের সূচী

জার্মানী—১৭০০—১৮৯২ .... W. Heinsius. *Allgemeines Bucher Lexikon*, ১৮১২—৯৪

ফ্রান্স—১৭০০—১৮২৭ .... J. Querard. *La France litteraire*, ১৮২৭—

" —১৮২৭—১৮৪৯ .... Ch. Maury. *La litterature francaise*, ১৮৪৬

" —১৮৪০—১৯২৫ ... O Lorenz. *Catalogue general de la librairie francaise*, ১৮৬৭—

গ্রেট-ব্রিটেন—১৮২৪ .... R. Watt. *Bibliotheca Britannnica*, ১৮২৪

" —১৮৬৪ .... W.T. Lowndes. *Bibliographer's manual*, ১৮৫৭—

যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকা) ১৮২০—১৮৬১ .... C. A. Roorbach. *Bibliotheca americana*, ১৮৫২—

ইতালী—১৮০০—১৮৭৬ .... G. Bertocci. *Repertorio bibliografico*, ১৮৭৬—

স্পেন— ১৮৬২	D. Hidalgo. *Dictionario de bibliografia espanola,* ১৮৬২—
—১৮৬৩	B. J. Gallardo. *Ensayo de una Biblioteca espanola,* ১৮৬৩—
নেদার-ল্যাণ্ডস— ১৪৭৩	*Bibliotheca, Belgica* ১৮৮০—
১৭৯০—১৮৭৫	*Alphabetische naamljist,* ১৮৩২—
—১৮৫০	*Brinkman's catalogus van boeken,* ১৮৮৪—
বেলজিয়াম—১৮৩০ —৮০	A. De koninck. *Dictionnaire des ecrivains belges,* ১৮৮৬—
১৮৩০—৯০	F. De Potter. *Vlaamsche Bibliographie,* ১৮৯৩—
ডেনমার্ক— ১৪৮২— ১৮৩০	Ch. Van Brunn. *Bibliotheca Danica,* ১৮৭৭ —
-১৮৩০ — ১৮৬৩	H. Linnstrom. *Svenskt boklexikon,* ১৮৮৩ —
নরওয়ে— ১৬৪৩—১৮১৪	H. Petterson. *Bibliotheca norvegica,* ১৮৯৯—
—১৮১৪	*Norsk bokfortegnelse,* ১৮৪৮—
রাশিয়া— ১৪৯১—১৮৬৪	V. M. Undol'skij. *Chronologiceskij ukrazatel' slaviano russkich knig,* ১৮৭১—
” ১৪৯১—১৭৩০	I.P. Karataev. *Chronologiceskaja rospis slavjanskich knig,* ১৮৬১ ও ১৮৭৮—
” ১৪০১—১৮১৩	V. S. Sopikov. *Opyt rossijskoj bibliografie,* ১৮১৩—
” ১৪৭৫ - ১৬৯৯	P. I. Koppen *Materialy dlja istorii prosvescenija v Rosii,* ১৮১৯—
” ১৫১৮—১৭১৩	Damaskin. *Bibliotheca Rossuskaja,* ১৮৮১ ও ১৮৯১—
চেকোশ্লোভাকিয়া— ১৭৭৪—১৮৩৯	A. Hansgirg. *Katalog Ceskych knih,* ১৮৪০ —
১৭৭৪—১৮৬৪	F. Doucha. *Knihopisny slovnik ceskoslovensky,* ১৮৬৫—
যুগোশ্লাভিয়া— ১৭৪১—১৮৬৭	S. Novakovich *Srpska bibliografia,* ১৮৬৯—
—১৮৬০	I. Kukulijevich Sakeinski. *Bibliografia hrvatska,* ১৮৬০—

ব্রেজিল—	১৮৮৩	....	A. V. de Sacramento Blake. *Diccionario bibliografico Brazileiro*, ১৮৮৩—
বলিভিয়া—	১৮৭৯	....	G. Rene-Moreno. *Bibliotheca Boliviana*, ১৮৭৯—
পর্তুগাল—	১৮৫৮	....	I. F. Da Silva. *Diccionario bibliografico portuguez*, ১৮৫৮—
	—১৮৭৪	....	R. Pinto de Mattos. *Manual bibliografico portuguez*, ১৮৭৮—
মেক্সিকো	১৫৩৯—১৬০০	....	J. G. Icazbalceta, *Bibliografica Mexicana*, ১৮৮৬—
গ্রীস—	১৪৭৬—১৭০০	....	E. Legrand. *Bibliographie hellenique*, ১৮৮৫ - ১৯০৩।

এখন আমরা এটুকু বলতে পারি যে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পুস্তকস্থচী—সত্যি কথা বলতে কি—সাবালক হ'লো এবং শিশু অবস্থার গণ্ডী কেটে বার হ'য়ে, নিজের লক্ষ্যে এগিয়ে চললো নিজের আইন নিজে তৈরী করে নিয়ে। পুস্তক স্থচীর উদ্দেশ্য যথাযথ ভাবে বর্ণিত হ'লো। পুস্তক স্থচীর শিক্ষা, জ্ঞানার্জন ও গবেষণার ক্ষেত্রে যে এক নির্দিষ্ট কাজ আছে (functional aspect) সে সম্বন্ধে সকলে সচেতন হ'য়ে উঠলো। Bibliography-কে অভিধানে “গ্রন্থ-বিজ্ঞান” বলে বর্ণনা করা হ'লো সত্যি। কিন্তু আধুনিক যুগে Bibliography যে কাজ করছে তা বিবেচনা করে দেখলে বলতে হয় বিবলিওগ্রাফী কেবল “গ্রন্থ-বিজ্ঞান” বললে ভুল হ'বে। আগেকার যুগে পুস্তক স্থচীর কাজ কি ছিল এবং উদ্দেশ্য কি ছিল তা আমরা বলেছি। এখন আমরা একথা বলতে পারি যে পুস্তকস্থচী, যুগ যুগ ধরে মানুষের চিন্তা প্রসূত স্থষ্টিকে সকলের কাছে সহজ লভ্য করে তুলেছে। লেখকরা এখন তাদের স্থষ্টির আওতায় পড়ে গেছে। পূর্বের মত এখন লেখককে আর পুস্তকস্থচীতে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। এখন আমরা একখানা পুস্তক স্থচী দেখলে বুঝতে পারি কোন জাতি কোন দিকে কিভাবে এগিয়ে চলেছে, কলা ও বিজ্ঞান কোন দেশে কতটা উন্নতি করছে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পূর্বে পুস্তক স্থচীর স্থষ্টি হ'য়েছিল এখন পুস্তক স্থচীর স্থষ্টি সমষ্টিকে সম্মুখে রেখে।

History of the 19th. Century Bibliographies (1810-1914)
By Rajkumar Mukhopadhyay.

প্রাচ্যের বই বাঁধাই ঃ

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে অনুষ্ঠিত একটি প্রদর্শনী

কে, বি, গার্ডনার

['মিউজিয়ামস এসোসিয়েশন, লণ্ডন' এর অনুমতিক্রমে 'মিউজিয়ামস্ জর্নাল' পত্রিকায় প্রকাশিত K. B. Gardner এর 'Oriental Bookbindings : An Exhibition at the British Museum' (৬২ খণ্ড ৩য় সংখ্যা ডিসেম্বর; ১৯৬২) নামক প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ। শ্রীযুক্ত গার্ডনার ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রাচ্য দেশীয় মুদ্রিত পুস্তক ও হস্তলিখিত পুঁথি বিভাগের সংরক্ষক। অনুবাদক : শ্রীসন্তোষ বসু]

অধুনা পশ্চিম দেশগুলিতে প্রাচ্যের বই বাঁধানোর পদ্ধতি ও মলাটের অলঙ্করণ শৈলী তেমন আগ্রহ ও উৎসাহের সঞ্চার করতে সমর্থ হয়নি। এ বিষয়ের সম্পর্কে প্রকাশিত অল্প কয়েকটি বইয়ে—যার মধ্যে ফ্রেডারিক সারে, বার্থে ভ্যান্ রেগেমরটার ও এমিল গ্রাৎজল্ এর বই উল্লেখযোগ্য*—কেবলমাত্র নির্বাচিত কয়েকটি মলাটের সুন্দর আলোক চিত্র ও তার সঙ্গে থাকা অল্প পরিমাণ আখ্যানভাগের মাধ্যমে প্রধানতঃ কোপ্‌টিক ও ইসলামীয় বাঁধাইয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এরকম হওয়াটা আশ্চর্যের নয়। কোপটিক বাঁধাইয়ের এক্যাংশ অতি প্রাচীন। আর ইসলামীয় বাঁধাই অপূর্ব সুন্দর ও চমকপ্রদ। ভারত, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, চীন ও জাপান প্রভৃতি যে সমস্ত দেশে চামড়ার বাঁধাইয়ের প্রচলন ছিল না সেই সমস্ত দেশের বই বাঁধাইয়ের পদ্ধতিকে এসব বইয়ে সাধারণ ভাবে উপেক্ষাই করা হয়েছে। এই ব্যাপারের সম্পর্কে আয়োজিত প্রদর্শনীগুলিও এই কৌতূহলজনক ও মনোরম বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। ১৯৫৭ তে বাল্টিমোরের 'ওয়াল্টার আর্ট গ্যালারী'তে অনুষ্ঠিত 'বই বাঁধাইয়ের ইতিহাস : ৫২৫ থেকে ১৯৫০' শীর্ষক প্রদর্শনীটি এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। এখানে পশ্চিমী ধরণের এই বাঁধাইয়ের সাথে সাথে উত্তর আফ্রিকায়, পারসিক ও তুর্কী বাঁধাইয়ের নিদর্শন স্থান পেয়েছিল তবে ভারত ও দূরপ্রাচ্যের কোন নিদর্শন এখানে ছিল না।

পূর্বদেশের বৈচিত্র্যময় বই বাঁধানোর পদ্ধতি ও নানা ধরণের বাঁধাইয়ের সরঞ্জামের একটি সুষ্ঠু সমীক্ষার জন্যই আমরা এশিয়া ও আফ্রিকার বই বাঁধাইয়ের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন

* Sarre, Friedrich : Islamic Book bindings. London, 1923.
Gratzl, Emil : Islamische Bucheinbande des 14. bis 19 Jahrhunderts, Leipzig, 1924.
Van Regemorter, Berthe : Some Oriental Bindings in the Chester Beatty Library, Dublin 1961.

করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। 'কিংস লাইব্রেরী'র কুড়িটি 'শোকেসে' (showcase) ২৪০টি বাঁধাইয়ের নমুনা দেখান হয়েছিল। এর প্রায় অর্দ্ধেকই ছিল পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার আর বাকী অর্দ্ধেক ছিল ভারত ও দূর প্রাচ্যের দেশগুলির। প্রদর্শনীতে প্রত্যেক দেশ বা অঞ্চলের বিশিষ্ট অবদান প্রদর্শিত হয়েছিল। পশ্চিমে মরক্কো হতে পূর্বে জাপান পর্যন্ত সমস্ত দেশ ও খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে আধুনিক যুগ—এই বিশাল ভৌগলিক এলাকার ও সময়ের ব্যাপ্তিকে প্রদর্শনীর বিষয়ভুক্ত করা হয়েছিল। কোপ্‌টিক থেকে শুরু করে আর্মেনীয়, ইথিওপীয়, আরবীয়, পারসিক, তুর্কী প্রভৃতি পশ্চিমী ধরণের চামড়ার কাজ করা মলাটের বই এখানে রাখা হয়েছিল। এদিক থেকে ভারত, সিংহলও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পুঁথি পুস্তকের অংশটির প্রকৃতি অন্যরকম। এ অঞ্চলে প্রাচীন কালের বিশিষ্ট ধরণের তালপাতার পুঁথি, নিখুঁতভাবে খোদাই কাজ করা মলাট ও চিত্রিত মলাট, লম্বা সরু কাঠের, হাতির দাঁতের অথবা বিভিন্ন ধাতুর মলাট বিশেষ আকর্ষনীয়। প্রদর্শনীর শেষ দিকে দূরপ্রাচ্যের নিদর্শন রাখা ছিল। এগুলিও আমাদের জ্ঞাত বইয়ের থেকে অন্যধরণের। এখানে প্রাচীন বইয়ের সূচনা হয় সিল্ক অথবা কাগজের গুটিয়ে রাখা টুকরায় এবং পরে এর থেকে অপেক্ষাকৃত গতানুগতিক আকারের বইয়ের উদ্ভব হয় কিন্তু কাপড় অথবা কাজ করা কাগজের মলাটই ব্যবহৃত হঁতে থাকে।

এই প্রদর্শনীতে প্রাচ্যের পাতা মোড়বার, পাতা সেলাই করার, চামড়ার কাজ করার অথবা চামড়ায় ছাপ তোলার পদ্ধতি ও কর্মকৌশলকে খুঁটিয়ে দেখান সম্ভব হয়নি। তবে প্রাচ্যদেশের বইয়ের বিভিন্ন প্রকারের বহু অজানা গড়ন, আকার এবং তাদের উল্লেখযোগ্য চমকপ্রদ দৃষ্টি-আকর্ষণকারী মলাটের উপাদান এবং মলাটে থাকা অতি সুন্দর কারুকার্যের উপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। প্রদর্শন দ্রব্যের বেশীর ভাগই ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে নেওয়া হয় তবে ইসলামী বিভাগের বিশেষ কয়েকটি অপূর্ণতার পূরণকল্পে বোদলিয়ান লাইব্রেরী এবং ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়ামের থেকে কিছু জিনিস ধার করে নিয়ে আসা হয়। নিম্নে এই প্রদর্শনীর কিছু জিনিসকে তাদের বিশেষ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনা করা হল।

কোপটিক্ বাঁধাই ঃ

আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই মিশরে 'প্যাপাইরাস রোল'-এর (লম্বা ও গুটানো) পরিবর্তে ঐ জিনিসেরই আয়তাকার 'কোডেক্স' (codex) অথবা একসঙ্গে 'স্পাইনে' (spine) সেলাইকরা ভেলাম এর (vellum) পাতা ব্যবহৃত হতে থাকে। এই সব বইয়ের পাতাগুলি সুরক্ষিত করার জন্য মূল বইটিকে দুই খণ্ড কাঠের মলাট অথবা ফেলে দেওয়া প্যাপাইরাসের টুকরোকে একের পর একস্তরে জুড়ে জুড়ে তৈরী করা শক্ত মলাটের মধ্যে রাখা হত। ক্রমে ক্রমে এইসব শক্ত মলাটের উপরে কাজ

করা চামড়ার মোড়ক দেওয়া হতে থাকে এবং চামড়াকেও নানা ধরণের সুন্দর কারুকার্যে অলঙ্কৃত করা হয়। সুতরাং খৃষ্টীয় পঞ্চম—ষষ্ঠ শতকে মিশরে চলতে থাকা বই বহিরঙ্গের আকারে আধুনিক চামড়ায় বাঁধান বইয়ের অনুরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এটা হয়ত সম্ভব যে পশ্চিম ইউরোপে এই কারুশিল্পটি হয়ত স্বাধীন ভাবে প্রথম খৃষ্টীয় সহস্রাব্দে (first millenium A. D.) বিবর্তিত হতে হতে তার বর্তমান রূপ নিয়েছিল। কিন্তু এই ধরণের বইয়ের নিদর্শন অতি দুষ্প্রাপ্য। অতএব স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে পশ্চিমী রীতির বই বাঁধাইয়ের উৎপত্তি কোপটিক মিশরেরই হয়েছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের কয়েকটি কোপটিক্ বাঁধাই আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামেই ওই সময়ের খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের একটি বাঁধাইয়ের টুকরো রাখা আছে। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন গ্রন্থাগারে খৃষ্টীয় পঞ্চম থেকে একাদশ শতাব্দীর একশতের বেশী নিদর্শন দেখা যায়। বই বাঁধাইয়ের ইতিহাসে এইগুলির গুরুত্ব বেশী জোর দিয়ে বলার প্রয়োজন নাই।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের দ্বারা প্রদর্শিত তেরোটি কোপটিক বাঁধাইয়ের মধ্যে দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলি আদতে প্যাপাইরাসের উপর হাতেলেখা 'হোমিলিস' ও একটি 'কোপটিক সাল্টার' (Homilies and a Coptic Pslater)-এর বই ঢেকে রাখত। এদুটিকে মিশরের একটি কোপ্টিক খৃষ্টীয় মঠের ধ্বংসাবশেষের তলা থেকে আবিষ্কার করা হয়েছিল এবং মূর্তিধ্বংসকারী মুসলিমদের হাতে নষ্ট হওয়ার থেকে রক্ষা করবার জন্য এগুলিকে একটি পাথরের সিন্দুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এতে আছে একসঙ্গে জোড়া প্যাপাইরাসের শক্ত সমর্থ 'বোর্ডে'র উপরে প্রচুর কাজ করা চামড়ার আবরণ। 'সালটার'টির বাঁধাই এর মধ্যে বেশী সুন্দর ও কর্মকৌশলের দিক দিয়ে বেশী উন্নত। এতে বিনুনী করা পাড় দিয়ে একটি অষ্টকোণী তারা এবং মলাটের মাঝখানের চামড়াকে কেটে ফেলে একটি ক্রশ চিহ্নের মধ্যে দিয়ে তলায় থাকা সোনার জলে কাজ করা 'ভেলাম' দেখা যাচ্ছিল।

দক্ষিণ মিশরের এস্না নামক জায়গা থেকে বেশ অসংস্কৃত নক্সা সমেত অপেক্ষাকৃত পরের যুগের (নবম থেকে দশম শতাব্দীর ; উপরের বাঁধাই দুটি সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর) আটটি বাঁধাই পাওয়া গেছে। যাই হোক প্রদর্শিত কোপটিক বইয়ের মলাটে আমরা বেশ কয়েকরকম কর্মকৌশল দেখতে পাই। 'ব্লাইণ্ড টুলিং' (blind tooling and punching) ও পাঞ্চকরে ঢোকানো ছাপের কাজ, চামড়া কেটে নিয়ে নক্সা (cut-out openwork) করার কাজ, চামড়া উপর খোদাই কাজ এবং চামড়ার উপর উঁচু হয়ে থাকা জিনিষ বসানর কাজ (applique work) এর মধ্যে প্রধান। এইসব কোপটিক বাঁধাইয়ের মূল নক্সায় আয়তাকার বন্ধনী বা সীমারেখার মধ্যে কোণাকুণিভাবে রাখা ক্রশ চিহ্ন, 'ডায়মণ্ড প্যাটার্নের' ছাপাতোলা তারা, একাধিক ক্রশের সমন্বয়ে বৃত্তের নক্সা এবং ঐধরণের অন্যান্য ছোট আকারের অলঙ্করণ থাকে।

আর্মেনীয়, ইথিওপীয় ও হিব্রু বাঁধাই ঃ

প্রদর্শনীতে রক্ষিত আর্মনীয়, ইথিওপীয় ও হিব্রু বই বাঁধাই কোপটিক বই বাঁধানোর পদ্ধতির নিকট প্রচুর পরিমাণে ঋণী। একই রকমের 'ব্লাইণ্ড টুলিং' ও ছাপতোলার রীতি এইসব বইয়ের মলাটেও অনুসৃত হত। আর্মেনীয় বাঁধাইয়ে বইয়ের 'স্পাইন' এর উপরের দিকে একটা উঁচু হয়ে থাকা অংশ বেরিয়ে থাকত। কোপটিক্ বাঁধাইয়ের রীতি হয়ত সত্যিই ইথিওপীয় বই বাঁধানোর পদ্ধতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। যদিও কোপটিক ও ইথিওপীয় বাঁধাইয়ের যথার্থ সংযোগকালের সময়টি এখনও অস্পষ্ট হয়ে আছে, কারণ আমাদের কাছে আসা সমস্ত ইথিওপীয় পুস্তকই অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালের। তবে ইথিওপীয়গণ তাঁদের ভাষা লিপি বা অক্ষরের মত পুঁথি পুস্তকের ব্যাপারেও বেশ পুরাতনপন্থী ছিলেন। এই থেকে মনে হয় যে অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর ইথিওপীয় পুঁথিতে হয়ত তাঁরা তার বেশ কয়েক শতক পূর্বেকার ধারণাটিকেই রক্ষা করেছেন। এই প্রদর্শনীর কেবল মাত্র একটি প্রাচীন (আনুমানিক : ৪৪০ খৃষ্টাব্দ) পুঁথির সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর পুঁথিগুলির প্রায় কোন পার্থক্যই নেই। ভারী 'বোর্ড' ও মোটা চামড়ায় ঢাকা ও ছাপতোলা অলঙ্কারই ইথিওপীয় বাঁধাইয়ের বৈশিষ্ট্য।

প্রদর্শিত হিব্রু বাঁধাইকে নিখুঁত বিচারে পূর্বদেশীয় বলে অভিহিত করা যায় না। এর মধ্যে অনেকগুলিই ইউরোপের বিভিন্নদেশে তৈরী ও সেই সমস্ত অঞ্চলের শিল্পশৈলী, প্রবণতা ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগের ধারাকে প্রতিফলিত করেছে। এর মধ্যে দুটি বাঁধাইয়ের কাজ বিশেষ আকর্ষনীয়। একটিতে আছে ইহুদী কারিগরদের তৈরী কাটা বা টুকরো চামড়ার কাজ। আর একটি দেখতে পাওয়া যায় ইয়েমেন থেকে আনীত চারিদিকে কাঠের উপর কাল চামড়ার আবরণ দিয়ে বইয়ের পাতাকে রক্ষা করার জন্য একটি বাক্স বা পেটিকার আকারের বাঁধাই।

ইসলামীয় বই বাঁধাই ঃ

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের মূল্যবান সংগ্রহ থেকে নেওয়া আরবীয়, পারসিক ও তুর্কী ভাষার পুঁথিই এই প্রদর্শনীর মধ্যে এককভাবে সবচেয়ে বড় বিভাগ। মোটামুটিভাবে এখানে খৃষ্টীয় দ্বাদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীকালের বিভিন্ন যুগের ও রীতির একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংগ্রহ রাখা হয়েছিল। তবে পারস্যের সর্বোত্তম যুগের সুন্দর বাঁধাইয়ের খানিকটা অভাব ছিল। বোদলিয়ান ও ভিক্টোরিয়া এলবার্ট মিউজিয়াম থেকে দুটি নিদর্শন নিয়ে এসে এই ত্রুটি পূরণের ব্যবস্থা হয়।

মিশর ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম কারিগরেরা হয়ত প্রথমে কোপটদের কাছে থেকেই বই বাঁধানোর রীতি রপ্ত করেছিল। এই প্রদর্শনীর প্রাচীনতম আরবীয় পুঁথি ১১৬৯ খৃষ্টাব্দের। এতে চারদিকে থাকা আয়তকার পাড় বা প্রত্যন্তরেখার মধ্যে কেন্দ্রস্থিত একটি বৃত্তাকার অলঙ্কারের উপরে পাকানো দড়ির ত্রিপত্র নক্সা দেখা যায়।

এর মলাট যদি সঙ্গে থাকা পুঁথিটির সমসাময়িক হয় তাহলে আমরা এটিকে প্রাচীন মিশরের একটি দুষ্প্রাপ্য উদাহরণ বলে গ্রাহ্য করতে পারি। তবে নক্সা ও অলঙ্করণ পদ্ধতির দিক দিয়ে এর সঙ্গে প্রায় ঐসময়েই করা পারস্য ও ইরাকের বই বাঁধাইয়ের পার্থক্য নেই বললেই চলে।

মিশরে মামেলুক বংশীয়দের রাজত্বকালের প্রারম্ভে অনেক সুন্দর ও বিস্তৃত কারুকার্য করা বাঁধাই দেখা যায়। এখানেও আবার কেন্দ্রস্থিত পদকের মত বৃত্তাকার নক্সা এবং কোণে কোণে অলঙ্করণের রীতির প্রচলন দেখা যায়। তবে এর মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে সোনার জলে কাজ করা নক্সা এবং বিন্দুজ ছাপ তোলা ডিজাইন বা অলঙ্কার ও একটিতে নীলরংয়ের অবশিষ্টাংশ চোখে পড়ে। সর্বোত্তম নিদর্শনটি ব্রিটিশ মিউ-জিয়ামের নিজস্ব সংগ্রহ থেকে নিয়ে আসা। এটি আমীর 'আইত্‌মিশ্‌ অল্‌ বাজাসি'র জন্য খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষার্দ্ধে লিখিত একটি কোরাণের অংশ। এই কোরাণের মূল তিরিশটি খণ্ডের মধ্যে দুটি খণ্ড সম্পূর্ণ বাঁধাই সমেত অক্ষত অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংগ্রহে রক্ষিত আছে। এর তিনটি বিচ্ছিন্ন মলাট প্যারী, লণ্ডন ও ডাবলিনে আছে। আমাদের আলোচ্য এই ষষ্ঠ নিদর্শনটি কেবল এই প্রদর্শনীর আয়োজন করতে গিয়েই নজরে এসেছে।

'ভিক্টোরিয়া ও এলবার্ট মিউজিয়ামে'র দ্বারা প্রদর্শনের জন্যে দেওয়া কোরাণের অতিসুন্দর মলাট 'কিংস লাইব্রেরী'র মধ্যস্থলে প্রদর্শিত হয়। এগুলিও মিশরে তৈরী। বোধ হয় খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিখিত হয়েছিল। এদের আকারও সাধারণ মলাটের চেয়ে বেশ বড়। (২৫" × ৩০") এতে মলাটের বাইরের দিকে ব্লাইণ্ড টুলিং ও সোনার জলের কাজ চিত্তাকর্ষক। তবে ভিতরের নক্সা মিশরীয় নক্সার চেয়ে পারসিক নক্সার নিকটতর।

প্রদর্শিত পারসিক বাঁধাইগুলির মধ্যে ১২৭৭ খৃষ্টাব্দের সারল্যময় কেন্দ্রস্থিত বৃত্তাকার ও পদকের আকারের নক্সা সমন্বিত একটি নিদর্শনই সবচেয়ে প্রাচীন। বাইরের দিকে বড় আকারের ছাপতোলা নক্সা ও ভিতরের দিকে রঙীন পটভূমির উপরে চামড়ার সরু ফালির নক্সা বা 'লেদার ফিলিগ্রি' (leather filigree) কাজই ছিল এর মূল ভিত্তি। প্রদর্শনীতে বোদ্‌লিয়ান লাইব্রেরী থেকে নিয়ে আসা এই একটি নিদর্শন ছিল। তবে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর অন্য কয়েকটি ভাল পারসিক মলাটের নমুনাও এখানে রাখা হয়েছিল। এদের বাইরের মলাটে ছিল সুন্দর পুষ্পপত্রের বিস্তৃত নক্সার সঙ্গে মেঘের অলঙ্কারের ছাপ ও আরও দুই রকমের রংয়ের সোনার জলের কাজ। এক্ষেত্রে কিন্তু ভিতরের মলাটে কাগজের 'ফিলিগ্রি'র ব্যবহার আগেকার চামড়ার ফিলিগ্রি কাজকে অপসারিত করেছিল।

পারস্যের সাফাভীয় যুগের (Safavid period) লাক্ষার বই বাঁধাইয়ের নিদর্শনও প্রদর্শনীতে রাখা ছিল। এই ধরণের বাঁধাইয়ের কর্মকৌশলে শিল্পী কাগজের মণ্ডের

(papier mache) এই মলাটগুলিতে একটি লাক্ষার আস্তরণ দিতেন। পরে লাক্ষার উপর জলরং দিয়ে নক্সা ও ছবি আঁকা হত। শেষকালে ছবির উপরে লাক্ষার এক বা একাধিক সংরক্ষণ সহায়ক পোঁচ বা আস্তরণ বুলিয়ে কাজ শেষ করা হত। এই শ্রেণীর মধ্যে নেভা'ই-এর (Neva'i) পুঁথির ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের করা দুটি মলাট সর্বোত্তম। এতে একটি বাগিচায় রাজকীয় পরিচারকদের ছবি দেখা যায়। অন্য একজোড়া বিচ্ছিন্ন মলাটে মৃগয়ার দৃশ্য ও রাজকীয় পানভোজনের উৎসব দেখান হয়েছে। লাক্ষার কাজকরা ও চিত্রিত বাঁধাই পারস্যে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জনপ্রিয় ছিল যদিও তাদের উৎকর্ষতা সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ক্রমে কমে আসছিল। এইসময় থেকে পশ্চিমী প্রভাবের ফলে অতিসাধারণ কুশলতায় আঁকা 'প্রকৃতি-অনুগামী' (naturalistic) বিষয়গুলির প্রতি পছন্দ বেড়ে গিয়েছিল। এই প্রবণতার সূচনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে 'ফত্ আলি শাহ্'-এর মৃগয়া যাত্রার ছবি সমন্বিত একটি বাঁধাইয়ে। মুঘল রাজসভার জন্য লিখিত পারসিক পাণ্ডুলিপিতে অনেক সময়েই চিত্রিত ও লাক্ষা দেওয়া মলাট থাকত। সম্রাট আকবরের জন্য ১৫৯৪-'৯৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত নিজামীর 'খামসেহ্' (Khamseh) নামক পুঁথি এইখানে প্রদর্শিত একটি অতি চমকপ্রদ ও অভিনব নিদর্শন।

তুর্কী বই বাঁধাই পারসিক বই বাঁধাইয়ের মত প্রায় একই ধারার অনুসারী। বলতে কী, তুর্কী বাঁধাই অতি সহজেই ভুল করে পারসিক বাঁধাই বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর তুর্কী বাঁধাইয়ের কাজ সৌন্দর্যে ও শিল্পকুশলতায় পারসিক বাঁধাইয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম। প্রদর্শনীতে দুটি সুন্দর তুর্কীস্থানের কোরাণের মলাট ও কয়েকটি তুর্কীর বিশিষ্ট কাজের নিদর্শন ছিল। এগুলিতে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের কেন্দ্রস্থিত নক্সা ও ঝোলান 'পেন্ডেন্ট' (pendant) বড় কোণক অলঙ্করণ দেওয়া আছে। সবগুলিতেই 'রিলিফের' (relief) কাজ ও ফুলের এবং মেঘের সোনার জলে গিল্টি করা কাজ দেখা যায়। এটা জানা গেছে যে তুর্কীস্থানের বই বাঁধাই ইউরোপের বই বাঁধাইয়ের উপর একটি জোরালো প্রভাব, বিশেষ করে ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালীর সঙ্গে 'লেভান্ট'-এর (Levant) বাণিজ্যের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারত, সিংহল ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বাঁধাই :

এই অঞ্চলে, বিশেষ করে দক্ষিণভারতে, সিংহলে এবং ব্রহ্মদেশে তালপাতা বহু শতাব্দী ধরে প্রথাগত ভাবে লেখবার জিনিষরূপে ব্যবহৃত হত। লম্বা ও সরু আকারের এই তালপাতাগুলিকে বিশেষভাবে তৈরী করা হত আরও দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্য। এরপর পাতাগুলির দুদিকে ধাতব লেখন-শলাকা (stylus) দিয়ে খোদাই করে লেখা হত। এই রকমের একগুচ্ছ পাতা দিয়ে তৈরী হত একটি বই বা পুঁথি। এর বাঁধাই বলতে ছিল এর উপরে ও নীচে থাকা একজোড়া কাষ্ঠ-ফলকের মলাট যার মধ্যে দিয়ে নিয়ে

যাওয়া এক বা একাধিক দড়ি দিয়ে এগুলি ভালোভাবে আটকানো থাকত। যে সমস্ত জিনিষ দিয়ে এই মলাটগুলি তৈরী হত আর যে সব পদ্ধতির সাহায্যে তাদের গায়ে কারুকার্য করা হত তা' এই অঞ্চলের স্থানীয় শিল্পীদের শিল্পকুশলতাকে প্রদর্শন করার এক বহু বিস্তৃত সুযোগ এনে দিয়েছিল। কতক মলাট ছিল কাঠের যাতে থাকত খোদাইয়ের কাজ, চিত্রণের সুন্দর কাজ, অথবা ঝিনুক, হাতির দাঁত, রূপো, কাঁসা বা সোনার 'গিল্টি' করা বা তামা বসানো কাজের নক্সা। প্রায়ই এতে দেখা যেত সুন্দর সব বড় বড় নক্সা অথবা রূপোর তার বসানো সুন্দর 'ফিলিগ্রি' কাজ।

প্রদর্শনীতে সিংহল থেকেই সর্বাধিক সংখ্যক তালপাতার পুঁথির মলাট এসেছিল। সুন্দরভাবে তৈরী দুটি হাতির দাঁতের খোদাই কাজের মলাট—যা সিংহলে অপেক্ষাকৃত দুর্লভ—এবং কাল আবলুস (ebony) কাঠের উপর মুক্তা বসানো দুটি মলাট এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সিংহলের চিত্রিত মলাটে একটি 'শোকেস' পুরোপুরি ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। এর অনেকগুলিতেই ফুল লতাপাতা ও জ্যামিতিক নক্সা এবং ঐতিহ্যবাহী দেবমূর্তি ও পৌরাণিক জীবজন্তু—যা সিংহলের ধাতুর কারুশিল্পে ও ভাস্কর্যে দেখা যায়—সেইরকম নক্সা ও অলঙ্করণের মলাট ছিল। কিন্তু দুটিতে ছিল গল্প বলার বর্ণনাপদ্ধতিতে রূপায়িত বৌদ্ধ জাতক এবং উপকথার চিত্র।

উত্তরভারতের একেবারে অন্যধরণের মলাট ছিল আর একটি 'শোকেসে'। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর দুটি নেপালী মলাটে ছিল নেপাল ও উত্তরবঙ্গের সংস্কৃত পুঁথির মতই বৌদ্ধ দেবমূর্তির চিত্র। এর চেয়ে আরও দুর্লভ ও কৌতুহলোদ্দীপক চারটি বঙ্গদেশের অঙ্কনরীতিতে অঙ্কিত মলাট। এগুলি পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালের। এগুলিতে কিছু অনাধ্যাত্মিক বা সাধারণ (secular) বিষয়ের চিত্র দেখা যায়।

সমস্ত তালপাতার পুঁথিই প্রথাগত ধারায় কাঠের মলাটের ফলকদ্বয়ের মধ্যে রক্ষিত নয়। একটি বিশেষ ধরণের তামিল ভাষার পুঁথির পাতাগুলি একটি কূর্মের আকারের পিতলের আধারে রক্ষিত এবং পাতার মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া একাধিক শলাকার দ্বারা একসঙ্গে আটকানো। ব্রহ্মদেশের মাত্রাতিরিক্ত ভাবে সজ্জিত মলাটের মধ্যে দুটিতে পটভূমি থেকে উঁচু হয়ে থাকা কাজের গিল্টি করা কাগজের (gilted embossed paper) লক্ষণীয় নিদর্শন ছিল। দুটিতেই ছিল বেশ উঁচু হয়ে থাকা ছাঁচ তোলা কাজ। একটিতে ছিল ড্রাগনের মূর্তি আর অন্যটিতে ছিল পবিত্র হংসের ছবি।

উত্তর সুমাত্রা থেকে এসেছিল 'বাটাক' ভাষায় লিখিত বল্কলের বই। এর দুইদিক অসংস্কৃত কাজের কাঠের ফলকে রক্ষিত ছিল। জাভা ও বলিদ্বীপের তালপাতার পুঁথি ভারত ও সিংহলের মতই কাঠের ফলকের মধ্যে রাখা এবং মাঝখানের দড়ি দিয়ে একসঙ্গে আটকানো।

চীনা ও জাপানী বাঁধাই ঃ

দড়ি বা চামড়ার ফালি দিয়ে বাঁধা কাঠ বা বাঁশের ফলকই আমাদের জানা চীনের প্রাচীনতম বই। পরে সিল্কের ব্যবহার কাঠকে অপসারিত করে। সিল্ক থেকে কাগজে রূপান্তর হয়েছিল প্রায় খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী কালে। গড়ন বা আকারের দিক দিয়ে চীনের প্রাচীন পুঁথি লম্বা ও গুটানো ধরণের (scroll)। স্যর অরেল ষ্টাইন কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম চীনের তুনহুয়াং থেকে আনীত পুঁথি এর একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। কিন্তু তুনহুয়াং-এ এক শ্রেণীর সাধারণ আকারের পুস্তিকাও পাওয়া গিয়েছিল যাতে কয়েকটি কাগজের পাতা আঠা দিয়ে একসঙ্গে মেরে দেওয়া হয়েছিল অথবা একসঙ্গে পাট করে নিয়ে শক্ত করা সিল্ক অথবা কাগজের মলাটের মধ্যে রাখা হয়েছিল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর দূর প্রাচ্যের আমাদের জানা প্রাচীনতম এই প্রকারের দুটি বইয়ের নিদর্শন প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল।

'সুং' রাজাদের আমলে, খৃষ্টীয় দশম হতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত চীনদেশে বইয়ের উৎপাদনের উন্নতি হয়েছিল। এযুগের বই দু'রকমের। 'ভাঁজ করা বই', যা' পরবর্তী-কালে গুটানো পাণ্ডুলিপিকে একর্ডিয়নের (Accordion) মত ভাঁজ করার পদ্ধতি থেকে উৎপন্ন এবং 'প্রজাপতি বই' যাতে প্রত্যেক আলাদা আলাদা পাতার মাঝখানে অর্ধেক ভাঁজ করে নেওয়া হত এবং মাঝখানের ভাঁজের বাইরের দিকে বা বিপরীতে থাকা দুই দিকের পাতার সঙ্গে আঠা লাগিয়ে জুড়ে দেওয়া হত। এর ফলে বই খুললে প্রত্যেক জোড়া পাতা খোলা বই থেকে প্রজাপতির পাখার মত দাঁড়িয়ে উঠত। শেষোক্ত বইয়ের উদাহরণ জাপানী বইয়ের প্রদর্শন-আধারে রাখা ছিল। এই রীতির বই জাপানে একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে চীনা-সংস্কৃতির দ্বারা উৎপাদিত অন্যান্য বহু জিনিষের সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল। আগের ধরণের ভাঁজ করা বইয়ের উদাহরণ যা সুং-আমলে একাদশ শতাব্দীতে মুদ্রিত হয়ে নীল কাগজের আবরণের ধারে বাঁশের চাঁছ লাগিয়ে শক্ত করা মলাটের মধ্যে রক্ষিত – তাও এই প্রদর্শনীতে রাখা ছিল।

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে চীনে জাপানের মতই জোড়াপাতার কাগজে বাঁধানো বই সবচেয়ে বেশী প্রচলিত ছিল। প্রদর্শনীতে এ ধরণের অনেক বই ছিল। এতে কাগজের এক একটি খণ্ডকে বাইরের দিকে বা একদিকে মাঝখানে ভাঁজ করা হত। এবং এর ফলে বইয়ে কেবলমাত্র বাইরের দিকে ছাপা জোড়া পাতার সৃষ্টি হত। পরে পাতার খোলা ধারগুলিকে বইয়ের 'স্পাইনে' একসাথে সেলাই করে দেওয়া হত। এ ধরণের পুরাতন ঐতিহ্যগত রীতির সিল্ক বা কাপড়ের খুলে রাখার উপযুক্ত মলাটের বই এখনও চীনদেশে প্রস্তুত করা হয়। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের একখানি উদাহরণ প্রদর্শিত হয়েছিল যদিও বর্তমান চীন ও জাপানের বেশীর ভাগ বই বাঁধাই পশ্চিমী ধরণের।

চীন ও জাপানের পাট বা ভাঁজ করা বই মুদ্রণ শিল্পের বহুল প্রচলনের পরেও বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য চলেছিল। এই রীতির বই—বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের জন্য, শিল্প-সৌকর্য

বিদ্যার' (calligraphy) চিত্র পুস্তকের জন্য অথবা অভিজাত সম্প্রদায় ও রাজ পরিবারের ব্যবহারের জন্য তৈরী করা হত। এই প্রদর্শনীতে সুন্দরভাবে বাঁধাই করা লাল লাক্ষার খোদাই করা মলাটে রক্ষিত বইটি দেখান হয়।

জাপানের বই তৈরী ও বাঁধাইয়ের পদ্ধতি প্রায় চীনেরই অনুরূপ। প্রায় সব ক্ষেত্রেই জাপান চীনকে অনুসরণ করেছে। তবে জাপানেও একটি যথার্থ ভাবে স্থানীয় বই বাঁধাই-য়ের প্রথা বিবর্তিত হয়। এর নাম 'ইয়ামাতো—তোজি' (Yamato-Toji)। এই রীতি প্রায় খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেই দেখা দেয় এবং কবিতার বই ও জাপানের নিজস্ব উপন্যাসে বহুল ব্যবহার হতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এই পদ্ধতির বই বাঁধাই চলেছিল। 'ইয়ামাতো-তোজি'তে প্রায়ই চারটি বা আটটি পাতার মাঝখানে অর্দ্ধেক ভাঁজ করে একের উপর এক রাখা হয়ে একটি গুচ্ছের রূপ পায়। এই রকম কয়েকটি গুচ্ছ প্রত্যেকটির মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া সিল্কের সুতো দিয়ে একসঙ্গে সেলাই করা হয় এবং তার সঙ্গে কাজ করা কাগজ অথবা সিল্কের মলাট যুক্ত করে দেওয়া হয়। এই প্রদর্শনীতে এধরণের দুটি নিদর্শন দেখা যাবে। একটি হল নীল রংয়ের মোটা কাগজের মলাটে বাঁধানো সোনার জলের দৃশ্য-চিত্র আঁকা ঐতিহাসিক উপন্যাস। অন্যটিতে আছে অভ্রের নক্সা করা মোটা কাগজের মলাটে রক্ষিত, বিখ্যাত সাগা মুদ্রণালয়ে ১৬১০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত 'নো' ('No' play) নাট্যের কয়েকটি খণ্ড।

এখানে প্রদর্শিত দূর প্রাচ্যের বাঁধাই সম্পূর্ণভাবেই কাগজ ও সিল্কের উপর নির্ভরশীল। বইয়ের মলাটে চামড়া ব্যবহারের কথা এই অঞ্চলে শোনা যায়নি। সম্প্রতি কয়েক বছরে জাপানে প্রাচীন ঐতিহ্যধারা অনুসারী বই বাঁধাইয়ের প্রথা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে এসেছে। সুলভ মূল্যের প্রয়োজন ও বহুল উৎপাদনের চাহিদার ফলে পশ্চিমী রীতির কাপড়ের কেস-বাইণ্ডিং (case binding) ব্যবহার প্রাচ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফল হয়েছে দুঃখজনক। তাহলেও গত প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত জাপানী প্রকাশকদের বাঁধাই এই আভাসই দিয়েছে যে প্রাচীন ঐতিহ্যগত বাঁধাইয়ের জিনিষ ও নক্সা এখনও কোন কোনও ক্ষেত্রে ভালভাবেই কাজে লাগান যায়।

[এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ভারতে জ্ঞানচর্চার গভীরতা ও তার আকর্ষণীয় বৈচিত্র্যের নিদর্শনস্বরূপ দেশ, কাল উপাদান ও লেখন-চিত্রণ পদ্ধতির দিক দিয়ে একটি যথার্থ সর্বব্যাপী এবং প্রতিনিধিমূলক প্রদর্শনী ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথমার্ধে নয়াদিল্লীর জাতীয় সংগ্রহশালায় '২৬ তম আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্‌দের সম্মেলন' উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সময়ে জাতীয় সংগ্রহশালা এই প্রদর্শনীর একটি সুন্দর বর্ণনামূলক তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন। ভারতীয় গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থবিদ্যার ছাত্রদের নিকট এই ধরণের প্রকাশনের ব্যবহারিক মূল্য অপরিসীম। পরবর্তীকালে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।— অনুবাদক।]

Oriental Book bindings : An exhibition at the British Museum By K. B. Gardner ; tr. by Santosh Bose. (With the kind permission of Museums Journal, London).

জনশিক্ষা বিস্তারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

মুকুন্দলাল চক্রবর্ত্তী

ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক, জনকল্যাণ রাষ্ট্র। কিন্তু গণতন্ত্রের বুনিয়াদ যে গণশিক্ষা তাহা কিন্তু আজও সুদূরপ্রসারী হইয়া উঠে নাই। গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা, শুভাশুভ জ্ঞান ও কর্ত্তব্য ও দায়িত্ববোধের উপর। প্রকৃত শিক্ষা ব্যতিরেকে এই গুণরাজির একটিরও সম্যক বিকাশ লাভ সম্ভব নয়। স্বাধীনতা লাভের পর প্রায় অষ্টাদশ বৎসর কাটিয়া গেল, কিন্তু আপামর জনসাধারণের শিক্ষাব্যবস্থা আজও কিন্তু আশানুরূপ হইয়া উঠে নাই। ১৯৬১ সালের আদমশুমারীর তথ্যানুসারে ভারতীয় জনগণের মাত্র চব্বিশ শতাংশ শিক্ষিত বলিয়া দাবী করিতে পারে। অর্থাৎ ভারতের ৪০ কোটি জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশের কিছু কম লোক লিখিতে ও পড়িতে পারে। এই চিত্র বড়ই নৈরাশ্যব্যঞ্জক। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভারতের প্রকৃত সমস্যা দারিদ্র্য। কথাটা ভাবিয়া দেখিবার মত। দারিদ্র্য যে সুস্থ, স্বাধীন ও সুখময় জীবন যাপনের অন্তরায় একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু শিক্ষা যদি এই দারিদ্র্যমোচনের একমাত্র সহায়ক হয় তাহা হইলে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে আরও বেশী ইহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। দারিদ্র্য আমরা অবশ্যই দূর করিব। জাতীয় সরকার সেই কারণেই শিল্প, কৃষিকার্য প্রভৃতির উন্নতি সাধনে অধিক মনোযোগ দিতেছেন। কিন্তু আধুনিক যান্ত্রিক যুগে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষেও শিক্ষা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। যন্ত্রপাতির জ্ঞান না থাকিলে তাহারা সুষ্ঠুভাবে কাজ করিতে পারেন না। কৃষক শ্রেণীর পক্ষেও কথাটা প্রযোজ্য। ভারতীয় কৃষক চিরদরিদ্র, এবং তাহার দারিদ্র্যের প্রধানতম কারণ শিক্ষার অভাব। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য করিতে হইলে, যাহাতে তাহারা বাজারের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিয়া কাজ করিতে পারে এবং সর্বোপরি সদাশয় উত্তমর্ণদের হাত হইতে তাহাদের রক্ষা করিতে হইলে কৃষকদেরও শিক্ষাব্যবস্থা করিতে হইবে, কেননা কেবলমাত্র শিক্ষিত হইলেই তাহারা তাহাদের বর্তমান অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিবে। ইহার উপর আছে ভারতের অধিক শিশুমৃত্যুর হার ও নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধি, ইহা রোধ করিতে হইলেও যেমন চাই বহুসংখ্যক চিকিৎসক তেমনি চাই জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্মত রীতিনীতি জ্ঞান। ইহার জন্যও চাই শিক্ষা। দেশরক্ষার জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন, কারণ আধুনিক যুদ্ধ তীর ধনুকের যুদ্ধ নয়, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক সমরোপকরণ আজকাল অপরিহার্য। সর্বশেষে গণতন্ত্র যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিপ্রতিভা বিকাশের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যবস্থা একথা বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্যও গণশিক্ষার প্রয়োজন। কাজেই শিক্ষা ব্যবস্থা না করিয়া দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত করিবার পরিকল্পনা বহুলাংশে অশ্বযানের যানটিকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া পশ্চাৎ হইতে অশ্বচালনার মতই অবাস্তব। সুতরাং

দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য শিক্ষা প্রসার।

শিক্ষা বিস্তারের নানাবিধ মাধ্যম বর্তমান। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল বিদ্যালয় স্থাপন, সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রবর্তন, বলিষ্ঠ ও স্বাধীন সংবাদপত্র ও বেতার ব্যবস্থা। শিক্ষা প্রসারের জন্য পণ্ডিতেরা গ্রন্থালয়ের গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সম্ভবতঃ যে কোনও দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয় মারফৎ শিক্ষাদানের পরেই সাধারণ গ্রন্থাগারের স্থান। গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও নরনারী ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে গ্রন্থাগার সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধনে সক্ষম। কেহ কেহ অবশ্য বলিয়া থাকেন যে গ্রন্থাগার শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকেরই প্রয়োজন, কেননা বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিসমাপ্তির পর স্বকীয় বিদ্যাচর্চা ও অনুশীলনের জন্য তাহাদের গ্রন্থাগারের দ্বারদেশে উপনীত হইতে হয়, সুতরাং তাহাদের মতে সাধারণ গ্রন্থাগার দ্বারা যখন মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিত লোকই উপকৃত হইবেন, তখন নিরক্ষর দরিদ্র জনসাধারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলি চালাইবার গুরু করভার বহন করিবেন কেন? কিন্তু এই মত বর্তমান যুগে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, গ্রন্থাগার শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, এমনকি অশিক্ষিত লোকের কাছেও জ্ঞানলোকের বার্তা বহন করিয়া আনিতে পারে। শ্রবণ ও দর্শন (Audiovisual) একই সঙ্গে হয় এইরূপ বহুবিধ বৈজ্ঞানিক উপকরণ আবিষ্কৃত হওয়ায় নিরক্ষর জনগণের সম্মুখেও আজ জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত। গ্রন্থাগারের কর্তব্য আজ আর শুধু গ্রন্থ আদান-প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। গ্রন্থাগার আজ সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, আলেখ্য, গ্রামোফোন রেকর্ড, বেতার ও টেলিভিসন প্রভৃতির মাধ্যমে জনসমক্ষে সভ্যতার যুগান্তকারী অগ্রগতির এক অপূর্ব দৃশ্য তুলিয়া ধরিতে পারে। কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না বলিয়া সহজেই এই দৃশ্যাবলি দর্শকের মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে। এমনি করিয়াই গ্রন্থাগার আজকাল নিরক্ষরতা দূর করিতেছে। প্রাপ্ত বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিদের জন্য পাঠ-কেন্দ্র ও তৎসহ নৈশবিদ্যালয় অনেক সভ্যদেশেই বর্তমান। এই ব্যবস্থায় সোভিয়েট রাশিয়ায় আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে। জারের আমলে রাশিয়ায় শতকরা ৬৮ জনেরও বেশী লোক নিরক্ষর ছিল। বিপ্লবের পর মাত্র দুইটী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে সোভিয়েট রাশিয়া নিরক্ষরতা একরূপ দূর করিয়া ফেলিয়াছে এবং এই কৃতিত্বের দাবী করিতে পারে ঐ দেশের শত শত পাঠকেন্দ্র। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদেরও উচিত দেশময় শত শত পাঠকেন্দ্র স্থাপন করিয়া ও তৎসহ নৈশবিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করিয়া যাহারা শিক্ষার সুযোগ পায় নাই সেই সব হতভাগ্য প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিদের শিক্ষিত করিয়া তোলা। ইহা যে কোন জনকল্যাণ রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য। অবশ্য আমাদের দেশেও যে কিছু কিছু ব্যবস্থা হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

তৃতীয় যোজনায় যে সব বালক বালিকার বয়স ৬ হইতে ১১ তাহাদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৯৬৫-৬৬ সালে প্রায় পাঁচ কোটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়—এই পাঁচ কোটি শিশুদের শিক্ষানুরাগ অব্যাহত রাখার জন্য দেশব্যাপী যে সুষ্ঠু ও সংহত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহা আজও হইয়া উঠে নাই। অবশ্য ২য় ও ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশব্যাপী সংহত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা হইয়াছিল এবং কিছু কিছু বিভিন্নস্তরের সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিতও হইয়াছে, যদিও তাহাদের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। তাহা ছাড়া এই গ্রন্থাগারগুলি নামে সাধারণ গ্রন্থাগার হইলেও কাজে তাহারা মোটেই সাধারণের জন্য নয়। জনকল্যাণ রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা যেরূপ অবাধ ও অবৈতনিক হওয়া বাঞ্ছনীয় সেইরূপ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায়ও কোনরূপ চাঁদা বা মাশুল থাকা সমীচীন নয়। সমুচিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা না থাকিলে যাহারা কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহারা যেমন ক্রমে অজ্ঞতার কোলে পুনরায় ঢলিয়া পড়িবে তেমনি চাঁদা বা গচ্ছিত মুদ্রার ব্যবস্থা থাকিলে সমাজের অতি অল্পসংখ্যক লোকই গ্রন্থাগারের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে। ইহার কোনটাই গণতন্ত্রের উপযোগী নয়। সুতরাং অচিরে চাঁদা বা গচ্ছিত মুদ্রা ব্যবস্থা রহিত করিয়া গ্রন্থাগারের দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করাই গণতান্ত্রিক ভারতের আশু কর্তব্য। সম্ভব হইলে গ্রন্থাগারে নির্দিষ্ট পরিক্রমানুযায়ী পর্যন্ত পুস্তক রাখিতে পারিলে আরও ভাল হয়। কেননা অনেক দরিদ্র মেধাবী ছাত্র আছেন যাঁহারা পাঠ্য পুস্তক ক্রয় করিয়া পড়িতে পারেন না। আবার আর এক শ্রেণীর ছাত্র আছেন যাঁহারা দিবাভাগে কাজ করিয়া নৈশ স্কুল—কলেজে পড়াশুনা করেন। সুযোগ ও সময়াভাবে তাঁহারা তাঁহাদের স্কুল কলেজের গ্রন্থাগারের সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারাও এই ব্যবস্থায় উপকৃত হইবেন। মোটকথা, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এমন হইয়া উচিত যাহাতে সর্বশ্রেণীর নাগরিকই যেন শিক্ষার সুযোগ লাভ করিতে পারেন। পর্যাপ্ত পরিমাণে সমৃদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার না থাকিলে অধ্যাপক, গবেষক ব্যবহারজীবী, বৈজ্ঞানিক, যন্ত্রশিল্পী; স্থপতি, রাজনীতিবিদ প্রভৃতি সমাজের সুশিক্ষিত প্রগতিশীল ব্যক্তিরাও তাঁহাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের অগ্রগতির কিছুই জানিতে পারিবেন না। ফলে দেশের প্রভূত ক্ষতি হইবে। শিক্ষাজগতে যে সংকট দেখা দিয়াছে ও শিক্ষার মান যে ক্রমে নামিয়া যাইতেছে তাহারও অন্যতম কারণ ছাত্রদের গ্রন্থাগার বিমুখতা। বিভিন্ন শিক্ষনীয় বিষয়ে পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত গ্রন্থপাঠে অনুরাগ জন্মাইয়া ছাত্র সমাজকে যদি একবার গ্রন্থাগার অভিমুখী করিয়া তোলা যায় তাহা হইলে শিক্ষার মান আবার উঠিতে থাকিবে, যে উচ্ছৃঙ্খলতা ছাত্র সমাজকে রাহুগ্রস্থ করিয়া রাখিয়াছে তাহার জন্য শুধু ছাত্র সমাজকে দায়ী করিলে চলিবেনা। তাহাদের না আছে সুষ্ঠু পরিবেশ, না আছে পর্যাপ্ত গ্রন্থ বা গ্রন্থাগার আবার না পায় তারা উপযুক্ত পথনির্দ্দেশ বা নেতৃত্ব। এইক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব মুখ্য আর গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব গৌণ।

দেশ অবশ্য এক জরুরী অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছে। পরপর দুই বিদেশী আক্রমণের মোকাবিলা করিতে হওয়ায় দেশের অর্থনীতি কিয়ৎপরিমাণে বিপর্যস্ত এবং ঐ কারণেই চতুর্থ যোজনার কিছু কিছু উন্নতিমূলক প্রকল্পের ছাট্‌কাট্‌ করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হইল, এই অজুহাতে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ হ্রাস করা সম্ভবতঃ সমীচীন হইবে না। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার ব্যবস্থা ছিল না। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি বিভিন্ন শিক্ষাসংক্রান্ত, কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আশা করা যায় চতুর্থ যোজনায় এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হইবে দেশের ক্রমবর্দ্ধমান শিক্ষার চাহিদা মিটাইতে হইলে একদিকে যেমন চাই অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন সেইরূপ চাই গ্রামে গ্রামে ও সহরে সহরে অবৈতনিক গ্রন্থাগার। কিন্তু শুধুমাত্র গ্রন্থাগার স্থাপন করিলেই চলিবে না। দেশব্যাপী যে বিভিন্নস্তরের গ্রন্থাগার বর্তমান যথা, শিক্ষায়তন সংলগ্ন গ্রন্থাগার, বৈজ্ঞানিক ও বিশেষ প্রকারের গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগার তাহাদের একসূত্রে গ্রথিত ও সুবিন্যস্ত করিয়া দেশের অমূল্য গ্রন্থভাণ্ডার দেশের প্রতিটি নাগরিকের সম্মুখে উন্মুক্ত করার দেওয়া প্রয়োজন। আর দরকার গ্রন্থাগারকে জনজীবনের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ করিয়া সর্বশ্রেণীর নাগরিকদের উহার সঙ্গে জড়াইয়া ফেলা। এই ব্যবস্থা করিতে পারিলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে। পথের দূরত্ব বা আর্থিক অসচ্ছলতা যেন কোনও ঐকান্তিক আগ্রহশীল পাঠকের গ্রন্থলাভের পথে অন্তরায় হইয়া না দাঁড়ায়। এই কাজ করিতে হইলে গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সহযোগিতার ভাব আনিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে গ্রন্থ আদান প্রদানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, যাহাতে দেশের যে কোনও নিভৃত পল্লীতে বসিয়া যে কোন পাঠক দেশের যে কোন গ্রন্থাগারের যে কোন গ্রন্থ তাহার স্থানীয় পাঠাগারের মাধ্যমে পাইতে পারেন। গ্রন্থসংগ্রহের কোনও সম্মিলিত সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা না থাকায় দেশের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হইতেছে। ভারতের মত দরিদ্র দেশের এই জাতীয় বিলাসিতা শোভা পায়না। নিকটবর্তী গ্রন্থাগারগুলি অকারণ একই বই না কিনিয়া সুপরিকল্পিত ভাবে সহজেই বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থ সংগ্রহ কারিয়া দেশের গ্রন্থরাজির বৈচিত্র্য ও সম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারে। চতুর্থ যোজনায় এ সব অসংগতির অবসান হউক ও গণশিক্ষা বিস্তারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠুক ইহাই কামনা করি।

The role of libraries in mass education
—By Mukundalal Chakravorti.

এই কলকাতায় এখন

॥ মৃতের নগরী থেকে জনৈক অপ্রকৃতিস্থ প্রতিবেদক শ্রীতণ্ডুলানন্দ শর্মার নিবেদন ॥

'আল্ ইন্তেজার আশীদ্দাল্ মওৎ'—প্রতীক্ষা মৃত্যুর সমান। বেলা দশটা বেজে গেছে। কলকাতা শহরের প্রান্তে কোন এক রেল ষ্টেশনে ট্রেনের প্রতীক্ষায় বসে থেকে ভণ্ডুল সেই মৃত্যুযন্ত্রণাই ভোগ করছিল। বহুবিস্মৃত বাল্যকালে ক্লাসের ইংরেজী ট্রানস্লেশন করতে গিয়ে যে বাক্যটি ভণ্ডুলের মনে একেবারে গেঁথে গিয়েছিল তা যে এতকাল পরে তার জীবনে নিদারুণ বাস্তব সত্য হয়ে দেখা দেবে তা কি সে ভাবতেও পেরেছিল? প্রায়ই হন্তদন্ত হয়ে ষ্টেশনে ছুটে এসে ভণ্ডুল দেখে ট্রেনটি যথাসময়েই চলে গেছে—আর মনে পড়ে যায় সেই বাক্যটি--'লোকটি ষ্টেশনে পৌছিবার পূর্বেই ট্রেনটি চলিয়া গেল।'

আজ আর কোনমতেই সাড়ে এগারোটার আগে ভণ্ডুল তার লাইব্রেরীতে পৌছুতে পারবে না। অথচ আজই লাইব্রেরীতে একজন বিশিষ্ট পাঠকের (পাঠিকা) আসবার কথা। পূর্বেই টেলিফোনযোগে তিনি জানিয়েছিলেন যে, কোন একটি বিশেষ বিষয়ের ওপর কাজ করবার জন্য আজ এগারোটায় তিনি ভণ্ডুলের লাইব্রেরীতে পদার্পণ করবেন। এক হিসেবে ভণ্ডুলের লাইব্রেরীতে যাঁরা পদার্পণ করেন তাঁরা সবাই বিশিষ্ট। তাঁরা আসেনও কালেভদ্রে—বিশেষ প্রয়োজনে পড়েই। ভদ্রমহিলা হয়তো বসে থাকবেন না—ভণ্ডুলের সহকারীটি এতক্ষণে পৌছে গেছে—সে নিশ্চয়ই ভণ্ডুল না পৌছানো পর্যন্ত তাঁর প্রয়োজনগুলি মেটাবার সাধ্যমতো চেষ্টা করবে। কিন্তু কত সামান্য এবং হাস্যকর কারণে ভণ্ডুলের আজ ট্রেন ফেল হল তা প্রকাশ করতে সে লজ্জিত হচ্ছে। রওনা হবার ঠিক আগে ভণ্ডুল কিছুতেই তার মোজাজোড়া খুঁজে পাচ্ছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও যখন অন্ততঃ একপাটি মোজাও খুঁজে পাওয়া গেলনা তখন ভণ্ডুল খালি পায়েই জুতো পরে স্টেশনের দিকে ছুটল। কিন্তু তার ছোটাই সার হল—সে স্টেশনে পৌছুবার আগেই গাড়ী চলে গেল। বিষণ্নমনে মুখের ঘাম মুছে ফেলার জন্য পকেট থেকে রুমাল বের করে সে মুখ মুছতে যাচ্ছিল—কিন্তু অত দুঃখেও তার হাসি পেয়ে গেল—পকেট থেকে বেরিয়ে এসেছে রুমালের বদলে একপাটি মোজা। হয়তো পাছে খোঁজাখুঁজি করতে হয় এজন্য ভণ্ডুলই অতি সাবধানে মোজাজোড়া প্যান্টের পকেটে রেখেছিল!

যাই হোক স্টেশনে বসে বসে ভণ্ডুল ট্রেনের কথাই ভাবছিল। ইলেকট্রিক ট্রেন কখন হুশ করে এসে পড়বে। অবশ্য বিনা নোটিশে নয় সিগনালের লাল আলো নীল হলেই ট্রেন আসবে। তবে ইলেকট্রিক ট্রেনে সেই মনোহরণ বাঁশী আর নেই। অবশ্য দূরপাল্লার ট্রেনগুলিতে এখনো সে বাঁশী বাজে এবং সে বাঁশী মন উদাস করে দেয়। ট্রেনের বাঁশী সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত দুর্বলতা আছে ভণ্ডুলের। ইলেকট্রিক ট্রেনের বাঁশী

প্রায়ই দূর থেকে শুনতে পাওয়া যায় না এবং গাড়ীও যাতায়াত করে প্রায় নিঃশব্দে। ভণ্ডুলের এখনকার এইসব অবান্তর চিন্তায় হয়তো কোন সঙ্গতি নেই। তা না হলে তার কেন মনে হবে বছর কয়েক আগের সেই ঘটনার কথা! কোন মেল ট্রেনে ভণ্ডুল দিল্লী থেকে কলকাতায় ফিরছিল। খুব ভোরেই ভণ্ডুলের ঘুম ভাঙে; জেগে উঠে সে অনেকক্ষণ থেকেই জানালার ধারে বসে ছিল। ট্রেন বোধ হয় শিমুলতলা স্টেশনের কাছাকাছি এসেছে তখন—ছোট-বড় নীল পাহাড় ছাতছানি দিচ্ছে দূর থেকে। উঁচু-নীচু কাঁকরময় জমি—পাহাড়ী পথ। ভণ্ডুলের নজরে পড়ল কচি কলাপাতা রোদের সেই সকালে হলদে শাড়ী পরনে ছুটি তরুণী ও ছুটি যুবকের একটি ছোট দল অদূরে একটি পাকা রাস্তা দিয়ে চলেছে। যদিও কিছু দূরে, তবু ওদের দেখে ভণ্ডুল বুঝতে পারল দলটি বাঙ্গালীর; হয়তো সকাল বেলায় বেড়াতে বেরিয়েছে। ওদের একটি মেয়ে ট্রেনের দিকে তাকিয়ে খুব জোরে জোরে হাত নাড়তে লাগল। ট্রেনটি দেখে তার মনে হয়তো ছোট মেয়ের মতই আনন্দ হয়েছিল। হঠাৎ ভণ্ডুলের কী যেন হয়ে গেল। জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে সেও হাত নাড়া শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির হাত নাড়া বন্ধ হয়ে গেল এবং সমগ্র দলটি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দলের একটি যুবক মেয়েটিকে কি যেন বলল। কি বলল হয়তো তা অনুমান করা কঠিন নয়।—'কেমন, নাড়ো আরো হাত!' অথবা তিরস্কার করল আরো কঠিন ভাষায়। দূর থেকে সব কিছু ভাল করে নজরে আসার কথা নয় এবং তখনও ধীরগতিতে ট্রেন চলছিল। ভণ্ডুল তাহলেও স্পষ্টই দেখল, মেয়েটির উজ্জল মুখ নিমেষে কালো হয়ে গেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভণ্ডুলের কাছে কালো হয়ে গেল শিমুলতলার সেই সোনালী সকাল।

অথচ একবার এর বিপরীত একটি দৃশ্যই দেখেছিল ভণ্ডুল। গোয়ালিওর কি দৌলতাবাদ ফোর্টের শীর্ষদেশে আরোহণ করেছিল ভণ্ডুল এবং তার এক বন্ধু। ফোর্টের পাদদেশ থেকে একদল মেয়ে তাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছিল। হয়তো কোন কলেজের মেয়ে দল বেধে ভ্রমণে এসেছে। ভণ্ডুলের বন্ধুটিও খুব হাত নাড়তে লাগল। ভণ্ডুল কিন্তু সেদিন এই হাতনাড়ার মাতামাতিতে যোগ দেয়নি।

অল্পক্ষণ পরেই ট্রেন এসে শিমুলতলা ষ্টেশনে থামল এবং কিছু পরে ছেড়েও চলল। ছুপাশের এই পাহাড়, উঁচু-নীচু পাহাড়ে জমি, পাহাড়তলির বসতি, নদী, রেলওয়ে ব্রীজ, দূরের জঙ্গল—সব কিছু পার হয়ে ট্রেন হয়তো এক সময়ে তার গন্তব্য স্থলে পৌঁছে যাবে। কিন্তু হেমন্তের সেই সোনালী সকালে শিমুলতলার আকাশের কাছে ভণ্ডুল চিরদিনের জন্য অপরাধী হয়ে রইল।

সংশয়ী পাঠক হয়তো এখানে এসে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে বসতে পারেন—এইসব কাব্যিক বর্ণনার সঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কি সম্পর্ক? আত্মপক্ষ সমর্থন করবার জন্য ভণ্ডুল হয়তো বলতে পারত যে কোন এক গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগ দিয়ে ফিরে আসবার পথেই এই ঘটনা ঘটেছিল; কিন্তু সে চেষ্টা সে করবে না। ভণ্ডুলের একথা কবুল

করতে লজ্জা নেই যে, তার চঞ্চল চিত্ত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সীমানা ছাড়িয়ে মাঝে মাঝে নানা লঘু বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়।

ট্রেনের কথাই যখন উঠল তখন এখানে ভণ্ডুল সেই ঘটনাটির কথাও না বলে পারছে না। সেদিনও ভণ্ডুল স্টেশনে এসে পৌঁছুবার আগেই যথারীতি ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। অগত্যা একটা হতাশার ভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে পড়ল ভণ্ডুল। কিন্তু একটু দূরে গিয়েই ট্রেনটি দাঁড়িয়ে পড়ল। সবাই ছুটল সেদিকে, ভণ্ডুলও ছুটল। সবাই চটপট উঠেও পড়ল ট্রেনে। কিন্তু ট্রেন প্ল্যাটফরমের বাইরে এসে পড়ায় ভণ্ডুলের পক্ষে ওঠা একটু কঠিন হয়ে পড়েছিল। কোনমতে একটা লোহার খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে সে ট্রেনে উঠতে যাবে এমন সময় ট্রেনটি দিল ছেড়ে। ফলে ব্যালান্স হারিয়ে কাত হয়ে ভণ্ডুল পড়ে গেল রেল লাইনের ধারেই। যদি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ত তবে সে যাত্রা ভণ্ডুলের ভবলীলা সাঙ্গ হত। ভণ্ডুল গা ঝাড়া দিয়ে উঠবার আগেই লোকজন হৈ হৈ করে উঠল। তীব্র ধিক্কার, গঞ্জনা এবং অনুযোগে ভণ্ডুলের কান ঝালাপালা হয়ে গেল। নানাজনে নানা মন্তব্য করতে লাগল। এর চেয়ে ভণ্ডুলের মরে যাওয়াই ভালো ছিল। মধ্যবয়সী একজন আবার এটাও যথেষ্ট মনে না করে দু'পা এগিয়ে ভণ্ডুলের কাছে এসে হাত নেড়ে নেড়ে বলতে লাগলেন, 'এই তো বাঙালী জাতের দোষ মশাই, পনের মিনিট পরে পরের ট্রেন, তাও এমন জীবন বিপন্ন করে যেতে হবে?'

ভণ্ডুলের আর সহ্য হল না। বলল, 'বেঁচে থেকেই বা কী হবে আমাকে বলতে পারেন? মরে গেলে অন্ততঃ একটা সুবিধে হত এই যে, আপনাদের এই সব কথা আর আমাকে শুনতে হত না।' ততক্ষণে ট্রেন এসে গেছে। নিজেকে ভীড়ের ভেতর মিশিয়ে দিতে পারলে ভণ্ডুল তখন বাঁচে। তাড়াতাড়ি সে একটি কামরায় উঠে পড়ল। কিন্তু পরোপকারী ভদ্রলোকটি ভণ্ডুলের পেছন পেছন এসে একই কামরায় উঠে যেন ভণ্ডুলের কথার জবাবের জের টেনেই বললেন, 'আপনার ভালোর জন্যই বলা, মশাই!' ততক্ষণে ভণ্ডুলের কুকর্মের সাক্ষী আরো কয়েকজনও সেই কামরায় উঠেছিলেন, তাঁরাও সকলে একবাক্যে তাঁকে সমর্থন জানালেন। অতঃপর গন্তব্য স্থল এসে না যাওয়া পর্যন্ত সেই ট্রেণের কামরায় নানারকম অ্যাকসিডেন্টের গল্পই হতে লাগল।

ঘটনাটি আর দশটি ঘটনার মতই সামান্য। কিন্তু কিছুদিন পরেই এই সামান্য ঘটনা ভণ্ডুলের কাছে অসামান্য হয়ে দেখা দিল। সেদিন ষ্টেশনের ওপরেই একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। লোকটির দেহ মাঝামাঝি একেবারে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। সবাই ভীড় করে দেখছিল। ভণ্ডুলও একবার লোকটার মুখটা দেখবার চেষ্টা করছিল। কৃতকার্য হতেই সে যেন বিদ্যুৎপৃষ্ট হল। এই তো সেই ভদ্রলোক যিনি কিছুকাল আগে ভণ্ডুলকে জীবন বিপন্ন করতে নিষেধ করেছিলেন!

সম্ভবতঃ অজ্ঞতাবশতঃই ভণ্ডুল মধুচক্রে লোষ্ট্রাঘাত করে বসেছিল। **আক্রমণকারী ভণ্ডুল অদৃশ্য; ক্ষুব্ধ,** আহত মধুমক্ষিকাকুল দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নিরীহ পথচারী-দের দংশনে **ক্ষতবিক্ষত ও জর্জরিত** করে তুলেছিল। মৌমাছিদের গুঞ্জরণে ও গঞ্জনায় আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল—'ধিক্ ভাণ্ডুল, কাপুরুষ ভণ্ডুল, হীন শয়তান ভণ্ডুল, হিম্মত থাকে তো বেরিয়ে এসো নরকের কীট ভণ্ডুল, আত্মপ্রকাশ করো।'

আর বেচারা 'গ্রন্থাগার' সম্পাদক! কুক্ষণে ভণ্ডুলের খপ্পরে পড়ে তাঁকে কতই না জবাবদিহি করতে হচ্ছে। ভণ্ডুলের কানে এ জনশ্রুতি পৌছেছে যে, 'গ্রন্থাগার' সম্পাদককে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাড় করানোর চেষ্টাও হয়েছিল এই ভণ্ডুলের জন্য! বন্ধুরা অনেকেই ভণ্ডুলকে অনুরোধ করেছেন একটু ডিপ্লোম্যাট হবার জন্য—'যাতে সাপও মরে লাঠি ভঙে না'—সেই পুরানো হিতোপদেশ মেনে অপ্রিয় সত্য কথাকে একটু মধুর করে বলুক ভণ্ডুল! আর স্বয়ং 'গ্রন্থাগার' সম্পাদক বলেছেন, যাতে কারো মনে আঘাত লাগে সেবক কথা লেখা থেকে ভণ্ডুল যেন বিরত হয়। কিন্তু সত্যি কথাও লিখবে অথচ কাউকে আঘাত করবেনা এমন লেখা ভণ্ডুলের দ্বারা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ! ইতিমধ্যে অনেকে আবার ভণ্ডুলকে প্রশংসাও করেছেন। কেউবা আবার ভণ্ডুলকে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন, বাহবা, বাহবা, বেশ ভণ্ডুল, লড়ে যাও! আর কেউ বা ভণ্ডুলের ভণ্ডুলবাজীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু নিন্দা বা প্রশংসায় বিচলিত হবার পাত্র ভণ্ডুল নয়। 'গ্রন্থাগার' সম্পাদক ছাপাতে অস্বীকার করার আগে পর্যন্ত ভণ্ডুল লিখে যাবে। আর ভণ্ডুল একথাও ঘোষণা করছে যে, ভণ্ডুলের এইসব ন-ভুতো-ন-ভবিষ্যতি মতামতের কপি রাইট ভণ্ডুলের একান্তই নিজস্ব। **সম্পাদক, পরিষদ কিংবা পরিষদের কোন সদস্যই ভণ্ডুলের মতামতের জন্য দায়ী নন।**

সংশয়ী পাঠকদের উদ্দেশ্যে ভণ্ডুলের নিবেদন, ভণ্ডুলের এইসব লেখায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব বা কোনরূপ মর‍্যাল নেই। ভণ্ডুলের লেখায় সেসব খুঁজতে গেলে তাঁরা অযথা হতাশ হবেন। ভণ্ডুল সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষ হিসাবে সে যা দেখেছে এবং চিন্তা করেছে তাই অকপটে প্রকাশ করেছে মাত্র। ভণ্ডুলের নিজের চরিত্রেই যেসব অসঙ্গতি, সময়ানুবর্তিতার অভাব, কাণ্ডজ্ঞানের অভাব, হঠকারিতা ও অসহিষ্ণুতা রয়েছে তা সম্পূর্ণই মানবিক এবং তা নিয়ে ঠাট্টা করতে চেয়েছে সে নিজেকেই। অলমিতি।

IN CALCUTTA NOW—A Running Conmentary by Bhandulananda Sharma—a morbid correspondent from the 'City of Death'.

গ্রন্থাগার সংবাদ

[এই বিভাগে প্রকাশের জন্য গ্রন্থাগারের উল্লেখযোগ্য কর্ম তৎপরতার বিবরণ সংক্ষেপে সুস্পষ্টরূপে লিখে পাঠাতে হবে। কেবলমাত্র গ্রন্থাগার-সংক্রান্ত খবরাখবরই এই বিভাগে ছাপা হবে। প্রেরিত সংবাদে যাতে অধিক পরিবর্তন ও সম্পাদকীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন না ঘটে সেদিকে সংবাদ-দাতাদের নজর দিতে অনুরোধ করি। নতুন বছর অর্থাৎ ১৩৭৩ সাল থেকে এই বিভাগের সংবাদগুলি সম্পাদনা করছেন শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত।

—সম্পাদক, গ্রন্থাগার।]

কলিকাতা

তরুণ সঙ্ঘ পাঠাগার। ১৭এ, ঘোষ লেন। কলিঃ-৬।

গত ২৩শে জুলাই, ৬৬, পাঠাগারের অষ্টাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায়, গ্রন্থাগারের বর্তমান সদস্যসংখ্যা ১৪৬ এবং পুস্তক ও পত্রিকার সংখ্যা যথাক্রমে ৩৬৮৮ ও ৩২০। আগামী বছরের জন্য ১৭ জন সদস্য নিয়ে একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা হয়। অন্যান্য বছরের মত বিগত বছরেও সরস্বতী পূজা, স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্রদিবস, বার্ষিক বনভোজন, রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবস এবং গ্রন্থাগার দিবস যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করা হয়।

পরিতোষ স্মৃতি পাঠাগার। ১৮এফ, পীতাম্বর ঘটক লেন। কলিকাতা-২৭

গত ২৪শে জুলাই, ১৯৬৬ পাঠাগারের নবম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান বছরে মাত্র ৪৩ খানি পুস্তক সংযোজিত হয়েছে। মোট বই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১৯৫। সম্পাদকের বার্ষিক বিবরণীতে বলা হয়েছে—'ইহা গভীর পরিতাপ ও লজ্জার বিষয় যে, আমাদের অঞ্চলের শিক্ষিতের সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেও পাঠাগারের সভ্য-সভ্যা সংখ্যার তেমন বৃদ্ধি হইতেছে না।'

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে পাঠাগারের ১৯৬৬-৬৭ সালে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে :—

সভাপতি—শ্রীমণি সান্যাল কাউন্সিলার, কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান; সহঃসভাপতি—শ্রীদেবকুমার ঘোষ, শ্রীপ্রভাত চন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীসুধাংশুনাথ গাঙ্গুলী। সম্পাদক—শ্রীঅমল কুমার গোস্বামী। সহঃসম্পাদক—শ্রীপরিমল চক্রবর্তী। গ্রন্থাগারিক—শ্রীঅশোক দাস। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীবিশ্বতোষ পাল। সভ্য—শ্রীসুনীতি সুন্দর ঠাকুর, শ্রীকল্যাণ কুমার রায়,

অজিত কুমার চক্রবর্তী, শ্রীভবানীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, শ্রীবুদ্ধদেব বসু, শ্রীরবীন্দ্রপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

রবীন্দ্র গ্রন্থাগার। সি, আই, টি টেনান্ট্‌স্ অ্যাসোসিয়েশন—গ্রন্থাগার শাখা। ১/২এ, ক্রীষ্টোফার রোড। কলিঃ-১৪।

সি, আই, টি টেনান্ট্‌স্ অ্যাসোসিয়েশনের ১৯৬৬ সালের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যদের নাম যথাক্রমেঃ—সভাপতি—শ্রীকুমুদবন্ধু ঘোষ, সহঃসভাপতি—শ্রীপরেশচন্দ্র রায় ও শ্রীকামিনীকুমার দে, সাধারণ সম্পাদক—শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত, সহ-সম্পাদক—শ্রীসুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীতারাসত্য মুখোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীঅমূল্যকুমার নাগ গ্রন্থাগার উপসমিতি—সর্বশ্রী শিবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (আহ্বায়ক), তারাসত্য মুখোপাধ্যায়, কনককান্তি ঘোষ।

দার্জিলিং

ব্লুমফিল্ড মহকুমা গ্রন্থাগার। কার্শিয়াং।

গ্রন্থাগারের পঞ্চাশৎতম বার্ষিক কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে, নিম্নলিখিত সদস্যগণ ১৯৬৪—৬৭ সালের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতিতে নির্বাচিত ও মনোনীত হয়েছেন :—

সভাপতি—শ্রী এ, কে, চক্রবর্তী, সহ-সভাপতিদ্বয়—শ্রী বি, বি, মুখোপাধ্যায় ও শ্রী বি, কে, সেন ; সাধারণ সম্পাদক - শ্রী কে, কে সেন ; নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ—সর্বশ্রী জি, এন রায়, বি, বি রায়, এস, কে রায়, বি, কে রায়চৌধুরী, এ, বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ এ, কে, বন্দ্যোপাধ্যায় ; মনোনীত সদস্যবৃন্দ সর্বশ্রী এ, আর, গুপ্ত, সিষ্টার এম, অ্যাকুইন, পি, টি, লামা, তপতী রায়, বিদ্যালয় অবর পরিদর্শক ও এস, বি, প্রধান।

গ্রন্থাগারের গৃহ-সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে চলেছে। বর্তমান বছর থেকে একজন গ্রন্থাগারিক, একজন সহ-গ্রন্থাগারিক, একজন দপ্তরী ও দারোয়ান নিয়োগ করা হয়। গ্রন্থাগারে বর্তমানে মোট পুস্তকের সংখ্যা ৩২৪৫। গত ১৫ই আগষ্ট, '৬৬ গ্রন্থাগারে বিপুল উদ্যমে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। কার্শিয়াং-এর মহকুমা শাসক শ্রী এ, কে, চক্রবর্তী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। জাতীয় শিক্ষার্থী, স্কাউট গাইডরা 'গার্ড অব অনার' দেন। রোগীদের ফল ও মিষ্টদ্রব্য বিতরণ করা হয়। ঐদিন অপরাহ্ণে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী বি, এন, দাশগুপ্ত গ্রন্থাগারের নতুন ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন। কার্সিয়াং-এর পৌরপ্রধান শ্রী পি, টি, লামা এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

বর্ধমান

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার। জাড়গ্রাম।

গত ২৪শে জুলাই, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেন, বর্ধমান জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীমোহিত কুমার সেনগুপ্ত, সমাজশিক্ষা আধিকারিক শ্রীকামিনী

কুমার নাথ, কলা-নবগ্রাম "শিক্ষানিকেতনে"র অধ্যক্ষ শ্রীবিজয় কুমার ভট্টাচার্য, জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার পরিদর্শন করেন। এই উপলক্ষে পাঠাগারের পাঠকক্ষে পুঁথিপত্র, ডাকটিকিট, মুদ্রা, পোড়ামাটির কাজ এবং বিভিন্ন দেশের সাময়িক পত্র ও সচিত্র প্রাচীর পত্রের এক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। স্থানীয় বহু শিক্ষানুরাগী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সম্প্রতি বর্ধমানে "সাংস্কৃতিক সম্মেলন" গঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনের সভাপতি মনোনীত হয়েছেন কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক এবং কার্যকরী সমিতির সভ্য মনোনীত হয়েছেন জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের সম্পাদক।

জোতরাম বাণী মন্দির। জোতরাম।

গত ১৫ই আগষ্ট '৬৬, গ্রন্থাগারে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। আবৃত্তি, নাচ, গান, বক্তৃতা, পথপরিক্রমা এবং গ্রাম-সাফাই-এর মাধ্যমে দিনটি সুষ্ঠুভাবে পালন করা হয়। ঐদিন গ্রন্থাগারের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন বর্দ্ধমান আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি ডাঃ গোবিন্দপ্রসাদ ঘোষ এবং ঐ সভায় আগামী ১৯৬৬-৬৭ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত তিন বছরের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা হয়। যাঁরা কার্যনির্বাহক সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের নাম দেওয়া হ'ল—

সভাপতি ডাঃ গোবিন্দপ্রসাদ ঘোষ, সহ-সভাপতি—শ্রীনিরাপদ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক—শ্রীকাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক ও সহ-সম্পাদক—শ্রীসনাতন মণ্ডল, সহ-গ্রন্থাগারিক - শ্রীভূদেবচন্দ্র ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ - শ্রীনিতাইচন্দ্র নাগ। এ ছাড়া সর্বশ্রী হরেকৃষ্ণ দে, রেখা বসু, সৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, অমিয়কৃষ্ণ কর ও পুলিনবিহারী পাল এই সমিতিতে আছেন।

পানুহাট সাধারণ পাঠাগার। পোঃ পানুহাট।

১৯৬৬-৬৭ সালের কার্যনির্বাহক সমিতিতে নিম্নলিখিত সদস্যগণ নির্বাচিত হয়েছেন :—

সভাপতি—শ্রীলালমোহন দেবনাথ, সহ-সভাপতি—শ্রীনিখিলরঞ্জন দেবনাথ, সাধারণ সম্পাদক—শ্রীহরিনারায়ণ ভাওয়াল, সহ-সম্পাদক—শ্রীপ্রদীপকুমার ঘোষ, গ্রন্থাগারিক—শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত, সহ-গ্রন্থাগারিক—শ্রীসত্যরঞ্জন দাস, হিসাব-রক্ষক—শ্রীশান্তিরঞ্জন কুণ্ডু। এ ছাড়া পাঠাগারে প্রাচীর পত্রিকা উপসমিতি, সাংস্কৃতিক উপসমিতি, সেবা উপসমিতি ও ক্রীড়া উপসমিতি আছে।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার। বিবেকানন্দ রোড। সিউড়ী।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার অর্ধ-শতাব্দীর অধিককাল জনজীবনের সঙ্গে জড়িত। গত ২৫শে আগষ্ট গ্রন্থাগারের ৬৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন বীরভূম জেলা সমাহর্তা শ্রীমৃণালকান্তি করগুপ্ত।

মেদিনীপুর

জেলা গ্রন্থাগার। তমলুক।

তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে গবেষণাকার্যে ব্রতীদের মধ্যে কৃতী গবেষককে প্রতিবৎসর পুরস্কার দানের জন্য মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল থানার অন্তর্গত লক্ষ্যা গ্রাম নিবাসিনী শ্রীমতী স্নেহলতা মাইতি জেলা গ্রন্থাগারের সভাপতি মাননীয় মহকুমা শাসক শ্রীসমীরেন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের হাতে পাঁচ হাজার টাকার একটি তোড়া দান স্বরূপ দিয়েছেন। গবেষকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের অধিকারীকে পঞ্চানন মাইতি পুরস্কার এবং তমলুক জেলা গ্রন্থাগারের নিয়মিত পাঠক-পাঠিকা ও জনসাধারণের মধ্যে পাঠস্পৃহা বৃদ্ধিকল্পে অধিকতর উৎসাহ সঞ্চারের জন্য প্রতি বৎসর হীরালাল মাইতি পুরস্কার দেওয়া হবে। জেলা গ্রন্থাগার থেকে যাঁরা পাঠক. পাঠিকাবর্গ যে সব পুস্তকাদি পাঠ করিবেন তার পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জনকারী দ্বিতীয় পুরস্কারটি লাভ করবেন।

শ্রীযুক্তা মাইতির পরলোকগত স্বামী ৺পঞ্চানন মাইতি ও দেবর হীরালাল মাইতির নামে উক্ত পুরস্কার দানের ব্যবস্থাপনায় ৫০০০৲ টাকা তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে দান শুধু প্রশংসনীয়ই নয়, তাঁর উদারতা, জাতীয় কল্যাণে গবেষণায় তাঁর আগ্রহ ও জেলা গ্রন্থাগারের সদ্ব্যবহারে দেশবাসীর অন্তরে উৎসাহ সঞ্চারের প্রচেষ্টা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এবং তাঁর এই কাজ দেশ ও জাতির প্রতি মমত্ব ও একনিষ্ঠ কর্তব্যবোধের পরিচায়ক।

শহীদ পাঠাগার। চৈতন্যপুর। গ্রামীণ গ্রন্থাগার।

গত ১৫ই আগষ্ট শহীদ পাঠাগার, 'আমাদের আসর' (মহিলা প্রতিষ্ঠান) ও অভয় আশ্রম কর্মীদের পরিচালনায় স্বাধীনতা দিবস ও শ্রীঅরবিন্দ জন্মদিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সকাল ৮টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রবীণ সংগঠন কর্মী শ্রীরামকৃষ্ণ ডাকুয়া। এই উপলক্ষ্যে সঙ্গীত, আবৃত্তি, প্রবন্ধপাঠ. সূত্রযজ্ঞ ও প্রার্থনার মাধ্যমে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী পার্বতী মাইতি. পুষ্প কুইল্যা, মনোতোষ মাইতি, কমলেশ মিত্র, রাম পট্টনায়ক ও বিল্বপদ জানা।

মুর্শিদাবাদ

নিশিন্দ্রা মিলনী পাঠাগার। পোঃ শ্রীমন্তপুর।

১৩৬৪ বঙ্গাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা থানার অন্তর্গত নিশিন্দ্রা গ্রামে এই গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারের বর্তমান পুস্তক সংখ্যা প্রায় ৯০০।

হাওড়া

সবুজ গ্রন্থাগার। নিজবালিয়া।

গত ১৪ই আগষ্ট '৬৬, সবুজ গ্রন্থাগারের দ্বাবিংশতি বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীবেচারাম ঘোষ ও কার্যবিবরণী পাঠ করেন সাধারণ

সচিব শ্রীশিবেন্দু মান্না। গ্রন্থাগারে বর্তমানে মোট পুস্তক সংখ্যা ৩,৭০০ ; মোট সভ্যসংখ্যা ৩০০ ; সংগৃহীত পত্রপত্রিকার মোট সংখ্যা ৩০০।

সবুজ গ্রন্থাগার উনবিংশ ও বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষ্যে শ্যামপুর (হাওড়া) ও দ্বারহাট্টা (হুগলী) তে দুটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এ ছাড়া বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষামন্দিরেও অনুরূপ একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। গ্রন্থাগারে রবীন্দ্র জয়ন্তী, নেতাজী জন্মোৎসব, গান্ধী জন্মোৎসব, প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস, সমাজশিক্ষা দিবস, গ্রন্থাগার দিবস ও শ্রীপঞ্চমী উৎসব সুষ্ঠুভাবে পালন করা হয়। সর্বশ্রী কে, পি, মুখোপাধ্যায়, শিবরাম রায়, হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার ঘোষ ও পশুপতি মুখোপাধ্যায় কার্যকরী সমিতির সম্মানিত সদস্যরূপে মনোনীত হয়েছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে সবুজ গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীশিবেন্দু মান্না।

হুগলী

উত্তরপাড়া সারস্বত সম্মিলন। ১৪৭ বি, গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড।

১৯০৯ সালের জুন মাসে সারস্বত সম্মিলন স্থাপন করা হয়। ত্রৈবার্ষিক কার্য বিবরণীতে প্রকাশ—সম্মেলনের সদস্য সংখ্যা ১৭৪ ; গ্রন্থাগারে মোট পুস্তকের সংখ্যা ৭,৯১৮। এছাড়া কুড়িটি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা নিয়মিত রাখা হয়। প্রায় দেড় হাজার টাকার মত পুস্তক ও অর্থ সাহায্য বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান মারফৎ সংগৃহীত হয়েছে। ১৯৬৩ সালের ১৪ই ও ১৫ই এবং ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালের ১৫ই এপ্রিল বাংলা নববর্ষ আনন্দমুখরিত উৎসবের মধ্য দিয়ে পালন করা হয়।

তেলিনীপাড়া অন্নপূর্ণা পুস্তকাগার। ফেরীঘাট ষ্ট্রীট, তেলিনীপাড়া।

গত ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই আগষ্ট, '৬৬ তেলিনীপাড়া অন্নপূর্ণা পুস্তকাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। সভার উদ্বোধন করেন 'যুগান্তর' পত্রিকার বার্তা সম্পাদক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু এবং সভাপতিত্ব করেন হুগলী জেলা শাসক শ্রীবি, এন, চট্টোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ। ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস ও শ্রীঅরবিন্দের জন্মোৎসব পালন করা হয়। নানা বিষয়ে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন সর্বশ্রী সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নীতিশচন্দ্র বাগচী ও সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিদিনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুবর্ণ জয়ন্তী আরো আকর্ষণীয় করে তোলা হয়।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার। পোঃ ত্রিবেণী।

গত ৩১শে জুলাই '৬৬, ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতির ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগারের সভ্য সংখ্যা ৩১৭, পুস্তক সংখ্যা ৪২৭২, সাময়িক পত্রপত্রিকার সংখ্যা ৩১, বাঁধাই পত্রপত্রিকার সংখ্যা ৩৫৬, প্রদত্ত পুস্তক সংখ্যা ১৭,৬০১, গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী পাঠকপাঠিকার সংখ্যা ৫১৭।

গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণ সংবাদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীয়ানশিপ ডিপ্লোমা
(ডিপ-লিব) পরীক্ষার ফলাফল ঃ ডিসেম্বর, ১৯৬৫
(গুণানুসারে)

প্রথম শ্রেণী

১। পুলিন বিহারী বড়ুয়া, ২। এস, সাবিত্রী, ৩। হোমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪। সুধাংশু শেখর চক্রবর্তী, ৫। নির্মলেন্দু মহাজন, ৬। নিতাই চরণ দত্ত, ৭। চিত্রা চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণী

১। রেবা ভট্টাচার্য, ২। চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়, ৩। অজিতরঞ্জন ঘোষ, ৪। বরেন্দ্র নাথ সাহা, ৫। বুদ্ধিপদ পুরকাইত, ৬। সুধেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। সমরেশ চন্দ্র দত্ত, ৮। কালিপদ সেন, ৯। স্বপ্না সিংহ, ১০। ভূপতিচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১। বীণা ঘোষ, ১২। বিজন বিহারী গোস্বামী, ১৩। বেলা ঘোষ, ১৪। জয়কৃষ্ণ লস্কর, ১৫। সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬। অলোকা রায়চৌধুরী, ১৭। মৃদুলা দাস, ১৮। দীপালি মিত্র, ১৯। ধীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, ২০। মউঙ উইন, ২১। সন্তোষ কুমার সরকার, ২২। অঞ্জলি রায়চৌধুরী, ২৩। নারায়ণচন্দ্র সাধু, ২৪। মীরা চক্রবর্তী।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীয়ানশিপ (বি-লিব-এস-সি)
পরীক্ষার ফলাফল ঃ ১৯৬৬
(গুণানুসারে)

প্রথম শ্রেণী

১। মমতা মুখোপাধ্যায়, ২। প্রীতি চৌধুরী, ৩। দীপ্তিময় রায়, ৪। বীরেশ্বর চক্রবর্তী, ৫। প্রভাত কিরণ ভট্টাচার্য, ৬। মাণিকলাল গুপ্ত।

দ্বিতীয় শ্রেণী

১। সি, এন, গৌরী, ২। জ্যোৎস্না দত্ত. ৩। সিদ্ধার্থ বসু, ৪। সাধন সিং, ৫। বিনয় রঞ্জন সরকার, ৬। প্রণব কুমার ভট্টাচার্য, ৭। রমলা ঘোষ, ৮। সুনন্দা দাশগুপ্ত. ৯। নন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায়, ১০। সুনীথ মজুমদার, ১১। বীণা সেনগুপ্ত ১২। বিজয়া গোহো (গুপ্ত), ১৩। নীতিশ কুমার বসু, ১৪। দীপু দত্ত (রায়চৌধুরী) ১৫। জি, রাজলক্ষী; ১৬। রেবা ঘোষ (মিত্র), ১৭। দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায় ১৮। প্রণতি মল্লিক, ১৯। গীতা গুহ, ২০। নীলিমা বল, ২১। অঞ্জলি দাস, ২২। অমিতা পালিত (দত্ত), ২৩। উমা ঘোষ, ২৪। গীতা মজুমদার।

গ্রন্থ সমালোচনা

যুগে যুগে ভারত শিল্প ॥ শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ॥ প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন ॥ প্রাপ্তিস্থান : শিশু সাহিত্য সংসদ (প্রা) লিঃ ও দাশগুপ্ত এণ্ড কোং ॥ ১৬৩ পৃঃ ॥ মূল্য ৭'০০ টাকা ॥

বর্তমানের অব্যবস্থিত ও হতাশাময় দুঃখের দিনে জাতীয় সভ্যতার গৌরবময় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত ঐতিহ্যকে বার বার স্মরণ করতে হবে। ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতার শিল্প নিদর্শন তাদের প্রকৃতি ও প্রকারভেদের বৈচিত্র্যে অতুলনীয়। ভারতের জনসাধারণের পক্ষে তাই জাতীয় শিল্প সাধনা ও শিল্পকীর্তিকে হৃদয়ঙ্গম করার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী।

বাংলাভাষায় এতদিন ভারতের শিল্পকলার একটি ধারাবাহিক ইতিহাসের একান্ত অভাব ছিল। শ্রদ্ধেয় ও বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের পুস্তক সে অভাবকে পূরণ করতে সাহায্য করেছে। এই পুস্তকে প্রায় আড়াইশতেরও বেশী একবর্ণ ও রঙ্গীন চিত্রের দ্বারা ভারত শিল্পের ঐতিহ্য উপস্থাপনের প্রয়াস করা হয়েছে। প্রতিটি শিল্প নিদর্শনের নাম, উৎপত্তিস্থল ও শিল্পগত মূল্য সম্পর্কে এই পুস্তকে একাধিক ক্ষুদ্র অথচ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। বহির্ভারতের শিল্পকলাও এর অন্তর্ভুক্ত। সংগ্রহশালা সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধটিও পাঠকের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান। এতে ভারতের কোন্ কোন্ সংগ্রহশালায় কি কি ধরণের শিল্পদ্রব্য রয়েছে তারও একটি সুন্দর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পুস্তকের পুস্তনির মানচিত্র দুটিও সুন্দর। এতে ভারত, সিংহল, আফগানিস্থান, নেপাল, তিব্বত, মধ্য এশিয়া, চীন, কোরিয়া, জাপান, ইন্দোচীন, শ্যাম দেশ বা থাইল্যাণ্ড ব্রহ্ম এবং ইন্দোনেশিয়ার শিল্পকেন্দ্রগুলি প্রদর্শিত হয়ে ছাত্র ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতুহল মেটাবার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী হয়েছে।

এলিফাণ্টার নটরাজ মূর্তি শোভিত এই বহুচিত্রিত পুস্তকটি যে কোন গ্রন্থাগারের উপযোগী। এর সাহায্যে গ্রন্থাগারিকগণ পাঠক সাধারণকে ভারতশিল্পের ও ভারতীয় সংগ্রহশালার সম্পর্কে খবরাখবর দিতে সমর্থ হবেন। সুন্দর মুদ্রণ ও বাঁধাই বইটিকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। মূল্য যথার্থ। আমরা আশা করব যে অচিরেই এর বর্তমান সংস্করণটি নিঃশেষিত হবে। বাংলা ভাষায় শিল্পকলার ইতিহাস সম্পর্কে এমন একটি সুন্দর ও সচিত্র বই উপহার দিয়েছেন বলে লেখকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। পরবর্তী সংস্করণে লেখক যদি পুস্তকটিতে ভারত শিল্পের কর্মকৌশল ও শিল্পীজীবন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ যুক্ত করেন তবে ভালো হয়।

—শিল্পকলা রসিক।

চিঠিপত্রে মতামত

[পত্রদাতারা যেরূপ আগ্রহ সহকারে 'গ্রন্থাগার' সম্পাদককে চিঠিপত্র লিখছেন তার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। ছাপাবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে এবং পত্রিকায় জায়গা থাকলে পত্র ছাপানো হবে। পত্রি-কায় লেখা পাঠাবার যে নিয়ম আছে সেইরূপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে পুরা নাম - ঠিকানা ও তারিখ সহ পত্র লিখে পাঠাতে হবে। পত্র সংক্ষিপ্ত, যুক্তি-পূর্ণ ও সমালোচনা গঠনমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। পত্রের দৈর্ঘ্য যেন কোনক্রমেই একপৃষ্ঠা (ছাপার অক্ষরে) অতিক্রম না করে। পত্রদাতার বক্তব্যকে ঠিক রেখে পত্রের প্রয়োজনানুযায়ী সংশোধন ও সম্পাদন করার অধিকার সম্পাদকের অবশ্যই থাকবে। — সঃ গ্রঃ]

শ্রীরামপদ সৌ, গ্রন্থাগারিক, রাজনগর সাধারণ পাঠাগার, বীরভূম।—'গ্রন্থাগার' পত্রিকাটি (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩) পড়ে যথেষ্ট আনন্দ পেলাম। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারকর্মীদের নানা সমস্যা নিয়ে এই সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনুরূপ গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের বেতনহার স্থির করেছিলেন। বর্তমানে শিক্ষকদের বেতনহারের পরিবর্তন করা হয়েছে কিন্তু গ্রন্থাগারিকদের বেলায় তা করা হয় নি—এমন কি শিক্ষকদের মত মহার্ঘ্যভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদিও তাঁরা পান না। আমি এই বিষয়ে মাননীয় সমাজ শিক্ষা বিভাগের মুখ্য পরিদর্শক মহাশয়ের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ৯।৭।৬৬

জনৈক শুভার্থী - কলিকাতা। "—'গ্রন্থাগার' জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়—'এই কলকাতায় এখন' রচনায় কয়েকটি অনুদার মন্তব্য পাঠ করে ব্যথিত হলাম। লেখকের বক্তব্য বিতর্কমূলক।" ১৫।৭।৬৬

শ্রীঘনশ্যাম রায়, সাইকেল পিওন, তুষার স্মৃতি গ্রন্থ-নিকেতন, মেদিনীপুর। 'গ্রন্থাগার'—এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'সম্পাদক সমীপেষু' বিভাগে প্রকাশিত কোলাঘাট দেশপ্রাণ গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীনির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ৭।৩।৬৬ তারিখের পত্রে কোলাঘাট গ্রন্থাগারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি বিষয়ক ঘটনাগুলির উল্লেখ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণপুর 'তুষার স্মৃতি গ্রন্থ-নিকেতনে'র গ্রন্থাগারিক মহাশয়ের পদত্যাগ বিষয়ে যে সংবাদ দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তাঁহার মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠান তার সদস্যের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ

মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করিয়া উঁহার ক্ষতি সাধনে ব্রতী হইলেন—ইহা আপনার ন্যায় মহানুভব সাহিত্যসেবীর নিকট কখনও আশা করিতে পারি নাই।" ২৭।৭।৬৬

শ্রীতারাপদ মাইতি,— গ্রন্থাগারিক, সর্বোদয় পাঠাগার, তিলন্তপাড়া, মেদিনীপুর।

"ভারত সরকার একটি 'কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পর্ষৎ' গঠন করিয়াছেন 'গ্রন্থাগার' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩) পত্রিকায় সে সংবাদ পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। আরও আনন্দিত হইলাম যে, আপনার সুযোগ্য পরিচালনায় পত্রিকাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। গ্রন্থাগারের ('গ্রন্থাগার' পত্রিকা নহে—সঃ গ্রঃ) পরিচালনা ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকদের মতামত সম্পাদক মহাশয়েরা মোটেই নেন না—ইহাতে গ্রন্থাগারের প্রকৃত উন্নতি হইতেছে না। স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের দুর্দশার আশু প্রতিকারের জন্য শিক্ষাবিভাগ এবং 'কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উপদেষ্টা পর্ষৎ'-এর দৃষ্টি নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করি। (১) গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকদের স্বাধীনতা থাকা উচিত। (২) বেতন নিয়মিত ও প্রাথমিক শিক্ষকদের অনুরূপ হউক। (৩) স্পনসর্ড গ্রন্থাগার-গুলিকে পুরোপুরি সরকারের আয়ত্বে আনা হউক। ৫।৮।৬৬

শিবসাধন চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক, জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, বর্ধমান।

"গ্রন্থাগার" পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীভণ্ডুলানন্দ দেবশর্মা ধারাবাহিক ভাবে তাঁর সুচিন্তিত অন্তরের বাণী প্রকাশ করে আসছেন—এর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রতি মাসেই তাঁর প্রবন্ধ বা পত্র অধীর আগ্রহে পাঠ করি। ভয় হয়, স্বাধীন দেশ হলেও স্বাধীন ভাবে অপ্রিয় সত্য বল্লে বিপদেরও সম্ভাবনা আছে। এক শ্রেণীর লোক ইহা পছন্দ করবেন না। দেবশর্মার প্রবন্ধের ফাঁকে ফাঁকে তাও বুঝতে পারা যাচ্ছে। তবে তিনি যে সত্যিকারের দেশপ্রেমিক ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সত্যিই তিনি দেশকে ভালবাসেন এবং প্রকৃতই দেশের কথা ভাবেন ও সংশোধনের জন্য তাঁর আন্তরিক চেষ্টা আছে। দোহাই ভণ্ডুল বাবু! "গ্রন্থাগার" পত্রিকাকে "ডকে" তুলবেন না। এটা আছে বলেই আপনার দর্শন পেলাম ; আর যেটা এই বৃদ্ধ বয়সে পল্লীর বনে বসে ভাবি তার সমর্থন কিছুটা পাচ্ছি আপনার পত্রে বা প্রবন্ধে। আর একটী অনুরোধ, আপনার শ্রদ্ধেয় গজেনদাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন। আমাদের স্বাধীন দেশ ডকে উঠেই আছে—ভণ্ডুল দেবশর্মার মত লোকেরও এসময়ে বিশেষ প্রয়োজন আছে—সখের দেশপ্রেমিকদের মুখোস খুলে দিয়ে সাধারণের সম্মুখে ধরার। ৬।৮।৬৬

গ্রন্থাগারিক-সংবাদ

[গ্রন্থাগারিকগণের আশা-আকাঙ্খা, অভাব-অভিযোগ ; বৃত্তির মানান্নয়ন, বৃত্তির মর্যাদাবৃদ্ধি ও বৃত্তি স্বার্থরক্ষার সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ও এই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতির বিবরণ এবং গ্রন্থাগারিকগণের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত সংবাদ এই বিভাগে স্থান পাবে। নতুন বছর থেকে এই বিভাগটির সম্পাদনা করছেন শ্রীমতী সুচিত্রা ঘোষ।

—সম্পাদক, গ্রন্থাগার।]

গ্রন্থাগারকর্মীদের দাবীর সমর্থনে জনসভা

গত ২৬শে আগষ্ট কলিকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে গ্রন্থাগারকর্মীদের দাবীর সমর্থনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক একটি জনসভা আহূত হয়। সভার পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী।

প্রারম্ভে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয় ঐদিনের মনোনীত সভাপতিকে সভাপতিপদে বরণের প্রস্তাব করেন এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিভাগের রীডার শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করার পরে সর্বসম্মতিক্রমে ডঃ চক্রবর্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভায় মূল প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করে বক্তৃতা করেন শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। তিনি বলেন, ১৯৬১ সালে ইউ জি সি উচ্চতর বেতনের সুপারিশ করা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে কেবলমাত্র বিশ্বভারতী ছাড়া কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সুপারিশ কার্যকরী করা হয় নাই। স্পনসরড কলেজে গ্রন্থাগারিকগণ শিক্ষকদের অনুরূপ মহার্ঘ্যভাতা পান না। সিকিউরিটি ডিপোজিট প্রথা আজও অব্যাহত রয়েছে। পলিটেকনিক ও গবর্ণমেণ্ট স্পনসরড লাইব্রেরীর কর্মীদের অবস্থার বিবেচনা হওয়া প্রয়োজন। জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকগণ মহার্ঘ্যভাতা ইত্যাদি হতে বঞ্চিত। গত দশ বছর যাবত আবেদন নিবেদনেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। তিনি গ্রন্থাগারকর্মীদের সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান।

শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য এম, এল, সি বলেন, গ্রন্থাগারিকগণ কলেজ শিক্ষকদের সঙ্গে যুক্ত ভাবে আন্দোলন চালাচ্ছেন এটা যুক্তিসঙ্গত। WBCUTA গ্রন্থাগারিকদের দাবী সম্পর্কে সচেতন। তাঁর মতে, এমন কি সরকারী মহলের মতেও, গবর্ণমেণ্ট স্পনসরড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য ১৯৬৪ সালে প্রবর্তিত বেতনক্রম সুবিবেচনার পরিচায়ক নয়। অর্থাভাবই এর কারণ। খের কমিটি মোট আয়ের ২০ ভাগ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করতে বলেছিলেন ;

বর্তমানে সেই লক্ষে পৌছান গেছে। রাজ্য সরকারের হাতে ক্রমবর্ধমান আয়ের সুযোগ কম। তাঁরা ভারত সরকারের নিকট হতে আরও অর্থ মঞ্জুরী পাবার আশা করছেন। শ্রীভট্টাচার্য প্রস্তাবিত দাবীগুলির প্রতি সমর্থন জানান। Prof.-in-charge প্রথা সম্পর্কে তিনি বলেন, অনেকের মতে এর প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক থাকলে এই প্রথা বাতিল করার দাবী যুক্তিসঙ্গত। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও মহার্ঘ্য ভাতা সম্পর্কে তিনি বলেন, এগুলি আদায় করার জন্য ব্যাপকতর আন্দোলন প্রয়োজন। এর জন্য সরকারের কত খরচ পড়বে তা হিসেব করে দিতে পারলে ভাল হয়।

শ্রীনির্মাল্য বাগচী এম, এল, সি বলেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পুরাতন ঐতিহ্যময় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এই সংগঠন শুধুমাত্র সাহিত্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারে নি। তাঁরা জীবিকার প্রশ্ন, সামাজিক দায়িত্বের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। গত ৩টি পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে মাত্র ৫৪৬টি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। ৩৮ হাজার গ্রামের দেশে এ সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। আমাদের শিক্ষার হার ক্রমশঃ নিম্নদিকে ধাবমান। এর প্রতিকারকল্পে গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে স্বীকার করে নিতে হবে। সমগ্র দেশের সঙ্গে যুক্ত এই সমস্যার সমাধানে গ্রন্থাগারকর্মীদের আর্থিক সমস্যার সমাধান চাই। কেরলে বাজেটের ৫০ ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩১·৩০ ভাগ ব্যয় করেন। খের কমিটি রাজ্য সরকারকে ২০ ভাগ ব্যয়ের জন্য অনুমোদন করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের ১০ ভাগ ব্যয়ের সুপারিশ করলেও ব্যয়িত হচ্ছে ৪ ভাগ। ক্রমবর্ধমান আয়ের পূর্ণ ব্যবহার হয়নি। সামান্যতম সুযোগ-সুবিধা হতে গ্রন্থগারিকগণ বঞ্চিত। এই অরাজক অবস্থার জন্য সরকার দায়ী। গ্রন্থাগারিকগণের দাবীর প্রতি তিনি পূর্ণ সমর্থন জানান।

অধ্যক্ষ অনিল রায়চৌধুরী বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগার অপরিহার্য। গ্রন্থাগারিকেরাও শিক্ষক। শিক্ষার উন্নতি সাধনে শিক্ষক তথা গ্রন্থাগারিকের অবস্থার উন্নতি একান্তভাবে কাম্য। গ্রন্থাগারিকেরা বিশেষ ধরণের শিক্ষাপ্রাপ্ত। এই ধরণের কর্মীদের উন্নতি বিশেষভাবে কাম্য। গ্রন্থাগারিকদের দাবীগুলি যুক্তিসঙ্গত। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শিক্ষা তথা গ্রন্থাগারের উন্নতিকে একান্তভাবে চেয়েছেন। এই দাবীর পূরণে শিক্ষার উন্নতি অব্যাহত থাকবে।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী বলেন, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কলেজ গ্রন্থাগারিকদের জন্য এ পর্যন্ত নানা পর্যায়ে চেষ্টা করা সত্ত্বেও কিছু করা হয়নি। গ্রন্থাগারিককে কলেজ কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী ন্যায়সঙ্গত। আন্দোলন না করে বর্তমানে কোন দাবী আদায়ই সম্ভব নয়। ওপর থেকে তলা পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষ অর্থাভাবের ফল ভোগ করছে না। সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগারিকদের দাবীগুলি সমর্থন করে তিনি বলেন, বাস্তব অবস্থার চাপে সকলকে সংঘবদ্ধভাবে অগ্রসর হতে হচ্ছে। আগামী দিনে যুক্তভাবে সক্রিয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে তিনি সকলকে আহ্বান জানান।

অধ্যাপক সন্তোষ মিত্র গ্রন্থাগারিকদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, ক্যাসিয়ারদের মতো গ্রন্থাগারিকদের কাছ থেকে সিকিউরিটি ডিপোজিত চাওয়া লজ্জাকর। পুস্তকসংখ্যার ওপর গ্রন্থাগারিকের কর্মক্ষমতা নির্ভর করে না। ছোট জেলার শাসক আর বড় জেলার শাসকদের বেতনের পার্থক্য করা হয় না। আর বই এর সংখ্যা গ্রন্থাগারিকের বেতনের পার্থক্য ঘটায়। সরকারের উঁচু পর্যায়ে বেতন বাড়াতে অনিচ্ছা নেই অথচ শিক্ষকও গ্রন্থাগারিকের জন্য খরচের টাকা নেই। তিনি শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের যুক্ত আন্দোলনের জন্য আহ্বান জানান।

সভাপতি ডঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী বলেন, সর্বনিম্ন সামাজিক নিরাপত্তা গ্রন্থাগারিকদের নেই। মহার্ঘ্য ভাতা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড এবং নিয়মিত বেতন গ্রন্থাগারিকদের পাওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষাকে যৌথ দায়িত্ব দেওয়ায় আপত্তি করেন অথচ একক দায়িত্ব গ্রহণেও রাজী নন। গ্রন্থাগার কর্মীর সংখ্যা ৪০০০ এর বেশী হবেনা। এই দাবী মেটাতে সরকারের ২৪।২৫ লক্ষ টাকার বেশী বছরে পড়বে না। একমাত্র সেলসট্যাক্স থেকেই এই টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু এ টাকা দিতে সরকার চাইবেন না। গ্রন্থাগারিকগণ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গত দশ বছর ধরে চলেও কোন ফল পাচ্ছেন না। ফলে তাঁদের আন্দোলনের পথে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। দেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আমরা ক্রমাগত নীচের দিকে নেমে যাচ্ছি। গ্রন্থাগারিকদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে তিনি বলেন, গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী সমগ্র জাতির দাবী; সকল শিক্ষাবিদ এ দাবীকে সমর্থন জানাবেন এবং তিনি আশা করেন, সরকার এই ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত দাবী মেনে নেবেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীঅজিত কুমার মুখোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:—

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আহূত ২৬ ৮-৬৬ তারিখের এই জনসভা পশ্চিমবঙ্গে সর্বস্তরের গ্রন্থাগারকর্মীদের জন্য নিম্নলিখিত দাবীসমূহ অনুমোদন করিতেছে এবং এইগুলি সত্বর কার্যকরী করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানাইতেছে:—

কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে

ক। ইউ, জি, সি, বেতনক্রমের প্রবর্তন চাই।

খ। শিক্ষকদের অনুরূপ মহার্ঘ্যভাতা এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধাদি দিতে হইবে।

গ। ইউ, জি, সি, সুপারিশের আওতায় আসে নাই এই ধরণের কর্মীদের জন্য নূতন বেতনক্রম চাই।

ঘ। কলেজ গ্রন্থাগারিককে কলেজ কাউন্সিলের সদস্য করিতে হইবে।

ঙ। গ্রন্থাগারিকদের নিকট হইতে সিকিউরিটি ডিপোজিট আদায় করা চলিবে না।

চ। পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের এবং ডে-স্টুডেন্টস্ হোম গ্রন্থাগারিকদের কলেজ শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন দিতে হইবে।

ছ। কলেজ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে প্রফেসর ইন্‌চার্জ প্রথা বাতিল করিতে হইবে।

সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জেলা, গ্রামীণ, আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে

ক। গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য জীবন ধারণের উপযোগী নূতন বেতনক্রম চাই। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও স্পনসর্ড লাইব্রেরীজ্ এমপ্লয়িজ্ অ্যাসোসিয়েশনের সুপারিশ কার্যকরী করিতে হইবে।

খ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যান্য কর্মীদের ন্যায় মহার্ঘ্যভাতা মেডিকেল রিলিফ, ছুটি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুবিধা এবং অন্যান্য সুবিধাদি দিতে হইবে।

গ। সার্ভিস্ রুল চালু করিতে হইবে।

ঘ। যথাসময়ে মাসিক বেতন দিতে হইবে।

ঙ। বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ কালে পুরাবেতন সহ ছুটি দিতে হইবে।

চ। গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থাগার কমিটির সম্পাদক করিতে হইবে।

ছ। গ্রন্থাগার কর্মীদের সন্তানসন্ততিদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অনুরূপ বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে।

স্কুল গ্রন্থাগারে

ক। সর্বসময়ের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করিতে হইবে।

খ। গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন মহার্ঘ্য ভাতা, এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধাদি দিতে হইবে।

এই সভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় পুস্তকের সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া বেতনের হার নির্দ্ধারণের অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক প্রথা অবিলম্বে বাতিল করিবার দাবী জানাইতেছে এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া বেতনের হার নির্দ্ধারণের দাবী করিতেছে।

তমলুকে গ্রন্থাগার কর্মীদের সভা

ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট স্পন্‌সর্ড লাইব্রেরী এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশনের আহ্বানে গত ২৮শে আগষ্ট তমলুক জেলা গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট স্পন্‌সর্ড লাইব্রেরী এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅনিলকুমার দত্ত সভায় উদ্বোধনী ভাষণ দেন। তমলুকের জেলা গ্রন্থাগারিক

শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের দায়িত্বের কথা বলেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং মূল্যবৃদ্ধির ফলে গ্রন্থাগারের কার্যাদিও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তিনি সকল কর্মীকে দেশের যে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে আহ্বান জানান এবং গ্রন্থাগারের সেবাকার্য যাতে ব্যাহিত না হয় সেদিকেও সকলকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ জানান। সভায় সর্বশ্রী বিল্বপদ জানা, নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল বাগ, শচীনন্দন কর্মকার, প্রভাংশু দাস প্রমুখ বক্তাগণ বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য জীবনধারণোপযোগী বেতনক্রম ও ভাতাদি দেবার জন্য সরকারকে তৎপর হতে অনুরোধ জানান।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম কর্মী শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী ও সভাপতি শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থাগারিকদের দাবী সম্বন্ধে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রচেষ্টার কথা জানান। পরিশেষে সভায় এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, মেদিনীপুরের গ্রন্থাগার কর্মীদের সুবিধার্থে এক জেলা ভিত্তিক গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদ গঠন করা হোক। শ্রীকানাইলাল সামন্ত ও নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়কে যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচন করে মোট ১১ জন সদস্যের এক অস্থায়ী প্রস্তুতি কর্মী পরিষদ গঠিত হয়। সদস্য-গণের নাম সর্বশ্রী রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, মুরলীমোহন সেন, নির্মল বাগ, নির্মল বন্দ্যো, পাধ্যায়, বঙ্কিমবিহারী মাইতি, মদনমোহন দাস, প্রভাংশু কুমার দাস, শচীনন্দন কর্মকার, কানাইলাল সামান্ত, বিল্বপদ জানা ও গোষ্ঠবিহারী খাটুয়া।

ষোড়শ নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৬৬

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে আগামী ২৬শে থেকে ২৮শে ডিসেম্বর '৬৬ চণ্ডীগড়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ষোড়শ সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে যে সেমিনার আহ্বান করা হয়েছে তাতে আলোচ্য বিষয় থাকবে:—

(১) চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ভারতে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উন্নয়ন।
(২) আন্তঃ-গ্রন্থাগার সহযোগিতা।

ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদের চতুর্থ সেমিনার, ১৯৬৬

আগামী ১৭ই থেকে ২০শে ডিসেম্বর হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ ইয়াসলিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আলোচ্য বিষয় হল:—

(১) সরকারী প্রকাশন ও টেকনিক্যাল রিপোর্ট সংগ্রহ
(২) গ্রন্থাগার উন্নয়নে মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রভাব

ইফ্লা (IFLA) ও এফ আই ডি (FID)-র সম্মেলন

আগামী ১২ই থেকে ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬ ইফ্লা এবং ১৯শে থেকে ২৪শে সেপ্টেম্বর '৬৬ এফ আই ডি-র সম্মেলন হেগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইফ্লা হচ্ছে আন্তর্জাতিক গ্রন্থসূচী আইন প্রণয়ন সংস্থা এবং এফ আই ডি আন্তর্জাতিক ডকুমেণ্টেশন সংস্থা।

ইয়াসলিক ষ্টাডি সার্কেল

স্টাডি সার্কেলের মাসিক অধিবেশন যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। ১৯তম অধিবেশন হয় গত ১৩ই আগষ্ট। মূলবক্তা বা লীডার ছিলেন কলিকাতা কমার্সিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীফণিভূষণ রায়। আলোচ্য বিষয় ছিল, "মুদ্রামূল্য হ্রাস ও গ্রন্থাগারের ওপর তার প্রভাব।"

বিংশ অধিবেশন হয় গত ১০ই সেপ্টেম্বর। লীডার ছিলেন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। আলোচ্য বিষয় ছিল, "গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান সংক্রান্ত পত্র পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনা।" দুইটি অধিবেশনই ইয়াসলিক অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী অধিবেশন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

শ্রীকেশব ভট্টাচার্য

যাদবপুরে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স'—এর গ্রন্থাগারিক শ্রীকেশব ভট্টাচার্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উচ্চতর পাঠক্রমে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে গত ৫ই আগষ্ট লণ্ডন রওয়ানা হয়ে গেছেন। ভারতীয় গ্রন্থগারিকদের মধ্যে বিশেষ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক হিসাবে শ্রীকেশব ভট্টাচার্যের নাম সুপরিচিত। সম্প্রতি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার পাঠকগণও 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় তাঁর লেখাটি নিশ্চয়ই পড়ে থাকবেন। শ্রীভট্টাচার্য পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণ সার্টিফিকেট কোর্সের শিক্ষকও ছিলেন।

Librarians in the news.

পরিষদ কথা

[পরিষদ কথায় পরিষদ সংক্রান্ত সংবাদাদি, পরিষদের কাউন্সিল ও কার্যকরী সমিতির সভার বিবরণী এবং পরিষদের বিভিন্ন স্থায়ী সমিতির কর্মোদ্যোগের বিবরণ প্রকাশ করা হবে প্রধানতঃ দুইটি উদ্দেশ্যে : (১) গুরুত্ব-পূর্ণ সিদ্ধান্ত রেকর্ড বা লিপিবদ্ধ করা, যাতে ভবিষ্যতে ইতিহাস রচনার সহায়তা হয় (২) পরিষদের সদস্যগণকে পরিষদের কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা। বর্তমান বছর থেকে এই বিভাগের সম্পাদনা করছেন পরিষদের সহকারী সচিব শ্রীপার্থসুবীর গুহ। —সঃ গঃ]

কাউন্‌সিলের সভা

১লা মে ১৯৬৬ কাউন্সিলের প্রথম সভায় গত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য বিবরণী পঠিত হবার পর শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন যে, ঐ কার্যবিবরণীতে শ্রীনির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উত্থাপিত একটি প্রস্তাব যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে লিপিবদ্ধকরণের প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবটি নিম্নরূপ :—

"এই সভা মনে করে যে, যেমন নিম্ন/উচ্চ/উচ্চতর বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়গণের গুণানুসারে একই হারে বেতন প্রদত্ত হয় ঠিক সেইরূপ কলেজের সহঃ-গ্রন্থাগারিক-গণের ও স্পনসর্ড গ্রামীণ, ও জেলা গ্রন্থাগারকর্মীদের গুণানুসারে একই হারে বেতন যাহাতে প্রদত্ত হয় তাহার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ বাঞ্ছনীয়।"

কার্যনির্বাহক সমিতিকে প্রস্তাবটি বিবেচনা ও এ সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল।"

সভায় নবনির্বাচিত কর্মসচিব শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক উপস্থাপিত নিম্নলিখিত কর্মসূচী অনুমোদিত হয় :

জেলা সংগঠন—

(ক) জেলা সম্মেলন : সাধ্যানুযায়ী বিভিন্ন জেলায় সম্মেলনের প্রচেষ্টা

(খ) বিভিন্ন জেলায় পরিষদ প্রতিনিধিদের প্রেরণ ও পরিভ্রমণের ব্যবস্থা

(গ) দুটি শিক্ষণ শিবির পরিচালনা

(ঘ) জেলা গ্রন্থাগার পরিষদগুলিকে সক্রিয় করে তোলার চেষ্টা

(ঙ) বিভিন্ন সভা ও সম্মেলনের মাধ্যমে পরিষদের নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রচার :—

(১) আগামী সাধারণ নির্বাচনের প্রার্থীদের গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধকরণের জন্য সচেষ্ট হতে অনুরোধ করা; বিভিন্ন দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে গ্রন্থাগার আইনের দাবী অন্তর্ভুক্ত করণের অনুরোধ করা ;

(২) সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগারব্যবস্থার দাবী জানানো (ঝাড়গ্রাম সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী)

(৩) পঠন-পাঠন বৃদ্ধি ও রুচির মানোন্নয়নের এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যে সাধ্যানুযায়ী যত্নবান হবার আহ্বান জানানো।

(৪) গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনবৃদ্ধির ব্যাপারটি সকলকে অবহিত করা।

গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সম্পর্কিত কার্যক্রম :

(ক) দিল্লীতে ইউ. জি. সি'র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ।

(খ) রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

(গ) একটি সর্বস্তরের কর্মীসম্মেলনের আয়োজন।

সভা সম্মেলন ইত্যাদি :

(ক) গ্রন্থ উৎপাদন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশক ও মুদ্রক সমিতিদ্বয়কে নিয়ে একটি যুক্ত আলোচনা সভার আয়োজন।

(খ) বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা সভার আয়োজন।

যুগ্ম-কর্মসচিব শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উপস্থাপিত নিম্নলিখিত কর্মসূচীটিও অনুমোদিত হয়।

'বৃত্তিকুশল ও কর্মরত গ্রন্থাগারকর্মীদের এক সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনতিবিলম্বে M. Lib কোর্স খোলার জন্য অনুরোধ করা এবং বর্তমান Dip. Lib. শিক্ষণকে B. Lib. Sc. বলিয়া অভিহিত করার অনুরোধ জানান।

শ্রীগোবিন্দভূষণ ঘোষ বলেন যে, বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য বিবরণী সঠিক লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা সেটা নির্ণয়ের জন্য "গ্রন্থাগারে" এটি প্রকাশ করা সঙ্গত। শ্রীঘোষের এই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীফণিভূষণ রায় বলেন যে, বিভিন্ন উপসমিতির সচিব ও সভাপতিদের নিয়মিত মিলিত হয়ে এবং ঐসব সমিতির কার্য বিবরণী লিপিবদ্ধ করে পরিষদের কর্মসচিবকে অবিলম্বে জানানো প্রয়োজন।

শ্রীগোপাল পাল বলেন, পরিষদের আজীবন সদস্য বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

(২২২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মনে হলেও সর্বাত্মক জাতীয় উন্নতির জন্য এর প্রয়োজন আছে। তা ছাড়া বর্তমান যুগে নিরক্ষররাও গ্রন্থাগারের আওতার বাইরে থাকেন না। চতুর্থ যোজনায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। টাকা এলোমেলোভাবে খরচ না করে যদি সুপরিকল্পিত ভাবে কাজে লাগানো যায় তবে জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা অগ্রসর হতে পারতাম সন্দেহ নেই। প্রয়োজনবোধে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এমন কি, কলেজ গ্রন্থাগারের ভবনে সাধারণ গ্রন্থাগার ও বয়স্ক শিক্ষার আয়োজন করে ব্যয়-বাহুল্য এড়ান যেতে পারে।

Improving Libraries and the 4th Plan (Editorial)

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৬ } ১৩৭৩, আশ্বিন

॥ সম্পাদকীয় ॥

বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ, ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙা শিক্ষক ও আমাদের শিক্ষানীতি।

সম্প্রতি ভারতবর্ষের বেশ কয়েকটি প্রদেশে ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। অবস্থা এমন তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, দেশের নেতৃমণ্ডলী বিশেষ বিচলিত বোধ করছেন। যদিও এই অশান্তির কারণ সম্পর্কে নানা মহল থেকে নানারূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিন্তু এই ব্যাধির মূল যে অনেক গভীরে সে কথা বোঝবার সময় এসেছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, শুধু আমাদের দেশেই নয়, যুদ্ধোত্তরকালে অল্পবিস্তর দুনিয়ার সর্বত্রই ছাত্র ও তরুণদের ভেতর এই অশান্তি দেখা দিয়েছে। জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে উচ্চশিক্ষালাভের আগ্রহ বৃদ্ধির ফলে শিক্ষায়তনগুলিতে ছাত্রদের ভীড় ও প্রচলিত শিক্ষানীতির ব্যর্থতার সঙ্গে যোগ হয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা; এছাড়া যৌবনোন্মুখ (adolescent) কিশোর-কিশোরীর কতকগুলি ব্যক্তিগত সমস্যাও আছে যেগুলির প্রতি সচরাচর বিশেষ নজর দেওয়া হয়না। কেউ কেউ অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘর্ষও অন্যতম কারণ বলে নির্দেশ করেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্র সমাজ একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। দেশের শাসক সম্প্রদায়ের মতে এখন আমরা যখন স্বাধীনতা লাভ করেছি, তখন ছাত্রদের আর রাজনীতিতে মাথা না গলিয়ে 'ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ'—এই উপদেশ স্মরণ রেখে অধ্যয়নে মন দেওয়াই কর্তব্য। কিন্তু উপদেশে যে কোন কাজ হচ্ছেনা তা তো দেখাই যাচ্ছে। আর যে তরুণসমাজ দেশের ভবিষ্যৎ, দিনের পর দিন তাদের শক্তির কি অপচয় হচ্ছে তাও আমরা চোখের ওপরই দেখতে পাচ্ছি।

শুধু ছাত্র সমাজই নয়—ছাত্র সমাজকে পথ-নির্দেশ করবেন যে শিক্ষকসমাজ তাঁদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে অস্থিরতা। ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশের শিক্ষকসমাজও আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েছেন। শিক্ষকদের আন্দোলন করা অনেকেই পছন্দ করেন না—বিশেষ করে শাসক সম্প্রদায়। কিন্তু কেন শিক্ষকসমাজ আন্দোলনের পথে চলেছেন ভেবে দেখা দরকার। শুধুই কি রাজনৈতিক প্ররোচকদের উস্কানীর জন্য এটা হচ্ছে? আমাদের মনে হয়, শিক্ষক সমাজের শোচনীয় অবস্থাই তাঁদের আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য করেছে। তাঁদের সহনশক্তি তথা ধৈর্যের বাঁধ আজ ভেঙ্গে গেছে।

আমাদের দেশের শিক্ষানীতির সংস্কারের জন্য এ পর্যন্ত বহু কমিটি-কমিশন হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পরে খের কমিটি (১৯৪৭-৪৮), রাধাকৃষ্ণণ কমিশন

(১৯৪৮), মুদালিয়র কমিশন (রিপোর্ট—১৯৫৩), শিক্ষার মান সংক্রান্ত ইউ, জি, সি. কমিটি (রিপোর্ট ১৯৬১) এবং সর্বশেষ কোঠারী কমিশন (১৯৬৪) ইত্যাদি একবাক্যে শিক্ষা সংস্কারের সুপারিশ করেছেন। কোঠারী কমিশনের রিপোর্টও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। জানিনা এর ফলে প্রস্তাবিত শিক্ষাসংস্কার কতখানি কার্যকরী হবে; কিন্তু একথা অত্যন্ত পরিস্কার যে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন দেওয়া কর্তব্য। উপযুক্ত বেতন না দিলে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন এবং প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরা শিক্ষকতাবৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন না। সম্প্রতি যোজনা কমিশনের শিক্ষা প্যানেলের যে অধিবেশন হয় তাতে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে, শিক্ষা কর্মসূচী সফলভাবে রূপায়ণের জন্য অবিলম্বে শিক্ষকদের বেতন হার বাড়ানো উচিত।

শিক্ষার আবহাওয়া সৃষ্টি করতে ছাত্র ও শিক্ষকের পারিপার্শ্বিক অনুকূল হওয়া উচিত একথা অবশ্যই স্বীকার্য। ভাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, ভাল ল্যাবরেটরী, উপযুক্ত ভবন ইত্যাদি সে পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে সন্দেহ নেই। কিন্তু শিক্ষক ও ছাত্রের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও শান্তি থাকা চাই। অনেক সময়েই বলা হয়ে থাকে যে শিক্ষকরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন না। শিক্ষামানের অবনতির জন্যও শিক্ষককেই দায়ী করা হয়। শিক্ষককে সমাজ কি দিয়েছে সেকথাও ভেবে দেখা দরকার। শিক্ষককে কি আমরা সামাজিক মর্যাদা দিয়েছি? তাঁদের কি আমরা জীবনধারণোপযোগী, এমন কি, সর্বনিম্ন মানের জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় বেতন দিয়েছি?

আসলে প্রথম থেকেই শিক্ষার ব্যাপারে যদি একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেওয়া হত তাহলে আজ আর অবস্থা এত শোচনীয় হত না। উত্তর স্বাধীনতা যুগে শিক্ষার প্রসার আশানুরূপ হয় নাই। সকল সভ্য দেশেই জাতীয় আয়ের ৬।৭ ভাগ শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে জাতীয় আয়ের শতকরা তিনভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ এখন শিক্ষায় পশ্চাৎপদ রাজ্য। সংবিধানে বলা হয়েছিল ১৪ বৎসর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য দশ বছরের মধ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রর্বতন করা হবে; কিন্তু এই লক্ষ্য থেকে এখনও আমরা অনেক দূরে। গণতান্ত্রিক দেশে নিরক্ষরতা গণতন্ত্রকেই পরিহাস করে। সকল সভ্যদেশেই ৬ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের বিনাবেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে সর্বজনীন শিক্ষার পথে আমরা কবে অগ্রসর হতে পারব বলা কঠিন। আর শিক্ষায়তন কেবলমাত্র পরীক্ষা গ্রহণের যন্ত্র মাত্র না থেকে প্রকৃত শিক্ষার কেন্দ্র না হয়ে উঠলে এত কমিটি-কমিশন সবই বৃথা। শিক্ষার একটি সামাজিক লক্ষ্য আছে এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার যোগ রয়েছে একথাও স্মরণ রাখা কর্তব্য। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার তাল রেখে চলা উচিত। আমাদের পুরাতন মুল্যবোধগুলি আজ বিপর্যস্ত; শিক্ষার ক্ষেত্রেও সেকথা মনে রাখতে হবে।

Editorial : Student unrest, impatient teachers and our educational policy.

পুঁথিপত্রের সংস্কার ঃ ল্যামিনেশন

পঙ্কজ কুমার দত্ত

সামান্য নাড়াচাড়াটুকুও সহনে অক্ষম পুঁথিপত্রের অশক্ত কাগজকে ল্যামিনেশন (lamination) পদ্ধতিতে কাজের উপযোগী করা সম্ভব। টিস্যু (tissue) কাগজ, সিল্কের মিহি শিফন (chiffon) কাপড় কিংবা cellulose acetate foil দ্বারা ল্যামিনেশন করা হয়। এছাড়া full pasting অর্থাৎ নতুন কাগজের উপর সম্পূর্ণভাবে সেঁটে দেওয়া'ত আছেই। ল্যমিনেশনে হাত দেওয়ার আগে প্রতি পাতায় ক্রমসংখ্যা (page number) না থাকলে সংখ্যাঙ্কন (pagination) করা দরকার। এরপর অবশ্যই ধূলি ও দাগমুক্ত করতে হবে। কাটাছেঁড়া ইত্যাদির উপর তাপ্পি থাকলে তাও তুলতে হবে। অম্লতা (acidity) লক্ষ্য করলে তা প্রশমিত বা deacidified করা দরকার। অত্যধিক বিবর্ণতার ক্ষেত্রে বিরঞ্জক প্রয়োগ এবং ক্ষেত্রবিশেষে পুনরায় মাড় (size) মাখান প্রয়োজন। (গ্রন্থাগার, চৈত্র ১৩৭২ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ দ্রষ্টব্য)।

ল্যামিনেশন প্রসঙ্গ আরম্ভ করার আগে ছোট খাট দু'চার রকম মেরামতির কথা আলোচনা করা যাক। নথিপত্র, পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি সাধারণতঃ এককোণে সেলাই করা থাকে। অনেক সময় ক্লিপ বা আলপিন দিয়ে আটকান থাকে। প্রায়ই দেখা যায় পাতার কোণ বা প্রান্তগুলি মুড়ে গেছে এবং পাতার যেখানে সেখানে অজস্র ভাঁজ পড়েছে। মলাট-হারা, বাঁধাই-ছেঁড়া বইয়ের দুরবস্থা অল্প-বিস্তর একই ধরণের হয়। সংস্কারের সময় প্রথম কথাই হল ভাঁজ দূর করা এবং গার্ড দিয়ে যথাবিহিত পদ্ধতিতে জুস্-সেলাই [নতুন বই যে ধরনে সেলাই-বাঁধাই করা থাকে] করা।

ভাঁজ দূর করাঃ এক টুকরা ভিজে কাপড়ের (কাপড়টি জলে ভিজিয়ে নিংড়ে নিতে হবে) সাহায্যে ভাঁজ বরাবর অল্প অল্প জল খাইয়ে কাগজটি স্যাঁত-সেতে করে নিতে হবে। তারপর 'স্ক্রু-প্রেসে' চাপ দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে বের করে নিয়ে হাওয়ায় শুকিয়ে নিতে হবে। যদি এভাবে ভাঁজের দাগ না যায় তাহলে দু-খণ্ড **স্যাঁতসেতে চোষ কাগজের** মধ্যে কাগজটি রেখে উপরে একটি এবং নীচে একটি স্ট্র-বোর্ড চাপা দিয়ে গরম ইস্ত্রি চালালেই সব-ধরণের ভাঁজ সাধারণতঃ চলে যায়। খুব মোটা কাগজের ভাঁজ সব সময় এভাবে দূর করা যায় না। এক্ষেত্রে কাগজটি ভিজে কাপড় বা চোষকাগজ মারফৎ জল খাইয়ে (জলে ডুবিয়ে নেওয়া সম্ভব হলে সবচেয়ে ভাল হয়) পরিষ্কার কাঁচের চাঁদরের উপর রাখতে হবে। এ সময় বেলন (roller) গড়িয়ে ভাঁজ যতদূর সম্ভব মেরে দেওয়া দরকার। ইঞ্চিখানেক চওড়া ফালি কাগজে আঠা মাখিয়ে ভাঁজ-ধরা কাগজটির উপর ধার বরাবর আটকে ঐটিকে কাঁচের সঙ্গে সেঁটে দিতে হবে। ফালি কাগজের ½ অংশ যেন কাঁচের সঙ্গে এবং ½ অংশ যেন ভাঁজ ধরা কাগজের গায়ে লেগে থাকে। কাগজ শুকিয়ে গেলে ভাঁজের সব দাগ চলে যাবে। কিন্তু একটি বিষয়ে সতর্ক

হওয়া দরকার—ফালি কাগজ ভাঁজ খাওয়া কাগজ অপেক্ষা খুব বেশী শক্ত হলে শুকোবার সময় "টান" ধরার জন্য ভাঁজ বরাবর ছিঁড়ে যাবার ভয় আছে। প্রয়োজন বোধে ভাঁজ বরাবর টিস্যু তাপ্পি দেওয়া যেতে পারে।

তাপ্পি তোলা ঃ সমস্ত কাগজটি জলে ডোবান সম্ভব হলে'ত কথাই নেই; কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয় তা হলে তাপ্পির উপর এক টুকরা ভিজা চোষকাগজ চাপা দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিলে আঠা নরম হয়ে যায়। গরম জলের ভাপ পেলে আঠা তাড়াতাড়ি নরম হবে। স্কুল-কলেজের ল্যাবরেটরিতে গরম জলের বাষ্প তৈরীর জন্য একধরণের পাত্র ব্যবহার হয়। সেরকম একটি পাত্রে (বিকল্পে সম্ভাব্য অন্য কোন পাত্রে) জল গরম করে গরম জলীয় বাষ্প রবারের নল মারফৎ এনে সাবধানে তাপ্পির গায়ে লাগাতে হবে। রবার-নলের মুখে একটি পিচকারী-মুখ (jet) লাগান থাকা দরকার। তাপ্পি তোলার জন্য পাতলা ছুরি, শ্লাইস (slice) ও স্ক্র্যাচার (scratcher) অবশ্য প্রয়োজনীয়।

গার্ডিং (Guarding) : দুটি পাতাকে একফালি কাগজ দিয়ে জুড়ে গোছা করে "জুস্" সেলাইয়ের উপযোগী করাকেই **'সেতু'-বন্ধন বা গার্ডিং** করা বলা হয়।

পাতার মোট সংখ্যা চল্লিশ-পঞ্চাশটি মাত্র হলে বিপুল সংগ্রহের অধিকারী বড় বড় মহাফেজখানায় সাধারণতঃ একটি গোছা করাই রীতি; বইয়ের আকারে বাঁধাবার হাঙ্গাম এড়াবার জন্য এই ব্যবস্থা। পাতার সংখ্যা পঞ্চাশের বেশী হলে আট পাতার গোছা করাই বিধেয়। (গোছা করা ও বাঁধাইয়ের ধরণ কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ও আর্থিক সামর্থ্যের নির্ভর করে)।

পঞ্চাশ-পাতার গোছা—প্রথমেই পাতাগুলি ক্রমসংখ্যানুযায়ী আছে কিনা পুনরায় পরীক্ষা করে দুটি সমান ভাগে ভাগ করে কাঁচের উপর রাখতে হবে। ফলে ১নং পৃষ্ঠা ও ১০০নং পৃষ্ঠা কাঁচের সঙ্গে লেগে থাকবে এবং ৫০নং ও ৫১নং পৃষ্ঠা দেখতে পাওয়া যাবে। বিচ্ছিন্ন পাতাগুলি **'গার্ড'** বা **'সেতু'** দিয়ে জোড়ার সময় মনে রাখা দরকার যে—

২৫তম ও ২৬তম
২৪তম ও ২৭তম
১ম ও ৫০তম

পাতার মধ্যে জুটি বাঁধতে হবে।

দিস্তা কয়েক কাগজে তৈরী খাতায় সেলাই-শিরদাঁড়ার সঙ্গে সমান্তরাল (খাতার পাতার) মুক্ত প্রান্তগুলি ক্রমান্বয়ে একটু একটু বের হয়ে থাকে। ঠিক মধ্যভাগের পাতার মুক্ত প্রান্তটি মলাটের মুক্ত প্রান্ত থেকে বেশ কিছু দূরে থাকে। নথিপত্র সংস্কারের কালে **গার্ড** দেওয়ার ফলে যাতে এই ব্যাপার না ঘটে সেজন্য পাতাগুলিকে **গার্ড** বা সেতু দ্বারা এমনভাবে যুক্ত করা হয় যাতে সংযুক্ত পাতাগুলির মাপ ক্রমহ্রাসমান হয়। অবশ্য মাপের এই তারতম্য খুবই কম—মাত্র $\frac{1}{32}$ ইঞ্চি। সেতু বা গার্ডের প্রস্থ-

মাপে তারতম্য ঘটিয়েই একাজ করা হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে পঞ্চবিংশতম ও ষড়বিংশতম পাতা সংযোগকারী সেতুটি হবে সবচেয়ে কম চওড়া এবং প্রথম ও পঞ্চাশতম পাতা সংলগ্ন সেতুটি হবে প্রশস্ততম।

এবার **সেতু** কেমন করে সাঁটতে হবে সে কথায় আসা যাক। এবিষয়ে দুটি রীতির চলন আছে। উদাহরণ যোগে বিষয়টি স্পষ্ট হবে—পঞ্চাশ পাতার গোছা থেকে দ্বিতীয় ও উনপঞ্চাশতম পাতা নেওয়া হল, একদল ৩নং পৃষ্ঠা ও ৯৮নং পৃষ্ঠার উপরই সেতু সাঁটার পক্ষপাতী, অন্যদল কিন্তু ৩নং পৃষ্ঠা ও ৯৭নং পৃষ্ঠায় উপর সেতু সাঁটেন। প্রথমোক্ত দলের মতে প্রতি গোছার একেবারে ভিতরের জুটিটির (পঞ্চাশী গোছায় ২৫ তম ও ২৬ তম পাতা) ক্ষেত্রে বাইরের দিকে অর্থাৎ ৪৯নং ও ৫২নং পৃষ্ঠা:য় এবং সবচেয়ে বাইরের জুটির ক্ষেত্রে ভিতরের দিকে অর্থাৎ ২নং ও ৯৯নং পৃষ্ঠায় সেতু লাগান বাঞ্ছনীয়।

আটপাতার গোছার ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান সেতু ব্যবহার করার কোন দরকার নেই—সংযুক্ত পাতাগুলির মাপ সমান হলেই চলবে। অন্যান্য সব কাজ আগের মত করতে হবে।

ফুল পেস্টিং (Full-pasting): যে সমস্ত জীর্ণপাতার মাত্র এক পৃষ্ঠায় লেখা আছে সেগুলিই full-pasting করা হয়—অর্থাৎ নতুন কাগজের উপর সাঁটা হয়। এই নতুন কাগজটি কিন্তু ভাল পাতলা র‍্যাগ কাগজ হওয়া চাই। তবে অভাবে ভাল 'Bank' কাগজে (Gate way Bond) দিয়ে কাজ চলতে পারে। জীর্ণ পাতাটি যদি শুকনা থাকে তবে সেটি টেবিল কাঁচের উপর একটি মোম কাগজ বা অয়েল বোর্ডের উপর রেখে (লেখাহীন পৃষ্ঠা মোম কাগজের সঙ্গে লেগে থাকবে) জলে ভিজিয়ে নিতে হবে। কাগজের কোঁচ যতদূর সম্ভব মেরে দিতে হবে, ছেঁড়া থাকলে ছেঁড়া জায়গার দুটি ধার মুখোমুখি ঠেকিয়ে দিতে হবে। লেখা-পৃষ্ঠা সংস্কারকের চোখের সামনে থাকায় কাজের সুবিধা হয়। এবার এটির উপর আর একটি মোমকাগজ চাপা দিয়ে ও দুটি মোমকাগজকেই একসঙ্গে ধরে সবশুদ্ধ তুলে ফেলে উল্টে ফের কাঁচের উপর রাখতে হবে এবং ১নং মোমকাগজটি (যেটি আগে কাঁচের সঙ্গে লেগে ছিল) তুলে নিতে হবে ফলে লেখাহীন পৃষ্ঠাটি এখন সংস্কারক দেখতে পাবেন। এবার জীর্ণ পাতাটির চেয়ে মাপে কিছু বড় একখণ্ড র‍্যাগ-কাগজ জলে ভিজিয়ে লম্বালম্বিভাবে বেলনাকারে গুটিয়ে (roll) রাখতে হবে। এরপর মোমকাগজের উপর রাখা জীর্ণ পাতার লেখাহীন পৃষ্ঠায় বুরুষ দিয়ে ডেক্সট্রিন আঠা মাখতে হবে এবং গুটান র‍্যাগ-কাগজটি জীর্ণপাতার একপ্রান্তে ধার বরাবর বসিয়ে একহাতে আস্তে আস্তে খুলে যেতে হবে আর অন্যহাতে একটু করা ভিজে কাপড় নিয়ে অতি অল্প চাপসহ ঘষে ঘষে জীর্ণ পাতার উপর বসিয়ে দিতে হবে। এসময় হালকাভাবে বেলনটি (rubber roller) গড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। তারপর তুলে নিয়ে কাঁচ, মোমকাগজ বা

অয়েলবোর্ডের উপর শুকাতে দিতে হবে। শুকিয়ে গেলে এটি অল্পস্বল্প দুমড়ে থাকতে পারে, স্ক্রু-প্রেসে চাপ দিলেই সব কোঁচ চলে যাবে। যদি অল্প ভিজে অবস্থায় কাগজটির চার কোণে এবং ধার-বরাবর একটু আঠা লাগিয়ে কাঁচের উপর সেঁটে দিয়ে শুকান হয় তাহলে আর স্ক্রু-প্রেসে চাপ দেবার প্রয়োজনই হবে না। সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে গেলে চারদিকের বাড়তি কাগজ ছেঁটে ফেলা দরকার, ১/১০ ইঞ্চি ছাড় বা মার্জিন রাখলেই চলবে তবে যেদিকে গার্ড দেওয়া হবে সেদিকে ১/৪ ইঞ্চি ছাড় থাকা বাঞ্ছনীয়। অনেক সময় একই পুঁথি বা গ্রন্থের পরপর অনেকগুলি পাতা সংস্কার করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি পাতা আলাদাভাবে মেরামত করার পর গার্ড দ্বারা না জুড়ে একটি বড় র‍্যাগ কাগজের উপর হিসেবে করে সেঁটে ভাঁজ করে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এতে পরিশ্রম কিছু বেশী হবে, কাজও করতে হবে সতর্কতার সঙ্গে সুপরিকল্পিতভাবে—কোন্ দুটি পাতা জুটি বাঁধবে আগে থেকে ঠিক করে নিতে হবে। এভাবে মেরামত করলে কাজটি হবে সুদৃশ্য। স্থায়িত্বও অনেক বাড়বে।

হাফ-মার্জিন (Halfmargin) বা **আধাছাড়:** অনেক সময় নথিপত্রে প্রতি পৃষ্ঠার মাত্র অর্ধাংশে পাঠ (text) থাকে- সাধারণতঃ বাম অর্ধে কোন পাঠ থাকেনা অর্থাৎ প্রতি পাতার একটি পৃষ্ঠার যে অংশে পাঠ থাকে অপর পৃষ্ঠাস্থ তার প্রতিপাদ স্থানে কোন পাঠ থাকে না। এরকম ক্ষেত্রে যে বিশেষ রীতিতে মেরামতি করা হয় তার নাম **আধা-ছাড়** বা **হাফ-মার্জিন**। এই রীতিতে প্রতি পৃষ্ঠার যে অর্ধে পাঠ রয়েছে সেই অর্ধ ছাড় রেখে অপর অর্ধাংশের উপর র‍্যাগ-কাগজ সাঁটা হয়—তবে র‍্যাগ-কাগজের পাঠ সন্নিহিত প্রান্তটি সরলরেখাবৎ না হয়ে করাতের মত দাঁতি-কাটা থাকে এবং দাঁতিগুলি পাঠের দুইছত্র লেখার মধ্যবর্তী ফাঁকের মধ্যে অল্প কিছুদুর (১/২—১ইঞ্চি) অবধি ঢুকে থাকে। এরকম দাঁতি কাটা না হয়ে সরলরেখবৎ হলে সংস্কৃত পাতাটি কিছুকালের মধ্যেই ঐ রেখা বরাবর ভেঙ্গে যায়। প্রতিটি দাঁতি সন্নিহিত দুই ছত্র লেখার মধ্যবর্তী ফাঁক অনুযায়ী স্লাইস সাহায্যে আলাদা আলাদা ভাবে কাটতে হয়। যত্ন নিয়ে করলে কাজটি দেখতে ভালই হয়—তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে এতে পাঠের স্পষ্টতা অবিকল বজায় থাকে, ফলে গবেষক বা আলোকচিত্রীর (Photo grapher) কাজের সুবিধা হয়।

উইণ্ডো কাটিং (Window Cutting) বা **ফোঁকর রাখা:** অনেক সময় দেখা যায় কোন পাতার এক পৃষ্ঠায় পাঠ রয়েছে এবং অপর পৃষ্ঠায় কেবলমাত্র অতি অল্প অংশে লেখা রয়েছে—হয় থাকে সামান্য কয়টি শব্দে দু-এক ছত্র লেখা বা স্বাক্ষর কিংবা দু-একটি মোহর-ছাপ বা গালা-মোহর। এরকম ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশমাত্র শিফন-কাপড়ে ঢেকে প্রথাগতভাবে র‍্যাগ কাগজ সেঁটে পাঠ তথা শিফনের উপরিস্থ কাগজটুকু স্লাইস সাহায্যে কেটে নিতে হবে। শিফনের উপর একটু করা রঙ্গীন মোটাকাগজ বা শোষকাগজ রেখে তারপর র‍্যাগ-কাগজ সাঁটলে শিফনের উপরিস্থ র‍্যাগকাগজটুকু কাটা সহজ হবে।

গালা মোহরের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় মোহরগুলি ভাঙ্গা—এগুলি অবশ্যই অন্য উপায়ে মেরামত করা প্রয়োজন। গালা-মোহরের উপরিস্থ শিফন অনেকেই কেটে ফেলার পক্ষপাতী - আর শিফন রাখতে হলে (মোহরটি অজস্র ছোট ছোট টুকরায় ভাঙ্গা থাকলে শিফন রাখাই বাঞ্ছনীয়) প্রাসঙ্গিক কিছু করণীয় আছে। গালামোহর মেরামতি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার বিষয়।

টিস্যু-সংস্কার (Tissue repair) : যে সকল ক্ষতিগ্রস্থ পুঁথিপত্রের পাঠ বেশ স্পষ্ট আছে সেগুলিই টিস্যু সংস্কার করা উচিত। এই পদ্ধতিতে জীর্ণ পাতার দুই পৃষ্ঠে প্রায়-স্বচ্ছ পাতলা টিস্যু কাগজ সেঁটে দিয়ে সেগুলি কাজের উপযোগী করা হয়। Unsized mitation Japanese tissue কাগজে কাজের খুব সুবিধে। কিন্তু বর্তমানে কলিকাতায় এ কাগজ পাওয়া যাচ্ছে না। নরওয়ে বা অষ্ট্রিয়ায় প্রস্তুত কাগজেও কাজ ভালই হয়। এখন ভারতেও টিস্যু তৈরী হচ্ছে তবে সেগুলি এই ধরণের কাজের উপযোগী নয়।

কর্ম-পদ্ধতি : প্রথমেই যে জীর্ণ পাতাটি মেরামত করা হবে তার থেকে কিছু বড় মাপে টিস্যু কাটতে হবে। টেবিল-কাঁচের উপর অয়েল-বোর্ড ফেলে তার উপর জীর্ণ-পাতাটি রাখতে হবে। শুষ্ক থাকলে জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। এবার বুরুষ দিয়ে জীর্ণ পাতাটির উপর ডেক্সট্রিন আঠা মাখিয়ে একহাতে টিস্যুটি ধরে এক প্রান্ত থেকে আস্তে আস্তে আঠার উপর বসিয়ে যেতে হবে আর অন্য হাতে ভিজে কাপড়টি দিয়ে আস্তে আস্তে ঘষে যেতে হবে এর ফলে টিস্যু ও জীর্ণ পাতার মধ্যে কোন বুদ্‌বুদ সৃষ্টি হবে না। টিস্যুটি এমন ভাবে বসাতে হবে; যেন চারিদিকেই অন্ততঃ আধ ইঞ্চিটাক বাড়তি থাকে। দু-চার মিনিটের মধ্যেই আঠাজলে ভিজে টিস্যু কুঁচকে যাবে—তখন হাত দিয়ে সব কোঁচ দূর করে দিতে হবে। প্রয়োজন হলে এসময় টিস্যুর উপর অল্প একটু জল ছিটিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এবার ভিজে কাপড়টি নিংড়ে নিয়ে সম্পূর্ণভাবে মেলে ধরে আলতোভাবে টিস্যু লাগান কাগজটির উপর রাখলে টিস্যুর উপরের বা আশে-পাশের অতিরিক্ত জল টেনে নেবে। এরপর কাপড়টি তুলে নিয়ে টিস্যুর উপর আর একখণ্ড অয়েল বোর্ড বা মোমকাগজ চাপা দিয়ে হালকাভাবে রবারের বেলন গড়াতে হবে; ফলে টিস্যু ও জীর্ণপাতার মধ্যে দিয়ে যদি কোন বুদ্‌বুদ থেকে থাকে তবে সেগুলি চলে যাবে। খুব চেপে বেলন গড়ান উচিত নয় কারণ তাতে প্রায় সবটুকু আঠা বেরিয়ে আসবে। এবার উপর ও নীচের দু'টি অয়েল বোর্ডকেই এক সঙ্গে ধরে (বোর্ড দু'টির মাঝে টিস্যু লাগান জীর্ণ কাগজটি রয়েছে) সবশুদ্ধ তুলে ফেলে উল্টে ফের কাঁচের উপর রাখতে হবে—ফলে ২নং অয়েল-বোড (অর্থাৎ টিস্যুর সঙ্গে লেগে থাকা বোর্ড) এখন কাঁচের ঠিক উপরেই থাকবে। ১নং অয়েল-বোর্ড এইবার আস্তে আস্তে তুলে নিতে হবে; এসময় খুবই সতর্ক থাকা দরকার যাতে অয়েল বোর্ডের সঙ্গে কাগজ ছিঁড়ে উঠে না আসে। যদি উঠে আসতে চায় তাহলে অয়েল বোর্ডটি নামিয়ে ফেলে ঐ কাঁচের সঙ্গে ঠেকিয়ে একটু চেপে ধরে ফের তুলতে হবে অথবা স্লাইস দিয়ে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে দিবে হবে।

অনেক সময় পুরাতন পুঁথি বা গ্রন্থের পাতার প্রান্ত বা কোণগুলি ভেঙ্গে পড়ে যায়—পাতার মাঝখানের ছোটবড় গর্ত থাকে। সংস্কারের সময় এই খেঁকো কোণ বা প্রান্ত নতুন কাগজ দিয়ে পূরণ করে দেওয়া দরকার। বই বা পুঁথির কাগজ যে ধরণের, খেঁকো ধার বা গর্ত ভর্ত্তির জন্য সেই ধরণের কাগজই ব্যবহার করা উচিত —কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সম্ভব হয় না, একাজে র‍্যাগ কাগজ (বিকল্পে ভাল ব্যাঙ্ক বা বণ্ড পেপার) ব্যবহার করাই রীতি।

পূরণ (Fill-up) করার কৌশল : সুবিধামত আকারের কাগজের টুকরা গর্ত বা খেঁকো জায়গার উপর রেখে গর্তের পরিসীমা বরাবর একহাতে স্লাইসটি চেপে ধরে অন্যহাতে টেনে টেনে ছিঁড়ে নিতে হবে। টুকরাটিকে অবিকল গর্তের আকার দেওয়া এইভাবেই সম্ভব এবং 'ছিঁড়ে' নেওয়ায় ঐটির চারপাশে যেসব আঁশ বের হয় সেগুলি টুকরাটিকে কাগজের সঙ্গে আটকে থাকতে সাহায্য করে। **'পূরণ'**-কাজের সময় মোমকাগজের উপর জীর্ণ পাতাটি রেখে কাঁচটি আলোকের বিপরীতে ধরলে গর্তের পরিসীমা বেশ স্পষ্টভাবে দেখা যায়; কাজেই প্রয়োজনমত কাঁচটি হেলাবার বন্দোবস্ত রেখে তার নীচে একটি বিজলী-বাতি জেলে দেবার ব্যবস্থা করতে পারলে কাজের খুব সুবিধা হয়। এরপর আগের মতই আঠা মাখিয়ে টিস্যু আটকে দিতে হবে এবং দু-পিঠে টিস্যু লাগান জীর্ণ পাতাটি আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে অয়েল-বোর্ডের উপর শুকাতে দিতে হবে। সাধারণতঃ এক পিঠে টিস্যু সেঁটে উল্টে ফেলে তারপর পূরণ করতে হয় এবং বই খুললেই পাতার যে পৃষ্ঠাটি প্রথমে চোখে পড়বে সেদিকে থেকে গর্তে কাগজ পুরতে নেই। শুকাবার কালে সংস্কৃত পাতাটি মাঝে মাঝে উল্টে-পাল্টে দিলে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে এবং অয়েলবোর্ডের সঙ্গে আটকে যাবার ভয় থাকবে না। শুকিয়ে গেলে এটি অল্প-স্বল্প কুঁকড়ে যাওয়া স্বাভাবিক—স্ক্রু-প্রেসে কিছুক্ষণ চাপ দিয়ে রেখে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। যেদিকে গাড লাগান হবে সেদিক ছাড়া বাকি তিনদিকের বাড়তি টিস্যু ট্রিমার (Trimmer) কিংবা কাঁচি দিয়ে একেবারে ছেঁটে ফেলতে হবে—কোন ছাড় বা মার্জিন দেবার প্রয়োজন নেই।

অনেক সময় দেখা যায় কয়েকটি পাতার দু-ধারই খেঁকো। এক্ষেত্রে ঐ পুঁথির কোনও অক্ষত পাতার মাপে একটি আদর্শ-মাপ তৈরী করে নিতে হয়। একফালি অয়েল-বোর্ড বা মোমকাগজ মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কাগজের মাথা, মধ্যিখান এবং একেবারে নীচের অংশ, এইতিন জায়গায় মাপকাঠি বসিয়ে আদর্শ মাপের সঙ্গে সমান করতে হয়। আর পুঁথিটির একটি পাতাও যদি অক্ষত না থাকে তাহলে চারপাশে উপযুক্ত মাপে ছাড় রেখে এবং দৈর্ঘ্য প্রস্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় করে একটি আদর্শ আকার ঠিক করে নেওয়া দরকার।

Conservation of Library Materials : Lamination
By Pankaj Kumar Datta.

তাপগতি বিদ্যার পরিভাষা

(THERMO-DYNAMICS)

শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

Absorb	শোষণ
Absorber	শোষক
Absorption	অধিশোষণ
Affinity	আসক্তি, সংশ্লেষ
Affinity, Chemical	রাসায়নিক আসক্তি
Analogous	সদৃশ, স্বরূপ
Anhydrous	অনার্দ্র
Aqueous	জলীয়
Ascending	আরোহণশীল
Attack	আক্রমণ
Availability of heat	তাপপ্রাপ্ততা
Bernoulli equation	বারনোলি-সমীকরণ
Bleeding	নিঃসরণ
Bled steam	নিঃসরিত বাষ্প
Calorimeter, throttling	নিরুদ্ধ তাপমাপক
Cascade heating	ক্রমবর্দ্ধমান তাপপ্রদান
Change (of entropy)	এনট্রপির পরিবর্তন
Characteristic equation	লাক্ষণিক সমীকরণ
Characteristic equation van der waal	ভেণ্ডারওয়ালের লাক্ষণিক সমীকরণ
Characteristic gas constant	লাক্ষণিক গ্যাস ধ্রুবাঙ্ক
Chilled	হিমায়িত
Choke	রোধক
Circulation	সঞ্চরণ
Co-efficient of performance	ক্রিয়াবত্তার গুণক, ক্রিয়াশীলতার গুণক
Co-efficient of performance actual	যথার্থ ক্রিয়াশীলতার গুণক বা সহগ
Co-efficient of performance, Relative	আপেক্ষিক ক্রিয়াশীলতার গুণক

Co-efficient of performance, Theoretical .. প্রতিপাদ্য ক্রিয়াশীলতার গুণক বা সহগ
Co-efficient of performance, Ideal .. আদর্শ কার্যক্ষমতার গুণক
Cold air machine ... শীতলবায়ু যন্ত্র
Cold body ... শীতল
Collision ... সংঘর্ষ
Compact .... সংহত, দৃঢ়, ঘনীভূত
Compression cylinder ... সংনমন সিলিণ্ডার
Compression ignition engine ... সংনমন জ্বালন এঞ্জিন
Compressor, ammonia ... অ্যামেনিয়া সংনমক
Condensation ... ঘনীভবন, ঘনীকরণ
Container ... আধার, পাত্র, ধারক আদান-পাত্র
Contraction ... সংকোচন
Cooler ... শীতক, হিমক
Counter flow ... প্রতিবাহ
Critical point ... ক্রান্তিবিন্দু
Cycle, air .... বায়ুচক্র
Cycle, Bell-Colemn ... 'বেল কালেম' চক্র
Cycle, Claude ... 'ক্লড'-চক্র
Cycle, dual combustion ... দ্বি-দহন চক্র, যুগ্ম দহন চক্র
Cycle, ideal regenerative ... আদর্শ পুনস্ব'জন চক্র, আদর্শ পুনর্জনন চক্র
Cycle, Joule ... 'জুল'-চক্র
Cycle, constant pressure ... স্থিত চাপ-চক্র
Cycle regenerative ... পুনর্জনন বা পুনস্ব'ন চক্র
Cycle Ericsson ... এরিকসন্ চক্র
Datum ... ডেটাম, উপাত্ত
Degree .. ডিগ্রী, অংশ,
Degree Kelvin ... অংশ কেলভিন
Degree of freedom ... স্বাতন্ত্র্যের মান
Degree of freedom rotational ... ঘূর্ণন স্বাতন্ত্র্যের মান
Descending ... অবরোহী বা নিম্নগামী
Dew point ... শিশিরাংক
Diaphragm ... পাৎলা ত্বক, তনুচ্ছদ

Distomic gas ··· দ্বি-পরমাণু গ্যাস, যুগলপরমাণু গ্যাস,
Diffusion ··· ব্যপন, নিঃসরণ,
Dissociation ··· বিযঙ্গ, বিঘটন
Distilled ··· পাতিত
Distillation ··· পাতন
Distiller ··· পাতন যন্ত্র .
Disturbance ··· অভিক্রান্তি, বিক্ষোভ, গণ্ডগোল
Drive ··· চালনা
Dry oompression ··· শুষ্ক সংনমন
Dumb-bell ··· ডাম্বেল
Elastic ··· স্থিতিস্থাপক
Expansion cylinder ··· প্রসারণ সিলিণ্ডার
Expel ··· নিষ্কাশন, বিতাড়ন
Extract ··· নির্যাস
Fluid ··· তরল
Freon ··· ফ্রীয়ণ
Gauge pressure ··· চাপমান, প্রেষমান যন্ত্র
Granular ··· কণাময়, দানাযুক্ত, দানাদার
Gravity ··· অভিকর্ষ
Heat balance sheet ··· তাপ সন্তোলন পত্র
Heat gained ··· লব্ধতাপ
Heat lost ··· লুপ্ত তাপ
Heat pump ··· তাপ পাম্প
Heat pump, latent ··· লীন তাপ-পাম্প, গুপ্ত তাপ পাম্প
Heat of reaction ··· বিক্রিয় তাপ
Heat of water ··· জলের তাপ
Heater, electric ··· বৈদ্যুতিক তাপোৎপাদন যন্ত্র
Hot air engine ··· উষ্ম বায়ু এঞ্জিন
Hot body ···· তপ্ত বস্তু
Humidity ···· আর্দ্রতা
Humidity absolute ··· পরম আর্দ্রতা বা চরম আর্দ্রতা
Humidity relative ··· আপেক্ষিক আর্দ্রতা
Hygrometer ··· আর্দ্রতা মানযন্ত্র

Hypothetical ... প্রকল্পিত,
Impeller ... উৎপ্রেরক
Impulse ... আবেগ
Incompressible ... অসংনমনীয়, অনমনীয়
Indicator diagram, actual ... প্রকৃত সূচক রেখাচিত্র
Indicator, pencil ... লেখন, সূচক
Indicator, optical ... আলোক সূচক
Indicator, cathode ray ... কেথড রশ্মি সূচক
Instantaneous ... সদ্য, তাৎক্ষণিক
Inter-changer ... বিনিময়ক
Instrument ... যন্ত্র
Isentropic ... সম এণ্ট্রপী
Joule's law of internal energy ... 'জুলে'র নিয়মানুযায়ী আভ্যন্তরীণ বা আন্তর শক্তি
Kinetic energy ... গতিজ শক্তি
Kinetic energy, rotational ... ঘূর্ণনজনিত গতিজ শক্তি
Kinetic energy, translational ... সঞ্চালনজনিত গতিজ শক্তি
Kinetic energy, vibrational ... কম্পন জনিত গতিজ শক্তি
Kinetic theory ... গতীয় প্রকল্প বা গতিবাদ
Latent heat, internal ... আভ্যন্তরীন সুপ্ত তাপ
Latent heat, true .... প্রকৃত গুপ্ত তাপ
Liquid heat ... তরল তাপ
Liquefaction ... তরলী করণ
Lubricator ... মসৃণ কারক, স্নেহক, তৈলাক্ত কারক
Low pressure cylinder ... লঘুচাপ সিলিণ্ডার বা চোঙা বা বেলন
Magnified ... বিবর্ধিত
Main bearing ... মুখ্য বেয়ারিং
Manufacture ... বহুনির্মাণ, কলে নির্মাণ,
Mechanism ... যান্ত্রিকতা
Metastable ... মিতস্থায়ী
Molecular energy ... আণবিক শক্তি
Momentum ... ভরবেগ, সংবেগ
Momentum, angular ... তির্যক ভরবেগ, কোণীয় ভরবেগ

Momentum, linear	রৈখিক ভরবেগ
Monatomic gas	এক পরমাণবিক গ্যাস
Mouth piece	মুখপাত্র, মুখাঙ্গ
Negative loop	ঋণপাশ, বিপরীত পাশ
Net load	
No load	মুক্তভার, শূন্যভার
Non-condensing engine	অঘনীভাব এঞ্জিন
Non conductor	অপরিবাহী
Normal temperature and pressure	স্বভাবী তাপ ও চাপ
Notch	খাঁচা, খাঁচ,
Operation	ক্রিয়া
Oscillate	দোলা
Oval shaped	ডিম্বাকৃতি
Over-heated	অতিতপ্ত
Perfect gas	আদর্শ গ্যাস
Permanent gas	স্থায়ী গ্যাস
Perishable	নশ্বর, ক্ষয়শীল, ক্ষয়িষ্ণু
Phenomenon	ঘটনা
Physical properties	ভৌত ধর্ম, ভৌত গুণ
Plant	যন্ত্র সমন্বয়
Porous	সরন্ধ্র
Practical loss	প্রকৃত ক্ষতি, প্রকৃত হানি
Propeller	প্রণোদক, পরিচালন
Psychrometer	শাইক্রোমিটার, বায়ুর আর্দ্রতামানযন্ত্র
Receiver type compound engine	গ্রাহকোপম সংযোজন এঞ্জিন
Non receiver type compound engine	আগ্রাহক সম সংযোজন এঞ্জিন
Reciprocating pump	অগ্রপাশ্চ পাম্প
Relative density	আপেক্ষিক ঘনত্ব
Revolution per minute	প্রতি মিনিটে পরিক্রমণ
Rigid wheel base	কঠিন চক্রের ভূমি
Rotary pump	ঘূর্ণন পাম্প

Saddle ... আসন
Salinometer .. লবণ মান
Scoring action .. সরোচণ ক্রিয়া
Scraper .. চাঁচা
Screwed plug .. স্ক্রু লাগানো প্লাগ
Seamless .. জোড়ের দাগ মিলোনো, জোড়দাগ শূন্য
Set screw .. স্থাপন স্ক্রু
Shell plate .. শেল চাদর
Simple engine ... সরল এঞ্জিন
Single acting ... একক ক্রিয়
Siphon ... সাইফন
Sling stay ... দড়ি বাঁধার খোঁটা, গোঁজ
Slip knot ... ফস্‌কা গেরো, স্খলিত গ্রন্থি
Slow speed engine ... মন্দগতি, মন্থরগতি এঞ্জিন
Sludge ... পাদ, পঙ্ক, ক্বাথ
Sludge cock ... গাদ নিষ্ক্রমণ কল
Smoke box ... ধুম্র বাক্স
Solid drawn ... কঠিন কর্ষিত
Specific heat ... বিশিষ্ট তাপ,
Specific heat at constant pressure ... স্থিরচাপে বিশিষ্ট তাপ
Specific heat at constant volume ... স্থির আয়তনে বিশিষ্ট তাপ
Spiral ... কুণ্ডলী
Spring steel ... স্প্রিংয়ের ইস্পাত
Stand pipe ... খাড়া নল,
Steam chest ... বাষ্প পেটিকা
Steam cylinder ... বাষ্প বেলন, বাষ্প সিলিণ্ডার
Steam tight ... বাষ্প রুদ্ধ
Still engine ... স্থির এঞ্জিন
Solidification .. ঘনীভবন, ঘনীকরণ

Terminology of Thermo-Dynamics (in Bengali)
By Sudhananda Chattopadhyay.

একটি প্রস্তাব

[এই আলোচনায় প্রকাশিত মতামত লেখিকার নিজস্ব; একে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মতামত বলে যেন মনে না করা হয়। —সঃ গ্রঃ]

মাননীয় সম্পাদক,
'গ্রন্থাগার পত্রিকা'।

সবিনয় নিবেদন,

গ্রন্থাগারকর্মীদের একটি বিরাট অংশ আজ আর্থিক দিক থেকে ন্যূনতম সুবিচার থেকেও বঞ্চিত এবং তাঁদের দুঃসহ জীবনযাত্রা সম্পর্কে সরকারী এবং বে-সরকারী নিয়োগকর্তাগণ যে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন সেকথা যুক্তিপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন। সমাজের অন্যান্য পেশার তুলনায় এই পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের দায়িত্ব, শিক্ষাগত গুণ ও অভিজ্ঞতা অধিক হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থাগারকর্মীদের প্রতি এধরণের বৈমাতৃক আচরণ সমাজের কলঙ্ক। তাঁদের অসন্তোষ সর্বাংশে ন্যায়সঙ্গত ও জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনও। স্বাভাবিকভাবেই কর্মীরা চাইবেন এমন একটি সংগঠন, যার মাধ্যমে তাঁরা সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব করে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ভদ্রজনোচিত করে তুলতে পারবেন। ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ'—এই সুপ্রাচীন সংস্থার কাছে বাংলাদেশের গ্রন্থাগারকর্মীরা তাঁদের বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান দাবী করলে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আর তাঁদের এ দাবী অসংগত বলাও চলে না। কিন্তু পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বিবেচনা করে দেখলে এর পক্ষে গ্রন্থাগারকর্মীদের সাহায্যে আসা সম্ভব নয়। ফলে বিভিন্ন সম্মেলনে এবং সভা সমিতির ভিতর দিয়ে কর্মীরা পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির প্রতি বিরূপ মনোভাবের পরিচয় দিয়ে থাকেন। পরিষদের পক্ষে কোনও প্রকার ট্রেড ইউনিয়নের কাজ গ্রহণ করা কেন সম্ভব নয় সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য পরে রাখছি। তার পূর্বে আমার প্রস্তাবটি পরিষদের সভ্য, দরদী এবং কর্মীদের বিবেচনার জন্য নিবেদন করছি।

বাংলাদেশে সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির কর্মিবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয় ক'টির গ্রন্থাগার কর্মী ও কলেজ ও বিদ্যালয়ের সংগে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারকর্মীর সংখ্যা আজ আর খুব উপেক্ষণীয় নয়। তাছাড়া বে-সরকারী পরিচালনায় বেতনভুক গ্রন্থাগারকর্মীও বেশ কিছু রয়েছেন। এইসব বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারগুলির কার্যক্রমে আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা পার্থক্য দেখা গেলেও মূলতঃ জনশিক্ষা প্রসারে সাহায্য করাই এদের উদ্দেশ্য। অথচ গ্রন্থাগারকর্মী-দের বেতন ও মর্যাদার ন্যায়সংগত বিবেচনা কোনও ক্ষেত্রেই হয়েছে বলা যায় না। এই

অচল অবস্থা অবসানের জন্য ইতিমধ্যে দুটি সংস্থা গড়ে উঠেছে—কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রচেষ্টায় একটি এবং অপরটি সরকার পরিচালিত জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারকর্মীদের দ্বারা পরিচালিত। এই দুই সংস্থার মাধ্যমে কিছু সংখ্যক কর্মী তাঁদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বে-সরকারী প্রচেষ্টায় যে সব গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রয়েছে যথা, সাহিত্যপরিষদ গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউটের গ্রন্থাগার, ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউটের গ্রন্থাগার ইত্যাদি। তাদের কর্মীদের জন্য কি আবার অন্য একটি সংস্থা গড়ে তুলতে হবে? অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত ভাল ভাল গ্রন্থাগার রয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীদেরও বহুবিধ সমস্যা রয়েছে। তাঁরা কি অন্য একটি সংস্থা স্থাপন করে খুঁজবেন নিজেদের সমস্যা সমাধানের পন্থা? তাই মনে হয়েছে এভাবে বিচ্ছিন্নভাবে কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কে সংগ্রাম সফল করা কি সহজ সাধ্য? এজন্য সকল শ্রেণীর কর্মীদের কাছে আবেদন করছি, পশ্চিমবঙ্গের সকল শ্রেণীর গ্রন্থাগারকর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি নতুন সংস্থা গড়ে তোলা হোক। যেখান থেকে কর্মীদের শুধুমাত্র বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানের পথ নির্দেশ করাই হবে না—চাকুরীর নিরাপত্তা, এবং অন্য নানাবিধ সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে নিয়োগ-কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব করতে প্রয়োজনবোধে সবরকম ব্যবস্থাই অবলম্বন করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং অল বেঙ্গল টিচার্স আসোসিয়েসন প্রভৃতির ন্যায় সকল শ্রেণীর কর্মীদের নিয়ে একটি শক্তিশালী সংস্থা গঠনের কথাই নিবেদন করছি। আমরা যদি প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলতে পারি আর তার সাংগঠনিক তৎপরতা ও নিষ্ঠা অর্জন করতে পারি, আমার মনে হয়, এখান থেকেই সমস্ত ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারকর্মীদের দুঃসহ জীবনের নিরসন সম্ভব হবে। পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ভারতসরকার পরিচালিত জাতীয় গ্রন্থাগার এবং বিভিন্ন 'ডিপার্টমেণ্টাল' গ্রন্থাগারকর্মীদেরও এই সংগঠনের মধ্যে আমরা পেতে পারি। সারা ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের জন্য কোনপ্রকার প্রতিষ্ঠান আজও গড়ে ওঠেনি—ফলে নিয়োগকর্তারা যদৃচ্ছভাবে কর্মীদের ব্যবহারের সুযোগ নিচ্ছেন। এই অবস্থায় বহু কর্মীর দুঃখদুর্দ্দশার সীমা নেই। তাই মনে হয়, বাংলা দেশের নেতৃত্বে যদি একটি শক্তিশালী সংগঠন সম্ভব করে তোলা যায় কালে তার মধ্যে সর্বভারতীয় কর্মীদেরও নানাবিধ সমস্যা সমাধান সম্ভব হবে।

অনেকেই হয়তো প্রশ্ন তুলবেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আমাদেরই মুখপাত্র হোতে বাধা কোথায়? গ্রন্থাগারকর্মীদের বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কিত আন্দোলনে পরিষদ যে সাধ্যানুযায়ী সম্পূর্ণ সচেষ্ট সেকথা কারুর অজানা নয়। কিন্তু প্রকাশ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও প্রয়োজনে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া পরিষদের পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ:

(১) (ক) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মূলতঃ একটি বিদ্বৎ সংস্থা; তদধীনে ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতা সর্বাংশে উদ্দেশ্যবহির্ভূত না হলেও সেটা মুখ্য নয়।

(খ) পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য দেশের মানুষকে গ্রন্থমনা ও গ্রন্থাগারমুখী করে তুলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরিপুষ্টি সাধন তথা দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বেগবান ও বিকশিত হতে সহায়তা করা; গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষণ ও গবেষণা, গ্রন্থাদি প্রকাশনা গ্রন্থাগার পরিচালনার সুবিধার্থে পরামর্শ দান, সভা-সম্মেলনের মাধ্যমে চিন্তার বিনিময় এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতিবিধান পরিষদের প্রধান কাজ। সেই সংগে কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে সর্বসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

(গ) সীমিত ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতা পরিষদের কর্মবহির্ভূত নয়। প্রাগ্রসর দেশে গ্রন্থাগার পরিষদগুলিও একাজ অনুরূপভাবেই করে। আমাদের দেশেও ভারত সরকার নিয়োজিত 'গ্রন্থাগার উপদেষ্টা সমিতি' পরিষদগুলির কার্য তালিকায় ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে একাজকে অনেক রাজনীতির পর্যায়ে গণ্য করে থাকেন। এ মনোভাব ভুল কি নির্ভুল তা নিয়ে তর্ক করা নিষ্প্রয়োজন। রাজনৈতিক মতভেদ না থাকলেও সম্ভবতঃ সরকারী রোষসঞ্জাত ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানিক ক্ষতির আশঙ্কায় অনেকেই এ তৎপরতায় সরাসরি জড়িত থাকতে চান না।

(ঘ) পরিষদের পক্ষে বিশেষ কোনও দল, মত বা গোষ্ঠির স্বার্থ ও প্রয়োজনকে অধিক প্রাধান্য দিলে তার কার্যক্রমের ভারসাম্য থাকে না। পরিষদের সদস্যদের মধ্যে গ্রন্থাগারকর্মীরাও যেমন আছেন তেমনি রয়েছেন তাঁদের নিয়োগকর্তারাও। কোন পক্ষকেই ক্ষুণ্ণ করা পরিষদের দিক থেকে মুস্কিল। তাই একই জমিতে ধান, পাট, সর্ষে, কলাই চাষের ব্যবস্থা। শ্যামও রাখতে হবে, কুলকেও ছাড়লে চলবে না। Learned activities এবং Trade Union activities উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একই সংস্থাধীনে দুটি উদ্দেশ্য সাধন বাস্তবে সম্ভব নয়। তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। কিছুদিন যাবত পরিষদের কার্যক্রমে Pay & Status committee গঠন করে trade union activities কিছুটা করার চেষ্টা করা হলেও কাজ কিছু এগিয়েছে কি? অথচ Learned activities এবং trade union activities দু'টোই আজ সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাজের পর্যায়ে গ্রহণীয় বলে পরিষদ মেনে নিয়েছে।

(ঙ) পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত সদস্যের স্বার্থ সম্পর্কিত পার্থক্য ছাড়াও ব্যক্তিগত সদস্যদের মধ্যেও প্রকার ভেদ আছে। এমন অনেকেই এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য যাঁদের সংগে পরিষদের সংযোগ ট্রেনিং অথবা বৃত্তিগত সূত্রে নয়। সংখ্যা ও অবদানের দিক থেকে যাঁদের মতামত অধিক প্রণিধানযোগ্য সেইসব পেশাদার ব্যক্তিরা পরিষদের প্রতি ন্যূনতম কর্তব্য হিসেবে তার সভ্যপদ গ্রহণের প্রয়োজনও বোধ করেন না।

(চ) বর্তমানে পরিষদকে কিছু সংখ্যক লোক নিছক বেতনবৃদ্ধির সহায়ক রূপেই দেখতে চাইছেন। তাঁদের কাছে পরিষদের মুখ্য আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কোনও আবেদন নেই। তাঁরা বুঝতে চাইছেন না এ পরিষদ দল-মত-গোষ্ঠির স্বার্থ নির্বিশেষে সর্বজনের

একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান বা 'প্ল্যাটফর্ম'। এর গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য অনস্বীকার্য। 'চার্টার্ড' বা 'ষ্ট্যাটুটের' হিসেবে সুচিহ্নিত না হলেও সরকারের দৃষ্টিতে ও জনচিত্তে এই প্রতিষ্ঠান অনুরূপ শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত—যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিট্যুট ইত্যাদি যারা কাগজে কলমে অথবা সভাসমিতির মাধ্যমে যে কোনও মতামত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ন্যায় ব্যক্ত করতে পারেন কিন্তু কিছুসংখ্যক সদস্যের প্রয়োজনে বিতর্কমূলক বিক্ষোভে সরাসরি অগ্রসর হতে পারেন না। সর্ববাদী-সম্মত প্রকাশ্য আন্দোলনেই কেবল তাঁরা আসতে পারেন। যেমন গ্রন্থাগার আইন, পুস্তকের মূল্য, পুস্তকের উপর হতে বিক্রয় কর রহিত ইত্যাদির তাগিদে সভাসমিতি এবং মিছিলের মাধ্যমে অগ্রসর হতে পারেন। অর্থাৎ শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসারের অন্তরায় কার্যকলাপের বিরুদ্ধতা করার জন্যই এ প্রতিষ্ঠান আন্দোলন করেতে পারে।

২। সরকারের সঙ্গে পরিষদের মনোমালিন্য ঘটলে ক্রমোন্নয়নের পথে দেশের বর্তমান গ্রন্থাগারব্যবস্থা ব্যাহত হবে। কারণঃ (ক) গ্রন্থাগার আইনের প্রবর্তনের বিষয়ে সরকার এবং বে-সরকারী চিন্তাচর্চা ও প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ সেতু এই পরিষদ। সেদিক থেকে পরিষদের সঙ্গে সরকারের সংযোগ থাকা প্রয়োজন।

(খ) সরকারী প্রচেষ্টায় দেশে বেশ কিছু গ্রন্থাগার গড়ে উঠছে। গঠনমূলক সমালোচনা, উপদেশ ও পরামর্শ দানের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিষদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সেই সম্পর্ক গ্রন্থাগারব্যবস্হার উন্নতিকল্পে বজায় থাকা বাঞ্ছনীয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। গৃহ নির্মাণের প্রসংগ ছেড়ে দিলেও পরিষদের শিক্ষণ, সংযোগ ও সংগঠন তৎপরতা, পত্রিকা প্রকাশন, পুস্তক প্রকাশন এবং বার্ষিক সম্মেলন প্রভৃতি কাজে সরকারী আনুকূল্য না থাকলে পরিণামে পরিষদ তথা পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বে-সরকারী গ্রন্থাগারগুলিও সরকারের কাছে পরিষদকে স্বীয় মুখপাত্ররূপে ব্যবহার করতে চান।

(গ) পরিষদ গ্রন্থাগারকর্মীদের ঈপ্সিত সংগ্রামে লিপ্ত হলে গ্রন্থাগার বৃত্তিতে সিনিয়র সরকারী কর্মীদের বিচ্ছেদ ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সামগ্রিক ক্ষতি ছাড়াও ভবিষ্যতে পেশাদার গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য আবেদন নিবেদনের পথও বন্ধ হয়ে যাবে। আবেদন-নিবেদন ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই মাদ্রাজে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে; ইউ, জি, সি সুপারিশেও গ্রন্থাগারিকের বিষয় যুক্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলিতে বেতন ক্রমের প্রবর্তন, যত কমই হোক্‌না কেন নীতিগত ভাবে তা পরিষদের অনুরূপ প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে বলেই জানি।

একটা প্রশ্ন হতে পারে, পরিষদের উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন কাজকে গ্রহণ করলে তাকে সর্বোপরি প্রাধান্য দেবার কথা কেন আমরা চিন্তা করছি? বস্তুতঃ আমার মনে হয় ট্রেড ইউনিয়ন যদি করতেই হয় তাহলে তাকে যথোচিত প্রাধান্য দেওয়াই উচিত—উপযুক্ত ও সুদৃঢ় সংগঠনের মাধ্যমে চাই শক্তিশালী আন্দোলন—যার লক্ষ্য ও

উদ্দেশ্য হবে এক ও অভিন্ন। ভিন্নমুখী উদ্দেশ্যে গঠিত ও বিচিত্র মানুষের বিচিত্রতর মত ও মনোভাবে পরিচালিত একটি প্ল্যাটফর্মের লেজুড় হিসেবে কোনও শক্তিশালী আন্দোলন সৃষ্টি করা যায় না; এবং গেলেও তার গুরুত্ব ব্যাহত হয়। তাই মনে হচ্ছে গোঁজামিলের পথ ছেড়ে, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রেখে, স্বাধীন সুসংহত একটি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা গঠন করে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মীদের দুঃখদৈন্য অপসারণের চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয়। এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের সংগে পরিষদের কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও পরোক্ষভাবে যোগসূত্র থাকবেই- কারণ আমরা যাঁরা এর সভ্য হবো তাঁরা এদুটোর সংগেই যুক্ত থাকবেন।

নবগঠিত এই সংস্হাটি অচিরে গঠন করার জন্য অনুরোধ করছি পূর্বে উল্লেখিত কর্মী সংস্হা দুটির কাছে। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গব্যাপী এর বিস্তারের জন্য বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংগে যুক্ত গ্রন্থাগারগুলিকে কেন্দ্র করে অবিলম্বে কাজ শুরু কথা যায়। যেমন উত্তরবঙ্গে কাজ করার জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়কে, বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় হুগলি থেকে আরামবাগ পর্যন্ত এলাকায়, বিশ্বভারতী থেকে বীরভূম ও বাঁকুড়া অঞ্চলের দায়িত্ব নিতে পারেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ঐ অঞ্চলে কাজ করবে এবং কলকাতাকে সংগঠিত করার দায়িত্ব নেবেন যাদবপুর ও ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। যে সব অঞ্চল এই সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে দূরে সে সব ক্ষেত্রে সাংগঠনিক দায়িত্ব যদি জেলা গ্রন্থা-গারিক গ্রহণ করেন, মনে হয় অচিরেই আমার প্রস্তাবিত সংস্হা গঠন সম্ভব হবে।

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদ এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্মী পরিষদ মিলিতহয়ে যদি একাজে এগিয়ে আসেন তাঁরা সকল শ্রেণীর গ্রন্থাগারিকদের সাহায্য তো পাবেনই এমন কি সক্রিয় সহায়তা পেতেও কষ্ট হবে বলে মনে হয় না। আমার আবেদন তাঁদেরই কাছে বিশেষ করে—তাঁরা নেতৃত্ব দিয়ে গড়ে তুলুন এমন একটি সংস্হা যার মধ্য দিয়ে সবরকম কর্মীর জীবনযাত্রা সহজ করে তোলা সম্ভব হবে। একাজের জন্য অবিলম্বে হাত দিলে আগামী ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবসে আবার আমাদের গ্রন্থাগার জগত নতুন পথের ইঙ্গিত পেতে পারে এবং তার জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ করা উচিত।

পরিশেষে একটি কথা বলা হয়তো উচিত। যদি কেউ মনে করেন নবগঠিত এই সংস্হার সংগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে, আমার মনে হয় সে ভয়ের কারণ নেই। পূর্বেই বলেছি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একটি বিদ্বৎ সংস্থা এর বাইরে থেকে বা এর সংগে যুক্ত না থেকে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক তাঁর কর্মজীবনকে ক্রমোন্নতির পক্ষে এগিয়ে দিতে পারবেন না। উল্টো দিকে বলা যায়, এই প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় কর্মী সংস্থা সুদৃঢ় হতে পারবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন মঞ্চে কর্মী পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনও হতে পারবে।

বাংলাদেশের গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে যে প্রস্তাবটি রাখলুম আশা করি তা তাঁরা বিবেচনা করে দেখবেন। ইতি—বাণী বসু।

An appeal By Bani Basu

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার

জাড়গ্রাম বর্ধমান জেলার সদর মহকুমায় জামালপুর থানায় অবস্থিত একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গ্রাম। বহু প্রাচীন বর্ধিষ্ণু রাঢ়ের এই গ্রাম—জাড়গ্রাম। হিন্দু রাজত্ব-কালের রাজবাড়ী আর গড়খাই-এর চিহ্ন এখনও এখানে বর্তমান। ইহা ব্যতীত কবি কঙ্কন চণ্ডী, রূপরামের ধর্মমঙ্গল, বাসুলীমঙ্গল, প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে এই জাড়গ্রামের উল্লেখ আছে। জড়েগ্রামের বিখ্যাত ধর্মরাজ কালুরায়ের মন্দিরে এখনও জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ১২ দিন ধর্মপুরাণের সংগীত হইয়া গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই জাগ্রত দেবতার বর্ণনা রহিয়াছে কবি রামদাস আদকের অনাদিমঙ্গল বা ধর্মপুরানের ২য়, ৩য় পৃষ্ঠায় যথা "জাড়গ্রাম বড় স্থান ধর্ম যথা অধিষ্ঠান, দয়ার ঠাকুর—কালুরায়।" * * "ধর্মগৃহ মনোহর, সম্মুখেতে দামোদর সদাই সঙ্গীত হয় নাটে।" * * * "জাড়-গ্রামে বন্দিলাম ঠাকুর কালুরায় যাহার কৃপায় কবি রামদাস গায়।" কবি রামদাস আদক জাড়গ্রামের কালুরায়ের বরে মুর্খ রাখাল বালক হইয়াও বিখ্যাত অনাদি মঙ্গল কাব্য রচনা করেন। "আজি হইতে রামদাস কবিবর তুমি, জাড়গ্রামে বাস কালুরায় আমি।" এই গ্রামে বহু পূর্বে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু বিবেচক কর্মীর অভাবে বহু মূল্যবান পুস্তকাদি সহ গ্রন্থাগারটির বিলুপ্তি ঘটে। পুনঃ সন ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তখনকার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র শ্রীশিব সাধন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার বন্ধুবান্ধব শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তী, শ্রীগণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরকালী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহযোগিতায় মাত্র ২৫ খানি সংগৃহীত পুস্তক লইয়া ৺মন্মথনাথ বসুর বহির্বাটিতে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পর চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা অর্থ ও পুস্তক সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এদিকে ৺মন্মথনাথ বসু, ৺মাখনলাল দে, ৺জানকী প্রসাদ দেব প্রভৃতি গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে বিভিন্ন প্রকারের সাহায্য করিতে ও উৎসাহ প্রদান করিতে থাকেন। মাখনলাল দে ছিলেন সরকারী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, দানবীর, দেশপ্রেমিক ও ঋষিকল্প চরিত্র ব্যক্তি। অবশেষে ১৩২৮ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯২১ সালের ৪ঠা জুলাই) গ্রামস্থ জনসাধারণ এক সাধারণ সভায় মিলিত হইয়া আদর্শ চরিত্র মাখনলাল দে মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য গ্রন্থাগারটির নাম-করণ করেন—"জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার।" এই সভায় শ্রীশিবসাধন চট্টোপাধ্যায়কে সম্পাদক ও ৺জানকী প্রসাদ দেবকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করেন গ্রামবাসী। ৺মাখনলাল দে মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে গ্রামের প্রাইমারী স্কুলটি স্থানান্তরিত হওয়ায় পরিত্যক্ত গৃহটিকে সংস্কার করিয়া উক্ত গৃহে পাঠাগারটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করিলেন কর্মিবৃন্দ। প্রতিষ্ঠা দিবসে গ্রামবাসিগণের সম্মতিক্রমে ৺মন্মথনাথ বসুর বহির্বাটি হইতে পাঠাগারটিকে

স্থানান্তরিত করিয়া সেই ঘরে স্থায়িভাবে স্থাপিত করা হয়। প্রথমে গ্রামবাসিগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্য লইয়া প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। কিন্তু ক্রমে ইহার কার্যধারা ব্যাপকতর হইয়া পড়ে ও ডাক, মিউজিয়াম, অনুসন্ধান, জনসেবা, ব্রতচারী, ব্যায়াম, প্রাথমিক চিকিৎসা, নৈশবিদ্যালয়, সান্ধ্যসভা, জনরঞ্জন বিভাগ, বীজভাণ্ডার, শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের মধ্য দিয়া পাঠাগারটি আজ পল্লীর শ্রেষ্ঠ জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। বহু বিশিষ্ট বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি এই পল্লী পাঠাগারটি পরিদর্শন করিয়া ইহার ব্যাপক কার্যধারার ভূয়সী প্রসংসা করিয়াছেন ও ইহা বাংলা তথা ভারতের একটি ইতিহাস রচনা ও গবেষণার সাহাযকারী প্রতিষ্ঠান বলিয়া মন্তব্য করেন।

১০৪২ শকাব্দে এক মূল্যবান ইষ্টক ফলক পাওয়া গিয়াছে এখানকার এক ভগ্নস্তূপে এবং পাঠাগারের মিউজিয়ামে ইহা সযত্নে রক্ষিত আছে। অধ্যাপক ডঃ শ্রীসুকুমার সেন এই ইষ্টক ফলকের ফটো (প্রতিচ্ছবি) গ্রহণ করিয়াছিলেন বর্ধমান রাজ কলেজে অনুষ্ঠিত "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" কর্তৃক আয়োজিত এক প্রদর্শনীতে।

বিভিন্ন বিভাগে বহু কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে এই পাঠাগার। ইহার ব্যায়াম বিভাগ, শিল্প বিভাগ, সেবা বিভাগ প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগ. জনরঞ্জন বিভাগ প্রভৃতির কার্যকলাপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঠাগারের শিশু বিভাগের ছেলেমেয়েদের ও শিল্প বিভাগের মহিলাদের হস্তশিল্প ও সূচীশিল্প বিভিন্ন প্রদর্শনীতে পুনঃ পুনঃ পুরস্কৃত হইয়াছে। পাঠাগারের মিউজিয়ামে প্রাচীন শিল্পদ্রব্য, ধাতবদ্রব্য, পুঁথিপত্র বিভিন্ন দেশের মুদ্রা, ডাকটিকিট, চিত্র, মানচিত্র, প্রাচীরপত্র, প্রাচীন মাসিক পত্রাদি প্রভৃতি অসংখ্য শিক্ষাণীয় দ্রব্যসম্ভার সযত্নে সজ্জিত আছে। সম্প্রতি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সাহায্যপ্রাপ্ত জনৈক বাংলাভাষার গবেষক পাঠাগারের পুস্তক ব্যবহার করিতেছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়াম বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সামন্ত মহাশয় মাখনলাল পাঠাগারের সংগ্রহ বিভাগ দেখিয়া প্রীত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থাগারের বয়স্ক শিক্ষা বিভাগের কার্যকলাপও উল্লেখযোগ্য। পাঠাগারের নৈশ বিদ্যালয় ছাড়া আদিবাসী কোড়া পল্লীতেও একটি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। বিভিন্ন উপায়ে নিরক্ষরতা দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে—এইস্থানে ব্যাপকভাবে বক্তৃতা, অভিনয়, গান বাজনা, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে। পাঠাগারে একটি উচ্চাঙ্গের বেতার যন্ত্র উপহার দিয়াছেন সরকার বাহাদুর। এই পাঠাগারটি ১৯৫৮ সাল হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত রুর‍্যাল লাইব্রেরীতে পরিণত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ গ্রন্থাগারিক ও সাইকেল পিওনকে নিয়মিতভাবে মাসিক ভাতা প্রদান করেন ও পাঠাগারের নৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসিক ভাতা ৫০৲ টাকা হিসাবে প্রদান করেন। পাঠাগারের নূতন ভবন নির্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এককালীন তিন হাজার টাকা প্রদান করেন। উক্ত টাকায় ও গ্রামবাসিগণের সাহায্যে পাঠাগারের নূতন ভবন নির্মিত হইয়াছে। পুরাতন ভবনটি জীর্ণ হওয়ায় নাগপুর

ও বেহারের অবসরপ্রাপ্ত জিলা ও দায়রা জজ ও ধর এষ্টেটের চিফ জাষ্টিস রায় বাহাদুর ৺গোষ্টবিহারী দে মহাশয় ৩০০০'০০টাকা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার আর্থিক সাহায্যে ও বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসিগণের সাহায্যে পুরাতন গৃহটি নূতন ভাবে নির্মিত হইয়াছিল। পাঠাগারের কার্যকরী সমিতির সভ্যগণ এই গৃহটির নামকরণ করেন —"গোষ্টবিহারী ভবন"। বর্তমানে উভয় ভবনেই পাঠাগারের বিভিন্ন বিভাগের কার্য পরিচালনা হইতেছে।

ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারকল্পে পাঠাগারের লেনদেন চলিতেছে পার্শ্ববর্তী আটটি পল্লীতে। উক্ত আটটি পল্লীতে ইহার শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৪৪ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্ধমান অধিবেশনের প্রশংসাপত্র অর্জন করিয়াছিল মাখনলাল পাঠাগারের প্রদর্শনী। বর্তমান বৎসরে চকদিঘী সারদাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত জামালপুর থানা উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত এক বিরাট কৃষি-শিল্প-শিক্ষা প্রদর্শনীতে জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। বর্ধমানের জেলাশাসক শ্রীমেনন ও তাঁহার সহধর্মিণী, বর্ধমান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, কবি শ্রীভোলানাথ মোহান্তী আনন্দবাজার সম্পাদক শ্রীঅশোক সরকার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পাঠাগারের ষ্টল দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন।

বহু বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারী পাঠাগারের কার্যকলাপ দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন ও একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন এর বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তার কথা। পাঠাগারের শিশুবিভাগের সভ্যবৃন্দ পাঠাগারের নিজস্ব ড্রাম, বিউগল, ঢোল, কাঁশী, মাদল প্রভৃতি বাদ্যযোগে ব্রতচারী নৃত্য ও কুচ্‌কাওয়াজ করিয়া থাকে।

মাখনলাল পাঠাগারের সরস্বতী পূজা ও তদুপলক্ষে সহস্রাধিক দরিদ্র নরনারায়ণ সেবা ও শারদীয় পূজোপলক্ষে প্রদর্শনী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এ ছাড়া নববর্ষ উৎসব, স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস ও নেতাজী, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জন্ম বার্ষিকী এই পাঠাগারে আড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে।

পত্রপত্রিকা ও পুস্তক পাঠের এবং ইহার নিঃশুল্ক পাঠকক্ষে দেশবিদেশের অসংখ্য সাময়িক ও সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকার বিচিত্র ব্যবস্থা আছে। সভ্যবৃন্দের চাঁদা ও দান, জাড়গ্রাম গ্রামসভা, বর্ধমান জেলা পরিষদ ও সরকার বাহাদুরের আর্থিক সাহায্য পাঠাগারের আয়ের প্রধান উৎস। প্রত্যহ বেলা ১টা হইতে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত পুস্তক লেনদেন ও পত্র-পত্রিকা পাঠের জন্য পাঠাগার খোলা থাকে। প্রতি বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক পূর্ণছুটী ও শুক্রবার অর্দ্ধছুটী থাকে।

ছাত্র ও মহিলা সহ পাঠাগারের বর্তমান সভ্যসংখ্যা ১৬২ জন ও সভ্যদের চাঁদার হার শ্রেণী হিসাবে মাসিক চার আনা ও আট আনা। স্থানীয় অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র পর্যন্ত ও দরিদ্র গ্রাম বাসিগণের নিকট হইতে কোন চাঁদা লওয়া হয় না।

পাঠাগারের পুস্তকসংগ্রহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে ইহার মিউজিয়াম ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও দলিল-পত্র ইহাকে গবেষণা গ্রন্থাগারে পরিণত করিয়াছে। বর্তমানে পুস্তক সংখ্যা ৩৮২৫ খানি। মাসিক পত্র ৫৮৩৫ খানি, বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পাঠাগারে সযত্নে রক্ষিত আছে। ১২৩৫ সালের ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক হাতে লেখা চৈতন্য চরিতামৃত ও ভাগবত, ১২৩৩ সালে ছাপা শ্রীমদ্ভাগবতসার—মাধবাচার্য (ডাঃ সুকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ১ম খণ্ডে ইহার প্রথম পৃষ্ঠার ব্লক ছাপা আছে।) ১২৪৭ সালে ছাপা "শিশু সেবধি," "পদকল্পতরু" (জগন্নাথ দাস, ১২৯৯); বসুমতী প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত "উপন্যাস ভাণ্ডার" ১২৮৭ সালের নাটক, ১২৯১ সালের এক পৃষ্ঠার ছাপা, পঞ্জিকা, এ্যান্ এ্যাটলাস অব হিন্দু এষ্ট্রনমি, পপুলার এডিশন এসিয়াটিক রিসার্চে (১৭৭৪-১৭৮৮) ; বঙ্গদর্শন মূল, ভারতী, প্রচার, অবসর, সবুজ পত্র প্রভৃতি অসংখ্য প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পত্র পত্রিকায় এই গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ।

মাখনলাল পাঠাগারের বর্তমান সভাপতি জামালপুরের বি, ডি, ও শ্রীদেবলনাথ বসুঠাকুর, সহঃ-সভাপতি শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পণ্ডিত, সম্পাদক শ্রীশিবসাধন চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থা-গারিক শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় (ট্রেনিং প্রাপ্ত)। মাখনলাল পাঠাগার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে গত ১৯৩৬ সাল হইতে এবং পরিষদের কার্যকরী সমিতিতে বর্ধমান জেলার প্রতিনিধি সভ্য নির্বাচিত হইয়া আসিতেছে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া। এই পাঠাগারটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ ও বর্ধমান জেলা যুব কল্যাণ সমিতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান। আমেরিকার ক্যাথলিক সার্ভিস কলিকাতায় নিউ ওয়েষ্ট বেঙ্গল ওয়েল ফেয়ার বোর্ডের মাধ্যমে এই পাঠাগারকে দরিদ্র জনগণের সেবার সুযোগ দান করিয়াছিলেন। পাঠাগারের তরুণ সভ্য ও সভ্যাগণ শারীরিক শিক্ষা শিবিরে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিতেছে প্রতিবৎসর। জগদীশ্বরের কৃপায় ও জন সাধারণের সাহায্যে ও সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠানটি বর্ধমান জেলা তথা পশ্চিমবাংলায় একটি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। সকলের সাহায্য, সহযোগিতাও আশীর্ব্বাদ আমাদের কাম্য।

[পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীশিবসাধন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রেরিত]

Libraries of Bengal : Jaragram Makhanlal Pathagar (Burdwan.)

গ্রন্থাগার-সংবাদ

কলিকাতা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগার। ৩৮ গোপালনগর রোড। কলিঃ-২৭।

গত ২২শে জুলাই '৬৬ পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগারের সপ্তদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীরণবীর দাসগুপ্ত। নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে ১৯৬৬-৬৭ সালের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয় :—

সর্বশ্রী রণবীর দাশগুপ্ত (সভাপতি), মণি গুহ ও দেবী রায়চৌধুরী (সহঃ সভাপতি) বিশ্বনাথ দাশ (সম্পাদক), রবীন্দ্র বিশ্বাস (সংগঠন সম্পাদক), সুবোধ দত্ত (সহঃ সম্পাদক), শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (গ্রন্থাগারিক), শংকর মজুমদার ও গৌর বসু (সহঃ গ্রন্থাগারিক) নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কোষাধ্যক্ষ), মধুসূদন মজুমদার, নগেন্দ্রনাথ দাস (সদস্য)।

যদিও মাত্র পাঁচখানি বই নিয়ে এই গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছিল—বর্তমানে এর বই-এর সংখ্যা তিন হাজার।

পাঠ্য পুস্তক গ্রন্থাগার। রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম। কলিঃ-২৯।

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে ৫নং ব্লকের ৫নং কক্ষে মহাবিদ্যালয় ছাত্রদের জন্য একটি পাঠ্য পুস্তকের গ্রন্থাগার আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন বেলুড় বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীসুধীরচন্দ্র দেব মৌলিক। গ্রন্থাগারটি সপ্তাহে তিনদিন—সোম, বৃহস্পতি ও শনিবার, সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত ছাত্রদের জন্য খোলা থাকবে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার,। ৫৬এ, বি, টি, রোড। কলিঃ-৫০।

পশ্চিববঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতার শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতে একটি বিশিষ্টস্থান অধিকার করেছে। এই গ্রন্থাগারের সূচনা ১৯৬২ সালের মে মাসে। বর্তমানে গ্রন্থাগারটি সপ্তাহে ছয়দিন, সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য খোলা থাকে। প্রধানতঃ বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ২৫,০০০ বই গ্রন্থাগারে আছে। এর মধ্যে সংস্কৃত ও হিন্দী বই ও আছে। সাময়িক পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ২০০। ছাত্র ও জনসাধারণ গ্রন্থাগারের সভ্য হতে পারেন। বর্তমানে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কেবলমাত্র Reference গ্রন্থাগার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

ইউনেস্কো সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সরবরাহের জন্য গ্রন্থাগারে একটি ইউনেস্কো ইনফরমেশন সেণ্টার আছে। গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে আলোচনা-চক্র ও পুস্তক প্রদর্শনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার

ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয়। এই ব্যবস্থায় সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে অর্থাৎ জেলা, সহর, আঞ্চলিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে প্রয়োজনবোধে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সুপরামর্শ ও বই দিয়ে সবসময়ই সাহায্য করে থাকে। অনেক সময় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের দূরত্ব সত্বেও একটি বইকে মাত্র কোনও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সভ্যের হাতে পৌঁছে দেওয়াও হয়। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বই, সাময়িক পত্রিকা ড্রয়িং বোর্ড, ইজেল, ক্রেয়ন, ছবি ও একটি সুন্দর অ্যাকোয়ারিয়াম এই বিভাগটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

এমারেল্ড বাওয়ারের একটি বিরাট ঐতিহ্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। মনোমুগ্ধকের প্রাসাদটি পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারের স্মৃতি বিজড়িত। মাহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই প্রাসাদে অনেক সাহিত্যিক বৈঠকে মিলিত হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎকার এই প্রাসাদকে ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রদান করেছে।

বাসুদেবপুর সাধারণ পাঠাগার। ৪৭, ডঃ শ্যামপ্রসাদ মুখার্জী রোড। কলি-৫৬।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পাঠাগারের বার্ষিক সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছেন :—সর্বশ্রী প্রভাসচন্দ্র সেন (সভাপতি), মনোরঞ্জন রায় ও প্রফুল্লকুমার সেন (সহঃ-সভাপতি), কান্তিরঞ্জন গোস্বামী ও জ্যোতিষচন্দ্র ভট্টাচার্য (যুগ্ম সম্পাদক), হৃদয়রঞ্জন কানুনগো (কোষাধ্যক্ষ)। এ ছাড়া সমিতিতে আরো দশজন সদস্য আছেন।

পাঠাগারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, বিদ্রোহী কবি নজরুল, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব যথাসময়ে পালন করা হয়।

২৪ পরগণা

সাধুজন পাঠাগার। বনগ্রাম।

সম্প্রতি এই পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতার ৪৬তম জন্মজয়ন্তীর এক আমন্ত্রণ লিপি পেয়েছি। ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই পাঠাগারটি এই অঞ্চলের একটি প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বর্তমানে পাঠাগারে ২৮টি ভারতীয় ও বিদেশী ভাষায় প্রায় ৯০০০টি বই আছে। তাছাড়া বহু মূল্যবান পত্র-পত্রিকাও আছে। পাঠাগারে প্রতি বছর প্রায় ৫০০ বই সংযোজিত হয়। পাঠাগারের সাধারণ বিভাগ ছাড়াও অন্যান্য নানারূপ বিভাগ আছে। প্রতিষ্ঠানটিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯,৫০০ টাকা অনুদান দিয়েছেন। তাছাড়া পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগোপাল চন্দ্র সাধু ১৯,০০০ টাকা, শ্রীমতী জ্যোৎস্নারাণী সাধু ৬০০০ টাকা, দেশরত্ন ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত ১০৫১ টাকা কুমারী মনীষা সাধু ১০০১ টাকা, ৭ জন ১৫০ টাকার অধিক এবং ৩৭ জন ১০১ টাকা দান করেছেন।

নদীয়া।

তরুণ পাঠাগার (গ্রামীণ গ্রন্থাগার), আসাননগর,

গত ২রা অক্টোবর রবিবার গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস পালিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন গ্রন্থাগারের উপদেষ্টা পরিষদের প্রবীণতম সদস্য শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। বিভিন্ন বক্তা মহাত্মাজীর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন। গ্রন্থাগারের সদস্য শ্রীঅর্পিত মজুমদারের 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম…' গানের শেষে সভা ভঙ্গ হয়। ঐদিন সরকারী ছুটি থাকায় গ্রন্থাগার সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার। বিবেকানন্দ রোড। সিউড়ী।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর, '৬৬ কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নবতিতম জন্মোৎসব উদযাপন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী 'অবধূত'। গ্রন্থাগারের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী সভার উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষ্যে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

হুগলী

ত্রিবেণী হিতসাধন সাধারণ পাঠাগার। ত্রিবেণী।

গত ৫ই সেপ্টেম্বর, '৬৬ পাঠাগারে ভারতের রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ৭৮তম জন্মোৎসব পালন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন মল্লিকবাটী স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীরাধারমণ গোস্বামী। মনোজ্ঞ ও সুচিন্তিত অভিভাষণের মাধ্যমে সর্বশ্রী ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীরকুমার বসু, বারিদবরণ ঘোষ ও রাধারমণ গোস্বামী রাষ্ট্রপতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

বাগাটী স্কুলের পরলোকগত প্রধান শিক্ষক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সোমের স্মৃতি রক্ষার্থে স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রবেশিকা ও উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য একটি স্মৃতি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

অন্যান্য সংবাদ—

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার উন্নয়নের সরকারী পরিকল্পনা

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার একটি পরিকল্পনা করেছেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী ইতিমধ্যেই কয়েকটি গ্রন্থাগারকে আর্থিক সাহায্য দান করা হয়েছে। এবার সেগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নূতন পরিচালক সমিতি গঠন করা হচ্ছে।

১২৫ বছরের প্রাচীন উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী, প্রতাপচন্দ্র মেমোরিয়াল লাইব্রেরী ও বিবেকানন্দ সোসাইটী লাইব্রেরী বর্তমানে এই পরিকল্পনাধীন রয়েছে। পরিকল্পনাটি পুরোপুরি কার্যকরী হলে আশা করা যায়, পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

রাজ্য সরকারের আরেকটি পরিকল্পনা হোল—কলকাতাকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা। অন্যান্য গ্রন্থাগার-গুলি বিনিময় প্রকল্পানুযায়ী আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলি থেকে সুযোগসুবিধা নিতে পারবে। অপর একটি প্রস্তাব হচ্ছে, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে একটি গ্রন্থাগার-বিদ্যা-শিক্ষণ কেন্দ্র খোলা।

চতুর্থ পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রন্থাগার উন্নয়ন প্রকল্পে ২৫ কোটী টাকা ধার্য করা হয়েছে। এজন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ থেকে একটি কমিটি গঠন করা হয়। শ্রী বি এস কেশবন এই কমিটির সভাপতি ও শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় রাজ্যসরকার কর্তৃক এই কমিটিতে নিযুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এমারেল্ড বাওয়ারে একটি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ১৯টি জেলা গ্রন্থাগার, পৌর অঞ্চলে ২০টি মহকুমা গ্রন্থাগার ও গ্রামাঞ্চলে ২৪টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার আছে। এছাড়া ৫০০টি গ্রামীণ গ্রন্থাগারও আছে। এর সবগুলিই সরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সারা পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষত: গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৩,০০০ গ্রন্থাগার আছে—যেগুলি কেবলমাত্র জনসাধারণের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও উৎসাহের ফলস্বরূপ গড়ে উঠেছে। এগুলির মধ্যে মাত্র ১০০০ গ্রন্থাগার সরকার থেকে আংশিক আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে।

আমেরিকান লাইব্রেরী—ইউ এস আই এস-এর নূতন ডিরেক্টর—

কোলকাতার আমেরিকান লাইব্রেরীর নূতন ডিরেক্টর মিসেস্ লইস ফ্লানাগান (Mrs. Lois Flanagan) গত আগষ্ট মাসে তাঁর কার্যভার গ্রহণ করে এখানে এসেছেন। প্রাক্তন ডিরেক্টর মিসেস ব্যাঙ্কার জুলাই মাসে আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করেছেন।

১৯৩৫ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্ এ ডিগ্রী লাভ করার পর মিসেস ফ্লানাগান Music News, Time প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগের সহিত যুক্ত থাকেন। ১৯৫১ সালে তিনি আঙ্কারার মার্কিন দূতাবাসে Educational Exchange

Program এর সর্বাধ্যক্ষা নিযুক্ত হন। ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত তিনি তার স্বামীর সহিত তুরস্ক, ভারত এবং ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণ করেন, এবং ঐ দেশগুলিতে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের কাজে নিজেকে যুক্ত রাখেন। স্বামীর মৃত্যুর পর মিসেস ফ্লানাগান তেহরাণের Iran American Societyর সহকারী ডিরেক্টরের পদ গ্রহণ করেন, এবং কোলকাতায় কার্যভার গ্রহণের আগে পর্যন্ত ঐ পদেই বহাল ছিলেন।

News from Libraries.

গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণ সংবাদ

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম জেলা গ্রন্থাগার কেন্দ্রের গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণ সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল :

৮ম কোর্সের পরীক্ষায় (জানুয়ারী, ১৯৬৬) নিম্নলিখিত ছাত্রগণ উত্তীর্ণ হয়েছেন :—

ডিস্টিংশন :—

সর্বশ্রী বাঁশরী মোহন দে, রঞ্জিতকুমার মণ্ডল, প্রভাংশু কুমার দাশ, চন্দন কুমার চক্রবর্তী, বিজন বিহারী দাশ ঠাকুর, গোপাল চন্দ্র রায়, অশ্বিনী কুমার বেরা, রবীন্দ্র নাথ বায়েন।

সাধারণভাবে উত্তীর্ণ :

সর্বশ্রী থরগ বাহাদুর সুব্বা, বিশ্বনাথ রায়, শেখ রহুল আমীন, অমলেন্দু বিকাশ ত্রিপাঠী, সঞ্জয় কুমার মণ্ডল, চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ বাহাদুর সরকি, রাসবিহারী মিত্র, লালকমল সাহা, কালিপদ মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ কুমার দাশগুপ্ত, জগন্নাথ পাত্র, বলরাম মণ্ডল, বীরেন্দ্র কিশোর রায়।

নবম কোর্সের পরীক্ষায় (জুলাই, ১৯৬৬) নিম্নলিখিত ছাত্রগণ উত্তীর্ণ হয়েছেন :

ডিস্টিংশন :—

সর্বশ্রী বিশ্বনাথ কোলে, সুশান্ত কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতি ভূষণ বিশ্বাস, শক্তি প্রসাদ রায়; অসিত কুমার রায়, অনিলকৃষ্ণ চন্দ।

সাধারণ ভাবে উত্তীর্ণ :

সর্বশ্রী হরি মোহন মিত্র, গোষ্ঠ বিহারী খাটুয়া, প্রভাত কুমার চট্টোপাধ্যায়, রামকিঙ্কর রায়, ব্রজদুলাল গোস্বামী, প্রশান্ত কুমার রায়, মুক্তিপদ দত্ত, বিশ্বেশ্বর সরকার, অসিতবরণ ভট্টাচার্য, সুকুমার রায়, বীরেন্দ্রনাথ বর্মণ, অনিলকুমার ঘোষ, মহম্মদ বইস উদ্দিন, শান্তি কুমার রায়, অজিত কুমার ঘোষ, সুধীর রঞ্জন সরকার।

Education for Librarianship

গ্রন্থ সমালোচনা

নাট্য বোধ ও নাট্যকার মধুসূদন ॥ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত ॥ গ্রন্থজগৎ, ১৯, পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলিকাতা—২৯ ॥ ১২৩ পৃষ্ঠা ॥ দাম—চারটাকা ॥

মধুসূদনকে নানাভাবে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য সুধীজনের প্রচেষ্টা খুব ব্যাপক নয়। ইদানীং যে কয়েকটি পুস্তক মধুসূদনের উপর লিখিত হয়েছে, তার মধ্যে আলোচ্য পুস্তকটিও অন্যতম।

লেখক রবীন্দ্রনাথ সামন্ত নাট্যকার মধুসূদন ও তাঁর নাট্যবোধ নিয়ে আলোচনা করেছেন। বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের চমক লাগানো কয়েকটি মন্তব্য ও অনুরূপ বিশ্লেষণ লেখককে এই গ্রন্থ প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করেছে। বলা বাহুল্য, তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনে ও পরিস্ফুটনে ধৈর্য আছে, সাধুতা আছে এবং সাফল্যও আছে।

একথা অস্বীকার লাভ নেই যে, মধুসূদনের হাতেই আধুনিক বাংলা নাটকের জন্ম। সেই জন্মলগ্নে, তিনি বহু বাধার সম্মুখীন, অথচ বলিষ্ঠ তাঁর পদক্ষেপ। "বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ," "একেই কি বলে সভ্যতা" প্রভৃতি প্রহসন প্রসঙ্গে তো মধুসূদন আজও অগ্রণী। কৃষ্ণকুমারী, শর্মিষ্ঠা প্রভৃতি নাটকের হয়ত আজকের নাট্যব্যবস্থা বা রীতির সঙ্গে তেমন নৈকট্য নেই। কিন্তু তাঁর যুগে ফেলে বিচার করলে দেখা যাবে যে, তিনি উপযুক্ত নাট্যবোধে উদ্বুদ্ধ ছিলেন এবং তা ছিলেন বলেই তিনি আধুনিক বাংলা নাটকের অন্যতম পথিকৃৎ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সামন্ত অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে দেখিয়েছেন যে, কিভাবে তাঁর নাট্যাগ্রহ ও নাট্যবোধ ছেলেবেলা থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। মধুসূদন একটি আকস্মিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা নাট্যরচনায় হাত দিলেও, তার নাট্যবোধ হঠাৎ জাগ্রত হয় নাই।

শ্রীযুক্ত সামন্ত'র ভাষা প্রয়োগও ভাল। যুক্তির সাহায্যে বক্তব্যকে উপস্থাপন করে পাঠকের মনে সেই বক্তব্যকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করার মতই উপযুক্ত ভাষা।

এই গ্রন্থটিতে মধুসূদনের "রিজিয়া" নাটকের খসড়া ও RIZIA ; EMPRESS OF INDE (A Dramatic Poem)-এর অংশবিশেষ সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থটির মূল্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সত্যব্রত সেন

Bulletin of the Museums Association, West Bengal, Special Number on UNESCO Regional Seminar on Museums, New Delhi, 1966 Asutosh Museum, 14 Bidhan Sarani, Calcutta-6, Ed. by Dr. K. K. Ganguli & Sri Santosh Bose. Price : Rs. 2.

স্বাধীন ও স্বকীয় চিন্তাই বাঁধাধরা শিক্ষার কার্যক্রমকে যথার্থভাবে অর্থবহ ও সুসংহত করে তুলতে পারে। আমাদের দেশের জনসাধারণের একটি বিরাট অংশ

বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পর নানা কারণে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তাঁদের জ্ঞানার্জনের পথ উপযুক্ত পুস্তকের অভাবের জন্য অথবা দর্শনযোগ্য প্রদর্শনীর অভাবে বেদনাদায়ক রূপে রুদ্ধ হয়ে যায়। যাঁরা বিদ্যালয়ে বা তার চেয়ে উচ্চমানের প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করার বা বিদ্যার্জনের সুযোগ লাভ করেন তাঁরাও স্বাধীনভাবে পুস্তক নির্বাচনের বা বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর বাহিরে দর্শনীয় জিনিষ দেখার অভ্যাসের অভাবে গতানুগতিক পাঠ্য পুস্তক কেন্দ্রিক ভাবধারার আবদ্ধতায় মগ্ন হন।

জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালাই সর্ব-সাধারণের এবং সমস্ত পর্যায়ের শিক্ষার্থীর প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ। স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণায় ও বহু অক্লান্তকর্মীর সমবেত প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগার আন্দোলন আজ একটি অনিবার্য জয়যাত্রার পথে পদক্ষেপ করেছে। গ্রন্থাগারের প্রাথমিক উপযোগিতার কথা আজ সর্বসাধারণের নিকট স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু গ্রন্থাগার আন্দোলনের সহযোগী ও বহুলাংশে পরিপূরক কার্যক্রম অনুসারী সংগ্রহশালার ব্যবহারিক মূল্য সম্পর্কে আজও আমরা যথেষ্ট সচেতন হতে অসমর্থ। এই অবস্থার বিচারে পশ্চিমবঙ্গ সংগ্রহশালা পরিষদের উপরিলিখিত প্রকাশনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশেষ সংখ্যাটিতে পশ্চিমবঙ্গের ঊনষাটটিরও অধিক জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ও বিভাগীয় সংগ্রহশালার এক বিবরণমূলক (গ্রাম বা শহরের নামের অনুক্রমে এবং পরে বর্ণানুক্রমিকভাবেও ঠিকানাসমেত) তালিকা দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি সংগ্রহশালার সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকার একটি করে যথাযোগ্য বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে একটি মানচিত্র আছে এবং বহু হাফ্‌টোন ও রেখাচিত্র দেওয়া হয়েছে।

আমাদের বিবেচনায় পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রহশালার এ ধরণের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আমরা ইতিপূর্বে দেখিনি। আলোচ্য সংখ্যাটি সুমুদ্রিত। আমরা মনে করি যে, প্রতিটি গ্রন্থাগারে —গ্রামীণ, নাগরিক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত গ্রন্থসংগ্রহে অবশ্যই এটি সাদরে রক্ষিত হবার যোগ্য। সংগ্রহশালা সংক্রান্ত প্রশ্নাদির সুষ্ঠু ও সঠিক এবং সটীক উত্তর দেবার জন্য এটির ব্যবহার হতে পারে।

যে ঐতিহাসিক প্রেরণায় ও কারণে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যমে ভারতে প্রথম আধুনিক ধরণের গ্রন্থাগার ও ভারতের প্রথম সংগ্রহশালা কলিকাতা মহানগরীতে স্থাপিত হয়েছিল তার কার্য বা পরিকল্পনাকে আরও ব্যাপক করে তুলতে হলে গ্রন্থাগারিক ও সংগ্রহশালাবিদকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সংগ্রহশালার সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে সর্বাগ্রগণ্য।

বিদ্যার্থীরা আরও বেশী সংখ্যায় সংগ্রহশালায় ও গ্রন্থাগারে আগমন করুন। বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানে সংগ্রহশালার প্রতিরূপ ও নিদর্শন আরও অকৃত্রিম জ্ঞানার্জনের সুযোগ করে দিক। দ্রুত বর্দ্ধমান জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বইয়ের প্রদর্শনীর অভিনব আবেদন সার্থকভাবে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গাঙ্গী হোক আমাদের এই কামনা।

—শিল্পকলা রসিক

Indian Periodicals—An Information leaflet. Mukherjee Library, 10 Sarba Khan Road, Calcutta-37. Comp. & Ed. by Amitabha Chatterjee. Half Yearly. V. 1. No. 1, Jan.-June, 1966—.

উত্তর স্বাধীনতা যুগে ভারতবর্ষে পত্রিকার সংখ্যা যেমন বেড়েছে তেমনি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংখ্যাও বহুগুণে বেড়ে গেছে। ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের ফলে অবশ্য বর্তমানে আমাদের দেশে জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি কি কাজ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে, বিশেষ করে, ছাত্র ও গবেষকদের তা জানার বিশেষ সুবিধা হয়েছে। কিন্তু সকলেই জানেন, ভারতীয় পত্রপত্রিকা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য পাওয়া সময় সময় খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। নিত্যনতুন পরিবর্তন এবং পত্রপত্রিকা সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য জানা না থাকায় খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। যতদূর জানা আছে, ভারতীয় পত্রপত্রিকার জন্য Nifor's Guide ছাড়া অন্য কোন ভাল ডাইরেক্টরীও নেই। ঐ Guide টিও বহু পুরাণো। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর প্রকাশও বহু বিলম্বিত।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের শ্রীঅমিতাভ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত ও কলকতার মুখার্জী লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত ভারতীয় পত্রপত্রিকা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত এই পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা আমরা পেয়েছি। এতে ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত ভারতে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার তালিকা, পত্রিকার মূল্য পরিবর্তন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য, যথা—ঠিকানা পরিবর্তন, সংযুক্তি (amalgamation), প্রকাশ বন্ধ হওয়া, নাম পরিবর্তন, প্রকাশকালের পরিবর্তন ইত্যাদি জ্ঞাতব্য তথ্যও জানানো হয়েছে। ভারতীয় পত্রপত্রিকা সম্পর্কে এরূপ খবরাখবর যাঁদের সর্বদা প্রয়োজন হয় তাঁরা এবং—বিশেষ করে গ্রন্থাগারিকগণ এতে খুবই উপকৃত হবেন। তাছাড়া যাঁরা ডাইরেক্টরী প্রকাশ করবেন তাঁদেরও বিশেষ সুবিধা হবে।

বলা প্রয়োজন যে, এই তালিকাটি পরীক্ষামূলক। এর সঙ্কলকের পক্ষে প্রথম পর্যায়েই হয়তো পত্রপত্রিকা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব হয়নি। হয়তো এই সময়ে আরও অনেক নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকবে। এ ধরণের প্রচেষ্টায় নতুন পত্রিকার অন্তর্ভুক্তি যত ব্যাপক হয় ততই এর উপযোগিতা বাড়ে। কিন্তু সবই নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট সকলের, বিশেষ করে পত্রপত্রিকার প্রকাশকদের সহযোগিতার উপর।

আলোচ্য তালিকাটিকে সঙ্কলক তিনটি বিভাগ করেছেন। প্রথমে নতুন পত্র-পত্রিকার বর্ণানুক্রমিক তালিকা, তারপর মূল্য পরিবর্তনের তালিকা এবং সব শেষে অন্যান্য পরিবর্তন সম্পর্কে আর একটি তালিকা। আমাদের মনে হয়, নতুন পত্রিকার তালিকাটি অন্ততঃ বিষয় অনুযায়ী সাজালে ভাল হত অথবা বর্তমান রূপেই পত্রিকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে

ইঙ্গিত দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। প্রয়োজনবোধে তিনটি আলাদা তালিকাকে একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকাতেও সাজানো যায়। কিন্তু পত্রিকার বিষয়বস্তু জানা নিতান্তই প্রয়োজন। যাই হোক এইরূপ একটি মহৎ প্রচেষ্টার জন্য সঙ্কলককে আমরা অভিনন্দন জানাই এবং একাজে সহায়তা করেছেন বলে প্রকাশককে সাধুবাদ জানাই। আশা করব, পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে ভারতীয় পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান রেফারেন্স পত্রিকায় পরিণত হবে।

জি. মু.
Book Reviews.

পরিষদ কথা

কার্যনির্বাহক সমিতির সভা

গত ১৮ই মে তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠিত নব-নির্বাচিত কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু সভাপতিত্ব করেন। সভায় ১২।৪।৬৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহক সমিতি ও ১৫।৬।৬৬ তারিখের কাউন্সিলের অধিবেশনের বিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হয়।

এই সভায় নবনির্বাচিত কর্মসচিবকে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কলেজ স্ট্রীট শাখায় রক্ষিত একাউণ্ট অপারেট করবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কিত প্রশ্ন ও সমস্যাদির বিষয়ে সকল কর্মীকে নিয়ে আলোচনা ও জনমত পুষ্টির জন্য দুইদিন ব্যাপী একটি সম্মেলন আহ্বানের জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে বিদ্যালয় সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবাবলী এবং সম্মেলনে পঠিত ও স্মারকপত্রে প্রকাশিত বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি পুস্তিকাকারে মুদ্রণ ও বিতরণের জন্য সম্মেলনের সভাপতি শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্তী যে প্রস্তাব করেছিলেন সে সম্পর্কে স্থির করা হয় যে, বিভিন্ন শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রে প্রস্তাবিত বিষয়গুলি মুদ্রণের জন্য চেষ্টা করা হবে।

পরিষদের টেকনিক্যাল এডভাইসরী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রঙ্গনাথন প্রবর্তিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি স্বল্পকালীন একটি শিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে

শিক্ষার্থীদের সবিশেষ অবহিত করার প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য একটি অস্থায়ী উপসমিতি গঠন করা হয়। ঐ সমিতির সদস্যবৃন্দ হলেন সর্বশ্রী প্রমীলচন্দ্র বসু, গোবিন্দভূষণ ঘোষ, সুনীলবিহারী ঘোষ, প্রবীর রায়চৌধুরী, বিনেয়ন্দ্র সেনগুপ্ত, ফণিভূষণ রায় ও সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

১৯শে জুন '৬৬ কার্যনির্বাহক সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি হল :

(ক) পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য বেতনভোগী কর্মী নিয়োগের প্রশ্নে স্থির হয়, বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদ্বারা গ্রন্থাগারের কার্য পরিচালনা করা হবে।

(খ) কারিগরী পঠন-পাঠন উপসমিতির প্রস্তাব—পরিষদের ইতিহাস প্রণয়ন ও বাংলা ভাষায় বর্গীকরণ সম্পর্কে গ্রন্থ প্রণয়ন অনুমোদিত হয়। বর্গীকরণ গ্রন্থ প্রণয়নের ভার দেওয়া হয় শ্রীফণিভূষণ রায় ও শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরীকে।

(গ) মুর্শিদাবাদের 'হাজার দুয়ারী' প্রাসাদের সংরক্ষণের অনুরোধ জানিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে পত্র দেওয়া।

(ঘ) রিফ্রেসার কোর্সের পাঠক্রম ইত্যাদি প্রস্তুতের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়।

২৪শে আগষ্ট ১৯৬৬ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহক সমিতির তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীফণিভূষণ রায়। সভায় বিগত ১৯শে জুন ১৯৬৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হয়।

বিভিন্ন উপসমিতির কার্যাবলী সভায় আলোচিত হয়। (ক) "গ্রন্থাগার ও প্রকাশন সমিতির প্রস্তাব অনুসারে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য আরও সচেষ্ট হবার এবং প্রয়োজনবোধে এজেন্ট নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আরও স্থির হয় যে, বৎসরান্তে পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত বইগুলির লেখকদের ঐ বৎসরের জন্য তাদের প্রাপ্য রয়ালটি মিটিয়ে দেওয়া হবে এবং প্রকাশন সংক্রান্ত বাৎসরিক মোট ব্যয়ের হিসাব আলাদাভাবে লিপিবদ্ধ করা হবে।

(খ) গৃহনির্মাণ সম্পর্কে পরিষদের সচিব সভায় জানান যে, পরিষদের প্রস্তাবিত গৃহের নক্সা শীঘ্রই পৌরসভা কর্তৃক অনুমোদিত হবে বলে আশা করা যায়।

(গ) গ্রন্থাগার কর্মীদের মর্যাদা ও বেতন ইত্যাদি বিষয়ে ২৬শে অগাষ্ট মহাবোধি সোসাইটি হলে একটি সম্মেলনের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ব্যাপারে প্রচারপত্র, ইস্তাহার ইত্যাদি মুদ্রণের ব্যয় নির্বাহের জন্য ৪৫০৲ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হয়। ইস্তাহারটিতে স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য পরিষদের পক্ষ থেকে যা যা করা হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করা হবে। স্থির হয় এই ইস্তাহারটির মূল্য ৩০ পয়সা ধার্য করা হবে।

(ঘ) উচ্চতর পর্যায়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আধুনিক ধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর

উদ্দেশ্যে একটি শিক্ষাক্রম চালু করার সম্ভাবনা বিবেচনার জন্য নিয়োজিত বিশেষ উপসমিতির বিবরণ সভায় পঠিত হয়। বিষয়টির যথাযথ রূপায়ণের জন্য "শিক্ষণ সমিতি"র কাছে মতামতের জন্য পেশ করা হবে বলে স্থির হয়।

(ঙ) সভায় ১নং চার্চ লেনে অবস্থিত ন্যাশনাল গ্রিন্‌লেজ ব্যাঙ্ক ও বিপিন বিহারী স্ট্রীটে ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার শাখা অফিসে দুটি সেভিংস্‌ একাউন্ট খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(চ) ৬ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবসে বিভিন্ন শিক্ষক সমিতি কর্তৃক আয়োজিত মিছিলে পরিষদের যোগদানের সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক হয় যে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ২৯শে আগষ্ট কার্যকরী সমিতির একটি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হবে।

কার্যনির্বাহক সমিতির চতুর্থ সভা

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ২৯শে অগাষ্ট ১৯৬৬ তারিখে সন্ধ্যা ৬টায় কার্যনির্বাহক সমিতির জরুরী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা দিবসে আয়োজিত মিছিলে যোগদান সম্পর্কে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত না হওয়ায় প্রস্তাবের সমর্থকগণ প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করেন।

Association Notes

গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণ সার্টিফিকেট কোর্স

সপ্তাহান্তিক গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শ্রেণীতে (ডিসেম্বর—অগাষ্ট) ভর্তি হইবার আবেদন-পত্র ১৪ই নভেম্বর ১৯৬৬ পর্যন্ত গৃহীত হইবে। আবেদনপত্র (০·২৫ প) ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পরিষদের কার্যালয়, ৩৩ হুজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪ হইতে ৬-৩০ টা হইতে রাত ৮-৩০ মিঃ পর্যন্ত লোক মারফৎ অথবা ৫ পয়সার ৭টি ডাক টিকিট সহ স্বঠিকানা লেখা খাম পাঠাইলে ডাক যোগে পাওয়া যাইবে।

ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ-মাধ্যমিক, প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় অথবা ইণ্টার-মিডিয়েট পাশ। প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ, পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গ্রন্থাগার কর্মিগণও আবেদন করিতে পারেন।

সম্পাদক—
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৭ | ১৩৭৩, কার্তিক

॥ সম্পাদকীয় ॥

॥ গ্রন্থাগার দিবসের ভাবনা ॥

আগামী 'গ্রন্থাগার দিবস' ২০শে ডিসেম্বরেব আর মাত্র একমাস বাকী। প্রতি বছরই এই উপলক্ষে পরিষদের তরফ থেকে সাধারণ এক কর্মসূচী প্রচার করা হয় এবং সেই অনুযায়ী 'গ্রন্থাগার দিবস' পালনের জন্য পশ্চিমবঙ্গেব প্রতিটি গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারের উন্নতিকামী জনসাধারণের নিকট আবেদন জানান হয়। এবৎসরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। 'গ্রন্থাগাব' পত্রিকার এই সংখ্যাব সংগে সেই আবেদন পরিষদের সদস্যদের কাছে তো যাচ্ছেই, তাছাড়া সংবাদপত্রেও প্রতি বৎসরেব মতো নিশ্চয়ই এই আবেদন প্রচার করা হবে।

আশা করা যায়, বাংলাদেশেব বহু গ্রন্থাগারই প্রতি বছরের মতোই 'গ্রন্থাগাব দিবস' পালন করবেন। ২০শে ডিসেম্বর বাংলা দেশে 'গ্রন্থাগার দিবস' কেন পালন করা হয় সে ইতিহাস হযতো গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট অনেকেরই জানা আছে। বাংলাদেশে সঙ্ঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের জন্য বঙ্গীয গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম হয়েছিল এই ২০শে ডিসেম্বর। সুতরাং এই দিনটি যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। গ্রন্থাগার আন্দোলন কি এবং সেই আন্দোলনেব লক্ষ্য কি এ বিষয়ে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় এ পর্যন্ত বহু আলোচনাই হয়েছে। দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের স্থান যে গুরুত্বপূর্ণ একথা এখন আমরা যদিও স্বীকার করে নিয়েছি কিন্তু দেশেব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক উন্নয়নেও যে গ্রন্থাগারের অবদান কম নয় একথা বোধ হয় আমরা আজও সম্যক উপলব্ধি করতে পারিনি।

বঙ্গীয গ্রন্থাগাব পরিষদ অবশ্য দীর্ঘকাল যাবতই দেশে পর্যাপ্ত এবং সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন করে চলেছেন। এই দীর্ঘকালব্যাপী প্রচেষ্টার ফলে জনসাধারণের কিছু অংশ আজ গ্রন্থাগার—সচেতন হয়েছেন। কিন্তু শুভবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে শুধু গ্রন্থাগার স্থাপন করাই যথেষ্ট নয়, পরিবর্তিত পটভূমি, দেশ ও কালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গ্রন্থাগার যাতে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কার্যক্রম গ্রহণে সক্ষম হয়, গ্রন্থাগারের ব্যবহার যাতে আরও অধিক কার্যকরী করা যায় সেজন্য চাই আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত বৃত্তিকুশলী ও উৎসাহী গ্রন্থাগার কর্মী। এজন্য গ্রন্থাগার

কর্মীদের উপযুক্ত বেতনও দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে, কি সাধারণ গ্রন্থাগারে এখনও এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না।

গত তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে সরকারী উদ্যোগে যে সকল সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। এই সব সাধারণ গ্রন্থাগারে আবার সুযোগ সুবিধা প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প। বেসরকারী গ্রন্থাগারের সংখ্যা যদিও এখানে কম নয় কিন্তু তাদের অধিকাংশের অবস্থাই অতি শোচনীয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তো কথাই ওঠেনা, এমন কি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলিও এদিক থেকে এখনও আশানুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছে বলে মনে হয়না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ সত্ত্বেও অবস্থা খুব আশাপ্রদ নয়। তবু বলা যায়, শিল্প-বাণিজ্য-গবেষণা সংস্থার গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন সরকারী বিভাগীয় গ্রন্থাগার গুলিই প্রধানতঃ এখন গুণগত উৎকর্ষের দিক দিয়ে যা হোক কিছুটা উন্নতি করেছে।

দেশ গঠন করতে হলে দেশব্যাপী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের অনুকূল পরিবেশ থাকা চাই এবং সেজন্য সুসংগঠিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। শুধু গ্রন্থাগার স্থাপন এবং গ্রন্থাগারের বিস্তৃতিই একমাত্র কাম্য নয়। সুপরিকল্পিত ভাবে এইসব গ্রন্থাগার স্থাপিত না হলে, গুণগত দিক দিয়ে এই সকল গ্রন্থাগারগুলি যাতে সর্বাধিক পরিমাণে ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে তার ব্যবস্থা না করতে পারলে গ্রন্থাগার উন্নয়নে সাম্যাবস্থা দেখা দেবে না। কিন্তু সেদিক দিয়ে চতুর্থ পরিকল্পনাকালেও যে অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন ঘটবে তা আশা করা যাচ্ছে না।

কিন্তু এই হতাশার চিত্রই সব নয়। দেশব্যাপী অজ্ঞতার অন্ধকারকে শুধুই গালাগালি দিয়ে লাভ নেই। বরং তার চেয়ে একটি ক্ষুদ্র দীপশিখা জ্বালানোও ভাল। আপাত-দৃষ্টিতে গ্রন্থাগার পরিষদের এইসব প্রচেষ্টা অরণ্যে রোদন বলে মনে হলেও এর সুদূর প্রসারী ফল নিশ্চয়ই আছে। গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন, নিশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন অথবা সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রণয়নের দাবী—গ্রন্থাগার পরিষদের এই সকল দাবী জনমনে হয়তো যথোচিত সাড়া জাগায়নি। কিন্তু গ্রন্থাগার আন্দোলনের লক্ষ্যকে সফল করতে হলে ব্যাপক জনসমর্থন চাই এবং দেশব্যাপী জনমত সংগঠন করা চাই একথা ভুলে গেলে চলবেনা। বাংলাদেশের সর্বত্র ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে এবং গ্রন্থাগার কর্মীদেরই এতে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে।

মনে হতে পারে গ্রন্থাগার দিবস তো প্রতিবছরই আসবে—এতে আর নতুনত্ব কী আছে? কিন্তু একই কর্মসূচী নিয়ে একই দিবসে আমরা সকলে একমন, একপ্রাণ হয়ে হয়ে যখন একই বক্তব্য বলি, তখন আমাদের লক্ষ্যের পরিপূরণে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টাকে উপলব্ধি করতে পারি। সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের সেই শক্তি যতই জোরদার হবে আমরাও ততই আমাদের লক্ষ্যের অভিমুখী হব। সেদিক দিয়ে গ্রন্থাগার দিবসের এই আহ্বান যে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

Editorial : On Libray Day Campaign.

পুঁথি-পত্রের সংস্কার ঃ ল্যামিনেশন (২)

পঙ্কজ কুমার দত্ত

শিফন-সংস্কার (Chiffon repair) : অতি জীর্ণ, ভঙ্গুর বা মারাত্মক রকমের কীট-দুষ্ট পুঁথি-পত্র শিফন কাপড় দিয়ে সংস্কার করা হয়। মোম-কাগজ বা অয়েল বোর্ডের উপর জীর্ণ পাতাটি রেখে জলসিক্ত করা দরকার। যেগুলি খুবই জীর্ণ, জলে ভিজিয়ে সেগুলি মেরামত করা একটু কষ্টসাধ্য; কাজেই এগুলি শুকনা অবস্থায় করা যেতে পারে তবে জলে ভিজিয়ে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। বাড়তি জল ভিজে কাপড় দিয়ে শুষে নিতে হবে। তারপর জীর্ণ পাতাটির উপর শিফনের টুকরাটি রেখে শিফনের উপরে ব্রাশ দিয়ে ডেক্সট্রিন আঠা মাখাতে হবে। এই আঠা মাখাবার ব্যাপারেই টিস্যু-সংস্কারের সঙ্গে শিফন সংস্কারের পার্থক্য আর সব ব্যাপার প্রায় এক - সেই কাপড় দিয়ে জল শুষে নেওয়া, মোম কাগজ চাপা দেওয়া, বেলন গড়ান, উল্টে দেওয়া, গর্ত ভর্তি করা ইত্যাদি সব কাজের ধরণই এক। জীর্ণ পাতার অপর পৃষ্ঠাতেও আগের মতই শিফন লাগাতে হবে এবং তারপর শুকনা অয়েল বোর্ডের উপর শুকাতে দিতে হবে। প্রায় শুকিয়ে গেলে অর্থাৎ কেবল অল্প অল্প স্যাঁতসেতেঁ ভাব আছে এমন অবস্থায় দুটি অয়েল বোর্ডের মাঝে রেখে স্ক্রু-প্রেসে চাপ দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হয়। সাধারণতঃ সারা দিনের কাজ বিকাল চারটে / সাড়ে চারটে নাগাদ স্ক্রুপ্রেসে দেওয়া হয় আর পরের দিন দশটা / এগারোটা নাগাদ বের করে নেওয়া হয়। এরপর ট্রিমার অথবা কাঁচি দিয়ে ⅙ ইঞ্চি শিফন ছাড় রেখে অতিরিক্ত শিফন ছেঁটে ফেলতে হয়—তবে যেদিকে গার্ড দেওয়া হবে সেদিকে ½ ইঞ্চি ছাড় থাকা দরকার। গার্ড-ফালিটি এই ছাড়-শিফনের উপরই আঁটতে হবে; কাগজের উপরিস্থ শিফনকে কেবলমাত্র স্পর্শ করবে, অন্যথায় সন্ধিস্থলটি বড় বেশী মোটা হয়ে যাবে।

কালি আঠার জলে ধুয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকলে সংস্কারের আগে মেথাক্রাইলেট-দ্রবণ (* গ্রন্থাগার জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩ দ্রষ্টব্য) সহযোগে fix করে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে তা সম্ভব না হলে অন্য একভাবে এগুলির শিফন-সংস্কার করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে অয়েল বোর্ডের উপর আস্তে আস্তে জীর্ণ পাতাটি বসিয়ে দিয়ে আর একটি অয়েলবোর্ড চাপা দিয়ে স্ক্রু-প্রেসে চাপ দিয়ে বা হাত দিয়ে ঘষে ঘষে শিফনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে আটকে দিতে হয়।

এরপর আর এক খণ্ড অয়েল-বোর্ডের উপর আর এক টুকরা শিফন রেখে আঠা মাখিয়েও আগের মত অল্প শুকিয়ে যাবার পর সেটির উপর শিফন সাঁটা পাতাটির অপর পৃষ্ঠাটি চেপে বসিয়ে দিতে হবে। এর পরের ব্যাপার সব আগের মতই।

ইনলেয়িং (Inlaying) : মেরামতির জন্য সময় সময় এমন কিছু পুঁথি আসে যেগুলির প্রতি পাতার একেবারে প্রান্ত পর্যন্ত লেখা থাকে অথবা পাতার প্রান্তগুলি ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য লেখা পাতার প্রান্তে এসে পড়েছে। এই ধরণের পাতা মেরামতি করতে

ইনলেয়িং রীতি অনুসরণ করা হয়। প্রথমে পুঁথির পাতাগুলি শিফন-সংস্কার করতে হবে এবং তারপর ইনলে-ফ্রেমে আটকাতে হবে।

ইনলে-ফ্রেম প্রস্তুতি—পুঁথির পাতা থেকে মাপে বেশ কিছু বড় আকারে সাদা র‍্যাগ কাগজ (বিকল্পে গেটওয়ে বণ্ড কাগজ) কেটে রাখতে হবে। প্রতি পাতার জন্য দুটি করে র‍্যাগ কাগজ চাই। প্রতিটির মধ্যে একটি করে ফোঁকর করতে হবে। একটির ফোঁকর হবে অসংস্কৃত পুঁথির মাপ বরাবর আর অপর ফোঁকরটি হবে সংস্কৃত পাতাটির (শিফন ছাড় সহ) মাপের সঙ্গে সমান। এইবার ফোঁকরওলা র‍্যাগ কাগজদুটি আঠা দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আটকে দিতে হবে। ফ্রেম শুকিয়ে গেলে ফ্রেমের ফোঁকরের মধ্যে আঠা-দিয়ে সংস্কৃত পাতা আটকে দিতে হবে ও গার্ড লাগালে মেরামতের পর বইটি বড় বেশী মোটা হয়ে যায় এজন্য ফ্রেমগুলি তৈরীর সময়ই একেবারে দুটি করে ফোঁকর রেখে তৈরী করা যেতে পারে।

Cellulose Acetate Lamination : সেলুলোজ এসিটেট ফয়েল সহযোগে সংস্কারই সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাধুনিক পদ্ধতি। ফয়েলগুলি অতি স্বচ্ছ, অত্যন্ত পাতলা এবং নমনীয় হওয়ায় সংস্কৃত বস্তুটির নমনীয়তা ও এর পাঠের স্পষ্টতা কিছুমাত্র নষ্ট হয় না। বরঞ্চ সেলুলোজ এসিটেটের প্রতিসরাঙ্ক খুব বেশী হওয়ায় অতি সূক্ষ্ম রেখায় লেখা পাঠও বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সবচেয়ে বড় সুবিধাটি হচ্ছে সংস্কারের সময় কাঁচা কালিতে লেখা পাঠ ধুয়ে যাবে না। উপরন্তু সেলুলোজ এসিটেট পুরাতন হলে হলদেটে হয়না বললেই চলে (Accelerated Ageing Test'এ প্রমাণিত) এবং কিছু পরিমাণে জল প্রতিরোধে সক্ষম কাজেই এসিটেট ফয়েল দ্বারা সংস্কৃত পুঁথি-পত্রের সংরক্ষণের ঝামেলা অনেক কম।

Barrow Laminator যন্ত্র দ্বারা এসিটেট ল্যামিনেশন করা হয়। যন্ত্র ব্যবহার না করে টিস্যু ও শিফন-সংস্কারের মত খালি হাতেও এই কাজ করা যায়। ল্যামিনেটর যন্ত্রটির দাম লাখটাকারও বেশী। অতি বিপুল সংখ্যক পুঁথি বা নথিপত্রের অধিকারী অর্থ-সঙ্গতিপন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই যান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ লাভজনক। কেননা, এই যন্ত্রের সাহায্যে একই সঙ্গে অনেকগুলি পাতা মেরামত করা সম্ভব। পুরোদমে কাজ করলে প্রায় প্রতি ঘণ্টায় একবার যন্ত্র চালু করা যায় এবং প্রতিবারে ফুলস্কেপ মাপের প্রায় একশতটি পাতা ল্যামিনেশন করা যেতে পারে। সারা বৎসর এই যন্ত্র চালু রাখতে বেশ কিছু কর্মী রাখা দরকার। কাজেই ভারতে জাতীয় মহাফেজখানা, জাতীয় গ্রন্থাগার, প্রাদেশিক মহাফেজখানাগুলি ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের এই যন্ত্র কেনার সামর্থ্য নেই। হ্যাণ্ড-ল্যামিনেশন পদ্ধতি আবিষ্কারের পিছনে রয়েছে এই অসুবিধা দূর করার প্রচেষ্টা। নূতন দিল্লীর জাতীয় মহাফেজখানায় শ্রী ও, পি গোয়েল ও তাঁর সহকর্মিবৃন্দ এই পদ্ধতির প্রবর্তক। পদ্ধতিটি যান্ত্রিক পদ্ধতির সার্থক বিকল্প'ত বটেই, এমনকি, বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে যান্ত্রিক পদ্ধতি অপেক্ষা ভাল কাজ করা যায়। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে চাপ ও তাপ প্রয়োগ করা হয় তা পুরাতন কাগজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে কেউ কেউ মনে করেন।

Hand-lamination : এই পদ্ধতির মূল উপকরণ হচ্ছে সেলুলোজ এসিটেট ফয়েল [Celanese Corp, U. S. A. কর্তৃক প্রস্তুত] এসিটোন (Acetone) ও টিস্যু কাগজ। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে খোলাবাজারে এসিটেট ফয়েল পাওয়া যায় না। আমেরিকা থেকে সরাসরি আনাতে হয় এবং এজন্য ভারত সরকারের বিশেষ অনুমতি ও বিদেশী মুদ্রার মঞ্জুরী দরকার।

কর্মপদ্ধতি—যেটি মেরামত করতে হবে সেই কাগজটি টেবিল-কাঁচের উপর রেখে তার উপর একখণ্ড ফয়েল এবং ফয়েলের উপর একখণ্ড টিস্যু রাখতে হবে—টিস্যু ও ফয়েল জীর্ণ কাগজের থেকে মাপে কিছু বড় হওয়া দরকার। এবার অল্প কিছু তুলা এসিটোনে ভিজিয়ে টিস্যুর উপর আস্তে আস্তে ঘষতে হবে। টিস্যুর ভিতর দিয়ে অল্প এসিটোন ফয়েল পৌঁছাবে এবং শুকিয়ে গেলেই টিস্যু পুঁথি বা নথির কাগজের সঙ্গে আঁটকে যাবে। কিন্তু এসিটোন সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করা দরকার এসিটোন বেশী হলে এসিটেট-ফয়েল এসিটোনে একেবারে দ্রব হয়ে যায় এবং টিস্যুর গায়ে ছোপ ছোপ দাগ ফুটে ওঠে ও এই জায়গাগুলিতে টিস্যু নথি বা পুঁথির কাগজের সঙ্গে খুব সংবদ্ধভাবে না আটকান'র জন্য আকাঙ্খিত দৃঢ়তা পায় না। টিস্যুর উপর এসিটোন প্রয়োগ করার পরেই অনেকে এগুলি স্ক্রু-প্রেসে চাপ দেওয়ার পক্ষপাতী—কারণ প্রেসে কাগজের সর্বত্র সুসম চাপ পড়ার জন্য অসংবদ্ধতা জনিত ত্রুটী অনেকখানি দূর হয়ে যায়।

গার্ডিং—এসিটেট-ল্যামিনেশনের ক্ষেত্রে ল্যামিনেশনের সময়ই গার্ড-ফালি লাগান হয়। প্রয়োজনীয় ফাঁক রেখে কাগজ দুটি পাশাপাশিভাবে কাঁচের-চাদরের উপর ফেলে ফাঁক-টুকুর উপর গার্ড-ফালি রাখতে হবে। এবং তারপর ফয়েল ও টিস্যু চাপা দিয়ে যথারীতি কাজ করতে হবে। গার্ড-ফালিটি যাতে সরে না যায় সেজন্য গার্ড-ফালির চারকোণে টিস্যুর উপর একটু এসিটোন ছুঁইয়ে দেওয়া যেতে পারে; এর ফলেই গার্ড-ফালি টিস্যুর সঙ্গে আটকে থাকবে।

Postlip Duplex Lamination : এই পদ্ধতিতে এসিটেট ফয়েলের পরিবর্তে একধরণের পাতলা কাগজ ব্যবহার করা হয়। ঐ কাগজগুলি বিশেষভাবে প্রস্তুত একটি দ্রবণে সিক্ত করা থাকে; দ্রবণে Polyvinyl acetate resin এবং অন্য কয়েক প্রকার রাসায়নিক বস্তু মেশান থাকে। তাপ কিংবা নির্বাচিত বিশেষ এক দ্রাবক প্রয়োগে কাগজগুলি জীর্ণপাতার সঙ্গে আটকে দেওয়া যায়। পদ্ধতির আবিষ্কারক ও কাগজ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানটির মতে এই পদ্ধতিতে সংস্কার করলে অম্লতাপ্রাপ্ত পুরাতন পুঁথিপত্রের কাগজকে পূর্বাহ্নে অম্লহীন করার প্রয়োজন নেই। বিশেষভাবে প্রস্তুত কাগজগুলি অম্ল-প্রশমনে সক্ষম। এই পদ্ধতিটি এসিটেট পদ্ধতির মত সর্বস্বীকৃত নয়। বাস্তবিকই এ বিষয়ে আরও গবেষণা দরকার; তবে পদ্ধতিটি নতুন এক দিগন্তের আভাস জানাচ্ছে।

ডেক্সট্রিন আঠা : (জাতীয় মহাফেজখানা প্রদত্ত সূত্র অনুযায়ী) উপকরণ [সব মাপ ওজন নিতে হবে]

জল ১০ পাঃ (বা ৪'৫৩৬ কিলোগ্রাম)

লবঙ্গ-তেল (oil of cloves) ১'২৫ আউন্স (বা ৩৫'৪২৫ গ্রাম)

স্যাফ্রোল (Saffrol) ১'২৫ আঃ (বা ৩৫'৪২৫ গ্রাম)

লেড-কার্বনেট অথবা বেরিয়াম কার্বনেট ২'৫ আঃ (বা ৭০'৯০০ গ্রাম)

[শিল্পাঞ্চলে বায়ুমধ্যস্থ হাইড্রোজেন সালফাইডের সহিত বিক্রিয়ায় লেড-কার্বনেট কালো লেড-সালফাইডে পরিণত হয় কাজেই কয়েক বৎসর পরে আঠার রঙ (অতএব কাগজটির রঙ) একটু কালচে হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। এ কারণ বেরিয়াম কার্বনেট ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়]

প্রস্তুত প্রণালী—পিতলের পাত্রে জল গরম করতে হবে। জলে উষ্ণতা ৯০° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি হলে অর্থাৎ জল অল্প ফুটতে আরম্ভ করলে একটু একটু করে ডেক্সট্রিন ঢালতে হবে এবং খুব ভালভাবে একটানা ঘাঁটতে হবে যাতে ডেক্সট্রিন ডেলা পাকিয়ে না যায়। সবটুকু ডেক্সট্রিন এইভাবে ঢালতে প্রায় ৩০মিঃ।৪০ মিনিট সময় লাগবে। ডেক্সট্রিন ঢালা হয়ে যাবার পর কার্বনেট দিতে হবে এবং একইভাবে ঘাঁটতে হবে। এরপর লবঙ্গ-তেল ও স্যাফ্রোল মিশিয়ে ও উনুনের উপর আরও মিনিট পাঁচেক নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিতে হবে।

টিনে ভর্তি তৈরী ডেক্সট্রিন আঠা বাজারে কিনতেও পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান দুটি এই আটা তৈরী করেন :—

M/s Indian Alkalies Ltd.,
5, Garstin Place, Cal-1
(2·25 কিলোগ্রামে টিনে প্রাপ্তব্য)
M/s Calcutta Chemicals Co. Ltd.,
35 Panditiya Road, Calcutta—29

শিফন (Chiffon) [জাতীয় মহাফেজখানা প্রদত্ত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী]

বিশুদ্ধ মিহি সিল্ক সুতোয় তৈরী হওয়া চাই। প্রতি বর্গইঞ্চিতে টানা-পোড়েন অন্ততঃ ৮২/৮৩টি থাকা চাই। গড়পড়তা '০০৩৪ ইঞ্চির বেশী মোটা হওয়া চলবে না এবং pH মান অবশ্যই 6·0—6·5 এর মধ্যে হতে হবে।

উৎকৃষ্ট শিফন কাপড় নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানের কাছে পাওয়া যেতে পারে :—

Govt. Silk Weaving Factory,
Rajbagh, Srinagar, Kashmir.

টিস্যু কাগজ : (জাতীয় মহাফেজখানা প্রদত্ত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী)

কাগজে আলফা সেলুলোজের পরিমাণ ৮৮% এর কম হবে না, ২৫"×৫০" আয়তনের ৫০০টি পাতার ওজন ৬পাঃ,৭ পাউণ্ডের কাছাকাছি হবে, ছাইয়ের পরিমাণ (Ash Content) '৫% এর বেশী হবে না এবং pH মান ৫'০ এর কম হবে না।

কাগজে কোন তেল বা মোম জাতীয় উপকরণ থাকা চলবে না। এ কাজের পক্ষে জাপানী কাগজ উৎকৃষ্ট, তবে অষ্ট্রিয়া বা নরওয়েতে প্রস্তুত কাগজেও কাজ ভালই হয়।

প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম :

(১) কাঁচ লাগান টেবিল।

(২) ছোট স্ক্রু-প্রেস (হস্তচালিত) বই বাঁধাই সরঞ্জাম বিক্রেতার কাছে লভ্য।

(৩) পেপার ট্রিমার—ড্রইং অফিসের সরঞ্জাম বিক্রেতার (ডালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চলে C. C. Co. Kilburn & Co. প্রভৃতি) নিকট পাওয়া যাবে।

(৪) বড় কাঁচি, ছোট্ট কাঁচি, ছুরি।

(৫) এনামেল বাটি, এনামেল ট্রে—কলিকাতায় রাধাবাজার ষ্ট্রীট, চীনাবাজার ষ্ট্রীট চাঁদনীতে এনামেল বাসন বিক্রেতার কাছে পাওয়া যাবে।

(৬) চেপ্টা বুরুষ (flat brush) (১' ইঞ্চি চওড়া, ½ ইঞ্চি পুরু)

(৭) কাঠের তৈরী আধমিটার/মিটার স্কেল (ষ্টেনলেস ষ্টীলের হলে ভাল হয়)

(৮) হাড় (বা বাঁশের) তৈরী স্লাইস (Slice)

(৯) সূঁচ।

(১০) বড় ফোঁড় (Bodkin), সুয়ার

(১১) ইলেক্‌ট্রিক ইস্ত্রি

(১২) রবারের বেলন (Rubber Roller) ফটোগ্রাফির সরঞ্জাম বিক্রেতার নিকট প্রাপ্তব্য।

(১৩) নাম্বারিং মেসিন (হস্তচালিত)

(১৪) পিতল (বা এলুমিনিয়ামের) ডেকচি।

গ্রন্থপঞ্জী : (1) The Conservation of Antiquities & Works of Art. H. J. Plenderlith, Oxford. Univ. Press, London. 1957

(2) Repair & Preservation of Records. Ed. by K. D. Bhargava. National Archives of India. 1959

(3) The Postlip Duplex Lamination Process—W. H. Langwell. —Journal of the Society of Archivists. Vol. 2, No.. 10, pp 471-6, 1964.

Conservation of Library Materials : Lamination.

By Pankaj Kumar Datta

জল ১০ পাঃ (বা ৪·৫৩৬ কিলোগ্রাম)

লবঙ্গ-তেল (oil of cloves) ১·২৫ আউন্স (বা ৩৫·৪২৫ গ্রাম)

স্যাফ্রোল (Saffrol) ১·২৫ আঃ (বা ৩৫·৪২৫ গ্রাম)

লেড-কার্বনেট অথবা বেরিয়াম কার্বনেট ২·৫ আঃ (বা ৭০·৯০০ গ্রাম)

[শিল্পাঞ্চলে বায়ুমধ্যস্থ হাইড্রোজেন সালফাইডের সহিত বিক্রিয়ায় লেড-কার্বনেট কালো লেড-সালফাইডে পরিণত হয় কাজেই কয়েক বৎসর পরে আঠার রঙ (অতএব কাগজটির রঙ) একটু কালচে হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। এ কারণ বেরিয়াম কার্বনেট ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়]

প্রস্তুত প্রণালী—পিতলের পাত্রে জল গরম করতে হবে। জলে উষ্ণতা ৯০° সেন্টি-গ্রেডের কাছাকাছি হলে অর্থাৎ জল অল্প ফুটতে আরম্ভ করলে একটু একটু করে ডেক্সট্রিন ঢালতে হবে এবং খুব ভালভাবে একটানা ঘাঁটতে হবে যাতে ডেক্সট্রিন ডেলা পাকিয়ে না যায়। সবটুকু ডেক্সট্রিন এইভাবে ঢালতে প্রায় ৩০মিঃ।৪০ মিনিট সময় লাগবে। ডেক্সট্রিন ঢালা হয়ে যাবার পর কার্বনেট দিতে হবে এবং একইভাবে ঘাঁটতে হবে। এরপর লবঙ্গ-তেল ও স্যাফ্রোল মিশিয়ে ও উনুনের উপর আরও মিনিট পাঁচেক নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিতে হবে।

টিনে ভর্তি তৈরী ডেক্সট্রিন আঠা বাজারে কিনতেও পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান দুটি এই আটা তৈরী করেন :—

M/s Indian Alkalies Ltd.,
5, Garstin Place, Cal-1
(2·25 কিলোগ্রামে টিনে প্রাপ্তব্য)
M/s Calcutta Chemicals Co. Ltd.,
35 Panditiya Road, Calcutta—29

শিফন (Chiffon) [জাতীয় মহাফেজখানা প্রদত্ত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী]

বিশুদ্ধ মিহি সিল্ক সুতোয় তৈরী হওয়া চাই। প্রতি বর্গইঞ্চিতে টানা-পোড়েন অন্ততঃ ৮২/৮৩টি থাকা চাই। গড়পড়তা ·০০৩৪ ইঞ্চির বেশী মোটা হওয়া চলবে না এবং pH মান অবশ্যই 6·0—6·5 এর মধ্যে হতে হবে।

উৎকৃষ্ট শিফন কাপড় নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানের কাছে পাওয়া যেতে পারে :—

Govt. Silk Weaving Factory,
Rajbagh, Srinagar, Kashmir.

টিস্যু কাগজ : (জাতীয় মহাফেজখানা প্রদত্ত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী)

কাগজে আলফা সেলুলোজের পরিমাণ ৮৮% এর কম হবে না, ২৫"×৪০" আয়তনের ৫০০টি পাতার ওজন ৬পাঃ,৭ পাউণ্ডের কাছাকাছি হবে, ছাইয়ের পরিমাণ (Ash Content) ·৫% এর বেশী হবে না এবং pH মান ৫·০ এর কম হবে না।

কাগজে কোন তেল বা মোম জাতীয় উপকরণ থাকা চলবে না। এ কাজের পক্ষে জাপানী কাগজ উৎকৃষ্ট, তবে অষ্ট্রিয়া বা নরওয়েতে প্রস্তুত কাগজেও কাজ ভালই হয়।

প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম :

(১) কাঁচ লাগান টেবিল।

(২) ছোট স্ক্রু-প্রেস (হস্তচালিত) বই বাঁধাই সরঞ্জাম বিক্রেতার কাছে লভ্য।

(৩) পেপার ট্রিমার—ড্রইং অফিসের সরঞ্জাম বিক্রেতার (ডালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চলে C. C. Co. Kilburn & Co. প্রভৃতি) নিকট পাওয়া যাবে।

(৪) বড় কাঁচি, ছোট্ট কাঁচি, ছুরি।

(৫) এনামেল বাটি, এনামেল ট্রে—কলিকাতায় রাধাবাজার স্ট্রীট, চীনাবাজার স্ট্রীট চাঁদনীতে এনামেল বাসন বিক্রেতার কাছে পাওয়া যাবে।

(৬) চেপ্টা বুরুষ (flat brush) (১' ইঞ্চি চওড়া, ½ ইঞ্চি পুরু)

(৭) কাঠের তৈরী আধমিটার/মিটার স্কেল (ষ্টেনলেস ষ্টীলের হলে ভাল হয়)

(৮) হাড় (বা বাঁশের) তৈরী স্লাইস (Slice)

(৯) সূঁচ।

(১০) বড় ফোঁড় (Bodkin), সুয়ার

(১১) ইলেক্‌ট্রিক ইস্ত্রি

(১২) রবারের বেলন (Rubber Roller) ফটোগ্রাফির সরঞ্জাম বিক্রেতার নিকট প্রাপ্তব্য।

(১৩) নাম্বারিং মেসিন (হস্তচালিত)

(১৪) পিতল (বা এলুমিনিয়ামের) ডেক্‌চি।

গ্রন্থপঞ্জী : (1) The Conservation of Antiquities & Works of Art. H. J. Plenderlith, Oxford. Univ. Press, London. 1957

(2) Repair & Preservation of Records. Ed. by K. D. Bhargava. National Archives of India. 1959

(3) The Postlip Duplex Lamination Process—W. H. Langwell. —Journal of the Society of Archivists. Vol. 2, No., 10, pp 471-6, 1964.

Conservation of Library Materials : Lamination.

By Pankaj Kumar Datta

কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ও গ্রন্থাগার আন্দোলন

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

গুণ ও দোষের আধার মানুষ। ভূমণ্ডলে ভূমিষ্ট হইবার পরে এই গুণ ও দোষ মানুষের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ ও বিকাশ লাভ করে। যে দোষগুণ জন্ম হইতেই মানুষের মধ্যে থাকে, যা পরিবেশ বা অন্য কোন বাহ্যিক প্রভাবজাত নয়, বা মানুষ চেষ্টা করিয়া অর্জন করেনা—তাহাকেই সহজাত দোষগুণ বলা যায়। আর অনুকূল বা প্রতিকূল পরিবেশে থাকিয়া বা বাহ্যিক প্রভাবের আওতায় আসিয়া যে দোষগুণ মানুষ অর্জন করে তাহাকেই বলা হয় অর্জিত দোষগুণ। অনেক সময় দেখা যায় সুপ্ত সহজাত গুণ ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করার ফলে কেহ কেহ প্রকৃত মনুষ্যপদ-বাচ্য হইয়া উঠে এবং সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির মর্যাদা পায়। সমাজ তাঁহার অকুণ্ঠ ও অনলস সেবা পাইয়া উপকৃত হয়, তাঁহার প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানায়।

এমনই একজন সমাজহিতৈষী ও সমাজসেবী মানুষ ছিলেন আমাদের স্বর্গত কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে ধ্যানজ্ঞান ছিল তাঁহার সহজাতগুণ। এই গুণের অধিকারী ছিলেন বলিয়াই গ্রন্থাগার সম্পর্কিত চিন্তা তাঁহাকে অন্যের নিকট ধার করিতে হয় নাই। সহজ বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়াই তিনি এককভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন গ্রন্থা-গারের সার্থকতার প্রচার, গ্রন্থাগারের প্রসার ও পরিচালনার প্রকর্ষ সাধনের কাজে। প্রত্যেক ভালমন্দ কাজেরই একটা ছোঁয়াচ আছে। সমাজের লোক এই ছোঁয়াচকে এড়াইয়া চলিতে পারে না। ইহা মানুষের মনকে সংক্রামিত করে। রায় মহাশয় ছিলেন বাঙ্গালার গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবর্তক, পরিপোষক ও প্রসারকামী। তিনি প্রথমতঃ তাঁহার বাসস্থান বাঁশবেড়িয়ার অধিবাসিদিগকে গ্রন্থাগারমনা করিয়া তুলিবার কাজে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার কর্মপ্রয়াস ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করে হুগলী জিলায় ও সারা বাঙ্গালায়। তাঁহার গ্রন্থাগার সম্পর্কিত চিন্তা ও কর্ম দ্বারাই তিনি স্পেনের বার্সিলোনা শহরে অনুষ্ঠিত আন্তররাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার সম্মিলনে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগ দিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন।

মানুষ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া জীবনাবসানে এখান থেকে চির বিদায় গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার সুকৃতির চিহ্ন থাকে চিরকাল। মানুষের এই সুকৃতিই ভবিষ্যৎ বংশধর-দিগকে সুকৃতিবান হইবার প্রেরণা যোগায়। রায় মহাশয় ইহজগৎ হইতে বহু বৎসর আগে বিদায় লইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সুকৃতির ফল আমরা আজ ভোগ করিতেছি এবং যতদিন পৃথিবী থাকিবে ততদিন তাঁহার সুকৃতির স্মৃতি মানুষের মন হইতে মুছিয়া যাইবে না।

বাঙ্গালা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারের জন্য তিনি যেমন জনগণের মধ্যে প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন তেমনি আবার তদানীন্তন বাঙ্গালা সরকারকে এই বিষয়ে

সচেতন ও সক্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে তিনি আইনসভায় বাঙ্গালাদেশের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য প্রশ্নাদি ও করিতেন। তখনকার দিনে কাহারও এদিকে তেমন আগ্রহ ও উৎসুক্য ছিল না বলিয়াই বলা যাইতে পারে। শুধু তাহাই নয়, গ্রন্থাগারের অবস্থা সম্যক অবগত হওয়ার জন্য এক তদন্ত সমিতি গঠনের প্রস্তাবও তিনি আইনসভায় উত্থাপন করিয়াছিলেন। সেই প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে তিনি যে বক্তৃতা দেন তাহা যেমন ছিল জগতের নানা দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্যে পূর্ণ তেমনই যুক্তিসম্মত ও হৃদয়গ্রাহী। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী নাজীমুদ্দিন সাহেব সরকারের অর্থব্যয় করার অক্ষমতার দরুন তাঁহাকে প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিলেও তিনি তাঁহার বক্তৃতার উত্তরে বলেন, "সভার সদস্যবর্গ বিলক্ষণ জানেন যে আমার বন্ধু মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় বাঙ্গালা দেশের গ্রন্থাগারের প্রসার ও উন্নতির জন্য কিরূপ আগ্রহান্বিত। এইমাত্র তিনি যে বক্তৃতা দিলেন তাহাতেই ইহা প্রমাণ হয় যে, এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহে তিনি অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহাতে কেনে সন্দেহ নাই যে গ্রন্থাগারের প্রকৃত উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে কিছু করা হউক এইজন্য তাঁহার প্রবল আকাঙ্খা ও আগ্রহ রহিয়াছে।"

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত তাঁহার স্মৃতি দিবস উপলক্ষে তাঁহার গ্রন্থাগার প্রীতির প্রকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ তদানীন্তন আইন সভায় তাঁহার প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ সকলের গোচরে আনিয়া তাঁহার স্মৃতিতর্পণ করিবার সুযোগ গ্রহণ করিলাম।

"মাননীয় সভামুখ্য মহোদয়, এই প্রস্তাব উত্থাপন করিবার মূলে আমার মনের উদ্দেশ্য কি তাহা ব্যক্ত করিতে চাই। কি অবস্থায় বর্তমান গ্রন্থাগারগুলি চলিতেছে তাহা নিরূপণ করা এবং ইহাদের অকৃত কাজগুলি সম্যকরূপে ওপ্রয়োজনানুসারে করিতে পারে এমন ধরণের একটি সংস্থার কথা ভাবিয়া বাহির করাই হইবে এই তদন্ত সমিতির উদ্দেশ্য। বয়স্ক শিক্ষার সমস্ত দিকই এই সমিতিকে খতাইয়া দেখিতে হইবে। যদি ইহা এক ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে পারে তবে আমার বিশ্বাস আমাদের জননির্বাচিত শিক্ষামন্ত্রী এই সমিতির কাজ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিয়া নিজেই স্বেচ্ছায় আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হইবেন। যুক্তিসঙ্গত ও প্রয়োজনীয় আইন ছাড়া গ্রন্থাগারের সুসংগঠিত আদান প্রদান ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করিতে পারে না। আইনের ক্ষমতা ছাড়া গ্রন্থাগারবিশেষ টিকিয়া থাকিতে পারে এবং উন্নতিও করিতে পারে, কিন্তু ক্ষমতাদায়ক আইন ছাড়া একটা সুস্থির প্রণালীবদ্ধ পরিচালনা এবং গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার বিকাশ হয় না। বৃটিশরাজের অধীনস্থ উপনিবেশ ও রাজ্যগুলি সহ প্রায় পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই গ্রন্থাগার আইন প্রণীত হইয়াছে। সর্বপ্রথমে গ্রেট ব্রিটেনের কথাই ধরা যাক। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি লর্ড ইউস্টেস পার্সি তাঁহার পূর্ববর্তী সভাপতি মিষ্টার ট্রেভেলিয়ানের গঠিত সমিতিকে মানিয়া লন। সর্বজনীন গ্রন্থাগার আইন প্রমুখে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ইতিপূর্বে করা হইয়াছিল তাহা যথেষ্ট কিনা এবং ঐ আইনসমূহ দ্বারা পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিরও অন্যান্য সর্বজনীন গ্রন্থগারগুলির

পরস্পর সম্পর্ক এবং দেশের সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইংলণ্ড ও ওয়েলসের সর্বত্র ঐ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে ছড়াইয়া দেওয়ার উপায় আছে কিনা তাহার সম্বন্ধে তদন্ত করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। সমিতির উনচল্লিশটি সভা হইয়াছিল। গ্রাম ও শহরে সার্বজনীন গ্রন্থাগারগুলির কর্তৃপক্ষের নিকট এক প্রশ্নমালা পাঠান হইয়াছিল। তাহার উত্তরে বহু তথ্য পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা ছকের আকারে সাজান হইয়াছে। সমিতি গ্রন্থাগার, পৌর সভা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, গ্রন্থাগারিক ও ব্যক্তিবিশেষকে লইয়া আরও বাহান্ন জন সাক্ষীর সাক্ষ্যও গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহারা একমত হইয়া একটি প্রতিবেদন উপস্থিত করিয়াছেন এবং যথাসময়ে ঐ সুপারিশগুলি আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। বর্তমান আইনে লণ্ডন নগর, রাজধানীর বরো, কাউন্টি বরো ও কাউন্টির পরিষদ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালাইবার অধিকারী। ইহারাই প্রধান কর্তৃপক্ষ এবং প্রত্যেকটি নিজ অঞ্চলে স্বাধীন ; কিন্তু কাউন্টির মর্যাদাপ্রাপ্ত নয় এমন স্থানের পরিষদ অর্থাৎ বরো, শহরধর্মী ডিষ্ট্রিক্ট এবং গ্রাম্য প্যারিস গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ থাকিতে পারে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের অর্ডিন্যান্স বলে কেপ কলোনির প্রত্যেক গ্রন্থাগারকে সেখানে প্রকাশিত প্রত্যেক গ্রন্থের একখণ্ড বিনামূল্যে পাওয়ার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলি তাহাদের এলাকাধীন গ্রন্থাগারগুলিকে অর্থসাহায্য মঞ্জুর করে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে নাটালের ব্যবস্থাপক সভা আইনতঃ সমিতিবদ্ধ নয় এরূপ সাহিত্যিক ও অন্যান্য সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আইন পাশ করে।

ক্যানাডায় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের সাধারণ গ্রন্থাগার আইনে জিলা পরিষদগুলিকে চার রকমের গ্রন্থাগার স্থাপনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে : (১) বালকদের ও করদাতাদের ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার, (২) পৌরসভার করদাতাদের ব্যবহারযোগ্য সাধারণ সর্বজনীন গ্রন্থাগার (৩) শুধু শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ সম্বন্ধীয় পেশানুসারী গ্রন্থাগার এবং (৪) পৌরসভার কর্তৃত্বাধীন কোন সর্বজনীন সংস্থার গ্রন্থাগার।

অস্ট্রেলিয়ার উপনিবেশগুলি সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের আইনের কতকটা অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন আইন পাশ করিয়াছে। নিউ ওয়েলস, কুইনস্ল্যাণ্ড, ট্যাসম্যানিয়া, নিউজীল্যাণ্ড দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ স্বরূপ গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করিয়াছে। যাহাতে এখানেও সেই একই ধারার একটা সূত্রপাত করা যায় শুধু এই আশায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশসমূহের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতির কথা আমি এইমাত্র উল্লেখ করিলাম।

পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের, বিশেষ করিয়া মহাযুদ্ধের (প্রথম) জলন্ত অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত দেশগুলির গ্রন্থাগারের অপূর্ব উন্নতি সম্বন্ধে অবতারণা করা বাহুল্য মাত্র। কিভাবে এই রণবিধ্বস্ত দেশগুলি শিক্ষার সাধারণ মান উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করিতেছে তাহা দেখাইবার জন্য শুধু কয়েকটির কথাই উল্লেখ করিতে চাই। যথা চেকোস্লোভাকিয়া

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের একটি আইন পাশ করিয়া গ্রন্থাগার দ্বারা দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৩৪০০ হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ১৬,২০০তে দাঁড়াইয়াছে। গ্রন্থাগারের জন্য প্রতি বৎসর পনর লক্ষ টাকা সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। পোলাণ্ডে ৩০০০ গ্রন্থাগার আছে। ইহার ব্যবস্থাপক সভায় যে নূতন গ্রন্থাগার আইনের খসড়ার রূপ দেওয়া হইতেছে তাহা আইনে পরিণত হইলে ১৫০০০ গ্রন্থাগার দেশময় স্থাপিত হইবে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের গ্রন্থাগার আইনে ফিনল্যাণ্ডে সমস্ত গ্রন্থাগারকে রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার পর্ষতের অধীনে আনা হইয়াছে। ইহার কর্তা একজন গ্রন্থাগার আধিকারিক। ১০০০ গ্রন্থাগার এখন ৫৩৭ গ্রাম্য কমিউনে পুস্তক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সাকুল্য ব্যয়ের অর্ধেক সরকার বহন করে। শিক্ষামন্ত্রীর পরিচালনাধীনে নরওয়েতে ষাটটি পৌরসভা গ্রন্থাগার এবং এক হাজারের উপর গ্রাম্য গ্রন্থাগার আছে। এই মন্ত্রক সরকারী সাহায্য দেয় এবং গ্রন্থাগারের সঠিক মান যাহাতে বজায় থাকে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখে। সুইডেনে ৮৫০০ গ্রন্থাগার আছে। ইহারা স্থানীয় সংস্থা হইতে প্রতি বৎসর ১৫ লক্ষ টাকা এবং সরকার হইতে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা সাহায্য পায়। ডেনমার্কে যতটা সম্ভব সহযোগিতামূলক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আছে। পাঠক যেখানেই বাস করুক না কেন, সেখানেই বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে পুস্তকবিনিময়ের দৌলতে দেশের সমস্ত প্রকার পুস্তক সংগ্রহই সে হাতের কাছে পায়। ইহার ফলে যথার্থ চাহিদা মিটিতেছে অথচ একই বইয়ের অতিরিক্ত সংখ্যা কিনিবার খরচ কমিয়া যাইতেছে। এই অপূর্ব সহযোগিতা ১৯২০ খৃষ্টাব্দের গ্রন্থাগার আইনের একটি ফল। এই আইন এক অর্থে দেশের গ্রন্থাগারগুলিকে আপামর জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া উহাদের উন্নতিসাধন ও দেখাশুনা করার ভার শক্তিশালী গ্রন্থাগার পরিদর্শকমণ্ডলী সহায়তাপুষ্ট একটি রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার অধিকারের হাতে দিয়াছে। জার্মানীতে ভল্কস্-বুকারেইন দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং লিপজিকের ওয়ালটার হফম্যানের নির্দেশে উহা একমাত্র শিক্ষাদানের শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কারণ প্রত্যেক পাঠকের বিকাশের উপযোগী মালমসলা পাইবার জন্য ইহা সর্বপ্রকার সাহায্য করিয়া থাকে। ইটালীর ফ্যাসীপন্থী সরকার দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য গ্রন্থাগারের একজন প্রবীণ আধিকারিক নিযুক্ত করিয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়া পাঁচ বৎসরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের সঙ্কল্প নিয়াছে, ৪৬ হাজার ৭ শত ৫৯টি গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছে এবং ৫০ হাজার ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া দিয়াছে। বুলগেরিয়ার শিক্ষামন্ত্রী ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে একটি আইন করিয়াছে। ইহার ফলে চিতালিস্তাসের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। চিতালিস্তাস নাট্যশালা, চলচ্চিত্র, মিলনমন্দির সমন্বিত এক শ্রেণীর গ্রন্থাগার। যুগোশ্লাভিয়ার শিক্ষামন্ত্রক গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ বিভাগ স্থাপন করিয়াছে। এই বিভাগ এক হাজারের উপর গ্রাম্য গ্রন্থাগারের পত্তন করিয়া নিরক্ষরদের জন্য ৭ শত শিক্ষাকেন্দ্র বসাইয়াছে। ইহাতে হাজার হাজার নরনারী অক্ষরজ্ঞান লাভ করিতেছে।

বিপ্লব এবং দেশবিভাগ সত্ত্বেও হাঙ্গেরীর শিক্ষামন্ত্রী ফলপ্রসূ জনশিক্ষার প্রয়োজন এবং উপায় সম্বন্ধে ব্যাপক তদন্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। তদন্তের ফলে বয়স্ক শিক্ষা আইনের যে খসড়া প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার তৃতীয় পরিচ্ছেদে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কিত আলোচনা আছে এবং গ্রাম্য ও শহুরে গ্রন্থাগার স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক দিয়া বয়স্ক শিক্ষা নূতন ঝোঁক এবং উন্নত ধারার সন্ধান দিতেছে। প্রয়োজনবোধ ও স্পৃহা জাগানোকে শিক্ষার মূল বিষয় ধরিয়া বয়সের উপর জোর না দিয়া এই দুইটির উপরই জোর দেওয়া হয়। ব্যক্তির বিকাশ ও সমাজের প্রগতির পক্ষে অত্যাবশক বলিয়া অনবরত মনের প্রসারতা সাধন ও সামঞ্জস্য বিধানের মূল ভাবটি যাহাতে জনমনে দাগ কাটে তাহার চেষ্টাও করা হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব মেক্সিকোতে জনগণের মধ্যে বিদ্যাচর্চার আকাঙ্খা জাগাইয়াছে। জনশিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে একটি গ্রন্থাগার বিভাগ ১৯২০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে স্থাপিত হইয়াছে। ইহার কাজ এতটা ফলপ্রসূ হইয়াছে যে মেক্সিকোতে এখন ১৫০০ সর্বজনীন গ্রন্থাগার, ১০০০ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ৮০০ শিল্প বিষয়ক গ্রন্থাগার এবং ৫০০ গ্রাম্য গ্রন্থাগার রহিয়াছে। এই বিভাগ 'এল লাইব্রেয়েল পিউএবল নামক একখানা গ্রন্থপঞ্জীর সাময়িকী চালায়।

জাপানে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এক রাজাজ্ঞায় এই মর্মে ঘোষণা করা হয় "এখন হইতে এই পরিকল্পনা করা হইল যে, শিক্ষা এমনভাবে প্রসারিত হইবে যাহাতে কোন গ্রামে যেন একটি নিরক্ষর পরিবার না থাকে বা কোন পরিবারে যেন একটি নিরক্ষর লোক না থাকে"। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে জাপানে গ্রন্থাগার আইন প্রথমে পাশ হয়। ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে জাপানে ৪৩৩৭টি গ্রন্থাগার ছিল। গ্রন্থাগারের অধিকতর প্রসারসাধনকল্পে এই গ্রন্থাগার আইন এখন পরিমার্জন করা হইতেছে। ফিলিস্তিন, চীন এবং প্রাচ্যের অন্যান্য কোন কোন দেশে গ্রন্থাগার ক্রমাগত বাড়িতেছে, এমন কি, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের ১৫ জন অধিবাসীর বাস একটি ক্ষুদ্রতম দ্বীপেও গ্রন্থাগারের সুবিধা দেওয়া হইতেছে।

এখন আমরা ভারতের কথায় আসিব। গ্রন্থাগারের প্রসারসাধনে বরোদা রাজ্য অগ্রণী হইয়াছে। পাঞ্জাবে সরকার সমস্ত বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে আপামর জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণব্যবস্থাও আছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবে ১৭৬৯টি গ্রন্থাগার ছিল। যুক্তপ্রদেশের চারটি জিলায় সরকারী ব্যয়ে পরীক্ষাধীনভাবে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। বাক্সবোঝাই বই লোকের চাহিদা বাড়াইতেছে ও মিটাইতেছে। মুক্তহস্তে প্রদেশময় সরকারী সাহায্য দেওয়া হইতেছে। মাদ্রাজ সরকার অর্ধেক সাহায্য দেওয়ার প্রথা প্রবর্তন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ-ব্যবস্থাও আছে। আমার খুবই আনন্দ হইত যদি বাঙ্গালার একটি ভাল চিত্র দেখাইতে পারিতাম। কিন্তু না পারার জন্য আমি দুঃখিত।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতের বাঙ্গালা প্রদেশ অন্ততঃ গ্রন্থাগারের ব্যাপারে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। কলিকাতার কথা বাদ দিলে এই প্রদেশে এখন একটি মাত্র গ্রন্থাগারই আছে যাহা মাসিক ২৫ টাকা সরকারী সাহায্য পায়। এই বিষয়ে সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। অতীতের অকার্যের জন্য এখন প্রায়শ্চিত্ত করার সময় আসিয়াছে। আশা করি, প্রস্তাবিত তদন্ত সমিতি এই প্রদেশে গ্রন্থাগারের প্রসারের ব্যাপারে নূতন যুগের সূচনা করিবে।

এখন যখন আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর যোগ্য পোষকতায় প্রাথমিক শিক্ষা আইন অচিরেই বলবৎ হইতে চলিয়াছে তখন এই সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার মান ঠিকভাবে বজায় রাখার বা অতিরিক্ত পাঠের দ্বারা তাহা পরিপূরণ করার কোন ব্যবস্থা আবশ্যক কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। এরূপ কোন ব্যবস্থা না করা হইলে অক্ষরজ্ঞান ভুলিয়া যাওয়ার বিপদ আছে কিনা তাহা আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে। অংশতঃও যদি তাহা হইয়া থাকে তবে এই শিক্ষায় ব্যয়িত অর্থকে সাধারণের অর্থের নিছক অপচয় বলা যায় কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? অক্ষরজ্ঞান ভুলিয়া যাওয়া হইতে সতর্ক থাকা অথচ অল্পব্যয়ে বা বিনাব্যয়ে জ্ঞানের পরিধি বাড়াইবার জন্য প্রত্যেকের সহজ আয়ত্তের মধ্যে সুবিধাজনক ব্যবস্থা করাই আমাদের অবশ্যকর্তব্য ছিল না কি? ইহা সর্বজনস্বীকৃত যে, শিক্ষার উচ্চ আদর্শের রূপায়ণের জন্য লাভজনকভাবে সদ্ব্যবহার করার যদি কোন উপায় থাকে তবে তাহা একমাত্র গ্রন্থাগারই। সুসজ্জিত ও সুপরিচালিত গ্রন্থাগার নিজেই আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করে।

অক্ষরজ্ঞান ভুলিয়া যাওয়ার বিপদ সম্পর্কে আমি রুমানিয়ার কথা উল্লেখ করিতে চাই। সেখানে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন ছিল। বহু অর্থব্যয়ে অর্জিত অক্ষরজ্ঞান বজায় রাখা ও চর্চা করার জন্য যে সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক যোগান আবশ্যক ছিল তাহার ব্যবস্থা না করিয়া রুমানিয়া বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনার জন্য ব্যয়িত অর্থের অপচয় ও ব্যর্থতা সম্প্রতি বুঝিতে পারিয়াছে। রুমা-নিয়ার আর্থিক সম্বল কম ছিল বলিয়া উহা 'অ্যাস্ত্র' ও 'অ্যাথেনিয়ামগুলিকে' গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারের কাজে নামিতে রাজী করাইল এবং সবসাধারণের জন্য আট হাজারের উপর বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে উন্মুক্ত করিয়া দিল। আশা করি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিবেচনা করার সময় রুমানিয়ার কথা উপেক্ষা করা হইবে না।

মনে রাখা উচিত যে, প্রত্যেক দেশের জনগণ উহার মস্তবড় আর্থিক সম্পদ। যাহা কিছু এই মানবসম্পদকে রক্ষা করে এবং ইহাকে অধিকতর উৎপাদনক্ষম ও মূল্যবান করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে তাহারই দেশের নিকট একটা আর্থিক মূল্য থাকে। এই মানবসম্পদের আর্থিক মূল্য বাড়াইবার পক্ষে গ্রন্থাগার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সর্বজনীন সংস্থার মধ্যে অন্যতম। টাকা-আনা-পাইয়ের মূল্যে এই মানবসম্পদের বিপুলতার কথা না ভাবিলেও জনগণের এই আর্থিক মূল্য একটা বাস্তব জিনিষ। মানবসম্পদের

আর্থিক মূল্য বাড়াইবার পক্ষে যেহেতু বয়স্ক শিক্ষার এই নূতন আধারের উন্নয়ন, প্রসারণ এবং শিক্ষিত নির্বাচকমণ্ডলী গড়িয়া তোলা প্রয়োজন সেই হেতু এই প্রদেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা খতাইয়া দেখা ও ইহার ভবিষ্যত উন্নতির জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে আমি তদন্ত সমিতি গঠনের এই প্রস্তাব সভার গ্রহণার্থ উথাপন করিলাম।"

[কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের জন্মদিবসে তাঁহার পুণ্যস্মৃতি স্মরণে লিখিত।]

Kumar Munindra Deb Roy Mahasaya and the Library movement By Gurudas Bandyopadhyay

পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক শিক্ষা ও গ্রন্থাগার আন্দোলন

অববুদ্ধ রায়

সমাজশিক্ষা ও গ্রন্থাগার আন্দোলন দুটো কথাই আমাদের দেশে নতুন আমদানি। প্রাক্-স্বাধীনতাকালে আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মনে এই দুটো কথার প্রায় কোন অস্তিত্বই ছিল না। সামাজিক শিক্ষা বলতে যে ঠিক কি বোঝায় এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন জিনিসটাও যে প্রকৃতপক্ষে কি, তার সম্বন্ধে ধারণা আমাদের আজকের শিক্ষিত সমাজের যে খুব পরিস্কার, তা জোর দিয়ে বলা যায় না। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমরা অনেক নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। সমস্ত দেশ জুড়ে এখন একটা পরিকল্পিত অর্থনীতি চলেছে - দেশকে উন্নত করে তোলার জন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে একটা বিরাট কর্মযজ্ঞের মধ্যে আমরা বাস করছি। অর্থনীতির সাথে সাথে শিক্ষার বনিয়াদকেও সুদৃঢ় করে তোলবার জন্য একটি পরিকল্পিত পথ ধরে আমরা এগোবার চেষ্টা করছি। সামাজিক শিক্ষা এবং তার সাথে সাথে গ্রন্থাগার আন্দোলনও এই পরিকল্পনারই একটি অঙ্গ।

সামাজিক শিক্ষা জিনিসটা মূলতঃ কি, তার স্বরূপ কোথায় এবং তার ব্যাপ্তিই বা কতখানি তা একবার পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। আজ পর্যন্তও আমাদের দেশের লোকের কাছে এই বিষয়ে ধারণাটা খুব উজ্জ্বল বলে আমরা মনে করি না। একথা গভীর লজ্জার বিষয় হলেও স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হব না যে, আমাদের দেশের যে সমস্ত কর্মী এবং সংগঠক সমাজশিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত আছেন, তাঁদের কাছেও সামাজিক শিক্ষার সংজ্ঞাটি সুস্পষ্ট নয়।

সামাজিক শিক্ষার পারিভাষিক অর্থ দিতে গিয়ে ভারতের পরিকল্পনা কমিশন বলেছেন :—"Social Education implies an all comprehensive programme of community uplift through community action. Social Education, thus, Comprises literacy, health, recreation and home-life of adults, training in citizenship and guidance in improving economic efficiency. In the last analysis, in the setting of democracy, the success of planned development which encompasses the heeds of millions of people, depends on the spread of social education and a progressive outlook and the growth of a sense of shared citizenship."

উপরিউল্লিখিত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, সামাজিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে যৌথভাবে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও বিকাশ সাধন। সামাজিক শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আমোদ-প্রমোদের মান উন্নয়ন করা ও প্রাপ্ত বয়স্কদের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কিছু নির্দেশ প্রদান করা যাতে তাঁরা গণতান্ত্রিক দেশের

নাগরিকরূপে নিজেদের সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারেন। জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথে সহায়তা করাও সমাজশিক্ষার অন্যতম প্রধান বিষয়। একটি গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব এবং কর্তব্যাবলী রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে ব্যক্তি হিসাবে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের সদস্য হিসাবে তাঁর স্থান কোথায়—সে বিষয়ে প্রত্যেকেরই সচেতন থাকা উচিত। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের এবং সর্বোপরি সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক কি, সমাজশিক্ষা সে কথাটাই আমাদের শেখায়।

ভারতবর্ষে যেখানে শতকরা ৭৬ জন লোক এখনও নিরক্ষর (১৯৬১ সালের জনগণনার হিসাব অনুসারে) সেখানে সামাজিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সমাজশিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে যে কথাটি বলেছিলেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধনই সামাজিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ইহার অন্যতম প্রধান উপায়—নিরক্ষরতা দূর করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে। শিক্ষা তাহাকে তাহার পরিবেশের পূর্ণ সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণে সাহায্য করিবে।" নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সামাজিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলেও সেটাই সব নয়। ১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি যে বয়স্ক শিক্ষা সমিতি [Adult (Social) Education Committee] গঠন করেছিলেন তাঁরা সমাজ শিক্ষার পরিকল্পনায় প্রধানতঃ পাঁচটি জিনিসের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন :—

১। সাক্ষরতা অর্জন।

২। শরীর ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের নীতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ।

৩। নাগরিকতা শিক্ষা—এর দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে জ্ঞান।

৪। ব্যক্তি ও সমাজের উপযুক্ত চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা।

৫। বয়স্কদের আর্থিক উন্নতির উপযুক্ত শিক্ষা।

১৯৪৮ সাল থেকে শুরু করে বিগত ১৮ বৎসর ধরে পশ্চিমবঙ্গে সমাজশিক্ষা আন্দোলন ক্রমশঃ প্রসার লাভ করছে। এই আন্দোলনটি প্রধানতঃ সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হলেও জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত এবং সক্রিয় সহযোগিতা যথেষ্ট আশাপ্রদ। প্রত্যেক জেলায় একজন করে সমাজ শিক্ষাধিকারিকের উপর জেলার সমাজশিক্ষার সমস্ত কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তাঁর কাজে সহায়তা করবার জন্য প্রত্যেক 'ব্লকে' একজন করে সমাজশিক্ষা সংগঠক নিযুক্ত আছেন। সমাজশিক্ষার কর্মীদের বিশেষ তালিম দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বেলুড়, শ্রীনিকেতন, বানীপুর ও কালিম্পঙে কয়েকটি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রামে গ্রামে নৈশবিদ্যালয়, বয়স্কশিক্ষা কেন্দ্র, গণমিলন কেন্দ্র (Cmmunity Centre) ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে। তার পাশে পাশে আছে সমস্ত রাজ্য জুড়ে একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থগার ব্যবস্থা।

গ্রন্থাগার আন্দোলন যদিও তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যেই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তবুও তা কিয়দংশে সমাজশিক্ষা আন্দোলনেরই অংশবিশেষ। পশ্চিমবঙ্গে সরকারী স্তরে গ্রন্থাগার আন্দোলন এবং সমাজশিক্ষা আন্দোলনকে আলাদা করে দেখা হয়নি। যদিও তা করা হলে অধিকতর সুফল পাওয়া যেত বলে আমরা মনে করি। এই রাজ্যে শিক্ষা-অধিকর্তার অধীনে সমাজ শিক্ষার মুখ্য পরিদর্শকের উপর সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সমাজশিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। ১৯৫০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এই প্রদেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত এবং উন্নত করবার জন্য যা যা করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট না হলেও একেবারে উপেক্ষণীয়ও নয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে সরকারী উদ্যোগে এবং অর্থানুকূল্যে একটি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ১৯টি জেলা গ্রন্থাগার, ২টি সরকারী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রায় ৩০টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, ১৫টি মহকুমা গ্রন্থাগার, ১২০টি পরিপূরক গ্রন্থাগার কেন্দ্র, এবং কিঞ্চিদধিক ৫২০টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের এই পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্য হল সমগ্র রাজ্য জুড়ে একটি নিটোল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে রাজ্যের সমগ্র জনসাধারণ বিনা খরচে কিংবা নামমাত্র খরচের বিনিময়ে পুস্তক পাঠের অবাধ সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারেন। এই পরি-কল্পনাকে সফল করতে গেলে এখনও বহু কাজ সম্পন্ন করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩৬০০০ গ্রামের প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র ৫২০টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, ৩০টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার এবং ১২০টি পরিপূরক গ্রন্থাগার কেন্দ্র নিশ্চয়ই নিতান্তই অপ্রতুল। সব কয়টি মহকুমায় এখনও মহকুমা গ্রন্থাগার স্থাপন করা যায়নি, আন্তঃ-গ্রন্থাগার পুস্তক বিনিময়ের পরিকল্পনাও কার্যক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়নি। সরকারী উদ্যোগে এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলি এখনও পরস্পর বিচ্ছিন্ন; জেলা গ্রন্থাগারের সঙ্গে মহকুমা গ্রন্থাগারের এবং মহকুমা গ্রন্থাগারের সঙ্গে গ্রামীণ অথবা আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলির সম্বন্ধ এবং সহ-যোগিতা যতখানি ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত ছিল, কার্যক্ষেত্রে তা খুব কমই হয়েছে। যেমন রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার নিতে পারেনি সমগ্র রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সমন্বয়-সাধনের দায়িত্ব, তেমনই জেলা গ্রন্থাগারও খুব কম ক্ষেত্রেই নিতে পেরেছে সমস্ত জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নেতৃত্ব।

আমাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে উপরের এই কথাগুলো হল নেতিবাচক। আত্মবিশ্লেষণের জন্য এবং সংশোধনের জন্য আত্মসমালোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই নেতিবাচক কথাগুলোই সব নয়। এর যে দিকটি আশাপ্রদ এবং উজ্জ্বল, তাকে কোনক্রমেই অবহেলা কিংবা উপেক্ষা করলে চলবে না। দেশব্যাপী সাধারণ মানুষের মধ্যে পাঠস্পৃহা যে অনেক বেড়েছে এবং জনসাধারণ যে অধিকতর গ্রন্থাগারমনা হয়েছেন সেটি বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করতে খুব বেশী অসুবিধা হবে না। দেশের ছাত্র-সমাজ নবপ্রবর্তিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দ্বারা তাঁদের পাঠ্যপুস্তকের অভাব বহুল পরিমাণে মেটাতে পেরেছেন। সহর এবং গ্রামাঞ্চলের সাধারণ পাঠকের ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা

বলা চলে। তাঁদের কৌতূহল বেড়েছে, পুস্তক পাঠের আকাঙ্খা এবং আগ্রহ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে সব অঞ্চলে এখনও কোন সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি, সেখানে জনসাধারণ গ্রন্থাগারের তীব্র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছেন। কেবলমাত্র সরকারী উদ্যোগেই জনকল্যাণমূলক কোন পরিকল্পনাকে সফল করে তোলা যায় না। সাধারণ লোকের ভেতর থেকে উদ্যম, আগ্রহ এবং সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। যদি ইতিমধ্যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আমরা মুক্ত থাকি এবং কোন অপরিহার্য কারণে আমাদের উন্নতিমূলক কর্মপ্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তাহলে আগামী তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে আমাদের রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলন যে বিশেষ সজীব, সক্রিয় এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে এ কথা বেশ জোরের সঙ্গেই আমরা বলতে পারি।

কিন্তু কেবলমাত্র গ্রন্থাগারের সংখ্যা এবং আয়তন বাড়িয়ে গেলেই যে সত্যিকারের সংগঠনমূলক কোন কাজ করা হল, এ কথা মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। অন্য অনেক জিনিসের মত এ ক্ষেত্রেও পরিমাণটাই বড় কথা নয়, প্রকৃতিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

আজ থেকে ২৯ বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথ এই সম্বন্ধে যা বলে গিয়েছিলেন, তা আমাদের বর্তমান সময়ের পক্ষেও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: —"বাংলাদেশে গ্রামে নগরে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা সর্বত্র ব্যাপ্তিলাভ করছে। এই প্রচেষ্টা যাতে কেবলমাত্র চিত্তবিনোদনের উপলক্ষ্যমাত্র না হয় এবং সংস্কৃতিসাধনাকে লোকসমাজে বিস্তারিত করতে পারে, সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেবার সময় এসেছে।"

গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচন অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। কারণ "শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরী করে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরী করে তোলে" (রবীন্দ্রনাথ)। গ্রামাঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলোর আর্থিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বলে আফশোষের বিশেষ কোন কারণ নেই। কেননা, যদি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এবং যোগ্য গ্রন্থাগারিকের দ্বারা তা সুপরিচালিত হয় তাহলে কোন ছোট গ্রন্থাগারও অনেক বড় বড় গ্রন্থাগারের চেয়ে অধিকতর প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে। এই প্রসঙ্গে আবার রবীন্দ্রনাথকেই স্মরণ করা যাক। তিনি বলেছেন—"লাইব্রেরি অত্যন্ত বেশী বড় হইলে কোন লাইব্রেরিয়ান তাকে সত্যভাবে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারেন না। সেইজন্যে আমি মনে করি, বড়ো বড়ো লাইব্রেরি মুখ্যতঃ ভাণ্ডার, ছোটো ছোটো লাইব্রেরি—ভোজনশালা—তা প্রত্যহ প্রাণের ব্যবহারে, ভোগের ব্যবহারে লাগে। ছোটো লাইব্রেরি বলতে আমি এই বুঝি—তাতে সকল বিভাগের বই থাকবে, কিন্তু একেবারে চোখা চোখা বই। বিপুলায়তন গণনার বেদীতে নৈবেদ্য যোগাবার কাজে একটি বইও থাকবে না, প্রত্যেক বই থাকবে নিজের বিশিষ্ট মহিমা নিয়ে।"

দেশের শিক্ষার সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য গ্রন্থাগারের মূল্য যে অপরিসীম তা আজ আর বোধ হয় কেউই অস্বীকার করবেন না। বিদ্যালয়ের (academic) শিক্ষা কোনমতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না; তা সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা আমরা লাভ করি তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের জ্ঞানপিপাসাকে উদ্দীপিত করে দেওয়া। সুতরাং তার

পরিপূরক হিসাবে আমরা যদি গ্রন্থাগারের শরণাপন্ন না হই, তাহলে আমাদের শিক্ষা ত্রুটিযুক্ত, একদেশদর্শী এবং অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। পৃথিবীর প্রত্যেক মহামানবের জীবনেই গ্রন্থাগার ছিল একটি অপরিহার্য অঙ্গ। নিজের শিক্ষাজীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একদা যে মন্তব্য করেছিলেন তা সর্বকালের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। "কথাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একদিন বলিয়াছিলেন যে কলেজে বা শিক্ষকের কাছে পড়িয়া যথার্থ শিক্ষা হয় না; নিজের প্রকৃত শিক্ষক নিজে এবং শিক্ষার স্থান লাইব্রেরি; লাইব্রেরিতে যথেচ্ছ ঘুরিয়া, যথেচ্ছ পড়িয়া তিনি প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।" (প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন)।

১৯৬১ সালের আদমসুমারির হিসাব অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষর ব্যক্তির শতকরা হার মাত্র ২৯.৪। ১৯৫১ সালে তা ছিল ২৪.৬। অর্থাৎ দশ বৎসরে দেশে স্বাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা বেড়েছে শতকরা মাত্র ৫ ভাগ। অবশ্য এই উন্নতির হারের পাশাপাশি আমাদের একথাও ভুললে চলবে না যে ঐ দশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৩২.৯ ভাগ।

আমাদের এই সমস্যাসঙ্কুল রাজ্যে শিক্ষার বিস্তার করতে গেলে এখনও প্রভূত উদ্যম, অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। স্কুলকলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং গুণগত মান যেমন বাড়াতে হবে তেমনি তার পাশে পাশে অজস্র ছোট বড় গ্রন্থাগারে সমস্ত এলাকা ভরে দেওয়া প্রয়োজন। বয়স্কশিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্ত্রী-শিক্ষা এবং সমাজব্যাপী সর্বাঙ্গীন শিক্ষার বিকাশের জন্য গ্রন্থাগারের সহায়তা অমূল্য এবং অপরিহার্য। ভারতের পরিকল্পনা কমিশনও এই কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন।—
"An adequate system of libraries is an essential part of any well-organised system of education. The Library Committee which reported in 1959, set up by the Government of India, indicated the large gaps between the present position and the demands of an adequate system of libraries These can however, only be filled through a long term and properly phased programme."

নিরক্ষর বয়স্ক লোকেরা সমাজশিক্ষা কেন্দ্রে অথবা নৈশবিদ্যালয়ে যে শিক্ষা লাভ করে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। পরবর্তী অনুশীলনই তাঁদের সেই শিক্ষাকে সফল এবং ফলপ্রসূ করে তুলতে পারে। তাঁদের পাঠানুশীলনের জন্য সাহায্য করবে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলো।

সামাজিক শিক্ষা এবং বয়স্কশিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রায় একই। সামাজিক শিক্ষা মানুষকে গড়ে তুলবে সু-নাগরিক এবং সমাজের একজন বিবেচক সক্রিয় সদস্য হিসাবে। আর বয়স্কশিক্ষা নিরক্ষর জনসাধারণকে সাক্ষর করে তুলবে যাতে তাঁরা শিক্ষার আলোকে নিজেদের জীবনের অশিক্ষা, কুসংস্কার এবং অজ্ঞতার গ্লানি মুছে ফেলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকে নিজেদের অভিসিঞ্চিত করতে পারেন

সমাজশিক্ষা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে ঢেউ আমাদের দেশে এসেছে তাকে আমাদের সকলের সক্রিয় সহযোগিতায় সফল করে তুলতে হবে। সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে গিয়ে শিক্ষার আলোকে জাতির চরিত্রের মেরুদণ্ড দৃঢ় এবং শক্তিশালী হয়ে উঠুক, এই কামনাই করি।

Social Education and Library Movement
By Ababuddha Roy

যাঁদের কথা কেউ ভাবেনা

সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়

"আজ স্মরণ করছি শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে যে শত শত নীরব কর্মী আপন ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে এই আন্দোলনের প্রদীপটুকু জ্বালিয়ে রাখছেন এবং যাঁরা আজ এই সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি তাঁদের। আশা করি, কলিকাতা মহানগরীর এই ধনী উপকণ্ঠের গ্রন্থ প্রেমিকেরা তাঁদের নির্ধন অজ্ঞাত কর্মীদের কথা ভুলে যাবেন না।"

—শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, সভাপতির অভিভাষণ, নবম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, খিদিরপুর, ১৯৫৫॥ ['গ্রন্থাগার' ১৩৬২ সম্মেলন সংখ্যা দ্রষ্টব্য]।

গ্রন্থাগার আন্দোলন এখন নব পর্যায়ে। সমস্যা যে শুধু বেড়েছে তা নয়, অনেক জটিল ও ব্যাপক হয়েছে। দেশের অজ্ঞতার অন্ধকারে আলো জ্বালার মহান দায়িত্ব নিয়ে যখন এ আন্দোলন শুরু হয় তখনও বাধাবিপত্তি কম ছিল না, তবে তার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার যখন সমাজজীবনে গ্রন্থাগারের অপরিহার্যতা স্বীকার করে নিয়ে এর গুরুত্ব দিতে উদ্যোগী হলেন, তখন শুরু হোল আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়। আশায়-আগ্রহে এগিয়ে এলেন বহু নতুন কর্মী। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষায়তন ভরে উঠলো আগ্রহী শিক্ষার্থীদের ভীড়ে। জাতীয় সরকারের উদ্যোগে জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হলে নব উদ্যমে ব্রতী কর্মীরা সাগ্রহে এগিয়ে গেলেন ঐগুলি সুসংগঠনের ভার গ্রহণ করতে। স্কুল, কলেজের শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব স্বীকৃতি পেলে সেখানেও কর্মীরা গ্রন্থাগার সুপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের আশায় গ্রন্থাগার আন্দোলন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলো। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই সব আশা ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুদ্‌বুদের মত মিলিয়ে গেলো। নিষ্করুণ ঔদাসীন্য ও অবহেলা এবং বেঁচে থাকার অধিকার দিতে নিস্পৃহতা ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত করেছে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মী সমাজকে। হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছে গ্রন্থাগার আন্দোলন।

প্রাচীনকালে গ্রন্থাগারকে বলা হোত 'সরস্বতী ভাণ্ডার', আর গ্রন্থাগারিকেরা ছিলেন সরস্বতী ভাণ্ডারী। আচার্যের মত শ্রদ্ধার আসনে সু-প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরা। কিন্তু আজ এই সুমহান দায়িত্বশীল পদকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে আমাদের সমাজ সচেষ্ট হয়ে ওঠে নি। কর্মীরা অবহেলিত, উপেক্ষিত, আজকের আন্দোলনের তাই সবচেয়ে বড় কর্তব্য এঁদের উপযুক্ত মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা এবং উপযুক্ত আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করা। কারণ, এঁরাই গ্রন্থাগারে প্রাণের সঞ্চার করেন; বাড়ী, গাড়ী, বই যতই হোক না কেন, প্রাণশক্তি যদি উপযুক্ত রসদ না পায়,—গ্রন্থাগারগুলি আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে আসবে, উপকরণগুলি তখন আর প্রাণসঞ্চার করতে পারবে না।

আন্দোলনের এই পর্যায়ের গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ করে 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে কর্তব্য সম্পাদনের পথে। জনসাধারণ ও সংবাদপত্রসমূহেরও সহানুভূতিপূর্ণ আন্তরিক সাড়া পাওয়া গেছে। 'দৈনিক বসুমতী' খুব জোরালো ভাষায়

সম্পাদকীয় নিবন্ধে উপেক্ষিত গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি উপযুক্ত সুবিচার দাবী করেছেন। বিশেষ জোর দিয়েই এই পত্রিকা বলেছে, "শুধু গ্রন্থাগার কর্মীদের জীবিকার স্বার্থে নয়, শিক্ষার বৃহত্তর স্বার্থেই গ্রন্থাগার কর্মীদের অত্যন্ত ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত দাবী অবিলম্বে মেনে নেওয়া প্রয়োজন।" শিক্ষানুরাগী বহু বিশিষ্ট মনীষীও গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি অবহেলা দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি অনাগ্রহ এবং এর অগ্রগতির বিশেষ প্রতিবন্ধক বলে মনে করেন।

'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' কর্মীদের শ্রেণীবিভাগ, বর্তমানের নিম্নহারের ও বৈষম্যমূলক বেতনক্রম এবং তাঁদের অন্যান্য বিভিন্ন অভাব অভিযোগের প্রতিকারের জন্য বিশেষ তৎপর হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন এবং অর্থ সাহায্যেও প্রস্তুত। কিন্তু তা সত্বেও সেই হারে বেতনক্রম চালু করা হয়নি, তার জন্যও উপযুক্ত দাবীও পেশ করা হয়েছে। দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মানকে অধঃপতনের হাত হতে বাঁচাতে হলে এই ন্যায্য দাবীর পূরণ হওয়া চাই। এ বিষয়ে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা যে দরকার পরিষদ সে সম্পর্কেও নিশ্চেষ্ট নেই।

তবুও খুব দুঃখ ও বেদনার সংগে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, আরও দুঃস্থ ও উপেক্ষিত গ্রন্থাগার কর্মী আছেন যাঁদের কথা কেউ ভাবে না। রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রধান অংশের প্রতি অবহেলা বোধহয় এই উপেক্ষার কারণ। সভ্যদের চাঁদার উপর নির্ভরশীল গ্রন্থাগারসমূহ হলো এই অংশটি। এদের কথা ইতিপূর্বে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত দুটী প্রবন্ধে আলোচনা করেছি।* স্বাধীনতালাভের পর রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার অনেক চালু থাকা সত্বেও সরকারী উদ্যোগে সমান্তরালভাবে রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ফলে একদিকে যেমন কর্মীদের প্রতি অবহেলার জন্য সমস্যা দেখা দিয়েছে, অপরদিকে তেমনি সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার সমূহের ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক দুর্গতির দিনে বিনা সাহায্যে নামমাত্র অনিয়মিত সাহায্যে বেঁচে থাকার সমস্যাও প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। এদের আর্থিক দূরবস্থা চরমভাবে প্রকাশ পাচ্ছে জটিল কর্মীসমস্যার মধ্য দিয়ে। বর্তমানে গ্রন্থাগারের কাজে সমাজসেবী তরুণ কর্মীদের ভীড় অনেক কম। যৎসামান্য সাম্মানিক পারিশ্রমিক দিয়ে কর্মী নিয়োগ তাই অনেক গ্রন্থাগারকেই করতে হয়েছে। অনেকে বেতনভুক্ কর্মীও নিয়োগ করেছেন। এই সমস্ত কর্মীরা সাধারণতঃ বৃত্তিকুশলী হন না। কিন্তু এই অভাবটা এঁরা পূরণ করে দেন বিশেষ কর্মদক্ষতা ও গ্রন্থাগরের প্রতি আন্তরিক দরদ ও মমত্ববোধ দ্বারা। অনেককে বই-এর ধুলো ঝাড়া হতে বর্গীকরণ, ইস্যু, চাঁদা আদায়, হিসাব রাখা, চিঠিলেখা প্রভৃতি গ্রন্থাগারের সব কাজই করতে হয়। এঁদের পারিশ্রমিকের হার এতো কম যে অনেকস্থলে উল্লেখ করতেই লজ্জা হয়। সমাজে এদের মর্যাদাও কিছু নেই। গ্রন্থাগারের প্রতি বুকভরা ভালবাসা নিয়েই শুধু এঁরা গ্রন্থাগারের

১। পশ্চিমবঙ্গের পুরানো গ্রন্থাগারের দায় ও সমস্যা, কার্তিক, ১৩৭২

২। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারের অভাব নেই? আষাঢ়, ১৩৭৩

মধ্যে পড়ে আছেন। বিনিময়ে কিছুই পাননা এঁরা, কেউই ভাবেনা এঁদের কথা। সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের আর্থিক দুরবস্থার যে চিত্র দেখা যায়, তা থেকে সহজেই বোঝা যায়, এই গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে এঁদের পারিশ্রমিকের হার বাড়ানো একেবারে অসম্ভব। লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে নীরবে নিঃস্বার্থভাবে যে সমস্ত দেশপ্রেমিক সমাজসেবী জীবনপাত করে চলেছেন তাঁদের প্রতি রাজ্য সরকারের কি কোন দায়িত্বই নেই? এঁদের সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ সংগৃহীত হয়েছে কিনা জানিনা, 'ওয়েষ্ট বেঙ্গল লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী' (১৯৬৩) হতে যেটুকু খবর পেয়েছি তার একটি পরিসংখ্যান এখানে তুলে দিচ্ছি :—

জেলা	বৃত্তিকুশলী নয় এরূপ বেতনভুক্ কর্মী আছে যে সব গ্রন্থাগারে তাদের সংখ্যা	গ্রন্থাগার কর্মী সংখ্যা	বার্ষিক পারিশ্রমিকের হার অনুযায়ী কর্মী সংখ্যা				পারিশ্রমিকের মাসিক হারের আনুমানিক গড় (একজন কর্মী পায়)
			৬০০ টাকার উর্দ্ধে	৬০০ থেকে ৩০০ টাকা	৬০০ থেকে ১০০ টাকা	১০০ টাকার নিম্নে	
বাঁকুড়া	৩৩	৭০	৪৬	×	৪	২০	টা: ৪০·০০
দার্জিলিং	২	৪	২	×	২	×	„ ৪০·০০
জলপাইগুড়ি	১২	২৪	৬	২	১২	৪	„ ৩২·০০
মুর্শিদাবাদ	৮	১৬	৬	২	২	৬	„ ৩০·০০
কলিকাতা	২২	৫৩	৩	৩	২৪	২৩	„ ২৮·০০
মেদিনীপুর	২৯	৬১	৬	৪	১৯	৩২	„ ২৫·০০
কুচবিহার	৬	১২	×	৬	৪	২	„ ২৩·০০
পশ্চিম দিনাজপুর	১৩	২৬	৪	৪	১৪	৪	„ ১৮·০০
পুরুলিয়া	২৮	৫৮	৭	২	১৩	৩৬	„ ১৭·০০
চব্বিশপরগণা	৩০	৭০	৪	৪	২২	৪০	„ ১৫·০০
নদীয়া	১০	২৪	২	×	১৬	৬	„ ১৪·০০
হুগলী	৫৭	১০০	২	১১	৩২	৫৫	„ ১৩·০০
বর্দ্ধমান	৩৭	৭০	৪	৪	১২	৫০	„ ১২·০০
বীরভূম	১০	২৪	×	×	১৫	৯	„ ১০·০০
হাওড়া	২৬	৪৩	২	৭	৯	২৫	„ ৯·০০
মালদহ	৭	১৫	^	×	৮	৭	„ ৭·৫০

আশা করি, আজকের গ্রন্থাগার আন্দোলনে বা কর্মীদের আন্দোলনে এই সব উপেক্ষিত নীরব কর্মীদের কথাও মনে রাখা হবে।

The neglected section of the library workers
By Sunil kumar Chattopadhyay.

এই কলকাতায় এখন

॥ মৃতের নগরী থেকে জনৈক অপ্রকৃতিস্থ প্রতিবেদক শ্রীভণ্ডুলানন্দ শর্মার নিবেদন ॥

সেদিন অফিসে ঢোকার মুখেই রাম অবতার সেলাম ঠোকার ভঙ্গী করে বলল, 'নমস্কার স্যর'। ভণ্ডুলের যদিও বিস্মিত হবার কথা, কিন্তু একটু অন্যমনস্ক থাকার দরুণ সে কোন প্রত্যুত্তর না দিয়ে এমন কি, প্রতিনমস্কার না করেই অফিসে ঢুকে পড়ল।

ভণ্ডুল এ অফিসের হোমরাচোমরা হওয়া দূরে থাক, একজন খুদে অফিসারও নয়। তবুও যে কোম্পানীর উর্দিপরা প্রবল প্রতাপান্বিত হেড দারোয়ান শ্রীরাম অবতার সিং তাকে সেলাম ঠুকলো তা হয়তো একেবারে অকারণে নয়। রাম অবতার লক্ষ্য করেছে, অনেক বড় বড় লোক গাড়ী করে এসে এই লাইব্রেরী বাবুর (লাইব্রেরীয়ান বাবু না বলে ও বলে লাইব্রেরী বাবু) কাছে বসে। এমন কি, খোদ বড় সাহেব এসে সময় সময় ঘন্টার পর ঘন্টা লাইব্রেরী বাবুর সামনের চেয়ারে বসে বই পড়তে থাকেন।

ভণ্ডুল অবশ্য সেলাম-টেলাম একেবারেই পছন্দ করে না। সেলাম নিতে এবং দিতে এ দুইয়েই সে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু ঠেকে শিখে ভণ্ডুলের এখন এ জ্ঞান হয়েছে যে চাকুরী করতে হলে—বিশেষ করে এই সব প্রতিষ্ঠানে—নিজের পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে কাজ চলে না। আর দশজন যা করে তুমিও যদি তাই না কর তাহলে তুমি নিতান্তই অযোগ্য। তুমি হবে তখন সকলের করুণার পাত্র। তাছাড়া এ অফিসে পান থেকে চুন খসবার যো নেই—সর্বদা টিপ-টপ থাকতে হবে। কথায় কথায় 'থ্যাঙ্কিয়্যু', 'গুড মর্ণিং', 'ও-কে', 'এক্সক্যুইজ মি' প্রভৃতির ছটা। বস্‌কে 'গুড মর্ণিং উইশ্' করা তো একটি প্রাত্যহিক কর্ম। ভণ্ডুলও কিছুদিন বসকে 'গুড মর্ণিং উইশ' করেছিল কিন্তু বসরা খুবই ব্যস্ত লোক, প্রায়ই 'উইশ রিটার্ণ' করেন না। অপমানিত ভণ্ডুলও তাই ওসব করা ছেড়ে দিয়েছে।

ছুটির সময় রাম অবতার বলল, "লাইব্রেরী বাবু, আজ সকালে আমি আপনাকে সেলাম দিলাম, আপনি দেখলেনই না স্যর, আমার মনে বড় দুঃখ হল।"—"কিছু মনে করো না রাম অবতার, আমার মনটা ভাল নেই—আমি খেয়ালই করিনি। তাছাড়া ওসব সেলাম-টেলাম আমাকে দিতে হবে না।"—অনুতপ্ত ভণ্ডুল বলল। রাম অবতার কিন্তু দ্বিগুণ উৎসাহে সেলাম চালিয়ে যাচ্ছে তবুও।

ভণ্ডুলের অফিসের এস্টাব্লিশমেণ্ট সেকসনের মতে কিন্তু এ অফিসের লাইব্রেরীয়ানের পোষ্টটি একান্তই একটি 'ডেকরেটিভ' পোষ্ট। শুধু শোভা বৃদ্ধির জন্যই এখানে একজন লাইব্রেরীয়ানও আছে। আসলে লাইব্রেরীয়ানের এ অফিসে কোন প্রয়োজনই নেই। তাই এস্টাব্লিশমেণ্ট সেকসন ভণ্ডুলের ওপর মোটেই খুশী নয়। অফিসে যদি কোন

প্রয়োজনীয় সেকশন থাকে সেটা যে একমাত্র এস্টাব্লিশমেণ্ট সেকশন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর ত্থাখো, অফিস এক্সিকিউটিভদের কি বিচার—এই একটা লাইব্রেরীয়ানকে বসিয়ে বসিয়ে অতগুলো টাকা মাইনে দেওয়া হচ্ছে! অথচ কাজ? এস্টাব্লিশমেণ্ট সেকশনের লোকেরা যখন টাকা-আনা-পাই-এর হিসাব মেলাতে এবং কি করে অফিসের দুটো পয়সা সাশ্রয় হয় সেসব ফন্দী-ফিকির বার করতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে তখন এই লাইব্রেরীয়ানটিকে ত্থাখো, দিব্যি আছে। যখনই লাইব্রেরীতে যাও, বাবু বইয়ে মুখ গুজে বসে আছেন। সুতরাং ওদের উষ্মা চাপা থাকে না। সেকসনে সেকসনে হতভাগ্য লাইব্রেরীয়ানকে নিয়ে সরস মন্তব্য হয়। আর সাক্ষাৎ সংঘর্ষও সময় সময় হয় বৈকি!

সেদিন এস্টাব্লিশমেণ্ট সেকসনের একজন খুব খাতির করে বসিয়ে বললেন, "এই যে লাইব্রেরীয়ান বাবু, বসুন, বসুন। আচ্ছা, লাইব্রেরী সায়েন্সটা কি রকমের সায়েন্স বলুন তো? আজকাল সবই হয়েছে সায়েন্স। হোম সায়েন্সও একটা সায়েন্স। আবার ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট কত কি! কিন্তু এসব কিসের জন্য বলুন তো? তাহলে তো আমাদের রাধুনিকেও একজন বড় সায়েণ্টিস্ট বলতে হবে।"

উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ভণ্ডুল পারতপক্ষে এস্টাব্লিশমেণ্ট সেকসনের ধারে কাছেও যায় না। কিন্তু বাধ্য হয়েই নানা দরকারে ঐ সেকসনে না যেয়েও উপায় নেই। আর তারা ভালভাবেই জানে যে তাদের দাম এই লাইব্রেরী বাবুর চেয়ে অনেক বেশী। রাতদিন টাকা-আনা-পাই নিয়ে যাদের কারবার, টাকা-আনা-পাই-এর মানদণ্ডেই যে তারা সব কিছুর বিচার করবে এতে আর সন্দেহ কি!

এ অফিসে অডিটের সময় সাজ সাজ রব পড়ে যায়। আর অডিটর বাবুদের কি খাতির! সর্বদা বেয়ারা মোতায়েন থাকে অডিটর বাবুদের কখন কি দরকার। ডাবের জল, কোল্ড ড্রিঙ্কস্, চা-কফি-সিগারেট, চপ-কাটলেট, সন্দেশ-রসগোল্লা (শেষোক্ত দু'টি দ্রব্য সম্প্রতি অবশ্য পাওয়া যাচ্ছেনা) ইত্যাদি অডিটর বাবুদের প্রীত্যর্থে ঘণ্টায় ঘণ্টায় আসতে থাকে। কোন নামকরা অডিটর ফার্মের শিক্ষানবীশ অডিটর বাবুরাই প্রধানতঃ কয়েকজন মিলে অডিটের প্রাথমিক কাজগুলি করেন। তাঁদের কাজকর্মের তদারক করতে আবার অপেক্ষাকৃত উচ্চপদস্থ দুয়েকজনও মাঝে মাঝে এসে দেখে যান। সুতরাং এই সময়ে অফিসে একটা বিরাট অডিটর বাহিনী আনাগোনা করতে থাকেন।

ভণ্ডুল জানে বাঘে ছুঁলেই আঠারো ঘা। আর তেমনি অডিটর বাবুরাও ভুলচুক বার করবেই। অডিটর বাবুদের ভণ্ডুলের খুব সুবিধের বলে মনে হয় না। রুক্ষ প্রকৃতি, সর্বদা গম্ভীর মুখ, আর সবাইকে সব সময়ে যেন সন্দেহ করে বসে আছেন। সম্ভবতঃ পুলিশের সঙ্গে অডিটারদের খুব বেশী পার্থক্য নেই। যাই হোক্, ভণ্ডুল ভেবেছিল অডিটর-বাবুরা থাকুন তাঁদের মত রামগরুড়ের ছানা হয়ে, আর ভণ্ডুল থাকুক ভণ্ডুলের মত। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল অডিটর বাবুরা ভণ্ডুলকেও প্রশ্ন করতে ছাড়লেন না। পনের শিলিং

দামের একটি বই ভণ্ডুলকে এয়ারমেলে লণ্ডন থেকে আনাতে হয়েছিল প্রশ্নটি ছিল সেই সম্পর্কেই। বইয়ের দাম পনের শিলিং কিন্তু তার জন্য ডাকব্যয়ও হয়েছিল পনের শিলিং। যদিও এর সঙ্গে বিদেশী মুদ্রার সংশ্রব রয়েছে, কিন্তু বই আনা উচিত কি উচিত নয় সে সম্পর্কে অডিটরের কি করণীয় আছে ভণ্ডুল ভেবে পেল না। কথায় কথায় অডিটরবাবুর সঙ্গে একটু বিতর্কই হয়ে গেল ভণ্ডুলের। অডিটরবাবু ভণ্ডুলকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, অডিটরদের কত ক্ষমতা; ইচ্ছে করলে তিনি যে কোন প্রশ্ন করে ভণ্ডুলকে কুপোকাৎ করতে পারেন। তবে সাধারণতঃ তা তাঁরা করেন না। যথাসময়ে ভণ্ডুলের জ্ঞানোদয় হল। অডিট রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, যে লাইব্রেরীর অ্যাসেট হল দু'হাজার তিনশো সাত টাকা সাত চল্লিশ পয়সা আর সেই লাইব্রেরী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লাইব্রেরীয়ানের পেছনে খরচ করা হচ্ছে বছরে চার হাজার টাকার মত!

ভণ্ডুল আর কি করবে। কে স্থির করল লাইব্রেরীর এই অ্যাসেট! ভণ্ডুল তো কখনো এই অ্যাসেট নির্দ্ধারণ করেনি। তবে? অঙ্কটা দেখে অবশ্য বোঝা গেল ব্যাপারখানা! গত বছর ভণ্ডুলের লাইব্রেরীতে যে অঙ্কের পত্র-পত্রিকা ও বই কেনা হয়েছে তাকেই এস্টাব্লিশমেণ্ট সেকশন অ্যাসেট বলে দেখিয়েছেন। কিন্তু ভণ্ডুলের লাইব্রেরীতে যে গত তিরিশ বছরের পুরানো ৫০০০ এর ওপর পত্র-পত্রিকার বাঁধানো ভল্যুম, ১০০০ এর ওপর দামী দামী বই তার কি কোনই মূল্য নেই? আর লাইব্রেরীয়ানের প্রয়োজনীয়তা কি বই রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই শুধু? কিন্তু কে বলবে একথা, আর কাকেই বা বলবে? এই সব সামান্য ব্যাপার নিয়ে অডিটর বাবুদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে এখানে কেউই উৎসাহী নয়। বলা যায়না, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপও বেড়িয়ে পড়তে পারে!

সাহিত্যিক বন্ধু এসে বল্লেন, 'তোমার লেখা পড়লাম হে ভণ্ডুল! লেখায় তোমার হাত আছে স্বীকার করি, কিন্তু শক্তির এ অপচয় কেন? এ যেন কোদাল দিয়ে দাঁড়ি চাঁছা।'

ভণ্ডুল ভালভাবেই জানে, সে আর যাই হোক, আজ আর সাহিত্যযশঃপ্রার্থী নয়। অবশ্য কলেজের পড়ুয়া হিসেবে ভণ্ডুলও অন্য অনেকের মতই অল্প কিছুদিনের জন্য সাহিত্য চর্চা করেছিল। আর কলেজ ম্যাগাজিনে গল্প ছাপিয়েই তার সেই প্রচেষ্টা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর দীর্ঘকাল কেটে গেছে, ভণ্ডুল আর সাহিত্যিক হবার কোন চেষ্টা করেনি। ঘটনাচক্রে এখন ভণ্ডুল গ্রন্থাগারিক হয়েছে—নিজে লেখার চেয়ে অন্যের লেখা পড়া এবং পড়ানোই তার কাজ।

জীবনে যে পরম লগনকে অবহেলা করতে নেই একথা বড় পরে বুঝতে পারল ভণ্ডুল! মনে পড়ে, ভণ্ডুলের তখনকার রচনার একমাত্র পাঠিকা ও প্রেরণাদাত্রী ছিল ভণ্ডুলের কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পঞ্চদশবর্ষীয়া কন্যা। সে সময় বিংশ বর্ষীয় যুবক ভণ্ডুলের রচনাকে সে যে দৃষ্টিতে দেখতো তাতে ভণ্ডুলের পক্ষে উপন্যাস-কাব্য-

নাটক এমন কি দু'একটি মহাকাব্য রচনা করে ফেলাও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ঝড়-ঝঞ্ঝা-দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসে আজ চল্লিশোর্ধে জীবনের প্রখর মধ্যাহ্নে এই অভাগা ভণ্ডুলানন্দ শর্মা একটি ফসিল এবং গ্রন্থকীট ছাড়া আর কি? সেই তারুণ্য, উচ্ছলতা এবং প্রাণশক্তিই কি আর তার আছে, না তার সে মন আর আছে? ইতিমধ্যেই যে অনেক কিছু সে হারিয়ে বসেছে। রোমান্সবর্জিত লোককে দিয়ে কি আর সাহিত্য হয়?

সংশয়ী পাঠক, এই একান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উল্লেখের জন্য ভণ্ডুলকে আপনার নির্লজ্জ মনে হতে পারে, অথবা আপনি স্মৃতিভারে কাতর ভণ্ডুলের খেদোক্তি বলেই একে ধরে নিতে পারেন। তবে ভণ্ডুল তার সংশয়ী বা অসংশয়ী কোন পাঠকের বুদ্ধির ওপরেই কটাক্ষ করতে চায় না। বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের একটি নিজস্ব রীতি গড়ে উঠেছে। এলোমেলো চিন্তা এবং তথাকথিত সাহিত্যিকসুলভ ভাষা প্রয়োগ করে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় যে লেখাগুলি ভণ্ডুল লিখে যাচ্ছে গোড়া থেকেই অনেকের তা মনঃপূত হয়নি এবং এ নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি।

আবহমানকাল ধরে লেখার যা উদ্দেশ্য, ভণ্ডুলও একান্ত আন্তরিকভাবেই সেই উদ্দেশ্য নিয়েই কলম ধরেছিল। লেখার সেই উদ্দেশ্য কি? যুগে যুগে লেখার সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে Communication বা প্রকাশ!

গ্রন্থাগারিক হিসেবে যে বেদনা ও মর্মপীড়ায় ভণ্ডুল পীড়িত এবং যে আশা-আকাঙ্ক্ষায় সে উদ্বেলিত তা সমধর্মী বন্ধুদের জানিয়ে বুকের ভার লাঘব করার উদ্দেশ্যেই সে কলম ধরেছিল। এ যুগে সকলেই যখন রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা ও লেখার মাধ্যমে অহরহ নিজের নিজের কথা বলবার চেষ্টা করছে তখন ভণ্ডুল গ্রন্থাগারিক হয়েছে বলেই কি তার তা করার অধিকার নেই?

আর ভণ্ডুলের এই সব লেখায় বিষয়বস্তু একটা নিশ্চয়ই আছে। যদিও লেখার বিষয়-বস্তু এবং বলার গুণ এই দুইয়েই লেখা লেখা হয়ে দাঁড়ায়, তবুও এই বিশেষ ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুই যে বড় তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভণ্ডুলের বলাটা হৃদয়গ্রাহী হয়েছে কিনা তার বিচারের ভার পাঠকের ওপরেই থাক। অবশ্য নেপথ্যে ভণ্ডুলের লেখার বিচারক আরো একজনও আছেন। তিনি 'গ্রন্থাগার'-এর সম্পাদক। তাঁর বিচারে উত্তীর্ণ না হলে এই লেখা আদৌ ছাপা হত না। যা ছাপা হয় 'গ্রন্থাগার'-এর পাঠকরা তো সেই লেখাগুলিই শুধু চোখে দেখেন; কিন্তু যেগুলি ছাপা হল না সেগুলি তো আর তাঁরা দেখবার সুযোগ পান না! ভণ্ডুল বড় দম্ভ করে ঘোষণা করেছিল, নিন্দা বা প্রশংসায় বিচলিত হবার পাত্র সে নয়। কিন্তু ভণ্ডুল একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করে যে, পাঠকরাই তাকে প্রেরণা দিয়েছেন আরও লিখবার। না হলে ভণ্ডুলের মত অসাধারণ কুঁড়ে এবং অপদার্থের এই লেখা একবার বই দু'বার লেখা হয়ে উঠত কিনা সন্দেহ!

IN CALCUTTA NOW : A Running Commentary by Bhandulananda Sharma—a morbid correspondent from the 'City of Death' :

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগ

গত ৭ই অক্টোবর, ১৯৬৬ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, গ্রন্থাগারিক ও শিশুদের সমাবেশে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেল। উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাসচিব ডঃ ভবতোষ দত্ত।

[ব্লক : 'দৈনিক বসুমতী'র সৌজন্যে]

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সংলগ্ন সুসম্পূর্ণ একটি ছোট বাড়ীতে এই শিশুবিভাগটি প্রতিষ্ঠিত। শান্ত, মনোরম পরিবেশ। সামনে পিছনে বাগান—সেখানে ঝুরিনামা এক প্রাচীন বট এবং দোপাটি, রঙ্গন, ভুঁইচাঁপা ফুলের সমারোহ। ঘরের দেওয়ালে একদিক জুড়ে অবনীন্দ্র নাথের আঁকা সেই বিখ্যাত ছবিটি—"জগৎ পারাবারের তীরে ছেলেরা করে খেলা" অন্যদিকে যামিনী রায়ের আঁকা 'মাতৃমূর্তি' এবং রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, নেহরুজী, আইনষ্টাইন প্রমুখ যুগন্ধর মনীষীদের প্রতিকৃতি। এই সঙ্গে আছে বাংলার মৃৎশিল্পী ও কারুশিল্পীদের হাতের নানান কাজ। এছাড়া আছে রঙীন মাছের "এ্যাকোয়ারিয়াম"

দেওয়ালের চারপাশে শিশুদের উপযোগী অনুচ্চ শেল্‌ফে সাজানো আছে ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় লেখা গল্প, কবিতা, নাটক, রূপকথা, উপকথা, জীবনী, ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ-কাহিনী, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্পকলা বিষয়ক নানা গ্রন্থ এবং সাময়িক পত্রিকা। এই সঙ্গে আছে ছবি আঁকার সাজ-সরঞ্জাম—বোর্ড, ইজেল, রং, পেন্সিল ও তুলি। বই পড়ার আনুষঙ্গিক ও পরিপূরক ব্যবস্থা হিসাবে নিয়মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও প্রাচীর পত্রিকা প্রকাশনার আয়োজন করা হয়েছে। গল্পের আসর এবং আলোচনা-চক্র ভবিষ্যৎ কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। এই শিশুবিভাগটি একেবারে মুক্তদ্বার।

শিশু বিভাগটির উদ্বোধন প্রসঙ্গে ডঃ ভবতোষ দত্ত বলেন—শিশুদের জীবনে গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। উপযুক্ত পরিবেশে শিশুদের যথার্থ শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে জাতি এবং দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। শিশুদের মনের উপর সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রভাব অনস্বীকার্য। পরিচ্ছন্ন ও সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার মহান সাহিত্যের সঙ্গে শিশুদের একাত্মতা অর্জনে সহায়তা করে। প্রসঙ্গতঃ ডঃ দত্ত বলেন, আন্তরিক প্রচেষ্টা ও উদ্যম থাকলে অর্থাভাব যে কোনও সৎকার্যে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না—রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগটি তার এক নিদর্শন। তিনি আশা করেন, ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এই ধরণের শিশু গ্রন্থাগার গড়ে উঠবে।

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার প্রারম্ভিক ভাষণে বলেন - বই পড়াকে শিশুদের স্বাধীন ও আনন্দময় সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়নি। তাই এই শিশুবিভাগটিতে একটি সহজ, সুন্দর ও আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাওয়া হয়েছে—যেখানে ভাল বই আছে, সুন্দর ছবি আছে, রঙীন ফুল আছে, ছুটোছুটি করার অবকাশ আছে, চলচ্চিত্র দেখবার ব্যবস্থা আছে, এবং নিজের হাতে লেখা বা আঁকার সুযোগ আছে। আশা করা যায়—শিশুরা এই গ্রন্থাগারটিকে ভালবাসবে এবং সহজ ভাবে, হয়ত নিজের অজ্ঞাতসারেই, এর প্রধান সম্পদ গ্রন্থরাজির প্রতি আকৃষ্ট হবে।

ঐদিনই রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের 'Asia Foundation Collection'-এরও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। এই সংগ্রহে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের প্রায় ৬০০ বই আছে। বইগুলি Asia Foundation-এর কাছ থেকে দান হিসাবে পাওয়া গেছে। ছাত্রদের অবাধ ব্যবহারের উপযোগী করে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে এই বইগুলি সাজানো আছে।

নারী শিল্প নিকেতন। ১১৬এ, মেছুয়াবাজার স্ট্রীট।

গত ৫ই নভেম্বর নারী শিল্প নিকেতন গ্রন্থাগার বিভাগের উদ্যোগে গ্রন্থাগার পাঠকক্ষে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। সভানেত্রীত্ব করেন ডঃ আশা দাশ। সর্বশ্রী অসীমা দাঁ, মিনতি দে সরকার ও সাবিত্রী চক্রবর্তী দেশবন্ধুর বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠে, প্রণতি দে সরকার আবৃত্তিতে এবং বেদবতী ও পূর্ণিমা দাঁ জাতীয় সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন।

সিঁথি বান্ধব সমিতি পাঠাগার। কলিকাতা-২

গত ১১ই সেপ্টেম্বর '৬৬ পাঠাগারের ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা শ্রীসুধীর কুমার গুপ্তের সভাপতিত্বে পাঠাগার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে ১৯৬৬-৬৭ সালের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয় :—

সর্বশ্রী সুধীর কুমার গুপ্ত (সভাপতি); তারকদাস চট্টোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চুণীলাল চক্রবর্তী, কাউন্সিলর গণপতি সুর ও শ্রীমতী বিজলী দাশগুপ্তা (সহঃ-সভাপতি); রমেন ভাদুড়ী (সম্পাদক); সমর চক্রবর্তী (সহঃ-সম্পাদক); গোপাল ভট্টাচার্য (কোষাধ্যক্ষ); সুধীরকুমার দত্ত (সহঃ-কোষাধ্যক্ষ); দেবদাস সাহা (প্রধান গ্রন্থাগারিক); মলয় দাস ও তরুণ মল্লিক (সহঃ-গ্রন্থাগারিক); দিলীপ চক্রবর্তী, শ্যামল ভট্টাচার্য, প্রবীর ভট্টাচার্য, কালী গাঙ্গুলী, কল্যাণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর কুমার মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ দাস, শেখরচন্দ্র চক্রবর্তী ও সুজিত দাস (কার্যকরী সমিতির সদস্য।

২৪ পরগণা

কিশোর ভারতী। কিশোর গ্রন্থাগার ও পাঠগৃহ। সুখচর।

শশধর পাঠাগারের কিশোর বিভাগ 'কিশোর ভারতী'র উদ্যোগে কিশোর আলোচনা চক্রের উদ্বোধন হয় গত ২১শে আগষ্ট। ২৭ জন কিশোর-কিশোরী উপস্থিত ছিলেন। ১৫ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকারা এই বিভাগে যোগ দিতে পারবে। প্রতি রবিবার বিকেল ৪ টেয় অধিবেশন শুরু হয়। আলোচনা ছাড়াও আবৃত্তি, গল্প বলা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ও এতে থাকে। সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষাও লওয়া হয়। এ পর্যন্ত ৮টি অধিবেশন হয়েছে। এই বিভাগের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ৬৭ দাঁড়িয়েছে। গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ১০০০। মাসিক চাঁদা ১৩ পয়সা। প্রতিদিন গড়ে ২৫ জন সদস্য পুস্তক বাড়ীতে নিয়ে থাকে। গ্রন্থাগার বুধ, শুক্র ও রবি—সপ্তাহে এই তিন দিন খোলা হয়।

সাধুজন পাঠাগার। বনগ্রাম।

সম্প্রতি পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ নির্বাচনে নিম্নোক্তরূপ কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছ।

আছি পরিষদ সদস্য :—সবশ্রী ইন্দ্রগোপাল চট্টোপাধ্যায় ও সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সহঃ সভাপতি) রুক্মিণী কুমার সাহা; গোপাল চন্দ্র সাধু (অধ্যক্ষ, সম্পাদক ও কোষরক্ষক) জ্যোৎস্নারাণী সাধু (সহঃ-অধ্যক্ষ, সহঃ-সম্পাদিকা ও গ্রন্থাগারিক)॥ দানবীর সদস্য :- দেশরত্ন ডা: ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত (সভাপতি) ও কুমারী মনীষা সাধু। পৃষ্ঠপোষক সদস্য :—শ্রীনির্মলকুমার মুখোপাধ্যায় (হিসাব পরীক্ষক) ও শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ চট্টোপধ্যায়। সাধারণ বিভাগ :- শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস ও শ্রীঅমর বন্ধু হালদার।

কিশোর বিভাগ :—শ্রীগণেশ চন্দ্র রুদ্র। মহিলা বিভাগ :—কুমারী ঝর্ণা ঘোষ। কর্মী পরিষদ :– কুমারী চন্দ্রা বিশ্বাস ও শ্রীশ্যামসুন্দর সাধু। সরকারী প্রতিনিধি :– শ্রীকমলেশ চন্দ্র বসু। স্বেচ্ছাগৃহীত :—কুমারী শুক্লা চট্টোপাধ্যায়।

পাঠাগারের উদ্যোগে বনগ্রামরত্ন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৭৩ তম জন্মোৎসব পালিত হয়। বিভূতিভূষণের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান, তাঁর রচনা পাঠ, আবৃত্তি, বক্তৃতা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে 'পথের পাঁচালী'র অমর স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅনিল কুমার মণ্ডল।

গত ৫ই আশ্বিন পাঠাগারে বনগ্রামরত্ন ডাঃ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিসভাও উদ্‌যাপিত হয়।

জনশিক্ষা মন্দির গ্রামীণ পাঠাগার। গাইঘাটা।

গত ৩০শে অক্টোবর পাঠাগারের পাঠচক্রের ৭ম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচ্য বিষয় ছিল—'সমাজের তথা দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক উন্নয়নে যুব-গোষ্ঠীর দায়িত্ব কতটুকু ?'

সভা পরিচালনা করেন পাঠাগারের সভাপতি শ্রীরাধাবল্লভ সাহা। আলোচনা সভায় কলেজ ও বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যোগ দিয়েছিলেন। প্রতি মাসেই পাঠাগারে এরূপ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বীরভুম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউন হল। সিউড়ী

কুণ্ডলা নিবাসিনী শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আবক্ষ শ্বেত মর্মর মূর্তি নির্মাণের জন্য সিউড়ি বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে ৩৫০২ টাকা দান করেছেন। তাঁর এই মহান দানের জন্য তিনি জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। নেতাজীর মূর্তির রূপদান করবেন কলকাতার প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীরমেশচন্দ্র পাল।

মেদিনীপুর

তরুণ সংঘ। ক্লাব ও লাইব্রেরী। মধ্য হিংলী।

সর্বজনীন দুর্গোৎসব উপলক্ষে সংঘের উদ্যোগে একটি শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। প্রদর্শনীটি সকলের প্রশংসা অর্জন করে। সংঘের উদ্যোগে ৪ টি নাটক অভিনীত হয়। এছাড়া সংঘের বিজয়া সম্মিলনীও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দেশপ্রাণ গ্রামীণ গ্রন্থাগার। কোলাঘাট।

গত ২রা অক্টোবর কোলাঘাট দেশপ্রাণ গ্রামীণ গ্রন্থাগারে জাতির জনক গান্ধীজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন শেখ সিরাজুল ইসলাম এবং সন্ধ্যায় একটি সভা হয়।

গ্রন্থাগারিক শ্রীনির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় গান্ধীজীর জীবন ও বাণী সম্পর্কে আলোচনা করেন।

১৫ই আগষ্ট গ্রন্থাগারে 'স্বাধীনতা দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীনির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় পাঁচ শতাধিক লোক উপস্থিত হয়েছিলেন।

সর্বোদয় পাঠাগার। তিলন্তপাড়া

সর্বোদয় পাঠাগারে 'গান্ধী জয়ন্তী' উৎসব উপলক্ষে ২৬শে সেপ্টেম্বর ভোর ৪টে থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত অবিরাম ৯৮ ঘণ্টা সূত্রযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। ২রা অক্টোবর বাদ্যযন্ত্র সহকারে প্রভাতফেরী হয় এবং সকাল ৮টায় তিলন্তপাড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীপ্রভাত কুমার দাস মহাশয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। মধ্যাহ্নে তিলন্তপাড়া নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ভোজন করানো হয়। অপরাহ্নে গ্রামবাসী, সর্বোদয় কেন্দ্রের কর্মিবৃন্দ এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রিগণ কর্তৃক ৯৮ মিনিট মৌনব্রত সহকারে সূত্রাঞ্জলি অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর সর্বোদয় পাঠাগার প্রাঙ্গনে স্থানীয় পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়ের সহাধ্যক্ষ শ্রীশ্যামাপদ মান্না মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। এই সভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন জলচক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়। পিংলা থানার অন্তর্গত নাড়াথা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত) শ্রীকিশোরীপতি মাইতি মহাশয়কে সর্বোদয় কেন্দ্রের সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী মহাপাত্র মহাশয় খাদির ধুতি ও জামা দিয়ে সম্বর্দ্ধনা জানান। সভায় সঙ্গীত, আবৃত্তি, হাস্যকৌতুক প্রভৃতি পরিবেশিত হয় এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গান্ধীজীর জীবনাদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

হুগলী

বিবেকানন্দ পাঠাগার। চাতরা

পাঠাগারের ১৩৭১ ও ১৩৭২ সালের মুদ্রিত কার্যবিবরণী থেকে জানা গেল, পাঠাগারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬৮ পুস্তকের সংখ্যা ১৫০০। পাঠাগারের কোন নিজস্ব ভবন না থাকায় স্থানীয় কালী মন্দিরের অর্দ্ধাংশ পাঠাগাররূপে ব্যবহার করা হয়। গত ২০শে অক্টোবর পাঠাগার প্রাঙ্গনে ৮ম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিধান সভার প্রাক্তন সদস্য ও সমবায় নেতা শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার সভাপতি, মহকুমা আরক্ষাধিকারিক শ্রীতুলাল চন্দ্র মজুমদার প্রধান অতিথি ও ডাঃ তারক ঘোষ বিশেষ অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে সদস্যগণ কর্তৃক শ্রীশৈলেন গুহ নিয়োগী রচিত 'ঝর্ণা' নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।

প্রতি বৎসরের ন্যায় গত দুই বৎসরও পাঠাগারের পক্ষ থেকে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা হয়। এছাড়া, স্বাধীনতা দিবস, গ্রন্থাগার দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস এবং মনীষীদের জন্মোৎসব পালন করা হয়।

বার্ষিক ১২ টাকা চাঁদার বিনিময়ে হুগলী ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী থেকে নিয়মিতভাবে মাসে ২০ খানি পুস্তক এই প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়। আগামী তিন বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিয়ে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় :—

ডাঃ এ, সামাদ সভাপতি, শ্রীপাঁচুগোপাল দত্ত সহঃ সভাপতি, শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ সম্পাদক, শ্রীপ্রশান্ত বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীশিশির সাঁতরা সহঃ সম্পাদক. শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ কুণ্ডু কোষাধ্যক্ষ, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী হিসাব পরীক্ষক, শ্রীরণজিৎ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগারিক এবং সর্বশ্রী বাদলচন্দ্র শেঠ, শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, তুষারকান্তি কুণ্ডু, সুমার কান্তি কুণ্ডু ও গজেন্দ্র নাথ দাস কার্যকরী সমিতির সদস্য।

News from Libraries.

গ্রন্থাগারিক সংবাদ

কান্তিভূষণ রায় স্মরণে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মী বন্ধুবর কান্তিভূষণ রায় আর নেই এ সংবাদ কিছুতেই বিশ্বাস পারছিলাম না। গত ৩রা নভেম্বর রাত ৩ টেয় নদীয়া জেলার আড়ংঘাট থানার অন্তর্গত সবদালপুর গ্রামে নিজগৃহে তিনি অকস্মাৎ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মাত্র ৩৯ বছর বয়সেই এরূপ একটি সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনের অবসান হবে একথা কি আমরা ভাবতেও পেরেছিলাম!

কান্তিভূষণ খুব নামকরা কেউ ছিলেন না, বড় গ্রন্থাগারিকও ছিলেন না। কিন্তু তিনি কলকাতার গ্রন্থাগারিক মহলে অপরিচিত ছিলেন না। বিশেষ করে, তিনি আমাদের অনেকেরই ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। স্বভাবে কোমল ও কঠোর, সদা হাস্যোজ্জ্বল আমাদের এই বন্ধুটি যে চিরদিনের মতো হারিয়ে গেলেন তা এখনও ঠিক যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছিনা।

১৯৪৫ সালে প্রাক্তন সৈনিক, দীর্ঘদেহী কান্তিভূষণ জাতীয় গ্রন্থাগারে সর্টার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর একে একে ইন্টারমিডিয়েট, বি এ, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট ইত্যাদি পরীক্ষার পর পরীক্ষা পাশ করে যেমন নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়িয়েছিলেন, তেমনি কর্মক্ষেত্রেও সুদক্ষ কর্মী হিসেবে তাঁর নাম হয়েছিল এবং

পদোন্নতিও তাঁর হয়েছিল। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গোড়ার যুগের কর্মী ছিলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯৫৭ সালে তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারের কাজ ছেড়ে যাদবপুরে যোগদান করেন। ১৯৬০ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৬৫ সালে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে এম এ পরীক্ষায়ও পাশ করেন।

কান্তিভূষণ নিজগ্রামে এবং আড়ংঘাটা অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি অঞ্চল পঞ্চায়েতের এবং স্থানীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন। শেষযাত্রায় বিরাট এক জনমণ্ডলী শোভাযাত্রা সহকারে স্থানীয় শ্মশানে তাঁর অনুগমন করেন।

কলকাতায় এই দুঃসংবাদ পৌঁছালে কান্তির কয়েকজন সহকর্মী আড়ংঘাটায় গিয়ে তাঁর পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বৃদ্ধ পিতা-মাতা, স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা এবং দুই ভাইকে রেখে গেছেন।

পূজাবকাশের পর গত ৭ই নভেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে খোলার সঙ্গে সঙ্গেই এই উপলক্ষে বন্ধ হয়ে যায় এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে অপরাহ্ণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সংঘের আহ্বানে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহেমচন্দ্র গুহের সভাপতিত্বে আর একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার মহোদয় ও শিক্ষকবৃন্দ এবং কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

কান্তিভূষণ গ্রন্থাগার পরিষদের কাজকর্মে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ইদানিং নানাকাজে জড়িত থাকায় পরিষদ অফিসে তাঁর বড় একটা আসা হয়ে উঠত না। এই লেখক তাঁর সহপাঠী বন্ধু। এই সেদিন, গত ৯ই অক্টোবর তিনি পরিষদ অফিসে এসেছিলেন এবং আজকাল পরিষদ অফিসে আসতে পারেন না বলে লেখকের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। এরপর থেকে মাঝে মাঝে তিনি এখানে আসবেন বলে কথাও দিয়েছিলেন। কিন্তু কান্তি তাঁর সে প্রতিশ্রুতি আর রক্ষা করতে পারলেন না।

—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। ৯।১১।৬৬

পরিষদ কার্যালয়ে শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়ের ইয়োরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা

গত ৫ই নভেম্বর পরিষদের প্রাক্তন কর্মসচিব শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর সাম্প্রতিক ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি ইওরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয়ে এক ভাষণ দেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সহঃ-সভাপতি শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সভার শেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিষদ কাউন্সিলের সদস্য ও রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক দীনেশচন্দ্র সরকার।

তাঁর ভাষণে বলেন, ইংল্যাণ্ডের গ্রন্থাগারব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থা উভয়ই যথেষ্ট উন্নততর, সুষ্ঠু গ্রন্থাগার আইনের জন্য ওখানকার সাধারণ পাঠাগারগুলিতে বিনা চাঁদায় গ্রন্থ পাঠের সুবিধা যে কোন পাঠকই পেতে পারেন। ওখানকার শিক্ষণ পদ্ধতিও যথেষ্ট উন্নত ধরণের। প্রতিটি ছাত্রকেই বিশেষ যত্নের সঙ্গে প্রতিটি বিষয় শিখিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়। হাতে কলমে শেখাবার ব্যবস্থাও ওখানে খুবই ভাল।

ইংল্যাণ্ড ছাড়া অন্যান্য যে সব দেশে তিনি গিয়েছেন তার মধ্যে পশ্চিম জার্মানীর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই, তবে ফ্রান্সের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তাঁর কাছে মোটেই আশাপ্রদ বলে' মনে হয়নি। ফ্রান্সে খুব সম্প্রতি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ চালু করা হয়েছে এবং মাত্র একটি কেন্দ্র থেকেই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। তাঁর ধারণা, ইওরোপের যেসব দেশে তিনি গিয়েছেন তার মধ্যে একমাত্র ইংল্যাণ্ড ছাড়া অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশ খুব পিছিয়ে নেই এবং কোন কোন দেশের তুলনায় আমাদের দেশ এগিয়েই আছে বলতে হবে। লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী দেখে তাঁর খুবই ভাল লেগেছে। ওখানকার কাজকর্মও যথেষ্ট সুন্দর ও উন্নত ধরণের। বই ছাড়াও অনেক দুষ্প্রাপ্য দলিল ও চিঠিপত্র ওখানে সযত্নে সঞ্চিত আছে।

ওয়েষ্ট মিনিষ্টার পাবলিক লাইব্রেরীতে বই দেওয়া নেওয়ার ব্যবস্থা খুবই দ্রুততর। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ওঁরা প্রচুর পাঠককে বই দেন। ওখানে টোকেনের সাহায্যে চার্জিংয়ের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

তমলুকে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের সভা

গত ২৯।৯।৬৬ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ২টায় তমলুকে মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির অধিবেশনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। সভাপতি শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য 'বীরসিংহের সিংহ শিশু' বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রতিভা ও বিরাট ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর মেদিনীপুর জেলার কোথাও যাতে গ্রন্থাগারের কাজ কিছুমাত্র ব্যাহত না হয় এবং উত্তরোত্তর অগ্রগতির পথে চলতে সমর্থ হয় তার জন্য গ্রন্থাগারকর্মী মাত্রকেই একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সদা জাগ্রত দৃষ্টি রাখবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। অভাব অনটনের তাড়নায় যাতে কর্মীগণ কর্তব্যচ্যুত হয়ে না পড়েন তার প্রতি জনসাধারণ ও জাতীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

পরিশেষে, গ্রন্থাগারে সেবার কার্য সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার নিমিত্ত গ্রন্থাগারের কর্মীদিগের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া আবশ্যকবোধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির মেদিনীপুর শাখার সভ্য হবার জন্য আবেদন জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়.

Librarians in the news.

পরিষদ কথা

কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধিবেশন

গত ৯ই অক্টোবর '৬৬ শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তের সভাপতিত্বে কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। পূর্বসভার কার্যবিবরণী পঠিত ও গৃহীত হয়। এই প্রসঙ্গে পরিষদের কর্মসচিব শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় জানান, নদীয়া, বালুরঘাট, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় আগামী গ্রন্থাগার সম্মেলনের বিষয়ে পত্র লিখে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। পরিষদের গৃহনির্মাণের পথে অগ্রগতি যথেষ্ট আশাপ্রদ; কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট কর্তৃক বাড়ীর প্ল্যান অনুমোদনের প্রয়োজন হবে এবং তা অনুমোদন করানো খুব কষ্টকর হবেনা। আর এটা হয়ে গেলেই কলকাতা কর্পোরেশনও প্ল্যান মঞ্জুর করবেন বলে আশা করা যায়।

গৃহনির্মাণ সমিতির সম্পাদক শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী বলেন, হয়তো আগামী ২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবসে' গৃহনির্মাণের কাজ শুরু করা সম্ভব হবে।

গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের নাম প্রস্তাবিত হয়। রাষ্ট্রপতিকে পাওয়া না গেলে ডঃ এস, আর, রঙ্গনাথনকে এজন্য অনুরোধ করা হবে বলে স্থির হয়।

বেতন ও পদমর্যাদা বিষয়ক সমিতির সম্পাদক শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী বলেন, শিক্ষা দিবসে আয়োজিত মিছিলে যোগদানের সিদ্ধান্ত কার্যকরী সমিতির এক সভায় অনুমোদিত হয়েছিল কিন্তু সভায় স্থির হয় যে এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিষদের কাউন্সিলে আলোচনা করে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা উচিত। শেষ পর্যন্ত ঐ মিছিলে আর যোগদান করা হয়নি। ফলে কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে আন্দোলনের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করে আজ সঠিক পথে অগ্রসর হবার সময় এসেছে।

অতঃপর বেতন ও পদমর্যাদা বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। স্থির হয় যে, আন্দোলন নিশ্চয়ই চালিয়ে যেতে হবে।

সংগঠন ও সংযোগ সমিতির সম্পাদক শ্রীচঞ্চলকুমার সেন বলেন, জেলায় জেলায় সভা করার যে পরিকল্পনা পরিষদের কাউন্সিলে গৃহীত হয়েছিল তদনুযায়ী ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড লাইব্রেরী এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মীদের যৌথ উদ্যোগে তমলুকে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় কর্মীদের নানারূপ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয়। দুর্গাপুরে ক্যাম্প ট্রেনিং-এর বিষয়ে পর পর কয়েকটি চিঠি দিয়েও কোন উত্তর পাওয়া যায়নি—সুতরাং এ পর্যন্ত ক্যাম্প ট্রেনিং-এর কোন ব্যবস্থা করা যায়নি। আগামী সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্যে গ্রন্থাগার আইনের সমর্থনে নির্বাচনপ্রার্থীদের নিকট পাঠানোর জন্য প্রচার পুস্তিকা প্রণয়নের কাজ অনেকটা এগিয়েছে।

'গ্রন্থাগার' ও প্রকাশন সমিতির সম্পাদক শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের লেখকদের প্রাপ্য রয়ালটি মিটিয়ে দেবার জন্য প্রকাশন সমিতির সুপারিশ কার্যকরী সমিতির সভায় গৃহীত হয়। বছরের শেষে এই কাজ করা হবে। সম্প্রতি দুইখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য পরিষদের কাছে এসেছে। এর একটির লেখক শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য ও অপর খানির লেখক হলেন শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা সম্পর্কেও সভায় বিবরণী পেশ করা হয়। পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহে সকলকে সচেষ্ট হতে অনুরোধ জানান হয়।

হিসাব ও অর্থবিষয়ক সমিতির সম্পাদক শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আগষ্ট মাস পর্যন্ত আয়ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হয়েছে।

কারিগরী পঠনপাঠন সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীফণিভূষণ রায় বলেন—নতুন কোর্স খোলা সম্পর্কে শিক্ষণ সমিতির অনুমোদন পাওয়া গেছে। তবে সম্প্রতি ইয়াসলিকও একটি কোর্স খুলেছেন। তাঁদের সিলেবাসও দেখা প্রয়োজন।

শ্রীঅমিতাভ বসু বলেন, ৺তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের নামে একটি পদক দেওয়ার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। সভায় ৺সুশীল ঘোষ মহাশয়ের নামেও পুরস্কারের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব হয়।

Association notes.

চিঠি-পত্র

বৃত্তি শিক্ষণ প্রসঙ্গে

মহাশয়,

কলকাতার দু'টি গ্রন্থাগার পরিষদ BLA ও IASLIC সম্প্রতি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা প্রবর্তন করতে চলেছেন। এঁরা নিশ্চয়ই না ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্তে পৌছান নি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ব্যাপারে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে অন্য কোন বৃত্তিতে সেরূপ আছে কিনা জানিনা। তবে এই প্রসঙ্গে দুটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই।

সেদিন এক ভদ্রমহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি করি বলুন তো? কোথায় ভর্তি হওয়া যায়?

(১) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্স, (২) Women's polytechnic এর ডিপ্লোমা (৩) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা (৪) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের B. Lib. Sc. ডিগ্রী (৫) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উচ্চতর পাঠ (৬) IASLIC-এর নবপ্রবর্তিত কোর্স (৭) INSDOC-এর ট্রেনিং (৮) DRTC-র ট্রেনিং (৯) দিল্লীর M. Lib. Sc. (১০) বারানসীর M. Lib. Sc.

—উপরের দশটি কোর্সের কোনটিতে ভর্তি হওয়া যায় সে বিষয়ে তিনি আমার পরামর্শ চাইলেন। মহিলাটি একটি বিশেষ গ্রন্থাগারের কর্মী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী-ধারিণী। তাঁর পক্ষে হয়তো কলকাতা অথবা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্লাসে ভর্তি হওয়ার অসুবিধা হবে না—এই কথা তাঁকে জানালে তিনি বল্লেন যে, গত তিন বছর ধরে ভর্তির চেষ্টা করে তিনি ক্রমাগত ব্যর্থ হয়েছেন। এবারেও কলকাতা ও যাদবপুর দু'জায়গাতেই ভর্তির দরখাস্ত করেছিলেন কিন্তু দুজায়গা থেকেই তাঁকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে। অন্যান্য কোর্সের কথা জানিনা, কলকাতা ও যাদবপুরে দেখা যাচ্ছে গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন এবং পরবর্তী জীবনে গ্রন্থাগারবৃত্তিতে আসেন না, এমন অনেকেই পড়বার সুযোগ পাচ্ছেন আর প্রকৃতই যাঁরা গ্রন্থাগারে কাজ করেন তাঁরা বার-বার চেষ্টা করেও ভর্তি হতে পারছেন না। তাহলে এত সব কোর্স খুলে লাভ কি?

আর একটি দিকও আছে। সেটা হচ্ছে নিয়োগকর্তাদের দিক। সেদিন কোন এক বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থার গ্রন্থাগারের একটি পদের চাকুরী প্রার্থীদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নানারকম সার্টিফিকেট দেখে নিয়োগকর্তা বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। নিয়োগ-কর্তা অতশত বোঝেন না। প্রার্থীকে সায়েন্স গ্রাজুয়েট এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ট্রেনিং-প্রাপ্ত হতে হবে বলে তিনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। চাকুরী প্রার্থীদের মধ্যে দু'জন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেটধারী, একজন যাদবপুরের ডিগ্রিধারী ও অপরজন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাধারী। ইণ্টারভিউ বোর্ডে যাঁরা ছিলেন

তাঁরা বিজ্ঞানী, গ্রন্থাগারবিজ্ঞানী নন। প্রত্যেক প্রার্থীই উত্তর দিয়েছিলেন তাঁদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে—কোন একজন প্রার্থীর উত্তরের সঙ্গে অপর প্রার্থীর উত্তরের কোন সামঞ্জস্য ছিল না। তাছাড়া কোর্সের রকমফের দেখে নিয়োগকর্তা হতবুদ্ধি! কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রার্থীর মধ্যে কাকে প্রাধান্য দেওয়া যায় তাই নিয়ে ইণ্টারভিউ বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ আলোচনা হয়েছিল :—

১ম বৈজ্ঞানিক--'ক' বাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত। শত হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ বছরের বিরাট ঐতিহ্য; আর যাদবপুর তো সেদিনকার ব্যাপার!

২য় বৈজ্ঞানিক (ইনি জুনিয়র)—কিন্তু স্যর, 'খ' বাবু ডিগ্রীধারী। আপনিই বলুন স্যর, ডিগ্রী আর ডিপ্লোমা কি কোথাও এক হয়?

সম্পাদক মশাই, ভেবে দেখুন আমরা কোন পথে চলেছি! ইতি—২২-৮-৬৬

শ্রীসুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বেহালা।

'একটি প্রস্তাব'

মহাশয়,

আশ্বিন, ১৩৭৩ সংখ্যা 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা বিষয়ে সুসংগঠিত আন্দোলনের জন্য সর্বক্ষেত্রের সর্বশ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কর্মী সংগঠন গড়ার যে প্রস্তাব শ্রদ্ধেয়া বাণী বসু দিয়েছেন তা আমার কাছে খুবই সুচিন্তিত ও সুন্দর প্রস্তাব বলে মনে হয়েছে এবং এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কে এই প্রস্তাবিত সংগঠনটি গড়ে তোলার জন্য প্রথম উদ্যোগী হয়ে প্রাথমিক কাজে অগ্রসর হবেন? এ বিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কোন কাজ করতে পারেন কিনা? শ্রীযুক্তা বাণী বসু তো বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একজন সক্রিয় কর্মী। তাঁর ধারণায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ট্রেড ইউনিয়ন পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা-বৃদ্ধির জন্য সরাসরি উদ্যোগী হতে পারেন না। কিন্তু সবিনয়ে তাঁকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে তাহলে বেতনাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য সরকার কেনই বা ডেকে পাঠান আর তাঁরাই বা কেন সেখানে গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব করতে যান? আন্দোলন সংগঠন করতে যাঁরা নানা কারণে অপারগ তাঁদের বক্তব্য কর্তৃপক্ষকে যে মোটেই প্রভাবিত করতে পারবে না একথা বলাই বাহুল্য। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়তে পারেন না এবং আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারবেন না বলেই যদি মনে করেন তবে তাঁরা কেন মাঝে মাঝে Pay & Status Committee গঠন করে এবং মাঝে মাঝে একটি দু'টি মনভেজানো ডেপুটেশন দিয়ে অথবা কয়েক হাজার পোষ্টার ছাপিয়ে, হল ভাড়া করে দু'একটি সভা করে গ্রন্থাগার কর্মীদের মনে চমক লাগাতে যান?

তাই শ্রদ্ধেয়া বাণী বসুর মত একজন সক্রিয় কর্মী ও অন্যান্য পরিষদ কর্মীদের কাছে অনুরোধ, আশার আলেয়া সৃষ্টি না করে আপনারাই কয়েকজন কর্মী এগিয়ে এসে আপনারই প্রস্তাব অনুযায়ী একটি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন অবিলম্বে গড়ে তুলুন। ভয় কিসের? আমরা অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে হাত মেলাবো। আর যে দু'টি সংগঠন এখন বেতন ও মর্যাদার প্রশ্ন নিয়ে বিচ্ছিন্ন এবং অত্যন্ত শ্লথভাবে পরিচালিত আন্দোলন করছেন বা করতে চেষ্টা করছেন—তাঁরা বোধ হয় শ্রীযুক্তা বসুর প্রস্তাবমত একটি সংগঠন পেলে সমস্ত বিতর্ক পরিহার করে আপনাদের সঙ্গে অবশ্যই হাত মেলাবেন—অবশ্য সততার অভাব না থাকলেই তা সম্ভব।

এ উদ্যোগ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্তমান কয়েকজন প্রথম সারির কর্মীর তরফ থেকে না নিলে সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষে তা কখনই সম্ভব হবে না বলে মনে করি। শুধু প্রস্তাব ছাপিয়ে কর্তব্য না সেরে প্রস্তাবকে কার্যকরী করবার জন্যও যে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন একথা একবার সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ না হয় একটি 'বিদ্বৎ সংস্থা' হয়েই রইল—কিন্তু গ্রন্থাগার কর্মীরা তো আর তাঁদের ভালমন্দের ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারেন না। দুঃখের বিষয়, পরিষদের কয়েকজন কর্মী—যাঁরা আমাদের অসাধারণ ভরসার স্থল—তাঁরা দিন দিন কেমন যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছেন। ইতি ৯।১১।৬৬

শ্রীতাপস সেন, কলকাতা-৯

প্রতিবাদের প্রতিবাদ

মহাশয়,

'গ্রন্থাগার'-এর ভাদ্র ১৩৭৩ সংখ্যায় শ্রীঘনশ্যাম রায় জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার পত্রের প্রতিবাদ করিয়া আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার পত্রের সুন্দর ভাষার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ। আমার পত্রে বলা হইয়াছিল, 'তুষার স্মৃতি গ্রন্থ-নিকেতনে'র পরিচালক সমিতির সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের মতের অমিল হওয়ায় গ্রন্থাগারিক পদত্যাগ করেন। ঘনশ্যাম বাবু ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। সবিনয়ে নিবেদন করিতে চাই—এই সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে যদি কাহারও সন্দেহ থাকে তবে তিনি 'তুষার স্মৃতি গ্রন্থ-নিকেতনে'র ভূতপূর্ব গ্রন্থাগারিক শ্রীবাসব সামন্ত গ্রাম - করার পোঃ কল্যাণপুর, জেলা মেদিনীপুর অথবা ডি. এস. ই.-ও মেদিনীপুর—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারেন। ঐ গ্রন্থাগারিক চলিয়া যাওয়ার পর এখনও কোন গ্রন্থাগারিক সেখানে নাই। ইতি ১।১০।৬৬

শ্রীনির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কোলাঘাট
দেশপ্রাণ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর।

[এই সম্পর্কে আর কোন বাদানুবাদ 'গ্রন্থাগার'-এ প্রকাশ করা হবে না।—সঃ গ্রঃ]

অবৈতনিক গ্রন্থাগার না বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ?

মহাশয়,

'ভাদ্র' সংখ্যায় শ্রীভণ্ডুলানন্দ শর্মার "এই কলকাতায় এখন" বেশ ভালো লাগলো। কিন্তু শ্রদ্ধেয় বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের "লণ্ডনের চিঠি" আর প্রকাশ করছেন না কেন? "ভাদ্র" সংখ্যার "জনশিক্ষা বিস্তারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা" প্রবন্ধে ২৪৩ পৃষ্ঠায় লেখক বলেছেন "একদিকে যেমন চাই—অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন সেইরূপ চাই—গ্রামে গ্রামে ও শহরে শহরে অবৈতনিক গ্রন্থাগার।" আমার মনে হয় 'অবৈতনিক গ্রন্থাগার' স্থলে 'বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা' হওয়া উচিত। ইতি—

শ্রীবিল্বমঙ্গল ভট্টাচার্য।

১০।১০।৬৬

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক

মহাশয়,

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ সম্পর্কে সংশোধিত বেতনহার চালু হওয়ার কথা বলা হয়েছে (DPI Circular No. 3641—END(D) dt. 15th Oct. '63 revised scales of pay prescribed with effect from 1.4.61.) ।

দশ হাজারের ওপর বই আছে এমন বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক যদি গ্রাজুয়েট ও ডিপ্ লিব্ হন তাহলে ২০০৲—৪০০৲ হারে বেতন পাবেন এবং ঐ একই শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী গ্রন্থাগারিক দশ হাজারের কম বই আছে এমন গ্রন্থাগারে নিযুক্ত হলে বেতন পাবেন ১৬০৲—২৯৫৲ টাকা। ইণ্টারমিডিয়েট এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট পাশ গ্রন্থাগারিক পাবেন ১১৫৲—১৮৫৲ টাকা। ১৯৬১ সাল থেকে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা উঠে গেছে। কিন্তু বর্তমানে যাঁরা উচ্চ মাধ্যমিক বা প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা পাশ এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত তাঁরা ইণ্টারমিডিয়েটের সমতুল্য বলে গণ্য হচ্ছেন না। বিভিন্ন জেলায় এইরূপ গ্রন্থাগারিকেরা এক অনিশ্চিয়তার মধ্যে কাজ করছেন। বিষয়টি সম্পর্কে পরিষদের পক্ষ থেকে শিক্ষাদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রয়োজন এবং এর সংশোধনের জন্যও চেষ্টা করা উচিত।

শ্রীসনৎ কুমার চট্টোপাধ্যায়

জগমোহন মুখার্জী লেন, চাতরা, হুগলী।

(তারিখ বিহীন ; আগষ্ট মাসে প্রাপ্ত)

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৮ } ১৩৭৩, অগ্রহায়ণ

॥ সম্পাদকীয় ॥

ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আইন

আজকের দুনিয়ায় উন্নত ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যে সকল দেশে চালু আছে সেখানে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য আইনও বিধিবদ্ধ হয়েছে দেখা যায়। সোভিয়েত ও চীনের কথা অবশ্য সঠিকভাবে জানা নেই, কিন্তু আমাদের পরিচিত দুনিয়া ইউরোপ-আমেরিকায় গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের চেষ্টা শুরু হয়েছিল এক শতাব্দীকাল পূর্বেই। ইংলণ্ডে তো ১৮৫০ সালেই গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়।

ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের প্রচেষ্টা হয়েছিল ইংরেজ আমলেই; কিন্তু সে সময়ে এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। শ্রীযুত এস. আর. রঙ্গনাথন ১৯৩০ সালে বারাণসীতে নিখিল এশীয় শিক্ষা সম্মেলনে একটি মডেল লাইব্রেরী অ্যাক্টের খসড়া উপস্থিত করেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় বঙ্গীয় আইন পরিষদে একটি গ্রন্থাগার বিল পাশ করাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এর পর মাদ্রাজে ১৯৩৩ সালে এবং ১৯৩৭ সালে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু সে প্রচেষ্টাও সফল হয়নি। পরে ১৯৪২ সালে ডঃ রঙ্গনাথন বোম্বাই-এ নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনে যে মডেল পাবলিক লাইব্রেরী অ্যাক্ট উপস্থাপিত করেন তাকে ভিত্তি করেই স্বাধীনতা লাভের পরে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে অন্ধ্ররাজ্যেও গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছে। এই দুই রাজ্যেরই প্রবর্তিত গ্রন্থাগার আইনে প্রচুর ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে এবং তার বিস্তর সমালোচনাও এ পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু কোন দেশেই এ পর্যন্ত এমন একটি সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি যা পরে সংশোধন না করার প্রয়োজন হয়েছে।

ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের বিরোধিতা করে কেউ কেউ বলেন, ইংলণ্ড বা আমেরিকায় যে জনমতের চাপে গ্রন্থাগার আইন পাশ হয়েছিল আমাদের দেশের সে অবস্থা আসতে এখনো অনেক দেরী। তাছাড়া কেবলমাত্র আইন করেই সবকিছু প্রবর্তন করা যায় না। তার পেছনে জনসমর্থন থাকা চাই। একদা আমাদের দেশে তো বিধবা-বিবাহও আইনসিদ্ধ হয়েছিল কিন্তু বিধবা-বিবাহ চালু হয়েছে কি?

কিন্তু ইংলণ্ড-আমেরিকায় যে অবস্থার চাপে যে সময়ে গ্রন্থাগার আইন পাশ হয়েছে আমাদের দেশে সেরূপ অবস্থা কোনদিন নাও আসতে পারে। তাছাড়া বর্তমান দুনিয়ার পরিবর্তন হচ্ছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। উন্নত হোক আর অনুন্নতই হোক বর্তমানে দুনিয়ার প্রত্যেক জাতিই খুব নিকট সম্পর্কে এসেছে। অপরের সহযোগিতা ছাড়া আর কোন কাজই বর্তমানে চলে না। তবুও ইংলণ্ড-আমেরিকার সাথে আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ধারা যে হুবহু একরকম হবে একথা আশা করা যায়না। ভারতবর্ষ যদিও নানা দিক দিয়ে অনুন্নত দেশ কিন্তু কোন কোন বিষয়ে যে আমরা সমগ্র দুনিয়ার সঙ্গে সমান তালে অগ্রসর হতে চলেছি একথাও অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া ইংলণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা বা সুইডেনের মত যদি ভারতবর্ষ একটি ছোট দেশ হত তাহলে কোন সমস্যাই ছিলনা। ভারতবর্ষ বিশাল দেশ। এখানে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন আচার-ব্যবহার, বিচিত্র রীতি-নীতি বিবিধ জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সুতরাং ভারতবর্ষে একটি সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার আইনের প্রবর্তনের পথে যে বিস্তর বাধা আছে একথা অস্বীকার করা যায়না।

তাছাড়া আজও ভারতবর্ষে সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা যায়নি। শতকরা ৭০ জন নিরক্ষর ভারতবাসীর স্বভাবতই গ্রন্থাগার আইনের অনুকূলে বা প্রতিকূলে কোনরূপ মনোভাবই নেই। সুতরাং এভাবে জনসমর্থন আছে কিনা তা ঠিক বোঝা যাবেনা। যে কারণে ইংলণ্ড-আমেরিকায় গ্রন্থাগার আইনের বিরোধিতা করা হয়েছিল আমাদের দেশে বিরোধিতা যদি আসে তবে ঠিক সেই কারণেই আসবেনা। গ্রন্থাগার কর বা Library Cess এর প্রশ্নে বিরোধিতা হতে পারে বলে অনেকে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের আপত্তি করেন। কিন্তু সম্পত্তির অনুপাতে কর ধার্য হলে বোধ হয় এই আপত্তি টেঁকে না।

আইন না করে Administrative measure-এর সাহায্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন; কিন্তু ব্রিটেন, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, স্কাণ্ডিনোভিয়া প্রভৃতি যে সকল দেশে ভাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু হয়েছে সে সকল দেশেই আইন পাশ করতে হয়েছে, অন্য কোন পন্থার কথা চিন্তা করা হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালার জন্য বহুকাল পূর্বেই ডঃ রঙ্গনাথন খসড়া গ্রন্থাগার বিল প্রণয়ন করেছিলেন কিন্তু তা নিয়ে বিশেষ বিবেচনা করা হয়নি। সম্প্রতি ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য যে আদর্শ গ্রন্থাগার বিল (Model Library Bill) রয়েছে যদিও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তার অনেক পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করেন কিন্তু এই বিল প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন না। আমাদের মনে হয়, সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য একটি ফেডারেল গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের এখন সময় এসেছে।

Editorial : Library legislation in India

ফরাসী দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়

প্যারিস ভ্রমণের সময় বিব্লিওথেক ন্যাশনাল তথা ফরাসী দেশের সমস্ত গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার কর্ণধার মঁসিয়ে দেনারীর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হ'য়েছিল। অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমাকে সাদর আহ্বান জানিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ফরাসী দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিষয়ে আলোচনা ক'রলেন।

প্যারিসের গ্রন্থাগারসেবীদের মতে ফ্রান্সের জাতীয় গ্রন্থাগার বৃহত্ত্বের দিক্ থেকে লাইব্রেরী অফ্ কংগ্রেস এবং লেনিন লাইব্রেরীর পরের স্থান অধিকার করে। এর সুবিপুল গ্রন্থ-ভাণ্ডার, ইতিহাস এবং কর্মব্যবস্থার কথা এস্‌ডেল তাঁর "পৃথিবীর জাতীয় গ্রন্থাগার" গ্রন্থে সুবিস্তৃত আলোচনা ক'রেছেন। সুতরাং বর্তমান প্রবন্ধে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

তবুও জাতীয় গ্রন্থাগারকে বাদ দিয়ে ফরাসী দেশের গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার আলোচনা করা যায় না। জাতীয় গ্রন্থাগারের যিনি কর্ণধার তিনিই ফরাসী দেশের তাবৎ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রধান। অবশ্য এই ব্যক্তিটুকুই মাত্র জাতীয় গ্রন্থাগার ও অন্যান্য গ্রন্থাগারের সেতু। এই ব্যক্তির সম্পর্কটিকে ভুলে গেলে ফরাসী দেশের জাতীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে এদেশের অন্যান্য গ্রন্থাগারের তেমন ওতঃপ্রোত সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না।

গ্রন্থাগারের প্রচার হিসাবে ভাগ ক'রলে ফরাসী দেশের গ্রন্থাগারগুলোকে নিম্ন-লিখিত ভাবে ভাগ করা চলে। (১) জাতীয় গ্রন্থাগার · আর্শেনাল গ্রন্থাগার-এর একটি শাখা (২) সরকারী প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত গ্রন্থাগার (৩) বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত গ্রন্থাগার (৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার (৫) মুনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার (৬) কেন্দ্রীয় বহিঃ প্রদায়ক (lending) গ্রন্থাগার।

সরকারী প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত গ্রন্থাগার সম্বন্ধে একটা বিষয় বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করা যায় যে আমাদের দেশে এই জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্তৃত্ব সব সময়েই সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তার উপর ন্যস্ত। কিন্তু ফরাসী দেশে এই সমস্ত গ্রন্থাগারই গ্রন্থাগার-নিয়ন্ত্রণাধীন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, আমাদের দেশের বাণিজ্য বিষয়ক গ্রন্থাগারের নিয়ন্ত্রণ-ভার এই প্রতিষ্ঠানের কর্তার উপর অর্পিত। গ্রন্থাগারিককে তাঁর যাবতীয় কাজের নির্দেশ এঁর কাছ থেকে নিতে হয়। খুবই স্বাভাবিকভাবে ইনি গ্রন্থগার-বিশেষজ্ঞ নাও হ'তে পারেন। এই রকম সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলো প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র, একের সংগে অপরের সম্বন্ধশূন্য। আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত অনেক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার থাক্‌লেও এগুলোর সমন্বয়ের কোন ব্যবস্থা নেই। কেন বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগার-অধিকর্তার উপদেশ পাবার এঁদের সুযোগ নেই।

ফরাসী দেশে কিন্তু এমন নয়। সরকারী প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলোর পরিচালনা, সময় এবং ব্যবস্থাপনায় ও দেশে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা দেখা যায়। গ্রন্থাগার পরিচালনা বিষয়ক বিশেষ অংশে জাতীয় গ্রন্থাগারের অধিকর্তা সমস্ত গ্রন্থাগারেরই অধিকর্তা, প্রতিষ্ঠানের মূল অধিকর্তার উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপদেশও গ্রন্থাগারিকের মান্য। এই ব্যবস্থার সুবিধা অসুবিধা দুইই আছে। তবু মনে হয়, বোধ হয় অসুবিধার চেয়ে এতে সুবিধাই বেশী। যাই হোক, বর্তমান প্রবন্ধে এই বিষয় আলোচনার অবলম্বন অত্যন্ত সীমিত।

ফরাসী দেশে ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত গ্রন্থাগার আছে। এই সমস্ত গ্রন্থাগার অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ভোগ ক'রে থাকে।

ফরাসী দেশের ম্যুনিসিপ্যাল লাইব্রেরীগুলো পুরাতন। মঁসিয়ে দেনারীর মতে ম্যুনিসিপ্যালিটিগুলোকে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করবার ও কর সংগ্রহের অধিকার দিয়ে নিশ্চয়ই আইন বিধিবদ্ধ করা হ'য়েছিল; তবে সে আইনের পৃথক ক'রে উল্লেখ দীর্ঘকাল ক'রতে হয়নি। ম্যুনিসিপালিটির এই অধিকার জনসাধারণের কাছে আজ স্বতঃসিদ্ধ। ম্যুনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ একে তাঁদের স্বাভাবিক দায়িত্ব বলে মেনে নিয়েছেন। ফলে সন্দেহ বা বিতর্কের অবকাশ না থাকায় গ্রন্থাগার আইনের প্রকার, তার গ্রহণের তারিখ প্রভৃতি অনেক অনুসন্ধান না ক'রে আজ বলা শক্ত।

ফরাসী দেশে মোটের উপর ন্যূনাধিক ১৫০০ ম্যুনিসিপ্যাল লাইব্রেরী আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল থেকে এই সব গ্রন্থাগার পরিচালনার শতকরা ৩৫ ভাগ অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশেরও সামান্য বেশী সাহায্য করা হ'য়ে থাকে। এই অর্থ অবশ্য গ্রন্থাগার গৃহ নির্মাণে এবং আসবাব সংগ্রহে ব্যয় করা হয়। এছাড়া প্রয়োজনবোধে সরকার পৌনঃপুনিক ব্যয় নির্বাহেও সাহায্য ক'রে থাকেন।

এই ১৫০০ ম্যুনিসিপ্যাল গ্রন্থাগারের মধ্যে ৪১ টি বিশিষ্ট গ্রন্থাগার ব'লে পরিগণিত। এই সব গ্রন্থাগার পরিদর্শনের দায়িত্ব গ্রন্থাগার অধিকর্তা স্বয়ং পালন করেন এবং তিনিই এই সব গ্রন্থাগারের প্রধান গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করেন। বলা বাহুল্য, ম্যুনিসিপ্যাল গ্রন্থাগারের প্রথা অনুযায়ী এই নিয়োগে ম্যুনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের অনুমোদন থাকা প্রয়োজন।

সারা দেশের ম্যুনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার পরিদর্শনের জন্য গ্রন্থাগার অধিকর্তার অধীনে তিনজন পরিদর্শক আছেন। কিন্তু প্যারিস সহরের অন্তর্গত ২০টি ম্যুনিসিপ্যাল লাইব্রেরী সর্বাঙ্গীন আত্মকর্তৃত্বের অধিকারী। এই পরিদর্শক গোষ্ঠী প্যারিস সহরের এই ২০ টি গ্রন্থাগারের উপর কোন খবরদারী ক'রতে পারেন না। এটা নাকি প্যারিসের ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য প্রিয়তার স্বীকৃতি।

ম্যুনিসিপ্যাল লাইব্রেরী ছাড়া প্যারিসের গ্রামাঞ্চলের জন্য এবং ১৫০০০ লোকের চেয়ে কম লোক অধ্যুষিত সহরের জন্য কেন্দ্রীয় বহি-প্রদায়ক গ্রন্থাগার যুদ্ধোত্তর কালে

১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। ফরাসী দেশে ৯২টি জেলা আছে। এই জেলাগুলোকে এদেশে ডিপার্টমেণ্ট বলা হয়ে থাকে। এই ৯২টি ডিপার্টমেণ্টের ৪৩ টিতে কেন্দ্রীয় বহি-প্রদায়ক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। অবশ্যই এই প্রচেষ্টা এখনও অব্যাহত আছে। মঁসিয়ে দেনারী আশা করেন, ১৯৬৬ সালের অবসানে ৪৭টি ডিপার্টমেণ্টে এই জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবে।

কেন্দ্রীয় বহিঃপ্রদায়ক গ্রন্থাগারগুলো পুরোপুরি সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত। প্রত্যেক গ্রন্থাগারের সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার আছে। পুস্তক সম্ভার সঙ্গে করে নিয়ে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের চালক পল্লীতে পল্লীতে উপনীত হন। এই চালকই গ্রন্থাগারের একমেবা-দ্বিতীয়ম্ কর্মী, ইনিই গ্রন্থাগারের যাবতীয় পুস্তক আদান-প্রদান ক'রে থাকেন—ইনিই হিসাব, পরিসংখ্যান, সভ্য সংগ্রহ সব কিছুর দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। কিন্তু ফরাসী দেশের পল্লীবাসীরা বিনামূল্যে বই পড়তে পান না। প্রতি বইয়ের জন্য তাঁদের দশ সেণ্টিম ক'রে দক্ষিণা দিতে হয়। মনে হয়, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কাছে যাঁরা থাকেন তাঁদের বোধ হয় এই বাড়তি পয়সাটা দিতে হয় না। জানি না, এই বৈষম্যের অনুকূলে কর্তৃপক্ষ কী যুক্তি দেখাবেন। সহরের গ্রন্থাগারে হেঁটে এসে বই নিতে সময় ও পরিশ্রম লাগে—পল্লীর বেলায় তা' লাগবে না। এই যদি যুক্তি হয় তবে তা' খুব জোরালো ব'লে মনে হয় না। কেন না, পল্লীর মাত্র একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ী যেয়ে থামে। যাই হোক্, এই পয়সার হিসাবও ঐ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের চালককে রাখতে হয়।

ফরাসী দেশের গ্রন্থাগারকর্মীদের কিন্তু ইংলণ্ডের গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা লক্ষ্য করলুম। ইংলণ্ডে প্রত্যেক লোক নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার সুযোগের অধিকারী, ফরাসী দেশ এখনও সে ব্যবস্থা করতে পারে নি। এ বিষয়ে ওরা বেশ সচেতন হ'য়েছে এবং নিজেদের দেশে ইংলণ্ডের মত সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছে ব'লে মনে হল।

Library Service in France
By Bijoyanath Mukhopadhyay

অটোমেশন ও গ্রন্থাগার

সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

০ অটোমেশন বিজ্ঞান-গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও, শিল্পজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে ; কোন কোন পৌনঃপুনিক (repetitive) কাজের একঘেয়েমির মধ্যে এনেছে বৈচিত্র্য ; অনেক ক্ষেত্রে কার্যপ্রণালীকে ত্বরান্বিত, গতিশীল ও লাভজনক করেছে ; কাজের মান (standard) ঠিক রেখেছে এবং অনেক রকম ত্রুটিবিচ্যুতি অতিক্রম করে জটিল কাজকে সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করে চলেছে। এইভাবে কর্মীকে সাধারণ একঘেয়ে (monotonous), পৌনঃপুনিক কাজ থেকে মুক্ত করে তাঁর প্রতিভাকে অন্য কোন মহত্তর সৃষ্টিকর্মে (creative) নিয়োজিত করার সুযোগ এনে দিয়েছে।

০১ আবহাওয়ার পূর্বাভাষ গণনার ব্যাপারে অটোমেশন প্রভূত সহায়তা করে চলেছে। অঙ্কশাস্ত্রের জটিল প্রতিপাদ্যকে সমাধান করতে ও প্রমাণ করতে কম্প্যুটরকে কাজে লাগানো হচ্ছে। ১৯৩০ সালে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ই, ইউ, কনডন (E.U. Condon) nim খেলার জন্য একটি কম্প্যুটর উদ্ভাবন করেন। দাবা খেলার জন্যও এই যন্ত্রকে প্রোগ্রাম করা যেতে পারে। মহাকাশ সম্বন্ধীয় গবেষণার বিভিন্ন ধাপে নানারকম গণনায় এ যন্ত্রকে নিয়োগ করা হয়েছে। কোন একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বাতাসের ঘনত্ব (density), গতিবেগ (Velocity) প্রভৃতি নির্ণয়ে ৮ মিলিয়ন বিভিন্ন পর্যায়ে (Step) গণনা দরকার। এই দুরূহ কার্যের সমাধানে যে সময় হিসাব করা হয়েছে তার একটি তুলনামূলক তালিকা দেওয়া হল।

কার্যপ্রণালী (method)	**সময়**
পেনসিল ও কাগজ	১৫ বৎসর
ডেস্ক ক্যালকুলেটর	৪০ সপ্তাহ
প্রাচীন কম্প্যুটর (IBM-701)	২ মিনিট
আধুনিক কম্প্যুটর (IBM-7090)	৫ সেকেণ্ড

০২ এ ধরণের মেশিনকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া (Instruct) যেতে পারে যাতে করে এই মেশিন পড়া, লেখা থেকে আরম্ভ করে কপি করা, ফাইল করা, স্থানান্তর করা, তুলনা করা, খোঁজা, লজিক অনুযায়ী সমস্ত কাজ সম্পন্ন করতে পারে। এক কথায়, এই মেশিনকে ছাড়া বিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রেই গবেষণার কথা এখন আর চিন্তা করা যায় না।

০৩ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনিবার্যভাবেই, যুগ-প্রয়োজনে এর প্রয়োগ আরম্ভ হয়েছে।

অটোমেশন কি ?

১ এই প্রবন্ধে যান্ত্রিকীকরণ (mechanization) ও অটোমেশনকে (automation) সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে ধরা হয়েছে। যদিও দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে, কিন্তু সে প্রভেদ সামান্য।

১১ অটোমেশন সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে "mechanization plus automatic control." বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Lilley এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন "the introduction of highly automatic machinery which largely eliminate human labour and detailed human control."

উপরোক্ত অভিধা (definition) থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, যান্ত্রিকীকরণের পরের ধাপই হচ্ছে অটোমেশন।

১২ যান্ত্রিকীকরণ বা মেকানিজেশনের কয়েকটি সাধারণ উদাহরণ হিসাবে টাইপ-রাইটার, ডুপ্লিকেটিং মেসিন প্রভৃতিকে ধরা যেতে পারে। মেকানিজেশন কোন না কোন ভাবে বিভিন্ন কাজেই প্রয়োগ করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে মেকানিজেসন অর্থে উপরোক্ত সাধারণ মেসিনগুলিকে না বুঝিয়ে বিশেষভাবে কম্প্যুটরকেই বোঝানো হয়েছে। শুধু কম্প্যুটরই নয়, কতগুলি যন্ত্রসমষ্টির সমন্বয়ে ও সংযোগে যে একটি System তৈয়ার হয় (Automatic Data Processing System) এ প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে একটু আলোক-পাত করার চেষ্টা হয়েছে। যদিও কম্প্যুটর এই system এর মধ্যমণি, তবু কম্প্যুটর বললে কোন কোন সময় শুধু calculating machine-কেই বোঝায়। এজন্য এ প্রবন্ধে মেকানিজেশন, অটোমেশন ও কম্প্যুটরকে সমার্থবোধক হিসাবে ধরে নিলে আলোচনার সুবিধা হবে।

অটোমেশন কেন ?

২ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্রের (Five laws) এক প্রধান সূত্র হল—'Save the time of the reader' বা পাঠকের সময়কে বাঁচাও। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের এটি একটি মহামূল্যবান সূত্র। পাঠক যখন তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজছেন, তখন তাকে অল্প সময়ের মধ্যে সেই তথ্য খুঁজে পেতে সাহায্য করতে হবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীকে। কিন্তু এই তথ্যানুসন্ধানের কাজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত যতটা সহজ ছিল, এখন আর তত সহজ নেই। কেন সহজ নেই, কেন জটিল হতে জটিলতর অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে; সে প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করে নিলে অটোমেশনের ভূমিকা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

২১ জ্ঞানবিজ্ঞানের গবেষণা সীমাবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় প্রতিভাধরদের মধ্যে এবং

তাঁরা প্রায়ই বিচ্ছিন্নভাবে তাঁদের গবেষণাকার্যে নিযুক্ত থাকতেন। যেহেতু মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানী গবেষণাকার্যে নিযুক্ত থাকতেন, সেজন্য পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান অনেক সহজ ছিল। বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকাও অনেক কম ছিল এবং কোন বিজ্ঞানী সাধারণতঃ তাঁর বিষয়ের নামী পত্রিকায় তাঁর তথ্য সম্বন্ধে প্রচার করতেন।

২২ কিন্তু পরবর্তী সময়ে লোকসংখ্যার ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি, প্রয়োজনীয় জিনিসের অপ্রতুলতা এবং খনিজ সম্পদের বৈষম্যমূলক ভৌগলিক অবস্থিতি (distribution) এক বিরাট সমস্যা নিয়ে দেখা দিল। উৎপাদনের প্রয়োজনে, জনকল্যাণে বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যবহারের প্রয়োজন এলো। গবেষণাকার্য আর শুধু মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো না। জ্ঞানের রাজ্যের (Universe of Knowledge) রূপ বদলাতে লাগলো। শিল্পবাণিজ্যে যে জাতি উন্নত সে জাতি অন্য জাতির উপর প্রভুত্ব করতে আরম্ভ করলো, এক নতুন ধরণের সাম্রাজ্যবাদ স্থাপনের ইঙ্গিত দেখা দিল। বিজ্ঞানকে উৎপাদনের প্রয়োজনে নিয়োগ করা হল। সামাজিক ও যুগ-প্রয়োজনে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সমবায়পদ্ধতিতে গবেষণার সুত্রপাত হল। একজন পদার্থবিজ্ঞানীর পক্ষে আর সম্ভব হল না বলা, যে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের সব কিছু জানেন। এমন কি পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় রসায়নকে বাদ দেওয়া গেল না। তার ফলে, গবেষণায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা (dicipline) থেকে বিজ্ঞানীদের নেওয়া হতে লাগলো (Team research)। শুধু বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানীদেরই নয়, বিভিন্ন স্তরের বিজ্ঞানীদের। বিভিন্ন স্তর বলতে এখানে বোঝাতে চাইছি, গবেষণাকার্যের সহকারী থেকে আরম্ভ করে পরিচালক পর্যন্ত সবাইকে।

২৩ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সমরোপকরণ তৈয়ারী এবং পরমাণুবিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণাকার্যের জন্য আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে Manhattan Project, Los Alamos Laboratory ও অন্যান্য অনেক বিজ্ঞান-গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

২৪ উপরোক্ত সবগুলো কারণের ফল হিসাবে দেখা গেল বিজ্ঞান সাহিত্যের নানাদিকে অসংখ্য পত্র-পত্রিকার প্রকাশ। এ-সব পত্র-পত্রিকার প্রকরণে, সম্পাদনায়, সংবাদ ও তথ্য পরিবেশনায় নানাপ্রকার বৈচিত্র্য দেখা দিল এবং এই বৈচিত্র্যের ঢেউ এসে লাগলো গ্রন্থাগারের তথ্য নির্বাচনে, তথ্য আহরণে ও তথ্য পরিবেশনে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী এই তথ্যসমুদ্রে হাবুডুবু খেতে লাগলেন।

২৪১ Sheepage : শুধু যে তথ্য প্রকাশিত হতে লাগলো তাই নয়, রসায়ন সম্বন্ধে হয়তো কোন যুগান্তকারী প্রবন্ধ বেরুল বাটা কোম্পানীর বুলেটিনে। রসায়নবিদ রসায়ন সম্বন্ধে পত্র-পত্রিকা দেখতেই অভ্যস্ত। খুব স্বাভাবিকভাবেই, তিনি যে গ্রন্থাগারের পাঠক সেখানে সেই পত্রিকাটি থাকা সত্ত্বেও তিনি দেখলেন না। এই ঘটনার ৫।৬ মাস পরে সেই বিজ্ঞানী হয়ত ঐ বিষয়ের উপরেই গবেষণায় নিয়োজিত হলেন এবং যখন অনেক খরচপত্র করে, সময় ব্যয় করে প্রায় কাজ শেষ করে এনেছেন হঠাৎ একদিন

দেখতে পেলেন যে একটি নামকরা রসায়ন সম্বন্ধীয় পত্রিকায় ঐ বিষয়ের উপর গবেষণা লব্ধ ফল বেরিয়েছে এবং সেই প্রবন্ধটির তথ্যপঞ্জীতে (Bibliography) ঐ বাটা কোম্পানীর বুলেটীনের নাম আছে। এইভাবে একই গবেষণার পুনরাবৃত্তি (duplication) হবার ফলে এই বিজ্ঞানীর সময় ও অর্থ অপচয় হোল।

২৪২ আবার কোন কোন সময় বৈজ্ঞানিক তথ্য কোন পত্রিকা প্রভৃতিতে না বেরিয়ে কেবল বিশেষ বিশেষ দেশ, যাদের সঙ্গে নীতিগত কোন বিরোধ নেই, তাদের সঙ্গেই আদান-প্রদান হতে লাগলো। এই সব ক্ষেত্রে, সংবাদ আহরণে গ্রন্থাগারিকের সমস্যা সমধিক।

২৪৩ গবেষণা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন তথ্য এবং এই সব নতুন নতুন তথ্য আবার নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। তথ্যসমুদ্রের এই তরঙ্গকে "Literary Explosion" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উত্তাল তরঙ্গকে রোধিবে কে? বিভিন্ন সভা সমিতিতে (Conference, meeting) এ সমস্যা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে এবং সমাধানের অনেক রকম পন্থার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই বিরাট সমস্যার সমাধানে কোন ব্যবস্থাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বিজ্ঞানী, প্রকাশক, গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী সবাই তাঁদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত।

২৪৪ গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানীর সমস্যা নানাবিধ। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানীকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং যথাসম্ভব কম সময়ের ভিতরে এই সব সংবাদ পরিবেশন করতে হবে তার পাঠক মহলে।

২৪৫ Bibliographical control-এর প্রয়োজনে নানাপ্রকার abstracting periodicals প্রকাশিত হচ্ছে। এই সব abstracting periodicals-এর কলেবরও বৃদ্ধি পাচ্ছে ভীষণভাবে। এই সব পত্র-পত্রিকা থেকেও কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া সহজ নয়, যদি এর সূচী ভালভাবে করা না থাকে। প্রতি সংখ্যার সঙ্গে সূচী তো থাকেই, আবার মাসিক, ষান্মাসিক, বাৎসরিক, পঞ্চবার্ষিক, দশম বার্ষিক ক্রমচয়িত (Cumulative Index) সূচীও বেরয়।

২৪৫১ সূচীরও সমস্যা রয়েছে। বিষয় শিরোনাম (Subject heading) সমাধানের পথ নির্দেশ করতে পারল না। বিষয় শিরোনাম তালিকা (Subject heading list) বেরুবার কিছুদিনের মধ্যেই পুরনো (backdated) হয়ে যায়। তাই সূচী সম্বন্ধে নানাপ্রকার গবেষণা চলতে লাগলো। কোন্ term-এ পাঠক তাঁর অভীপ্সিত তথ্য খুঁজবেন তাও নির্ধারণ করা এক প্রকার অসম্ভব। তার ফলে সবগুলো সম্ভাবিত term সূচীতে Key-word হিসাবে দেওয়ার যৌক্তিকতা প্রচার করলেন Luhn। Luhn প্রবর্তিত নীতি সূচী-সমস্যা সমাধানে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। কিন্তু এখানেও term-এর ক্রম (Sequence) নির্দিষ্ট করার সমস্যা রয়েছে। পক্ষান্তরে, বিভিন্ন termকে পর্যায়ক্রমে

অন্ত term এর সহযোগিতায় উপস্থাপিত করতে হবে (Permutation and combination)। প্রত্যেকটি term থেকে approach-এর ব্যবস্থা করতে হলে সেটি মোটামুটি কি ভয়াবহ ও অমানুষিক ব্যাপার হতে পারে একটি উদাহরণ দিলে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। যদি দুটো term থাকে তাহলে দুভাবে ক্রম নির্দিষ্ট হতে পারে, ৩টি থাকলে ৬ ভাবে, ৪টি থাকলে ২৪, ৫টি থাকলে ১২০ এবং ৬টি থাকলে ৭২০ ইত্যাদি। এই অমানুষিক কাজে কম্প্যুটর নিয়োগ করে ফল পাওয়া গেল।

২৪৫২ সূচী তৈয়ার করা খুবই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। সাধারণতঃ পূর্বে Abstracting periodicals ভল্যুম শেষ হবার ৬।৭ মাস পরে এর লেখক-সূচী বেরিয়ে যেত, কিন্তু বিষয়সূচী বেরুতে এক বছরের উপর লেগে যেত এবং কোন তথ্য খুঁজতে গেলে প্রতি সংখ্যা খুঁজে যেতে হত অথবা এক বছরের অধিককাল অপেক্ষা করতে হত। কোন কোন গ্রন্থাগার এই অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য বিষয়সূচী তৈয়ার করতেন।

২৪৬ এই সময়ের দুস্তর ব্যবধানকে (Time lag) সংক্ষেপ করার জন্য কম্প্যুটরকে কাজে লাগিয়ে আশাতীত ফল পাওয়া গেল। তার ফলে Luhn প্রবর্তিত keyword পদ্ধতিতে কম্প্যুটরের সাহায্যে Chemical abstract, Biological science abstract প্রভৃতির সূচী দ্রুত তৈয়ার হতে লাগলো। শুধু সূচী সমস্যা সমাধানেই নয়, গ্রন্থাগারের অন্যান্য কাজ যেমন, সংবাদ সংগ্রহ করে রাখা, য়ুনিয়ন লিষ্ট তৈয়ার করা, গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) প্রভৃতি প্রণয়নে কম্প্যুটর প্রভূত সহায়তা করে চলছে। সুতরাং আমরা দেখতে পাই, অটোমেশনের সূত্রপাত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি মূল্যবান সূত্রকে প্রভাবান্বিত করছে।

ইতিহাস—

৩ অটোমেশন সম্বন্ধে গবেষণা চলে আসছে বেশ কয়েক শত বছর থেকেই। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ বছরের গবেষণালব্ধ জ্ঞান। Leibaitz ১৬৭৩ খৃঃ Desk Calculating Machine উদ্ভাবন করেন। Odhner ১৮৭৮ খৃঃ Desk Calculating Machine কে একটি নতুন রূপ দেন।

৩২ Automatic Calculating Machine :—১৮২৮ খৃঃ ক্যাম্ব্রিজের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক Charles Babbage যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেন। এ যন্ত্রটিতে ৫০টি digit store করা চলতো এবং Branching করা যেত। Charles Babbage উদ্ভাবিত এই যন্ত্রে input হিসাবে Punched card ব্যবহার করা হত। কিন্তু Charles Babbage উদ্ভাবিত এই অসম্পূর্ণ যন্ত্রটিকে কোন ঐতিহাসিক তাঁর বোকামি (folly) বলে বর্ণনা করেছেন। একশত বছর পরে, Charles Babbage উদ্ভাবিত সমস্ত ধারণাকেই আধুনিক কমপ্যুটর বিজ্ঞানে সবিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়।

Punched card Machines : ১৭৮০ খৃ: Joseph Marie Jackquard Loom Control Card উদ্ভাবন করেন। ১৮৮৬ খৃ: Dr. Herman Hollerith Tabulator যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। ১৮৯০ খৃ: আমেরিকায় লোকগণনায় যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়। Dr. Hollerith ১৮৯৬ খৃ: US Bureau of Census থেকে কাজ ছেড়ে দিয়ে Tabulating Machine Company নাম দিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯১১ খৃ: Dr. Hollerith প্রবর্তিত Company Computing –Tabulating Company-র সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। ১৯০১ খৃ: তিনি Numerical Key Punch ব্যবহার করেন। ১৯১০ খৃ: James Powers উদ্ভাবিত যন্ত্রটি প্রথম আমেরিকার লোক গণনায় ব্যবহার করা হয়। ১৯২৭ খৃ: James Powers প্রতিষ্ঠিত Powers accounting Company, Remington Rand Company-র সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এই ধরণের যন্ত্রপাতি নির্মাণে IBM-এর অবদান কম নয়। ১৯২৫ খৃ: IBM Horizontal Sorter, ১৯২৮ খৃ: General Purpose IBM Accounting Machine, ১৯৩৮খৃ: IBM Alphabetical Accounting Machine, ১৯৪৮ খৃ: IBM Tabulator Type 416 নির্মাণ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

৩৪ Automatic Digital Computer : হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক H. H. Aitken এর Specification অনুযায়ী ১৯৪৩ খৃ: IBM Mark 1 তৈয়ারী করে। ফেরাণ্টি ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য Wiliam-এর design অনুযায়ী কম্প্যুটর তৈয়ার করেন। ১৯৫২ খৃ: John Von Neuman একটি কম্প্যুটর তৈয়ার করেন Princeton Institute of Advanced Studies-এর জন্য।

১৯৫১ খৃ: UNIVAC তৈয়ার হয়। বোম্বাইয়ের Tata Institute of Fundamental Research একই ধরনের মেশিন স্থাপন করেন (TIFRAC)। ১৯৫২ খৃ: ইলিনিয় বিশ্ববিদ্যালয় একটি নতুন ধরনের কম্প্যুটর তৈয়ার করেন (ILLIAC)। Indian Statistical Institute ও Jadavpur University-র যৌথ প্রচেষ্টায় একটি আধুনিক Electronic Computer নির্মাণ এগিয়ে চলেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের Engineering Department-এ। এর নামকরণ হয়েছে ISIJU অর্থাৎ Indian Statistical Institute & Jadavpur University।

বর্ণনা—

৪ একটি এ ধরনের যন্ত্রে সাধারণতঃ থাকে :—

৪.১ একটি input device যা data এবং Processing instruction গ্রহণ করবে।

৪.২ Store অথবা memory যেখানে instruction বা data সংরক্ষিত (Store) করে রাখা যায়।

ভ্রম সংশোধন : ৩৪৭ থেকে ৩৫০ পৃঃ ভ্রমক্রমে ৪৪৭ থেকে ৪৫০ ছাপা হয়েছে।

৪·৩ Control—মেশিনকে প্রোগ্রাম অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যপ্রণালী অনুসরণ করতে দেয়।

৪·৪ Arithmetic—যোগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি কার্য সমাধা হয়।

৪·৫ Output :—সম্পাদিত কাজ (Result) বেরিয়ে আসে।

৫ যন্ত্রটিতে নিম্নলিখিত ক্রম অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হয় :

৫·১ তথ্যকে মেশিনপাঠ্যরূপে পরিবর্তিত করে নিতে হয়। এই কাজ সাধারণতঃ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কার্ডে বিশেষ নির্ধারিত স্থানগুলিতে ছিদ্র করে করা হয়। এই কার্ডগুলিকে Dr. Hollerith এর নাম অনুসারে Hollerith কার্ড বলা হয়। কার্ডগুলির উপর দিকে কোণে কাটা থাকে। এগুলি কাটা থাকে এজন্যে যাতে কার্ড উল্টো আছে না সোজা আছে বুঝতে অসুবিধা না হয়। কার্ডগুলিতে ৮০টি Vertical column ও ১২টি horizontal row থাকে। এই ১২টি horizontal row দ্বারা তিনটি alphabetical ও ৯টি numerical position বোঝায়। Alphabetical character গুলি হোল O, X, Y এবং numerical character হোল 1, 2 ··· 9। O, X, Y-কে বলা হয় Zone Position। Zone Position numerical digit-এর সহযোগে alphabetic character-এর ব্যবস্থা করে। যেমন, যদি আমরা A-কে কার্ডে মেশিনপাঠ্যরূপে পরিবর্তিত করতে চাই তবে A-র জন্য Y, 1 কে ছিদ্র করতে হবে। শুধু 1 কে ছিদ্র বোঝাবে। সেইরূপ X ও 1 কে ছিদ্র করলে J বোঝাবে, কিন্তু শুধু 1 কে ছিদ্র করলে 1 বোঝাবে। বেশির ভাগ কম্প্যুটারে শুধু Capital Letter ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে, যাতে Capital ও Small letter সবই ব্যবহার করা চলে। Hollerith কার্ড ছাড়াও কার্ড আছে যাতে ২১, ৪০, ৬৫ column থাকে।

যে মেশিনের সাহায্যে কার্ডে কোন তথ্যকে মেশিনপাঠ্যরূপে রূপান্তরিত করা হয় তাকে বলে Punching Machine এবং কার্ডকে বলা হয় Punched Card.

৫·২ ছিদ্রগুলি নির্ধারিত স্থানে হয়েছে কিনা, সেটা পরীক্ষা করে নেওয়া হয়। এই পরীক্ষার জন্য যে মেশিন ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় Verifier.

৫·৩ কার্ডগুলিকে এরপর কোন একটি বিশেষ ক্রম অনুযায়ী সাজানো যেতে পারে। এই মেশিনকে বলা হয় Sorter অথবা Collator.

৫·৪ প্রয়োজন হলে কার্ডগুলিকে reproduce করা যেতে পারে Reproducer যন্ত্রের সাহায্যে।

৫·৫ পরবর্তী ধাপে মেশিন লজিক অনুযায়ী সবরকম কাজ সমাধা করে। এই মেশিনকে বলা হয় Calculator বা Tabulator।

৫·৭ কোন সংবাদকে ইচ্ছা করলে ছাপানোও যেতে পারে। এই মেশিনকে বলা হয় Console typewriter।

উপরোক্ত মেশিনগুলির সমন্বয়ে গড়ে উঠে একটি সম্পূর্ণ unit।

৬ এখানে কয়েকটি Concept সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

৬·১ **Card design :** কোন একটি তথ্যকে Punched Card-এ মেশিনপাঠ্যরূপে পরিবর্তিত করতে হলে Column-গুলিকে কিভাবে ব্যয় করতে হবে, সেটা নির্ধারণ করে নিতে হয়। সংবাদের কোন্‌টির জন্য কতটুকু স্থান প্রয়োজন হিসাব করে নিয়ে Card design করতে হবে। যেমন, কোন পুস্তকের Title এর জন্য বেশি স্থান প্রয়োজন। নীচে একটি Card design-এর নমুনা দেওয়া হল।

বর্ণনা	সংখ্যা/অ্যালফাবেট	প্রয়োজনীয় কলাম	কার্ড কলাম
বিষয় (Subject)	সংখ্যা (numerical)	৬	১-৬
(আখ্যা (Title)	বর্ণমালা (alphabet)	৪০	৭-৪৬
প্রকাশক (Publisher)	বর্ণমালা (alphabet)	৫	৪৭-৫১

৬২ **Programming :** মেশিন থেকে নিখুঁতভাবে কাজ পেতে হলে, মেশিনকে ঠিকমত Programming করা দরকার। Programming কথাটির অর্থ হচ্ছে একটি কার্যতালিকা প্রণয়ন করা, যে কার্যতালিকা অনুসরণ করে মেশিন পরপর কাজগুলি সমাধা করবে। এই কার্যতালিকা লজিকের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। প্রোগ্রাম প্ল্যান করতে হলে নিম্নলিখিত ক্রমপর্যায়ে অগ্রসর হতে হবে।

৬২·১ প্রত্যেক কার্যধারাকে বিশ্লেষণ (Job analysis) করে নিতে হবে যে কি ভাবে কার্যপ্রবাহ অনুসরণ করা হবে।

৬২·২ এই কার্যধারার প্রত্যেকটি স্তরকে ক্রম অনুযায়ী সাজাতে হবে।

৬২·৩ মেশিনকে যে নির্দেশ (instruction) দেওয়া হবে, তা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৬২·৪ কাজ সম্পন্ন করার জন্য কম্প্যুটরের কোন্ বিশেষ অংশকে ব্যবহার করা হবে, সেই স্থানটি নির্ধারণ করাও প্রয়োজন।

৬২·৫ কম্প্যুটরের Storage বা Memory মানুষের মস্তিষ্ক আধারের (Brain Chamber) Memoryর মত। কম্প্যুটরকে 'Giant Brain', 'Machine that can think' প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এখানে Brain সম্বন্ধে দু'একটি কথা বললে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মানবশিশু জন্মগ্রহণ করার পরে যখন চোখ মেলে অবাক-বিস্ময়ে এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখে তখন তার Percept সৃষ্টি হয়। এই Percept-এর Superimposition-এর ফলে Concept সৃষ্টি হয়। Memoryতে Concept সংরক্ষিত থাকে এবং প্রয়োজনমত কোন কার্যধারার সাহায্য করে।

ঠিক এইভাবে কম্প্যুটরের Storage অথবা Memoryতে তথ্যকে সংরক্ষিত করা যেতে পারে প্রয়োজনমত কোন বিশেষ মুহূর্তে ব্যবহার করার জন্য। IBM 1401 Model-এ

১৪০০, ২০০০, ৪০০০, ৮০০০, ১২০০০ অথবা ১৬০০০ স্থান (Position) থাকে। এই Storage গুলি অনেকটা ডাকবাক্সের মত। এর প্রত্যেকটি বাক্স একটি করে Character রাখতে পারে। এর কোন কোন স্থান বিশেষ কাজের জন্য রাখা হয়।

৬২৬ Read Area : ০০১—০৮০ পোজিসন নির্ধারিত রাখা হয় Punched card থেকে memory-তে সংবাদ রাখার জন্য। যখন মেশিনকে নির্দেশ (instruction) দেওয়া হয় "পড়" (Read), তখন মেশিন তথ্যকে Punched কার্ড থেকে নিষ্কাসন (extract) করে এবং digitগুলিকে memory Storage position-এ স্থাপন করে। ১-কে স্থাপন করতে হবে ০০১এ, ২কে স্থাপন করতে ০০২তে।

৬২৭ Punch Area : ১০১—১৮০ পোজিসন punch সম্পন্ন করার জন্য নির্দ্ধারিত থাকে যদি মেশিনকে নির্দেশ দেওয়া হয় "punch" তবে সমস্ত তথ্য যার পোজিসন ১০১—১৮০, সেগুলো কার্ডে Punch হবে।

৬২৮ Print Area : ২০১—৩০০ পোজিসন ছাপার জন্য সংরক্ষিত করা হয়। সুতরাং ১০০ character সম্বলিত কোন লাইনকে ছাপা যায় Printer-এর সাহায্যে।

৬২৯ Flow chart : Programming করার পূর্বে Flow chart অর্থাৎ কার্য-প্রণালীর একটি ছক একে নিলে Programming করার অনেক সুবিধা হয়ে থাকে। সুতরাং Programming করার পূর্বে Flow chart কোরে নিতে হয়।

কম্প্যুটরের কার্যপ্রণালীর মোটামুটি একটি ধারণা দেবার চেষ্টা করা হল। কম্প্যুটর বিজ্ঞান উন্নতির দিকে এগিয়ে চলছে এবং তথ্য আহরণ ও পরিবেশনের দিকে লক্ষ্য রেখে ও নতুন ধরনের কম্প্যুটর তৈয়ারীর চেষ্টা চলছে।

৭ কয়েকটি প্রকল্প, শিক্ষা ও গবেষণা—

তথ্য বিশ্লেষণে, সঞ্চয়ে এবং পরিবেশনায় কম্প্যুটর প্রয়োগের পরীক্ষা নিরীক্ষায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রই খুব সম্ভবতঃ পুরোভাগে। নিম্নে কয়েকটি প্রকল্প সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

৭'১ US Library of medicine প্রকল্পিত MEDLARS (Medical literature and retrieval) যথেষ্ট সম্ভাবনার পথ দেখিয়েছে। US Library of Medicine প্রতি বৎসর ১৬০,০০০ সূচী তৈরী করে এবং এই হার ক্রমবর্দ্ধমান। Key word এবং অন্যান্য তথ্য কাগজের টেপে (Tape) punch করা হয় এবং Magnetic টেপে স্থানান্তরিত (transfer) করা হয়। কম্প্যুটর এগুলি বেছে নেয় এবং বিষয়সূচী ও নামসূচী তৈয়ার করে। এই টেপটি GRACE (Graphic Arts Composing Equipment) নামে মেসিনের সাহায্যে কপি তৈয়ারী করে। কপি অফসেট লিথো-গ্রাফীতে ছাপা হয় এবং এই প্রণালীতেই Index Medicus তৈয়ারী হয়। উপরোক্ত Magnetic টেপগুলি খোঁজা যায় (Search) তথ্যপঞ্জী (Bibliography) তৈয়ার

করার জন্য। এগুলি জটিল প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারে। একটি প্রশ্নের ধরন নীচে দেওয়া হোল।

প্রঃ What has been published since 1963 in English on the incidence of hysteria complicated by acne in adolescent girls in US ?

৭·২ Queen's University of Belfast গ্রন্থাগারের পরিচালনা সংক্রান্ত কার্য (administrative work) নিয়ামক (Control) পদ্ধতির জন্য ICT 1907 কম্প্যুটর ব্যবহার হচ্ছে। কম্প্যুটরের memory একটি সম্পূর্ণ Self listকে সংরক্ষণ (Store) করে। Entry যোগ করা হয় বইগুলির অবস্থা অনুযায়ী। এই ধরণের কয়েকটি সম্ভাবিত পর্যায় (Step) হচ্ছে (১) On loan (২) Overdue (৩) In the library (৪) On order (৫) Lost (৬) Overdue and reserved for reading। টারমিনালের সাহায্যে কম্প্যুটর memory থেকে তথ্য বের করে ছাপানো যায় Line Printer সাহায্যে।

৭·৩ ম্যাসাচুসেটস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের M M Kessler-এর গবেষণাও এসম্বন্ধে আলোকপাতে সহায়তা করবে। পদার্থবিজ্ঞানের কতগুলি পত্র-পত্রিকার তিনি সূচী করেছেন।

৭·৪ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় (শিকাগো), Serial processing করার জন্য কম্প্যুটর প্রয়োগ করে সুন্দর ফল পেয়েছে। প্রত্যেক সংখ্যার জন্য একটি punch card তৈয়ার করে মেশিনে input হিসাবে দেওয়া হয় "Current receipt"-এর একটি তালিকা প্রণয়নের জন্য এবং একই সঙ্গে overdue item সম্বন্ধে 'Non-receipt' তালিকা প্রণয়ন করা হয়। Circulation control-এর জন্য Southern Illinois University ৪০,০০০ ডলার ব্যয়ে একটি কম্প্যুটর System তৈয়ারী করেছেন।

৭·৫ Citation Index : গবেষকগণ প্রায়ই প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বন্ধে জানতে পারেন, পূর্বতন প্রকাশিত কোন Literature-এর reference থেকে। Citation Index এর সাহায্যে বিজ্ঞানীকে পূর্বতন কোন প্রয়োজনীয় প্রকাশনের সঙ্গে পরবর্তী প্রকাশনের সংযোগসূত্রের মাধ্যমে অবগত (Awareness) করান যায় তাঁর তথ্য সম্বন্ধে। কম্প্যুটরের সাহায্যে এই যুগান্তকারী সূচী করা সম্ভব হয়ে থাকে।

৭৬ তথ্যবিজ্ঞানে কম্প্যুটর প্রয়োগ সম্বন্ধে গবেষণা পৃথিবীর অনেক দেশেই আরম্ভ হয়েছে। ভারতবর্ষে এখনও এ সম্বন্ধে তেমন কোন বিস্তৃত গবেষণা হয়নি। কিন্তু দুটি গবেষণা উল্লেখের দাবী রাখে। ইনসডকের রায়জাদা ও ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউটের সাহা ও হালদারের গবেষণা এ বিষয়ে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে।

৭৬১ আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারের কোন্ কোন্ কাজে অটোমেশনের প্রয়োগ সুফল প্রদান করতে পারে সে সম্বন্ধে গবেষণা প্রয়োজন। পূর্বতন প্রণালী এবং নতুন প্রণালী (অটোমেশন চালু করে) (১) খরচ (২) সময়

(৩) নির্ভুলতা প্রভৃতির দিক দিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় এ নিছক বিলাসিতা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু গ্রন্থাগার পরিষদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারবিজ্ঞান বিভাগ একযোগে সমবায় পদ্ধতিতে গবেষণাকার্যে অগ্রসর হতে পারে। প্রয়োজন হলে সরকারকে বুঝিয়ে এ ধরণের গবেষণার জন্য সুযোগ ও অর্থ সাহায্যের চেষ্টা করা যেতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে এ ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের ভূমিকা প্রশংসাযোগ্য।

৭৬২ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান স্নাতকোত্তর শিক্ষায় অটোমেশন সম্বন্ধে পাঠ্যক্রম থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। শিক্ষক ছাত্রদের ছোট ছোট প্রকল্প (Project) নির্দ্ধারণ করে দেবেন যেগুলি কম্প্যুটরের সাহায্যে সমাধান করা চলে। এইভাবে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের ছাত্ররা গ্রন্থাগারের সমস্যা সমাধানে কম্প্যুটর প্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারবেন।

৮ অনেক গ্রন্থাগারিকের মধ্যে এ বিষয়ে ঔদাসীন্য ও পলায়নীমনোবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। যুগ-প্রয়োজন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে উপেক্ষা করে ভাবালুতার দ্বারা চালিত হলে এ বৃত্তির ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ হবে না।

সহায়ক নিবন্ধপঞ্জী:

ARTANDI (SA). Keeping up with mechanization. (Libj. 90 ; 1965 ; 715-7).

CHRISTIANSON (EB). Automation and libraries. (Sp lib. 57 ; 1966 ; 96-100).

GIBB (M). Keyword to information. (New Scientist. 26 ; 1965 ; 662-3).

HILL (GW). Application of computers to library work. (An lib Sc doc 12, 3 ; 1965 ; 129-36).

KESSLER (MM). MIT technical information project. (Physics today. 18, 3 ; 1965 ; 28-36).

RAIZADA (AS). and ROGERS (FB) MEDLARS operating experience at the university of Colorado. (Bull med lib ass. 54 ; 1966 ; 1-10).

ROY (J). Mechanised data processing. (Mimeographed copy)

SAHA (K) and HALDER (A). Union list of periodicals : a punch card model. (An lib Sc. doc 11,4; 1964 , 77-86).

TAINE (SI). Mechanization and international library co-operation. (Unesco bull lib. 19,6 ; 1965 ; 308-11)

ZWILLENBERG (HJ). Automation and us - a reply. (Australian lib J. 14,4 ; 1965 ; 213-5).

Automation and libraries
By Subhas chandra Mukhopadhyay

আমেরিকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস

জগমোহন মুখোপাধ্যায়

অতীত বা মধ্যযুগীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে বর্তমান যুগের গ্রন্থাগারের যে পার্থক্য এবং একালের গ্রন্থাগারের যে ব্যাপকতা আমরা দেখছি—গ্রন্থাগার জগতে এই পরিবর্তন আপনা থেকেই সংঘটিত হয়নি। এই ব্যাপক পরিবর্তনের মূলে আছে গ্রন্থাগার আন্দোলন, যার পথপ্রদর্শক হল পাশ্চাত্য দেশগুলো, বিশেষ করে আমেরিকা ও গ্রেট বৃটেন। এই দুটী দেশেই গ্রন্থাগার আন্দোলন শুরু হয়েছিল প্রায় একই সময়ে, আন্দোলনের ধারাও ছিল প্রায় এক, শুধু পটভূমিকা ছিল ভিন্ন রকমের। বৃটেনে গ্রন্থাগার আন্দোলন শুরু হয়েছিল একটী সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসংগঠিত সমাজে, আর আমেরিকায় এর সূত্রপাত ঘটেছিল এক নূতন জাতি, নূতন সমাজে ও নূতন সংস্কৃতির অভ্যুত্থানের সঙ্গে। সেই কারণে আমেরিকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের ধারা কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিক থেকে আমেরিকায় কিছু গ্রন্থাগার সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও বিশেষজ্ঞরা ১৬৯৮ সালে ইংলণ্ড থেকে প্রেরিত Parish গ্রন্থাগারগুলিকেই আমেরিকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত বলে মনে করেন। অবশ্য যোগ্য পরিদর্শনের অভাবে এই গ্রন্থাগারগুলি বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ১৭৩০ সালে ফিলা-ডেলফিয়ায় যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের শুরু হয়েছিল, সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমেরিকায় এই আন্দোলনের যোগসূত্র আর ছিন্ন হয়নি, বরং উত্তরোত্তর সাফল্যের দিকেই এগিয়ে আসছে। ইংলণ্ডের বুক ক্লাবগুলোর অভিজ্ঞতা নিয়ে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন দেশে ফিরে ১৭৩০ সালে Junto Club এর সদস্যদের বইগুলো একত্র সংগ্রহ করে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবশ্য এই গ্রন্থাগারটীও বৎসরাধিককাল স্থায়ী হয়নি। কিন্তু ফ্রাঙ্কলিন সাহেব ছিলেন উদ্যোগী পুরুষ। তিনি কালবিলম্ব না করে পঞ্চাশজন সভ্যের কাছ থেকে চল্লিশ শিলিং করে চাঁদা সংগ্রহ করে ১৭৩১ সালে Philadelphia Library Company নামে একটী গ্রন্থাগার সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুতঃ আমেরিকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছিল এই গ্রন্থাগারটী। আর এরই আদর্শে আঠারশতকে আমেরিকায় অসংখ্য Social Library স্থাপিত হয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিল।

আমেরিকার Social Library গুলির সংগঠন পদ্ধতি ছিল দুরকমের। যে সংগঠন পদ্ধতির সঙ্গে আমরা খুবই পরিচিত সেটী হচ্ছে সভ্যদের কাছ থেকে মাসিক চাঁদা নিয়ে গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা, পুস্তক সংগ্রহ ও যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা। এগুলোকে subscription বা Association Library বলা হত। এই ধরনের গ্রন্থাগারগুলোর সভ্যদের অধিকার হস্তান্তর বা বিক্রয় করা চলত না। অপর সংগঠন পদ্ধতি ছিল বাণিজ্য সংস্থার মত। এই গ্রন্থাগারগুলোর শেয়ার এককালীন অর্থ বিনিময়ে বিক্রী করা হত, এবং অংশীদার বা সভ্যরা নিজেদের শেয়ার হস্তান্তর বা বিক্রী করতে পারত। এগুলোকে

বলা হত Proprietary library. অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত এইভাবে সংগঠিত Social library গুলো আমেরিকায় এত সক্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, কোন কোন রাজ্য এদের স্বার্থরক্ষার্থে কিছু সরকারী আইনও প্রণয়ন করেছিল। ১৭৪৭ থেকে ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত পর পর সাতটী রাজ্যে এই আইন প্রবর্তিত হয়েছিল। অবশ্য এই আইনকে গ্রন্থাগার আইন ঠিক না বলা গেলেও, তৎকালীন গ্রন্থাগার-গুলোর স্বার্থ রক্ষার্থে এই আইন বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। ১৭৯০ থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত ছিল Social library গুলোর স্বর্ণযুগ। ১৮৪০ এর পর সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলন সক্রিয় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে Social library গুলোর অবনতি ঘটতে শুরু হল।

১৭৭৬ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আমেরিকায় সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের জন্ম হলেও, নিরক্ষরদের সংখ্যাধিক্য এবং উন্নত ধরণের মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে উনিশ শতকের গোড়ার দিক পযন্ত আন্দোলনটী বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তারপর থেকে কতগুলি পারিপার্শ্বিক কারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনকে অনেকটা এগিয়ে দিল। Social library গুলো তাদের সভ্যগোষ্ঠিবহির্ভূত ব্যক্তিদেরও গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার পূর্বে যারা গ্রন্থাগার ব্যবহার করার কথা কল্পনাও করতে পারেনি, তারাও গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিল। কলেজ গ্রন্থাগারগুলো স্থানীয় শিক্ষিত ও জ্ঞানপিপাসু লোকদের গ্রন্থাগার ব্যবহার করার সুযোগ দিত। করপরিপুষ্ট নিখরচায় শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে পুস্তকের চাহিদা দেখা দিয়েছিল। জাতীয় সংস্কৃতি, যেটা এতদিন অভিজাত সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত ছিল, সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সাধারণ লোকও তাতে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেল। সঙ্গীত, চারুকলা, প্রভৃতি বিষয়ের পুস্তকের চাহিদা দেখা দিল। স্থানে স্থানে সাহিত্য ও আলোচনা সভা গড়ে উঠতে লাগল। ফলিত বিজ্ঞান বিষয়ে সকলেরই বিশেষ আগ্রহ দেখা দিল। তাছাড়া মার্কিন সাহিত্য এতদিনে বেশ নিজস্ব ধারায় গড়ে উঠেছিল, এবং মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হারে পুস্তকও প্রকাশিত হতে লাগল। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল শিল্প বিস্তার—যেটা উনিশ শতকের মার্কিন সমাজ ও জীবনের দিগন্ত অনেকখানি প্রসারিত করেছিল। এই সমস্ত কারণগুলি সকলকে জ্ঞানপিপাসু করে তুলেছিল, এবং এর ফলে, যে গ্রন্থাগার আন্দোলন এযাবৎ শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, ক্রমশঃ সেটা জনসাধারণের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত হল।

উনিশ শতকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে বিবর্তন শুরু হল তার প্রথম পর্যায়ে ঐ শতকের গোড়ার দিকে স্থানে স্থানে নাগরিকগণ Social library গুলির জন্য মিউনিসি-প্যালিটির নিকট অর্থসাহায্যের দাবী উত্থাপন করল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, Bingham Library for Youth, সর্বপ্রথম মিউনিসিপ্যালিটির কাছ থেকে অর্থ সাহায্য

আদায় করেছিল। ১৮২৭ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ে ঘটনাটি ঘটল Lexington-এ, যখন Town meeting-এ ভোটের দ্বারা ঠিক হল যে, কিছু অর্থ সংগ্রহ করে এবং মিউনিসিপ্যালিটির অর্থ সাহায্যে সেখানে একটি শিশু গ্রন্থাগার স্থাপিত হবে। এইভাবে ১৮৩০ সালের মধ্যেই প্রকৃত সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য আন্দোলন একটি সক্রিয়রূপ ধারণ করতে শুরু করেছিল। সাধারণ গ্রন্থাগারের বর্তমান সংজ্ঞা অনুযায়ী সাধারণ গ্রন্থাগার সর্বপ্রথম স্থাপিত হল ১৮৩৩ সালে নিউ হ্যাম্পসায়ারের Peter Borough সহরে। Literary Fund নামে একটি রাজ্য তহবিলের কিছু সেই সময় Peter Borough Municipality-র হাতে আসে এবং একটি সভায় স্থির হয় যে এই অর্থে এমন একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হোক যেটি জনসাধারণের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হবে ও জনসাধারণ নিখরচায় সেই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারবে। পিটারবরো সহরে প্রতিষ্ঠিত আমেরিকার এই সাধারণ গ্রন্থাগারটী এখনও সসম্মানে বিরাজ করছে।

বিবর্তনের তৃতীয় পর্যায়ে রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার আইন প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল নিউ হ্যাম্পসায়ার রাজ্যে, ১৮৪৯ সালে। ১৮৪০ সাল থেকে গ্রন্থাগার আন্দোলন বেশ দানা বেঁধে উঠেছিল। বিশেষতঃ বোষ্টন সহর তখন রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেকভাবে অগ্রসর হয়েছিল। এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাসাচুসেট রাজ্য ১৮৪৮ সালে কেবলমাত্র বোষ্টন সহরে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য আইন প্রণয়ন করে। সারারাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য ম্যাসাচুসেট রাজ্য গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করল ১৮৫১ সালে। এই রাজ্য দুটীর অনুগমন করে পরপর অনেকগুলো রাজ্যেই গ্রন্থাগার আইন পাশ হল। নিউ ইয়র্ক রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল ১৮৭৬ সালে। সেই সময়ের গ্রন্থাগার আইনগুলোর মাধ্যমে রাজ্যসরকার নিজ নিজ এলাকার সহর ও নগরগুলোকে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার অধিকার এবং ঐ গ্রন্থাগারগুলোর ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে কতগুলি নির্দেশনামা দিয়েছিল। এই আইনের প্রবর্তনের ফলে প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হল বোষ্টন সহরে ১৮৫৪ সালে। তাছাড়া পূর্বোক্ত Social library গুলোর মধ্যে কিছু গ্রন্থাগারকে এককভাবে, এবং কতকগুলি গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহ একত্রীভূত করে সাধারণ গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করা হল। এইভাবেই একদিন গড়ে উঠেছিল New York Public Library, যে গ্রন্থাগারটী আজ চুয়াত্তর লক্ষের বেশী পুস্তক সংগ্রহ নিয়ে একটী সুবৃহৎ সাধারণ গ্রন্থাগার হিসাবে বিরাজ করছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের সংগে সংগেই আমেরিকা এমনকি বৃটেনেও দেশব্যাপী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়নি। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনে সর্বাপেক্ষা সাহায্য করেছিলেন এণ্ড্রু কার্ণেগী। ১৮৯৮ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে তিনি গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের জন্য চার কোটী দশ লক্ষ ডলার দান করে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে এগিয়ে দিতে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন।

American Library Association স্থাপিত হল ১৮৭৬ সালে। গ্রন্থাগার জগতের সর্বক্ষেত্রে এই পরিষদটীর দান অপরিসীম। সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্নতি, উপযুক্ত ভাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার ব্যবহার মান নির্ধারণ, গ্রন্থাগারিক পেশার সম্মানবৃদ্ধি, প্রভৃতি সকল দিকেই নজর রেখে এই পরিষদটী এযাবৎ কাল কাজ করে আসছে। মাত্র একশ তিন জন প্রতিনিধি নিয়ে এই পরিষদ স্থাপিত হয়েছিল, আর বর্তমানে এর সভ্য সংখ্যা পঁচিশ হাজারেরও বেশী। স্বদেশের কর্মসূচী ছাড়াও পরিষদটি শুরু থেকেই গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে বিদেশের সংগে সহযোগিতা করে আসছে। ১৮৭৭ সালে যখন Gt. Britain Library Association স্থাপিত হয়; আমেরিকার গ্রন্থাগার পরিষদের দশ বারোজন সদস্য পরিষদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছার বাণী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাছাড়া, উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই স্বদেশের গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগদান করে পরিষদটি গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শুধু আন্তর্জাতিক রূপ দিতেই সাহায্য করেনি, গ্রন্থাগার বৃত্তিকেও যথেষ্ট উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল। এমন কি বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারতের বরোদা রাজ্য যখন সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, মার্কিন গ্রন্থাগারিক Mr. W. A. Borden এসেই সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দান করেছিলেন।

আমেরিকার গ্রন্থাগার পরিষদের শুরু থেকে পরবর্তী চোদ্দ বৎসর একাদিক্রমে পরিষদের নেতৃত্ব করেছিলেন দশমিক বর্গীকরণের স্রষ্টা মেলভিল্ ডিউই। ডিউই-র উদ্যোগেই ১৮৮৭ সালে কলম্বিয়া কলেজে প্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে মার্কিন গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে আরও কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে। গ্রন্থাগারবিদ্যা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ছাড়াও মেলভিল ডিউই, চার্লস কার্টার, জাষ্টিন উইলিয়ম ফ্লেচার প্রভৃতি তৎকালীন গ্রন্থাগার জগতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহযোগিতায় গ্রন্থাগারে open access প্রথা প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। কিছু প্রাচীনপন্থী গ্রন্থাগারিকদের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, ১৮৯৬ সালে বোষ্টন সাধারণ গ্রন্থাগারে প্রথম open access প্রথা প্রবর্তিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই আন্দোলন সফলতা লাভ করেছিল, এবং সেই থেকে open access প্রথা সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি প্রচলিত অঙ্গ হিসাবেই গণ্য হয়ে আসছে। আমেরিকার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে আজ আমরা যে শিশু বিভাগ দেখতে পাই, তারও প্রবর্তন হয় ১৮৯০ সালে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই সাফল্য এবং মার্কিন জীবনে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য পুস্তকের চাহিদা বৃদ্ধি, প্রভৃতি কারণকে ভিত্তি করে এবার গ্রন্থাগারিকেরা আন্দোলনকে স্থানীয় পর্যায় (Local level) থেকে ষ্টেট পর্যায়ে (State level) উন্নীত করল, এবং বৃহত্তর রাজনীতিক মহলের নিকট দাবী জানাল যে রাজ্য সরকার যেমন নিখরচায় শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আর্থিক সাহায্য

করছে, নিখরচায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্যও তাদের আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ করতে হবে। অনতিবিলম্বে সেই দাবীও মঞ্জুর হল, এবং রাজ্য সরকার সাধারণ গ্রন্থাগার-গুলিকে আর্থিক সাহায্য দিতে আরম্ভ করল। ১৯৩৪ সালের মধ্যেই তৎকালীন আটচল্লিশটি রাজ্যের মধ্যে চুয়াল্লিশটি রাজ্যেই এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল এবং State library Agency বা Commission গঠন করে এই রাজ্যগুলো নিজ নিজ রাজ্যে গ্রন্থাগারগুলোর উন্নতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করল। এই Agency বা Commission গ্রন্থাগারগুলোর আর্থিক দিক ছাড়াও নূতন গ্রন্থাগার স্থাপন, গ্রন্থাগার আইন সংশোধন এবং পুরাতন গ্রন্থাগারগুলোর উন্নতি সাধনের প্রতিও লক্ষ্য রাখত। এইভাবে, যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ কেবল সহর বা নগরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, Library Commission এর উদ্যোগে গ্রামাঞ্চলেও তার প্রসার লাভ ঘটল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত সময়ে আমেরিকায় গ্রন্থাগার আন্দোলনে একটু শিথিলতা এসেছিল। বিংশশতাব্দীর তিন দশকে আমেরিকায় অর্থনৈতিক বিপর্যয়, ও পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের বেশ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরেই আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন দাবী জানাল যে দেশব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারকে অংশ গ্রহণ করতে হবে। তৎকালীন পরিষদ সম্পাদক কার্ল মিলামের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কিছু প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ১৯৫৬ সালে Federal Library Service Act প্রবর্তিত হল। এই আইনের মাধ্যমে দেশব্যাপী একই স্তরের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বছরে পঁচাত্তর লক্ষ ডলার হিসাবে অর্থ মঞ্জুর করে আসছে, এবং ইতিমধ্যেই তিনকোটি চল্লিশ লক্ষ আমেরিকাবাসী নূতন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে লাভবান হয়েছে। এইভাবে আমেরিকার গ্রন্থাগার আন্দোলন স্থানীয় পর্যায় থেকে ক্রমশ ষ্টেট পর্যায়ে ও পরে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং বর্তমানে সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে সাত হাজার।

আমেরিকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের কিন্তু পরিসমাপ্তি ঘটেনি এখানে। মার্কিন গ্রন্থাগারিকদের মতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সমাপ্তি নেই, কারণ পরিবর্তনশীল গণতান্ত্রিক সমাজে গ্রন্থাগারের সম্ভাব্য উপকারিতা এখনও পুরাপুরিভাবে উপলব্ধি করা যায়নি। আজ মার্কিন দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। শিক্ষা জগতে তাদের স্থান কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে কোন অংশে কম নয়। আজ তারা কেবল গ্রন্থাগারিক বা শিক্ষিত সমাজেরই সম্পত্তি নয়, আপামর জনসাধারণের সম্পত্তি এবং জনকল্যাণব্রতী সংস্থা হিসাবে বিরাজ করছে। আমেরিকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্য এখানেই।

History of the library movement in America
By Jagamohan Mukhopadhyay.

ব্রিটীশ দ্বীপপুঞ্জে গ্রন্থাগার আইন : সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা

তপন কুমার সেনগুপ্ত

খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকেরা যেখানেই যান না কেন সংগে থাকে খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় বই, পুঁথি, উপদেশ-সংগ্রহ এবং ভাষা শিখবার বা শেখাবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদি। অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকেরা মোটামুটিভাবে একটি ছোট্ট চলমান গ্রন্থাগার নিয়ে চলাফেরা করেন বললে খুব একটা অতিশয়োক্তি হবে না। New Testament-এ উল্লেখ পাওয়া যায় সেন্ট পলের সংগে তাঁর পুঁথি সংগ্রহ, Parchment এবং খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় বহু লিপি থাকত যা তিনি সকলের মধ্যে প্রচার করতেন। কাজেই খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচার জনজীবনে পুস্তক পাঠস্পৃহা জাগিয়ে তোলার পথে অনেকখানি অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করত। প্রথম এবং দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ধর্মপ্রচারের প্রাবল্য সর্বত্র অনুভূত হয়। তৃতীয় শতাব্দী থেকে বিভিন্ন স্থানে খৃষ্টধর্ম প্রচারকেরা গ্রন্থাগার স্থাপনা আরম্ভ করেন। এদের মধ্যে Orgien (১৮৫-২৫৪ খৃঃ) স্থাপিত আলেকজান্দ্রিয়ার Catachetical School-এর গ্রন্থাগার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ৫২৯ খৃঃ থেকে রেনেসাঁস পর্যন্ত পাশ্চাত্যে বোধহয় এমন কোন গ্রন্থাগার ছিল না যা খৃষ্টধর্ম প্রভাবমুক্ত।

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের গ্রন্থাগারগুলির গড়ে ওঠার পেছনের ইতিহাস এই একই সূত্রে বাঁধা। কিন্তু এয়োদশ শতকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গড়ে ওঠার ফলে শিক্ষা ও বইএর বাজারে চার্চের আধিপত্য কমে আসতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গোড়ার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় গুলিও চার্চের কর্তৃত্ব এড়িয়ে উঠতে পারে নি। অক্সফোর্ডের প্রথম গ্রন্থাগার St. Mary চার্চেই অবস্থিত ছিল। পঞ্চদশ শতকের আগে পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর চার্চেরই বজ্রমুষ্ঠি কায়েম ছিল। পঞ্চদশ শতকে বিভিন্ন মনীষী ও বিত্তবান পণ্ডিতেরা ইউরোপের (বিশেষতঃ ইটালীর) বিভিন্ন দেশ থেকে বই সংগ্রহ করে এনে ব্যক্তিগত সংগ্রহ ভরিয়ে তুলতে আরম্ভ করেন। এঁদের মধ্যে Sir Thomas More এর নাম করা যেতে পারে আবার ষষ্ঠদশ শতাব্দীর অন্ধ গোঁড়ামী গ্রন্থাগার ইতিহাসের একটি অন্ধকার অধ্যায়ের সূচনা করে। শিক্ষার ওপর চার্চের একচেটিয়া মালিকানার সংকীর্ণ মনোভাব বহু অমূল্য সংগ্রহ ধ্বংস করে ফেলে।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে Rev. James Kirkwood এবং Dr. Thomas Brey স্থাপিত ছোট খাটো গ্রন্থাগারগুলির সংগ্রহ মোটামুটিভাবে ধর্ম সম্বন্ধীয় বইপত্রের মধ্যেই সীমিত ছিল। অবশ্য এদের মধ্যে কোথাও কোথাও বেশ উল্লেখযোগ্য ধরণের গ্রন্থাগার যে গড়ে ওঠেনি এমন নয়। Archbishop Tenison, স্থাপিত St Martin গ্রন্থাগারের নাম করা যেতে পারে। এই গ্রন্থাগারটি পরে ১৮৬১-৬২ সালে নীলামে বিক্রী হয়।

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের গ্রন্থাগার ইতিহাসের দিনপঞ্জীর পাতাগুলি উনবিংশ শতাব্দী

থেকে দ্রুত ভরাট হতে থাকে। ১৮১৮ থেকে ১৮৩০ এর মধ্যে House of Commons Library (১৮১৮), Library of the Royal Academy of Music (১৮২২), Library of House of Lords (১৮২৬), Athenaeum Library (১৮২৭), New Guildhall Library (১৮২৮), University College Library, London (১৮২৯) প্রভৃতি স্থাপিত হয়। ১৮২৩ খৃ: চতুর্থ জর্জ তাঁর পিতার সংগ্রহ (King's Library) ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দান করেন। ১৮৩০ থেকে ১৮৫০ এদেশের গ্রন্থাগার ইতিহাসের পথে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৮০ খৃ: প্রথম গ্রন্থাগার বিধি অনুমোদিত হয়। এই সময়ে লর্ড জন রাসেল ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। গ্রীসের অবস্থা নিয়ে লর্ড পামারস্টোন ব্যতিব্যস্ত। লোকসভা উপনিবেশ সংক্রান্ত রাজনীতি নিয়ে তোলপাড়। দেশে রেলপথের ক্রমবিস্তার, সংবাদপত্রে অসামাজিক অপরাধের ছড়াছড়ি, কবি ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের মৃত্যু ও ডিকেন্সের রচনাগুলির প্রকাশ এই সময়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৮৫০-এ গ্রন্থাগার বিধি প্রবর্তনের পেছনে William Ewart এবং Edward Edwards এবং দান অনস্বীকার্য। Edwards ব্রিটিশ মিউজিয়ামের একজন কর্মী ছিলেন। ১৮৩৫ খৃ: লোকসভা ব্রিটিশ মিউজিয়মের অবস্থা অনুধাবনের জন্য কমিটি নিয়োগ করেন। ১৮৩৬ খৃ: Edwards ৭২ পাতায় সম্পূর্ণ Remarks on the Minutes of Evidence taken before the Select Committee পুস্তিকায় ব্রিটিশ মিউজিয়মের বিভিন্ন বিভাগ ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে সমালোচনা করেন। ফলে ১৮৩৬ খৃ: Select Committeeর কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য তাঁর ডাক পড়ে। ৩২টি প্রশ্নোত্তরে সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে তাঁর ধারণার সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। ব্রিটিশ মিউজিয়াম ছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে অন্য ধরণের আরও গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি জোর দেন এবং ক্রমশ: রাজনীতিবিদ ও জনসাধারণের মধ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথাবার্তা আরম্ভ করেন।

১৯৪৮ খ: ২০শে আগষ্ট Ewart এক চিঠিতে Select Committee-র প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। Edwards সানন্দে সম্মতি জানান এবং ১৮৪৯ সালে Select Committee on Public Library গঠিত হয়। Edwards দিনের পর দিন রাতের পর রাত পরিশ্রম করে বিভিন্ন লোকজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ স্থাপন করেন; সাক্ষ্য গ্রহণের খসড়া তৈরী করেন। ১৮৪৯ এর ১৯শে এপ্রিল প্রথম সভার আগের দিন রাত ৩টা পর্যন্ত না ঘুমিয়ে তিনি সভার প্রস্তুতি কার্যে ব্যস্ত থাকেন। অবশেষে ১৮৫০ সালের ১৪ই আগষ্ট গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়। দশ হাজার বা তদূর্দ্ধ জনসংখ্যার সহরগুলিতে গ্রন্থাগারের জন্য গ্রন্থাগার গৃহ, গ্রন্থাগারিক, আলো ও জ্বালানি বাবদ ব্যয় মঞ্জুরের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু এই আইনে বই কেনার বিষয়ে কোন ব্যবস্থা ছিল না। করের প্রতি পাউণ্ডে আধ পেনী গ্রন্থাগারের জন্য ধরা হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই আইনের সংশোধন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পাউণ্ড

প্রতি আধ পেনী মোটেই যথেষ্ট ছিল না। তা ছাড়া বই কেনার বিষয়ে সুস্পষ্ট আইন থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৫ খৃ: ৩০শে জুলাই সংশোধিত আইন অনুমোদন লাভ করে। এই আইনে প্রতি পাউণ্ড করের ওপর আধ পেনির পরিবর্তে এক পেনী 'লেভী' ধার্য করা হয় যা ১৯১৯ খৃ: পর্যন্ত চালু থাকে। এই আইন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে বই, সংবাদপত্র, মানচিত্র, শিল্পকলার নমুনা ক্রয়, তাদের সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার বা মেরামতের ক্ষমতা দেয়। কিন্তু ১৮৫০-এর আইনে কর্তৃপক্ষকে শুধু কর্মচারী এবং তাদের উত্তরাধিকারী নিয়োগ বা অপসারণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। জনসংখ্যার নিম্নতম পরিমাণ ১০,০০০ থেকে কমিয়ে ৫০০০ করা হয়।

এর পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত বিভিন্ন সময় ও অবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থাগার আইনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ইত্যাদি চলতে থাকে। ১৮৬১-র The Malicious Damage Act অনুযায়ী কোন ব্যক্তি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত কোন গ্রন্থাগার, মিউজিয়ম বা আর্ট গ্যালারীর বই, পুঁথি বা অন্য কোন সংগ্রহের ক্ষতি সাধন করলে ছ'মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হত। ১৮৭০-এর পর থেকে পর পর বেশ কিছুদিন খুব দ্রুত পরিবর্তন দেখা যায় এবং গ্রন্থাগার আইন এই সময়ে আগের তুলনায় অনেক বেশী জায়গায় চালু হয়। ১৮৬৯ পর্যন্ত মাত্র পয়ত্রিশটি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার বিধি অনুসরণ করেন। দ্রুত পরিবর্তনশীল জনমত ও অবস্থার সাথে সংগতি রাখতে গিয়ে গ্রন্থাগার আইন ১৮৭১, ১৮৭৭, ১৮৮৪, ১৮৮৭, ১৮৮৯, ১৮৯০ ও ১৮৯১ সালে পরিবর্তিত হয়। ১৮৮৯ পর্যন্ত মোট ১৫৩টি ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার বিধি অনুসৃত হয়। ২৭শে জুন, ১৮৯২ তে আর একটি গ্রন্থাগার বিধি অনুমোদন লাভ করে। ১৮৯৪ এবং ১৮৯৯-এ স্কটল্যাণ্ডে এবং ১৯০১-এ ইংল্যাণ্ড-আয়ারল্যাণ্ড ও ১৯০২-এ আয়ারল্যাণ্ডে গ্রন্থাগার বিধি পুনর্বার সংশোধিত হয়। ১৮৯০ থেকে ১৮৯৯ পর্যন্ত ১৬১ এবং ১৯০০ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত ২০৮টি ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার বিধি অনুসৃত হয়।

১৯১৯ সালে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে আবার পট পরিবর্তন দেখা যায়। ২৮শে জানুয়ারী ও ১৩ই মার্চ লণ্ডনের গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ মহল Waltham stow-এ সভায় মিলিত হন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে মুদ্রামূল্য হ্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধ-পূর্বের "পেনী রেট" প্রথার পরিবর্তন নিতান্ত প্রয়োজন এবং তাঁরা সরকারকে এমন ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানান, যার ফলে তাঁরা প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। শিক্ষাদপ্তরের সভাপতির কাছে এপ্রিল মাসে এবং স্কটল্যাণ্ডের সচিব মহাশয়ের কাছে মে মাসে ডেপুটেশন পাঠান হয়। ১০ই মে তারিখ Carnegie United Kingdom Trustees বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও লোকসভার সদস্যদের কাছে "পেনী-রেট" প্রথা রদ করে প্রয়োজনীয় আইন বিধিবদ্ধ করার সুপারিশ করেন। জুন মাসে Adult Education Committee তাদের তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টে ঐ একই

সুপারিশ করেন। সেপ্টেম্বর মাসে লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন সাউথপোর্ট সম্মেলনে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং নভেম্বর মাসে শিক্ষা দপ্তরের সাথে দেখা-সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯১৯-এর ২৮শে নভেম্বর শিক্ষা সচিব Mr. Herbert Lewis বহু প্রতীক্ষিত সংশোধিত বিল উত্থাপন করেন এবং ২রা ডিসেম্বর দ্বিতীয় দফা আলোচনার সময় প্রসংগক্রমে বলেন যে দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকেই এ বিষয়ে তাঁর কাছে জরুরী ডেপুটেশন এসেছে। অবশেষে Sir Frederick Banbury, Bt-র তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১১ই ডিসেম্বর House of Commons সংশোধিত আইন গ্রহণ করেন ও ২৩শে ডিসেম্বর রাজ-অনুমোদন লাভ করে আইনে পরিণত হয়। এই আইনের ফলে 'লেভী'র সীমা রদ করা হয় ও কাউন্টিগুলিতেও সংশোধিত আইন চালু করা হয়। ১৯১৯-এর পর বহুদিন পর্যন্ত গ্রন্থাগার বিধির ক্ষেত্রে খুব বড় ধরণের আইন-গত পরিবর্তন দেখা যায় না। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রন্থাগার বিধির একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা করলে তাদের তিনটি প্রদেশ অনুযায়ী ভাগ করা যেতে পারে।

ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েলস্—১৯৬৪-র ৩১শে জুলাই অনুমোদিত The Public Libraries and Museums Act অনুযায়ী গ্রন্থাগার, মিউজিয়ম ও আর্ট গ্যালারীর সংরক্ষণ ও ক্রমোন্নয়ন বিষয়ক যাবতীয় কিছু শিক্ষাসচিবের কর্তৃত্বাধীনে আনা হয়। ১লা এপ্রিল, ১৯৬৫ থেকে এই বিধি চালু হয়। এই আইনে ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে বিধিবদ্ধ গ্রন্থাগার বিধিগুলির প্রতি নজর রাখা হয়। উপরন্তু জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন সম্পৃক্ত বিধিগুলির মধ্যে গ্রন্থাগারের প্রতি প্রযোজ্য অংশবিশেষের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। সেই সাথে রবার্টস কমিটির সুপারিশগুলি কার্যকরী করতে হলে এবং পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সমতা রাখতে হলে গ্রন্থাগার বিধির সংশোধন আবশ্যক হয়ে পড়ে। এই আইনের ফলে সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার বিষয়ক কাজকর্ম দেখা-শোনার এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য লোকসভার কাছে অনুগত একজন মন্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং তাঁর হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়। এতে সারা দেশব্যাপী গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সহযোগিতার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এই আইনে অযোগ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের হাত থেকে ক্ষমতা অপসারণের ব্যবস্থা আছে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের প্রতি কিছু কর্তব্য ধার্য করা হয়। পূর্বেকার বিধিগুলির মত কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হয় না। ক্ষমতা ও কর্তব্যগুলি সুস্পষ্টভাবে লিখিত হয়, যাতে কোন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি হতে না পারে। এর আগের বিধিগুলির ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, মতান্তরের অবকাশ ছিল। যাদের হাতে ইতিপূর্বে ক্ষমতা ছিল না বা ক্ষমতা লোপ পেয়েছে এই আইনে এ ধরণের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে গ্রন্থাগার বিষয়ক ক্ষমতা অর্পণ করার ব্যবস্থা হল। যার ফলে অনেক বড় সহর কাউন্টি কর্তৃপক্ষের বাইরে স্বাধীনভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনার সুযোগ পায়।

স্কটল্যাণ্ড—Public Libraries (Scotland) Acts বলতে the Public Libraries Consolution Act, 1887 ; the Public Libraries Acts, 1894 ; the Public Libraries Acts, 1899 ; the Public Libraries Acts, ; 1902 ; এবং the Public Libraries Acts, 1955 বোঝায় এবং এদের একত্রে the Public Libraries Acts, 1887 to 1955 বলা হয়ে থাকে। এই গ্রন্থাগার বিধিগুলির সাথে the Social Government (Scotland) Acts, 1929 এবং 1947 এবং the Education (Seotland) Act, 1962 একত্রে স্কটল্যাণ্ডের গ্রন্থাগার বিষয়ক যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ও তাদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন প্রভৃতির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ১৯৫১ খৃ: the Advisory Council on Education গ্রন্থাগার, মিউজিয়ম ও আর্টগ্যালারীর উপর তাদের রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে স্কটল্যাণ্ডের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার বিধিগুলির সমীক্ষা করা হয়। এই রিপোর্টে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন, আর্থিক সাহায্যবৃদ্ধি, গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ মহলে ব্যাপক সহযোগিতা এবং Scotland এর জন্য Library Council নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। ১৯৫৫খৃ: প্রবর্তিত গ্রন্থাগার আইনে এই সুপারিশগুলির কয়েকটি কার্যকরী করা হয়।

উত্তর আয়ারল্যাণ্ড—Public Libraries (Ireland) Acts এবং Public Libraries (Northern Ireland) Acts বলতে the Public Libraries Acts (Ireland), 1855 : the Public Libraries (Ireland) Amendment Acts, 1877 ; the Public Libraries (Ireland) Act, 1894 ; the Public Libraries (Ireland) Act, 1902 ; the Public Libraries (Art Galleries in Country Boroughs) (Ireland) Act, 1911 ; এবং the Public Libraries Acts (Northern Ireland), 1924 বোঝায় এবং এদের একত্রে Public Libraries Acts (Northern Ireland), 1855 to 1924 বলা হয়ে থাকে। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংগে জড়িত অন্যান্য আইনগুলির মধ্যে the Public Libraries Amendment Act, 1877 ; the Public Libraries Act, 1884 ; the Museums and Gymnaseum Act, 1891 ; the Libraries Offences Act, 1198 ; the Public Libraries Act, 1901 ; the Local Govt. (Ireland) Act of 1898, 1900 and 1902 ; the Public Health and Local Government (administrative Provisions) Act (Northern Ireland), 1946, এবং the Belfast Corporation (Gen. Powers) Act, 1961 বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৪খৃ: সাধারণ গ্রন্থাগার ও মিউজিয়মের পরিচালনার দায়িত্বভার Ministry of Health and Local Govt. এর দপ্তর থেকে শিক্ষা দপ্তরে হস্তান্তরিত হয়। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের শিক্ষামন্ত্রী উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমীক্ষা ও তার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ এবং সেই সাথে সাধারণ গ্রন্থাগারের সাথে অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলির সম্পর্ক সম্বন্ধে

সমীক্ষার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেছেন। Dr. Stuart Hawnt এই কমিটির সভাপতি মনোনীত হন। আশা করা যায়, ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস্-এর গ্রন্থাগার জগতে রবার্টস রিপোর্ট যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে হণ্ট কমিটি অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং তাঁদের সুপারিশ প্রয়োজনীয় বিধির আকারে গ্রন্থাগারের উন্নয়নে সহায়তা করবে।

গ্রন্থপঞ্জী :

Harrison, K C : Library & the Community

Hewitt, A R : A Summary of Public Library Law

Irwin, R : The Origins of the English Library

Mc Colvin, L R : Librarians in Britain

Minto, J A : History of the Public Library Movement in Great Britain and Ireland

Mumford, W. A : Penny Rate

—Edward Edwards

Library Legislation in the British Isles—A Survey.
By Tapan Kumar Sengupta.

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত লাইব্রেরীয়ানশিপ সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল : ১৯৬৬

ডিস্টিংশন (গুণানুসারে)

রোল নং	নাম
৪৫	ইভা মজুমদার
১৩	অঞ্জু সাহা
৪৩	গোপীকান্ত মুখোপাধ্যায়
১০৭	সনৎ কুমার চক্রবর্তী
১০	অমিয় কুমার মুখোপাধ্যায়
৩২	চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়
৬৭	মীনা সেনগুপ্ত
৯৩	রাজিন্দার লাল কাপুর
৪৬	ইলা দে
৬৪	মাণিকলাল কবি
৯৫	রমা সেনগুপ্ত
১২২	সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধারণভাবে উত্তীর্ণ (রোল নম্বর অনুসারে)

১ অবনী কুমার ভট্টাচার্য
৩ অলকা বন্দ্যোপাধ্যায়
৫ অমলেন্দু রায়
৯ অমিয় কুমার ডোগরা
১১ অনবদ্য সান্যাল
১২ অঞ্জলি ঘোষ
১৪ আরতি ঘোষ
১৫ অরুণ কুমার আদিত্য
১৭ অশোক কুমার হাজরা
১৮ বলবীর যাগ্গী (কাউর)
১৯ বাণী পাল (সরকার)
২১ বারিদবরণ দাস
২২ বাসন্তী চক্রবর্তী
২৩ বাসুদেব গুপ্ত
২৭ বীণা ঘোষ
২৮ বিনয় ভূষণ দত্ত
২৯ বিশ্বনাথ ঘোষ
৩০ বিশ্বসুন্দর বসু
৩৩ চিত্রলেখা বসু
৩৪ দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
৪১ গীতা মৈত্র
৪২ গীতিকা বক্সী
৪৭ ইন্দিরা গুপ্ত
৪৯ জিতেন্দ্র নাথ বিশ্বাস

৫১ যুঁথিকা ঘোষ
৫২ যুঁথিকা সেন
৫৬ কার্তিকচন্দ্র দাস
৫৭ কৃষ্ণা দাশগুপ্ত
৫৮ কৃষ্ণা ঘোষ দস্তিদার
৫৯ কৃষ্ণা সেনশর্মা
৬১ মানস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৩ মণিকা গুহ
৬৫ মঞ্জু মণ্ডল
৭০ মীরা দত্ত
৭১ মৃত্যুঞ্জয় দে
৭৩ নমিতা চট্টোপাধ্যায়
৭৭ নরেশচন্দ্র সেন
৭৯ প্রবীর কুমার দে
৮১ প্রণব কুমার দেব
৮২ প্রশান্ত কুমার সাহা
৮৬ প্রয়াগদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৯০ পূর্ণিমা উকিল
৯১ পুরুষোত্তম মুখোপাধ্যায়
৯২ রাজেন্দ্রনাথ সরকার
৯৪ রমা রায়
৯৯ রেবা ঘোষ (বসু)
১০০ রেখা দাস
১০১ রেখা পাল
১০২ রুদ্রাণী সেনগুপ্ত
১০৩ সাবিত্রী মিশ্র
১০৪ শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
১০৮ সনৎ কুমার গুপ্ত
১০৯ সন্ধ্যা ঘোষ
১১২ সরযুকান্ত মিশ্র
১১৩ শাশ্বতী সেনগুপ্ত
১১৫ শিপ্রা গোপ
১১৮ শীলা মজুমদার
১১৯ শিপ্রা ভৌমিক
১২০ শিপ্রা দত্ত (চৌধুরী)
১২১ শিপ্রা মিত্র
১২৩ শ্রীপদ ভট্টাচার্য
১২৪ সুভাষ চন্দ্র মল্লিক
১২৫ সুভাষচন্দ্র রায়
১২৬ সুবীর ঘোষ
১২৭ সুচিতা চৌধুরী
১২৯ সুনীল কুমার রায়
১৩০ সুস্থির কুমার ভট্টাচার্য
১৩১ স্বপ্না বাগচী
১৩২ তারকচন্দ্র ঘোষ
১৩৪ উৎপল সরকার
১৩৫ উত্তরা চক্রবর্তী
১৩৬ নির্মলচন্দ্র সান্যাল
১৩৭ মন্মথনাথ ভট্টাচার্য
এন ১ অজিত কুমার দত্ত
এন ২ অনু দাশগুপ্ত
এন ৩ বেলা মজুমদার
এন ৮ দোলো দত্ত
এন ৯ গায়ত্রী দত্ত
এন ১০ গায়ত্রী রক্ষিত
এন ১১ জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
এন ১২ জয়শ্রী ভট্টাচার্য
এন ১৩ ক্ষিতিশচন্দ্র প্রামাণিক
এন ১৫ মন্টুলাল কোনার
এন ১৬ মিনতি দাশগুপ্ত
এন ২০ নন্দিনী আইচ
এন ২২ নিত্য গোপাল তালুকদার
এন ২৫ প্রতিমা সরকার
এন ২৮ রামশঙ্কর মিত্র
এন ৩৩ সুস্মিতা বসু
এন ৩৪ তপন কুমার বসু
এন ৩৬ সাধনচন্দ্র দাস

গ্রন্থ সমালোচনা

আখের স্বাদ নোনতা—সৌরীন সেন। মৈত্র প্রকাশনী, ২৬/২ বি, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। দাম নয় টাকা।

'আখের স্বাদ নোনতা' বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন স্বাদের বই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকা একান্তই সঙ্কীর্ণ। কথা-সাহিত্য প্রধানতঃ কলিকাতার ইতিহাস ও সমাজকে কেন্দ্র করে রচিত। প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিস্তারও সীমিত। ইংরেজী ভাষায় পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের আলোচনা পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা ভ্রমণ কাহিনী ছাড়া বাংলা দেশের বাইরের কথা লেখায় বড় একটা স্থান দেই না। জীবনের দিগন্ত প্রসারিত হলেই তো সাহিত্যের পরিধিও সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত হতে পারে! উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধের বাংলা সাহিত্যের পরিবেশ কিন্তু এতটা সঙ্কীর্ণ ছিল না। তখন কলিকাতাই বাংলার একমাত্র সংস্কৃতি-কেন্দ্র ছিল না। সুতরাং সিলেট থেকে মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম থেকে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার পটভূমিকায় বই লেখা হত।

আলোচ্য গ্রন্থটির ঘটনা-সংস্থান বাংলা দেশে তো নয়ই, আমাদের অনেকটা পরিচিত য়ুরোপ-আমেরিকাও নয়। আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলী ঘটেছে কিউবায়, যে নামের সঙ্গে অধিকাংশ বাঙালী পাঠকেরই পরিচয় ভূগোলের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘূর্ণিবাত্যায় সংবাদপত্রের মাধ্যমে কিউবার নামের সঙ্গে আবার আমরা পরিচিত হয়ে উঠেছি।

'আখের স্বাদ নোনতা' কিউবায় বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের কাহিনী। অত্যাচারী শাসক বাতিস্তার হাত থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করবার জন্য ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে একদল সুশিক্ষিত তরুণ বিদ্রোহ ঘোষণা করল। অনেক গোপন আঘাতে অনেক রক্ত ঝরিয়ে কাস্ত্রো দেশের নেতৃত্ব অধিকার করেছেন। কিন্তু তাতে শান্তি আসেনি। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি শান্তি ও প্রগতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। এই প্রতিবিপ্লবী দলকে উস্কানি দেয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। কাস্ত্রো কোনো বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সুস্পষ্ট সমর্থক না হলেও রাশিয়া তাঁর পক্ষে। সুতরাং কিউবা পৃথিবীর দুই বৃহৎ শক্তির প্রায় রণক্ষেত্র হয়ে পড়ল। আর এই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার প্রভাব স্পর্শ করল ল্যাটিন আমেরিকার নিকটবর্তী দেশগুলিকেও।

এক তরুণ বাঙালী সাংবাদিক লণ্ডনের একটি কাগজের প্রতিনিধি হিসাবে কিউবার রাজধানী হাভানায় এসেছেন এই বিক্ষুব্ধ অঞ্চলের রাজনৈতিক গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য। আলোচ্য বইটি বাঙালী সাংবাদিকের কিউবা বাসের অভিজ্ঞতার বিবরণ। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পটভূমি তাঁর লেখার গুণে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। তাঁর বিবরণ

মোটামুটি তথ্যভিত্তিক। বিক্ষুব্ধ কিউবার প্রাণের স্পন্দন এ বইয়ের ছত্রে ছত্রে অনুভূত হয়। বাতিস্তার বিপ্লব দমনের জন্য নৃশংসতা, প্রতিবিপ্লবীদের ষড়যন্ত্র, গুপ্তচরবৃত্তি, গুপ্তহত্যা ইত্যাদির চাঞ্চল্যকর বিবরণ পাঠককে আকৃষ্ট করে রাখে। প্রথমার্ধে এই আকর্ষণ অনেকটা ক্ষীণ। অল্প পরিসরে বহু রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখের দ্বারা কাহিনী ভারাক্রান্ত। আর সেই সব ঘটনা ইতিহাসের বিবরণ, লেখকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ না থাকায় স্বভাবতই পাঠককে তেমন করে টানা যায় না। কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধে লেখক নিজেই নানা দিক থেকে কিউবার রাজনৈতিক আবর্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ায় পাঠক সাগ্রহে কাহিনীর সঙ্গে এগিয়ে যান। তখন কিউবাকে আর দূরের দেশ বলে মনে হয় না।

এ বইয়ে প্রেম অপ্রধান। রাজনৈতিক শক্তির সংগ্রামই এর উপজীব্য। তবু সিলভিয়ানো ও ব্যালকানোর ভালোবাসার কাহিনী একটি নিটোল প্রেমের গল্পের মতোই মধুর।

অল্প কয়েকটি কথায় লেখক যে চরিত্রগুলি উপস্থিত করেছেন তারা পাঠকের মনে দাগ রেখে যায়। এদের মধ্যে ফিদেল কাস্ত্রো, গুয়েভারা, মারিয়া, সিলভিয়ানো, ব্যালকানো, ইমরে গীগর, গোমেজ, বৃদ্ধ ডাক্তার প্রভৃতি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

লেখকের ভাষা স্বচ্ছ ও সাবলীল। তিনি রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে কিউবার সামাজিক জীবনের চিত্র যদি দিতেন তাহলে সমগ্র বাতাবরণটি জীবন্ত হয়ে উঠত। বিষয়বস্তুর যে মৌলিকতা বাংলা সাহিত্যে তিনি এনেছেন এ জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। বইয়ের নামটি অর্থবহ।

ছাপা ও অঙ্গসজ্জা সুন্দর।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্দ্দোলা: গোলকেন্দু ঘোষ। কলিকাতা, অগ্রণী প্রকাশনী, ১৯৬৬। মূল্য ৩৲ টাকা।

রাশিয়ার চার দিকপাল লেখক পুশকিন, ডস্টয়েভস্কি, চেকভ ও টলষ্টয়ের লেখা চারটি বিখ্যাত গল্পের অনুবাদ। এদিক দিয়ে বিচার করলে বইয়ের চতুর্দ্দোলা নামকরণ সার্থক হয়েছে।

অনুবাদক গোলকেন্দু ঘোষ "গ্রন্থাগার"-এর পাঠকদের কাছে অপরিচিত নন। ইতিপূর্বে তাঁর অনুবাদ করা কয়েকটি প্রবন্ধ "গ্রন্থাগার"-এ ছাপা হয়েছে। তবে অনুবাদ গ্রন্থ হিসেবে এইটিই তাঁর প্রথম গ্রন্থ।

গোলকেন্দু ঘোষ ভাল ভাল গল্প বেছেই অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনুবাদের হাতও খুব খারাপ নয় তবে চেকভের "প্রিয়া" গল্পটি ছাড়া আর কোন গল্পই খুব একটা উঁচু পর্যায়ে ওঠেনি।

গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদ রসগ্রাহী হয় না। অনুবাদকের মৌলিকত্ব সু-অনুবাদ সৃষ্টিতে যথেষ্ট সহায়তা করে। আশা করি, পরবর্তী গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ঘোষ এবিষয়ে অবহিত হবেন এবং উৎকৃষ্টতর অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন।

সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মধ্যে অনুবাদ সাহিত্য খুবই অবহেলিত। যাঁদের বিদেশী ভাষায় মোটামুটি দখল আছে এবং কিছুটা সাহিত্যবোধ আছে তাঁরা অনুবাদ সাহিত্যের প্রতি যথেষ্ট সচেষ্ট নন বলেই এই দুর্দশা। সেদিক দিয়ে বিচার করলে গোলকেন্দুবাবু তাঁর এই প্রথম প্রচেষ্টার জন্য নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ।

বইয়ের ছাপা ও প্রচ্ছদপট মোটামুটি ভালই।

চঞ্চল কুমার সেন

ইছামতী ॥ বেলগড়িয়া সুধা স্মৃতি পাঠাগারের বার্ষিক সংকলন : ১৩৭২

নদীমাতৃক বাংলা দেশের এক একটি নদীর নাম রোমান্সের সৃষ্টি করে। বাংলার শিল্প, সাহিত্য ও ইতিহাসে ঐসব নদীর নাম জড়িয়ে আছে। দক্ষিণ বাংলায় ইছামতী এমনি এক নদী যার রসসম্ভার বিপুল। সেই ইছামতীর নামে পত্রিকাটির নামকরণ উদ্যোক্তাদের রসবেত্তা মনের পরিচয় দেয়।

বসিরহাটের কাছে ইছামতীর অপরপারে অনতিদূরে মডেল বেলগড়িয়া ছোট্ট একটি গ্রাম। গ্রামটির সার্থক প্রাণকেন্দ্র সুধা স্মৃতি পাঠাগার। পাঠাগারের বার্ষিক সংকলন 'ইছামতী' এই কথাই প্রমাণ করে যে দেশের উপেক্ষিত গ্রামীণ জীবন নিশ্চল ও বৈচিত্র্যহীন নয়।

নামজাদা লেখকের রচনায় পত্রিকাটি আকর্ষণীয় না হলেও মৌলিক প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতায় সমৃদ্ধ। নজরুল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ গুহ ও অরুণ কুমার দত্তর তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ দুটি নজরুল সমালোচনা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছে। আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে দীপক চন্দ্রর বক্তব্য বিতর্কমূলক হলেও প্রণিধানযোগ্য। সুশীল কুমার মণ্ডলের 'শিশু গ্রন্থাগার' প্রবন্ধটি গতানুগতিক নয়—সুচিন্তিত ও সুপটু লেখা। উক্ত পাঠাগার কর্তৃক অনুষ্ঠিত ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি পত্রিকায় স্থান পেয়েছে—গল্পগুলি অপরিণত; কিন্তু মননশীল সম্ভাবনায় সুচিহ্নিত। কবিতার মধ্যে মাহমুদা নার্গিস ও জ্যোতির্ময় রায়ের রচনা কলাকৈবল্যবাদী বলেই ভাল লেগেছে।

পত্রিকাটিতে পাঠাগারের কার্যবিবরণী ও কিছু ছবি আছে। মনোরম এই পত্রিকাটির মধ্যে দিয়ে প্রচ্ছন্ন একটি সুন্দর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে—সেটি হোল এখানকার অধিবাসীদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়াস। মডেল বেলগড়িয়ার এই পত্রিকাটিও একটি মডেল।

গ্রন্থ-পরিক্রমা : সংস্কৃত-নাটক সংখ্যা। ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ; ১৫ই অক্টোবর, ১৯৬৬। সম্পাদক : অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ৪০ পৃঃ। মূল্য ১৲ টাকা।

বই ও পত্র-পত্রিকা আলোচনার বাংলা পত্রিকা 'গ্রন্থ-পরিক্রমা'র এই বিশেষ সংখ্যাটি নিশ্চয়ই অভিনবত্বের দাবী করতে পারে। কেননা, যে বিষয়ে এবং যাঁদের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই অপূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য। সংস্কৃত নাটকের বিভিন্ন দিক নিয়ে সর্বসাধারণের উপযোগী করে যে রচনাগুলি সংস্কৃত সাহিত্যে কৃতবিদ্য কয়েকজন লেখক এই পত্রিকায় লিখেছেন তা সংস্কৃত নাটককে সঠিকভাবে বুঝতে যে বিশেষ সাহায্য করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আলোচ্য সংখ্যায় সর্বশ্রী শিবেন্দ্রনাথ ঘোষাল—সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব, গোপিকা মোহন ভট্টাচার্য—সেকালের নাট্যমঞ্চ, রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—নাট্যশাস্ত্র ও নাট্যলক্ষণ, কালীকুমার দত্ত—কালিদাস-পূর্ব যুগের সংস্কৃত নাটক, সুকুমারী ভট্টাচার্য—কালিদাস, অতুলানন্দ চক্রবর্তী—কালিদাসের পরে ভবভূতি সীমা, চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়—ভবভূতির উত্তরকাল, সংযুক্তা গুপ্ত—অধুনাতন সংস্কৃত নাটক ও বিচারপতি অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়—সংস্কৃত নাটকে ট্রাজেডি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আমরা পত্রিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রাপ্তি-স্বীকার

Anthology of Indian Dances (and the arts) Edited by Nabaniharan Mukhopadhyay. Uttarayan, 65A, Jatindramohan Avenue, Calcutta-5. 1966. Price Rs 10/-

উত্তর সাগর : চৈতন্য কলা-বিজ্ঞান কেন্দ্রের পত্রলেখা। ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-আগষ্ট, ১৯৬৬। দ্বি-মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক : শৈলেশ রাহা ও শুকদেব চট্টোপাধ্যায়। চৈতন্য কলা-বিজ্ঞান কেন্দ্র, ১০নং নেতাজী সুভাষ রোড, উত্তরপাড়া। মূল্য প্রতিসংখ্যা ২৫ পয়সা।

চিকিৎসা জগৎ : ৩৮শ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস বিশেষ সংখ্যা। ৩৮ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৭৩। সম্পাদক : ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। পি-৭৯, নিউ সি, আই, টি রোড, ইণ্টালী, কলিকাতা-১৪। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

আধি ব্যাধি : তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩৭৩ ; সম্পাদক মণ্ডলী : নীহার কুমার মুন্সী—জ্যোতির্ময় মজুমদার—সমর রায়চৌধুরী। হেল্‌থ পাবলিকেশন, পি-৫, সি আই, টি, রোড, কলিকাতা-১৪। মূল্য প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা।

স্বাস্থ্য-দীপিকা : চতুর্থ বর্ষ, নবম সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৩ ; সম্পাদক : নিতাইপদ মুখোপাধ্যায়। ২নং ফরডাইস লেন, কলিকাতা-১৪। মূল্য ৫০ পয়সা।

উত্তর সূরী : কবিতা, সংগীত, শিল্পচর্চা ও সমালোচনার ত্রৈমাসিক পত্র। ১৩শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ; শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩। সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য। ৯বি/৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৫০। মূল্য প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা।

অম্লান : ত্রৈমাসিক পত্রিকা ১ম বর্ষ, ২য় বিশেষ (শারদীয়) সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩। সম্পাদক : অমলকুমার রায় ও সন্তোষ কুমার বিশ্বাস। বি/১, রামকৃষ্ণ উপনিবেশ, যাদবপুর, কলিকাতা-৩২। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

Book Reviews

গ্রন্থাগার সংবাদ

২৪ পরগণা

সাধুজন পাঠাগার। বনগ্রাম।

সম্প্রতি পাঠাগারের ৩২তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান সম্পর্কে এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শিক্ষাব্রতী শ্রীরুক্মিণী কুমার সাহা।

গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী জ্যোৎস্না রাণী সাধু পাঠাগারের বার্ষিক কার্য বিবরণী পাঠ করেন। অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, রাণী এলিজাবেথ, সিংহলের গবর্ণর জেনারেল, প্রভৃতি বাণী পাঠান।

এই অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক শ্রীকানাইলাল নাথকে মানপত্র দেওয়া হয় এবং শিক্ষাব্রতী শ্রীবীরেন্দ্র শেখর পালকে 'সাহিত্য-তিলক' উপাধি দেওয়া হয়। বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য সভ্যসভ্যাদের ৩টি রৌপ্যপদক, ৭ খানা পুস্তক ও ৪টি অভিজ্ঞানপত্র পুরস্কার দেওয়া হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি শ্রীচঞ্চল কুমার সেন প্রধান অতিথির ভাষণ দেন এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীতারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। পাঠাগারের পক্ষ থেকে শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হুগলী

অন্নপূর্ণা পুস্তকাগার। তেলিনীপাড়া।

হুগলী জেলার অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থাগার তেলিনীপাড়া অন্নপূর্ণা পুস্তকাগারের কার্যনির্বাহক সমিতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর নিকট গ্রন্থাগারটিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টাউন প্ল্যানিং লাইব্রেরী স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন জানিয়েছেন। সম্প্রতি পুস্তকাগারের স্বর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রন্থাগারের এক বিঘা পরিমাণ জমি, নিজস্ব ভবন এবং প্রায় ৭ হাজার বই রয়েছে। টাউন প্ল্যানিং স্কীমের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সর্বপ্রকার যোগ্যতাই এই গ্রন্থাগারের আছে বলে কমিটি দাবী করেন।

মেদিনীপুর

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার। তমলুক।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ৺জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিনে গত ১৪ই নভেম্বর জেলা গ্রন্থাগারে বিশ্বশিশু দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে চিত্র, পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার একটি মনোরম প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। চিত্রে শ্রীনেহেরুর জীবন আলেখ্য প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ ছিল। ১৯শে নভেম্বর একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও করা হয়। অসংখ্য বালকবালিকা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। সন্ধ্যাকালীন সভায় শ্রীনেহেরুর জীবনাদর্শ আলোচনা করেন জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য।

গত ১লা ডিসেম্বর গ্রন্থাগারে সর্বভারতীয় সমাজ শিক্ষা দিবস উপলক্ষে এক সভা হয়। ১লা থেকে ৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বয়স্ক শিক্ষা, সমাজ ও দেশ গঠনের উপযোগী পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও চিত্রাদির একটি প্রদর্শনী বিকেল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

হাওড়া

ওয়াদিপুর জনশিক্ষা পল্লী পাঠাগার। ওয়াদিপুর।

গত ১৪ই নভেম্বর, ৬৬ ৺জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিবসোপলক্ষে ওয়াদিপুর জনশিক্ষাপল্লী পাঠাগারে বিশ্বশিশু দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, প্রভাত ফেরী, গ্রাম পরিক্রমা এবং সন্ধ্যায় এক সভা ও বিচিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি যথাযথভাবে পালন করা হয়। সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন খসমরা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীমন্মথনাথ পাত্র ও সর্বশ্রী নৃপেন্দ্রনাথ খাঁড়া, গনেশচন্দ্র পাত্র প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

ভারত পাঠাগার। ২৭, অন্নদাপ্রসাদ ব্যানার্জী লেন।

গত ১৪ই নভেম্বর পাঠাগার প্রাঙ্গণে শ্রীনেহেরুর জন্মদিবস ও শিশু উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। সকালে প্রভাতফেরী, বিকালে ক্রীড়া প্রদর্শনী ও সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। সান্ধ্য অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ প্রশান্ত কুমার বসু।

হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘ। ৫।৪ মহাত্মা গান্ধী রোড।

অন্যান্য বছরের মত এবছরও হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের উদ্যোগে, জেলা পাঠাগার ভবনে গত ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই নভেম্বর শ্রীনেহেরুর জন্মদিবস উপলক্ষে শিশু ও কিশোরোপযোগী পুস্তকের একটি চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রদর্শনীতে কলকাতার প্রায় ১২টি প্রকাশক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ইউ এস আই এস-এর প্রচার বিভাগ গত ১৪ই নভেম্বর কয়েকটি শিশুচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন ক'রে আনন্দ বর্ধন করেন।

রামনারায়ণ পল্লী পাঠাগার। রণজিতপুর।

গত ২৯শে অক্টোবর, ৬৬ রামনারায়ণ পল্লী পাঠগারের বার্ষিক মিলনোৎসব পালন করা হয়। সভ্য-সভ্যাদের পক্ষ থেকে শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাস অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে পাঠাগারের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সভ্য-সভ্যা তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন এবং আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মেলনটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে।

পরিষদ কথা

গ্রন্থাগার দিবস

২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে নিম্নলিখিত আবেদন প্রচার করা হয় :—

"২০শে ডিসেম্বর তারিখটি পশ্চিম বাংলায় গ্রন্থাগার দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। এবারও ঐ দিবসটি যথারীতি সমারোহের সহিত পালনের জন্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগারসেবীদের নিকট আবেদন জানাচ্ছে।

গ্রন্থাগারবাসীদের কাছে এই দিবসটি বিশেষভাবে স্মরণীয়- এই তারিখেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনের মধ্যে দিয়ে সূচিত হয়েছিল বাংলা দেশের সুসংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলন। দিনটির ঐতিহাসিক পশ্চাদপটও প্রসঙ্গত স্মর্তব্য। ১৯২৪-এ বেলগাঁওতে জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনের পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে এক সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলন অনুভব করেছিল যে স্বরাজ অর্থাৎ মানুষের স্বাধীন ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনকল্পে প্রয়োজন দেশবাসীর শিক্ষা ও চেতনার বিস্তার। কিন্তু প্রচলিত বিদ্যায়তনের মাধ্যমে সে প্রয়োজন মেটে না— তাই দরকার এমন এক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেওয়া যার মাধ্যমে আপামর মানুষের শিক্ষার অভাব ও অসম্পূর্ণতা কাটিয়ে তোলা সম্ভব। সেই দৃষ্টিতে সম্মেলন অনুভব করেছিল যে গ্রন্থাগারই সেই কাজের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সহায়ক—গ্রন্থাগারের সাহায্যেই ধনী-নির্ধন, স্বাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষকে আজীবনকাল স্বশিক্ষিত করে তোলা যায়। এতদুদ্দেশ্যে লোকের পাঠরুচি ও গ্রন্থাগার অনুরাগ সৃষ্টির জন্য চাই সুগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলন। ভারতের প্রতি প্রদেশে প্রস্তাবিত আন্দোলন পরিচালনার জন্যে একটি করে গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত ঐ সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল। তদনুযায়ী ১৯২৫-এর ২০শে ডিসেম্বর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

যে-উদ্দেশ্য নিয়ে এ-প্রদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন সুগঠিত রূপ নিয়েছিল তা আজও বহুলাংশে অসম্পূর্ণ রয়েছে। পশ্চিম বাংলার বহু স্থানের অধিবাসীরা গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ থেকে এখনও বঞ্চিত; বিত্তহীন ও শিক্ষাহীনদের কাছে সকল গ্রন্থাগারের দ্বার আজও উন্মুক্ত নয়—এমনকি রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলিতেও চাঁদা বিনা ব্যবহারের সুযোগ অনুপস্থিত—গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের যথোচিত ব্যবস্থার অভাবেই সর্বসাধারণের পাঠস্পৃহা বিনষ্ট হচ্ছে—ফলে দেখা দিচ্ছে মানসিক শূন্যতা ও সামাজিক অবক্ষয়; ইদানীং ছাত্রদের নানাবিধ অসন্তোষের মূলেও রয়েছে পাঠ্যবস্তুর অভাব-জনিত মানসিক শূন্যতা। বৃত্তিধারী গ্রন্থাগারসেবীরা বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের গ্রন্থাগার কর্মীরা জীবন ধারণের পক্ষে ন্যূনতম পারিশ্রমিকও পান না। এ রাজ্যের সর্বাপেক্ষা নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি হোল যে সর্বভারতীয় অক্ষরজ্ঞানের পর্যায়ে পশ্চিম বাংলা মাত্র দশ বছরের

ব্যবধানে নবম স্থানে অবনমিত—সমস্যাটি ব্যাপক ও বৃহৎ হলেও কার্যতঃ গ্রন্থাগারের সঙ্গে বিশেষরূপে স্বার্থান্বিত।

উপরিউক্ত অভাব-অসুবিধা ও অসম্পূর্ণতা দূরীকরণের জন্যে চাই দলমত নির্বিশেষে সর্বজনের মিলিত প্রয়াস। বিষয়টি সমাজের বিশেষ কোনও শ্রেণীর নয়—সকলেরই স্বার্থ তাতে জড়িত। দেশের বৈষয়িক উন্নতি, নৈতিক বিকাশ ও জাতীয় সংহতির জন্যে সর্বাগ্রে চাই জনসাধারণের শিক্ষা ও চেতনা। গ্রন্থাগার শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রাত্যহিক জীবনের অপরিহার্য এই অঙ্গের প্রতি অবহেলা পরিণামে সামাজিক ক্ষয় ও ক্ষতির কারণ হবে। বিগত ও বর্তমান দিনের খতিয়ানে গ্রন্থাগার দিবস আগামীদিনের কর্মপন্থা ও সংকল্প গ্রহণের সময়। জনচিত্তে এইদিন একযোগে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ও অসুবিধাগুলিকে তুলে ধরা দরকার। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নিম্নলিখিত কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে গ্রন্থাগার দিবস পালনের আহ্বান জানাচ্ছে :

খসড়া কার্যসূচী

১. ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস ও ঐদিন থেকে সপ্তাহকাল গ্রন্থাগার সপ্তাহরূপে উদ্‌যাপন।

২. স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে বাড়ী বাড়ী গিয়ে সকলকে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের সদস্য হবার জন্যে অনুরোধ করা এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থাগারের জন্যে অর্থ ও পুস্তক সংগ্রহ।

৩. গ্রন্থাগার কর্মীদের আঞ্চলিক বৈঠকে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি আলোচনার ব্যবস্থা।

৪. জনসভা, গ্রন্থ ও প্রাচীরপত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এবং তৎসহ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন।

৫. সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের উন্নতি ও স্থানীয় অধিবাসীদের গ্রন্থাগার অভিমুখী করার জন্যে অন্যান্য কার্যসূচী গ্রহণ।

গ্রন্থাগার দিবস ও সপ্তাহে আয়োজিত সভায় নিম্নলিখিত খসড়া প্রস্তাবগুলি বিবেচনা ও গ্রহণের জন্যেও পরিষদ আবেদন জানাচ্ছে। প্রস্তাবের অনুলিপি শিক্ষামন্ত্রী ও সংবাদপত্রে প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয়। **অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথাসময়ে পাওয়া গেলে পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত হবে।**

খসড়া প্রস্তাব

১. এই সভা স্থানীয় অধিবাসীদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য এতদঞ্চলের সকল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সাধ্যমত যত্ন লইতে ও অঞ্চলস্থ গ্রন্থাগারগুলির সহিত সহযোগিতা করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

২. এই সভা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন, সুপরিচালন ও বিনা চাঁদায় সর্বজনের ব্যবহারোপযোগী ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে একটি গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

এই সভা এতদঞ্চলে আগামী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিটি প্রার্থীকে অনুরোধ করিতেছে যে নির্বাচিত হইলে তিনি যেন পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য যত্নবান হন।

এই সভা সারা রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থ যথোপযুক্ত সংখ্যক ডে-স্টুডেন্টস্ হোম খুলিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।

এই সভা মনে করে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুপরিচালনা ও সাফল্যের জন্য কর্মীদের যথোচিত বেতন দেওয়া আবশ্যক; এই সভা সেজন্যে পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত বেতন ও নায্য সুবিধাদি প্রদানের জন্য অনুরোধ করিতেছে।"

Association Notes.

ভ্রম-সংশোধন

'গ্রন্থাগার'-এর বর্তমান সংখ্যার ৩৫৬ পৃষ্ঠায় 'অটোমেশন ও গ্রন্থাগার' (Automation and libraries) প্রবন্ধের সহায়ক নিবন্ধপঞ্জীর তালিকায় একটি মারাত্মক ত্রুটি ঘটেছে।

RAIZADA (AS). and ROGERS (FB) বলে যে রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে তা নিম্নলিখিতরূপ হবে:—

RAIZADA (AS). Automation in documentation.
(An lib Sc doc 11, 1964 ; 54-76).

ROGERS (FB). MEDLARS operating experience at the University of Colorado. (Bull med lib ass. 54, 1966 ; 1-10).

তাছাড়া এই প্রবন্ধের শেষের দিকে নোটেশন ব্যবহারেও কিছু ত্রুটি ঘটেছে: ৪১, ৪২ কিংবা ৬২১, ৬২২ স্থলে ৪.১, ৪.২ এবং ৬২.১, ৬২.২ ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলিকে সর্বত্রই পয়েন্ট বাদ দিয়ে অর্থাৎ ৪১, ৬২২ পড়তে হবে। এই ত্রুটির জন্য সম্পাদক অত্যন্ত দুঃখিত।—স. গ্র.।

সম্পাদকের নিবেদন

ইংরেজী বছর শেষ হয়ে গেল।

নতুন বছরের প্রথমেই পরিষদের সদস্যগণের কাছে নিবেদন, তাঁরা যেন বছরের প্রথম ভাগেই তাঁদের দেয় সদস্য চাঁদা পরিষদ কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেন।

দেখা যাচ্ছে, অনেক সদস্যের ১৯৬৬ সালের চাঁদা এখনও পরিষদ অফিসে জমা পড়েনি। ১৯৬৬ এবং তারও পূবের বাকী চাঁদা যদি কিছু থাকে তবে সকলকে অনতিবিলম্বে তা পাঠাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনেক সময় সদস্যগণ ২।৩ বছরের বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করে ঐ সকল বছরের পুরানো পত্রিকা দাবী করেন। পরিষদ অফিসে ঐ সকল পত্রিকা অতিরিক্ত থাকলে তাঁদের তা দেওয়াও হয়। কিন্তু ২।৩ বছর পরে স্বভাবতঃই এই সকল পত্রিকার কিছু কিছু সংখ্যা নিঃশেষ হয়ে যায় বলে বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করলেই পুরানো গ্রন্থাগার পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা থাকেনা।

যাঁদের ১৯৬৬ সালের চাঁদা বাকী থাকবে ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে আর কোনক্রমেই তাঁদের কাছে পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হবে না। আর যাঁদের চাঁদা বাকী তাঁরা যেন পত্র দিয়ে 'গ্রন্থাগার' সম্পাদককে জানান যে তাঁদের চাঁদা ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই তাঁরা পাঠাবেন। নচেৎ পত্রিকা পাঠানো বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

অনেক সদস্য জানিয়েছেন তাঁদের চাঁদা বাকী নেই অথচ তাঁরা 'গ্রন্থাগার' নিয়মিত পাচ্ছেন না। 'গ্রন্থাগার' সাধারণতঃ ইংরেজী মাসের ২০ তারিখের পরে এবং পরবর্তী বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে ডাকে দেওয়া হয়। সময়মতো 'গ্রন্থাগার' না পেলে তা অনুগ্রহ করে 'গ্রন্থাগার' সম্পাদককে জানাবেন। অনেক সময় ঠিকানা পরিবর্তন বা 'গ্রন্থাগার' না পাওয়ার কথা সদস্যগণ মৌখিকভাবে অফিসে জানিয়ে যান। দেখা গেছে, এতেই সবচেয়ে অসুবিধা দেখা যায় বেশী। সদস্যগণের নিকট অনুরোধ, অফিসে জানিয়ে গেলেও যেন তারা অনুগ্রহ করে মৌখিকভাবে না জানিয়ে চিঠি রেখে যান : সম্প্রতি আমরা আমাদের কয়েকজন সদস্যের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়েছি যে ২ পয়সার ডাক টিকিট লাগানো থাকা সত্ত্বেও তাঁদের কাছ থেকে স্থানীয় পোষ্ট অফিস অতিরিক্ত মাশুল আদায় করেছেন। সদস্যগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে গ্রন্থাগার পত্রিকাটি 'রেজিস্টার্ড' পত্রিকা ; টিকিট লাগিয়ে ডাকে দিতে হলে আইনতঃ এর জন্য ২ পয়সার টিকিটই লাগাতে হয়। এরূপ ঘটনা ঘটলে তা অনুগ্রহ করে "গ্রন্থাগার" সম্পাদককে জানাতে অনুরোধ করি। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পোষ্ট অফিসেও অভিযোগপত্র পাঠানো দরকার।

আশা করি, সদস্যগণের কাছ থেকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা লাভে সম্পাদক বঞ্চিত হবেন না।

From the Editor's Desk.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৯ | ১৩৭৩, পৌষ

॥ সম্পাদকীয় ॥

গ্রন্থাগারের কাজকর্মের মান নির্ধারণ

সম্প্রতি ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাপারে সম্মেলন, আলোচনা-চক্র, সেমিনার ইত্যাদি প্রায়ই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে তো বটেই, সরকারী উদ্যোগে এবং সরকারী অর্থ সাহায্যেও এধরনের সম্মেলন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

গত নভেম্বর মাসেও ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রকের সাহায্যে এবং INSDOC-এর উদ্যোগে এইরূপ একটি সেমিনার হয়ে গেল। এই সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল, "Standard of work for jobs in Central Government Departmental Libraries." অবশ্য পরে জানা গেল, আলোচনা সকল প্রকার গ্রন্থাগার সম্পর্কেই হয়।

প্রকৃতপক্ষে ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রকের স্টাফ ইন্সপেকসন ইউনিটের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকারের অধান বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলির কাজের ২০টি শ্রেণীবিভাগ করে সেই সকল কাজ সম্পন্ন করায় সম্ভাব্য কি সময় লাগা উচিত সে সম্পর্কে মতামত আহ্বান করা হয়েছিল।

এই সেমিনারে গৃহীত প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত কোন সংবাদ আমরা এখনো পাইনি। তবে এখানে অনেক প্রবীণ ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক, বিভিন্ন সরকারী বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিনিধি নিশ্চয়ই উপস্থিত ছিলেন। যদিও এই সেমিনার আহুত হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের ডিপার্টমেন্টাল লাইব্রেরীগুলি সম্পর্কে কাজের একটা 'স্ট্যাণ্ডার্ড' ঠিক করার জন্য কিন্তু এমন কোন 'স্ট্যাণ্ডার্ড' ঠিক হলে সরকারী-বেসরকারী সকল গ্রন্থাগারের ওপরই এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য। আর কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যক্তিরাও এই স্ট্যাণ্ডার্ড অনুসারে গ্রন্থাগার কর্মীদের কাজের বিচার করতে চাইবেন। সুতরাং বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এই সেমিনারে উপস্থিত প্রবীণ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অনেক গ্রন্থাগারিক তাঁদের মতামত দেবার সময়

গ্রন্থাগারের শ্রেণীভেদ এবং তাদের কাজের ধরনের বিভিন্নতার কথা স্মরণ রেখে এইরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিতে ইতস্ততঃ করেছেন। অন্ততঃ অর্থ-মন্ত্রকের ষ্টাফ ইন্সপেকসন ইউনিটের প্রস্তাবমতো তাঁরা যে প্রতি বই বর্গীকরণের জন্য ৪মিঃ ক্যাটালগিং-এর জন্য ৪মিঃ ইত্যাকার সময় বেঁধে দেওয়ার প্রতি সমর্থন জানাননি এটা আনন্দের বিষয়। কিন্তু বরাবরই এই ধরনের সেমিনার, কনফারেন্সে কিছু কিছু অত্যুৎসাহী গ্রন্থাগারিকের দেখা পাওয়া যায়। এই সেমিনারেও কোন কোন অত্যুৎসাহী গ্রন্থাগারিক নাকি বলেছেন তাঁরা দিনে ৮০ খানি বই ক্যাটালগিং ও ক্লাসিফাই করতে পারেন। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

গ্রন্থাগারের কাজ সম্পন্ন করার সম্ভাব্য সময়ের কোনরূপ 'স্টাণ্ডার্ড' স্থির করার আমরা বিরোধী একথা যেন মনে না করা হয়। কিন্তু তা করতে যেয়ে অযথা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা আমরা সঙ্গত মনে করি না। একে তো এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের কাজ সম্পর্কে সাধারণ লোক তো বটেই, এমন কি বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও অনেক ভ্রান্ত ধারণা রয়ে গেছে; যার ফল গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রায়ই ভোগ করতে হয়। এখনো আমাদের দেশের জাতীয় গ্রন্থাগারে উপন্যাস পাঠকেরা একদিকে ভিড় করতে থাকেন, আর অন্যদিকে উচ্চশিক্ষিত বিলাতফেরৎ ভদ্রলোকেরা আমাদের দেশের লাইব্রেরীগুলিতে ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীর মতো সুযোগ-সুবিধা ও কর্মদক্ষতা না দেখে হতাশ হন।

আমাদের বিবেচনায় স্ট্যাণ্ডার্ড যদি বাঁধতেই হয় তবে সব দিক দিয়েই সেটা বাঁধতে হবে। আমাদের দেশের কয়েকটি বৃহৎ গ্রন্থাগার ছাড়া কয়টি গ্রন্থাগার 'স্ট্যাণ্ডার্ড' রক্ষা করতে সমর্থ? বহু গ্রন্থাগারেই কর্মীর সংখ্যা অল্প। অল্প সংখ্যক কর্মীকে বিভিন্ন ধরণের কাজ সম্পাদন করতে হয় বলেও অনেক সময় তাঁদের কাজে স্বভাবসিদ্ধ দ্রুতগতি আসে না। কিন্তু যেখানে কাজের শ্রমবিভাগ আছে সেখানে একই লোক বহুকালব্যাপী একই ধরণের কাজ করায় ঐ কাজ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় সরকারেই এমন বিভাগীয় গ্রন্থাগারও আছে যেখানে একজন গ্রন্থাগারিক ব্যতীত দ্বিতীয় কর্মী নেই। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ গ্রন্থাগারিককে যখন ক্যাটালগিং ক্লাসিফিকেশন থেকে আরম্ভ করে, বই লেন-দেন, বই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, লাইব্রেরী সাজানো, চিঠিপত্র লেখা ইত্যাদি যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করতে হয় এবং তদুপরি রেফারেন্স সার্ভিস দিতে হয় তখন এই সকল কাজের কোনটাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। অনেক গ্রন্থাগারে আবার লোক নেওয়ার সময় গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে শিক্ষা-প্রাপ্ত লোকও রাখা হয় না। অর্থাভাবের জন্য গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও অনেক সময় পাওয়া যায় না।

তাছাড়া বেতনের দিক দিয়েই কি কোন স্ট্যাণ্ডার্ড আছে? এক শ্রেণীর গ্রন্থাগার এবং একই শ্রেণীর কাজের জন্য এসকল গ্রন্থাগারে আবার বিভিন্ন বেতনক্রমও চালু

(শেষাংশ ৪২৮ পৃষ্ঠায়)

অশ্লীল বই ও গ্রন্থাগারিক

দিলা মুখোপাধ্যায়

অশ্লীল : অশ্লীল কথাটার মানে কি? এ প্রশ্ন উঠলে বলতে হয় অশ্লীল কথাটার সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয় কারণ মানব সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অশ্লীল কথাটার সংজ্ঞারও পরিবর্তন হয়েছে। এ কথাটার মানে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে মানব সভ্যতার বিকাশের বিভিন্ন যুগের সামাজিক convention-এর উপর।

অশ্লীল কথাটার ইংরাজী হচ্ছে obscene, এ কথার উৎপত্তি কি করে হলো তা ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলতে পারেন না; তবে কথাটি এসেছে ফরাসী কথা obscene থেকে এবং ফরাসী কথাটি এসেছে ল্যাটিন obscenus কথা থেকে। কিন্তু কথাটার মানে যে ঠিক কি তা কেউ বলতে পারে না। সাধারণভাবে বলতে গেলে কোন একটি কথার মানে তখনই নির্দিষ্ট হয় যখন কথাটিকে অন্য কোন কথার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। যেমন "লাল" বলতে কিছুই বোঝায় না, কিন্তু "লাল ফুল" "লজ্জায় লাল" "রেগে লাল" বললে লাল কথাটার একটা নির্দিষ্ট মানে পাওয়া যায়। Ernst & Seagle তাদের বই "To the pure" নামক বইয়ে লিখছেন—"No two persons agree on the definitions of the six deadly words : obscene, lewed, lascivious, filthy, indecent, disgusting"। কোন বিষয় অশ্লীল তা নির্ভর করে বিষয়ের উপর নয়, যিনি পড়ছেন বা যিনি দেখছেন তার মনের উপর। Dr. Ernst Jones-এর মতে "It is the people with secret attractions to various temptations who busy themselves with removing these temptations from other people ; really they are defending others because at heart they fear their own weakness."

অশ্লীল কথাটা সাধারণতঃ কামোদ্দীপক বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু যে কাজ আমরা সকলে করি, যে কাজ প্রত্যেক জীবেরই প্রয়োজন, যে বিষয় আমরা সকলে মনে মনে চিন্তা করি, সেই কাজের কথা লিখলে বা বললে দোষ কী? মনে মনে খুন করবার ইচ্ছে থাকলে তা বে-আইনী নয় কিন্তু তা প্রকাশ করলে বা লিখলে বে-আইনী হয়। একথা যদি সত্য হয় তা হ'লে রোমাঞ্চ বা Detective উপন্যাস তো বাজারে বিক্রি করতে দেওয়া কোন মতেই উচিত নয়। কার্যত যৌনসম্বন্ধীয় কাজ বে-আইনী নয় কিন্তু তা প্রকাশ করলে বা তা লিখে ছেপে বার করলে বে-আইনী হয় এবং যৌন বিষয়ক বই বাতিল করে দেওয়া হয়। এ ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত বলে মনে হয় না কি? কিন্তু একথা তো ভুললে চলবে না যে মানুষ ছিল প্রথমে জন্তু, পরে সে হলো মানুষ এবং সামাজিকতার ফলে সে হলো মানবীয়। মানুষের মধ্যে যে পশুবৃত্তি রয়েছে তা মানুষের স্বাভাবিক চরিত্র, এই চরিত্রের উপর সামাজিক convention-এর ফলে গড়ে

উঠেছে মানুষের অস্বাভাবিক চরিত্র। সমাজ এবং সভ্যতার একমাত্র কাজ হচ্ছে মানুষকে অপ্রকৃত করে তোলা। কিন্তু মানুষের মনের প্রকৃত প্রবণতাগুলিকে একেবারে নির্মূল করে ফেলা সম্ভব নয়। মানুষ যদি স্বাভাবিক উপায়ে সে প্রবণতাগুলিকে চরিতার্থ করতে না পারে তাহলে সে সেগুলিকে অস্বাভাবিক উপায়ে চরিতার্থ করবার চেষ্টা করে, ফলে হয় এই "In the effort to keep sex out of print, we have channelised into sadism the blocked human impulses which would normally expend themselves in what we call pornography"—(Henry Miller)। হত্যা করা blocked sexual impulse-এর একটি পরিণতি। তা হ'লে আমরা একথা অস্বীকার করতে পারি না যে খুন, জখম সম্বন্ধীয় বই পড়ে আমরা আমাদের যৌন প্রবণতা চরিতার্থ করি। সুতরাং এ ধরণের বইকে চূড়ান্তভাবে অশ্লীল বিবেচনায় বাতিল করা প্রয়োজন।

একটু ভালো করে বিবেচনা করে দেখলে দেখা যাবে সারা মানব সভ্যতার ভিত্তিই হচ্ছে যৌন প্রবণতার উপর। ঠিক এই কারণেই আধুনিক সভ্যতা যৌন প্রবণতা চরিতার্থ করবার জন্য নানা উপায়ের সৃষ্টি করেছে, কারণ সেগুলি মানুষের প্রয়োজন— "Obscenity is a permanent element of human social life and corresponds to a deep human need. Adults need obsence literature as much as children fairy tales, as a relief from the oppressive social convention.— H. Ellis.)"। কিন্তু সমাজ সব সময়েই অশ্লীল বইয়ের উপর খড়্গহস্ত এবং যুগ যুগ ধরে চেষ্টা করছে অশ্লীলতাকে চাপা দিতে তবু সমাজের মধ্যে অশ্লীলতা চলেই আসছে। মানুষ যত বেশী সভ্য হচ্ছে, বইয়ের মধ্যে অশ্লীলতা তত বেশী দেখা দিচ্ছে। উপন্যাসের মধ্যে যৌন বিষয়ে বাঁধাবাঁধি বলতে আর কিছু থাকছে না। তার কারণ মানুষ এখন মানুষকে সর্বাঙ্গীন মানুষ হিসাবে দেখবার চেষ্টা করছে। মানুষকে মানুষের মত করে বিচার করাই হয়তো সভ্যতার চরম লক্ষ্য। "All attempts to regulate the traffic of obscene books . are doomed to failure where civilisation rears it head .. it is indisputable they are synonymous with what is called civilisation"।

যৌন বিষয়ক বইকেই আমরা এতদূর অশ্লীল বলে গণ্য করে এসেছি কিন্তু যৌন সম্বন্ধীয় বই ব্যতীত মানুষের জৈবিক প্রয়োজনে অন্যান্য কার্যকেও অশ্লীল বলে গণ্য করা হয়। এক আমেরিকান প্রেসিডেন্টের (Benjamin Franklin)—England-এর Philosophical Society-কে লেখা "Borborygmi" (বায়ুনিঃসরণ) সম্বন্ধে এক খানি চিঠি অশ্লীলতার কারণে বাতিল করা হয়। এই পত্রে প্রেসিডেন্ট মহাশয় ইংলণ্ডের Philosophical Society-কে অনুরোধ করেন এমন কোন উপায় বার করতে যাতে সভার মাঝে বায়ু নিঃসরণ করলে তাতে দুর্গন্ধ না থাকে। (পাঠককে বলি চিঠিখানি

পড়তে, কারণ তা হ'লে বুঝতে পারবেন কী বিশেষ প্রয়োজনে পড়ে প্রেসিডেন্ট মহাশয় এ পত্র লিখেছিলেন) চিঠিখানি "An unhurried view of erstica" pp. 79-82 by Ralph Ginsberg. নামে একখানি বইয়ের ভিতরে আছে। আসল কথা হচ্ছে এই যে সামাজিক Convention-এর বাইরে কিছু লিখলেই তা পাঠকের কাছে shocking বলে মনে হয় কিন্তু বিশ্বের সাহিত্য বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যারা বিশ্বের নাম-করা লেখকেরা Social convention-এর বিরুদ্ধে লিখেই নাম করেছেন। সুতরাং সে হিসাবে বই বাতিল করতে গেলে বিশ্ব-সাহিত্যের সব নাম করা বইকেই বাতিল করতে হবে। কিন্তু মানুষের "Liberty of expression" পৃথিবীর সকল দেশের সংবিধানই মেনে নিয়েছে "They (censor) have had no knowledge of the liberty of expression tacitly granted to men of letters"। লেখকের মনে যে চেতনা জেগেছে সে চেতনা জনসাধারণের মনে না থাকতে পারে। ফলে লেখকের লেখা নিয়ে পাঠকের ব্যক্তিগত চেতনার সঙ্গে বিরোধ বাঁধতে পারে। তা বলে একথা বলা চলে না, লেখক যা লিখেছেন তা অশ্লীল বা বাতিল করার যোগ্য। লেখক এরূপ ক্ষেত্রে সামাজিক convention এর বাইরে এবং তা থেকে এইটুকুই প্রমাণ হয় যে, লেখকের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। "Obscenity does not exist in any book, but is wholly a quality of the reading or the viewing mind"

কোন বই অশ্লীল এ প্রশ্ন উঠলেই, অশ্লীলতা প্রমাণ করবার জন্য অনেকে বলেন "আপনি কি আপনার ছেলে মেয়েদের হাতে এ ধরনের বই তুলে দিতে পারেন ?" বড় অদ্ভুত প্রশ্ন! কারণ অশ্লীলতার অভিজ্ঞতা যদি ছেলে-মেয়েদের থাকে তবেই তারা বইখানি পড়ে বুঝতে পারবে। সে ক্ষেত্রে এ ধরনের বই পড়ায় তাদের কোন ক্ষতি হওয়ার কারণ নেই, কারণ বইয়ের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা আগে থেকেই হয়ে গেছে। আর যাদের সে বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই তাদেরও সে বই পড়ে কোন ক্ষতি হবার কারণ নেই—কারণ বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তারা কোন ধারণাই করতে পারবে না। ভালো কি তা জানতে হলে মনের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। মানুষের মন্দ দিকটার উপর কেবল নজর রাখলে তবে মানুষের ভালো দিকটা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয় এবং মানুষকে সর্বাঙ্গীণ ভাবে বোঝা সম্ভব হয়। উপন্যাসের চরিত্রকে সাজিয়ে গুছিয়ে আদর্শ হিসাবে বর্ণনা করা চলে কিন্তু তাতে মানুষের বর্ণনা দেওয়া হয় না। আধুনিক উপন্যাসের ধারাই হচ্ছে মানুষকে মানুষের মত করে বর্ণনা করা। ঠিক এই কারণে আধুনিক উপন্যাসের পাঠক বেশী, কারণ পাঠক উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে খুঁজে পায়।

কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার সব বিষয়গুলিকে নির্মূল করতে পারলেই কি পাপের দৃষ্টান্তগুলিকে সমাজ থেকে মুছে ফেলা সম্ভব হবে ? তা সম্ভব নয়, কারণ পাপের অভিজ্ঞতা না থাকলে সমাজ থেকে পাপ কখনও দূরীভূত হ'তে পারে না।

"They are not skilful considerers of human things" মিলটন তাঁর Aereopagitica'য় বলেছেন "who imagine to remove sin by removing the pattern of sin··· Banish all objects of lust, shut up all youth into severest discipline that can be exercis'd in any hermitage, we cannot make them chaste···"Good and evil we know in the field of this world grow up togther almost unseparably. As therefore the state of man now is ; what wisdom can there be to chose what continence to forebear without the knowledge of evil ?"

গ্রন্থাগারিক ও অশ্লীল বই

জনসাধারণের গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের অশ্লীল বই সম্বন্ধে কর্তব্য কি একবার তা বিবেচনা করে দেখা যাক। "The word obscenity has two distinct meanings (1) Something in speech or in print which contravenes normally accepted standards of taste. (2) Something which excites lustful thoughts". আমি পূর্বেই দেখিয়েছি এ-ছুটি বিষয় বিচার করা ব্যক্তিগতভাবে সম্ভব নয়। প্রথম কথা, মানুষের taste-এর কোন normal standard থাকা সম্ভব নয় কারণ তা পরিবর্তনশীল এবং lustful thought নির্ভর করে ব্যক্তিগত মনের উপর। সুতরাং কোন্ বই অশ্লীল তা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে বিচার করা উচিত নয় কারণ গ্রন্থাগারিকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা পুস্তক নির্বাচনের উপর প্রতিফলিত হওয়া বিপদজনক। গ্রন্থাগারিককে মনে রাখতে হ'বে তিনি censor নন, তিনি selector। সুতরাং censor-এর চোখ নিয়ে গ্রন্থাগারিকের পক্ষে পুস্তক বিচার করা ঠিক হবে না। গ্রন্থাগারিকের কাজ হচ্ছে জনসাধারণকে পড়বার সুযোগ দেওয়া। কোন বই গ্রন্থাগারে রাখা হবে না জনসাধারণের কাছ থেকে এরূপ চাপ যদি গ্রন্থাগারিকের উপর আসে তবেই তিনি স্থির করতে পারেন সে বইখানি গ্রন্থাগারে রাখা হবে না। কিন্তু তাঁকে মনে রাখতে হবে জনসাধারণ বলতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তি নয়। জনসাধারণ বলতে "Everybody, but nobody in particular"। যে সমাজের মধ্যে গ্রন্থাগারিক পুস্তক বিলি করছেন সেই সমাজের কয়েকজন ব্যক্তির চাপে পড়ে যদি তিনি স্থির করেন কোন্ বই রাখা হবে বা কোন্ বই রাখা হবে না তা হলে ভুল হবে। কারণ সেরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত taste-এর কথা উঠবে। কয়েকজন ব্যক্তির dyosincracy'র প্রভাবের ফলে যদি আরও কয়েকজন পাঠক একখানি বই পড়তে না পারে তা হলে গ্রন্থাগারের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু সমাজ যখন একখানি বই censor করছে তখন গ্রন্থাগারিক সে বইখানি গ্রন্থাগারে না রাখলে কোন অন্যায় হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে সমাজ কে? এ প্রশ্নের উত্তরে কেবল এইটুকু বলা যায়

কয়েকজন ব্যক্তির উপরেই সমাজ একখানি বই অশ্লীল কি না তা বিচার করবার ভার দিয়েছে সুতরাং সেই কয়েকজন ব্যক্তির তা বিচার করবার অধিকার আছে।

গ্রন্থাগারিক যদি যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী পুস্তক নির্বাচন করতে পারেন তাহলে পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁকে কখনও ঠকতে হবে না। তাকে মনে রাখতে হবে শ্লীলতা বা অশ্লীলতার ধারণা সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। গত যুদ্ধের পূর্বে বাংলা দেশে যে সব উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে এবং যুদ্ধের পর যে সব উপন্যাস ছেপে বার হচ্ছে তা তুলনা করে দেখলে দেখবেন, এখন যে সব উপন্যাস ছেপে বার হ'চ্ছে তা ২০ বছর পূর্বে অশ্লীল হিসাবে গণ্য হ'তো। শরৎচন্দ্রের "চরিত্রহীন" এ-যুগে বার হলে অশ্লীলতার কোন প্রশ্নই উঠতনা।

পুস্তক বাতিল করার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিককে মনে রাখতে হবে যে Censor-এর কাজ হচ্ছে বই বাতিল করা এবং সে-জন্য একখানি বইকে অশ্লীল বলে সাব্যস্ত করা। তার কাজ হচ্ছে বইয়ের মধ্যে অশ্লীলতা খুঁজে বার করা যার ভিত্তিতে সে বইখানিকে বাতিল করতে পারবে কিন্তু গ্রন্থাগারিকের কাজ হচ্ছে একখানি বইকে কোন রকমে গ্রন্থাগারে রাখা যায় কিনা তার চেষ্টা করা। সুতরাং গ্রন্থাগারিকের কাজ হবে বইখানির ভিতরে এমন কোন অংশ খুঁজে বার করা যার ভিত্তিতে তিনি বইখানিকে গ্রন্থাগারে রাখতে পারবেন। অশ্লীল বইয়ের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের কাজ হবে Positive approach অর্থাৎ হাঁ করা আর Censor এর কাজ হবে Negative approch অর্থাৎ না—করা। গ্রন্থাগারিকের কাজ হচ্ছে বইখানিকে রাখা হবে কিনা তা ঠিক করা আর Censor এর কাজ হচ্ছে বইখানিকে বাতিল করা হবে কিনা তা ঠিক করা।

অনেক সময় গ্রন্থাগার কোন একখানি বই রাখলে পরে কথা উঠতে পারে এই বিবেচনায় গ্রন্থাগারিক একখানি বইকে গ্রন্থাগারে স্থান দেন না। কিন্তু এভাবে একখানি বইকে গ্রন্থাগারে না রাখা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে উচিত নয় কারণ এরূপ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক-কে পুস্তক নির্বাচক বলে গণ্য করা যায়না। এরূপ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক Censor এর মত কাজ করেন।

মানুষের চিন্তা করার অধিকার আছে, এবং মানুষকে কেউ চিন্তা করতে বাধা দিতে পারেনা। বই মানুষের চিন্তা ধারা প্রকাশের মাধ্যম সুতরাং ন্যায্যত কোন বইই Censor করা উচিৎ নয়। কিন্তু Censor এর কাজ হচ্ছে ব্যক্তিগত চিন্তাধারাকে ব্যাহত করা এবং গ্রন্থাগারিকের কাজ হচ্ছে ব্যক্তিগত চিন্তাধারাকে প্রকাশ করার অধিকার যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং গ্রন্থাগারে তাকে স্থান দেওয়া। Censor-এর কাজ হ'চ্ছে ব্যক্তিগত চিন্তাধারাকে Control করা।

গ্রন্থাগারে অশ্লীল বই : দেশ বিদেশের গ্রন্থাগারে অশ্লীল বই সংগ্রহ করা হয়। কয়েকটি উদাহরণ : রোমে Vatican Libraryতে এ-ধরণের বইয়ের সংখ্যা হলো ২৫,০০০; লণ্ডনে British Museum-এর গ্রন্থাগারে ২০,০০০ ; Indiana University, Institute

of sex research-এর গ্রন্থাগারে ডাঃ A. C. Kinsey ১৫,০০০ পুস্তক সংগ্রহ করেন। কিন্তু বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, যে দেশে এ-ধরণের বই সবচেয়ে বেশী ছাপা হয় অর্থাৎ Paris-এর Bibliotheque nationale এ ধরণের পুস্তক সংখ্যা হলো মাত্র ২,৫০০, Library of Congress-এ ৫,০০০। ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারেও এ ধরণের পুস্তক সংখ্যায় বড় কম নয়। আর একটা মজার কথা হ'চ্ছে এই যে, যদিও ডাঃ Kinsey বলেন পুরুষদের মত নারীরাও কামোদ্দীপক বই পড়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, কিন্তু কোন নারীর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে এ ধরণের বই বড় একটা দেখা যায় না।

জনসাধারণের গ্রন্থাগারে অশ্লীল বই সংগ্রহ করা হয় কিন্তু পাঠক যেন মনে না করেন যে গ্রন্থাগারে গেলেই এ ধরণের বই পড়তে পাওয়া যাবে। পৃথিবীর নানা গ্রন্থাগারে এ ধরণের বইগুলি পড়বার বা দেখবার সুযোগ দেওয়া হয় কেবল গবেষণার জন্য, তাও কেবল বিখ্যাত গবেষকদের। সাধারণ পাঠক একবার "চোখের দেখা দেখতে" চাইলে, নানা অজুহাতে তাদের বিদায় করা হয়। গ্রন্থাগারিক বলেন, "এ ধরণের বই আমরা রাখিনা" না হয় "ছিল বটে, দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে" আর না হয় এমন একখানি বই পাঠককে দেওয়া হয় যাকে ঠিক অশ্লীল বলা চলে না।

জনসাধারণের গ্রন্থাগারে সাধারণের ব্যবহারের জন্য তালিকায় এ ধরণের বইয়ের "লেখন" রাখা হয় না। এ ধরণের বইয়ের তালিকা বিশেষ সাবধানের সহিত তালাচাবি বন্ধ করে রাখা হয়।

গ্রন্থাগারে বিশেষ বিশেষ সংকলনের একটি করে বিশেষ নাম থাকে। এ ধরণের বইয়ের সংকলনের নামগুলি লক্ষ্য করবার বিষয়: Bibliotheque nationale-এ "l' Enfer" অর্থাৎ "নরক"। British Museum-এ "Arcana" অর্থাৎ "রহস্য"। Washington-এর Armed Forces Medical Libraryতে "Cherry Chase"; Harvard-এ "Hell hob" "নরককুণ্ড"; Library of Congress-এ "Delta" অর্থাৎ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের প্রতীক।

America'র বাজারে হয়ত সারা বছরে ২৫,০০০ এ ধরণের বই কেনা বেচা হয়। কিন্তু ইংরাজী ভাষায় লেখা অশ্লীল বই সবচেয়ে বেশী ছাপা হয় ফ্রান্সে: বছরে ২০০,০০০ এর সংখ্যা। কয়েকজন বিখ্যাত প্রকাশকের নাম হ'লো: Obelesk, Vendome, Olympia Presses. সুতরাং আমরা দেখছি যে অশ্লীল বইকে সমাজ বাতিল করবার চেষ্টা করলেও তা বিভিন্নদেশে যথেষ্ট পরিমানে কেনাবেচা হয় এবং হাজার হাজার টাকা খরচ করে বিভিন্ন সমাজের লোক এ সব বই কেনে। ১৮৮৮ সালে My Secret life নামে একখানি বইয়ের ছয়টি কপি ছাপা হয়। America-য় যে কপিখানি ছিল তা যখন হাত বদল হয় তখন নিলামে দাম ওঠে ৭,০০০,০০ ডলার।

কয়েকখানি নামকরা ইংরাজী ভাষায় লেখা অশ্লীল বই :—

Fanny Hill (John Cleland)

Grushink : Three times a woman (নামহীন)

Justine and Juiliette : Marquis de Sade

(Sade এর লেখা বইগুলি এখন কল্‌কাতার বাজারে পাওয়া যায়)

Lady Chatterley's Lover—(D. H. Lawrence)

My Life and Loves—Trank Harris

The Lustful Turk—(নামহীন)

The perfumed garden—Sheik Nefzani

Rosy Crucifixion ইত্যাদি Henry Miller-এর লেখা বই (Tropic of cancer ও Tropic of capricorn ব্যতীত অন্য সব বই বাজারে মেলে)

Only a Boy (নামহীন)

* An unhurried view of Erotica—by Ralph Ginzberg, 1958.

বৃটিশ আমলে নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকা

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

তিন বৎসর আগে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বৃটিশ আমলে ১৯২০ খৃঃ হইতে ১৯৪৭ খৃঃ পর্যন্ত যে সমস্ত পুস্তকপুস্তিকা, পত্রিকা, খণ্ডপত্র ইত্যাদি নিষিদ্ধ হইয়াছিল সেগুলির এক তালিকা ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ১৯১০ খৃঃ হইতে ১৯১৯ খৃঃ পর্যন্ত নিষিদ্ধ পুস্তক ইত্যাদির তালিকা দেওয়া গেল। এতদ্ব্যতীত ১৯৩৪ খৃঃ হইতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের তালিকার মধ্যে যাহা বাদ পড়িয়া গিয়াছিল তাহাও এইসঙ্গে সংযোজিত হইল। তৎকালীন বাঙ্গালা সরকার বা ভারত সরকারের আদেশানুসারে যে সমস্ত ইংরাজী, বাঙ্গালা ও হিন্দী পুস্তকপুস্তিকা ইত্যাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে সেগুলিই এই তালিকায় স্থান পাইয়াছে। অধিকন্তু ১৯৩৩ খৃঃ হইতে ১৯৩৬ খৃঃ পর্যন্ত সামুদ্রিক বাণিজ্যশুল্ক আইনের ১৯ ধারা অনুসারে বিদেশে মুদ্রিত যে সকল পুস্তকপুস্তিকাকে ভারতে প্রচারিত হইতে দেওয়া হয় নাই তাহাও ইহাতে সন্নিবেশিত হইল।

১৯১০ খৃষ্টাব্দ

বাঙ্গালা

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম	প্রকাশের স্থান
১	ওঁ বন্দে মাতরম্ (খণ্ডপত্র)	বাঙ্গালা
২	স্বাধীন ভারত (খণ্ডপত্র, দুই সংখ্যা)	„
৩	'বিদায় দে মা' (বাঙ্গালা কবিতা, মুদ্রিত পাড়ের ধুতি)	কলিকাতা, হাওড়া, মেদিনীপুর
৪	স্বাধীন ভারত—(খণ্ডপত্র)	বাঙ্গালা
৫	হত্যা নয় যজ্ঞ—(খণ্ডপত্র)	„
৬	লিথোগ্রাফ-করা বাঙ্গালা খণ্ডপত্র	অজ্ঞাত
৭	আশা কুহকিনী—প্রণেতা অমরেন্দ্র নাথ দত্ত	কলিকাতা
৮	বর্তমান রণনীতি—প্রণেতা অজ্ঞাত	„
৯	সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস—প্রণেতা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	„
১০	মুক্তিমন্ত্র—প্রণেতা অজ্ঞাত	পণ্ডীচেরী
১১	ওঁ বন্দে মাতরম্, স্বাধীন ভারত (খণ্ডপত্র)	কলিকাতা
১২	হ'ল কি ?—প্রণেতা সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু	„
১৩	যুগান্তর, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ (পত্রিকা)	বাঙ্গালা

১৯১০ খৃষ্টাব্দ

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম—	প্রকাশের স্থান
১৪	সন্ধ্যা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা (পত্রিকা)	বাঙ্গালা
১৫	বন্দে মাতরম্, খণ্ড—১, সংখ্যা—১০, জুলাই, ১৯১০ খৃঃ (পত্রিকা)	কলিকাতা
১৬	মুক্তি কোন্ পথে —১ম-৪র্থ খণ্ড প্রণেতা—অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য	
১৭	অনলপ্রভা—প্রণেতা সৈয়দ মহম্মদ ইস্মাইল সিরাজী	
১৮	বন্দনা—১ম খণ্ড প্রণেতা—পূর্ণচন্দ্র দাস	
১৯	বন্দনা—২য় খণ্ড প্রণেতা—হরিচরণ মান্না	
২০	রাখী কঙ্কণ প্রণেতা গঙ্গাচরণ নাগ	
২১	দেশের কথা—প্রণেতা সখারাম গণেশ দেউস্কর	
২২	তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত—প্রণেতা সখারাম গণেশ দেউস্কর	
২৩	ওঁ বন্দে মাতরম্, মহাশক্তি (খণ্ডপত্র)	বাঙ্গালা

১৯১১ খৃঃ

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম—	প্রকাশের স্থান
২৪	ওঁ স্বাধীন ভারত (খণ্ডপত্র)	কলিকাতা
২৫	স্বদেশ গাথা—প্রণেতা কামিনীকুমার ভট্টাচার্য	চট্টগ্রাম
২৬	মুক্তিমন্ত্র—খণ্ডপত্র, ৪র্থ সংখ্যা	বাঙ্গালা
২৭	দেবসমিতি বা স্বরলোকে স্বদেশ কথা—প্রণেতা অম্বিকাচরণ গুপ্ত	কলিকাতা
২৮	ওঁম বন্দে মাতরম্, স্বাধীন ভারত (খণ্ডপত্র) (আবার ঘুমাইলে ? উঠ, জাগ্রত হও,—মাতৃভূমির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আত্মবলি দাও। জননীর সকরুণ আহ্বান তোমার কর্ণে কি যায় না ?)	বাঙ্গালা
২৯	আমরা কোথায় ?—প্রণেতা ভুবনমোহন দাস গুপ্ত	কলিকাতা
৩০	ওঁ বন্দে মাতরম্, স্বাধীন ভারত (খণ্ডপত্র)	বাঙ্গালা
৩১	স্বদেশ প্রসঙ্গ—প্রণেতা কাশীকান্ত চক্রবর্তী	ঢাকা
৩২	ওঁ বন্দে মাতরম্, স্বাধীন ভারত (খণ্ডপত্র) (মহাকালের আহ্বান)	বাঙ্গালা

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম	প্রকাশের স্থান
৩৩	বন্দে মাতরম্, 'মা ভৈঃ ! 'মা ভৈঃ !! মা ভৈঃ !!! স্বদেশীয় ছাত্রবৃন্দ' (খণ্ডপত্র)	
৩৪	প্রসূন—প্রণেতা দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী	কলিকাতা
৩৫	ওঁ বন্দে মাতরম্, স্বাধীন ভারত (খণ্ডপত্র)	বাঙ্গালা
৩৬	গরু ও হিন্দু-মুসলমান—প্রণেতা খানিও-খান-আইমুল ইসলাম	কলিকাতা
৩৭	সন্ধ্যা—দ্বিতীয় সংস্করণ, চতুর্থ বর্ষ (পত্রিকা)	
৩৮	ওঁ বন্দে মাতরম্ স্বাধীন ভারত (খণ্ডপত্র)	
৩৯	ছত্রপতি শিবাজী—প্রণেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ	
৪০	দুর্গাপুর—প্রণেতা হরিপদ চট্টোপাধ্যায়	
৪১	কর্মফল—প্রণেতা মনমোহন গোস্বামী	
৪২	মাতৃপূজা—প্রণেতা কুঞ্জবিহারী গাঙ্গুলী	
৪৩	মীর কাশিম—প্রণেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ	
৪৪	মীরা উদ্ধার—প্রণেতা হরিধন রায়	
৪৫	নন্দকুমার—প্রণেতা ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	
৪৬	পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত—প্রণেতা ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	
৪৭	রণজিতের জীবনযজ্ঞ—প্রণেতা হরিপদ চট্টোপাধ্যায়	
৪৮	সিরাজ-উদ-দৌলা—প্রণেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ	
৪৯	সুরথ উদ্ধার গীতাভিনয়—প্রণেতা অহিভূষণ ভট্টাচার্য	ঢাকা

১৯১২ খৃঃ

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম	প্রকাশের স্থান
৫০	বন্দে মাতরম্, মা ভৈঃ (খণ্ডপত্র)	বাঙ্গালা
৫১	হজরত আলী ও বীর হনুমানের লড়াই—প্রণেতা—শায়ির মহম্মদ ইয়াকুব খান	কলিকাতা
৫২	বন্দে মাতরম্, যুগান্তর (খণ্ডপত্র)	বাঙ্গালা
৫৩	যুগান্তর—পঞ্চম বর্ষ (পত্রিকা) স্বাক্ষরিত—নবীনানন্দ	

১৯১৩ খৃঃ

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম	প্রকাশের স্থান
৫৪	ওঁ স্বাধীন ভারত (খণ্ডপত্র)	
৫৫	ওঁ বন্দে মাতরম্, স্বাধীন ভারত (খণ্ডপত্র)	
৫৬	ওঁ বন্দে মাতরম্ স্বাধীন ভারত (খণ্ডপত্র)	
৫৭	বাঙ্গালা খণ্ডপত্র, পত্রান্তে 'বন্দে মাতরম্ হরি ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ' লিখিত	
৫৮	যুগান্তর—ষষ্ঠ বর্ষ (পত্রিকা) পঞ্চদশ ধারাক্রমিক মুদ্রণ	

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম—	প্রকাশের স্থান
৫৯	ওঁ বন্দে মাতরম্, সাধনা (খণ্ডপত্র) নীচে ‘ওঁ জনৈক সাধক’ লিখিত	বাঙ্গালা
৬০	ওঁ বন্দে মাতরম্, স্বাধীন ভারত (খণ্ডপত্র) বিজয়া সম্ভাষণ, স্বাক্ষরিত ত্রিগুণানন্দ	
৬১	ওঁ বন্দে মাতরম্,—বাঙ্গালা খণ্ডপত্র প্রারম্ভে ‘যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভাৎত’	
৬২	ওঁ বন্দে মাতরম্, স্বাধীন ভারত (খণ্ডপত্র)	কলিকাতা
৬৩	যুগান্তর! যুগান্তর!! যুগান্তর!!! (খণ্ডপত্র)	

১৯১৪ খৃঃ

৬৪	ওঁ বন্দে মাতরম্ (খণ্ডপত্র) যুগান্তর! যুগান্তর!! যুগান্তর!!! তারা সবাই মানুষ হয় প্রারম্ভে ‘যদা যদা হি ধর্মস্য……’	
৬৫	ওঁ বন্দে মাতরম্, স্বাধীন ভারত প্রারম্ভে ‘কবি গাহিয়াছিলেন ….’	বাঙ্গালা

১৯১৫ খৃঃ

৬৬	স্বাধীন ভারত (খণ্ডপত্র) প্রারম্ভে ‘উত্তিষ্ঠ জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধিত	কলিকাতা
৬৭	স্বাধীন ভারত (খণ্ডপত্র) প্রারম্ভে ‘বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে লিখিয়াছিলেন’ শেষে ‘লক্ষ সন্তানের বলিদান আবশ্যক হবে’	
৬৮	প্রণব—প্রণেতা দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী	

১৯১৬ খৃঃ

৬৯	স্বাধীন ভারত (খণ্ডপত্র) প্রারম্ভে ‘আমরা স্বাধীন ভারতের গত সংখ্যায় ……’	বাঙ্গালা
৭০	ওঁ যুগান্তর, শিরোনাম “আমাদের আশা’ (খণ্ডপত্র) প্রারম্ভে ‘মাতৃমন্দিরে মায়ের বরাভয়দায়িনী মূর্তির·· শেষে ‘যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ’	

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম—	প্রকাশের স্থান
		বাঙ্গালা
৭১	স্বাধীন ভারত (খণ্ডপত্র) প্রারম্ভে 'ডেপুটি সুপারিনটেনডেণ্ট বসন্ত চট্টোপাধ্যায় হত্যা ব্যাপার লইয়া'...শেষে 'বন্দে মাতরম্'	"
৭২	ওঁ যুগান্তর, শিরোনাম 'সময় হইয়াছে কি!' শেষে 'এস মা আমার এবার পূজিব চরণ তোর' (খণ্ডপত্র)	"
৭৩	সন্ধ্যায় রাম ঠেলা প্রারম্ভে 'গেল, গেল, হইয়া গেল' শেষে 'চালাও মোশার কটাকট'	"

১৯১৭ খৃঃ

৭৪	স্বাধীন ভারত (খণ্ডপত্র)	"
	প্রারম্ভে 'নতুন মন্ত্র ও নবীন সন্ধানে .....'	"
	শেষে 'বন্দে মাতরম্'	
৭৫	স্বাধীন ভারত (খণ্ডপত্র) প্রারম্ভে 'বিশ্ব মানব শান্তিপ্রয়াসী' শেষে 'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধিত' বন্দে মাতরম'	"

১৯১৮ খৃঃ

৭৬	দেশদ্রোহী ধর্মদ্রোহী মাতৃহন্তা প্রণেতা অজ্ঞাত (পুস্তিকা)	"

(ক্রমশঃ)

Prascribed books of the British Period (Bengal)
By Gurudas Candyopadhyay

একটি পুস্তকের অপমৃত্যু

সুচিত্রা ঘোষ

সংবাদে প্রকাশ, ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেনের "ইতিহাসে শ্রীচৈতন্য" বইটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর কারণ আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারি নাই। প্রকাশ যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যর জীবনলীলাকে বিকৃত বা অবনমিত করে চিত্রণের অভিযোগে কোন বৈষ্ণব সুধী আদালতে লেখক, প্রকাশক ও বই-এর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। ফলে সরকারী মহল থেকেও অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে বইটিকে অন্ধকার কারাকক্ষে রুদ্ধ করতে কোন কালক্ষেপণ করা হয়নি।

'গবেষণা গ্রন্থ' দাবী নিয়ে যে বই-এর আবির্ভাব তার যথার্থ বিচারসভা ফৌজদারী বা দেওয়ানী আদালত হতে পারে না, গবেষক তাঁর দৃষ্টিকে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি বলেছেন; সুতরাং বৈষ্ণব ভক্তগণের সংস্কারের পরিপন্থী হলেও জ্ঞানের দরবারে দরবারী করে তাঁদের বিশ্বাসকে জয়ী করতে হবে। সেখানে ধর্মান্ধতার ও ভাবালুতার কোন অবকাশ নেই।

'ইতিহাসে শ্রীচৈতন্য' বইটির আবির্ভাব আরেক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। আজকাল বাংলায় বুদ্ধিনির্ভর, গভীর চিন্তাযুক্ত বই রচিত হয় না বললেই চলে। গল্প-উপন্যাসের কাট্‌তি-বাজারের মধ্যে কতিপয় বই গভীর মননশীলতার পরিচিতিতে আমাদের কাছে এসেছে। ডঃ সেনের বইটি সেদিক থেকে বিশেষত্ব অর্জন করেছে। কিন্তু পূর্ণ মূল্যায়নের পূর্বেই এর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা অত্যন্ত দুঃখজনক।

'ইতিহাসে শ্রীচৈতন্য' বইটির বিরুদ্ধে অভিযোগ, এই বই-এ সত্যকে জানবার কোন চেষ্টা নেই, আছে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে নিছক গালাগালি। কিন্তু স্বাভাবিক বুদ্ধি অনুযায়ী বুঝতে পারি না, সরকারী আইনের শরণাপন্ন হয়ে বইটির প্রচার বন্ধ করা হল কেন? বইটিতে ধর্মীয় গোঁড়ামির চেয়ে উন্নাসিকতা প্রাধান্য পেয়েছে কি না সে বিষয়ে যদি নতুন প্রবন্ধ রচিত হত, যদি ধৈর্য ও পরিশ্রমের সঙ্গে বইটির প্রতিটি বাক্য, পাদটীকার পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে বিচার বিশ্লেষণ করা হত তবেই লেখকের বা বইয়ের পূর্ণ বিচার হত। সেই সঙ্গে আমরা চৈতন্য-জীবনের আরো গভীরে প্রবেশ পথের চাবিও খুঁজে পেতাম। এ বই শ্লীলতা অশ্লীলতার বিচার চায় না, রাষ্ট্রবিরোধী কার্য ধারার জন্যও এর বিচার নয়—এর বিচার সত্যের বিচার। ধী-শক্তির বিরুদ্ধে পাশবিক শক্তি দাঁড়াতে পারে না। বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিই এর একমাত্র প্রতিপক্ষ।

সরকার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তির যূপকাষ্ঠে সত্যের বলিদান করলেন হয়ত। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, পাকিস্তানের মতন ধর্মীয় গোঁড়ামির বাহাদুরির অপেক্ষা ভারত সরকার রাখেন না। সর্বধর্মসহিষ্ণু দেশের সরকারী কার্যধারা যদি এভাবে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা রোধ করে চলে তবে বিস্ময়ে বিমূঢ় হওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি! বহু আড়ম্বরের সঙ্গে বাংলার রাজধানীতেই আমরা প্রাসাদোপম গৃহে 'চৈতন্য গবেষণা কেন্দ্র' স্থাপন

করেছি। চৈতন্য জীবনের ওপর নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর বিচার কি তাঁদের গভীর এষণার পর্যায়ভুক্ত নয়? কিন্তু যুক্তির জোরে, বুদ্ধির জোরে, সেখানকার গবেষকগণ বইটির মতের বিরুদ্ধে বা স্বপক্ষে কোন দাবী জানালেন না। বাংলা বই-এর ঐতিহাসিক মূল্যায়নের জন্য সরকার ইতিহাসবিদ্‌গণকে নিয়ে যে কমিটি গঠন করেছেন, এক্ষেত্রে তাঁদের মতটিও জানা যায় নি।

ধর্মগুরুগণ তাঁদের আদর্শের মহিমায় ভাস্বরিত। চৈতন্যদেবের জীবনভাষ্য তাঁর আদর্শের প্রতিরূপ। ডঃ সেন সেই প্রচলিত ভাষ্যকে অস্বীকার করে তাঁকে নতুন আলোকে দৃশ্যমান করেছেন। চৈতন্যদেবের দেহভিত্তিক আধ্যাত্মিকতা পুর্ণমূল্যায়নের জন্য পূর্ব পরাম্পরার সঙ্গে যোগ রেখে গভীর অন্বেষণী দৃষ্টির প্রয়োজন। তাঁর দ্বৈত-অদ্বৈতবাদের তত্ত্ব নিজ জীবনের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। ভক্তগণ সে লীলাকে ভক্তি-রসে ডুবিয়ে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। দার্শনিক চিন্তায় যে জীবন রচিত, তাকে অন্য আলোকে প্রতিভাসিত করার মধ্যে যে ত্রুটি দেখা গেছে তার বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনার পথরুদ্ধ করে দেওয়া অপরাধের কোঠায় কি পড়ে না? আর বৈষ্ণব ভক্তগণ যদি এর জন্য ধৈর্য হারান, তবে আর বৈষ্ণব কবি কেন বলেন, "রাই ধৈর্য্যং ধর।" ভগবানের সাক্ষাৎ লাভের পথে ধৈর্য, পরিশ্রম, বিনয় ইত্যাদি যে পরম পাথেয়—আজ বিশ শতকের বৈষ্ণবসমাজ কি সে মন্ত্র বিস্মৃত হয়েছেন?

জ্ঞানের শেষ নেই। হাজার হাজার বছরের ইতিহাসকে আজও মানুষ তার এষণার কষ্টিপাথরে নিকষিত করে তুলছে। রচিত হচ্ছে Who was the Man Jesus ও H. G. Wells এর মহম্মদ সম্পর্কিত অভিমত। এখানে প্রচলিত মতবাদ হচ্ছে খণ্ডিত, প্রাচীন বিশ্বাসের ভিত্তিও সন্দেহের দোলায় টলমান। সাধারণতঃ মহাপুরুষদের জীবন তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের ভাবালুতায় নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। এভাবে মীরাবাঈ-এর শেষ জীবন অলৌকিক মায়ায় রণছোড়জীর দেহে বিলীন হয়ে গেছে, কবীরের দেহ কয়েক মুঠো ফুলে পরিণত। বুদ্ধদেবের জীবনের শেষ অধ্যায় নিয়ে আজও নানা কল্পিত কাহিনী প্রচলিত, প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় সংঘাতের কোন ঐতিহাসিক বিবরণ আজ আর পাওয়া যায় না। তবে পুরাণের গল্পে প্রহ্লাদ-হিরণ্যকশিপুর আখ্যান ইত্যাদির মধ্যে বিষ্ণু অবতারের সঙ্গে যে সংঘর্ষের পরিচয় পাই মনে হয় তার মধ্যে লুকিয়ে আছে বা হারিয়ে গেছে সেদিনের ইতিহাস। ভাবের আতিশয্যে, ভক্তির প্রবাহে অনেক সত্যই আজ প্রবাদ গল্পে পরিণত, এসব সত্যকে ঐতিহাসিক নিষ্ঠায় গভীর অন্বেষণী দৃষ্টি নিয়ে যুক্তির ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হবে। ফলে বহু প্রচলিত মত বা সংস্কার ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি ধর্মান্ধতায় মত্ত হয়ে আমরা সত্যের টুঁটি চেপে ধরি তবে তা সভ্যতার অগ্রগতিকেই রোধ করবে। কিন্তু তা হলে কি আমরা অজানা সত্যকে জানার জন্য সে দিকে এগিয়ে যাব না? স্থবিরের মতন আপনগড়া হাজার বছরের অন্ধবিশ্বাসের অচলায়তনে নিজেদের বন্ধ করে রাখব? সেখানে সত্য-আলোকের প্রবেশ পথ বন্ধ

থাকবে ? সত্যানুসন্ধীকে পীড়ন করে জ্ঞানদেবীর অর্চনা এ রাজ্যে চলবে না—এই আদেশ রাজাদেশ জানব ?

সভ্যতার ইতিহাসে এভাবে বহু লেখককে প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে মত-পোষণের জন্য বার বার নিগৃহীত হতে হয়েছে। পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, এই বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারে খৃষ্টধর্মের গতানুগতিক চিন্তাধারা হয়েছিল বিপর্যস্ত, আর আবিষ্কারক কোপারনিকাস হয়েছিলেন ধর্মগুরু পোপের পীড়নে পীড়িত। সক্রেটিশকেও সত্য প্রচারের অপরাধে পান করতে হয়েছে হেমলকের নির্যাস। হিটলারের আমলে তাঁর কার্যধারার পরিপন্থী মত পোষণের জন্য বহু লেখকও তাঁদের রচনাকে হিটলারী রোষ বহ্নিতে দগ্ধ হতে হয়েছে। অতি আধুনিক কালের কথায় বলা যায় H G. Wells-এর Outline of World History পাকিস্তানে নিষিদ্ধ বই-এর কোঠায় পড়ে। সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাকার্থীর বিশেষ ধরণের গ্রন্থ-বিদ্বেষের কথা সুবিদিত। মিলোভান জিলাস ও পাস্তেরনাকের বইও তাঁদের স্বদেশ থেকে নির্বাসিত। এমনি নজির আরো আছে। অর্থাৎ স্বাধীন, উদার, গোষ্ঠি-নিরপেক্ষ মত যখনই প্রচলিত সংস্কার বিধির ওপর আঘাত হেনেছে তখন যুক্তি, বিদ্যা, জ্ঞান সব কিছুকেই জোর করে দমন করা হয়েছে। "ইতিহাসে শ্রীচৈতন্য"র ওপর দণ্ডাজ্ঞাকেও সেই কালব্যাপী নিপীড়নের পর্যায়ভুক্ত করতে হচ্ছে, এটা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। বইটির ভালমন্দ বিচারের ভার পাঠকদের ওপর ছেড়ে দিলেই ভাল হত।

Unnatural Death of a Book
By Suchitra Ghosh.

তাপগতি বিদ্যার পরিভাষা

(Thermodynamics)

(দ্বিতীয় স্তবক)

Air duct	বায়ুনালিকা
Air jet burner	বায়ুজেট জ্বালিক
Alignment	পথরেখা, দিক নির্দেশ
Annular	বলয়াকৃতি
Anthracite	এন্থ্রাসাইট
Asbestos	এসবেসটস্
Ash-pit	ভস্মাধার
Atomize	পরমাণুকরণ, সূক্ষ্মাতিকরণ, কণিকাকরণ, কণাকরণ
Atomizer	সূক্ষ্মাতিকারক, কণিকাকারক, কণবর্ষী
Black body	কৃষ্ণ বস্তু, অসিত দ্রব্য, কৃষ্ণ অঙ্ক, কৃষ্ণ পদার্থ
Black body condition	কৃষ্ণবস্তুর অবস্থা
Block	টুকরা, খণ্ড, টোকো
Box shaped piston	বাক্স আকৃতির পিষ্টন
Boys' gas calorimeter	বয়েজ গ্যাসের তাপমাপক যন্ত্র
Briquette	ইষ্টিকা, ছোট ইট
Briquette fuel	
Bursting action	বিস্ফোরক ক্রিয়া, বিদারণ ক্রিয়া
Calcination	ভস্মীকরণ
Carbon value	কার্বন মূল্য, অঙ্গার মূল্য
Carbonaceous	কার্বনময়, অঙ্গারময়
Capacity	ক্ষমতা, সামর্থ্য, ধারক
Cannel coal	কেনেল কয়লা
Long flaming coal	দীর্ঘশিখা কয়লা, বা অঙ্গার
Non caking coal	অপিণ্ডক কয়লা
Dry bituminous coal	শুষ্ক বিটুমেন কয়লা, শুষ্ক জতুগর্ভ অঙ্গার
Clinker	কাঁকর, ঘেঁস, কংকর
Closed ash-pit system	বদ্ধ ভস্মাধার পদ্ধতি
Closed cycle,	বদ্ধ চক্র

Open cycle	মুক্ত চক্র
Semi-closed cycle	অর্দ্ধ বদ্ধ চক্র
Closed stockshold system	বদ্ধ চুল্লী পদ্ধতি
Co-efficient of thermal expansion	তাপীয় প্রসারণ গুণাঙ্ক কুণ্ডলী
Coil	কুণ্ডলী
Components	অংশ, ঘটক, অঙ্গ, অবয়ব, উপাদান, উপাংশ
Constant quality line	সমগুণ রেখা
Constant temperature cycle	স্থির উত্তাপ চক্র
Constant volume cycle	স্থির আয়তন চক্র
Counter flow heat interchanger	প্রতিবাহ তাপ বিনিময়
Crosshead pin	ক্রসপীন, ক্রস গোঁজ
Crude	অশোধিত, আকরিক, অসংস্কৃত, স্থূল, প্রাকৃত
Crude petroleum	অশোধিত পেট্রোলিয়ম
Current	প্রবাহ
Cylinder	সিলিণ্ডার, বেলন
Cylinder head	বেলনশির, বেলনশীর্ষ, সিলেণ্ডারের মাথা
Cylinder wall	বেলন প্রাচীর
Cylinder jacket	বেলন জ্যাকেট, বেলন কবচ, স্তম্ভক আবরণী
Cycle Linde	লিণ্ড চক্র
Dead centre	নিষ্ক্রিয় কেন্দ্র
Dead centre, Bottom	নিম্নের নিষ্ক্রিয় কেন্দ্র, বা নিম্নের নিষ্ক্রিয় স্থিতি
Dead centre, top	উপরের নিষ্ক্রিয় কেন্দ্র, উপরের নিষ্ক্রিয় স্থিতি
Dead centre, inner	ভিতরের নিষ্ক্রিয় কেন্দ্র, অন্তরের নিষ্ক্রিয় স্থিতি
Dead centre, outer	বাহ্য বা বাহিরের নিষ্ক্রিয় কেন্দ্র বা নিষ্ক্রিয় স্থিতি
Defect of volume	আয়তন দোষ, আয়তন ত্রুটী, আয়তনের চ্যুতি
Determination	নির্ধারণ
Dial	ডায়েল, মুখপট্ট
Dimensional analysis	পরিমাপ বিশ্লেষণ
Diffusivity	নিঃসরণীয়তা, নিঃসরণশীলতা, বিক্ষেপণতা, ব্যাপণতা।
Distance ring	দূর বলয়
Downward force	নিম্নবল, অধবল
Downward stroke	অধো ষ্ট্রোক
Dry steam	শুষ্ক বাষ্প
Dry saturated steam	শুষ্ক সংপৃক্ত বাষ্প
Empirical formula	প্রায়োগিক সূত্র, স্থূল সূত্র

Entropy of dry saturated steam	শুষ্ক সংপৃক্ত বাষ্পের এনট্রপি
Evapourization	বাষ্পীভবন
Equilibrium	সমতা, সাম্য, স্থিতাবস্থা, সুস্থিতি
Equivalent mean radius	তুল্য মধ্যক ব্যাসার্ধ, তুল্য সমক ব্যাসার্ধ, সমধৃত গড় ব্যাসার্ধ।
Evaporative value	বাষ্পীভবন মূল্য, বাষ্পীকরণ মূল্য
Evaporative power	বাষ্পীকরণ শক্তি
Index	সূচক, সঙ্কেত, নির্দেশক, অনুক্রমণী
Index, Expansion	প্রসারণ সূচক, প্রসারণ সঙ্কেত
Index, Compression	সঙ্কোচন সূচক
External combustion engine	বহির্দাহক এঞ্জিন
Eye	চক্ষু, অক্ষি, ছিদ্র
Felt jacket	নরম জ্যাকেট. ফেল্ট্ আবরণ, নরম ওয়াড়
Final volume	অন্তিম আয়তন, চরম আয়তন
Foot pound	ফুট পাউণ্ড
Pound foot	পাউণ্ড ফুট
Forced convection	প্রভাবিত পরিচালন, বলযুক্ত পরিচালন
Four bar guide	চতুর্দণ্ড প্রদর্শক
Free hydrogen	মুক্ত বা অবাধ হাইড্রোজেন
Free space	মুক্ত স্থান, উন্মুক্ত স্থান, অবাধ স্থান
Frequency	আবৃত্তি, পৌনঃপুন্য, বার, ঘটন মাত্রা
Frigorie	ফ্রিগোরী
Fundamental unit	মৌলিক একক, মূল্য একক, মৌলিক মাত্রা
Gas burner	গ্যাস জ্বালিক, গ্যাসদীপ
Gaseous state	গ্যাসীয় অবস্থা, বায়বীয় অবস্থা
Gasolyne	গ্যাসোলিন, পেট্রল
Helical groove	কুণ্ডলী খাঁজ
Hemp rope	শোনের দড়ি
Hollow piston	ফাঁপা পিষ্টন
Hot air engine	উষ্ণ বায়ু এঞ্জিন
Indicated mean effective pressure	সূচিত মধ্যপ্রভাবিত চাপ
Inertia	জাড্য, জড়তা, নিষ্ক্রিয়তা
Initial volume	প্রাথমিক বা প্রারম্ভিক, আয়তন
Irreversible adiabatic	অপরিবর্ত এডেয়াবেটিক, অপূর্যানুবৃত্তিক রুদ্ধ তাপ

Terminology of Thermodynamics (in Bengali)

By Sudhananda Chattopadhyay

বাঙ্গালোরের চিঠি

(বিশেষ প্রতিনিধি সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত)

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৬৬ সকাল ৯টায় জাতীয় অধ্যাপক ডঃ এস, আর, রঙ্গনাথন ডি, আর, টি, সি সেমিনারের (৪র্থ) অধিবেশনের উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী ভাষণে ডঃ রঙ্গনাথন গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে গবেষণার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

সেমিনারের সাফল্য কামনা করে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রেরিত বাণীগুলি পড়ে শোনান শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য।

৯টা থেকে ১০-৩০ টা।

Plenary session-এ প্রতিদিন সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক এ নীলমেঘন ও রিপোর্টার জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য।

১১টা থেকে ১২-৩০

Plenary session-এ প্রতিদিন সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডঃ রঙ্গনাথন। তাঁর উপস্থিতিতে প্রস্তাবের উপর আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক নীলমেঘন রিপোর্টার জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন।

২৩শে ডিসেম্বর বিকেল ৫-৩০ মিঃ মহামান্য বিচারপতি শ্রী এ নারায়ণ পাই ডি, আর, টি, সি বক্তৃতাগৃহে "সারদা রঙ্গনাথন বক্তৃতামালার (২য় বর্ষ, ১৯৬৬)" উদ্বোধন করেন।

ডঃ রঙ্গনাথনের পূর্বতন ছাত্র বর্তমানে ন্যুয়র্ক জাতিসঙ্ঘ গ্রন্থাগারের প্রধান রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক শ্রী পি, কে, গার্ডে "জাতিসংঘের গ্রন্থাগার পরিবার" (The United Nations Family of Libraries) সম্বন্ধে ২৩শে ডিসেম্বর থেকে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫টি বক্তৃতামালা উপহার দেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় জাতিসংঘ পরিবারভুক্ত গ্রন্থাগারগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। IAEA-র (International Atomic Energy Agency), Vienna-র গ্রন্থাগারের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনাটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

সমাপ্তি অধিবেশনে সারদা রঙ্গনাথন এনডাউমেণ্ট ট্রাষ্টির পক্ষ থেকে এবং ডি, আর, টি, সি-র পক্ষ থেকে অধ্যাপক শ্রী এ নীলমেঘন শ্রী ও শ্রীমতী পি, কে, গার্ডেকে এবং উপস্থিত ডেলিগেটদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ডি, আর, টি, সি-র পূর্বতন ছাত্রদের পক্ষ থেকে শ্রী বি. এস্ রামানন্দ ও বর্তমান ছাত্রদের পক্ষ থেকে শ্রী এম, আর সাবাদে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমাপ্তি সঙ্গীত (জাতীয় সঙ্গীত) পরিবেশন করেন DRTC-র প্রাক্তন ছাত্র শ্রীশক্তি দাস।

Myla (মহীশূর গ্রন্থাগার পরিষদ)-র তরফ থেকে পরিষদের কর্মসচিব শ্রী এম, আর নরসিংহ আয়েংগার ২৬শে ডিসেম্বর বিকেলে ডেলিগেটদের চা-চক্রে আপ্যায়িত করেন।

২৭শে ডিসেম্বর বিকেল ৫টায় ডি, আর, টি, সি বক্তৃতাগৃহে অধ্যাপক ডঃ এস, আর রঙ্গনাথন, মিসেস রঙ্গনাথন, অধ্যাপক এ নীলমেঘন, শ্রীজীবানন্দ সাহা ও মিসেস্ সাহা, ডি, আর, টি, সি-র পূর্বতন ও বর্তমান ছাত্রদের সঙ্গে একটি চা-চক্রে মিলিত হন।

বর্তমান ছাত্রদের তরফ থেকে শ্রী এ, বি, গুপ্ত একটি Alumni Association গঠনের প্রস্তাব করেন এবং এই প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

শ্রী এ, বি, গুপ্ত অপর একটি প্রস্তাব আনেন যে DRTC ছাত্রদের পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখার জন্য এবং কি ধরণের কাজে কে নিয়োজিত এইসব বিষয়ে পরস্পরের অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের জন্য 'Bio-data' ধরণের একটি বুলেটিন বের করা প্রয়োজন। এর জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। ছাত্রদের ভিতর থেকে নিজেরাই এগিয়ে আসেন বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য। এর জন্য কোনরকম ভোটগ্রহণের প্রয়োজন হয়না। অধ্যাপক রঙ্গনাথন বলেন, DRTC পরিবারে কোন কিছুর জন্য ভোট প্রভৃতির প্রয়োজন নেই। সবাই নিজেই এগিয়ে আসবে কর্মযজ্ঞে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্যে।

ছাত্রদের তরফ থেকে 'পৃষ্ঠপোষক' বা 'কুলপতি' (Patron) হিসাবে ডঃ এস্ আর রঙ্গনাথনের নাম দেবার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু ডঃ রঙ্গনাথন বলেন যে, তাঁর নাম দেবার কোন প্রয়োজন নেই।

শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য বলেন যে, এখনত সবই নেতি, নেতি, পরে আসবেন Personality.

যাঁরা কথাটির অর্থ ধরতে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তুমুল হাস্যরোলের সৃষ্টি হয়।

মনোরম সন্ধ্যাটি DRTC-র মনোরম পরিবেশে চিরদিন মনে রাখবার মত।

ডি, আর, টি, সি-র চতুর্থ সেমিনার—বাঙ্গালোর, ১৯৬৬

বাঙ্গালোর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের কাছে তীর্থক্ষেত্র বিশেষ। সর্বোপরি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক, শিক্ষাবিদদের উপস্থিতিতে DRTC ছিল এ ক'দিন মুখরিত।

ডঃ এস্ আর রঙ্গনাথনের সমস্ত সময় উপস্থিতি এবং নিপুণভাবে সভা পরিচালনা বিস্ময়কর।

সাধারণতঃ যখন কোন প্রস্তাবের পক্ষে এবং বিপক্ষে বাদ প্রতিবাদ চলে, তখন অনেক বক্তা মূল লক্ষ্য ছাড়িয়ে অথবা কোনরূপ যুক্তি না দিয়ে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। সব কিছুই যুক্তির সাহায্যে উপস্থাপিত করার বিশেষ প্রয়োজন থাকে, সভাপতি যদি ধীশক্তিসম্পন্ন ও বাগ্মী না হন তবে সভা পরিচালনা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এদিক থেকে ডঃ রঙ্গনাথন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

DRTC Seminar অপূর্ব শিক্ষাপ্রদ। ভারতবর্ষে বিভিন্ন বিষয়ের উপর কনফারেন্স,

সেমিনার প্রচুর হয়ে থাকে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি মামুলী গল্পগুজব, ভ্রমণ প্রভৃতিতে পর্যবসিত হয়। DRTC-র সেমিনার সেদিক থেকে ব্যতিক্রম। সকাল ৯টা থেকে রাত ৭টা পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডেলিগেটকে আলোচনা ও চিন্তার মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করতে হয়।

এবারকার সেমিনারে প্রায় ৯০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

DRTCর সেমিনার পরিচালনা সম্বন্ধে এখানে কোন আলোচনা করছিনা। বারান্তরে আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

এবারকার সেমিনারে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল ৩টি (১) জ্ঞানের জগত: এর গঠনপ্রকৃতি ও বৃদ্ধি (Universe of Knowledge : its Structure and development) (২) ডেপথ ক্লাসিফিকেসনের ডিজাইনের প্রগতি (Development in the design of depth classification) (৩) গ্রন্থাগারে ডকুমেণ্টেসন লিষ্টের প্রসার (Promotion of the use of documentation list in libraries)।

উপরোক্ত তিনটি বিষয়কে তিনটি area হিসাবে ভাগ করা চলে। Area ১এর উপর অর্থাৎ 'জ্ঞানের জগত: এর গঠন প্রকৃতি ও বৃদ্ধি' সম্বন্ধে ৬টি প্রবন্ধ, Area ২ অর্থাৎ 'ডেপথ ক্লাসিফিকেসন ডিজাইনের প্রগতি' সম্বন্ধে ১২টি প্রবন্ধ ও Area ৩ অর্থাৎ 'গ্রন্থাগারে ডকুমেণ্টেসন লিষ্টের প্রসার' সম্বন্ধে ৫টি প্রবন্ধ আলোচনার জন্য গৃহীত হয়।

সবগুলো প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা না করে আমি বিশেষ কয়েকটি প্রবন্ধের উপর যেসব বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে চেষ্টা কোরবো। কারণ, এই আলোচনা প্রত্যেক স্তরের গ্রন্থাগারবিজ্ঞানীর আগ্রহ সঞ্চার করবে বলে আশা করছি।

Area ১ থেকে ডঃ রঙ্গনাথনের প্রবন্ধ "Subject, Quasi-Subject, Subject Bundle" থেকে নিম্নোক্ত প্রস্তাব (Proposition) সভায় গ্রহণের জন্য পেশ করা হয়।

"It is helpful to recognise and make provision for the accomodation of subject Bundles in the Schedule of Basic Subjects."

ডঃ রঙ্গনাথনের বক্তব্য হোল যে, পূর্বেও একটি পুস্তকের ভিতরে দুইটি বিষয়কে উপস্থিত করা হয়েছে, যেমন, Electricity and Magnetism। এই সব ক্ষেত্রে যদি কোনরূপ বিষয় সম্বন্ধ না থাকে তবে যে কোন একটি বিষয়কে বর্গীকরণ করা হয়েছে। যদি কোন রকম সম্বন্ধ থাকে তবে সম্বন্ধ অনুযায়ী Phase relation বা Subject device এর সাহায্যে বর্গীকরণ করা হয়েছে। অধুনা দুই বা ততোধিক বিষয়কে একই পুস্তকে অথবা সাময়িকপত্রে উপস্থিত করার একটা প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। যদিও এই বিষয়গুলি একই মূল বিষয়গত নয়, কিন্তু বিজ্ঞানীদের ভিতরে Team research সাংগঠনিক সুবিধার জন্য অনেকগুলি মূল বিষয়কে একই সঙ্গে উপস্থাপিত করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

জ্ঞানের জগতের এই পরিবর্তনকে ক্লাসিফিকেসন সিডিউলে প্রতিবিম্বিত করতে হবে, নচেৎ classifying-এ অসুবিধা দেখা দেবেই। কারণ বিষয়স্তবক (Subject Bundle) গুলির উপর ডকুমেন্ট প্রকাশিত হলে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানীকেও সেই বিষয়স্তবক-গুলিকে classify কোরতে হবে।

নিম্নে কতকগুলি বিষয়স্তবকের নাম উল্লেখ করা হল। কোলন ক্লাসিফিকেসনের সপ্তম সংস্করণে (১৯৬৮) এই বিষয় স্তবক অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

SN	Subject Bundle	CC Ed 7 1968	UDC Ed 3 1962	DC Ed 17 1965
1	Pure Seiences	A 1	5	5
2	Applied Sciences	A 2	6	6
3	Earth Sciences	AA	55	55
4	Ocean Sciences	AB		
5	Atmosphere Sciences	AC		
6	Space Sciences	AD		
7	Soil Sciences	AE	631.4	
8	Cybernetics	AG	007	001.53
9	Defence Sciences	AM		
10	Surface Sciences	AN		

প্রথমোক্ত বিষয়স্তবক (Subject Bundle) দুটো অনেকদিন যাবতই Traditional বিষয় হিসাবে পরিগণিত হত। কিন্তু পরবর্তী ৭টি বিষয়স্তবক পরবর্তীকালে পরি-লক্ষিত হচ্ছে।

কিভাবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একটি বিষয়স্তবক গড়ে উঠেছে Space Sciences-এর দৃষ্টান্ত দিয়ে তা বোঝানো যেতে পারে। Space Sciences গড়ে উঠেছে (১) Metallurgy (২) Nuclear Engineering (৩) Electronic Engineering (৪) Ballistics (৫) Physiology (৬) Psychology প্রভৃতি বিষয়গুলির সমন্বয়ে।

একজন বিজ্ঞানীর সাধারণতঃ এর সবগুলো বিষয়ের উপর দখল থাকে না, তিনি এর যে কোন একটি সম্বন্ধে জানেন এবং একটি বিশেষ বিষয়ের উপর শিক্ষা নিয়েছেন। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞানীদের একই সঙ্গে কাজ করার ফলে উপরোক্ত Space Sciences-এর উদ্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানের কোন একটি শাখার জ্ঞানসম্পন্ন বিজ্ঞানীকে দিয়ে এই বিষয়স্তবকের কাজ চলতে পারে না। পরবর্তীকালে হয়তো দেখা যেতে পারে যে অপর একটি বিষয় এই বিষয়স্তবকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিষয়ের জটিলতা (Subject Complex) সৃষ্টি করেছে।

Generalia-ও একটি বিষয়স্তবক।

প্রস্তাবটি যখন আলোচিত হয় তখন সব বক্তাই এই মূল্যবান মতকে স্বীকার করলেন। কিন্তু 'Subject Bundle' termটি সম্বন্ধে অনেকে আপত্তি তোলেন। কেউ কেউ বলেন যে সৌন্দর্যের (aesthetic) দিক দিয়ে বিচার করলে এতে আপত্তি আছে। কেউ কেউ Subject Bunch, Conglomeration প্রভৃতি term উপস্থিত করেন।

ডঃ রঙ্গনাথন বলেন যে কোন কিছুই তার শেষ কথা নয়। যদি কোন ভাল term পাওয়া যায় তবে আমরা পরবর্তীকালে সেই term সংযোজিত করবো। কিন্তু যতদিন তা না হয় Subject Bundle termটি ব্যবহার করা ছাড়া কোন উপায় নেই এবং তিনি সকলকে একটি term উদ্ভাবন করতে বলেন যা পরবর্তীকালে Standard term হিসাবে Glossary তে সংযোজন করা যাবে।

অপর একটি সুন্দর প্রস্তাবের উদ্ভব হয় ৪টি প্রবন্ধ থেকে। এই ৪টি প্রবন্ধ হচ্ছে (১) Girja Kumar. Social Sciences and their inter-relations (২) Krishnamurthy (K G). Political Sociology : Scope and trend (৩) Savithri (Madabusi). Study of political behaviour (৪) Neelameghan (A) and Gopinath (M A). Grouping of Quasi isolates.

প্রস্তাবটি দেওয়া হয় নিম্নরূপ :—

"While in the verbal plane there is variations in the terms assigned to the isolates in the disciplines deemed to fall in the area of the Social Sciences and between them and those deemed to fall in the area of the Natural Sciences, it is helpful to recognise equivalence among the isolate ideas at the near seminal level."

প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে বাক্‌স্তরে (verbal plane) যদিও কতগুলো বিভিন্ন term আমরা ব্যবহার করি তবু ভাবের স্তরে (idea plane) অনেক সময় এগুলি একই অর্থবহ। সুতরাং যদি আমরা ভাবের স্তরে (idea plane) একই অর্থবহ term গুলিকে চিনে নিতে পারি তবে অনেকদিক দিয়ে ইহা সুবিধাজনক হবে। প্রথমতঃ একই digit দিয়ে একে প্রকাশ করা যাবে এবং মনে রাখার (mnemonic) সুবিধা হবে। দ্বিতীয়তঃ ক্লাসিফিকেসন সিডিউলে সব term দিয়ে দেবার প্রয়োজন থাকবেনা এবং তার ফলে সিডিউলের স্ফীতি অনেক কমে যাবে। একটি উদাহরণ দিলে ইহা পরিস্কার হয়ে যাবে। যদি আমরা disease এই শব্দটিকে ধরি, জীবজন্তুর ক্ষেত্রে রোগ আবার সমাজের ক্ষেত্রে Social pathology, কোন যন্ত্রের ক্ষেত্রে defect। কিন্তু ভাবের স্তরে (idea plane) এগুলি কি একই অর্থবহ নয় ? আর একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন God, ভগবান সবার উপরে যিনি, পৃথিবীপতি, সেইরকম কোন দেশের পক্ষে রাজা বা President, তেমনি কোন State-এ Governor,

University-তে Chancellor, কোন কলেজে Principal, স্কুলের ক্ষেত্রে Headmaster সবই কি ভাবের স্তরে, সেই বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে (idea plane) এক নয় ?

এ রকম বহু term আছে যেগুলি Natural Science ও Social Sciences ক্ষেত্রেও ভাবের স্তরে (idea plane) একই অর্থবহ।

কিন্তু একে চিনে নিতে হবে। এই চিনে নেওয়া কি সম্ভব, না সম্ভব নয়। যদি চিনে নেওয়া যায়, তবে এই চিনে নেওয়া কিসের উপর নির্ভর করে, অভিজ্ঞতা বা অন্য কোন বিশেষ ক্ষমতা বা প্রবণতার (flair) উপর। মূল্যবান আলোচনা হয় এ সম্বন্ধে এবং গ্রুপ ডিসকাসনের জন্য এগুলি পাঠানো হয়। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য যদি ভাবের স্তরে (idea plane) একে ধরা যায় তবে কাজের অনেক সুবিধা হবে। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

অধ্যাপক ডঃ এস্, আর, রঙ্গনাথনের "Freely faceted classification and depth classification" নামীয় প্রবন্ধ থেকে নিম্নোক্ত প্রস্তাবের উদ্ভব হয়।

"A Scheme that can be adopted for depth classification should be a freely faceted one."

শ্রী এম, এ গোপীনাথ অধ্যাপক রঙ্গনাথনের প্রবন্ধ উদ্ভুত প্রস্তাবটি অধ্যাপক রঙ্গনাথনের তরফ থেকে সভায় পেশ করে বলেন যে ১৮৭৬ সালে DC ই একমাত্র বহুল প্রচলিত Scheme ছিল। সুতরাং এই Schemeকে বুঝাবার জন্য কোন বিশেষণ আরোপ করার প্রয়োজন ছিলনা। কিন্তু পরবর্তীকালে ১৯৩৩ সালে কোলন স্কীম উদ্ভাবিত হলে DC ও CCর বৈষম্যকে বুঝাবার জন্য বিশেষণের প্রয়োজন অনুভূত হল। ১৯৪৪ সালে CCর বৈশিষ্ট্যকে বুঝাবার জন্য "Faceted" কথাটি চালু হল। DCকে বুঝাবার জন্যও একটি বিশেষণের প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় মিঃ এ, জে, ওয়েলস্ "Enumerative" বিশেষণটি ব্যবহার করেন এবং এই বিশেষণটিই চালু হয়। কিন্তু ১৯৬১ সালে Dr Rider-এর RIC (Riders International Classification) Classification Scheme এর উদ্ভাবন এবং DC পরবর্তী সংস্করণ (Ed 17) প্রভৃত পার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়ায় RIC-কে "Enumerative" রূপে চিহ্নিত করার প্রয়োজন হল। DC-কে "Almost enumerative" বিশেষণ প্রয়োগ করলেই একমাত্র এর চরিত্রকে বুঝবার সাহায্য করে। কারণ Dewey DC তে Main Class এর সঙ্গে কয়েকটি ছোট ছোট সিডিউল যেমন "form division", "form class", "Geographical division" ব্যবহার করেন।

DC এবং RIC-তে যেমন পার্থক্য ধরা পড়লো তেমনি UDC ও CC তেও পার্থক্য ধরা গেলো। UDC তে Main class এর সঙ্গে Special analytical table, Space ও time এর জন্য Common Schedule ব্যবহৃত হয়। সুতরাং UDC কে "Almost faceted" classification বললে এর চরিত্রকে বুঝতে সাহায্য করে।

১৯৬৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত CC কে "Rigidly faceted" Scheme বলা যেতে পারে। ১৯৬৩ সালে Depth classification এর জন্য Schedule design করা হয়। এসময় কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত সম্ভব হয়। যেমন Facet গুলি কোন Basic Subject এর নয়, কিন্তু Basic Subject এর অন্তর্গত বিষয়ের (Subjects going with the Basic Subjects)। সুতরাং মূল বিষয়ের (Basic Subject) এর Basic facet ছাড়া আর কোন facet নেই। মূল বিষয়ের (Basic Subject) অন্তর্গত প্রত্যেকটি বিষয় Basic facet এবং অন্যান্য facet সঙ্গে নিয়ে আসে। এই অন্যান্য facet গুলি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে পৃথক হতে থাকে। সুতরাং প্রদত্ত মূল বিষয়ের সঙ্গে গমনশীল কোন একটি বিশেষ যৌগিক বিষয়ের (Compound subject) facet structure কে বোঝাবার জন্য আমরা প্রধানতঃ facet formula ব্যবহার করতে পারি। এইভাবে আমরা Generalised facet formula ব্যবহার করতে পারি।

এই অভিজ্ঞতা নতুন চিন্তার দিগন্ত উন্মোচিত কোরল। যেমন (১) একটি faceted Scheme কেবল কতকগুলি Schedule দিয়ে দিতে পারে কিন্তু যৌগিক বিষয়ের সঙ্গে যেতে পারে এমন সম্ভাবিত সব facet দিয়ে দিতে পারে না। (২) যে কোনরকম facet যা Schedule-এ নেই অথচ কোন যৌগিক বিষয়ের (Compound Subject) সঙ্গে যেতে পারে তা উপেক্ষণীয় নয়। (৩) কোন একটি বিষয়ের বর্গীকরণে Scheme যথেষ্ট সংখ্যক Guiding Principle প্রভৃতির সাহায্যে Schedule দেওয়া নেই, অথচ facet সৃষ্টিকারী যৌগিক বিষয়ের (Compound Subject) অন্তর্গত facet-এর সংযোজনে সাহায্য করবে। (৪) এই নতুন Schedule অন্য মূল বিষয়ের (Basic Subject) অন্তর্গত Schedule-এর সঙ্গে সংযোজিত করা চলবে।

অনেক facet সৃষ্টিকারী যৌগিক বিষয়ের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। ক্লাসিফিকেসনিষ্ট (Classificationst) শুধু কয়েকটি facet-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে পূর্ব কল্পনা করতে পারেন, কিন্তু সবগুলো সম্বন্ধে জানা সম্ভবপর নয়। কিন্তু Scheme-টি এমন হবে যাতে করে সবগুলি নতুন facet যৌগিক বিষয়ের Class number-এ সংযোজিত হতে পারে। এই দিক দিয়ে চিন্তা কোরলে দেখা যায় যে facet formula-র rigidity বিদূরিত হয়ে Freely faceted classification-এর উদ্ভব হয়েছে CC-র এ যাবত প্রকাশিত সংস্করণগুলি, অন্যান্য facet classification ও বৃটিশ গ্রন্থাগারবিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত classification-এর মত "Rigidly faceted" classification.

Freely faceted classification-কেই শুধু analytico-synthetic classification বলা যেতে পারে। কারণ একমাত্র freely faceted classification-এ সমস্ত focal term গুলিকে classification-এর ভাবায় অনূদিত করা যেতে পারে, কিন্তু Rigidly faceted classification সাহায্যে তা প্রায় অসম্ভব।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ৫টি বিভিন্ন ধরনের ক্লাসিফিকেসনকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না।

(১) Enumerative classification.

(২) Almost enumerative classification.

(৩) Almost faceted classification.

(৪) Rigidly faceted classfiication.

(৫) Freely faceted or Analytico-Synthetic classification.

প্রস্তাব (Proposition)-টিকে অনেকগুলি দিক থেকে বিচার করা হয়। যেমন কেউ কেউ বলেন, "adapted" না হয়ে "adopted" হবে। কেউ কেউ বলেন যে, "depth" কথাটি তুলে দেওয়া উচিত। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা গেল যে "adapted" কথাটিই এখানে সঙ্গত। কারণ একটি Scheme আছে, এবং তাকে adaptation প্রয়োজন। কারও কারও মতে depth classification বলে কোন কথা থাকতে পারেনা, কারণ যখন আমরা কোন বইকে (macrodocument) classify করি তখন যেমন তার বিষয়কে বর্গীকরণের ভাষায় অনুবাদ করছি আবার যখন periodical-এর কোন প্রবন্ধকে (microdocument) বর্গীকরণের ভাষায় অনুবাদ করছি তখনও সম্পূর্ণ classify কোরছি, সুতরাং এই 'depth'-এর সীমারেখা কোথায়? প্রস্তাবটি একটু অদলবদল কোরে গৃহীত হয়, কারণ সবাই এর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারেন।

শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী মায়া ভট্টাচার্য রচিত প্রবন্ধ "Library Science: depth classification" থেকে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রস্তাবের (Proposition) উদ্ভব হয়। প্রস্তাবটি নিম্নরূপ:

"In designing a Scheme for the classification of subjects going with the (BS) Library Science, it is helpful to deem the isolates "Book Selection', 'Classification', 'Cataloguing' 'Circulation Service' and 'Referenee Service' as manifestation of the fundamental category Personality"

শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য এই প্রস্তাব (Proposition) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের এখন পর্যন্ত কোন অভিধা (definition) দেওয়া হয়নি। তবে গ্রন্থাগারবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার এক কথা নয়। সুতরাং তিনি গ্রন্থাগারবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার কথাটিকে সমার্থবোধক না ধরে ভিন্নভাবে ধরে নিয়ে বলেন, গ্রন্থাগারবিজ্ঞান বা Library Science-এর Personality "Classification", 'cataloguing' প্রভৃতি ছাড়া কিছু হতে পারেনা। Classification এবং Classifying বা act of Classification এক কথা নয়। প্রথমটি Personality, কিন্তু দ্বিতীয়টি energy।

উপরোক্ত বিষয়ের উপর অনেকক্ষণ আলোচনা চলে। এর ওপর অনেকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব (amendment) আসে। বর্তমান প্রবন্ধের লেখক ও দিনই 'E' group এর rapporteur ছিলেন এবং আলোচনা যাতে জোরালো হয় তার জন্য তার গ্রুপ একে energy বলে সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। কিন্তু অধ্যাপক রঙ্গনাথন বলেন যে, এমন কোন সংশোধনী প্রস্তাব আসতে পারেনা যাতে মূল প্রস্তাবকে একেবারে বাতিল করে দেয়। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়না। অধ্যাপক রঙ্গনাথন বলেন যে, এ সম্বন্ধে আমাদের আরও অভিজ্ঞতা লাভের প্রয়োজন আছে। সুতরাং তিনি উপস্থিত delegate দের বলেন যে গ্রন্থাগারবিজ্ঞান গ্রন্থাগারবিজ্ঞানীদের জানা বিষয়। প্রত্যেকে যেন এর উপরে Schedule design করেন এবং পরবর্তী সেমিনারে প্রবন্ধ হিসাবে পাঠান। এইভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পরে এ সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাবে।

শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী মায়া ভট্টাচার্যকৃত একই প্রবন্ধ থেকে অন্য একটি প্রস্তাবও সভায় পেশ করা হয়। প্রস্তাবটি নিম্নরূপ :

"In designing a Scheme for the classification, of subjects going with the (BS) Library Science, it is helpful of derive the isolate 'Documentation' on the basis of the (QI) By Special."

উপরোক্ত প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য উপস্থাপিত করে শ্রীমতী মায়া ভট্টাচার্য প্রস্তাবটির ব্যাখ্যা করে বলেন যে, অধ্যাপক রঙ্গনাথন 'Special' এর যে অভিধা দিয়েছেন সেই অভিধার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে 'documentation' 'Special' ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ 'documentation'-এ সমস্ত গ্রন্থাগারবিজ্ঞানকেই প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু শুধু পাঠক এখানে বিশেষ পাঠক (Specialist reader) এবং document এখানে micro। সুতরাং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিশেষ পাঠক ও microdocument দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়েছে। এদিক দিয়ে বিচার করে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, 'documentation' 'Special' ছাড়া কিছু নয়। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

Area-৩ থেকে DRTC-র Research scholar শ্রী এ, কে, গুপ্ত লিখিত প্রবন্ধ 'Local documentation list and readers' requirements চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

শ্রী গুপ্ত বলেন যে, যদি depth classification করা যায় এবং chain procedure এর সাহায্যে feature heading দেওয়া যায় তবে লেখকের নাম ও প্রবন্ধের নাম documentation list-এর main entry-তে দেবার প্রয়োজন নাই। শুধু বর্ণানুক্রমিক সূচী (alphabetical index)-এ লেখকের নাম, বিষয়ের নাম ও সিরিজের নাম বর্ণানুক্রমিক দেওয়া হবে। এতে অনেক সময় বাঁচবে। এর ওপরে অনেক আলোচনা চলে। কেউ কেউ প্রস্তাবটির সংশোধনী আনেন যে লেখকের নাম দেওয়ার প্রয়োজন আছে। কেউ কেউ প্রতিবাদ করে বলেন যে এখন লেখকের নাম-আভিজাত্য অস্তমিত। কারণ team research-এর ফলে ৭।৮ জন লোক প্রায়ই একত্রে কাজ করে

থাকেন এবং পাঠক এখন আর এতগুলো নাম মনে রাখেন না বা রাখতে পারেন না ইত্যাদি।

প্রস্তাবটি গৃহীত হয় না। অধ্যাপক রঙ্গনাথন বলেন যে, এ বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে। লেখকের বা বিষয়ের নামহীন documentation list চালু কোরে পাঠকের সুবিধা, অসুবিধা, পাঠকের মনের উপর এর প্রভাব, প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি অনুসন্ধান করে তবে কোন কিছু চালু করতে হবে। অধ্যাপক রঙ্গনাথন delegate দের ভিতরে কয়েকজনকে অন্ততঃ তাঁদের গবেষণাগারের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এধরণের documentation list চালু কোরে মানসিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে বলেন এবং পরবর্তী সেমিনারে এই অনুসন্ধানের ফল প্রবন্ধ হিসাবে পাঠাতে উপদেশ দেন।

একটি সাক্ষাৎকার

১। বাঙ্গালোর, ৩০শে ডিসেম্বর। এক সপ্তাহ আগে ডি, আর, টি, সি সেমিনার উপলক্ষে বাঙ্গালোরে এসেছিলাম। আগামীকাল ভোরেই আমাকে কলকাতা ফিরে যেতে হবে। বাঙ্গালোর আমার কাছে নতুন নয়। ডি, আর, টি, সি-র ট্রেনিং নেওয়া উপলক্ষে এইতো অল্প কিছুকাল আগেই বেশ কিছুদিনের জন্য আমি এখানে ছিলাম। সে হিসেবে এখানকার প্রায় সব কিছুই মোটামুটি আমার পরিচিত।

২। একে একে অনেকের সঙ্গেই দেখা করে বিদায় নিলাম অধ্যাপক নীলমেঘন, শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য, শ্রীমতী মায়া ভট্টাচার্য। কিন্তু সেই বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী ডক্টর শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথনের সঙ্গে দেখা না করে চলে যেতে মন সায় দিচ্ছিল না। শ্রীযুত রঙ্গনাথন আমারও অধ্যাপক। এ ক'দিন সেমিনার উপলক্ষে অবশ্য তাঁকে আমার দেখা হয়েছে। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম একটু নিরিবিলিতে একান্তভাবে সাক্ষাৎকার। তিনি অনেকের সঙ্গেই দেখা করেছেন। সময় ঠিক করে প্রত্যেকদিনই গ্রুপমিটিং-এ সারদা রঙ্গনাথন বক্তৃতামালার ফাঁকে ফাঁকে।

৩। অপ্রত্যাশিত ভাবে গোপীনাথের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। গোপীনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করেছ'? উত্তর দিলাম, 'না'। 'না, কেন?' গোপীনাথ বল্লেন।

'কি করে দেখা করব? কাল পর্যন্ত সারাক্ষণই ব্যস্ত ছিলেন।'

'তাতে কি, সোজা চলে যাও'—গোপীনাথ উৎসাহ দিলেন।

কিন্তু তখন রাত নটা। গোপীনাথই বল্লেন, 'চল আমিও যাব তোমার সঙ্গে'।

৪। ডিসেম্বরের শীতের রাত, হিমেল হাওয়া দিচ্ছে। চারদিক ইতিমধ্যেই নীরব। গোপীনাথ ও আমি এলাম অধ্যাপকের বাড়ীতে। মালেশ্বরমের নির্জন পরিবেশে একই ধাঁচের বাহুল্যবর্জিত অথচ শোভনশ্রী কয়েকটি একতলা বাড়ী। তারই পাশাপাশি দু'খানা বাড়ীর একটিতে বাস করেন অধ্যাপক ডঃ রঙ্গনাথন ও অপরটিতে অধ্যাপক নীলমেঘন। গোপীনাথ ও আমি যে ঘরটিতে বসলাম সে ঘরটির দেয়ালে অসংখ্য দেবদেবীর ছবি। রেডিওতে মৃদু সুরের মূর্ছনা।

অধ্যাপক পাশেই অপর একটি ঘরে ছিলেন। গোপীনাথ গিয়ে বললেন, 'মুখার্জী দেখা করতে চায়'। অধ্যাপক আমাকে কাছে ডাকলেন।

কাছে গিয়ে বললাম, 'কাল সকালে চলে যাব, দেখা করে আপনাকে প্রণাম জানাতে এলাম'।

'তোমার সহৃদয়তা। আমার শুভেচ্ছা জেনো'—অধ্যাপক বললেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কাজে আনন্দ পাচ্ছ তো, না করতে হচ্ছে বলে করছো?

বললাম, 'না, কাজে আনন্দই পাচ্ছি।'

৭। কথা প্রসঙ্গে অধ্যাপককে বললাম, শ্রীসুব্বারাও আমার মারফৎ আপনাকে তাঁর প্রণাম জানিয়েছেন।

'শ্রী ও শ্রীমতী সুব্বারাওকে আমার শুভেচ্ছা জানিও'—অধ্যাপক বললেন।

IASLIC Study Circle-এর কথা উঠল। অধ্যাপক বললেন, সুব্বারাও Study Circle নিয়ে মেতে উঠেছে। আমি বল্লাম, Study Circle-টি প্রধানতঃ তাঁর চেষ্টায়ই গড়ে উঠেছে। একটি News Bullelin-ও বেরুচ্ছে। এর সম্পাদক শ্রীআনন্দরাম।

বললেন, 'খুব খুশী হয়েছি। জানো, হাজারে একটি লোক আসে যে কাজ করে, কাজে শক্তি সঞ্চার করে'।

৮। অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন আপনার শরীর কেমন আছে?' হাসলেন। গোপীনাথের, দিকে সস্নেহে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বলব?' তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন 'আমার কাজকর্ম তো নিয়মিতই করে যাচ্ছি। ৩।৪টি রিসার্চ স্কলারকেও গাইড করছি। নিজের গবেষণাও চালিয়ে যাচ্ছি। সবই ভগবানের ইচ্ছায় ঠিকমত চলছে।'

আমি নিজেও জানি কথাগুলি কত সত্য। সব অধিবেশনেই সমস্ত সময় অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন।

৯। গোপীনাথ হঠাৎ বলে ফেলল, 'IASLIC যে নতুন কোর্স খুলেছে, মুখার্জী সেখানে ক্লাস নিচ্ছে।' অধ্যাপক বললেন যে তিনি এই কোর্সের একটি প্রস্পেক্টাস পেয়েছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ওটা ঠিকমত পরিচালিত করতে চেষ্টা করছ কি?' আমি সবিনয়ে জানালাম, 'চেষ্টা করছি।'

১০। কথা প্রসঙ্গে অধ্যাপকের নবদ্বীপ সম্মেলনের কথা মনে এল। আমাকে বললেন, 'তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলেনা, তাই না'? আমি স্বীকার করলাম। পরিশেষে বললেন, 'কলকাতা তথা বাংলাদেশের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের আমার শুভেচ্ছা জানিও।'

১১। প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিতে যাচ্ছি, অকস্মাৎ অধ্যাপক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি কোথায় উঠেছি। বললাম। তাঁর যেন কি কাজের কথা মনে পড়ল। গোপীনাথের সঙ্গে সেখানে যাবেন এই রাত্রে। বোধহয় আমাকেও চাইছিলেন সঙ্গী করতে। তাই জিজ্ঞেস করলেন, কোনদিক দিয়ে যাব। কিন্তু গোপীনাথ বলেলেন, 'মুখার্জী কাল ভোরে যাবে, ওর জিনিসপত্র গোছাতে হবে।'

তখন উনি বল্লেন, 'তবে ঠিক আছে।'

পরিতৃপ্ত মন নিয়ে আমি বিদায় নিলাম।

News from Bangalore—DRTC Seminar, 1966
By S. C. Mukherjee, Special correspondent,

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সংবাদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীয়ানশিপ ডিপ্লোমা (ডিপ-লিব)
পরীক্ষার ফলাফল : আগষ্ট—১৯৬৬
(রোলনম্বর অনুসারে)

প্রথম শ্রেণী

রোল নম্বর	নাম	রোল নম্বর	নাম
২	সুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	২৭	চঞ্চল কুমার সেন
৬	রঞ্জিত কুমার সান্যাল	২৯	জ্যোতির্ময় রায়
৮	সরিৎ শেখর সরকার	৩৫	পুলক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৯	হৃষিকেশ গুপ্ত	৩৬	কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১১	বলদেব বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০	অপরাজিতা চক্রবর্তী
১২	বারীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৫২	অজন্তা বসু
১৮	নির্মল ভট্টাচার্য	৫৪	পি,এম,কাপিলা (শ্রীমতী আনন্দরাম)
২৩	অমলেন্দু ঘোষ	৬৭	হিরণ কুমার দত্ত
২৫	নির্মল কুমার সরকার	৭০	অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
২৬	সোমেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৯	মতিলাল চক্রবর্তী

দ্বিতীয় শ্রেণী

রোল নম্বর	নাম	রোল নম্বর	নাম
৩	নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৪০	মঞ্জু গুহ
৫	জ্ঞানতোষ দাস	৪৩	রীনা ভট্টাচার্য
৭	শিশিরেন্দু ভট্টাচার্য	৪৭	মাধুরী বসু
১০	সীতানাথ ঝাঁ	৪৮	ইলা দাশগুপ্ত
১৪	বিনিময় বিশ্বাস	৪৯	আরতি চট্টোপাধ্যায়
১৭	রমাপ্রসাদ সেন	৫১	মঞ্জরী সরকার
১৯	তাপসলাল মুখোপাধ্যায়	৫৩	গায়ত্রী ঘোষ
২১	বিমলেন্দু গুহ	৫৫	রুমা বসু
২৪	অমূল্য রতন ঘোড়াই	৫৬	বীথিকা মিত্র
৩১	দীপক কুমার রায়	৫৭	মঞ্জুষা চৌধুরী
৩৪	সৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ	৫৮	শিখা ধর

৫৯	গৌরী সেনগুপ্ত	৭১	সত্যনারায়ণ চৌধুরী
৬৫	সদানন্দ ভট্টাচার্য	৭৭	কবিতা হাজারিকা
৬৬	ধনঞ্জয় দে	৭৮	ফণীন্দ্রভূষণ ভৌমিক
৬৮	সমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য	৮০	ললিতমোহন চক্রবর্তী
৬৯	বিদ্যাচন্দ্র মেটা		

Education for Librarianship.

গ্রন্থাগার দিবস সংবাদ

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কলিকাতার কেন্দ্রীয় জনসভা

গত ২০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কলেজ স্কোয়ারে স্টুডেন্টস হলে খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীবিনয় ঘোষের পৌরোহিত্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই উপলক্ষে পূর্ব প্রচারিত খসড়া প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করে পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী বলেন গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলের কাছে গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত হওয়া উচিত। এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা বর্ণনা করে তিনি বলেন, ১৯৪৭ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গ্রন্থাগারের যথেষ্ট প্রসার হয়েছে বটে, কিন্তু চাঁদার বাধা আজও অপসারিত হয় নি। আইনের সাহায্য ব্যতীত বাংলা দেশে একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ১৯৩০-৩২ সাল থেকেই এই রাজ্যে আইন প্রণয়নের চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু মাদ্রাজ, অন্ধ্র ও মহীশূরে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়ে গেলেও বাংলা দেশে এখনও গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়নি।

শ্রী রায় চৌধুরী সহর ও সহরতলীতে আরও অধিক সংখ্যক ডে-স্টুডেন্টস হোম খোলা সর্বধরণের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার সম্পর্কে বিবেচনা করা সার্ভিস রুল প্রবর্তন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষকদের ন্যায় বেতন দেওয়া এবং স্কুলের ক্ষেত্রেও শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

আগামী সাধারণ নির্বাচনে যাঁরা নির্বাচন প্রার্থী হবেন তাঁরা নির্বাচিত হলে যাতে গ্রন্থাগার আইন পাশ করবার চেষ্টা করেন তার জন্য তাঁদের কাছে তিনি আবেদন জানান।

খসড়া প্রস্তাবগুলি সমর্থন করে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বলেন, প্রায় ৪২ বছর পূর্বে এই দিনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পুরোভাগে রেখে এই পরিষদের জন্ম হয়। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার ও এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের পরিবর্তনের ফলে গ্রন্থাগারেরও পরিবর্তন হয়েছে।

গ্রন্থাগার দিবস পালনের সার্থকতা বর্ণনা করে তিনি বলেন, আজকের এই প্রস্তাবের অনেকগুলিই বহুকাল পূর্ব থেকেই বার বার উত্থাপিত হয়েছিল। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরা দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করতে চান না বলেই বোধ হয় তাঁদের দাবী মেটে নাই। এই সব প্রস্তাবের বিরোধিতা কেউই করেন নি, অনেকে এই সকল প্রস্তাব সমর্থনও করেছেন কিন্তু তাহলেও প্রস্তাবগুলি এ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নাই।

গ্রন্থাগার আইনের যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এজন্য কিছু কর ধার্য করারও প্রয়োজন আছে। কর পর্যাপ্ত না হলে সরকারী তহবিল থেকে এজন্য সাহায্য পাওয়া উচিত। জনপ্রতিনিধিরা মনে করেন আইন প্রবর্তন করতে গেলে তাঁরা জনপ্রিয়তা হারাবেন। কিন্তু এজন্য তাঁদের সাহসের সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। তবে এমনভাবে কর ধার্য করতে হবে যাতে বিত্তহীনদের ওপর চাপ না পড়ে।

প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অতঃপর জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীবিভাগের শ্রীসুনীল বিহারী ঘোষ বাংলা পুস্তকের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে একটি বেসরকারী প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভাপতি শ্রীবিনয় ঘোষ তার লিখিত ভাষণে বলেন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞ নন কিন্তু গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী হিসেবে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই সম্পর্কেই তিনি কিছু বলতে চান। বাংলাদেশের বহু পুরানো গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান বই ও দলিলপত্র ঘাটতে ঘাটতে তার মনে হয়েছে যে যত্নের অভাবে বহু জিনিস আমরা হারাচ্ছি। এ বিষয়ে তিনি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অতঃপর এ বৎসর পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পরীক্ষায় যাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁদের অভিজ্ঞান পত্র প্রদান করেন জাতীয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী

১। পশ্চিমবঙ্গের নিরক্ষরতাকে একটি জরুরী সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় এ বিষয়ে অবিলম্বে যথোচিত উদ্যোগ আয়োজন করিবার জন্য এই সভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করিতেছে এবং সকল সমাজসেবী ও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সাধ্যমত যত্নবান হইতে অনুরোধ করিতেছে।

২। এই সভা মনে করে যে পড়িবার স্থান ও প্রয়োজনীয় পুস্তকের অভাবে এ রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা ব্যাহত হইতেছে। তজ্জন্য এই সভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে উপযুক্ত সংখ্যক ডে-স্টুডেন্টস হোম খুলিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

৩। রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিকে সুপরিচালনা এবং সহযোগিতামূলক সুসংবদ্ধ ব্যবস্থার প্রয়োজনে এই সভা পঃ বঙ্গ সরকারকে সত্বর পশ্চিমবঙ্গে উপযুক্ত একটি গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

৪। এই সভা মনে করে যে গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের

উপযুক্ত বেতন প্রদান করা আবশ্যক। তজ্জন্য এই সভা বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মী-দের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক স্মারকলিপি অনুযায়ী বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের বিষয়ে অবিলম্বে উদ্যোগী হইবার জন্য পঃ বঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করিতেছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে শিক্ষার প্রসারে গ্রন্থাগারের সর্বাপেক্ষা অপরিহার্য বিষয় হল পুস্তক। কিন্তু বর্তমানকালে বইয়ের বিশেষভাবে বাংলা বইয়ের দাম যেভাবে ক্রমশঃই বর্ধিত হচ্ছে, তাতে আশঙ্কা করা যায় যে শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হবে। এই সভা বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভাকে অনুরোধ করিতেছে যেন অল্পমূল্যে গ্রন্থাগার ব্যবহারের যোগ্য পুস্তক প্রকাশ করায় যত্নবান হন।

প্রস্তাবক—শ্রীসুনীল বিহারী ঘোষ।
সমর্থক—শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার। কলিকাতা-৯

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও এই পাঠাগারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকার যে প্রদর্শনীটির আয়োজন করা হয়েছিল তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন তথ্যপূর্ণ পোষ্টার সুষ্ঠু ও সুরুচিপূর্ণভাবে সাজানো হয়েছিল। এ ছাড়া পশ্চিম বঙ্গের জেলাওয়ারি সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রদর্শনীটিও বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল। মাঝে মাঝে দর্শককে আকৃষ্ট করার জন্য সভ্য-সভ্যাগণ কর্তৃক আবৃত্তি ও গানের আয়োজনও হয়েছিল। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে প্রদর্শনীটিতে প্রচুর দর্শকের সমাগম হয়েছিল।

নারী শিল্প নিকেতন। কলিকাতা-১২

গত ২৩শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে নারী শিল্প নিকেতন গ্রন্থাগার বিভাগের উদ্যোগে গ্রন্থার দিবস পালিত হয়। শ্রীযুক্তা উষা সেনগুপ্ত সভানেত্রীত্ব করেন। শ্রীযুত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস, ডঃ আশা দাশ গ্রন্থাগার দিবস পালনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন। সভানেত্রী তাঁর বক্তৃতায় প্রতি গ্রন্থাগারে শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক রাখার ওপরে জোর দেন।

শ্রীমিনতি দে সভায় কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এই সকল প্রস্তাবের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন, সুপরিচালন ও বিনা চাঁদায় সর্বজনের ব্যবহারোপযোগী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে যথোপযুক্ত ডে-স্টুডেন্টস্ খোলা ও বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত বেতন ও ন্যায্য সুবিধাদি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বার্ষিক সম্মেলনের পূর্বে পরিষদের প্রতিষ্ঠানগত ও ব্যক্তিগত সদস্যগণের নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করার

অনুরোধ জানানো হয়। প্রস্তাবগুলি সভায় গৃহীত হয়। শ্রীলিলি সেন সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগার। কলিকাতা-২৭

২০শে ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগারের সপ্তদশ প্রতিষ্ঠাদিবস এবং গ্রন্থাগার দিবস অনাড়ম্বরভাবে পালিত হয়। গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রীরণবীর দাশগুপ্ত সভায় পৌরহিত্য করেন। সর্বশ্রী ভূপেশচন্দ্র দাস, সুধাময় গুহঠাকুরতা ও গ্রন্থাগারের সম্পাদক বিশ্বনাথ দাশ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও গন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বর্ণনা করেন।

॥ বেলগড়িয়া সুধা স্মৃতি পাঠাগার ॥ চব্বিশপরগণা

গত ২০-এ ডিসেম্বর (২০.১২.৬৬) এই পাঠাগার শ্রীকৃষ্ণদাস পালের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার দিবস পালন করে। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীঅসীম কুমার ভট্টাচার্য। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন শ্রীরঞ্জিত কুমার ভট্টাচার্য্য।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন কল্পে (১) বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রচলন, (২) সুনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, ও (৩) কর্মীদের যোগ্যতানুযায়ী উপযুক্ত বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান, প্রভৃতি বিষয়ে বক্তাগণ আলোচনা করেন।

বিশেষত এই গ্রন্থাগারটির সর্বপ্রকার উন্নতিতে জনসাধারণের সহায়তার প্রতি আবেদন জানানো হয়।

সর্বশ্রী তারা লাহিড়ী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, সুশীল কুমার মণ্ডল, প্রধান অতিথি সভাপতি ও প্রধান বক্তা মোঃ আফতাবউদ্দীনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনে সভা সমাপ্ত হয়।

নদীয়া

কৃষ্ণনগর মহিলা মহাবিদ্যালয়। কৃষ্ণনগর।

সারা বাংলা গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে গত ২০শে ডিসেম্বর কৃষ্ণনগর মহিলা মহাবিদ্যালয়ের নবনির্মিত গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে এক সুন্দর মনোজ্ঞ চিত্র ও পোষ্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এক সপ্তাহকালব্যাপী এই প্রদর্শনী দর্শকদের মনে প্রচুর আনন্দের সঞ্চার করে। গ্রন্থাগারের ব্যবহার, সমাজে গ্রন্থাগারের স্থান ইত্যাদি সম্পর্কে বিবরণ প্রদর্শনীতে ছিল। প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষা শ্রীমতী দীপ্তি বসু।

বর্ধমান

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার। জাড়গ্রাম

গত ২০শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের কর্মীবৃন্দের উদ্যোগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসূচী অনুসরণে পাঠাগার ভবনে গ্রন্থাগার দিবস যথারীতি

উদ্‌যাপিত হয়। জাড়গ্রাম অঞ্চলের গ্রামসেবক শ্রীমহাদেব দে মহাশয় পৌরোহিত্য করেন। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় গ্রন্থাগারিক শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় শ্রীজ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, মহম্মদ আইউব আলি, ও সভাপতি মহাশয় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখা করে বক্তৃতা করেন। এই উপলক্ষে পাঠাগারের অধ্যয়ণ কক্ষে বিভিন্নদেশের পত্র পত্রিকা, প্রাচীন পুস্তক ও সচিত্র প্রাচীর পত্রের এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের জন্য কর্মীবৃন্দকে সচেষ্ট করা হয় এবং পরিশেষে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করবার বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

বাঁকুড়া

রামকৃষ্ণ পাঠাগার। মহেশপুর। পোঃ বিউর।

গত ২০শে ডিসেম্বর প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার অন্তর্গত মহেশপুর রামকৃষ্ণ পাঠাগারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

মেদিনীপুর

জেলা গ্রন্থাগার। তমলুক।

২০শে ডিসেম্বর তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও চিত্রাদির একটি প্রদর্শনী ২০শে থেকে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত খোলা ছিল। জেলা গ্রন্থাগারে একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবহারের ব্যবস্থা প্রবর্তন, ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে তমলুক, মহিষাদল, কাঁথি, ঘাটাল ও অন্যান্য মহকুমা সহরে একটি করিয়া ডে-স্টুডেন্টস হোম প্রতিষ্ঠা জনসাধারণের প্রয়োজনানুগ পুস্তকাদি সংগ্রহের জন্য সরকারী অর্থ সাহায্য এবং সমগ্র জেলাব্যাপী গ্রন্থাগারের কার্য যাতে অব্যাহতভাবে সুপরিচালিত হয়ে অধিকতর সুফল প্রসব করতে পারে তার জন্য সর্বপ্রকার গ্রন্থাগার কর্মীদের জীবনধারণোপযোগী বেতন ও অন্যান্য ন্যায্য সুবিধাদি প্রদানের জন্য এবং কর্মীদের নিয়মিত বেতনাদি প্রদানের সুব্যবস্থা করার জন্য স্থানীয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কোলাঘাট দেশপ্রাণ গ্রামীণ গ্রন্থাগার। কোলাঘাট।

২০শে ডিসেম্বর কোলাঘাট দেশপ্রাণ গ্রামীণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন হয়। গ্রন্থাগারিক শ্রীনির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রীমৃগেনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

শহীদ পাঠাগার। চৈতন্যপুর।

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে গ্রন্থাগার গৃহ পরিস্কার করা হয় এবং একটি পোষ্টার প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

২৬শে জুনেট্যা গ্রামে মেদিনীপুর জেলা শিক্ষা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ সন্তোষ মুখার্জীর পৌরহিত্যে কংগ্রেসকর্মীদের এক সমাবেশে শ্রীবিল্বপদ জানা মহাশয় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করেন। এই সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস, এম এল এ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

২৯শে দুর্গাপুরে সকালে প্রচার ও পথসভা ও বাসুদেবপুর গান্ধী আশ্রমে বার্ষিক উৎসবে বক্তৃতা, আবৃত্তি, গান, মুকাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা হয়। এখানে ৭০'০০ টাকা সংগৃহীত হয়।

৩০শে চৈতন্যপুরে পথসভা করেন শ্রীবিল্বপদ জানা। দেউলপোতা শীতলা মন্দিরে শ্রীপ্রফুল্ল কুমার প্রধান, শ্রীমোহিনী মোহন প্রধান, কুমারী শোভা মাইতি ও কুমারী পার্বতী মাইতি জাতীয় সঙ্গীত ও ভজন পরিবেশন করেন এবং শ্রীবিল্বপদ জানা নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। ২০'০০ টাকা সংগৃহীত হয়। আসারপুর, নটপটিয়া, হরিবল্লভপুর প্রভৃতি গ্রামেও প্রচার কার্য চলে।

হুগলী

ছোটদের গ্রন্থাগার। শ্রীরামপুর।

২০শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণে শ্রীরামপুর ছোটদের আসর, ছোটদের কাগজ ও ছোটদের গ্রন্থাগারে (১৯ ললিত মোহন ভট্টাচার্য ষ্ট্রীট) গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত হয়।

ইছাপুর পাবলিক লাইব্রেরী ॥ গোপীনগর ॥

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে ২০।১২।৬৬-তে অনুষ্ঠিত জনসভায় আলোচনা পূর্বক নিম্নলিখিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১) পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামে শাখাকেন্দ্র স্থাপন ও প্রতিবেশী গ্রন্থাগারগুলির সহিত পুস্তক বিনিময় দ্বারা পাঠকগণকে অধিকতর সুযোগ প্রদান। (২) সরকারের পরিচালনাধীনে গ্রন্থাগারটিকে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ গ্রামীন গ্রন্থাগাররূপে পরিণত করার জন্য অনুরোধ। (৩) সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের মূল্য স্বীকার করে গ্রন্থাগার সপ্তাহে কর্মীদের সদস্য, অর্থ এবং পুস্তক সংগ্রহ অভিযানে সাহায্যের জন্য আবেদন জানানো হয়।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার

গত ২০শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার ত্রিবেণীস্থিত সাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তা হচ্ছে—

(১) প্রচার (২) নতুন সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও পুস্তক সংগ্রহ অভিযান (৩) আলোচনা সভা।

রাত ৮টায় পাঠাগার ভবনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, সভাপতিত্ব করেন শ্রীগনেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই দিনটি উপযুক্ত-ভাবে পালন করার স্বার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সর্বশ্রী গনেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নীলমণি মোদক, দীনবন্ধু হাজরা প্রমুখ সদস্যগণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। পরিশেষে সভায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গ্রন্থাগারের সুপরিচালন, বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন, গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ণ, পঃ বঙ্গ সরকার কর্তৃক অধিক ডে-স্টুডেণ্টস হোম প্রবর্তন এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা বিষয়ক কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

॥ বিবেকানন্দ পাঠাগার ॥ শ্রীরামপুর

২০-এ ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(ক) এই পাঠাগার সর্বস্তরে অশিক্ষা দূরীকরণে সাধ্যমত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। (খ) জনশিক্ষার প্রসারে এই সভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনে, (গ) কলেজে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে প্রতিটি কলেজ সংলগ্ন "ডে-স্টুডেণ্টস্ হোম" প্রতিষ্ঠার জন্য, (ঘ) গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত বেতনক্রম অবিলম্বে গ্রহণে অনুরোধ জানাইতেছে।

॥ রামকৃষ্ণ পাঠাগার ॥ কিশোরপুর হুগলী

গ্রন্থাগার দিবস পালনের জন্য এই পাঠাগার গত ২০।১২।৬৬-তে এক সভা আহ্বান করে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবগুলি পরদিবসে আহূত এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থিত হয়। ঐ সভা তিরিশ টাকা এবং ছাব্বিশ খানি পুস্তক সংগ্রহ করে। বঃ গ্রঃ পঃ কর্তৃক প্রেরিত প্রচার পুস্তিকানুযায়ী এই পাঠাগার ২৬।১২।৬৬-তে ১৫ জন সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। বিনা চাঁদার গ্রন্থাগারই এই পাঠাগারের সমস্ত সদস্যদের একমাত্র দাবী।

॥ হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ॥ রাজবলহাট ॥ হুগলী

নিম্নলিখিত কর্মসূচীর মাধ্যমে এই পাঠাগার ২০।১২।৬৬ তারিখে গ্রন্থাগার দিবস পালন করে।

(১) জনসাধারণের নিকট হতে বিশেষ চাঁদা হিসেবে বাইশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা সংগৃহীত হয়। (২) দুইজন নূতন গ্রাহক হন। (৩) বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজনের ব্যবস্থাপনা করেন সর্বশ্রী নিশীথ দে, বিজন চক্রবর্তী ও অর্ণব বটব্যাল। নৃত্যে-সংগীতে আনন্দ বর্ধন করেন, সর্বশ্রী বিজলী কুণ্ড, গোবিন্দপদ শীল, কেশব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাইলাল কর্মকার, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেবা দাস ও দীপালি কুণ্ডু।

বিঃ দ্রঃ—বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্তৃক প্রেরিত 'গ্রন্থাগার সংবাদ' এ সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না। এ সংখ্যায় শুধু 'গ্রন্থাগার দিবস সংবাদ' প্রকাশ করা হল। অবশিষ্ট সংবাদগুলি পরবর্তী সংখ্যায় ছাপা হবে। —সঃ গ্রঃ

ভ্রম সংশোধন : বর্তমান সংখ্যায় 'একটি পুস্তকের অপমৃত্যু' প্রবন্ধে 'ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য' স্থলে ভ্রমক্রমে ইতিহাসে শ্রীচৈতন্য ছাপা হয়েছে। —সঃ গ্রঃ

গ্রন্থাগারিক সংবাদ

অমিতাভ নন্দী রায়ের জীবনাবসান

কলকাতার সিটি কলেজ কমার্স অ্যাণ্ড বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও উমেশচন্দ্র কলেজের (মির্জাপুর ষ্ট্রীট) গ্রন্থাগারিক অমিতাভ নন্দী রায় গত ১৯শে ডিসেম্বর অকস্মাৎ মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণজনিত রোগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বৎসর।

১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা পাশ করার পর তিনি সিটি কলেজে গ্রন্থাগারিক হিসেবে যোগ দেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত ওখানেই সুনামের সঙ্গে কাজ করেন।
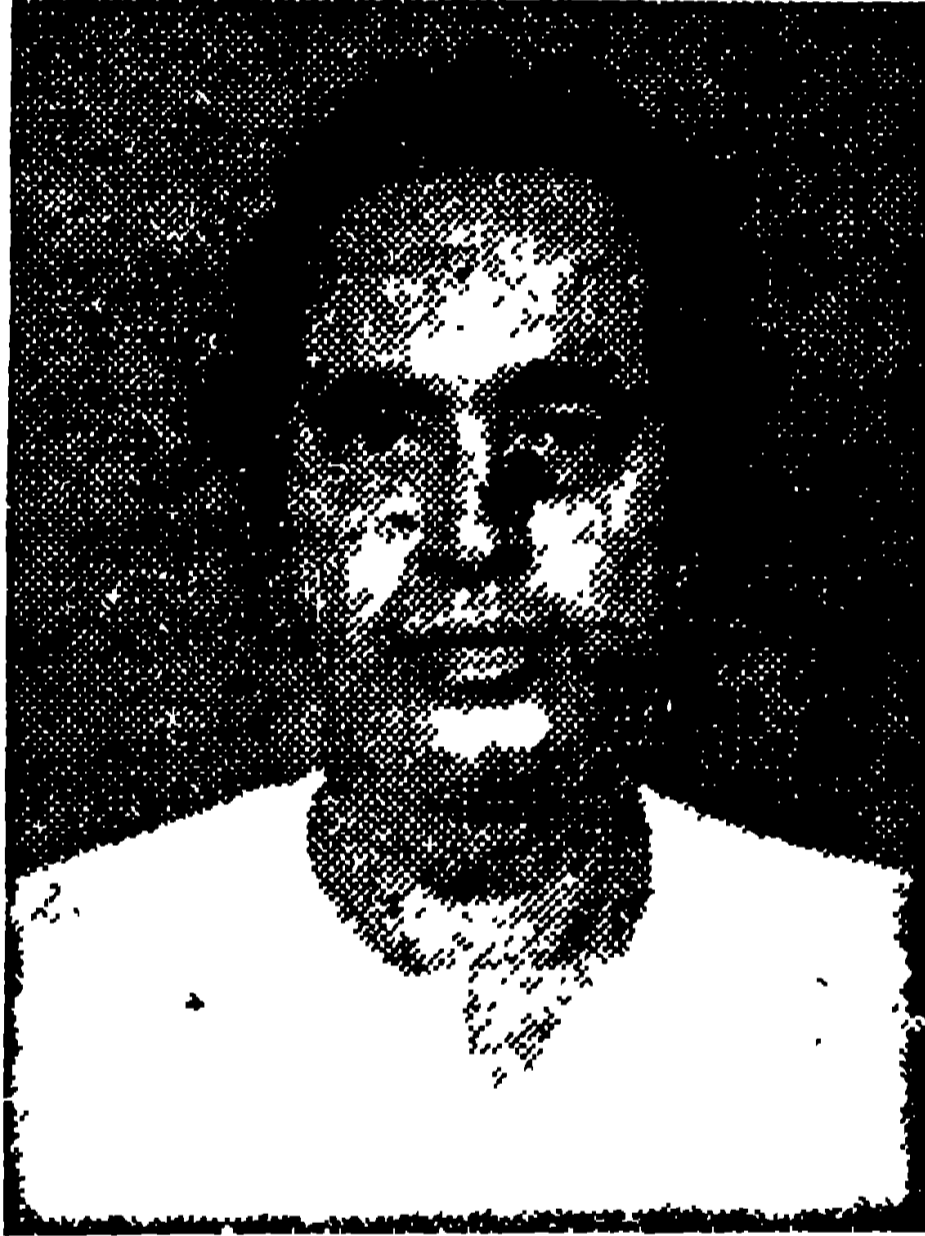
১৯১০ সালে শ্রীহট্টের অন্তর্গত নরপতি গ্রামে (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত) অমিতাভ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺হেমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী রায় তাঁর সৎস্বভাবের জন্য গ্রামের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। অমিতাভ তাঁর দ্বিতীয় পুত্র। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে অমিতাভ হবিগঞ্জে গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুলে ভর্তি হন। ঐ স্কুলে তিনি শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের অন্যতম বলে গণ্য হতেন। পরে অবশ্য স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য তাঁকে 'বিপজ্জনক' বলে মনে করতেন। যাই হোক, তিনি ঐ স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শ্রীহট্টের মুরারীচাঁদ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই-এ পরীক্ষা পাশ করে তিনি কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে দর্শনে অনার্সসহ বি-এ ক্লাসে ভর্তি হন। বি-এ পাশ করার পর তিনি এম, এ ও আইন একই সঙ্গে অধ্যয়ন করতে থাকেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই পাঠ অসমাপ্ত রেখে তাঁকে শিক্ষকতাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছিল।

অমিতাভ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সৈনিক ছিলেন। তিনি বিপ্লবীদের সংগঠন 'শ্রী সংঘে' যোগদান করেছিলেন এবং এই সংঘের শ্রীহট্ট জেলার অন্যতম সংগঠক ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীসত্যানন্দ নন্দী রায় তাঁর পূর্বেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তৎকালে স্থানীয় বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মীরূপে গণ্য হয়েছিলেন। অমিতাভ নিজ গ্রামে নানারূপ গঠনমূলক কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে তিনি ও তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা গ্রামে অনেক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করেছিলেন। তাহলেও কিন্তু রাজনীতি অপেক্ষা অমিতাভ দর্শনেই বিশেষ আকর্ষণ বোধ করতেন। জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে তাঁর কিছু মৌলিক চিন্তাও ছিল। অবশ্য তিনি তাঁর এই সকল চিন্তা লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে যেতে পারেন নি। অল্প যে দু'য়েকটি লেখা তাঁর আছে তা থেকে তাঁর যে লেখার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল তা বেশ বোঝা যায়।

গ্রন্থাগার বিদ্যা চর্চা এবং তার প্রয়োগেও তিনি সমভাবেই উৎসাহী ছিলেন। যে কোন কাজই সুশৃঙ্খলভাবে করা ছিল তাঁর অভ্যাস। ১৯৫৪ সালে মালদহে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের রিফ্রেসার কোর্সের শিক্ষকরূপে গ্রুপগত শিক্ষাদানের যে পদ্ধতিটি তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন তা সকলের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল।

প্রায় তিন বছর পূর্বে বিদ্যাসাগর কলেজের গ্রন্থাগারিক ৺গিরীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে আমরা কলকাতার কলেজ গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে এক বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ও দরদী গ্রন্থাগারিককে হারিয়েছিলাম। তিন বছর পরে আরো একজন চলে গেলেন। ধীর-স্থির ও শান্ত প্রকৃতির এই বর্ষীয়ান্ গ্রন্থাগারিকের কাছে যখনই আমরা কোন পরামর্শের জন্য গিয়েছি তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আমাদের বক্তব্য শুনেছেন এবং তাঁর মতামত জানিয়েছেন। মতামতের কিছু পার্থক্য থাকলেও তিনি যে আমাদের একজন দরদী বন্ধু ছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ। কর্তব্য পালনে কোন ত্রুটি তিনি সহ্য করতে পারতেন না। সাংসারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য তিনি নিয়মিত নিখুঁতভাবে পালন করে গেছেন তবে কোনরূপ বিলাস বাহুল্য বা প্রাচুর্যের দিকে তাঁর নজর ছিল না। অনাড়ম্বর জীবন যাপনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। আর সাংসারিক অনটনও তাঁকে হাসিমুখে সহ্য করতে দেখা গেছে।

অমিতাভ অমৃতবাজার পত্রিকার লিটারারী এডিটর ৺রমেশ চন্দ্র রায়ের কন্যা শ্রীমতী আরতি নন্দী রায়কে বিবাহ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৪ কন্যা (তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা বিবাহিতা), স্ত্রী, দুই ভ্রাতা ও এক ভগিনীকে রেখে গেছেন। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী নন্দী রায় কলকাতার ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের গ্রন্থাগারিক।

ইয়াসলিক লাইব্রেরী ষ্টাডি সার্কেল

'গ্রন্থাগার'-এর ভাদ্র সংখ্যায় আমরা স্টাডি সার্কেলের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মাসিক অধিবেশনের সংবাদ প্রকাশ করেছিলাম। তারপর এর আরও তিনটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে—যথাক্রমে ৮ই অক্টোবর, ১২ই নভেম্বর ও ১৫ই জানুয়ারী। ডিসেম্বরে DRTC ও ইয়াসলিকের সেমিনার ছিল এবং ষ্টাডি সার্কেলের অধিকাংশ সদস্যই ঐ সেমিনারে যোগ দিতে যাবেন বলে ডিসেম্বরে ষ্টাডি সার্কেলের কোন অধিবেশন হবে না বলে পূর্বেই স্থির হয়েছিল। অক্টোবরের সভাটি হবার কথা ছিল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবগুলি অধিবেশনই ইয়াসলিক অফিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসের অধিবেশন দুটি যথাক্রমে খড়গপুরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির গ্রন্থাগার ও শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়েছে। স্টাডি সার্কেলের অধিবেশনগুলি যতদূর সম্ভব বিভিন্ন গ্রন্থাগারে করার চেষ্টা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ইয়াসলিক অফিসের বাইরে তিনটি গ্রন্থাগারে—বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও কমার্সিয়াল লাইব্রেরীতে অধিবেশন হয়ে গেছে।

গত ৮ই অক্টোবর স্টাডি সার্কেলের ২১শ অধিবেশনের মূলবক্তা (Leader) ছিলেন শ্রী পি. এন. ভেঙ্কটাচারী। আলোচ্য বিষয় ছিল—'Procurement of Government publications and Technical reports'. সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী সি. ভি. দাতার এবং শ্রী এন. বি. মারাঠে র‍্যাপোর্টিয়ার (Rapporteur) ছিলেন। সরকার প্রকাশিত প্রকাশনগুলি, বিশেষ করে টেকনিক্যাল রিপোর্ট ইত্যাদি গ্রন্থাগারের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু এগুলি সময়মতো সংগ্রহ করা একটি সমস্যা। তাছাড়া প্রকাশে বিলম্ব এবং তথ্য উপস্থাপনের রীতির জন্য অনেক সময় এর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। সরকারী প্রকাশনার এই সকল সমস্যা বিস্তারিতভাবে সভায় আলোচিত হয় এবং কতকগুলি সুপারিশ করা হয়।

১২ই নভেম্বর ২২শ অধিবেশনের মূলবক্তা ছিলেন শ্রী এন. বি. মারাঠে এবং আলোচ্য বিষয় ছিল—"Gandhi bibliography : Its principles and methods". গান্ধী শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারত সরকার কর্তৃক গান্ধী গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের জন্য যে কমিটি হয়েছে তাতে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কয়েকজন খ্যাতনামা গ্রন্থাগারিকও আছেন। কিন্তু গান্ধীজীর বিপুল রচনার ব্যাপক গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূলনীতি অক্ষুণ্ণ রেখে এই গ্রন্থপঞ্জী নির্ধারিত সময় অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের মধ্যে শেষ করা সম্ভব কিনা এ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। এ সম্পর্কে কয়েকটি সুপারিশও করা হয়। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীকৃষ্ণমাচারী।

১৫ই জানুয়ারী ২৩শ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীফণিভূষণ রায়। DRTC সেমিনার সম্পর্কে রিপোর্ট করেন শ্রীসুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রথমে IASLIC সেমিনার

সম্পর্কে শ্রী বেঙ্কটাচারী লিখিত রিপোর্টটি পাঠ করেছিলেন শ্রী সুব্বারাও এবং সর্বশেষে INSDOC সেমিনার সম্পর্কে রিপোর্ট করেন শ্রী এস. এম. কুলকার্ণি।

সাঁড়ি সার্কেলের এই সকল অধিবেশনে ক্রমশঃই নতুন নতুন সদস্য যোগদান করছেন। অধিবেশনের আলোচনায় উপস্থিত সকলেই অংশগ্রহণ করেন—তবে নির্দিষ্ট বিষয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাত্র একবারই বলার সুযোগ আসে। আলোচনা হয় ইংরেজী ভাষায়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব, ১৯৬৬।

গত ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬, রবিবার বেলা ৩টায় কলেজ স্কোয়ারস্থিত ষ্টুডেণ্টস্ হলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন ছাত্র অধ্যক্ষ শ্রীঅনিল কুমার রায়চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজশিক্ষণ বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রী এ কে সেন ব্যক্তিগত কারণে অনুপস্থিত থাকেন।

উৎসবের শুরু হয় প্রীতির প্রতীক লালগোলাপের গুচ্ছ ও চন্দনের স্পর্শে সমাগতদের সুন্দর অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে।

সভাপতি বরণের পর শ্রী এস আর রঙ্গনাথন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রেরিত শুভেচ্ছা-বাণী পাঠ করা হয়। সমাগত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি স্বাগত সম্ভাষণ জানান উৎসবের যুগ্ম আহ্বায়ক শ্রীপ্রবীর দে।

উৎসব উপলক্ষে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন ইউ-এস আই-এস গ্রন্থাগারের শ্রীজগমোহন মুখোপাধ্যায়, পরিষদ সম্পাদক শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীবাণী বসু ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক শ্রীপ্রবীর কুমার রায়চৌধুরী।

গত পুনর্মিলন উৎসবের (১৯৬৫) আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন প্রাক্তন আহ্বায়ক শ্রীবিভাবসু ঘোষ।

সভাপতির ভাষণের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। উৎসবের প্রীতি-স্নিগ্ধ পরিবেশ সরসতর হয়ে ওঠে জলযোগের আপ্যায়নে।

উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে সন্ধ্যা ৭ টায়।

Librarians in the news.

চিঠি-পত্র

প্রকাশিত সংবাদের অর্থ-বিভ্রাট

মহাশয়,

'গ্রন্থাগার' কার্তিক সংখ্যায় (৩২৯ পৃঃ) বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার (সিউড়ি) সম্বন্ধে যে সংবাদ ছাপা হইয়াছে সে সম্পর্কে আমার একটু নিবেদন করিবার আছে।

১। আমি যে ছাপা সংবাদটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য দিয়াছিলাম তাহাতে ছিল 'কুণ্ডলা' নিবাসী বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী'। এই নিবাসী শব্দটী বিনয়কৃষ্ণের বিশেষণ ছিল। আপনি কাটিয়া 'নিবাসিনী' করিয়াছেন। ইহাতে 'নিবাসিনী' শব্দটি অন্নপূর্ণা দেবীর বিশেষণ হইল। ইহাতে অর্থ দাঁড়াইল এই যে, অন্নপূর্ণা দেবী কুণ্ডলায় বাস করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কুণ্ডলায় থাকেন না। বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কুণ্ডলার একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহার পরিচয়ে কন্যা অন্নপূর্ণা দেবী পরিচিতা। অন্নপূর্ণা দেবী বাল বিধবা বৃদ্ধা মহিলা। তাঁহার শ্বশুরকুলও বর্ধমান জেলার একটি বিখ্যাত বংশ। সেই পরিচয়ে বীরভূমে কেহই তাঁহাকে চিনিবে না। সুতরাং পিতৃপরিচয়ে তাঁহাকে পরিচিতা করাইতে হইয়াছে। আপনি 'নিবাসীর' উপর কলম চালাইয়া আমাদের উদ্দেশ্য খর্ব করিয়াছেন।

২। আমাদের সংবাদে ছিল, 'মূর্তিটীর রূপদান করিতেছেন কলিকাতার প্রখ্যাত শিল্পী.........' আপনি ছাপিয়াছেন, 'রূপদান করিবেন.....' ইহার অর্থ এই যে, মূর্তিটী প্রস্তুত হইতেও পারে—নাও পারে। প্রকৃত পক্ষে মূর্তিটি তৈয়ারী হইয়াছে এবং এই মাসের মধ্যেই ডেলিভারী পাওয়া যাইবে।

এই সম্বন্ধে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, বাংলা দেশের একটি অন্যতম বৃহত্তম গ্রন্থাগারের সম্পাদক একটি ছাপা খবরের কাটিং প্রকাশ করিবার জন্য আপনার নিকট পাঠাইয়াছে। উহাতে কোন ভুলচুক থাকিলে সংশোধন করিয়াই পাঠাইত। এইটুকু জ্ঞান না থাকিলে তাহার পক্ষে একটি গ্রন্থাগার পরিচালনা করা সম্ভব হইত না। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া তাহার সংবাদের কলম না চালাইলে ভাল হইত। আপনার হাতে কলম আছে—কাগজ আপনার—কলম চালাইবার সর্বপ্রকার স্বাধীনতা সম্পাদকের রহিয়াছে—সুতরাং আপনি কলম চালাইতে পারেন। তাহাতে আমাদের আপত্তি করিবার কিছুই নাই। কিন্তু প্রকৃত অর্থটি যে প্রকাশ পাইল না—তাহার উপায় কি ? নমস্কার ইতি।

ভবদীয়

শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, সম্পাদক
বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবন
সিউড়ি, বীরভূম।

(৩৮২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আছে দেখা যায়। সুতরাং, শুধু কাজের কথা বিবেচনা না করে আরও অনেক কিছুই য বিবেচনা করে দেখা কর্তব্য হবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

সকল দেশেই টেকনিক্যাল বিষয়ে কোন কিছু স্থির করার সময় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হয়। আমাদের দেশেও অন্যান্য টেকনিক্যাল বিষয়ে তাই করা হয়। কিন্তু গ্রন্থাগার বিষয়ে সকলেই মতামত দেবার অধিকার রাখেন দেখা যায়।

গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা গ্রন্থাগারে যান বই ও পত্র-পত্রিকা নিতে, কোন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে কিংবা বই ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কোন তথ্য যাচাই করে নিতে। লাইব্রেরী অনুযায়ী এই সকল কাজের হেরফের হয়ে থাকে। যেখানে লাইব্রেরী অবাধ অধিগম্য (a library with open access) সেখানে পাঠকেরাই এগুলি দেখে প্রয়োজন মতো সংগ্রহ করে নিতে পারেন। কিন্তু তা যেখানে নেই সেখানে প্রতিটি জিনিসের জন্য স্লিপ লিখে রিকুইজিশন করতে হয় এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের সেগুলি এনে দিতে হয়। এছাড়া সর্বক্ষেত্রেই কিছু কিছু ব্যক্তিগত সাহায্যের প্রয়োজনও হয়। গ্রন্থাগারিকের কাজ সৃজনমূলক (creative) একথা আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

গ্রন্থাগারিকগণ তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা বৃত্তির কলঙ্ক বলেই তাঁদের কাছে গণ্য হয়। কিন্তু তাঁরা যাতে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উপযুক্ত পরিবেশে কাজ করতে পারেন কর্তৃপক্ষের সেদিকে নজর দেওয়াও কর্তব্য বলে মনে করি।

Editorial : Standard of work for jobs in Libraries.

ভ্রম সংশোধন : বর্তমান সংখ্যার ৪১৭ পৃষ্ঠায় গ্রন্থাগার দিবসের সভায় গৃহীত ৫ নং প্রস্তাবের '৫' এই চিহ্নটি ছাপা না হওয়ায় ৪ নং ও ৫ নং প্রস্তাব দুটি মিশে গেছে। "নিরক্ষরতা দূরীকরণে……" ইত্যাদি যেখানে শুরু হয়েছে সেটাকে ৫নং প্রস্তাব বলে ধরতে হবে। আর নীচে যে প্রস্তাবের প্রস্তাবক ও সমর্থকের নাম দেওয়া হয়েছে তা শুধু ৫নং প্রস্তাবের। —স. গ্র.।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৬, সংখ্যা ১০ } { ১৩৭৩, মাঘ

॥ সম্পাদকীয় ॥

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিজস্ব ভবন

অবশেষে পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হতে চলেছে একথা জেনে সকলেই আনন্দিত হবেন। আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর এস. আর রঙ্গনাথন বাঙ্গালোর থেকে কলকাতায় এসে এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গৃহনির্মাণের কাজও আরম্ভ করা হচ্ছে। ভারতের গ্রন্থাগার পরিষদগুলির মধ্যে এবং সকল রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদগুলির মধ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদই প্রথম নিজস্ব ভবন নির্মাণের গৌরব লাভ করতে চলেছে।

ইদানিংকালে পরিষদের কাজকর্মের ক্ষেত্র বহুল পরিমাণে সম্প্রসারিত হওয়ায় পরিষদের কার্য নির্বাহের ভার যাঁদের ওপর তাঁরা কিছুদিন পূর্ব থেকেই পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। এই ব্যাপারে যিনি সবচেয়ে আগ্রহী ছিলেন সেই তিনকড়ি দত্ত মহাশয় আজ আর ইহজগতে নেই। প্রকৃতপক্ষে তাঁর আগ্রহাতিশয্যেই ১৯৬২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর প্রস্তাবিত ভবনের জন্য ইন্টালীতে ২ কাঠা ১০ ছটাক ২৫ বর্গফুট জমি প্রতি কাঠা ৭৫০০৲ হাজার টাকা মূল্যে কেনা হয়। এই জমির মোট মূল্য ১৯,৯৪৮·০০ টাকা। জমি কেনার সময়েই ৪৯৮৭·১০ টাকা দিতে হয়েছে। বাকী ১৪,৯৬১·০০ টাকা ২৫টি সমপরিমাণ কিস্তিতে (১০০৮·৯৬ টাকা) পরিষদকে পরিশোধ করতে হচ্ছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ন্যায় ঐতিহ্যসম্পন্ন সংস্থা যে ক্রমাগতঃ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে এতে সকলেই আনন্দিত হবেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অনুশীলনে ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টা আমাদের জাতীয় অগ্রগতির প্রসারে একান্ত প্রয়োজন এবং বঙ্গসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই পরিষদের ভূমিকা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করা, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও গবেষণা এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক কলাকৌশলগুলি আয়ত্ত করার প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নিয়োজিত। বাংলাদেশে বাঙালীর উদ্যমে গর্ব করার মত জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তার অন্যতম।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একলক্ষ টাকা ব্যয়ে নিজস্ব ভবন নির্মাণ করতে চলেছেন এ থেকে মনে হতে পারে পরিষদের বুঝি অর্থের কোন অভাবই নেই; অথবা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই গৃহনির্মাণ সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু চল্লিশ বছরেরও অধিক কাল ধরে এই পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হলেও গোড়ার দিকে পরিষদের আয়ব্যয় ছিল খুবই সামান্য। ১৯৩৩ সালের আগের কয়েক বছরের ইতিহাস সম্পর্কে তো বিশেষ কিছুই এখন জানা যায় না। ১৯৩৩ সালের পরের ইতিহাস অবশ্য আমরা অনেকের লেখায় দেখেছি। বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ বলে যাঁকে বলা হয় সেই বাঁশবেড়িয়া রাজের কুমার ৺মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় অবশ্য অভিজাত ঘরের সন্তান ছিলেন। কিন্তু পরিষদের প্রথম সম্পাদক ৺সুশীল কুমার ঘোষ ছিলেন স্কুলের শিক্ষক এবং ৺তিনকড়ি দত্ত ছিলেন রেলের কর্মচারী। সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের প্রচেষ্টায়ই এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে একথা বললে হয়তো ভুল হবে না।

পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর বহুকাল পর্যন্ত এর নিজস্ব কোন কার্যালয় পর্যন্ত ছিলনা। স্বর্গত তিনকড়ি দত্তের 'ব্যাগ'ই নাকি অনেককাল ধরে এর প্রধান কার্যালয় ছিল। ১৯৪৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিষদের রেজিষ্টার্ড অফিস হয়। ১৯৫২ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি ২৯।১ হুজুরীমল লেনে মাসিক ৩৫৲ টাকা ভাড়ায় পরিষদের জন্য একটি ঘর নেওয়া হয়। এটি হয় পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয়। ১৯৫৫ সালের গোড়ার দিকে ৩৩নং হুজুরীমল লেনের বর্তমান গৃহে মাসিক ১০০৲ টাকা ভাড়ায় পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয় চলে আসে। রেজিষ্টার্ড অফিস পূর্ববৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারই রয়েছে।

প্রস্তাবিত ভবনে পরিষদের দপ্তর ইত্যাদি ছাড়াও পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। স্থানাভাবে এখন এই ক্লাসের জায়গা নিয়ে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। তাছাড়া স্বর্গত তিনকড়ি দত্তের ইচ্ছা ছিল পরিষদের গ্রন্থাগারটি একটি আদর্শ গ্রন্থাগার রূপে গড়ে তোলা, একটি মিউজিয়াম স্থাপন ও একটি হল ঘর রাখা—যাতে বক্তৃতাদি অনুষ্ঠিত হতে পারে। ৺তিনকড়ি দত্তের সেই স্বপ্ন আজ সার্থক হতে চলেছে।

১৯৬২ সালে তিনকড়ি দত্ত মহাশয়েরই উদ্যোগে পরিষদের গৃহ নির্মাণের জন্য একলক্ষ টাকার একটি তহবিল খোলা হয়। মুদ্রিত আবেদন পত্র ও রসিদ বই নিয়ে পরিষদের কিছু উৎসাহী কর্মী এই তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন; অনেকে ব্যক্তিগতভাবেও তহবিলে অর্থ দান করেছেন। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছেও গৃহ নির্মাণের সাহায্যের জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। সরকার সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে এজন্য ৬৭,৫০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেছেন। ১৯৬৫ সালে এই সাহায্যের প্রথম কিস্তি ১৬,৮৭৫৲ টাকা সরকার পরিষদকে দিয়েছেন। কিন্তু গৃহনির্মাণের ব্যয় ইতিমধ্যে বহু-গুণে বেড়ে যাওয়ায় এখন মোট খরচ অনেক বেশী পড়বে।

এই ভবন নির্মাণের জন্য এখনো প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হবে। সুতরাং আর সময় নষ্ট না করে এখনই অর্থ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। পরিষদের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি।

Editorial : Association's Own Building

রেখাচিত্র ঃ লেণ্ডিং লাইব্রেরী (১)

লেখক—ভিল্‌হেলম হাউফ

অনুবাদক : রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

(যে বই থেকে অনুবাদ করা হয়েছে ঃ —Wilhelm' Hauff-এর Sammtliche Werke, Vierter Band; Stuttgart, Riegersche Verlagsbuchhandlung, 1684. প্রবন্ধের নাম Skizzen, 1. Die Leihbibliothek. পৃষ্ঠা 447-50).

[······তে থাকাকালীন দুপুরের পূর্বে কিছুক্ষণের জন্য লেণ্ডিং লাইব্রেরীতে গিয়ে বসে থাকা একরকম অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তবে বই বদলাবার জন্যে আমি গ্রন্থাগারে যেতাম না, কারণ একবার অসুখে পড়ি এবং অনেক দিন রোগে ভুগি, সে সময় বিছানায় শুয়ে গ্রন্থাগারের কয়েক হাজার বই, সবই পড়ে ফেলেছিলাম। গ্রন্থাগারে যেতাম লোকে কি ধরনের বই বেশী পড়ে সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেবার জন্যে। একখানা বই লিখব ঠিক করেছিলাম কিন্তু কিভাবে বইখানি লিখব বা কোন্‌ লেখককে অনুকরণ করে বই লিখব তা কিছুই ঠিক করে উঠতে পারিনি। বইয়ের অন্তর্নিহিত মূল্যের জন্যে যে একখানি বই লোকপ্রিয় হয়, সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। বইয়ের অন্তর্নিহিত মূল্য থাকলেই যে একখানা বই Schwabaker হরফে ছেপে বার হয় এমন উদাহরণ আমার অভিজ্ঞতার পাতা উল্টে খুঁজে পেলাম না— এ ধরনের বই যদিই বা থাকে তা ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। সেই জন্যে ঠিক করলাম কোন বই লেখবার পূর্বে জনমত যাচাই করে দেখা প্রয়োজন, কারণ vox populi : vox dei অর্থাৎ জনমতই দেয় মত। ঠিক ঐ কারণেই আমি গ্রন্থাগারে যেতাম। মানুষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করবার জন্যে নয়, কারণ তা বই পড়ে জানা খুবই সোজা—যেতাম কেবল লোকে কি ধরনের বই পড়তে চায় তা জানবার জন্যে।

গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের। লোকটি বেঁটে খাটো। প্রতিদিনই সে এক পোষাক পরে গ্রন্থাগারে আসে, একটি আপেল-সবুজ কোট, হলদে রং-এর ওয়েষ্ট কোট এবং নীল রং-এর পাজামা। আজ দশ বছর ধরে দেখছি সে ঐ একই পোষাক পরে গ্রন্থাগারে আসে। একদিন তাকে বললাম এরকম উজ্জ্বল রং-এর পোষাক পরা রীতিবিরুদ্ধ। পোষাকের রং সম্বন্ধে তাকে কিছু জ্ঞান দিতে দিতে দেখি তার দু'চোখ বয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে। আমি তো অবাক। সে বললে তার বিয়ের কিছুদিন পূর্বে এ পোষাকটা তৈরী করিয়েছিল, উদ্দেশ্য ছিল এই পোষাক পরে বিয়ে হবে কিন্তু বিয়ের পূর্বেই কনে স্নায়বিক জ্বরে মারা যায়। সেই থেকেই সে এ পোষাক পরছে এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ পোষাক পরবে। গ্রন্থাগারিকের অভিজ্ঞতা বহুদিনের। তার অভিজ্ঞতা থেকে সে যা বললে তা ভারী মজার। যেমন ধরুন :—

"বেশীর ভাগ বই-ই সকালের দিকে বদলান হয়। পাঠকদের এই হ'লো বই বদলাবার

সময়। প্রথম প্রথম ভাবতাম চাকর-বাকরেরা এই সময় সহরে বার হয় এবং সেই সুযোগে তারা বই বদলাতে আসে। কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা তা নয়, তারা বই বদলাতে আসে রাত্রের পাঠের পর। এ সময়ে সাধারণতঃ যে সব বই বদলান হয় সেগুলি "রাতের পাঠ্য"।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম "রাত্রের পাঠ্য"!

"অর্থাৎ আমি বলতে চাই কি Interesting বই সাধারণতঃ রাতের বেলা পড়া হয়। একদল পাঠক আছে যারা বিছানায় পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাতে পারে না। তবে এ দলের পাঠক থেকে যারা সুস্থ এবং যুবক তাদের বাদ দিতে হবে। এ দলের পাঠকদের ঘুম হয় না বলে আফিম ধরতে পারে না; কারণ একবার আফিম ধরলে তা আর ছাড়া যায় না, এবং নেশায় ক্রমশঃ পাক ধরতে থাকে। আফিমের মত কাজ করতে পারে এরকম এক মাত্র বস্তু হচ্ছে বই।"

"বেশ, বুঝলাম—" আমি বললাম। "কিন্তু তুমি তো বলছ interesting বই-গুলো কেবল ঘুম পাড়াবার জন্যে? মানে সেগুলি কি "ঘুম পাড়ানীয়া" বই?

"সব বই নয়, আর সকলের পক্ষেও নয়। কারণ আমাদের জানা প্রয়োজন কোন্ বই কার উপরে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করবে, মানে কোন বই কার কাছে interesting হবে"। "আপনি তো Grafin Winklitz-কে চেনেন। ভদ্রমহিলা অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমাতে পারে না। রাত ২টা পর্যন্ত তাকে বই পড়তে হয়। একবার ভুলক্রমে তার পরিচারিকাকে আমি Gorre-এর Deutschland und die Revolution বইখানি দিয়েছিলাম। বইখানি যারা পড়েছেন তারা সকলেই জানেন বইখানিতে interesting বলতে কিছু নেই। কিন্তু আট রাত্তির ধরে ভদ্র মহিলা বইখানি পড়লেন এবং আট রাত্রে শেষ করলেন মাত্র ১৯০ পৃষ্ঠা কারণ প্রতি রাত্রেই Grafin রাত্রে ১১ টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তেন। তার পরিচারিকা এই "ঘুমপাড়ানীয়া" বইখানির জন্য আমায় শতমুখে ধন্যবাদ দিয়ে গেল। আর একটা উদাহরণের কথা মনে পড়ল:

হঠাৎ দেখি একদিন অধ্যাপক Wanzer এসে হাজির। ইনি গ্রন্থাগারে আসতেন সাধারণতঃ গণিত সম্বন্ধে বই পড়তে আর মাঝে মাঝে Merkure পত্রিকায় শোক-সংবাদ-গুলি পড়তে ভালোবাসতেন। আজ তিনি একখানি Rittergeschischte অর্থাৎ রোমান্টিক উপন্যাস চাইলেন যা কিছুকাল আগেও ভালো বই বলে গণ্য হতো। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি Walter Scott-এর কোন বই পড়ছেন কিনা। অধ্যাপক মহাশয় বললেন "নামটা যেন শুনেছি মনে হচ্ছে"। আমি তাঁকে Ivanhoe দিলাম। পরের দিন চোখেমুখে বিরক্তির ভাব নিয়ে আমার দোকানে হট্‌পট্ করে প্রবেশ করে টেবিলের উপর বইখানি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন "নিন মশাই আপনার বই—এরচে' ঢের ভালো বই আমরা ছোট বেলায় পড়েছি"। অধ্যাপক মহাশয় বইখানির প্রথম পরিচ্ছেদ পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। একবার ভেবে দেখুন তো, Ivanhoe পড়তে পড়তে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে!

আমি বললাম "বেশ, তাহ'লে আপনার এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় দল পাঠক সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা কি ? আপনার অভিজ্ঞতা এ দুই দল সম্বন্ধে কি বলে" ?

"আমি তো আপনাকে Interesting বই সম্বন্ধে বলছিলাম। সেই সম্পর্কে আমি দুই দল পাঠকের Grafin ও অধ্যাপকের উদাহরণ দিলাম। কিন্তু সত্যিকারে রসজ্ঞ ব্যক্তির হাতে পড়লে একখানি Interesting বই যেন দ্রুতগামী ঘোড়ার মত কাজ করে। সন্ধ্যায় থিয়েটার দেখার পর, কিংবা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মারার পর মানুষ সাধারণতঃ পেট ভরে খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। আগেই পরিচারিকা শিয়রের আলোটি জেলে, ছোট্ট টেবিলটির উপর একখানি বইয়ের প্রথম খণ্ড রেখে গেছে। সব ঠিকঠাক, কিন্তু ঘুম আর আসেনা। পাঠক আলোটিকে মাথার কাছে টেনে নিয়ে একটু উস্কে দিল। বইখানিকে ডান হাতে নিয়ে বাঁ হাতের কনুয়ের উপর বালিশে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ল। পাতা ওল্টাতে বার হলো বইয়ের নাম মাত্র। দেখে নিল একখানি বইয়ের প্রথম ভাগ, যার নাম আমি দিয়েছি "প্রসব ব্যথা পরিচ্ছেদ"। তারপর শুরু হলো পড়া। পাঠক দ্রুতবেগে লাইনের পর লাইনের উপর চোখ বুলিয়ে পাতার পর পাতা উল্টে যেতে লাগল। উপযুক্ত বইয়ের উপযুক্ত পাঠক একখানি বইয়ের প্রথম খণ্ড অনায়াসে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে শেষ করতে পারে। শেষে হাতের কাছে দ্বিতীয় খণ্ড না পেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। নাটকের প্রথম অঙ্ক শেষ হ'লে দ্বিতীয় অঙ্কে কি হবে তা দেখবার জন্যে দর্শক যেমন আকুল হয়ে থাকে, পাঠকও তেমনি দ্বিতীয় খণ্ড পড়বার জন্য আকুল হয়ে থাকে। একখানি বড় উপন্যাসের প্রত্যেক খণ্ডের শেষটা সাধারণতঃ নাটকীয়ভাবে শেষ হয়ে থাকে। সকালে ঘুম ভাঙবার পরই তার দৃষ্টি পড়ে উপন্যাসের প্রথম খণ্ডটির উপর। তার মনে সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে "তারপর...... ?" প্রথম খণ্ডের শেষে নায়ক হয়ত জলে ডুবে গেছে, না হয় নায়কের ঘরের দরজায় কে টোকা দিল—নায়ক ঘরের ভিতর থেকে উত্তর দিল "ভিতরে এস"। তারপর...... ? আর আমি সকাল ৮টার সময় দোকানের ঝাঁপ তুলতেই দেখি, Johanne, Friedrich, Katterinen, Babetten-এর দল সার বেঁধে ধন্না দিচ্ছে, কারণ তাদের মনিবেরা সকালে অন্য কোন কাজ শুরু করবার পূর্বে বইখানির দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের উপর চোখ বুলিয়ে নেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছেন।

(প্রবন্ধটি Schwabacher হরফে ছাপা মূল জার্মান হতে অনূদিত হল। পরের প্রবন্ধ হবে : Geochmack des Publikums—জনসাধারণের পাঠরুচি)।

Sketches : 1. The Lending Library,
By Wilhclm Hauff,
tr. by Rajkumar Mukhopadhyay.

জাপানের গ্রন্থাগার আইন

শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত

জাপানে 'গ্রন্থাগার' আইনের প্রচলন হল ১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল। ইতিপূর্বে জাপানে কোন সুনির্দিষ্ট গ্রন্থাগার আইন না থাকলেও কতগুলি অর্ডিন্যান্সের প্রচলন ছিল, যেমন—লাইব্রেরী অর্ডিন্যান্স (১৭৫নং ইম্পেরিয়াল অর্ডিন্যান্স, ১৯৩৩), পাবলিক লাইব্রেরী পার্সোনেল অর্ডিন্যান্স (১৭৬নং ইম্পিরিয়াল অর্ডিন্যান্স, ১৯৩৩)। এ ছাড়া ছিল গ্রন্থাগারিক বৃত্তির জন্য একটি শিক্ষণ ও পরীক্ষা সংক্রান্ত আইন (১৮নং শিক্ষামন্ত্রক অর্ডিন্যান্স, ১৯৩৬)। গ্রন্থাগার আইন পাশ হবার পর স্বভাবতই এগুলির বিলুপ্তি ঘটে।

গ্রন্থাগার আইন (১৯৫১) ছাড়াও জাপানে আলাদাভাবে 'বিদ্যালয় গ্রন্থাগার আইন'ও রয়েছে। ১৯৫৩ সালের ১লা এপ্রিল এটির প্রচলন হয়।

গ্রন্থাগার আইনকে দু'ভাবে ভাগ করা হয়েছে: সাধারণ গ্রন্থাগার আইন ও ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার আইন। লক্ষনীয় যে, ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারগুলিকেও 'গ্রন্থাগার আইনে'র আওতায় আনা হয়েছে। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যই হল একটি সুসংবদ্ধ জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মসূচী গড়ে তোলা।

গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যাবে এতে ৩টি পরিচ্ছদে মোট ২৯টি ধারা রয়েছে। এছাড়া কিছু সংযোজনীও রয়েছে। প্রথম পরিচ্ছদে সাধারণ ভাবে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আলোচনা, দ্বিতীয় পরিচ্ছদে সাধারণ গ্রন্থাগার এবং তৃতীয় পরিচ্ছদে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার সম্পর্কিত আইনের নির্দেশ রয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ : সাধারণ বিধিব্যবস্থা

১নং ধারা : এই ধারায় আইনের মূল উদ্দেশ্য বিবৃত হয়েছে। সমাজশিক্ষা আইনের ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমস্ত দেশে ব্যাপকভাবে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, তার সুষ্ঠু পরিচালন ও ক্রমবিকাশ এবং একই সাথে গ্রন্থাগারগুলি যেন জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও সহায়ক হয়ে ওঠে—এই হল আইনের মূল উদ্দেশ্য।

২নং ধারা : 'গ্রন্থাগার' বলতে কি বুঝায় তার বিশদ আলোচনা রয়েছে এই ধারায়। 'গ্রন্থাগার' বলতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সিভিল কোডের ৩৪নং ধারায় বর্ণিত যে কোন বৈধ ব্যক্তি বা নাগরিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারসমূহকেই বুঝায়। গ্রন্থাগারের কাজ হল—প্রাপ্তব্য যাবতীয় গ্রন্থ, নথিপত্র বা দলিল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবহারোপযোগী করে রাখা। গ্রন্থাগার থেকে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ নিজেকে স্ব-শিক্ষিত করার উপাদান পাবে, তেমনি গবেষণার ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগার হবে অপরিহার্য এবং অবসর বিনোদনে দেবে নিবিড় সাহচর্য।

৩নং ধারা : গ্রন্থাগারের করণীয় সমস্ত কাজকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে। গ্রন্থাগারগুলি প্রতি ক্ষেত্রে স্থানীয় অবস্থা, জনমানসের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং বিদ্যালয়শিক্ষাধারার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী ও সহানুভূতিশীল হবে।

এক : বই, নথিপত্র, চলচ্চিত্র এবং অন্যান্য প্রাপ্তব্য প্রয়োজনীয় বিষয় সংগ্রহ করে সাধারণের ব্যবহারোপযোগী রাখবে। স্থানীয় সংগ্রহের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেবে ;

দুই : সংগৃহীত বস্তুর যথাযথ বিষয়বিন্যাস ও তালিকা রাখবে ;

তিন : গ্রন্থাগারকর্মীরা যেন গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকেন এবং পাঠক বা দর্শককে যেন প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে পারেন ;

চার : আন্তঃ গ্রন্থাগার কর্মসূচীর ভিত্তিতে সর্বশ্রেণীর গ্রন্থাগারের মধ্যে যেন একটি পারস্পরিক নিবিড় সহযোগিতার ভিত্তি গড়ে ওঠে ;

পাঁচ : শাখা-গ্রন্থাগার, পাঠকেন্দ্র ও গ্রন্থ আদান-প্রদান কেন্দ্র ছাড়াও ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ;

ছয় : পাঠচক্র, আলোচনাচক্র, ছায়াছবি প্রদর্শন, প্রদর্শনী প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থাগার-গুলি উদ্যোগী হবে ও ব্যবস্থা করবে ;

সাত : সমকালীন ঘটনা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন রাখবে এবং তথ্য সরবরাহ করবে ;

আট : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জাদুঘর, নাগরিক সমাবেশ কেন্দ্র, গবেষণা সংস্থা প্রভৃতির সংগে গ্রন্থাগারগুলি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখবে।

৪নং ধারা : এই ধারায় গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিকদের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

৫নং ধারা : গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে। গ্রন্থাগারিকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হবেন এবং ৬নং ধারায় বর্ণিত গ্রন্থাগারিক-বৃত্তির সংক্ষিপ্ত শিক্ষাক্রম শেষ করবেন ; অথবা গ্রন্থাগারিকবৃত্তির জন্য নির্দিষ্ট পাঠক্রম শেষ করবেন কিংবা সহ-গ্রন্থাগারিক হিসেবে যাঁদের তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকবে তাঁরাও গ্রন্থাগারিক হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

সহ-গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকদের জন্য উল্লিখিত যোগ্যতা থাকতে পারে, অথবা যাঁরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতকার্য ও গ্রন্থাগারিক বৃত্তির সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম শেষ করেছেন তাঁরাও সহ-গ্রন্থাগারিক পদের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৬নং ধারা : গ্রন্থাগারিক এবং সহ-গ্রন্থাগারিক পদের জন্য সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত হবে। শিক্ষামন্ত্রকের অর্ডিন্যান্স দ্বারা এই পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্ধারিত হবে এবং যোগ্যতা অর্জনের জন্য কমপক্ষে ১৫ নম্বর পেতে হবে।

৭নং ধারা : কেন্দ্রীয় শিক্ষাপর্ষদের অনুরোধে শিক্ষামন্ত্রক গ্রন্থাগার স্থাপন, পরিচালন এবং বৃত্তিগত বিষয়ে উপদেশ বা সাহায্য দিতে পারে আবার একইভাবে কেন্দ্রীয়

শিক্ষাপর্ষদও শহর বা গ্রামীণ শিক্ষাপর্ষদগুলিকে কিংবা ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারগুলিকে তাদের প্রয়োজন অনুসারে সাহায্য বা পরামর্শ দিতে পারে।

৮নং ধারা : এই ধারায় কেন্দ্রীয় শিক্ষাপর্ষদ ও শহর বা গ্রামীণ শিক্ষাপর্ষদগুলির মধ্যে গ্রন্থাগার বিষয়ক সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসারও উন্নতির জন্যই কেন্দ্রীয় শিক্ষাপর্ষদের প্রতিষ্ঠা। এই কেন্দ্রীয় পর্ষদ অন্যান্য শহর বা গ্রামীণ শিক্ষাপর্ষদগুলির সহযোগিতায় আন্তঃগ্রন্থাগার কর্মসূচী গ্রহণ করবে, যেমন, ইউনিয়ন ক্যাটলগ প্রস্তুত, আন্তঃগ্রন্থাগার পুস্তক আদান-প্রদান ব্যবস্থার প্রচলন, ইত্যাদি।

৯নং ধারা : এই ধারাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাপসরকার সরকারী ও বেসরকারী প্রকাশিত সমস্ত প্রকাশনের ২ কপি শিক্ষা অধিকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠাতে বাধ্য থাকবে। এতে আরও বলা হয়েছ, সরকারী বা বেসরকারী স্থানীয় সংস্থাসমূহ তাদের প্রকাশিত প্রকাশন বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় বিনা খরচে গ্রন্থাগারের অনুরোধে পাঠাতে বাধ্য থাকবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সাধারণ গ্রন্থাগার

১০নং ধারা : স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি উক্ত প্রতিষ্ঠানের আইন দ্বারাই পরিচালিত হবে।

১১নং ও ১২নং ধারা : শহরে বা গ্রামীণ সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির প্রতিষ্ঠা, পরিবর্তন বা অপসারণ সম্পর্কিত যে সমস্ত রিপোর্ট কেন্দ্রীয় শিক্ষাপর্ষদে পাঠান হবে সেই সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে এই দুটি ধারায়। কেন্দ্রীয় শিক্ষাপর্ষদ আবার একইভাবে পর্ষদ প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলির প্রতিষ্ঠা, পরিবর্তন বা অপসারণ সংক্রান্ত রিপোর্ট শিক্ষামন্ত্রকের কাছে পাঠাতে পারে।

১৩নং ধারা : এই ধারায় গ্রন্থাগারকর্মীদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। প্রত্যেক সাধারণ গ্রন্থাগারে একজন প্রধান বা অনুরূপ কর্তৃপক্ষ থাকবেন। তাছাড়া বৃত্তিকুশলী কর্মী ও অন্যান্য কর্মীরাও থাকবেন অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের শিক্ষাসমিতি যেভাবে প্রয়োজন অনুভব করবেন সেইভাবে কর্মী সংগৃহীত হবে।

১৪নং ধারা : যে কোন সাধারণ গ্রন্থাগারের নিজস্ব পৃথক গ্রন্থাগার পরিষদ থাকতে পারে। এই পরিষদ গ্রন্থাগারের কর্মধারার সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রাখবে এবং প্রয়োজনে গ্রন্থাগার প্রধানকে পরামর্শ দেবে বা মতামত জানাবে।

১৫নং ধারা : স্থানীয় কর্তৃপক্ষের শিক্ষাসমিতি নিম্নলিখিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করবে :

এক : স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এলাকাধীন স্কুলসমূহের প্রতিনিধিরা ;

দুই : সমাজ শিক্ষার সঙ্গে জড়িত সংস্থা কর্তৃক নির্বাচিত বা মনোনীত প্রতিনিধিরা ;

তিন : সমাজশিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির সদস্যবৃন্দ ;

চার : নাগরিক সভাকক্ষ উপদেষ্টা সমিতির সভ্যগণ ; এবং

পাঁচ : অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত সুধীমণ্ডলী।

১৬নং ধারা : গ্রন্থাগার পরিষদের নিয়োগ, তার সভ্য সংখ্যা, সদস্যদের দায়দায়িত্ব এবং অন্যান্য বিষয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আইনদ্বারা পরিচালিত হবে। অবশ্য মূল আইনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আইন বা উপবিধির যথাযথ বিকল্প ব্যবস্থাদি রাখা হয়েছে।

১৭নং ধারা সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি সর্বতোভাবে নিঃশুল্ক হবে। গ্রন্থাগারের সভ্যপদের জন্য বা গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য কোন প্রকার চাঁদা লাগবেনা।

১৮নং ধারা : গ্রন্থাগারের সার্বিক উন্নতির জন্য শিক্ষামন্ত্রক গ্রন্থাগার স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত মান ও নীতি নির্ধারণ করবে।

১৯নং ধারা : ২০নং ধারায় বর্ণিত সরকারী অর্থানুকূল্য পাবার নিম্নতম যোগ্যতা শিক্ষামন্ত্রকের অভিন্যাস দ্বারা নিরূপিত হবে।

২০নং ধারা : সরকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে গ্রন্থাগার স্থাপন পরিচালন বা অন্যান্য ব্যয়সংক্রান্ত বিষয়ে সাধ্যানুযায়ী আর্থিক সাহায্য দেবে।

২১নং ধারা : ২০নং ধারা অনুযায়ী কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর হলে শিক্ষামন্ত্রক পরীক্ষা করে দেখবে গ্রন্থাগারগুলি সত্যিই ১৯নং ধারা অনুযায়ী নিম্নতম যোগ্যতা অর্জন করেছে কিনা। যথোপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করলে পরেই সাহায্য মঞ্জুর করা হবে।

২২নং ধারা : পূর্ববর্তী আর্থিক বছরে গ্রন্থাগারের ব্যয় এবং প্রতি আর্থিক বছরের আনুমানিক ব্যয় বিচার বিবেচনা করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ২০নং ধারায় উল্লিখিত সরকারী অর্থ সাহায্য অনুমোদন করবে।

দুই : গ্রন্থাগারের ব্যয়ের প্রকৃতি অর্থাৎ গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত অর্থসাহায্য কিভাবে ব্যয় করবে এবং এই সাহায্য প্রদান সম্পর্কিত বিষয়সমূহ মন্ত্রীসভা নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী হবে।

২৩নং ধারা : নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে ব্যতিক্রম দেখা গেলে ২০নং ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত সাহায্য সরকার বন্ধ করে দিতে পারে :

এক : গ্রন্থাগার যদি প্রদত্ত শর্তাদি না মেনে চলে ;

দুই : স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যদি শর্তবিরোধী কিছু করে ; অথবা

তিন : যদি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মিথ্যা বিবৃতির সাহায্য নিয়ে থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার

২৪-২৯নং ধারা : যে কোন বৈধ ব্যক্তি বা নাগরিক কর্তৃক স্থাপিত ব্যক্তিগত বা স্বতন্ত্র গ্রন্থাগারকেই এই আইনের আওতায় ধরা হয়েছে। শিক্ষাপর্ষদ ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার গুলিকে সমীক্ষা, গবেষণা বা অন্য যে কোন প্রকার প্রয়োজনে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করতে পারে।

এই ধরণের গ্রন্থাগারগুলিকে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার অর্থ সাহায্য না দিলেও প্রয়োজনীয় বিষয় পেতে সাহায্য করতে পারে। সাধারণ গ্রন্থাগালগুলি নিঃশুল্ক হলেও ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারগুলি কিন্তু চাঁদা বা গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য দক্ষিণা ধার্য করতে পারে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার আইন

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য জাপানে আলাদা আইন রয়েছে। 'বিদ্যালয় গ্রন্থাগার' বলতে এই আইনে প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্ন ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলিকেই বুঝান হয়েছে। গ্রন্থাগারগুলি বিদ্যালয়ের নির্ধারিত শিক্ষাসূচীর সহযোগী ও পরিপূরক হিসেবে ছাত্রদের সামনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির রূপরেখা তুলে ধরবে। শিশু ও কিশোরমনকে উন্নত ও অন্তর্মুখী, রুচিশীল ও শিক্ষিত করে তুলতে সচেষ্ট হবে। এবং এরই উপকরণ হিসেবে বই ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু যেমন সংগ্রহ করবে, তেমনি ছাত্র এবং শিক্ষক যাতে ঐসব উপকরণ ব্যবহার করেন সেদিকেও সচেষ্ট হবে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি বিদ্যালয়ের নিজস্ব এক্তিয়ারে অবস্থিত হলেও সাধারণ মানুষ ও এইসব গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারবে। কর্তৃপক্ষ অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন এর ফলে যেন বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত না হয়।

স্কুলের 'শিক্ষক গ্রন্থাগারিক' গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব নেবেন। যেসব শিক্ষক এই দায়িত্ব নেবেন তাঁদের অবশ্যই 'শিক্ষক গ্রন্থাগারিক'দের জন্য নির্দিষ্ট সংক্ষিপ্ত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রকের অনুরোধে জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা করে থাকে।

জাপানে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিকে সুসংবদ্ধ উন্নত করে তোলার জন্য এবং একই সঙ্গে শিক্ষক গ্রন্থাগারিকদের বৃত্তিকুশলী করে তোলার জন্য সরকার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এই ধরণের পরিকল্পনার সাথে সাথে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার ক্ষেত্রে কিংবা ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও সরকার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

গ্রন্থাগার বিদ্যালয় পরিষদ: গ্রন্থাগার শিক্ষণ পরিষদ শিক্ষামন্ত্রক কর্তৃক স্থাপিত এবং দুইজন সদস্য নিয়ে গঠিত। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং পরিচালন সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই শিক্ষামন্ত্রক পরিষদের সদস্য মনোনীত করেন। এঁদের কার্যকাল দুইবছর এবং এঁরা পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন।

(অনুবাদ: অশোক বসু)।

The Library Law of Japan
By Binoyendra Sengupta
tr. by Asoke Basu.

পুঁথিপত্রের শত্রু ঃ ছত্রাক (১)

শ্রীপঙ্কজকুমার দত্ত

গ্রন্থাগারে বইপত্রের কাগজে বা বাঁধাইয়ের উপর অনেক সময় ছত্রাক বা ছাতা (fungus) জন্মাতে দেখা যায়। সিজোমাইসাইটের (Schizomycyte) এর দেখাও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। বায়ুতে এদের রেণু ভেসে বেড়ায়। বায়ু ও ধুলাবালির মারফৎ এরা গ্রন্থাগারে কাগজপত্রের উপর আস্তানা গাড়ে। পাঠকদিগকে যেসব বই বাড়ীতে নিয়ে যেতে দেওয়া হয় সেইসব বইপত্রের মারফৎ গ্রন্থাগারে ছত্রাক সংক্রমিত হওয়া খুবই সহজ ব্যাপার। কাগজ তৈরীর কাঁচামাল, কাঠ, ফেলে দেওয়া ছেঁড়া কাপড়, কাগজ ইত্যাদির মধ্যে রেণু সুস্থ অবস্থায় থাকতে পারে এবং কারখানায় নানা রাসায়নিক ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ধকল সহ্য করেও কাগজের মধ্যে অব্যক্ত জীবনে বর্তমান থাকা এদের পক্ষে সম্ভব। অনুকূল অবস্থায় এই রেণু থেকে ছত্রাক ও সিজোমাইসাইট জন্মাতে পারে।

অল্প যে কয় ধরনের সিজোমাইসাইট বইপত্রে দেখা যায় তারা প্রধানত Cellvibrio ও Cellfacicula গণ (genus) ভুক্ত Eubacteri, এবং Cytophaga গণভুক্ত Myxobacteria।

এদের আক্রমণে কাগজ অশক্ত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এছাড়া সহবস্থানকারী অন্যান্য আনুবীক্ষণিক জীবের ক্রিয়ায় কাগজের উপর নানা রঙের দাগ ধরে। কাগজ জল শোষণ ও ধারণ ক্ষমতা পায়; কিছু পরিমাণে জলাকর্ষীও হয়।

ছত্রাক: প্রায় শতখানেক প্রজাতির ছত্রাক পুঁথিপত্রের উপর রাজত্ব করে। সাধারণত: কয়েক ধরনের Ascomiceti (Chaetomium, Myxotrichum ইত্যাদি) এবং Deuteromiceti (Trichoderma, Aspergillus, Penicillium, Stachybotrys, Stemphilium ইত্যাদি) বেশী দেখা যায়। এইসব ছত্রাকের সেলুলোজ ক্ষয় করার ক্ষমতা কারও কারও খুবই বেশী। ছত্রাকের ক্রিয়ায় কাগজ অশক্ত হয়ে পড়ে। ছত্রাকের দেহনিঃসৃত রঙীন-কণা (pigment) থেকে কাগজে নানাধরনের রঙীন দাগ ধরে। ছত্রাকের রঙীন মাইসেলীগুলির কাগজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশের ফলে কাগজ জায়গায় জায়গায় রঙীন মনে হতে পারে। জৈবনিক-ক্রিয়াসঞ্জাত রঙীন কণার দ্বারা সৃষ্ট দাগ হয় চাকা চাকা। চাকের কেন্দ্রীয় অংশ হয় খুবই গাঢ়; প্রান্তীয় অঞ্চলের দিকে আস্তে আস্তে হালকা হতে থাকে। হলুদ, গোলাপী, সবুজাভ-হলুদ এবং কালরঙের দাগই সচরাচর দেখা যায়। আক্রমণের প্রথম অবস্থায় রঙ গাঢ় থাকে না। অনুকূল আবহাওয়ায় ছত্রাকের বৃদ্ধি যখন পূর্ণগতিতে চলে তখন যতই দিন যেতে থাকে ততই রঙ গাঢ় হতে থাকে। রাসায়নিক প্রকৃতিতে রঙীন কণাগুলি হয়। কোণধরণের

ক্যারোটিনয়েড (Corotenoid) অথবা অ্যানথ্রাকুইনোন (Anthraquinone)। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন—দাগের রঙ দেখে আক্রমণকারী ছত্রাকের প্রজাতি নির্ণয় করা যায় না। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এবং অন্যান্য সহযোগী পরীক্ষাদ্বারা ছত্রাকের প্রজাতি নির্ণয় করা উচিত। (বইপত্রের উপর দেখা যায় এমন সব ছত্রাকের মাইক্রোসকোপ-স্লাইড অথবা মাইক্রোফোটোগ্রাফের এক সংগ্রহ ল্যাবরেটরিতে থাকলে সহজেই নির্ভুলভাবে ছত্রাক প্রজাতি নির্ণয় করা যায়)। ছত্রাক-সংক্রান্ত দাগ কোন্ রঙের হবে, গাঢ়ত্ব কতখানি হবে ইত্যাদি বিষয় যেগুলির উপর নির্ভর করছে সেগুলি হচ্ছে :

(ক) উৎপাদন পদ্ধতি ও কাগজের শ্রেণী

(খ) সংক্রমণ কালে কাগজের মধ্যে জলের পরিমাণ—বায়ুর উষ্ণতা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা।

(গ) আক্রমণের ধরণ ও স্থায়িত্ব।

(ঘ) বিভিন্ন ছত্রাক প্রজাতি ও অন্যান্য আনুবীক্ষণিক জীবের সহাবস্থান।

(ঙ) কাগজের অম্লমাত্রা (pH value)

(চ) তামা, লোহা, ইত্যাদি ধাতুকণার উপস্থিতি।

অনেক সময় দেখা যায় কাগজ হালকা বাদামী (কিছুটা মরিচার মত) রঙের ছোট ছোট অসংখ্য দাগে ছেয়ে গেছে—ইংরাজীতে একেই বলে ফক্সিং (foxing)। Iiams এবং Beckwith প্রমুখ গবেষকদের মতে কাগজে অজৈব ও জৈব লৌহযোগের উপস্থিতিই 'ফক্সিং' দাগের অন্যতম কারণ। সব ধরণের কাগজের মধ্যে কিছু পরিমাণ লৌহযোগ থাকেই এবং কাগজের সর্বত্র তা সমসত্ত্বভাবে ছড়িয়ে থাকে না। যে সব জায়গায় লোহার পরিমাণ বেশী থাকে সেখানেই এই দাগ ধরে। ঐ বিজ্ঞানীদ্বয়ের মতে ছত্রাকের জৈবনিক ক্রিয়ায় সৃষ্ট অম্লের সহিত বিক্রিয়ার ফলে আয়রণ-অক্সাইড এবং আয়রণ-হাইড্রোক্সাইড তৈরী হয় ও কাগজে রঙ্গীন দাগের উদ্ভব হয়। সাম্প্রতিক কালের গবেষক H. R. Ambler এবং C. F. Finney অবশ্য উপযুক্ত মত সমর্থন করেন না। এঁদের মতে ছত্রাক আক্রমণের ফলে কাগজের অন্যতম উপাদান সেলুলোজের পচন ঘটায় ও আক্রান্ত অঞ্চল জলাকর্ষী হয়ে ওঠে এবং আকৃষ্ট জলে পচনশীল সেলুলোজ দ্রবীভূত হতে থাকে ও কালক্রমে তা বাদামী রঙ ধারণ করে।

কাগজের উপর ছত্রাকের আক্রমণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৈরী মণ্ড থেকে প্রস্তুত কাগজ সহজেই ছত্রাকের কবলে পড়ে; কিন্তু রাসায়নিক পদ্ধতিতে লব্ধ মণ্ড থেকে যে কাগজ প্রস্তুত হয় তাদের উপর সহজে ছত্রাক জন্মাতে পারে না। আর র‍্যাগ-কাগজের (বিশেষতঃ যেগুলি নূতন কাপড়ের ছাঁট থেকে তৈরী হয়) ছত্রাক প্রতিরোধ শক্তি খুবই প্রবল, এই প্রসঙ্গে Aspergillus terreus প্রজাতির ছত্রাকের বিচিত্র ক্ষমতা উল্লেখ করতেই হয়। যেসব কাগজ ক্লোরিণ দ্বারা পরিষ্কৃত

ও বিরঞ্জিত হয় বিশেষ করে সেই সব কাগজের উপরই এই প্রজাতিটিকে দেখা যায় এবং এরা মুক্ত ক্লোরিণকে আত্মীকরণে এবং বিভিন্ন ক্লোরিণ যোগে সংশ্লেষণে সক্ষম।

যে কাগজের 'তাম্রসংখ্যা' (Copper-Number) একের থেকে কম ও অম্লমান (pH Value) 5·5-6·0 এবং উপাদানের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে শতকরা ৯৫ ভাগ আলফা-সেলুলোজ (α—Cellulose) আছে ছত্রাকে সহজে সেই কাগজের বিশেষ ক্ষতি করতে পারে না।

মাড়মাখান কাগজের জলশোষণ ও ধারণের ক্ষমতা কম হওয়ায় ঐ ধরণের কাগজ একদিকে যেমন ছত্রাক আক্রমণ কিছু পরিমাণে প্রতিহত করে অন্যদিকে আবার মাড়ই (বিশেষতঃ স্টার্চ ও কয়েকশ্রেণীর জিলেটিন) ছত্রাককে প্রলুব্ধ করে। উত্তমরূপে ক্যালেণ্ডারিং (Calendring) বা ইস্ত্রি করা কাগজের উপর ছত্রাক আক্রমণ কম হওয়ার হেতু হচ্ছে ইস্ত্রি করার জন্য কাগজ খুবই মসৃণ হয়, সেকারণ ধুলাবালি সহজে জমতে পারেনা ফলে কাগজ জলাকর্ষী হয় না। তন্তুজ বস্তুমাত্রেই অল্পবিস্তর জলশোষণ করে। বায়ুর আপেক্ষিক আদ্র্তা ৮০% হলে কাগজের জলশোষণের মাত্রা হয় ৯—১৪% এবং চামড়ার হয় ১৮—২৮%। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে ৬০° ফারনহাইট উষ্ণতায় বায়ুর আপেক্ষিক আদ্র্তা ৫৭% থেকে বাড়িয়ে ৬৩% করে দেওয়ায় একহাজার টন পুস্তক অতিরিক্ত ২০,০০০ পাউণ্ড জল শোষণ করেছে। [H. T. Plenderlith প্রণীত Conservation of antiquities and works of Art (Oxford Univ. Press, 1962) পুস্তকের ৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

উষ্ণ-আর্দ্র আবহাওয়া ছত্রাক জন্মানোর পক্ষে খুবই অনুকূল কিন্তু মজার কথা হচ্ছে ছত্রাক আদ্র্বায়ু থেকে জল শোষণ করতে পারে না ; যে বস্তুর উপর ছত্রাক আস্তানা গাড়ে সংশ্লিষ্ট সেই বস্তু থেকে প্রয়োজনীয় জল আহরণ করে। পরীক্ষায় দেখা গেছে কাগজের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে ১০% জল না থাকলে ছত্রাকের পক্ষে বংশ বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। খুবই আদ্র্ আবহাওয়া ছাড়া কাগজের মধ্যে এতখানি জল থাকা সাধারণতঃ সম্ভব নয়। কিন্তু কাগজ যদি ধূলিধূসরিত হয় তাহলে ধুলির মধ্যে বিভিন্ন জলাকর্ষী লবণের উপস্থিতিবশতঃ কাগজের মধ্যে জলের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। এজন্যই আপেক্ষিক আদ্র্তা অনেক কম হওয়া সত্বেও ধুলাবালি লাগা ও ঘামেভেজা বইপত্রে প্রায়ই ছত্রাক জন্মাতে দেখা যায়। মোটামুটিভাবে বলা যায় বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা 40—65% এবং উষ্ণতা 16—180°C হলে বইপত্রে ছত্রাক জন্মাবার ভয় কম থাকে। আপেক্ষিক আদ্রতা 65% হলে বইয়ের বিভিন্ন অংশে জলের মাত্রা থাকে 6—9·5%। গ্রন্থাগারে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার কারণ বায়ুপ্রবাহ ধূলি জমতে দেয় না এবং প্রবাহ জনিত ঘর্ষণের জন্য ছত্রাকের বৃদ্ধিও বাধা পায়। ছত্রাকের বৃদ্ধি রোধ করতে আলো যথেষ্ট সাহায্য করে পুস্তক ভাণ্ডারগুলি অবশ্যই উপযুক্ত পরিমাণে আলোকিত হওয়া দরকার।

গ্রন্থাগারে ছত্রাকের আক্রমণ প্রতিরোধ ও প্রতিহত করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন গ্রন্থাগারের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ আলো এবং বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের ও উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা। একমাত্র এয়ারকণ্ডিশনিং ব্যবস্থা দ্বারাই এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে হতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রায় সব গ্রন্থাগারের পক্ষেই ঐরূপ আয়োজন করা নিকট ভবিষ্যতে একেবারেই অসম্ভব কাজেই, ঐ সম্পর্কে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে যেসব গ্রন্থাগারে মূল্যবান পুঁথি-পত্র রয়েছে তাদের কিছু বিকল্প ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া উচিত। কম খরচে আর্দ্রতা দূর করতে নিরুদকযন্ত্র (Dehumidifier) ব্যবহার্য। বাজারে যে সব নিরুদক-যন্ত্র পাওয়া যায় সে সব কেনা ও চালু রাখার সামর্থ্য ছোট প্রতিষ্ঠানের নেই। তাঁরা কাজ-চলা-গোছ যন্ত্র নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারেন। এর জন্য প্রধান উপকরণ হিসাবে কয়েক কিলোগ্রাম নিরুদক বস্তু (কোবল্টাস-ক্লোরাইড মিশ্রিত সিলিকা-জেল) এবং একটি ছোট বৈদ্যুতিক পাখা। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকলে বিনা পাখাতেও এটি তৈরী করা যেতে পারে। নিরুদক বস্তু হিসাবে ক্যালসিয়াম-ক্লোরাইড ব্যবহার করা যেতে পারে তবে (নীল) সিলিকা-জেলই প্রকৃষ্ট, কেননা জলীয়বাষ্পে সংপৃক্ত হয়ে গেলে এদের নীলরঙ বদলে ফিকে গোলাপী হয়ে যায় এবং গরম করলেই নীলরঙ ফিরে আসে ও পুনরায় জলীয় বাষ্প শোষণে সক্ষম হয়। এজন্যই সিলিকা-জেল পুনঃপুনঃ ব্যবহার করা সম্ভব। উৎসাহী পাঠকগণ এই প্রসঙ্গে পরবর্তী সংখ্যায় গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধগুলি দেখতে পারবেন।

গ্রন্থাগারের আর্দ্রতা প্রসঙ্গে কতকগুলি কথা এখানে বলার রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় জলসরবরাহের নল ফুটা হয়ে বা ছাদের জলনিকাশী নল ভেঙ্গে অথবা ছাদে জল জমে ঘরের দেওয়াল, সিলিং ইত্যাদি অত্যন্ত ভিজে উঠেছে ; ফলে ঘরের আর্দ্রতা খুবই বেড়ে গিয়েছে। পাইপ হঠাৎ ভেঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু ভাঙ্গা পাইপ থেকে দিনের পর দিন দেওয়ালে জল বসা, প্রশাসনিক গাফিলতি ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেয় না কি ? যদি গ্রীষ্মের শেষে মাঝে মাঝে ছাদ ঝাঁট দেওয়া হয় তাহলেই জলনিকাশী পথ আবর্জনা মুক্ত হয়ে বর্ষাকালে ছাদে জল জমা অনায়াসে বন্ধ করা যায়। পুরাতন অট্টালিকার ছাদ সাধারণতঃ একটু বসে যায়। ঐখানে জল দাঁড়ান খুবই সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু সামান্য মেরামতির সাহায্যে ছাদের ঢাল পুনর্বিন্যাস দ্বারা জল জমা দূর করা যেতে পারে। অট্টালিকার ছাদে 'টারফেল্ট' (ter-felt), একোপ্রুফ ইত্যাদি জলনিরোধক বস্তুর আস্তরণ দিয়ে দিতে পারলে ভিজে ছাদ বা দেওয়াল থেকে ঘরের আর্দ্রতা বাড়ার ভয় কম থাকে। গ্রামাঞ্চলে নিকটবর্তী পুকুর ইত্যাদির জল নিকাশের উপযুক্ত পথ না থাকায় বর্ষাকালে নিকটস্থ ভূমির জলস্তর স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কাছে থাকে ফলে ঘরবাড়ীর মধ্যে স্যাঁতসেতে-ভাব বেড়ে যায়। এইসব জলাশয়ের বাড়তি জল নিকাশ করে দিতে পারলে অনেক সময় অদ্ভুত রকমের ভাল ফল পাওয়া যায়। দেওয়াল এবং ঘরের মেঝেতে ড্যাম্প-প্রুফ-কোর্স (Damp-proof-Course) না থাকলে দেওয়াল বা

মেঝে স্যাঁতসেঁতে হওয়া রোধ করা কষ্টসাধ্য—তবে এবিষয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শমত মেরামতি করলে এই অবস্থা অনেক পরিমাণে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়।

রক্ষণাবেক্ষণে প্রখর দৃষ্টি রাখলে এবং ছোটখাট মেরামতি তৎপরতার সঙ্গে শেষ করতে পারলে অনেক বিপর্যয়ের হাত থেকে গ্রন্থসম্পদকে রক্ষা করা সম্ভব।

পুস্তক সংরক্ষণে আর্দ্রতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্য গ্রন্থাগারের কক্ষসমূহে আর্দ্রতার পরিমাণ এবং হ্রাসবৃদ্ধি সম্বন্ধে আগারিকদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। একারণে প্রতিটি গ্রন্থাগারে নিয়মিতভাবে আর্দ্রতা পরিমাপের ব্যবস্থা করা উচিত। প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিগুলি খুব বেশী ব্যয়সাপেক্ষ নয়। সাদাসিধে ধরনের হাইগ্রোমিটার যথা শুষ্ক ও আর্দ্র থার্মোমিটার (Dry & wet bulb thermometers) দিয়ে কাজ চলতে পারে। তবে কেবলমাত্র স্বয়ংলেখ (Self recording) হাইগ্রোমিটারের সাহায্যে সহজে ও নিখুঁতভাবে একাজ করা যায়।

স্বয়ংলেখ যন্ত্রাপাতির তালিকা :—

(ক) Packet size indicating Hair Hygrometer—এটির সাহায্যে চটপট আর্দ্রতা পরিমাপ করা যায়।

(খ) Recording prttern Hair Hygrometer. (যন্ত্রটিতে একই সঙ্গে তাপমাত্রা লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়)—এটির সাহায্য আর্দ্রতার বার্ষিক হ্রাসবৃদ্ধি সঠিকভাবে জানা যাবে।

(গ) একটি ভাল Sling Prychrometer. প্রথমোক্ত যন্ত্র দুটি থেকে প্রাপ্ত হিসাবে কোন গরমিল থাকলে তাহা এই যন্ত্রের প্রাপ্ত হিসাবের সঙ্গে মেলালেই ধরা পড়বে এবং হিসাব সংশোধন করে নেওয়া যাবে।

ছোট প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইসব যন্ত্রপাতি কেনা হয়ত কষ্টসাধ্য। কয়েকটি বিশেষ রসায়ন সহযোগে প্রস্তুত এক প্রকার দ্রবণে চোষকাগজ ভিজিয়ে নিয়ে কাজ-চলা গোছ এক ধরণের 'হাইগ্রোমিটার' সহজেই তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে। এই আর্দ্রতা নির্দেশক কাগজ (Paper-Hygrometer) ঘরের বিভিন্ন অঞ্চলে, বইয়ের সেলফে, আলমারির মধ্যে রেখে দিতে হবে। আর্দ্রতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাগজের রঙ বদলাবে।

আর্দ্রতা নির্দেশক কাগজ তৈরী :—

নিম্নলিখিত উপকরণ দ্বারা নির্দেশক দ্রবণ তৈরী করতে হবে।

কোবল্ট ক্লোরাইড	...	৩২ গ্রাম
সোডিয়াম ক্লোরাইড	...	১৬ গ্রাম
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড	...	৫ গ্রাম
অ্যাকাসিয়া আঠা	...	৮ গ্রাম
জল	...	১০০ মিলিলিটার

উক্ত দ্রবণে চোষকাগজ ভিজিয়ে খোলা হাওয়ায় টাঙিয়ে রেখে শুকিয়ে নিয়ে সুবিধামত মাপে ফালি ফালি করে কেটে নিলেই হল। আপেক্ষিক আর্দ্রতার হেরফের অনুসারে এদের রঙ বদল হবে নিম্নলিখিত তালিকা অনুযায়ী।

রঙ	আপেক্ষিক আর্দ্রতা
কোবল্ট ব্লু (Cobolt blue)	২০%
'পাউডার' ব্লু (Powder blue)	৩০%
লাইট ব্লু (Light blue)	৪৫%
লাইলাক অথবা ল্যাভেণ্ডার (Lilac or Lavender)	৫২%
অর্কিড পিঙ্ক (Orchid pink)	৬৫%
ফেডেড হাইড্রেনজিয়া পিঙ্ক (Faded Hydrangea pink)	৯৫%

The Enemies of Library Materials :
Fungus (1)
By Pankaj K. Datta.

চণ্ডীগড়ে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার পরিষদের ষষ্ঠদশ সম্মেলন

ধ্রুবতারা মুখোপাধ্যায়

গত ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৬৬ চণ্ডীগড়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বক্তৃতাকক্ষে সুন্দর পরিবেশের মধ্যে তিনদিনব্যাপী ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ষষ্ঠদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

পরিষদের অধিবেশন চণ্ডীগড়ে এই প্রথম। ১৯৬২ সালে ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্যকেন্দ্রের (IASLIC) দ্বিতীয় আলোচনাচক্র অবশ্য এই স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। যদিও শীতের প্রকোপের জন্য এই স্থানে অনেকেই যোগদান করিতে পারেন নাই তথাপি প্রায় দুইশত প্রতিনিধি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এবং সুদূর সিংহল হইতেও একজন প্রতিনিধি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রায় ২৫।৩০ জন মহিলা ছিলেন অবশ্য অধিকাংশই স্থানীয়। এই প্রসঙ্গে চণ্ডীগড় রাজ্য সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগের পর পাঞ্জাবের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন।* লাহোর পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইবার পর এই প্রদেশের রাজধানী নির্ণয় করিবার জন্য প্রভূত চেষ্টা চলিতেছিল, জলন্ধর ও সিমলা কিছুকালের জন্য রাজধানী হইয়াছিল কিন্তু এই স্থান অনেকদিক হইতে আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। সেইজন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল এবং পাঞ্জাব সরকারের আমন্ত্রণে ফরাসী স্থপতি মিঃ লী করবুসীয়ার একটি নকসা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তদনুসারে ১৯৫১ সালে বর্তমান চণ্ডীগড় সহরের পত্তন হয়। বাস্তবিকই এই শহরের পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম।

সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইত প্রাতরাশের পর। মাঝখানে মধ্যাহ্ন ভোজের পর ঘণ্টা দেড়েক বিশ্রাম দিয়াই আবার শুরু হইত বৈকালীন অধিবেশন। সভার প্রারম্ভে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীসুরজভান সমবেত অতিথিবৃন্দ ও প্রতিনিধিমণ্ডলকে স্বাগত জানান এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বহুমুখী উন্নতির কথা উল্লেখ করেন। চণ্ডীগড়ের প্রধান কমিশনার ডাঃ এম, এস, রানধাওয়া, সভার উদ্বোধন করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগের পর হইতে এই রাজ্যের পুনর্গঠন বিশেষতঃ গ্রন্থাগারের বহুমুখী প্রসার সম্বন্ধে তিনি বলেন। পরিষদের সহ-সভাপতি ও ভারত সরকারের গ্রন্থাগার উপদেষ্টা পদ্মশ্রী শ্রী বি এস কেশবন সমবেত অতিথিদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সম্মেলনের আলোচ্য

---

*দেশ বিভাগের পূর্বে পাঞ্জাবে ৪৫টি দেশীয় রাজ্য ছিল। পাঞ্জাবের বৃটিশ রেসিডেন্টের সদর দপ্তর লাহোরের সঙ্গে এঁদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। ১৯৪৮ সালে এর ১১টি পার্বত্য রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করে। এ ছাড়া পাতিয়ালা প্রমুখ ৭টি প্রধান রাজ্য নিয়ে পেপসু (PEPSU) প্রদেশ গঠিত গয়েছিল। —সঃ গ্রঃ

বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা করেন। পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডাঃ জগদীশ শরণ শর্মা ও পরিষদের বিদায়ী সভাপতি শ্রী পি, এন, গৌড় সমবেত ব্যক্তিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রথম দিনের বৈকালীন অধিবেশনে "চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রসার" নামক একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন হয়। শ্রীমতী পুষ্পবেণী গোভী, সর্বশ্রী জি, এল, ত্রিহান, বিষ্ণুপ্রসাদ বসু ও এন, কে, গোয়েল প্রভৃতি এই বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিবসে "ভারতে গ্রন্থাগারের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা।" (Inter-Library Co-operation in India) নামক একটি আলোচনা-চক্রের আয়োজন হয়। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান শ্রী পি, কে, পাতিল "গ্রন্থাগারের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা" (Inter-Library Co-operation) সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধের সারাংশটি পাঠ করিয়া আলোচনার সূত্রপাত করেন। শ্রী, টি, এস রাজাগোপালন তাঁহার ও শ্রী এস, এন, দত্তের যৌথ প্রবন্ধ "যুক্ত তালিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারের সহযোগিতা" (Union Catalogue in library Co-operation) নামক প্রবন্ধের সারাংশটি পাঠ করিয়া এই বিষয়ে অনেক নূতন তথ্য পরিবেশন করেন। বর্তমানকালে মুদ্রামূল্য হ্রাস ও বৈদেশিক মুদ্রার অসুবিধার জন্য এই বিষয়ে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে কি করিয়া অন্য গ্রন্থাগারকে সাহায্য করিতে পারা যায় তিনি তাহার উল্লেখ করেন। এই বিষয়ে তিনি INSDOC-এর কর্মসূচীর ব্যাখ্যা করেন। INSDOC সম্প্রতি কয়েকটি গ্রন্থাগারের বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রিকার তালিকা (Holdings of scientific serials) মুদ্রণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে দিল্লীর জাতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগার, বাঙ্গালোরের ভারতীয় বিজ্ঞান সংস্থা ও কলিকাতার ভারতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার গ্রন্থাগারের নাম উল্লেখযোগ্য। সর্বশ্রী পি, এন, কাউলা, এইচ, সি, গুপ্ত এবং ও, পি, গুপ্ত প্রভৃতি এই আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

সম্মেলনের তৃতীয় ও পরিসমাপ্তির দিন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ ঐদিনে পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যদিও সভায় কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল তথাপি নির্বাচনের কার্য সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়। নিম্নে পরিষদের নবনির্বাচিত কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্যদের নাম দেওয়া হইল।

সভাপতি—সর্দার শোহন সিং।

সহ-সভাপতিবৃন্দ—(১) শ্রীজগদীশ শরণ শর্মা, (২) শ্রীযোগিন্দর সিং রামদেও, (৩) শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, (৪) শ্রীশান্তারাম ভাটিয়া, (৫) শ্রী কে রাও।

কর্মসচিব—শ্রী ডি আর কালিয়া।

বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদের এই প্রকার সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী, কারণ ইহার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে মতামত বিনিময় ও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সমস্যাবলীর সমাধানের বিষয় আলোচনা সম্ভব হয়।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উন্নয়ন

১। এই সম্মেলন অনুমোদন করে যে, শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিম্নোক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা উচিত।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ— প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ—গ্রাজুয়েট ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত।

২। এই সম্মেলন অনুমোদন করে যে, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিষয়ক বিদ্যালয়গুলিকে অধিকতর শক্তিশালী ও উন্নততর করে গড়ে তোলার দিকে যেন দৃষ্টি দেন।

৩। এই সম্মেলন অনুমোদন করে যে, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার যেন চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ব্যয়ের শতকরা ২ ভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সম্মেলন আরো অনুমোদন করে যে, পরিকল্পনা বহির্ভূত মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনায় যে অর্থ ব্যয় হয় তারো শতকরা ২ ভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য ব্যয় করা প্রয়োজন।

৪। এই সম্মেলন অনুমোদন করেন যে, রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগ রাজ্যের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারসমূহের পরিচালনায় সাহায্য করা ও উপদেশ দেবার জন্য একটি বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমিতি (School Library Bureaux) যেন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতি নিশ্চয়ই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শীদের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।

৫। এই সম্মেলন অনুমোদন করেন যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং লেখক ও প্রকাশক সম্প্রদায় যেন শিশুদের জন্য সুদৃশ্য উৎসাহ ব্যঞ্জক ও শিক্ষামূলক পুস্তক ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রচনা করার বিষয়ে সচেষ্ট হন।

৬। এই সম্মেলন অনুমোদন করেন যে, ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিচালনায় সহায়তা করবেন।

আন্তঃ-গ্রন্থাগার সহযোগিতা

১। এই সম্মেলন অনুমোদন করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার কলা (Humanities) ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার একটা ইউনিয়ন ক্যাটালগ প্রস্তুত করবার জন্য একটি সংস্থার উপর দায়িত্ব অর্পণ করুন।

২। এই সম্মেলন অনুমোদন করেন যে, আন্তঃ-গ্রন্থাগার সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত একটি নির্দেশিকা যেন প্রকাশ

করার চেষ্টা করা হয়। এই সম্মেলন আরো অনুমোদন করেন যে, ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে এই পরিকল্পনা যেন কার্যকরী করার চেষ্টা করেন।

৩। এই সম্মেলন অনুমোদন করেন যে, বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজে উৎসাহ দেওয়া ও সহায়তা করার উদ্দেশ্যে সমস্ত গ্রন্থাগারেই আন্তঃ-গ্রন্থাগার লেনদেনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত। এই প্রসঙ্গে আন্তঃ গ্রন্থাগার লেনদেনের বিষয়ে ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্য কেন্দ্র (IASLIC) যে আইন প্রণয়ন করেছেন তাকে বিবেচনা করে দেখবার অনুমোদনও এই সম্মেলন করেছেন।

৪। এই সম্মেলন অনুমোদন করেন যে, আন্তঃ-গ্রন্থাগার সহযোগিতার ক্ষেত্র উন্নয়নের জন্য ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ও কার্য নির্বাহক সমিতি একটি জাতীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠা করুন। এই সংস্থা জাতীয়, আঞ্চলিক ও রাজ্য পরিবেশে কেন্দ্রসূচী (Centralised Catalogue) ও সমবায় সূচীর (Co-operative Catalogue) সমস্যাগুলিকে অগ্রাধিকার অনুযায়ী পরীক্ষা করে দেখুন এবং পরবর্তী সর্বভারতীয় সম্মেলনে অভিমত পেশ করুন।

৫। এই সম্মেলন অনুমোদন করেন যে বর্তমান সঙ্গতি অনুযায়ী কয়েকটি বিশ্ব-বিদ্যালয়কে আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিষয়ানুগ মৌলিক গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যেন বিশেষ অর্থ সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করেন।

৬। সাধারণের সুবিধার্থে এই সম্মেলন অনুমোদন করেন যে, রাজ্য সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সব সময়ই যেন সুদক্ষ সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাহায্যের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও সাধারণ গ্রন্থাগারের মধ্যে সহযোগিতা বজায় রাখতে সক্ষম হন।

16 th All-India Library Conference at Chandigarh
By Dhrubatara Mukhopadhyaya.

এই কলকাতায় এখন

(মৃতের নগরী হতে জনৈক অপ্রকৃতিস্থ প্রতিবেদক শ্রীভণ্ডুলানন্দ শর্মার নিবেদন)

যদিও অনেকের কাছেই ব্যাপারটি নেহাত সেকেলে বলে মনে হবে কিন্তু ছুটির দিনে নির্জন মধ্যাহ্নে পুরানো কাগজপত্র, চিঠি, ফটো ইত্যাদি ঘাঁটাঘাঁটি করা ভণ্ডুলের একটি অভ্যাস। সেদিনও এমনি এক দুপুরে ভণ্ডুল একমনে তার নিজের লাইব্রেরীর পরিচর্যা করছিল। লাইব্রেরী বলতে গুটিকয়েক তাক। স্তূপীকৃত বই আর কাগজপত্রের পাহাড় জমে উঠে তাকে আর তিল ধারণের স্থান নেই। ভণ্ডুল বই-এর ধুলো ঝাড়ে, তাক পরিষ্কার করে গুছোয়—আর বাজে কাগজের জঞ্জাল দূর করে দেয়। দেওয়ালে টাঙ্গানো ফটো নামিয়ে নিয়ে এসে পরিষ্কার করে। প্যাকেটে প্যাকেটে অযত্নে পড়ে রয়েছে বিভিন্ন সময়ে তোলা নানা রকমের ফটো। ভণ্ডুল অনেকবার ভেবেছে এগুলি একটি অ্যালবামে রাখা উচিত; কিন্তু এ পর্যন্ত রাখা হয়নি। এইসব ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে কদাচিৎ কখনো অপ্রত্যাশিত কিছু একটা আবিষ্কার করে সে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া সুখ-দুঃখের ঘটনা, অতীতে দেখা কোন রমণীয় স্থান, কখনো বা পুরাতন পরিচিত কেউ, অথবা কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বিবর্ণ মুখচ্ছবি ক্ষণকালের জন্যও অন্ততঃ ভণ্ডুলকে আত্মহারা করে দেয়।

কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে কাগজের তলা থেকে একটি শিল্পকর্ম উঁকি দিল। সযত্নে ধুলো ঝেড়ে শিল্পকর্মটি আবার দেখল ভণ্ডুল। এ যেন বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা—ভণ্ডুল শিল্পকর্মের কি বোঝে! কিন্তু এটি তার কাছে এসেছিল উপহার হিসেবে। এক অনুজস্থানীয় স্নেহভাজন শিল্পীর উপহার। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগেকার সেই দিনটির কথা। সেদিন একটি আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল ঐ শিল্পীর বাড়ীতে। শিল্পীর পরিচিত অনেক বন্ধুবান্ধব এসেছিল। তাদের কেউ শিল্পী, কেউ কবি, কেউ সাহিত্যিক কেউ বা গায়ক। ভণ্ডুল এসবের কিছুই নয়, তবুও সে আমন্ত্রিত হয়েছিল। ভণ্ডুল যখন গিয়ে হাজির হল তখন শিল্পপ্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা খুবই জমে উঠেছে—শিল্পের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু, তথা রীতি—আধুনিক শিল্পের ধারা—শিল্পে বাস্তবতা—রঙ ও রেখার ব্যবহার, শিল্পের প্রেরণা—বলা বাহুল্য, এইসব গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনায় ভণ্ডুলের ভূমিকা ছিল নির্বাক শ্রোতার। কবি, সাহিত্যিক বা গায়ক যাঁরা ছিলেন তাঁরাও বাদ গেলেন না। হালের সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রসঙ্গ উঠল—তুমুল তর্ক বিতর্কও হল। গায়করাও গান পরিবেশন করলেন। আর এইসবের ফাঁকে ফাঁকে এসেছিল চা আর নানাবিধ আহার্য।

মজলিশ প্রায় ভাঙে ভাঙে এমন সময় নিমন্ত্রণকারী শিল্পী জনৈক তরুণ গায়ককে

সামনে হাজির করে বল্লেন, ভণ্ডুলদা, এর সঙ্গে কি আপনার পরিচয় আছে? এ কিন্তু আপনার লাইনেরই লোক। কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মী, বুদ্ধিদীপ্ত এই তরুণের সঙ্গে সেদিনই প্রথম পরিচয় হয়েছিল ভণ্ডুলের। পরবর্তীকালে বহুবার দেখা-সাক্ষাতের ফলে সেই পরিচয় ক্রমশঃ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছিল। তারপর সেই যুবকটিই যখন হঠাৎ একদিন অত্যন্ত পুরাতন পদ্ধতিতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে বসল, তখন ভণ্ডুল স্বজনবিয়োগ-ব্যথা অনুভব করেছে।

এই আত্মহননকারী যুবকের মুখটি পুনরায় আজ ভণ্ডুলের চোখের ওপর ভেসে উঠেছে। বাবা রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, দাদা বড়ো ডাক্তার। স্বভাবতঃই এই যুবকের নিজের সম্পর্কে উচ্চাকাঙ্খা থাকা স্বাভাবিক। আর তার আশা-আকাঙ্খা এবং মনোবেদনার কিছু কিছু ভণ্ডুলের অবিদিত ছিল না।

আত্মহত্যা করা বা আত্মহত্যার চেষ্টা করা আইনের চোখে অবশ্যই অপরাধ। কিন্তু জীবনে কি অবস্থায় পড়ে একজন লোক আত্মহত্যা করে বসে আবার ঠিক একই অবস্থায় বা তারো চেয়ে গভীর সমস্যায় জড়িত হয়ে পড়ে অন্য একজন, যার আত্মহত্যা করা খুবই উচিত ছিল সে কি করে সামলে নেয়, একথা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। আত্মহত্যার চেষ্টা করে যে অকৃতকার্য হয় এবং ঐ চেষ্টায় যে সফল হয়, এ দুজনের মানসিক গঠন নাকি ভিন্ন হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেন, আত্মহত্যা করার জন্য নাকি খুবই সাহসের প্রয়োজন হয়। ব্যক্তি বিশেষের সাহস কিরকম তার ওপরই নাকি আত্মহত্যার সফলতা নির্ভর করে। আবার কেউ কেউ বলেন, কেবলমাত্র কাপুরুষেরাই আত্মহত্যা করে।

উল্লিখিত যুবকের আত্মহত্যাতে পরিচিত-অপরিচিত অনেকেই দুঃখপ্রকাশ করল, কেউ বা সহানুভূতিতে দ্রব হল, কেউ প্রকাশ করল অনুকম্পা; কেউ বা এর কারণানুসন্ধানের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল, কেউ বা ভাবপ্রবণ বলে আত্মহননকারীকে ধিক্কারও দিল।

কিন্তু ভণ্ডুল অন্ততঃ এই যুবকের আত্মহত্যাকে বিদ্রূপ করতে পারেনি। এখন মনে হলে হাসি পায়, ভণ্ডুল অন্ততঃ নিজের জীবনে দু' দু'বার এই মহৎ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিল যে, তার বেঁচে থাকার আর কোন অর্থ হয় না। আর তার এই এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে গিয়ে দুবারই সে অকৃতকার্য হয়েছিল।

গভীর শোকে, ক্রোধে বা হতাশায় নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার ইচ্ছা থেকে যে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে আপাতঃদৃষ্টিতে তা অকস্মাৎ ঘটে গেল বলে মনে হলেও এর কারণগুলি নিশ্চয়ই একদিনে ঘটেনা। এর জন্য মানসিক প্রস্তুতিরও প্রয়োজন এবং পারিপার্শ্বিকও তাকে সাহায্য করে।

পারিবারিক কলহ কিংবা ছোটখাটো Psychosomatic tension-এ ব্যক্তিগত জীবনে আমরা প্রত্যেকেই অল্প-বিস্তর ভুগে থাকি। কাজের জিনিসটি যথাসময়ে যথাস্থানে না পেয়ে বাড়ীর কর্তা হয়তো বাড়ী তোলপাড় করে ফেলেন—গিন্নি রান্না ফেলে ছুটে

আসেন—অবশেষে জিনিসটি হয়তো যথাস্থান থেকেই বেরিয়ে পড়ে; কিঞ্চিৎ হাস্তরসের অবতারণায় ঘটনাটি ওখানেই চাপা পড়ে যায়।

কিন্তু ভেবে দেখলে দেখা যাবে আত্মহত্যার কারণ আরও গভীরে। আত্মহত্যার মূলে কি কি কারণ বর্তমান থাকে তার হিসেব নিলে দেখা যাবে প্রতিটি আত্মহত্যার মূলেই আছে সমাজ, দেশ-কাল-পাত্র। এমন কি ঋতুর পরিবর্তনও আত্মহত্যার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

আপাতঃদৃষ্টিতে অবশ্য আত্মহত্যার নানারূপ কারণই দেখা যেতে পারে। অর্থ-নৈতিক বিপর্যয়ে বিভ্রান্ত হয়ে কিংবা কর্মস্থলের নানারূপ অসুবিধা—যথা, কাজের ধরনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে না পারা, সহকর্মী বা ওপরঅলার সঙ্গে মনকষাকষি, কর্মচ্যুতির ভয়, অবসর গ্রহণের চিন্তা, নানা পারিবারিক অভাব-অভিযোগ, পারিবারিক কলহ, প্রিয়জনের মৃত্যু, ভগ্নস্বাস্থ্য, পরিবারের লোকজনের দিক থেকে সহানুভূতির অভাব, প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া ইত্যাদির ফলে মানসিক দ্বন্দ্বে বিচলিত হয়ে লোকে আত্মহত্যা করে থাকে বলে আমাদের ধারণা। কিন্তু এ সকলই বাহ্য কারণ। আসলে যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে তার মানসিক অবস্থার জন্যই আত্মহত্যা ঘটে থাকে। আত্মহত্যা একরূপ মানসিক ব্যাধির ফল ছাড়া আর কিছু নয়।

আর আত্মহত্যাকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারেন। সমাজ বিজ্ঞানী একে হয়তো একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখবেন—মনোবিজ্ঞানী দেখবেন তার মানসিক গঠন কিরূপ ছিল—অপরাধবিজ্ঞানী দেখবেন অপরাধটি কোন পর্যায়ের—নৃতাত্ত্বিক দেখবেন জাতিগতভাবে আত্মহত্যার প্রবণতা কোন্ জাতির বেশী (যেমন, জাপানীদের হারাকিরি ও ভারতীয় সতীদের আত্মহত্যার প্রথা জাতিগত) রাশি বিজ্ঞানী হয়তো বিভিন্ন দেশের আত্মহত্যা-সংখ্যার তুলনামূলক বিচার করতে বসবেন। আর ভণ্ডুলের মত অধিকাংশ সাধারণ লোকের কাছেই আত্মহত্যার ঘটনা ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক ট্রাজেডী ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু ভণ্ডুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মী সেই যুবকের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের সঙ্গে পরিচিত ছিল। ভণ্ডুলের অন্ততঃ এই আত্মহত্যাকে পারিবারিক কলহের পরিণতি বলে মনে হয়নি। সমস্যাটিকে খানিকটা বৃত্তিগত বলে ধরা যেতে পারে বলে ভণ্ডুলের ধারণা। গ্রন্থাগারের এক সামান্য কর্মী হিসাবে এই যুবক ছিল পরিবারের সবচেয়ে অসার্থক ছেলে। কর্মস্থলে উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ ছাত্রছাত্রীরা যখন তারই চারপাশে ঘোরাফেরা করত তখন এই যুবক নিজের জীবনের অসার্থকতার কথা স্মরণ করে দিনের পর দিন দীর্ঘশ্বাস মোচন করেছে। তারপর একদিন উত্তেজনার মুহূর্তে আত্মহত্যা করে বসেছে। অবশ্য এই ব্যাখ্যার সবটাই ভণ্ডুলের অনুমান মাত্র।

সংশয়ী পাঠক, আত্মহত্যা সম্পর্কিত ভণ্ডুলের এই দীর্ঘ বক্তৃতায় আপনি এতক্ষণে নিশ্চয়ই ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছেন এবং ভণ্ডুলের এই বাগাড়ম্বরের সঙ্গে

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রাণান্তকর চেষ্টা করে চলেছেন। আর অসংশয়ী পাঠক, যাঁরা এতকাল ভণ্ডুলের ওপর পরম বিশ্বাস স্থাপন করে এসেছেন, ভণ্ডুলের এই লেখা পড়ে তাঁদের সকল বিশ্বাসের মূল শিথিল হয়ে যাবে। সার্কাসের ক্লাউন আসরে অবতীর্ণ হলেই লোকে যেমন কিছু হাসির খোরাক পাবে আশা ক'রে আগেই একচোট হেসে নেয়, তেমনি 'গ্রন্থাগার'-এর পৃষ্ঠায় ভণ্ডুলের নাম পড়ে যাঁরা খুব একটা হাসির কিছু শুনতে পাবেন বলে আশা করেছিলেন ভণ্ডুল তাঁদেরও হতাশ করেছে। ভণ্ডুলের বন্ধুদের মতে, ভণ্ডুল এখন বড্ড বেশী যা-তা লিখতে শুরু করেছে। অবশ্য ভণ্ডুল জানে, বরাবরই তাঁরা ভণ্ডুলের সব লেখারই একইভাবে বিরূপ সমালোচনা করে এসেছেন। কেউ কেউ আবার ভণ্ডুলকে পরামর্শ দিয়েছেন, "আর কেন ভণ্ডুল, এবার 'গ্রন্থাগার'-এ ছেপে দাও যে, ভণ্ডুল আত্মহত্যা করেছে এবং অতঃপর ভণ্ডুলের আর কোন লেখা 'গ্রন্থাগার'-এ প্রকাশিত হবে না।"

কথায় আছে, বারবার—তিনবার। বলা যায়না, আত্মহত্যার তৃতীয় প্রচেষ্টায় ভণ্ডুল হয়তো সফল হলেও হতে পারে।

জীবন রসিকেরা ভণ্ডুলকে এতক্ষণে জীবন-বিরোধী বলে ধরে নিয়েছেন। তা না হলে সে বারবার এমন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আত্মহত্যার কথা বলতে যাবে কেন। তাছাড়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞান যখন আজ উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত, সেই অটোমেশন ও কমপিউটরের যুগে ভণ্ডুল কি আর লেখার বিষয় পেলনা! কিন্তু ভণ্ডুলের যেন কোথায় খটকা লেগে রয়েছে—কোথায় যেন সে পড়েছিল—'Science has made us God before we are even worthy of being men.'

বহুকাল আগে ভণ্ডুল Schizophreria রোগীদের আঁকা কতকগুলি ছবি দেখেছিল। ছবিগুলি একটু অদ্ভুত ধরণের। এর একটা ছবির কথা আজো ভণ্ডুলের বেশ মনে আছে। এই ছবিটির ভেতর নানা রকমের অদ্ভুত কাণ্ড কারখানার বিচিত্র সমাবেশ। এর একপাশে রেলিং এবং কাঁচ বসানো দেয়ালঘেরা জায়গা। রেলিং এর গায়ে আবার কি একটি নোটিশ ঝোলানো। কিছু দূরে একটি লোক বসে, তার হাতটা রক্তাক্ত। একটা উদ্দাম ঘোড়ার রাশ ধরে লাঠি হাতে একজন লোক যেন প্রহারে উদ্যত। কোথাও নীল জামা প্যাণ্ট পরা একসারি লোক বসে, তাদের ডানদিকে সারি সারি টবের মতো কি রাখা আছে। এক জায়গায় পা দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা লোক কফিনের মত একটা জিনিসে মাথা ঢোকাতে যাচ্ছে আর তার শিয়রে দিব্যি কাপড়চোপড় পরা একটি কঙ্কাল হাতুড়ি উঁচিয়ে বসে আছে। এমনি আরো অনেক কিছু আছে সেই ছবিতে। কিন্তু ঐ ছবির যে অংশটি ভণ্ডুলের মনে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা হচ্ছে ঐ কাঁচ বসানো দেয়ালঘেরা জায়গার কাছাকাছি একটা শুকনো গাছের ডাল থেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে একটি মানুষ—তার পিঠে একটি নোটিশ বোর্ড ঝোলানে এবং তাতে লেখা—'I spit on life.'

কিন্তু ভণ্ডুল অন্ততঃ জীবনকে ঘৃণা করেনা। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মী যুবকও হয়তো জীবনকে ঘৃণা করতে চায়নি—হয়তো সে চেয়েছিল জীবনকে আরও ভালভাবে উপভোগ করতে এবং আরও সার্থক করতে। শুধুই দিন যাপনের গ্লানি উত্তীর্ণ হয়ে একটা মহত্তর কিছুতে যেতে পারছিল না বলেই না তার জীবনের ওপর এই ঘৃণা! আর Schizophrenia নামক মানসিক রোগগ্রস্ত শিল্পীটি যে মৃত্যুর ছবি এঁকেছে সেটা যদিও একটি প্রতিবাদের মত কিন্তু সে তো জীবনের উদ্দেশ্যেই! অথবা জীবনেরই অপর নাম মৃত্যু আর ঘৃণারই অপর নাম কি ভালবাসা নয়?

IN CALCUTTA NOW—A Running commentary by Bhandulanda Sharma – a morbid correspondent from the 'City of Death.'

বিঃ দ্রঃ এই সংখ্যার 'পুঁথি পত্রের শত্রু' প্রবন্ধের গোড়ায় ইংরাজী Spore (স্পোর) কথাটির বদলে 'রেণু' ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু 'রেণু' ঐ কথাটির সঠিক পরিভাষা নয়। অতএব পাঠকদের এ স্থলে 'স্পোর'ই পড়তে অনুরোধ করি।

—সঃ প্রঃ

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার। কলিকাতা-৯

আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী পাঠাগারের সপ্তদশ বার্ষিক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

সাধারণ, পুরুষ, মহিলা, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, কিশোর কিশোরী, শিশু ও প্রারম্ভিক —এই সাতটি বিভাগে প্রতিযোগিতা হবে। সব বিভাগে তিনটি করে, আর শিশু ও প্রারম্ভিক বিভাগে সমস্ত প্রতিযোগীকেই পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রতিযোগীদের নাম পাঠাবার শেষ তারিখ ৮ই জানুয়ারী। ২৬,৮এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ এই ঠিকানায় সকাল ৭টা – ৮৷৷৹ টা ও সন্ধ্যা ৬৷৷৹ টা থেকে ৯টার মধ্যে যাবতীয় অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করতে হবে।

নারী শিল্প নিকেতন। কলিকাতা-১২

গত ৩রা ডিসেম্বর নারী শিক্ষা নিকেতনের শিশু বিভাগের উদ্যোগে বাংলার অমর শহীদ ক্ষুদিরামের জন্মদিবস পালিত হয়। অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। এবং শ্রীমিনতি দাঁ ক্ষুদিরামের জীবন ও কর্মকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীত গীত হয়।

গত ১লা ডিসেম্বর নিখিল ভারত সামাজিক শিক্ষা দিবস উপলক্ষে শ্রীযুক্তা বনফুল দেবীর (বর্মণ) সভানেত্রীত্বে সভা হয়। ডঃ আশা দাশ দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় স্বামীজী ও কবিগুরুর লোকশিক্ষা সম্পর্কে লেখার বিশেষ বিশেষ অংশ পাঠ করা হয়। এই উপলক্ষে আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থাও হয় এবং সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, স্থানীয় এলাকায় বয়স্ক শিক্ষার প্রসারকল্পে গণসংযোগ ও অপরাহ্নে সেলাই ও সূচীশিল্পের প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়।

নীতিশিক্ষা প্রদায়িনী সভা ও সুহৃদ লাইব্রেরী। ১২১, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ।

গত ১৬ই নভেম্বর থেকে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত নীতিশিক্ষা প্রদায়িনী সভা ও সুহৃদ লাইব্রেরীর পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষ পূর্তি উৎসব পালন করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের শুভসূচনা ১৮৯২ সনে। মধ্য কলিকাতার কলুটোলা পল্লীতে সমাজ সংস্কার, শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে এক সময় যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, আজ তা গৌরবোজ্জ্বল পঁচাত্তর বর্ষ অতিক্রম করলো। ১৯৪৬ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যদিও এই প্রতিষ্ঠানটি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই উদ্যমশীল জনসাধারণের সাহায্যে তার

পূর্ব দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। রসরাজ অমৃতলাল বসু, পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীদের পূণ্যস্মৃতি বিজড়িত নীতিশিক্ষা প্রদায়িনী সভা ও সুহৃদ লাইব্রেরীর অতীত অধ্যায় অত্যন্ত ঐতিহ্যপূর্ণ।

গত ১৬ই নভেম্বর যে উৎসব শুরু হয় তার সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীহরিপদ ভারতী যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও উদ্বোধকের আসন অলংকৃত করেন। উৎসবোপলক্ষ্যে সুচিন্তিত রচনা সমৃদ্ধ একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

কাশীপুর ইন্সস্টিটিউট। কলিকাতা—২

গত ২২শে জানুয়ারী কাশীপুর ইন্সস্টিটিউটের সাহায্যকল্পে 'দাদাঠাকুর' চলচ্চিত্র প্রদর্শনীটি সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। বি, টি, রোড। কলিঃ—২

স্বর্গত জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিবস ও শিশুদিবস এক সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয়। এই উপলক্ষে নেহেরু-সম্পর্কিত বই এবং শিশু বিভাগের সভ্যদের লেখা ও আঁকা একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্হা করা হয়। ফিল্ম ডিভিশন শিশুচিত্র প্রদর্শনীরও বন্দোবস্ত হয়।

হরিয়ানা ছাত্র পরিষদ। ৪৭, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উপরের ঠিকানায় হরিয়ানা ছাত্র পরিষদ পাঠ্য পুস্তকের একটি নিঃশুল্ক গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করে।

২৪ পরগণা

কিশোর ভারতী। কালীতলা। সুখচর।

গত ২৫শে ডিসেম্বর রবিবার শশধর পাঠাগারের 'কিশোর ভারতী' বিভাগের দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকার নাম 'ভারতী'। পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসন্তোষ কুমার বসাক। পত্রিকায় গল্প, কবিতা, কৌতুক-কণা; প্রশ্নোত্তর, মনীষীদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি ইত্যাদি আছে। কিশোর ভাই-বোনদের থেকেই যথাসম্ভব এই পত্রিকার লেখা নেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে। প্রতি বছরে দুটি করে সংখ্যা বের হবে। লেখা পাওয়া গেলে এর বেশীও হতে পারবে। 'গ্রন্থাগারকে সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা'র এটি শশধর পাঠাগারেরর দ্বিতীয় পদক্ষেপ। প্রথম পদক্ষেপ 'কিশোর আলোচনা-চক্র' পূর্বেই চালু হয়েছে।

সাধুজন পাঠাগার। বনগ্রাম।

গত ১৬ই কার্তিক ১৩৭৩ বনগ্রামের দুই সুসন্তান নাট্যসম্রাট ৺দীনবন্ধু মিত্র ও অপরাজেয় কথাশিল্পী ৺বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণোৎসব পালিত হয়। ২৮শে কার্তিক সাধুপাঠমন্দিরে বিশ্বশিশুদিবস ও জওহর জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়।

গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ পাঠাগারের সভাপতি দেশরত্ন ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত মহাশয়ের ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমনে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে দেশরত্ন স্মৃতি বিজড়িত এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ডাঃ সুমন্ত নারায়ণ সেনগুপ্ত।

১৫ই অগ্রহায়ণ শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

নদীয়া

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার। কৃষ্ণনগর

তেইশ বছর আগে (বাং ১৩৫০ সালে স্থাপিত) অক্ষয় তৃতীয়ার পূণ্যতিথিতে এই পাঠাগারটি জন্মলাভ করে। গত ২০শে অক্টোবর স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত ডিটেকটিভ উপন্যাস ও রহস্য উপন্যাস বর্জিত এই পাঠাগারটি নিজস্ব ভবনে প্রতিষ্ঠিত হল। প্রাক্তন সহকর্মী একজন সহৃদয় পৃষ্ঠপোষক ও ছাত্র ছাত্রীদের অর্থসাহায্যে প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয়ে গৃহনির্মাণ সম্ভব হয়।

পুরুলিয়া

"বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির" গ্রামীণ গ্রন্থাগার।

গত ২৩শে নভেম্বর, বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দিরে'র বিংশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীসঞ্জীব উপাধ্যায়। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শ্রীধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী গ্রন্থাগারটির অগ্রগতি প্রসঙ্গে বলেন ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা ২৫৪, বালক-বালিকা এবং স্ত্রী সদস্যগণ বিনা চাঁদায় পাঠাগার ব্যবহার করবার সুযোগ পান। দৈনিক গড়ে ৪০ জন পাঠকপাঠিকা পাঠাগার ব্যবহার করেন। বেলা ২টা থেকে ৯টা পর্যন্ত পাঠাগার খোলা থাকে। গড়ে প্রতিদিন ২৫ খানা পুস্তক ইস্যু হয়। এ বছর যে কটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করা হয়েছে তার মধ্যে গ্রন্থাগার দিবস, বিশ্বশিশু দিবস, সমাজ শিক্ষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, নেতাজী জন্ম তিথি, রবীন্দ্র জন্মতিথি দিবস উল্লেখযোগ্য।

বর্ধমান

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার। জাড়গ্রাম

গত ১৪ই নভেম্বর পরলোকগত জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে "বিশ্বশিশু দিবস" অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে শিশুদের মধ্যে খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয় এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

*　　　　*　　　　*　　　　*

গত ১লা ডিসেম্বর পশ্চিমবাংলা সরকারের নির্দেশক্রমে "নিখিলভারত সমাজ শিক্ষা দিবস" পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে বয়স্ক নিরক্ষরদের নিজ নিজ নাম লেখা শিখাইবার জন্য জনশিক্ষার ক্লাস পরিচালনা করা হয়।

*　　　　*　　　　*　　　　*

গত ১৮ই ডিসেম্বর মাখনলাল পাঠাগারের ব্যায়াম বিভাগের পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যবিধান সভার সদস্য শ্রীপুরঞ্জয় প্রামাণিকের সভাপতিত্বে যোগেন্দ্রনাথ পণ্ডিত স্মৃতি ফলক স্থাপন ও শেখ আব্দুল গফুর চ্যালেঞ্জ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

*　　　　*　　　　*　　　　*

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ধীরেন্দ্র মোহন সেন সম্প্রতি পাঠাগার পরিদর্শন করেন এবং দরিদ্র ছাত্রদের জন্য পাঠাগারে পাঠ্য পুস্তক রাখার প্রস্তাব করেন।

নেতাজী পাঠাগার।

মামুদপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি। ভাণ্ডারহাটি। বর্ধমান।

গত ২০শে ডিসেম্বর মামুদপুর পল্লীমংগল সমিতির নেতাজী পাঠাগারের সভাগৃহে গ্রামবাসী, পাঠাগারের সভ্যগণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকগণ মিলিত হ'য়ে 'গ্রন্থাগার দিবস' উদযাপন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন গ্রামের প্রবীন চাষী শ্রীভুতনাথ ঘোষ এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উৎসাহী প্রধান শিক্ষক শ্রীঅনিল কুমার মণ্ডল। প্রধান অতিথি মহাশয় তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে গ্রাম্য গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও গ্রন্থ পাঠের উপকারিতা সম্পর্কে সবিশেষ আলোচনা করেন। সভায় পাঠাগারের সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে স্থির হয় যে, যাতে গ্রামবাসীগণের মধ্যে পুস্তকপাঠে আগ্রহ সৃষ্টি করা যায় সে জন্য এই পাঠাগারের সর্বাপেক্ষা বেশী পুস্তক পড়ুয়াকেও একটী পুরস্কার দেওয়া হবে।

মেদিনীপুর

জেলা গ্রন্থাগার। তমলুক।

জেলা গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত দুটি গবেষণামূলক প্রবন্ধের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থানাধিকারীদের জন্য দুটি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। প্রবন্ধ পাঠাবার শেষ তারিখ ৩১শে জানুয়ারী ১৯৬৭। প্রবন্ধ ফুলস্কেপ কাগজের একপৃষ্ঠায় বাংলায় লিখতে হবে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন।

১। পঞ্চানন মাইতি পুরস্কার নগদ ২০০ টাকা বা সমমূল্যের সামগ্রী। প্রতিযোগী

দের ন্যূনপক্ষে অনার্স গ্রাজুয়েট অথবা এম-এ ডিগ্রিধারী হতে হবে। বিষয়:-প্রাচীন তাম্রলিপ্তে কৃষি ও শিল্প।

২। হীরালাল মাইতি পুরস্কার-নগদ ১০০টাকা বা সমমূল্যের সামগ্রী। প্রতিযোগিতা সাধারণ গ্রাজুয়েটদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিষয়: প্রাচীন তাম্রলিপ্তের ভৌগলিক অবস্থান।

প্রবন্ধ পাঠাগার এবং অন্যান্য অনুসন্ধানের ঠিকানা জেলা গ্রন্থাগারিক, পো: তমলুক, জেলা-মেদিনীপুর।

শহীদ পাঠাগার। চৈতন্যপুর।

গত ১১ই জানুয়ারী শহীদ পাঠাগারের উদ্যোগে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর স্মৃতি দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এতদুপলক্ষে চৈতন্যপুর-সুতাহাটা অঞ্চলে সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশ্রী প্রমথনাথ মাইতি, বিশ্বপদ জানা, শচীনন্দন বেরা, হৃদয়নাথ দাস প্রভৃতি স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এতে অংশগ্রহণ করেন।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার, সিউড়ী,

সম্প্রতি সিউড়ীর শ্রীমহাদেব চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার পরলোকগতা মাতা কুন্দনলিনীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি আলমারী ও পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে ১০০১৲ এক হাজার এক টাকা দান করেছেন।

তিলপাড়ার শ্রীশ্রীদাম চন্দ্র ঘোষ মহাশয় ও তাঁহার ভ্রাতারা বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে দান করেছেন—৩০০০৲ তিন হাজার টাকা। উক্ত অর্থ State Bank এ আমানত আছে। উহার সুদ প্রতি বৎসর ২১০৲ টাকা পাওয়া যাবে। কেবলমাত্র সুদের টাকা প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীদামচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগত পিতৃদেব জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুস্তক ক্রয় প্রভৃতি কার্যে ব্যয়িত হ'বে।

গত ১৪ই জানুয়ারী, শনিবার সন্ধ্যায় রামরঞ্জন পৌরভবনে বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী পরলোকগত পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন ও প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত দীপনারায়ণ সিংহ মহোদয়।

সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয়। সহরের বহু বিশিষ্ট নাগরিক সভায় যোগদান করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী আভা নন্দী ও ইভা নন্দী।

সভান্তে গ্রন্থাগারের প্রেসিডেন্ট—জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি করগুপ্ত মহোদয়সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন

তুষার স্মৃতি গ্রন্থ নিকেতন ॥ শ্রীকৃষ্ণপুর ॥

শ্রীমান তুষারকান্তি পালের মৃত্যুদিবস ও গ্রন্থ-নিকেতনের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনাড়ম্বর পরিবেশে সুসম্পন্ন হয়।

প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন তমলুকের জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং মহিষাদলের বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীনির্মাল্য সুন্দর ঘোষ।

স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা নানা রকমের প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার মাধ্যমে সমবেত জনগণকে আনন্দ বিতরণ করে। পরিশেষে চা-জলযোগের আয়োজন উৎসবকে সম্পূর্ণতা দান করে।

৬ই ডিসেম্বর সর্ব ভারত সমাজ শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে সমাজসেবী শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র পাল গ্রামবালকদের সহায়তায় রাস্তা তৈয়ারী ও একটি পুষ্করিণীর সংস্কার করেন।

এই কার্যে উৎসাহ প্রদানে আগত ব্যক্তিগণ ছিলেন মহিষাদল ১নং ব্লকের বি, ডি, ও, ২নং ব্লকের জয়েণ্ট বি, ডি, ও, তমলুকের জেলা গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য প্রধানগণ। সভাপতি শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য ঐ দিবস পালনের তাৎপর্য সরলভাবে ব্যাখ্যা করে শ্রমদানে সকলকে উৎসাহিত করেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে এবং অতিথিবর্গকে জলযোগে আপ্যায়িত করে সভা সমাপ্ত হয়।

হাওড়া

সাত্রাগাছি পাবলিক লাইব্রেরী ॥ সাত্রাগাছি ॥

সাত্রাগাছি পাবলিক লাইব্রেরীর পঞ্চাশতম বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আগামী ৫ই মার্চ থেকে ৭ দিন এই লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালিত হবে। গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন 'বাণী নিকেতন হলে'র শিশির নাট্যমঞ্চে এই উৎসবের আয়োজন করা হবে। সুবর্ণ জয়ন্তী কমিটির আহ্বায়ক জানাচ্ছেন যে, এই উপলক্ষে তাঁরা একটি স্মারকপত্র প্রকাশেরও আয়োজন করেছেন।

হুগলী

বৈদ্যবাটি যুবক সমিতি ॥ বৈদ্যবাটি ॥

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে গত ১৮ই ডিসেম্বর থেকে ২৫শে ডিসেম্বর বৈদ্যবাটিতে অষ্টাহব্যাপী গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালিত হয়। এই উপলক্ষে প্রাচীন পুঁথি, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকার এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথম দিনে প্রদর্শনীটির উদ্বোধন ও সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ৺সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্মৃতি সভার আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয় দিন শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। তৃতীয় দিনে সমিতির নিজস্ব পুস্তক বাঁধাই বিভাগের উদ্বোধন ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন

করা হয়। চতুর্থ দিনে সমিতির শিশু বিভাগ ও 'ছন্দম' এর উদ্যোগে শিশু উৎসব পালিত হয়। পঞ্চম দিন পাঠচক্রের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তম দিনে মহিলা বিভাগের অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সমাপ্তি দিবসে আধুনিক কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৬৮ সালে এই সমিতির হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠান পালনের আয়োজন করা হচ্ছে।

জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ॥ চুঁচড়া ॥

গত ২০শে ডিসেম্বর হুগলী জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। গ্রন্থাগারিক শ্রীঅনিলকুমার দত্ত গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন ও এতদুপলক্ষে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীতারক দাস দীর্ঘাঙ্গী ছায়াচিত্র সহযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও প্রহ্লাদ পালা প্রদর্শন ও বর্ণনা করেন।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার।

গত রবিবার, ইং ১।১।৬৭ তারিখে শ্রীনীলমনি মোদকের সভাপতিত্বে পাঠাগার কর্তৃক ৪৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয়। এতদুপলক্ষে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সাংস্কৃতিক বিভাগের সম্পাদক, শ্রীকালিপদ সিংহ। পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস ১৯১৯ সনের ১লা জানুয়ারী থেকে অদ্যাবধি নেতৃবৃন্দের আলেখ্য, ও কার্যাবলীর বিভিন্ন তথ্যাদি প্রদর্শনীতে পেশ করা হয়।

সন্ধ্যা ৭টায় পাঠাগারকক্ষে সকল সভ্য ও দরদীগণের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাগাটী স্কুলের শিক্ষক এবং পাঠাগারের নবনির্বাচিত কোষাধ্যক্ষ শ্রীনীলমনি মোদক ৪৮টী দীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন।

সভার উদ্বোধনী ভাষণে পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭ বৎসরের এই ইতিবৃত্ত পাঠ করেন। এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতির জন্য তিনি সভ্য, দরদী-গণ এবং সরকারী ও বেসরকারী এবং আপামর জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি সরকারী সাহায্যের বিষয়টী সভায় উল্লেখ করে বর্তমান কালের উপযোগী পাঠাগারের উন্নয়ন ও সুপরিচালনায় সরকারের নিকট অধিকতর সাহায্যের জন্য আবেদন জানান।

সর্বশ্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, নিমাই নাথ, অসীম বিশ্বাস, দীনবন্ধু হাজরা প্রমুখ সদস্যগণও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয়ের ভাষণান্তে সভার সমাপ্তি হয়।

সভার শেষে সকলকে জলযোগে আপ্যায়ন করা হয়।

মহানাদ সাধারণ পাঠাগার। হুগলী।

গত ২৬শে জানুয়ারী মহানাদ সাধারণ পাঠাগার কক্ষে শ্রীযুত প্রভাচন্দ্র পাল (প্রত্নতত্ত্ববিদ্) মহাশয়ের সভাপতিত্বে "প্রজাতন্ত্র" দিবস পালন করা হয়।

সভায় বর্তমান স্বাধীন ভারতের সর্ববিধ উন্নতি, শান্তি এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আমাদের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার সহকর্মীদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান হয়।

শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী। শ্রীরামপুর

গত ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৬৬ সালে শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী হলে গ্রন্থাগার দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা অধ্যাপক সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারসমূহের অতীত ও বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা করে গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের দাবী করেন। তিনি বলেন, এর দ্বারা গ্রন্থাগারিকদের সামাজিক মর্যাদা, বেতন ও চাকুরীর শর্তাবলী উন্নত হ'বে।

শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীশুভ্রাংশু কুমার মিত্র হুগলী জেলায় 'ডে-ষ্টুডেণ্টস হোম খোলার উপর বিশেষ জোর দেন।' এ ছাড়া সম্পাদক শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী, শ্রীশিবপ্রসন্ন সরকার এবং শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইন্সটিটিউসনের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅজিতকুমার পাল প্রভৃতি "গ্রন্থাগার দিবসে"র তাৎপর্য সুষ্ঠুভাবে সকলের সামনে তুলে ধরেন।

News from Libraries.

বিঃ দ্রঃ। 'চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার' ও 'জেলা গ্রন্থাগার—তমলুক'-এর সংবাদ দু'টি যথাসময়ে ছাপতে না পারার জন্য আমরা দুঃখিত।

—সঃ গ্রঃ

পরিষদ কথা

কার্যনির্বাহক সমিতির পঞ্চম অধিবেশন

গত ১৫ই অক্টোবর ৩৩নং হুজুরীমল লেনে পরিষদ কার্যালয়ে কার্যনির্বাহক সমিতির পঞ্চম সভা হয়। শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু সভাপতিত্ব করেন। সভায় ১৩ জন উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় ২৪শে ও ২৯শে আগস্টের কার্যনির্বাহক সভার কার্যবিবরণী পঠিত ও গৃহীত হয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সমিতি কর্তৃক উপস্থাপিত বিগত শিক্ষণ সমাপ্তি পরীক্ষার ফলাফল সভায় গৃহীত হয়। শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী সহ পরিষদের কয়েকজন সদস্যের উত্তরবঙ্গের বিভিন্নস্থানে পরিষদের প্রচার কার্যের জন্য একটি সফরের প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। তদুদ্দেশ্যে ব্যয়নির্বাহের জন্য ১০০৲ টাকা অগ্রিম দেবার সিদ্ধান্ত হয়। ১৫৭ জন প্রার্থীকে পরিষদের নতুন সদস্যরূপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কার্যনির্বাহক সমিতির ষষ্ঠ অধিবেশন

১০ই ডিসেম্বর পরিষদ কার্যালয়ে কার্যনির্বাহক সমিতির ষষ্ঠ অধিবেশন হয়। এই সভায় ১৫ই অক্টোবরের কার্যবিবরণী গৃহীত হয়। বিভিন্ন উপসমিতির কার্যাবলীর পর্যালোচনা ও নথিভুক্তকরণ, ১৯৬৭ সালের বাজেট পাশ, ব্যাঙ্কে একটি নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা, পরিষদ অফিসের জন্য একটি লোহার ফাইল ক্যাবিনেট ক্রয় ও গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় ১১ জন উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু সভাপতিত্ব করেন।

কার্যনির্বাহক সমিতির সপ্তম অধিবেশন

৩১শে ডিসেম্বর পরিষদ কার্যালয়ে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে সপ্তম অধিবেশন হয়। ১৩ জন উপস্থিত ছিলেন। গত সভার কার্যবিবরণী গৃহীত হয়। সহ-কর্মসচিব শ্রীপার্থসুবীর গুহ, গ্রন্থাগারিক শ্রীনীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায় ও পরিষদের কর্মচারী শ্রীসুকুমার চৌধুরীর পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়। পরিষদের কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধির আবেদন বিবেচিত হয়। পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত একটি তারবার্তায় মাগ্‌গী ভাতা সম্পর্কে গজেন্দ্র গদকার কমিশনকে অবহিত করার যে প্রস্তাব পাওয়া যায় সে সম্পর্কে যথাবিহিত ব্যবস্থার জন্য শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরীকে অনুরোধ করা হয়।

পরিষদ কাউন্সিলের তৃতীয় অধিবেশন

গত ৩০শে ডিসেম্বর শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তের সভাপতিত্বে পরিষদ কার্যালয়ে পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন হয়। ২৪ জন উপস্থিত ছিলেন। গত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদিত হয়।

পরিষদের বিভিন্ন উপসমিতির কার্যাবলীর পর্যালোচনা প্রসঙ্গে সংগঠন ও সংযোগ সমিতির কর্মসচিব শ্রীচঞ্চল কুমার সেন বলেন যে, গ্রন্থাগার আইনকে জনপ্রিয় করার জন্য একটি পুস্তিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। দুর্গাপুরে এম এ এম ক্লাব পরিষদের সহযোগিতায় একটি শিবির শিক্ষণের প্রস্তাব পুনরায় পেশ করেছেন বলে তিনি জানান।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উপসমিতির কর্মসচিব শ্রীগোবিন্দভূষণ ঘোষ বলেন যে, শিক্ষণের সংশোধিত নূতন সিলেবাস প্রস্তুতির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অচিরেই তা কার্যনির্বাহক সমিতির বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হবে। তিনি আরও জানান যে, বর্তমান সপ্তাহান্তিক শিক্ষণ বিভাগে মোটামুটিভাবে ঐ সিলেবাস অনুসরণ করা হচ্ছে।

আয়-ব্যয় উপসমিতি, গ্রন্থাগার ও প্রকাশন উপসমিতি এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতির কর্মসচিবগণও তাঁদের স্বীয় কার্যাবলী বিবৃত করেন।

পরিষদের গৃহনির্মাণকার্য প্রসঙ্গে কর্মসচিব শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় জানান যে, প্রস্তাবিত নক্সা অচিরেই অনুমোদিত হয়ে যাবে।

আয়ব্যয় উপসমিতির কর্মসচিব শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬৬ সালের সংশোধিত বাজেট এবং ১৯৬৭ সালের প্রস্তাবিত বাজেট সভায় উপস্থাপিত করেন।

১৯৬৬ সালের সংশোধিত বাজেটে পূর্ব প্রস্তাবিত বাজেটে অনুমোদিত যে-সব খাতে বরাদ্দ অর্থ কার্যতঃ অতিক্রম করতে হয়েছে তা এই সভায় অনুমোদিত হয়। ১৯৬৭ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে ইয়াসলিকের সদস্যপদ গ্রহণের জন্য অতিরিক্ত ৩৫৲ টাকা মঞ্জুর করা হয়।

সোনারূপার মূল্য এবং কারিগরি ব্যয় ইদানিং বর্ধিত হওয়ায় পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান-শিক্ষণ পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারীকে প্রদেয় মৃণীন্দ্রদেব রায় পদক বাবদ মোট ৭৫৲ টাকা ধার্য করা হয়।

স্বর্গত ৺তিনকড়ি দত্তর স্মৃতি রক্ষার্থ পরিষদ প্রকাশিত 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় মুদ্রিত প্রতিবৎসরের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারকে অনধিক ৭৫৲ টাকা মূল্যের একটি পদক বার্ষিক সাধারণ সভায় দেবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ নির্বাচনের জন্য প্রতিবৎসর পাঁচজন ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠনের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তটি ১৩৭৩ সাল থেকে রূপায়িত করবার সিদ্ধান্তও এই সভা গ্রহণ করেন।

অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৬৭ সালের প্রস্তাবিত বাজেট সভায় গৃহীত হয়।

একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের স্থান নির্বাচন প্রসঙ্গে কর্মসচিব জানান যে হলদিবাড়ী পি. ভি. এন. এন. ক্লাব অসুবিধা থাকায় বর্তমান বৎসরে ঐস্থানে সম্মেলন আহ্বান করতে তাঁদের অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। স্থির হয়, যে সব জেলায় সম্প্রতিকালে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি সেই সব জেলা থেকে কোনও আমন্ত্রণ না এলে 'সাধুজন পাঠাগারে'র ব্যবস্থাপনায় আগামী সম্মেলন চব্বিশ-পরগণা জেলার বনগ্রামে অনুষ্ঠিত হবে।

সম্মেলনে মূল সভাপতি-পদ গ্রহণ করার জন্য যথাক্রমে ডঃ ত্রিগুণা সেন, ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ এবং ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যকে অনুরোধ করা হবে।

পঃ বাংলার বিগত তিনটি পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় সরকার প্রবর্তিত গ্রন্থাগারগুলির কর্মতৎপরতার মূল্যায়ন এবং সেগুলি থেকে জনসাধারণের অধিকতর ও পরিপূর্ণ উপকার প্রাপ্তি সম্পর্কে আগামী সম্মেলনে একটি মূল আলোচ্য প্রবন্ধ উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সর্বশ্রী রামরঞ্জন ভট্টাচার্য ও অনিলকুমার দত্তর সহযোগিতায় মূল প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রস্তুত করার জন্য শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরীকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

সম্মেলনের টেকনিক্যাল বিষয়ক অধিবেশনে পঃ বাংলার গ্রন্থ উৎপাদনের ধারা ও আদর্শমান সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। সর্বশ্রী সুনীলবিহারী ঘোষ ও বাণী বসুর সহযোগিতায় প্রবন্ধটি রচনার দায়িত্ব শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর ন্যস্ত হয়। এই অধিবেশনে কলিকাতায় কোনও বিশিষ্ট প্রকাশককে সভাপতিত্ব করবার অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সম্মেলন আগামী মার্চ অথবা এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়।

শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল প্রস্তাব করেন যে, সম্মেলনের কার্যকাল অতিরিক্ত এক দিন বর্ধিত করা হোক। প্রস্তাবটি আর্থিক ও ব্যবস্থাপনার দিক থেকে বর্তমানে কার্যকর নয় বলে সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয়।

সম্মেলন সংখ্যা

একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ৮।৯ এপ্রিল বর্ধমানের শ্রীখণ্ডে অনুষ্ঠিত হবার কথা হচ্ছে। 'গ্রন্থাগার'-এর চৈত্র সংখ্যাটি সম্মেলন সংখ্যা রূপে প্রকাশ করা হবে। 'সম্মেলন সংক্রান্ত বিবরণী' ছাড়াও এতে কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধ ছাপানো হবে। সম্মেলন সম্পর্কে উপযোগী প্রবন্ধাদি ৩১শে মার্চের মধ্যে পাঠাতে অনুরোধ করি। —সঃ গ্রঃ।

একটি আবেদন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গৃহনির্মাণ তহবিলের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিগত সদস্য ও প্রতিষ্ঠানগত সদস্য এবং সকল শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মী ও জনসাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য ও অর্থ সংগ্রহে সহযোগিতা করিতে আহ্বান জানায়।

কর্মসচিব—
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

পশ্চিমবঙ্গের জনশিক্ষা অধিকর্তা মহোদয়ের পত্র

গত ২০শে ডিসেম্বর স্টুডেন্টস হলে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর নকল পশ্চিমবঙ্গ জনশিক্ষা অধিকর্তার নিকট পাঠানো হয়েছিল তার উত্তরে ঐ দপ্তর থেকে পরিষদের নিকট যে উত্তর এসেছে সকলের অবগতির জন্য আমরা তার যথার্থ প্রতিলিপি প্রকাশ করছি :

GOVERNMENT OF WEST BENGAL, EDUCATION DIRECTORATE.

No. 4425 SC/P Calcutta, the 30th December, 1966

From : THE DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION,
WEST BENGAL·

To : The Secretary,

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION,
33, Huzurimull Lane, Calcutta-14

Dear Sir,

The undersigned is directed to acknowledge your letter No. 1992/66 dated the 24th December, 1966 forwarding a copy of the resolutions adopted at a meeting of the Association held on 20-12-66 on the occassion of the Library Day Celebration.

The undersigned is also directed to forward the following information for your guidance :

1) Spread of literacy has already been acknowledged as an urgent project of the State.

A Pilot Project Scheme of Adult Literacy has been introduced in 15 Districts (excepting Calcutta) of West Bengal.

500 One-Teacher Pathsalas have also been established in backward areas of West Bengal for eradication of illeteracy.

A District-wise literacy test has been organized every six months. The first test has already been given.

The Voluntary Organizations and Students' Unions when they choose their area of operation is being helped by the Government to the extent of supplying reading materials.

The teaching is to be done Voluntarily.

You may kindly advise such organization (if and when they approach you) to see the District Social Education officer concerned.

2) There is a proposal of establishing more Day Students' Homes in Calcutta (particularly in the Northern part of the City). A proposal of establishing Day Students' Homes attached to the District Libraries is also being explored.

3) It is understood that the National Advisory Board of Libraries will be considering the Model Library Act prepared by the Government of India for adoption in the States.

4) The pay scales of all categories of Librarians have been revised and a proposal for further revision is under consideration of the Government. We hope that after this revision the librarians will be placed at per with the equally qualified teachers of aided schools.

Yours faithfully,
S/D. A. K. SEN.
For Director of Public Instruction
West Bengal.
30.12 66.

গ্রন্থাগার কর্মীদের মহার্ঘভাতা ইত্যাদি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের জনশিক্ষা অধিকর্তার নিকট স্মারকলিপি পেশ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কর্মীদের সমতুল্য মহার্ঘভাতা, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ীভাড়া ভাতা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সুযোগ এবং শিক্ষা সম্পর্কিত সুযোগাদি ইত্যাদি রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য দাবী করে একটি স্মারক লিপি গত ১৯-১-১৯৬৭ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের জনশিক্ষা অধিকর্তার নিকট পেশ করা হয়। ঐ স্মারকলিপিতে এই সব দাবীগুলি অবিলম্বে কার্যকরী করার জন্য অনুরোধ জানান হয়।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ইত্যাদি সম্পর্কে ইউ জি সি-র নিকট পত্র

চতুর্থ যোজনাকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য কি বেতন হার চালু হচ্ছে (এই সম্পর্কে পূর্ববর্তী ইউ জি সি সাকুলারটি তৃতীয় যোজনাকাল অবধি চালু ছিল) তা জানতে চেয়ে ইউ জি সির নিকট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ এবং ১০ই ডিসেম্বর ১৯৬৬ তারিখে দুটি চিঠি দেওয়া হয়, এই চিঠি দুটির উত্তরে ইউ জি সির সম্পাদক ২০শে জানুয়ারীর এক চিঠিতে জানান যে চতুর্থ যোজনাকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বৃত্তিকুশলী কর্মীদের জন্য একটি বেতনক্রম ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন আছে। এই সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল তা জানতে চেয়ে ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি চিঠি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে।

Association notes.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৬, সংখ্যা ১১ | ১৩৭৩, ফাল্গুন

॥ সম্পাদকীয় ॥

সরকার প্রবর্তিত গ্রন্থাগারগুলির কর্মতৎপরতা

ভূমিকা

বাংলাদেশের বহুত্র গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইলেও, সর্বস্তরের মানুষের জীবনে গ্রন্থাগার এখনও অপরিহার্য হইয়া উঠে নাই। সীমিত সংখ্যক সাক্ষর নরনারীই মাত্র গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়া থাকেন। গ্রন্থাগারগুলি এখনও প্রধানতঃ জ্ঞান-আহরণের কেন্দ্র না হইয়া অবসর বিনোদনের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ফলে দেশের কৃষি-শিল্প, ধর্ম-অর্থ, বিজ্ঞান-সাহিত্য, স্বাস্থ্য-সামগ্নিক সমস্যা প্রভৃতির উন্নতি ও সমাধানে গ্রন্থাগার যথোচিত প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে না। অবসর যাপনের নির্দোষ উপায় হিসাবে গ্রন্থাগারের যতই গুরুত্ব থাকুক না কেন, জাতির সঠিক উন্নতিতে ইহার যথোচিত অবদান না থাকিলে গ্রন্থাগার সমুন্নতির জন্য জনসাধারণ তথা রাষ্ট্রকে উদ্বুদ্ধ রাখা সহজ হইবে না।

জনশিক্ষা প্রচারে গ্রন্থাগার

শতকরা প্রায় সত্তরজন লোক যেখানে অক্ষরজ্ঞান বর্জিত সেখানে জনশিক্ষায় যথোচিত ভূমিকা গ্রহণ করা গ্রন্থাগারের পক্ষে সহজসাধ্য কাজ নহে। গ্রন্থাগারগুলিকে উন্নতিমূলক কার্যের মূল কেন্দ্ররূপে সুগঠিত করিতে হইবে। গ্রন্থাগারগুলিকে আপন অঞ্চলের মানুষকে অক্ষরজ্ঞান সংগ্রহ করিতে উদ্বুদ্ধ করিতে এবং অক্ষরজ্ঞান অর্জনে সহায়তা করিতে তৎপর হইতে হইবে, অন্যদিকে সভা-সমিতি, পুস্তকপাঠ, যাত্রা-অভিনয়, প্রদর্শনী প্রভৃতির আয়োজন করিয়া দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক প্রশ্নগুলির যথাযথ সমাধান বুঝিতে সাহায্য করিতে হইবে। আপন চেষ্টায় প্রত্যেক ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের সর্বাধিক সুবিধা পাউক ইহা যেমন গ্রন্থাগারের সাধারণ লক্ষ্য, তেমনই বিপুল সংখ্যক অক্ষর-জ্ঞান বর্জিত ব্যক্তিও দেশের সমুন্নতির জন্য যথাযথ জ্ঞান লাভ করুক ইহা দেখাও বর্তমান অবস্থায় আমাদের দেশের গ্রন্থাগারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

সমন্বিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (Intergrated Library System) প্রচলন করিতে পারিলে এই সমস্ত কার্যাবলী বৃহত্তর অঞ্চল ভিত্তিক করিয়া সংগঠন করা যায়। প্রতি-অঞ্চলের জন্য একটি করিয়া অভিনয় দল, প্রতিবিষয়ের বিশেষজ্ঞ, ছবি দেখাইবার বা প্রদর্শনীর আয়োজন থাকিলে অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত তাবৎ গ্রন্থাগারই এই বিষয়ে উপকৃত হইতে পারে। স্থানীয় উৎসাহ কম হইয়া পড়িলে আঞ্চলিক কেন্দ্রের উৎসাহ সেখানে নূতন কার্যধারা প্রবর্তন করিতে পারে এবং পরিশেষে প্রতি অঞ্চলের মধ্যে একটি শোভন প্রতিযোগিতার ভাব সৃষ্টি হইয়া সমস্ত অঞ্চলের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

বস্তুতঃ আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি যে যথোচিত ফললাভ করিতে পারে নাই, ব্যক্তি-মানুষের যথোচিত সহাযাগিতার অভাব তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। "দেশ গ'ড়তে মানুষ চাই, আর মানুষ গ'ড়তে শিক্ষা চাই" এই দুইটি নীতির প্রতি যথোপযুক্ত গুরুত্ব না দেওয়ায় গ্রন্থাগারেরই নহে সমস্ত দেশেরই উন্নতি বহুলাংশে ব্যাহত হইয়াছে।

সহযোগিতা ও সমন্বয়ের গুরুত্ব

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী সময়ে দেশের সরকার প্রধানতঃ কল্যাণ রাষ্ট্র সংগঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার মধ্যেই ইহার সমস্ত প্রয়াস সীমাবদ্ধ নাই। উন্নয়নমূলক বহু বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার কোন কোন বিভাগ নিয়মিত প্রচার-পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু জনসাধারণের সহিত সহযোগিতার তাদৃশ ব্যবস্থা না থাকায়, এই সমস্ত বিভাগীয় কার্যাবলী গণ-সহযোগিতার অভাবে আশানুরূপ ফলপ্রসূ হইতেছে না। গ্রন্থাগারগুলিকে সংবাদ-সরবরাহের কেন্দ্র করিয়া সংগঠনের প্রয়োজন আজ বিশ্বের সর্বত্র অনুভূত হইতেছে। কিন্তু আমাদের মত অবস্থার দেশে ইহাকে কল্যাণমূলক কার্যের প্রধান প্রচার-কেন্দ্ররূপে পরিগণনারও সময় আসিয়াছে।

গ্রন্থাগারকে আজ কেবলমাত্র শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত না রাখিয়া সরকারের সমস্ত বিভাগের কার্যের সমন্বয় ও সহযোগিতার দায়িত্ব দিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। বস্তুতঃ সরকারের পক্ষ হইতে গ্রন্থাগার আজ একটি পৃথক বিভাগরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত। ইহার দায়িত্ব আজ জনকল্যাণের প্রতিটি বিভাগে বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত করিতে হইবে। যতদিন কেবলমাত্র শিক্ষাবিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া গ্রন্থাগার-গুলিকে দেখা হইবে, ততদিন অন্যান্য বিভাগের বহু প্রচেষ্টা জনসহযোগিতা ও যথোচিত প্রচারের অভাবে ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

যথোচিত পুস্তক প্রকাশ

বাংলা ভাষায় কুটিরশিল্প, কৃষি, স্বাস্থ্যরক্ষা, অর্থনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি বিষয়ে পুস্তকের বিশেষ অভাব আছে। কোন কোন বিষয়ের স্কুল বা কলেজ পাঠ্য পুস্তক থাকিলেও

(৫০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রেখাচিত্র ঃ জনসাধারণের রুচি (২)

লেখক—ভিল্‌হেল্‌ম্‌ হাউফ

অনুবাদক : রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

[মূল জর্মন থেকে অনূদিত]

লেণ্ডিং লাইব্রেরী খুলতে দেখা গেল পরিচারক ও সুন্দরী পরিচারিকার দল সার দিয়ে অপেক্ষা করছে। আমি ভাবলাম, "যে সব লেখকদের বইয়ের দ্বিতীয় বা তৃতীয় খণ্ড পড়বার জন্য পাঠক আকুল হয়ে বসে থাকে, আমি যদি সেইসব লেখকদের একজন হতে পারতাম!" দুর্ভিক্ষের সময় রুটিওয়ালা যেমন গম্ভীর মুখে জনসাধারণের মধ্যে রুটি বিলি করে, গ্রন্থাগারিকও তেমনি বইয়ের খণ্ডগুলিকে গম্ভীর মুখে বিলি করছে। আমি বইয়ের খণ্ডগুলির দিকে হিংসাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখছিলাম। গ্রন্থাগারিক উদগ্রীব পাঠকদের বই বিলি করে তাদের মন শান্ত করল এবং প্রত্যেকের পাঠের মূল্য সংগ্রহ করে খাতায় তুলল। এবার আমি তাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি। প্রশ্নটি বহুক্ষণ থেকে আমার মন থেকে অধরে ছোটাছুটি করছিল। প্রশ্নটি হচ্ছে, "পাঠক কি পড়তে চায়?"

গ্রন্থাগারিক উত্তর দিল, "পাঠকের রুচি রকমারি। খাদ্যের স্বাদের মত। কেউ চায় মিষ্টি; কেউ চায় নন্‌তা। কেউ চায় সমুদ্রের মাছ, কেউ চায় ঝিনুক আর ইটালীর ফল। আবার এমন অনেক আছে যারা চায় গেরস্ত ঘরের সাদাসিধে খাওয়া। তবে সকলের রুচির একটা জায়গায় মিল আছে। সকলেই ভালো খেতে চায়।"

—"অর্থাৎ?"

—"সকলেই চায় খেয়ে আনন্দ পেতে, তবে নিজের নিজের রুচি অনুযায়ী।"

—"তা হলে রাঁধুনী হবে কে? কে এমন রকমারী রুচি অনুযায়ী সুস্বাদু রান্না করবে? মানুষের পক্ষে কেমন করে সকলকে, অন্তত: বহুলোককে সন্তুষ্ট করা সম্ভব। তা হলে তুমি কি বলতে চাও এইখানেই লেখকের কৃতিত্ব?"

—আমরা ভাবি মানুষের রুচিটা অভ্যাস, কিন্তু তা সত্যি নয়। মানুষের পাঠের রুচিকে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করে সাময়িক রীতি, আর লেখকরা যদি মাঝে মাঝে লেণ্ডিং লাইব্রেরীতে আসেন, তাহলে অনেকেই বুঝতে পারেন তাঁদের লেখায় কিসের অভাব এবং কিসের প্রাচুর্য। যিনি নামকরা নাট্যকার হতে চান তাঁর প্রয়োজন হচ্ছে দর্শকের সঙ্গে এক সঙ্গে বসে নিজের বইয়ের অভিনয় দেখা এবং লক্ষ্য করা দর্শকের উপর তার নাটকের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হচ্ছে।"

লোকটি আমায় তার মনের কথাই বললেন, কারণ বহুদিন থেকে আমার মনও যেন কানে কানে বলছিল, "জনসাধারণের মন বোঝবার জন্যে লেণ্ডিং লাইব্রেরীর শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন।"

গ্রন্থাগারিক দুঃখভরা কণ্ঠে বললে, "দেখছেন, ঐ সুন্দর বইগুলির সারি। কী সুন্দর সাদা পার্চমেণ্টে বাঁধান বলুনতো, মনে হয় যেন একেবারে নতুন, পাঠক যেন হাতমোজা পরে বইগুলিকে ধরে তবে পড়ছে। কে বলুনতো ঐ বইগুলির লেখক? যাঁকে জনসাধারণ একেবারে ভুলে গেছে—লেখক নিশ্চিন্ত হয়ে একধারে পড়ে রয়েছেন?"

আমি বল্লাম, "বইগুলি নিশ্চয় ভ্রমণকাহিনী না হয় প্রাকৃতিক ইতিহাস।"

গ্রন্থাগারিক উত্তর দিলে "না, প্রকৃতির ইতিহাস আমরা রাখিনা। না—ঐ বইগুলির লেখক হলেন Jean Paul."

"কি বল্‌লে!" আমি চিৎকার করে বললাম "Jean Paul! তাঁর তো অমর হয়ে থাকা উচিত। তাঁর মত লেখককে লোকে এর মধ্যে ভুলে গেল! তাঁর বইয়ের মধ্যে তো সকল স্বাদের সম্মেলন হয়েছে যা মানুষকে আনন্দ দিতে পারে। তাঁর লেখার মধ্যে আছে গাম্ভীর্য, কৌতুক, করুণা, বিদ্রূপ, ভাবাবেগ ও ভাঁড়ামী।"

"কে তা অস্বীকার করছে বলুন", বেঁটে মানুষটি বলেন, "বিভিন্ন রুচিকে পরিতৃপ্ত করবার জন্যে সব কিছুই তাঁর লেখার মধ্যে আছে কিন্তু তিনি রাঁধবার উপকরণ গুলিকে ভালোভাবে কুঁচিয়ে, ভালোভাবে মেশাতে পারেন নি এবং রাঁধবার শেষে ঠিকমত সম্বরা (Sauce piqraute) দিতে পারেননি। রাঁধলেন বটে, পাঠক তাঁর রান্নার স্বাদ নিয়ে তারিফও করল, কিন্তু বেশীদিন তা পাঠকের মুখে রুচলোনা। তার রান্নার একঘেয়ে Style টা পাঠক বেশীদিন বরদাস্ত করতে পারেনা। ফলে থালায় খাবার সাজানই পড়ে রইলো, কেউ তা আর স্পর্শ করেনা। কেবল কয়েকজন পেটুক পাঠক, না হয় কয়েকজন ধুরন্ধর জ্ঞানী ব্যক্তি মাঝে মাঝে এক একখানা খণ্ড বাড়ি নিয়ে যায় এবং এখান থেকে সেখান থেকে কিছু কিছু স্বাদ নেবার চেষ্টা করেন। সত্যি কথা বলতে কি, আমি এবং আমার পাঠকেরা ও বইগুলির কিছুই বুঝে উঠতে পারিনা! ঐ কোণে দেখছেন একসারি সুন্দর নীল রংএর বই। ঐ বইগুলি হলো Herder-এর রচনাসম্ভার। ইনিও—ঐ দেখুন, একটি জীবন্ত উদাহরণ এদিকেই আসছে। কুমারী Rose Milben-কে আপনি চেনেন তো?"

"নিশ্চয়! তাঁর সঙ্গে আমার প্রায় দেখা হয়। খুব পড়াশোনা করেন, রুচিসম্পন্না, অনুভূতিশীল, মূর্তিমতী সরলতা, এক কথায় রমণী সমাজের আদর্শ।

"দেখুন, Rosa Milben-এর পরিচারিকাই এদিকে আসছে। আপনি Rosa Milben-এর পাঠের রুচির সম্যক পরিচয় পাবার সুযোগ পাবেন।"

আমি বল্লাম, "তাঁর রুচির কতকটা অন্দাজ করা কিছু অসম্ভব নয়। তিনি নিশ্চয় Jakob-এর Frauen Spiegel (রমণী সমাজে আয়না) ধরণের বই পড়তে ভালো বাসেন। না হয় Tiedge-এর Urania, না হয় Agathokle-এর Karoline Pichler তাঁর রুচি অনুযায়ী হবে।"

"আপনি চুপচাপ একপাশে বসে থাকুন। এখনি আমরা কুমারী Milben-এর পাঠরুচির রীতিমত পরিচয় পাবেন।"

তার কথামত আমি মঞ্চ থেকে একখানা বই টেনে নিয়ে যেন একমনে পড়ছি এমনিভাব দেখিয়ে এক কোণে বসে রইলাম। পরিচারিকা প্রবেশ করল। গ্রন্থাগারিককে তার মনিবের দেওয়া ধন্যবাদ দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—"১৬২৯ নম্বরের বইখানি পাওয়া যাবে ?"

গ্রন্থাগারিক একবার মঞ্চের দিকে চেয়ে বললে, "বেরিয়ে গেছে। তবে তোমার মনিবকে এই নম্বরের বইখানি দেবার জন্যে নিয়ে যাও, তাঁর খুব ভালো লাগবে।" পরিচারিকা বইখানি নিয়ে চলে গেল।

'আমি চিৎকার করে বললাম "শিগ্‌গীর একখানা Catalog। আমি দেখতে চাই ১৬২৯ নম্বরের বইখানি কি বই।"

গ্রন্থাগারিক বিদ্রূপের হাসি হাসতে হাসতে আমার দিকে একখানা পুরান তালিকা এগিয়ে দিলে। তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে গেলাম। বিস্ময়ে যেন আমার হৃদ্‌স্পন্দন থেমে গেল। ১৬২৯ নম্বরেরর বইখানি হচ্ছে Leben und meinumgen Erasmus Schleichers von Cramer (—এর জীবনী ও মতামত। "কি আশ্চর্য! এ অশ্লীল বইখানা কুমারী Milben-এর মত মেয়ের ভালো লাগল! ঐ সুরুচিসম্পন্না মহিলা এই নোংরা বই পড়ে! এই বই পড়বার রুচি হয় কারো ? না, না, নিশ্চয় ভুল হচ্ছে, নম্বরটি নিশ্চয় ভুল করে লেখা হয়েছে।"

"না মশাই না, মোটেই ভুল করে লেখা হয়নি। আপনি মানুষকে সহজেই ভালো মনে করেন। এই নিন, এই কাগজখানা আমি পরিচারিকার সাজি থেকে তুলে নিয়েছি। তা দেখুন, বইখানা Erasmus Schleicher-এরই বই। Nocitur ex Socio বন্ধুদের দেখে ব্যক্তিকে জানা যায়। কাগজের উপর আরও কতগুলি নম্বর লেখা আছে। দেখুন, আপনার মূর্তিমতী সরলতা, সুরুচিসম্পন্না কুমারী Milben কোন্ কোন্ লেখককে ভালোবাসেন।"

আমি কাগজখানা নিয়ে দেখলাম উপরে লেখা রয়েছে "fur Fraulein Rosa অর্থাৎ কুমারী Rosa'র জন্য, নীচে কতগুলি নম্বর লেখা। আমি একে একে নম্বরগুলি মেলাতে লাগলাম! ১৫৮৫ Deutsche Alcibaid; ২১৩৯ der Geiot Erichs von Sicklingen und seine erlosung, ২৯৯৫ Historie ohne Fitel, ১৫৪৪ Bhutschatz von H. Clauren…না, না, এ ধরনের গোপনীয় সংবাদ ঘেঁটে দেখা ভীষণ বিরক্তিকর। কোন লেখকই Erasmus Schleicher অপেক্ষা ভালো নয়। ও মেয়েটা কত বড় hypocrite (ভণ্ড), এই হলো তার পাঠ। আমি ভেবেছিলাম, ধর্ম সম্বন্ধীয় বই পড়ে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়।"

"সত্যি কথাই বলেছেন, আমাদের মেয়েদের মধ্যে বেশীর ভাগই hypocrite। অশ্লীল বই-ই এদের পড়তে ভালো লাগে। আরও কি জানেন, এইসব অশ্লীল বই সম্বন্ধে কথা না কওয়াকেও আবার তারা ভণ্ডামী বলে।"

"হায় ভগবান! ভালোভাবে মানুষ হয়েছে এমন লোকেরাও কেন যে এধরনের বই পড়ে তা বলতে পারিনা। আবার সে সব বই সম্বন্ধে গল্প করতেও তাদের লজ্জা হয়না!

"কেন?" বললে বইয়ের রাজ্যের মানুষটি, "কেন? এইটাই হলো সাময়িকী রুচি।"

The Sketches : 2. Public taste
By Wilhem Hauff (Skizzen—II. Geschmack des Publikums) tr. from the original German by Raj Kumar Mukerji.

পুথি-পত্রের শত্রু ঃ ছত্রাক (২)

পঙ্কজকুমার দত্ত

ছত্রাক আক্রান্ত পুঁথি-পত্রের পরিচর্যা ও পরিশোধন ঃ

ছত্রাক আক্রমণের একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় খালিচোখে বিশেষ কিছুই বোঝা যায় না। প্রাথমিক পর্যায়ের শেষের দিকে কিন্তু এগুলি খালি চোখে দিব্যি দেখা যায়—সাদা রোমশ বস্তু চাকা চাকা দাগের মত কাগজের ওপরে এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকে। বইপত্রের উপর ছত্রাক যদি একবার আস্তানা গাড়তে পায় তাহলেই হু হু করে বাড়তে থাকে এবং সব বইপত্র অচিরে ছেয়ে ফেলে। আর্দ্র আবহাওয়াই যত অনিষ্টের মূলে এজন্য ছত্রাক অধ্যুষিত ঘরে প্রথমেই অতিরিক্ত আর্দ্রতা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। অবশ্য তার আগে ছত্রাক আক্রান্ত বস্তুগুলিকে আলোবাতাসযুক্ত অন্য একটি ঘরে স্থানান্তরিত করে নরম ব্রাশের সাহায্যে ছত্রাকগুলি ঝেড়ে ফেলার পর প্রথাসিদ্ধ রীতিতে শোধন করতে হবে। শোধন পদ্ধতি পরে আলোচনা করা হয়েছে। যদি অল্প কয়েকটি বইয়ে সামান্য রকমের ছত্রাক আক্রমণ হয়ে থাকে তাহলে সেইক'টি মাত্র স্থানান্তরিত করলেই চলবে। অবশ্য ঘরটি একেবারে খালি করে নির্বীজনের ব্যবস্থা করতে পারলে খুবই ভাল হয়। এবার আর্দ্রতা কমাবার দিকে নজর দিতে হবে। যদি কোন দুর্ঘটনাবশতঃ বিপর্যয় ঘটে থাকে তবে প্রয়োজনীয় আশু মেরামতির ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করা দরকার। আর্দ্রতা কমাতে সর্বপ্রথম করণীয়ঃ ঘরে যথেষ্ট বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করুন। এজন্য জানলা দরজা খুলে দিতে হবে। ঘরে স্থায়ী বৈদ্যুতিক পাখা থাকলে সেগুলি চালিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজন বোধে সাময়িকভাবে কিছু বাড়তি বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা করা দরকার। নিরুদক বস্তুর ব্যবহারে আর্দ্রতা হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ ত্বরান্বিত হবে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঘরে যদি ছত্রাক আক্রান্ত কোন পুঁথিপত্র না থাকে তাহলে দু'একটি হিটার জ্বেলে দেওয়া যেতে পারে। শীতকালে ব্যবহারের জন্য গরম বায়ু উদ্গীরণশীল বিশেষভাবে নির্মিত একধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্র (বৈদ্যুতিক চুল শুকাবার যন্ত্রের বৃহৎ সংস্করণ বিশেষ) পাওয়া যায়—সেগুলিও হিটারের বদলে ব্যবহার করা যেতে পারে। [আমাদের দেশে উষা কোম্পানী (Joy Engineering Co.) এই ধরণের যন্ত্র বাজারে ছেড়েছেন]। ছত্রাক আক্রান্ত পুঁথিপত্র ঘরে থাকলে ঘরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে ঘর শুকাবার কোন চেষ্টা একেবারে চলবে না, অন্যথায় হিতে বিপরীত হবে, ছত্রাক অসম্ভব দ্রুত গতিতে বেড়ে উঠবে।

ঘর-নির্বীজন ঃ ছত্রাক আক্রান্ত ঘরের বইপত্র অন্য ঘরে স্থানান্তরিত করে ঝেড়ে-পুঁছে শোধন করতে যথেষ্ট সময় লাগে—তাড়াতাড়ি বিকল্প ঘরের ব্যবস্থা করও

সম্ভব হয়ে ওঠে না সব সময়। অথচ প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা না করলে হু হু করে ছত্রাক ছড়িয়ে পড়ে। এই সব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে আক্রান্ত পুঁথিপত্র স্থানান্তরিত না করে ঐ ঘরে রেখেও প্রাথমিক শোধন করার পক্ষপাতী। ঘরশোধন বা নির্বীজনের জন্য ফরমালডিহাইড বাষ্প (formaldehyd vapour) ব্যবহৃত হয়। এই বাষ্পের সহিত প্রতিক্রিয়ায় জান্তব প্রোটিন সমৃদ্ধ বস্তু শক্ত হয়ে পড়ে এইজন্য পার্চমেণ্ট, ভেলাম বা অন্যান্য চামড়ার বস্তুর সহিত এই বাষ্পের সংস্পর্শ না ঘটাই বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থাগারে চামড়া-বাঁধাই বইয়ের সংখ্যা কম নয় এবং চামড়ার উপরে সহজেই 'ছাতা' লাগে। কাজেই রাশি রাশি ছাতা ধরা চামড়া-বাঁধাই বইয়ের ক্ষেত্রে এই ক্ষতিটুকু সহ্য না করে উপায় নেই।

পরিশোধন পদ্ধতি : প্রথমে ঘরের সকল জানলা, ভেন্টিলেটার, বা অন্যান্য যোগাযোগ পথ ভালভাবে বন্ধ করে দিতে হবে। তারপর বড় এনামেল বা পোর্সিলেন পাত্রে দানাদার পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট রেখে শতকরা চল্লিশভাগ জলমিশ্রিত ফরমালডিহাইড [বাজারে এটি ফরমালিন (formaline) নামে বিক্রীত হয়] ঢেলে দিয়েই ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিতে হবে। পারম্যাঙ্গানেটের সহিত প্রতিক্রিয়ায় নির্গত তাপে ফরমালডিহাইড বাষ্পে পরিণত হয়ে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। মোটামুটি 300 ঘনমিটার আয়তনের জন্য 450 গ্রাম ফরমালিন এবং 170 গ্রাম পটাশ-পারম্যাঙ্গানেট প্রয়োজন। খুব বড় ঘরের ক্ষেত্রে একাধিক পাত্র ব্যবহার করা দরকার এবং ঘরের বিভিন্নস্থানে এগুলি এমনভাবে রাখতে হবে যাতে ফরমালডিহাইড বাষ্প ঘরের সব অঞ্চলে অবাধে পৌঁছুতে পারে। চব্বিশঘণ্টা পরে সব দরজাজানলা খুলে মুক্ত বাতাস চলাচলের দ্বারা বাষ্প বের করে দেওয়া দরকার। এটি খুবই ঝাঁঝাল ; জানলা দরজা খুলে দেবার পর ঘরের মেঝেতে লঘু এমোনিয়াদ্রবণ অল্প ছিটিয়ে দিলে ঝাঁঝ চলে যাবে। অ্যামোনিয়ার সঙ্গে ফরমাডিহাইড বাষ্পের ক্রিয়ায় গন্ধহীন হেক্সামিথিলিন ট্রেটামিন তৈরী হয়। বিকল্প বস্তু হিসাবে প্যারাফরমালডিহাইড ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু এটি পারম্যাঙ্গানেট সহযোগে প্রয়োগ করা চলবে না। এর জন্য প্যারাফরমালডিহাইড-হিটার যোগে তাপপ্রয়োগ করা দরকার।

মেথিলেটেড স্পিরিটে শতকরা দশভাগ হারে থাইমল দ্রবীভূত করে ঐ দ্রবণ Swing Fog Machine অথবা হস্তচালিত ছিটানী যন্ত্রদ্বারা ছাতা লাগা বইপত্রে এবং সাধারণভাবে সারা ঘরে ছিটান যেতে পারে। ছত্রাক সংহারক (fungicidal) হিসাবে থাইমল উত্তম সন্দেহ নাই কিন্তু এটি তীব্র উদ্বায়ী (Volatile) হওয়ায় এটির কার্যকারিতা অতি দ্রুত লোপ পায়। থাইমল দ্রবণের পরিবর্তে 2% 'Santobrite' [Sodium salt of pentachlorophenol] অথবা 1% 'Shirlan' [Salicylanilide] দ্রবণ ব্যবহার করা যেতে পারে। উভয় বস্তুই জলে অথবা কোহলে দ্রব করা সম্ভব। স্যান্টোব্রাইট অপেক্ষা সিরলানের ছত্রাক সংহার বা প্রতিরোধ ক্ষমতা কম কিন্তু সিরলান

ক্লোরিণ যৌগ না হওয়ার জন্য এবং কাগজে দাগ লাগার ভয় না থাকার জন্য অনেকেই এটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। এসিটোন ও ট্রাইক্লোরোইথিলিন সহযোগে প্রস্তুত সিরলান দ্রবণের ব্যবহারও অনেকে করেন।

সাধারণতঃ অধিকাংশ গ্রন্থাগারেই পুস্তক সম্ভার সেলফে বেশ ঠাসাঠাসি করে রাখা থাকে কাজেই নির্বীজনের সময় ছত্রাক সংহারক বাষ্প বইয়ের ছত্রাক আক্রান্ত স্থানে পৌছুতে পারে না। এজন্যই প্রতিটি পুস্তককে ফিউমিগেশন চেম্বার (Fumigation Chamber) নামক বিশেষভাবে নির্মিত এক আধারে রেখে ছত্রাকসংহারক বাষ্প সাহায্যে শোধন করা হয়।

থাইমল প্রকোষ্ঠ ঃ একটি বাক্স অথবা আলমারীর ডিজাইনে তৈরী বড়সড় আধার মাত্র। আলমারী ধরনের আধারেই কাজের সুবিধা বেশী। সাধারণতঃ কাঠের হয়, লৌহ অথবা এ্যালুমিনিয়ামেরও হতে পারে তবে তাতে দাম বেশী পড়ে। পাল্লা অথবা ডালা বন্ধ অবস্থায় আধার সম্পূর্ণভাবে বায়ুরোধী হওয়া চাই—এজন্য পাল্লার ফ্রেমের প্রান্ত বরাবর ফেল্টের আস্তরণ দেওয়া যেতে পারে। পাল্লা পুরাপুরি কাঠের না করে মাঝ বরাবর কাঁচের ফালি বসান থাকলে বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণের সুবিধা হয়। আধারের ভিতরে কয়েকটি সেলফ বা তাক থাকে। এগুলি প্রয়োজনবোধে উঠান-নামান যায়। সেলফগুলিতে অবশ্যই যথেষ্ট সংখ্যক ছিদ্র থাকা দরকার। কাষ্ঠফলক অথবা ধাতব-চাদরে নির্মিত সেলফ না করে তারজালির দ্বারা করতে পারলে ভাল হয়। লোহার অথবা দস্তা-আচ্ছাদিত লোহার (Galvanised iron) তারজালিতে মরিচা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এলুমিনিয়ামের মোটা তার দিয়ে সহজেই তারজালি করা যেতে পারে। প্রকোষ্ঠের আয়তন অনুযায়ী প্রকোষ্ঠ মধ্যে এক বা একাধিক 'চল্লিশ-ওয়াট' বৈদ্যুতিক বাতি সর্বনিম্ন অঞ্চলে জেলে দেবার ব্যবস্থা থাকবে। 1·5 ঘন-মিটার আয়তনের জন্য দুটি বাতি হলেই চলবে। বাতির সুইচ অবশ্যই আধারের বাইরে থাকবে যাতে আধারের পাল্লা বা দরজা বন্ধ থাকলেও বাতি জ্বালা-নেভান সম্ভব হয়। বাতির উপর ছোট কাঁচের পাত্রে (petri dish) থাইমল-কেলাস রাখতে হবে। প্রতি ০·৫ ঘনমিটার আয়তনের জন্য 35 গ্রাম থাইমল প্রয়োজন।

প্রকোষ্ঠের তাকের উপর বইগুলি এমনভাবে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে যাতে বইয়ের পাতাগুলির পরস্পরের মধ্যে কিছু ফাঁক থাকে অর্থাৎ কিনা বইটি অল্প একটু মেলে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। যথেষ্ট পরিমাণ থাইমল বাষ্প যাতে প্রতিটি পাতা বা মলাটের আশ-পাশ দিয়ে অবাধে যাতায়াত করতে পারে তারই জন্য এই ব্যবস্থা। নির্বীজনের সাফল্য আধারস্থ বায়ুর মধ্যে থাইমল বাষ্পের মাত্রার উপর নির্ভর করে--আধারস্থ বায়ু থাইমল বাষ্পে পরিপৃক্ত হওয়া দরকার।

কার্যবিধি ঃ আধার মধ্যে বই রেখে এবং কাঁচের পাত্রে যথেষ্ট পরিমাণ থাইমলে ঢেলে দিয়ে আধারের পাল্লা বন্ধ করে বাতি জেলে দিতে হবে। বাতি অন্ততঃপক্ষে ৩০/৪০

মিনিট জলা দরকার। চব্বিশ ঘণ্টা পরে আধার খুলে বইয়ের দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গী ও অবস্থান এবং পাতাগুলির পারস্পরিক ব্যবধান পরিবর্তন করে দেওয়া প্রয়োজন। এর ফলে কোনও বইয়ের কোনও অংশই থাইমল বাষ্পের নিবিড় সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয় না। এইভাবে এক নাগাড়ে চৌদ্দদিন আধারের মধ্যে রাখা দরকার এবং দিনে একবার আধঘণ্টা করে বাতি জ্বেলে দিতে হবে। বাতি জ্বলার জন্য আধারের তাপমাত্রা অল্প কিছু বেড়ে যায় এবং জল হারিয়ে ছত্রাকগুলি শুকিয়ে যায়। শোধনক্রিয়ায় এতে সাহায্যই হয়।

থাইমল বাষ্প সাহায্যে কাগজ, তালপাতা, ভূর্জ অথবা পার্চমেণ্ট সবধরনের পুঁথি-পত্রই শোধন করা যায়। প্রিণ্ট এবং জলরঙে আঁকা ছবিও শোধন করা যাবে—যাবেনা কেবল তেলরঙে আঁকা ছবি কারণ থাইমলের ক্রিয়ায় তেলরঙ নরম হয়ে ওঠে। এই জন্যই থাইমল প্রকোষ্ঠের ভেতর-গায়ে কোন রঙ বা বার্ণিশ লাগান হয় না।

ফরমালডিহাইড প্রকোষ্ঠ ঃ ফরমালিন একটি বহুলপরিচিত কীটঘ্ন পদার্থ। কাগজের পুঁথিপত্রের ছত্রাক সংহারে এটির যথেষ্ট ব্যবহার হয়। সাধারণতঃ প্রকোষ্ঠের বাইরে বিশেষভাবে নির্মিত একটি পাত্রে ফরমালিন রেখে অল্প তাপে ফরমালিন বাষ্প তৈরী করে রবারের নল মারফৎ আধারে প্রবিষ্ট করান হয়। শোধনের জন্য পুঁথিপত্র আধারের মধ্যে ফরমালিন বাষ্পের নিবিড় সান্নিধ্যে অন্ততঃপক্ষে বার ঘণ্টা রাখা দরকার। ঐসময় আধারের তাপমাত্রা ২১°c এর বেশী হওয়া চাই। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬০% কম হওয়া চলবে না, কারণ নির্বীজনের জন্য জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজন। শোধনের পর আধার থেকে বাইরে এনে পুঁথিপত্রগুলি কয়েক ঘণ্টা খোলা হাওয়ায় রেখে শুকিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। পার্চমেণ্ট. ভেলাম এবং অন্যান্য চামড়াজাত বস্তু ফরমালিন সাহায্যে শোধন করা চলবে না।

ফ্রেয়ন ইথিলিন অক্সাইড মিশ্রণ ঃ ছত্রাক সংহারের জন্য ৮৯ ভাগ ফ্রেয়ন ও ১১ ভাগ ইথিলিন অক্সাইডের এক মিশ্রণ প্রয়োগে খুবই ভাল ফল পাওয়া গেছে। এবং কয়েকটি বিখ্যাত সংগ্রহশালায় ও মহাফেজখানায় আজকাল এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্যান্য সংহারক প্রয়োগে যে সমস্ত ছত্রাক নির্মূল করা প্রায় অসম্ভব সেগুলিও ফ্রেয়ন-ইথিলিন অক্সাইড বাষ্পের সংস্পর্শে ২৪ ঘণ্টা থাকলে একেবারে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। অবশ্য এজন্য আধারস্থ বায়ুতে প্রতি ঘনমিটারে ৩০০ মিলিগ্রাম সংহারক থাকা চাই এবং আধার মধ্যে বায়ুর চাপ ও তাপ যথাক্রমে 5 psi ও ৭০° ফাঃ (বা তদপেক্ষা বেশী) হওয়া দরকার। কীটঘ্ন পদার্থ হিসাবেও এটি খুবই কার্যকরী। বলাবাহুল্য অন্যান্য ছত্রাকসংহারকের মত এটিও বায়ুরোধী আধারে প্রয়োগ করতে হবে। তবে বায়ুশূন্য (vacuum) আধারে প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যায়। অবশ্য ভ্যাকুয়াম ফিউমিগেশন ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি কিনতে অনেক টাকার দরকার। বিশেষ ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষ কর্মীও প্রয়োজন। একারণে কেবলমাত্র বড় বড় প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই ভ্যাকুয়াম

ফিউমিগেশন ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব। আমাদের দেশে নয়াদিল্লীর জাতীয় মহাফেজখানায় এই ধরনের শোধনের ব্যবস্থা আছে। সেখানে অবশ্য ইথিলিন অক্সাইড এবং কার্বণ-ডাই অক্সাইডের এক মিশ্রণ সংহারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সংহারক-সিক্ত কাগজ : ফিউমিগেশন প্রকোষ্ঠে শোধনের দ্বারা পুঁথিপত্র থেকে ছত্রাক বা কীটপতঙ্গ সাময়িকভাবে দূর করা যায় বটে, কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই যখন সংহারকের প্রভাব কমে যায় তখন পুনরায় আক্রমণের ভয় থাকে পুরামাত্রায়। পুনরাক্রমণ নিবারণের জন্য একারণে গ্রন্থসম্ভার বছরে ২।৩ বার সংহারক বাষ্পে শোধন করা বাঞ্ছনীয়। আগারিকগণ সকলেই জানেন এভাবে কাজ করা বাস্তবে প্রায় অসম্ভব। এই জন্যই সংহারক-সিক্ত কাগজ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে এগুলি কোনও ধরনের সংহারক দ্রবণে সিক্ত কাগজমাত্র। দ্রবণ তৈরী করে চোষকাগজ ঐ দ্রবণে সিক্ত করে অনায়াসেই এই সব কাগজ প্রস্তুত করা যেতে পারে। বারান্তরে কয়েকপ্রকার সংহারক কাগজের প্রস্তুত প্রণালী জানান হবে

The Enemies of Library materials : Fungus (2)
By Pankaj Kumar Dutta.

বিদ্যাভূষণ গ্রন্থাগার

কুণাল সিংহ

কোলকাতার অনতিদূরে সুভাষগ্রাম স্টেশন। স্টেশন ছাড়িয়ে অল্প দূর গেলেই চোখে পড়বে ঘন সবুজে সমাচ্ছন্ন একটা আধা সহর ও আধা গাঁয়ের চেহারা। কোলকাতার এত কাছে ঠিক এমনি পরিবেশ কল্পনার মধ্যেই আসেনা। রাস্তার কিছুদূর পর্যন্ত বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা। তারপর গ্রন্থাগারটির কাছাকাছি পর্যন্ত পথে কোনও বৈদ্যুতিক আলোর আভাস মাত্র নেই। বর্তমানে এটি জেলা গ্রন্থাগার পর্যায়ভুক্ত। অবশ্য গ্রন্থাগার বলতে একটি মাত্র ঘর, তারই ভিতর গুটিকয় আলমারি। আলমারি-গুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে অধুনা প্রকাশিত কয়েকটি নভেল আর অন্য সস্তাদামের বই। পুরানো এবং মূল্যবান বই যা কিছু আছে খোলা শেল্‌ফ্‌-এর উপর অগোছালোভাবে পড়ে আছে। স্থানাভাব ও অর্থাভাবে তাদের কোনও উপযুক্ত স্থানে রাখা সম্ভব হয়নি।

বিদ্যাভূষণ তাঁর জীবদ্দশায় বহু গ্রন্থ ক্রয় করেছিলেন। তাছাড়া উপহার হিসাবেও অনেক মূল্যবান গ্রন্থ তার গ্রন্থাগারে জমা হয়েছিল। এই গ্রন্থাগারটির ঐতিহাসিক মূল্য উপলব্ধি করতে গেলে বিদ্যাভূষণের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে এবং তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার অবদানের কথা জানা প্রয়োজন।

১৮২০ সালে দ্বারকনাথ বিদ্যাভূষণের জন্ম হয় কোলকাতার ১০ মাইল দক্ষিণে বর্তমান সুভাষগ্রামের সন্নিকটে। তাঁর পিতা একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি নিজে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ১২ বছর বয়সে দ্বারকানাথ সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত সেখানে অধ্যয়নে রত থাকেন। তিনি অসাধারণ কৃতি ছাত্র ছিলেন এবং বিদ্যাভূষণ উপাধি তাঁর এই কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। পাশ করার অল্প কিছুদিন পরেই তিনি সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অধ্যাপক হিসাবেও তিনি অত্যন্ত সাফল্যলাভ করেন।

১৮৫৬ সালে তাঁর পিতা একটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, তিনি সেখানে তাঁর নিজের ও পুত্রের লেখা গ্রন্থগুলি মুদ্রিত করবেন। কিন্তু তাঁর সেই আশা পূর্ণ হয়নি। মৃত্যুর সময়ে তাঁর পুত্রকে এই মুদ্রাযন্ত্রটি তিনি দিয়ে যান। দ্বারকানাথ এখান থেকে "গ্রীসের ইতিহাস" ও "রোমের ইতিহাস" প্রকাশ করেন এবং বাংলা ভাষায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেন।

১৯৫৮ সালে 'সোমপ্রকাশ' প্রথম প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

দ্বারকানাথকে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। দ্বারকানাথ "সোমপ্রকাশ"-এর সম্পাদক হয়ে তাঁর ছাপাখানা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশ করতে লাগলেন। প্রথমদিকে অনেক বন্ধু ও বিদ্বজ্জনের কাছ থেকে তিনি সাহায্যের আশ্বাস পেয়েছিলেন কিন্তু কার্যকালে তাঁকে সাহায্য করার লোক কমই পাওয়া গেল। ফলে পত্রিকা প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হ'ল। প্রাতঃকাল থেকে তঁাকে গভীরভাবে পাঠে নিবিষ্ট দেখা যেত; দুপুরের অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত হত সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনায়, তারপর সন্ধ্যা ও রাতটুকু অমানুষিক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তিনি "সোমপ্রকাশ"-এর প্রকাশনার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। ক্রমশঃ সোমপ্রকাশ-এর জনপ্রীতি বেড়ে যেতে লাগলো। পত্রিকাটির বার্ষিক চাঁদার হার ছিল ১০৲ টাকা। সেকালের পত্রিকাগুলির চাঁদার হারের তুলনায় সোমপ্রকাশ-এর বাষিক মূল্য বেশ বেশী বললেও অত্যুক্তি হয়না। এ সত্বেও সোমপ্রকাশের পাঠক সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগলো। আর এই পত্রিকার মাধ্যমেই বিদ্যাভূষণ বাঙ্গালী চরিত্রের উপর বিশেষ প্রভাব স্থাপন করলেন। ১৮৫৩ সাল থেকেই বাংলা ভাষায় অনেক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছিল। কিন্তু সবক'টির ভাষাই ছিল অশ্লীল এবং অশ্লীল সংবাদের সমাবেশ ছাড়া পত্রিকাগুলির অন্য কোনও বৈশিষ্ট্য চোখে পড়তনা। 'প্রভাকর' ও 'ভাস্কর' নামে দুইটি সাময়িকপত্রিকা তখন সাংবাদিক কলহে ও অশ্লীল আখ্যান প্রকাশে ব্যস্ত ছিল। ঠিক এমনি দীনতার মুহূর্তে "সোমপ্রকাশ" প্রকাশিত হওয়ায় রসজ্ঞানী পাঠক অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে উঠেছিলেন। বিদ্যাভূষণ নিজে যত্নসহকারে সমস্ত পত্রিকাটি দেখতেন এবং অধিকাংশ লেখাতেই তাঁর নিজের সম্পাদনার ছোঁয়া থাকতো, তাই নীচ অশ্লীলতা থেকে "সোমপ্রকাশ"কে তিনি সর্বতোভাবে মুক্ত করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি মূল্যবান সূত্র (Source) হিসাবে "সোমপ্রকাশ"এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বর্তমানে এই পত্রিকাটির ১৮টি খণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়। তার মধ্যে ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ২৩শ ভাগ এখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে। অন্য কয়েকটি খণ্ড বর্তমানে বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরীতে পাওয়া যাবে। "সোমপ্রকাশ" ছাড়াও বহু মূল্যবান গ্রন্থ এই গ্রন্থাগারে স্থান পেয়েছে। এত মূল্যবান গ্রন্থের সমাবেশ হ'লেও গ্রন্থ সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা অর্থাভাবের জন্যে এখানে করা সম্ভব হচ্ছেনা। UNESCO-র সহযোগিতায় আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারের তরফ থেকে পুরাতন সংবাদ পত্রের কিছু কিছু অংশ microfilm করা হচ্ছে। অথচ সংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও "সোমপ্রকাশ"-এর microfilm করার কোনও প্রচেষ্টা বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগারের তরফ থেকে দেখা যাচ্ছেনা। বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ চান যে, তাঁদের মূল্যবান গ্রন্থসম্ভার ও "সোমপ্রকাশ এর অবশিষ্ট কয়েকটি খণ্ড যাতে নষ্ট না হয় এবং কোনও ভাল লাইব্রেরীতে যাতে সেগুলি স্থান পায়। কিন্তু তাঁদের সেই চেষ্টা আজও সফল হয়নি। "Calcutta Review"-এর অতি পুরাতন কয়েকটি খণ্ডও এখানে পাওয়া

যাবে। এই ধরনের পত্রিকা ছাড়া যে কয়টি পুরাতন এবং উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এই গ্রন্থাগারটিতে পাওয়া যাবে সেগুলো নিয়ে বর্ণানুক্রমিকভাবে উদ্ধৃত করা হ'ল :—

Abbott, Joseph S. C.
(The) life of Napoleon Bonaparte
Lond , Ward Lock & Co , n.d.
627, 92p.

(Lord) Bacon.
(The) Physical and metaphysical works of Lord Bacon ;
ed. by J. Devey. Lond.,
1853.

Campbell.
Pleasures of Hope (with life & notes). Lond., Chambers, 1872.
48p.

Cowan, George D. & Johnston, R L. N.
Moorish lotos leaves : glimpses of Southern Marocco. Lond., Tinsley Brothers, 1883.
286p.

Day, Lal Behari.
Bengal peasant life. Lond , Macmillan & Co., 1909.
383p.
2 Copies.

Day, Lal Behari.
Folk tales of Bengal.
Lond., Macniellan & Co., 1883
284p.

Dickens, Charles
American notes and pictures from Italy. Lond , Macmillan, 1893.
379p,
Reprint of the first edition.

Dickens, Charles.
Life and adventures of Martin Chuzzluvrit. Lond., Macmillan, 1892.
796p.

Eden, Ashley & ors.
Political missions to Bootan. Reports of Ashley Eden. (1864), R. B. Pemberton (1837, 1838) with W. Griffith's Journal and the account of Baboo Kishen Kant Bose. Calcutta, Bengal Secretariat, 1865.
17, xi, 3206p.

Freeman, Edward A.
Greater Greece & Greater Britain & George Washington.
Lond., Macmillan, 1886.
143p.

India. Constitutional reform committee.
Indian constitutional reforms.
Calcutta, Superintendent, Govt., printing departments, 1918.
xi, 243p.

Jesse, John Heneage.
Memoirs of King Richard the third and some of his contemporaries ; 2 vols. Lond., Gibbings & Co., 1900.
(One vol. available).

Longfellow.
Poetical Works. 1887

Maclaren, Alexander.
Sermons : preached in Manchester
Lond., Macmillan, 1875.
336p.

Mann, Robert James.
Domestic economy and household science. Lond., Edward Stanford. 1892.
338p.

Norris, W. E.
Adrian Vidal. Lond.,
Smith Elder & Co., 1850.
343p.
A novel

Pope, Alexander,
(The) Works of Alexander Pope with notes by Joseph Warton & ors. Lond., John Dicks, 1716,
xix, 746p. front., illus.

Pringle, M. A.
Towards the mountain of the moon : a journey in East Africa.
Edinburgh, William Blackwood, n. d.
386p.

Report on the foodgrain supply and statistical review of relief operations in the disturbed districts of Bengal & Bihar during the famine of 1873-74
(Only volume found contains reports on Bihar province & the districts of the Rajsahi Division).

Robinson, W. S.
(A) short history of Rome, Lond., 1902
Viii, 486p. maps.

Sastri, Haraprasad.
History of India. n. d.

Sastri, Haraprasad,
(A) School history of India, Calcutta, Sanskrit Press depository, 1897.
ix, 250, xviii p.

Snaith, J. C.
Willow the king : the story of a cricket match. Lond., Ward, Lock & Co., n. d.
313p.

Stephen, Henry.
Elements of analytical psychology. Calcutta, S. K. Lahiri & Co , 1907.
viii, 485p.

Thackeray, W. M.
(The) Works of W. M. Thackeray in 12 vols. Lond., Smith Elder & Co., 1884.
Vol. 1 : Vanity Fair.

Stow, J. P.
South Australia. Adelaide, 1883.

(Swami) Vivekananda.
Vivekananda at the Parliament of Religions ; ed. by Guru Prasanna Ghose. Calcutta, Nababibaakar Press, 1894.
37p.
Speech with excerpts of comments on his speech.

Warren, George Townsend.
(A) Brief survey of British history. Lond., Blackie & Son 1903.
275p. maps.

Libraries of Bengal :
Vidyabhusan Granthagar
By Kunal Sinha.

গ্রন্থাগার বিদ্যার নূতন ভাবনা ঃ গ্রন্থাগার বিদ্যার দর্শন

দেবেশ রায়

"Our philosophy implies careful, critical, systematic work of the intellect in the formulation of beliefs with the aim of making them represent the greatest degree of probability in the face of the fact that adequate date are not obtainable for strictly demonstrable conclusions".

—J. P. Danton

প্রস্তাবনা

বিষয়টি ধোঁয়াটে; এখনও পরীক্ষানিরীক্ষার স্মৃতিকাগার থেকে পূর্ণাবয়ব ও চক্ষুষ্মান হয়ে বের হয়নি। তবে যাঁরা বিষয়টির আকার-প্রকার নিয়ে গবেষণার ফসল সৃষ্টি করেছেন, তাই নিয়ে একটা আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে।

রথী-মহারথীরা বিষয়টি নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ও সংশয়ী। এপর্যন্ত তাঁদের সওয়াল-জবাবই চলেছে। বিষয়টির তাৎপর্য ও লক্ষ্যভেদ পর্যায়ে তাঁরা এখনও হ্যামলেটীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের জের কেউ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কাজেই এহেন বিষয়ের উপর শেষ রায়দান আশা করা অনুচিত হবে। আলোচনাগুলি যাতে কলাবৌ-এর মত সবার দৃষ্টির আড়ালেই না থেকে যায় তারই জন্যে এখানে এই সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও চুম্বকদানের চেষ্টা।

এবার "অবগুণ্ঠন খোলা।" অনেকের ধারণা, "গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দর্শন" একটা অবাস্তব এবং অবান্তর চিন্তা মাত্র; এর মূল কোন শক্ত মাটি এখনও পায়নি। এরূপ ধারণা হওয়ার মূলে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। সেটা কি? মনে হয়, এবিষয়ে কোন পরিচ্ছন্ন ধারণার অভাবই এর একমাত্র কারণ। আরও একটা কারণ বলা যেতে পারে—বিষয়টি নিয়ে আলোচনার সংখ্যাল্পতা। গ্রন্থাগারবিদ্যা মানুষের বিদ্যার্জনে ও অনুশীলনে সহায়তার জন্য ব্যবহারিক কর্মপন্থা ও কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে পাঠক বা গবেষককে একটা সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে দেয়, জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রবাহমান ধারায় মানুষকে সংস্কৃতিবান করে তোলে, মানব প্রগতিকে অক্ষুন্ন রাখে। এ বিদ্যার মধ্যে প্রয়োজনটাই বড়, ব্যবহারিক প্রয়োগপদ্ধতিই আসল। কাজেই এর মধ্যে দর্শনের মত গুরুগম্ভীর তত্ত্বগত ধারণার অবতারণা অনাবশ্যকই শুধু নয়, নিছক ভাববিলাসিতা মাত্র—এ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ধারণাটা স্বাভাবিক হলেই যে সত্যের ষোলআনা অধিকার তার হাতে থাকবে একথা বলা যায় কি? কেননা, স্বাভাবিক ধারণা মাত্রেই সব সময় 'সত্য' ধারণা নয়। সেই কারণে সত্যের সন্ধান যতদিন না শেষ হচ্ছে ততদিন দর্শনের প্রয়োজন বোধ হয় থেকেই যাবে। গ্রন্থাগারবিদ্যার ক্ষেত্রে সেই ভাবনারই একটি সূত্রপাত দেখতে পাচ্ছি। গ্রন্থাগারবিদ্যার দর্শন সেই সত্যানুসন্ধানের দিকে,

নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে গ্রন্থাগারিকদের স্বধর্ম বা আত্মদর্শন গঠনের গুরুত্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।

সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারণা আজ সমাজবিজ্ঞানীর বাঁধাধরা মাপকাঠিতে বিচার করতে যাওয়া ভুল। পুরোনো ধারাপাতের কড়াকিয়া-গণ্ডাকিয়া আজ অতীতের অশ্রুপাতমাত্র। দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে পুরাতন মূল্যবোধের বদলে নূতন মূল্যবোধ জন্ম নিয়েছে। নূতনের মধ্যে হয়তো দ্বিধা, সংশয় বা অস্পষ্টতা থাকতে পারে কিন্তু যদি তার মধ্যে যুগের প্রেরণা, স্বভাব-ধর্মের গভীরতা বা অন্বীক্ষা থাকে, যদি আত্মজিজ্ঞাসার দাবী প্রবলতর হতে থাকে, তাহলে তা স্বরূপান্তরের মধ্য দিয়ে নূতন সত্য, নূতন যুগচিন্তা বা মূল্যবোধের জন্ম দেবেই। শুধু আত্মদৈন্যের পাঁচালী, কর্মভারের পৌনঃপুনিক ভারবাহী যান্ত্রিকতা বহন কোনকালে জীবনের বলিষ্ঠ প্রত্যয়বোধের জন্ম দিয়েছে বলে তো জানা নেই। "Every age lines in the consciousness of what has been provided for it by the thinkers under whose influence it stands"—গ্রন্থাগার বিদ্যা এই "Consciousness" থেকে একাকী অবস্থান করতে পারে না।

গ্রন্থাগারবিদ্যা শিক্ষা-সংস্কৃতির উদ্‌বর্তনে ও পরিপোষণে নিযুক্ত। সমাজ ও ব্যক্তির নৈতিক ও মানবিক মুক্তচিন্তার বিকিরণে, তথা বলিষ্ঠ জীবনবোধের উদ্‌বর্তনে গ্রন্থাগার নিযুক্ত। কালের (Zeitgeist) প্রয়োজনকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে চালিত করে স্বাধীনচিন্তার সমাজকে ও মানুষকে সৃষ্টি করা গ্রন্থাগারবিদ্যার উদ্দেশ্য। এরূপ সমাজ ও ব্যক্তিমানস কোন বন্ধ্যা চিন্তা বা কর্ম জন্ম দিতে পারে না। তার জন্যে চাই সত্য দর্শনের ভিত্তি, মানবমূল্যবোধের স্বভাবভূমি।

কাজেই আজ সব গতানুগতিক পুরাতন চিন্তার জড়তা এবং সংকীর্ণ প্রয়োজন-প্রয়োজনপ্রধান বা ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন এবং বৈপ্লবিক সংগঠন দরকার। আধুনিক জীবনের সর্বত্র যে অবক্ষয় চলেছে, তার প্রধান কারণ বিচ্ছিন্নতার শক্তিগুলি আজ প্রবল হয়ে মূল্যবোধের সংহতিকে বিপন্ন করে তুলেছে। এই সংহতি বা ঐক্য রক্ষার দায়িত্ব মানুষের জ্ঞান বা বুদ্ধির কাছে একটা বিরাট "চ্যালেঞ্জ" হিসাবে এসেছে। গ্রন্থাগারবিদ্যা যদি এই বিরুদ্ধতা বা বিচ্ছিন্নতাকে জয় করতে না পারে তার অর্থ হবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাদৃষ্টির বিনষ্টি, চিন্তার জগতে মূল্যবোধের ও ঐক্যদৃষ্টির অবলুপ্তি। কালের প্রয়োজনকে সিদ্ধ করেও যদি এই বিদ্যা কালাতিক্রমণের অতিরিক্ত সত্যদৃষ্টি এবং ঐক্যদৃষ্টির জন্ম দিতে পারে তবেই এই 'বৈপ্লবিক' সংগঠন সম্ভব। গ্রন্থাগার-বিদ্যা জ্ঞান ও শিক্ষার এই বৈপ্লবিক সংগঠন থেকে দূরে অবস্থান করতে পারে না। কারণ, "Every library is an assertion of man's durable trust in intelligence as a protection against irrationalism, force, time and death." (Lean Carnovsky) গ্রন্থাগারবিদ্যার দর্শন সেই বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম দিতে চাইছে।

বিজ্ঞান ও দর্শনের সাধারণ তাৎপর্য ও সঙ্গতি ব্যাখ্যা

গ্রন্থাগার বুঝি একরকম। কিন্তু গ্রন্থাগারবিদ্যার দর্শনটা কি? 'দর্শন' বলতেও যাহোক্ কিছু ভাসা ভাসা আঁচ করা চলে। কিন্তু "গ্রন্থাগারবিদ্যার দর্শন"!! নৈব নৈব চ। একালে একটা অসুবিধা হলো যে, আমরা 'বিদ্যা' থেকে বিজ্ঞানের "জ্ঞান"টুকু নেবার পক্ষপাতী কিন্তু "প্রজ্ঞা" বা "চিন্তা নামক বস্তুটি বাদ দিয়ে। এতে আমরা জ্ঞানের দাসত্ব করি বটে, কিন্তু চিন্তার বিনষ্টি ঘটাই। জ্ঞানের ওপর চিন্তার স্বরাজ যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে ততদিন মনের মূল্যবোধ ও সুস্থ চিন্তাধারার আশা করতে পারি। "Our age has discovered how to divorce knowledge from thought, with the result that we have, indeed, a science which is free but hardly any science left which reflects." (Albert Schweitzer) কাজেই আমরা 'দর্শন' চিন্তাকে বাদ দেবো কিনা বিচার করা গভীরভাবে দরকার।

'বিজ্ঞান' ও 'দর্শনে'র মূলগত তাৎপর্য ও বিভিন্নতা কিছু জানার চেষ্টা করা যাক্। তারই পরিপ্রেক্ষিতে "গ্রন্থাগার বিদ্যার দর্শন" নামক কোনকিছু দাঁড় করানো যায় কিনা বা তার কোন অর্থ করা যায় কিনা দেখা যাবে। বুড়ি ছুঁয়েই শুরু করা যাক্। দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল একজায়গায় বলেছেন—"That philosophy consists of speculations about matters where exact knowledge is not yet possible." কাজেই যেখানে "অনুমান" বা সম্ভাব্য ধারণা নিয়ে কারবার সেখানে কোন বিষয়ের সত্য খুঁজতে যাওয়া শুধু বিড়ম্বনাই নয়, অর্থহীন বলে মনে হবে বৈ কি। কিন্তু সত্য আবিষ্কারের জন্যেও তার প্রাক্-চিন্তা করতে হবে। অর্থাৎ চিন্তার সম্বন্ধে চিন্তা আর কি। "Philosophy may thus be called thought of the second degree, thought about thought" ··"Philosophy is never concerned with thought by itself; it is always concerned with its relation to its object and is therefore concerned with the object as much as with the thought." (R. G. Collingwood) সুতরাং সত্য নির্ধারণের জন্যে অনুমানসাপেক্ষ হ'লেও দর্শন-চিন্তাকে বাদ দিতে পারছি কৈ। "এহো বাহ্য—আগে কহ আর"—এরই নাম দর্শন।

O.E.D. দর্শনের যে সংজ্ঞা দিয়েছে দেখা যাক্। "Philosophy of···" "as the study of the general principles of some particular branch of knowledge, experience or activity; also less properly, of those of any subject or phenomena." এখানে বিজ্ঞানের সংজ্ঞার সঙ্গে দর্শনের সংজ্ঞার একটা মিল থাকায় খটকা লাগতে পারে। বিজ্ঞানের কাজও তো "general principles of a subject"কে নিয়েই। "A science is a body of knowledge acquired as the result of an attempt to study a certain subject matter in a methodical way, following a determinate set of guiding principles." তবু দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে কিছুটা।

বিজ্ঞান যেখানে কাজ শুরু করে inductive বা "a posteriori" way তে, দর্শন সেখানে "a priori" বা deductive reasoning দিয়ে। বিজ্ঞান যখন সমগ্রকে বা truth-কে আবিষ্কার করতে সচেষ্ট, তখন কোন কিছুই আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকছেনা ; কিন্তু 'দর্শন' যখন সমগ্রকে ধারণা করছে তখন তার সম্ভাব্য truth-এর কথাই ভাবতে পারি, তার বেশী নয়। রাসেলের কথায় · "Well, roughly you'd say science is what we know and philosophy is what we don't know." উভয়ের আরম্ভ যাই হোক্, পদ্ধতি ও ফলপ্রাপ্তি একরকম নয়।

অপরিচয়ের অবগুণ্ঠনে যে সত্যের প্রতিভাস ব্যাপ্ত হয়ে আছে তাকে বুদ্ধিবৃত্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এবং প্রজ্ঞার আলোকে আলোকিত করে তুলে ধরবার জন্যে যে অনুমতি সত্যের সেতুবন্ধন, তাকেই আমরা দর্শন বলতে পারি। Philosophy is to keep us thinking about things that we may once to know · "

দর্শনের কাছ থেকে আমরা জ্ঞানের বা সত্যের পূর্বাভাস পেতে পারি। অনুধাবন করলে দেখা যাবে, প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক সত্যাবিষ্কারের মূলে এই দর্শনের দৃষ্টি কাজ করেছে। সুতরাং অজ্ঞাতসত্যকে ধারণা করা, দূর অজ্ঞাত সত্য—যা শুধু ধারণায় আসে কিন্তু অন্যভাবে বিজ্ঞানের চিরাচরিত প্রথায় বিশ্লেষণ করা যাচ্ছেনা—তাকে একেবারে ছেঁটে বাদ দেওয়া বা উপযুক্ত প্রাধান্য না দেওয়া নেহাৎ মূর্খামি হবে। মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ সত্যানুসন্ধানের ফল। জগৎ, জীবন ও মানব প্রকৃতি বা মানবমূল্যবোধের মাঝখানে একটা সত্যের স্বভাবভূমি আবিষ্কার করা দর্শনের কাজ। তত্ত্বগতভাবে এই যে অখণ্ডত্ব বা শৃঙ্খলাবিধানের প্রয়াস একেই আমরা দর্শনের চৌহদ্দী বলতে পারি। এই দর্শনকে আমরা তাই বলতে পারি "Science of sciences, criticism and systematization or organisation of all knowledge, drawn from emperical science, rational learning, common experience or whatever." অনুমান, কল্পনা সব যখন যুক্তির বকযন্ত্রে ধোলাই হয়ে নূতন চিন্তা বা সত্যের জন্ম দেয় তখনই দর্শনের স্বভাবভূমিতে পদার্পণ করেছি বলা যায়। কেননা, দর্শনের কাজই হচ্ছে · "to enlarge your imaginative view of the world in the hypothetical realm"···

বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের আর এক জায়গায় প্রভেদ আছে। মূল্যবোধ সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রশ্নের (questions of values) বেলায় দর্শনই যথার্থ সহায়তা করতে পারে। বিজ্ঞান যে বস্তুজগৎ নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ ও সত্যনির্ধারণে ব্যস্ত তা নিতান্তই objective এবং অন্যবিষয় নিরপেক্ষ। বিজ্ঞানের সত্য মানবজীবন ও জ্ঞানের পক্ষে ভাল বা মন্দ এই প্রশ্নের জবাবে নিরুত্তর। এই মূল্যবোধ-নির্ণয় সমস্যা দার্শনিকদের কাছে। বৈজ্ঞানিকের দায়িত্ব এখানে প্রত্যক্ষভাবে কিছু নেই। বৃহত্তর মানবচেতনার দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন, কর্ম, লক্ষ্য ইত্যাদির স্বরূপ নির্ধারণ—সেই ধ্যানধারনাই দর্শনের কাজ। বিশ্লেষণের কষ্টিপাথরে সত্য নির্ধারণের চেষ্টা করার দর্শন। সে সত্য যতক্ষণ মিথ্যা প্রমাণিত না

হচ্ছে ততদিন নির্ধারিত তত্ত্বগত ঐক্যের শৃঙ্খলায় জীবন ও কর্মের উদ্দেশ্য ও উপায়কে সেই অনুপাতে দেখাই উচিত হবে। এই অধিকতর সম্ভাব্য সত্যের (greatest degree of probability) ধারণা দেওয়া ও মূল্যবোধনির্ধারণ দর্শনের এক্তিয়ারভুক্ত। দর্শনের এই দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের কূপমণ্ডুকতা ও গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি দেবে। নূতন চিন্তার জন্ম এইরূপ সংস্কারমুক্ত চিন্তা ও বিচার থেকেই উদ্ভূত।

বিজ্ঞান বস্তুজগতের সত্য বা তত্ত্বকে প্রকাশ করে। তার নিজস্ব পদ্ধতি আছে। "Science means knowledge ascertained by observation and experiment, critically tested, systematized and brought under general principles." হাইপোথেটিক, তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ম বা Law তৈরী তাই বিজ্ঞানের চিরাচরিত সিদ্ধ প্রণালী। বিজ্ঞানের যেহেতু বস্তুজগৎ নিয়ে কারবার সেজন্য তার একটা সীমানা নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু দর্শনের সেরূপ সীমানা নির্দেশ করা সম্ভব নয় এবং উচিতও নয়। কেননা, দর্শনের সীমা স্বীকার করলে নূতন চিন্তার সৃষ্টিকেও অস্বীকার করতে হয়। দর্শনের কাছ থেকে আমরা আর একভাবে জীবনচর্চা (way of life)-র ধারণা পেতে পারি। বিজ্ঞান চেষ্টা করবে কিভাবে তাকে প্রণালীসিদ্ধ উপায়ে যথানির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়া যায়।

গ্রন্থাগার বিদ্যার 'কি' ও 'কেন'

এবার দেখা যাবে উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে "গ্রন্থাগার বিজ্ঞান" ও তার "দর্শন" ব্যাপারে কিছু স্পষ্ট হয় কিনা।

গ্রন্থাগার বিদ্যাকে "বিজ্ঞান" বলা উচিত কিনা সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। আসলে "বিজ্ঞান" বলতে যে চিরাচরিত ধারণা আমাদের মনে স্বভাবতঃই জাগে তার সঙ্গে গ্রন্থাগারবিদ্যার ধারণা যুক্ত করতে যেন কুণ্ঠা জাগে। গ্রন্থাগারবিদ্যা অন্যান্য বিদ্যার মতই একটা প্রয়োজনীয় বিদ্যা। এখানে ব্যবহারিক প্রয়োগপদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিকসুলভ অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে মনীষার সংযুক্তি- গ্রন্থাগারবিদ্যার বৈশিষ্ট্য। J. P. Danton, Mayers, Wheeler ইত্যাদি গ্রন্থাগারবিদ্যার যে সব সংজ্ঞা দিয়েছেন, তার সংক্ষেপে এই দাঁড়ায়,—গ্রন্থাগারবিদ্যা হচ্ছে বই বা graphic materials এর আবিষ্কার, সংগ্রহ, নির্বাচন, তৈয়ারীকরণ. সংগঠন এবং ব্যবহারে লাগানো। উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে মানবকল্যাণ সাধন, ব্যক্তির বিকাশ, আনন্দবিধান ও আত্মবোধনের সুযোগদান। কাজেই একথা স্পষ্ট যে গ্রন্থাগার বিদ্যা বা বিজ্ঞান একটা বৃহত্তর মনের উন্নতির দায়িত্ব বহন করছে। জ্ঞানের লেনদেনকে যতই সুগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা বা পদ্ধতির সহায়তায় যত বিস্তৃত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেবো ততই বিদ্যার প্রসার, জ্ঞানের পরিসীমা হবে বিস্তৃততর। এই বিদ্যার সংগঠন এবং নির্মিতিলীলা (intellectual metabolism) অবিচ্ছিন্নভাবে চলা চাই—তবেই ব্যক্তি ও সমাজের উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এই দায়িত্ব বোধের দুটো দিক আছে। একদিকে মানবউন্নতির

"বৈষয়িক" তথা বৈজ্ঞানিক সংগঠন, অন্যদিকে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক দায়িত্ব। মানবসমাজ ও সংস্কৃতি তো বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতারই ফল। গ্রন্থাগারবিদ্যার ক্ষেত্রেও তাই বৈজ্ঞানিক সংগঠন ও মানবিক মূল্যবোধের উদ্বোধন ও সংস্কৃতিকরণ অনিবার্য। কাজেই দর্শনের দৃষ্টি এবং বিজ্ঞানের পন্থা—উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত বা একীকরণ প্রচেষ্টা—গ্রন্থাগার বিদ্যার ক্ষেত্রে একেবারে অবিশ্বাস্য বলা উচিত হবেনা। বরং এই বিদ্যার গোড়ায় একটা মূল্যবোধজ্ঞাপক দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী থাকা চাই। এই দৃষ্টিভঙ্গীই ঐক্যবোধের জন্ম দেবে। তাতে লাভ হবে আমরা সবাই সেই ঐক্যের আলোকে সমগ্র গ্রন্থবিদ্যাকে যাচাই করতে পারবো এবং গ্রন্থাগারবিদ্যাকে কতকগুলো বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা বা প্রণালীর যোগফলরূপে গণ্য করবো না।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে "বিজ্ঞান" দুটো বিষয়কে নিয়ে কেন্দ্রীভূত : (১) Determinism (২) Effeciency.

প্রথমটা হলো—কারণগুলো পূর্বনির্ধারিত মূলকে আবিষ্কার করা এবং তারই সহায়তায় কার্যের স্বরূপ, প্রকরণ এবং ফলাফলকে বিচার করা। গ্রন্থাগারবিদ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মপদ্ধতির বিন্যাস, ব্যাখ্যা ও পারস্পারিক সম্বন্ধ নির্ণয় অনুরূপ কোন মূলানুগ সত্যের সহায়তায় গঠন করতে হবে।

দ্বিতীয়টির ব্যাখ্যা হলো সঠিক ও সুসঙ্গত উপায়ে বা নিখুঁত দক্ষতার সাহায্যে গ্রন্থাগার পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যগুলিকে সমাধানে পৌঁছে দেওয়া। দক্ষতা অর্জনই এখানে লক্ষ্য—প্রণালীসিদ্ধ সমাধান এখানে লক্ষ্য—উপায়গুলো বিভিন্ন শ্রেণীর বা পর্যায়ের হতে পারে তবে "correctness" তাদের মূলকথা। তবে এটাতে দেখতে হবে যেন "correctness-টাই যথাসর্বস্ব হয়ে না দাঁড়ায়। This rule of life is wide spread in librarianship and leads to a safety similar to that of the man who dresses correctly or is concerned that his use of words should be by dictionary standards." (Broadfield) কারণ "Correctness legislates ; philosophy enquires." এই অনুসন্ধানের দৃষ্টিভঙ্গীই তো দর্শনের দৃষ্টি। গ্রন্থাগারবিদ্যার দর্শন তাই চাইছে—সেই ঐক্যদৃষ্টির উদ্বোধন এবং গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টা ও গ্রন্থাগার বিদ্যার বিভিন্ন অংশগুলোর লক্ষ্য ও উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্যের গ্রন্থিরচনা ও সামগ্রিক দৃষ্টির আলোকে তাদের উদ্দেশ্য ও উপায়ের মেলবন্ধন, নির্দিষ্ট কর্মপন্থার নির্ধারণ, নীতিগত বা তত্ত্বগত শৃঙখলা বিধান, প্রয়োগ-প্রণালী নির্ধারণ বিজ্ঞানের হাতে। কিন্তু জীবনের রূপায়ণ বা আদর্শসংঘাত প্রয়োগ চেতনা দর্শনের হাতে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যদি বলি—"পরমাণু বিজ্ঞান" ও "পরমাণু বিজ্ঞানের দর্শন" তাহলে একটা ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার। পরমাণু বিজ্ঞানের কথা বলতে পরমাণুঘটিত বিজ্ঞানের চেতনা এবং বৈজ্ঞানিক প্রথাসম্মত পথে প্রাপ্ত আনুমানিক

শক্তিঘটিত বস্তুসত্যকে বুঝাতো। এই সত্যটাকে বলবো "generalised law" বা "truth" পদার্থজগতের এই সত্যের সঙ্গে মানবজীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই। কেননা বিজ্ঞানের সত্য বা বিজ্ঞানজাত সত্য অন্যবিষয় নিরপেক্ষ।

প্রয়োজনের তাগিদকে নিয়ে সভ্যতার সৃষ্টি; কিন্তু প্রয়োজনের নিছক তাগিদকে অতিক্রম করেও প্রাণের তাগিদে সংস্কৃতির সৃষ্টি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের সত্য যাই হোক্ তাকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সত্যকে স্বীকার করতেই হবে। কেননা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্যেই বিজ্ঞানের সৃষ্টি।

'পরমাণুবিজ্ঞানের দর্শন' কিন্তু নৈতিক, মানবিক বা জাগতিক মূল্যবোধের উপর জোর দিচ্ছে। এখানে দর্শনের দৃষ্টি উপলব্ধ্য। বৈজ্ঞানিক সত্য বা সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক সত্য মানবজীবন ও জগতের পক্ষে কতদূর প্রযোজ্য হতে পারে—রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তির জীবনে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ভাল বা মন্দ হবে তারই পরিপ্রেক্ষিতে পরমাণুবিক শক্তির এবং তার প্রয়োগচিন্তার প্রয়োজন। অর্থাৎ মানবমূল্যবোধের সংজ্ঞা ও পরমাণুবিজ্ঞানের সত্যের বিরোধ ঘটবেনা। বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে যা অন্যবিষয় নিরপেক্ষ তার সঙ্গে social, moral বিশেষ করে ethical values যুক্ত করে দেখাই পরমাণু "বিজ্ঞানের দর্শন" বলবো।

বিজ্ঞানের সত্য যা বৈজ্ঞানিক শক্তিতে প্রকাশমান তা যতই দর্শনের প্রজ্ঞালোকে এবং চিরন্তন মানবমূল্যবোধের গভীর উপলব্ধিজাত সত্যের সজাগ পাহারায় নিয়ন্ত্রিত হবে ততই আমরা দীর্ঘকালীন মানবিক দায়িত্ব ও ঐক্যবোধকে বাঁধতে পারবো। দর্শনের দৃষ্টি তাই আমাদের পক্ষে অপরিহার্য। "Science cannot distinguish good or bad as universal human values" (Pierce Butler) দর্শনের আলোকে আমরা জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে স্থির করবো, স্থির করবো কোন 'কিশোরের" মূল্য এবং সেই লক্ষ্যবোধকে বিজ্ঞান সহায়তা করবে মাত্র কিন্তু dominate করবেনা। বরং বিজ্ঞানের সত্যদৃষ্টি নূতন দর্শনের জন্ম দেবে যা বিপর্যয়কে রোধ করবে, মানবমূল্য বোধকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে, শুভকে দেবে আত্মমর্যাদা। সমাজ এইরূপ দর্শনই কামনা করে। "If a society values philosophy as a way to wisdom, however, it must also value scientific enquiry, not only for its practical applications, but also as a way to new philosophy." (Joseph S. Fruton) কাজেই দর্শন দুরকমের কাজ করছে,—প্রথমতঃ, "it construct theories about man and the universe, and offers them as grounds for belief and action"; দ্বিতীয়তঃ "it examines critically everything that may be offered as a ground for belief and action, including its own theories, with a view to the elemination of inconsistency and error." (Peter Caws) দর্শন করবে উপলব্ধি, বিজ্ঞান করবে ব্যাখ্যা। তবে দর্শনও যে "নিকষিত হেম জাতীয়"। সঠিক সত্য

উত্তর সমস্ত ক্ষেত্রেই দেবে এ আশা করা যায় না। সমস্ত সংশয় বা মূল্যকে নিরূপণ করা দর্শনের সাধ্য কি। দর্শন বড় জোর—"...is able to suggest many possibilities which enlarge our thought and free them from the tyranny of customs." (Butrand Russel)

সংশয় দূর করতে, বিষয়কে সচেষ্ট করতে, উদ্দেশ্যকে বিশদভাবে তলিয়ে দেখতে সহায়তা করাই দর্শনের কাজ। "গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দর্শন" বলে আলাদাভাবে বিশেষ কিছু গড়ে ওঠেনি ঠিকই, কিন্তু এই বিজ্ঞানের প্রসার ও বহুমুখী প্রয়োগের নিত্যনূতন অধ্যায় বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ঘাতপ্রতিঘাতে সৃষ্টি হচ্ছে, নিত্যনূতন সমস্যা সৃষ্টি করছে; সেই কারণে একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বা সমগ্রগী দৃষ্টির আলোকে তাদের যথাযোগ্য বিন্যাস ও মূল্যায়ন অস্বীকার করতে পারিনা। অন্ততঃ গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকাটা প্রয়োজনীয় এটা স্বীকার করলে ভাল ফল আশা করা অন্যায় হবে না।

এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রবক্তাদের মতামত জানা যেতে পারে। Raymond Irwin তাঁর Librarianship গ্রন্থে গ্রন্থাগার বিদ্যার ক্ষেত্রে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর যুক্তিযুক্ততা বিচার করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বক্তব্য—বিষয়টি পরিষ্কার নয় এবং আদৌ 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দর্শন' কথাটা ব্যবহার করা উচিত কিনা, সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সন্দিহান। ব্যবহারিক প্রয়োগের গুরুত্ব অনুসারে একে বরং 'Applied Bibliography' বলাই সংগত। তবে গ্রন্থাগারিকের কর্মপ্রচেষ্টা ও গ্রন্থাগারবিদ্যার লক্ষ্যের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের সূত্র আবিষ্কার করতে পারলে খুবই ভাল হয়। দ্বন্দ্ব-সংশয় থাকলেও এই প্রয়োজনকে অবশ্য তিনি অস্বীকার করতে চান না। "It is necessary to build up a corpus of knowledge which can be regarded and canonised as the philosophy of librarianship. তাঁর মতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দর্শন ·· "must include (i) a defintion of librarinaship (ii) a statement of purpose and aims, (iii) a statement of its relation with other branch of knowledege." এই বক্তব্য থেকে "গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের দর্শন" কি বলতে চায় তার একটা আঁচ করা যাবে। আরুইন অবশ্য এখানেই ক্ষান্ত হননি, তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এর বিভিন্ন দিক নিয়ে। অন্যান্য দর্শনের ক্ষেত্রের বা বিষয়ের সঙ্গে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের একটা সম্বন্ধ দেখাতেও চেষ্টা করেছেন এবং মানবিকচিন্তার দৃষ্টিবিচার ও মূল্যবোধ গ্রন্থাগারবিদ্যার ক্ষেত্রে কতখানি অনুসৃত হতে পারে তার যুক্তিযুক্ততাও বিচার করেছেন।

প্রথম পথিকৃৎ হিসাবে Pierce Butler তাঁর "An Introduction to Libraianship" গ্রন্থে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের দর্শন এবং গ্রন্থাগারিকের দর্শনদৃষ্টি গঠন করার প্রয়োজন সম্বন্ধে অতিশয় যুক্তিনিষ্ঠভাবে বৈজ্ঞানিক প্রথায় আলোচনা করেছেন। বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক ইত্যাদি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থাগারবিদ্যার মূল্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টি নিছক ব্যবহারিক

কর্মপদ্ধতির জোয়ালে বাঁধা থাকলে চলবে না। সংকীর্ণ ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গীর কোন সুদূরপ্রসারী ধ্যানধারণা বা চিন্তার উৎস হতে পারে না। গ্রন্থাগারিকদের একটা আত্মসচেতনমূলক চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হতে হবে। গ্রন্থাগারবিদ্যার ধারণাকে সমাজচিন্তা ও শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে শুধু বৈজ্ঞানিক করে তুললেই হবে না তাকে একটা প্রশস্ততর rational basis দেওয়া চাই। তার জন্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে ঐতিহাসিক চেতনা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সংযোগ ও সমন্বয় ঘটা চাই। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের নবমূল্যায়নে সহায়ক হবে। এই professional introspection গ্রন্থাগারবিদ্যার ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তাঁর কথায়— "professional philosophy would give to librarianship that directness of action which can spring only from a complete conscionsness of purpose."এ জন্য আমাদের একটা "Organistic body of scientfic knowledge" গড়ে তুলতে হবে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে। পিয়ার্স বাটলার অবশ্য সমাজের দিক থেকে এই বিদ্যার গুরুত্বকে বেশী করে দেখিয়েছেন। যুক্তিনিষ্ঠভাবে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। ঋজু ও পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারার সাহায্যে তিনি যে সব কথা প্রকাশ করেছেন সেগুলো আজও সত্য।

D. J. Fosket তাঁর "The Creed of a Librarian" গ্রন্থে গ্রন্থাগারবিদ্যার দর্শন সম্বন্ধীয় ধারণার ক্ষেত্রে অনেকখানি আলোকপাত করেছেন। বইটি খুবই চিন্তা-প্রসূত। আত্মোপলব্ধির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক মননশীলতা তাঁর চিন্তাকে গভীর বিশ্বাস ও জীবন বোধের দিকে নিয়ে গেছে। তাঁর বক্তব্য:—"গ্রন্থাগার বিদ্যার দর্শন" একটা বাস্তব প্রয়োজন—"a quest for normative principles by whose lights we can illuminate our practice."

ফসকেটও 'প্র্যাগমেটিক' চিন্তাধারাকে আমল দেন নি। নিছক profossional outlook যদি আমাদের পেয়ে বসে তাহলে আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মবোধের ধারণা পাওয়া সুদূরপরাহত। দূর প্রসারিত চিন্তাধারার সাহায্য ছাড়া কোন কিছু সৃষ্টিশীল হওয়া অসম্ভব। দর্শনের দৃষ্টিই সেই অভাব মোচন করতে পারে। "Philosophy is quite basic to any kind of systematic outlook on life, and in particular to a professional outlook, এই দার্শনিক চিন্তাধারার প্রয়োগ গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার ঘটবে। "But if indeed we have no philosophy, then we are depriving ourselves of the guiding light of reason, and we live only a day to day existance, lurching from crisis to crisis, and lacking the driving force of an inner conviction of the value of our work."

দর্শনদৃষ্টির অভাব কেন ঘটছে ফসকেট তার কারণও নির্দেশ করেছেন। তাঁর

মতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই দর্শনদৃষ্টির অভাব ঘটেছে এই কারণে—"the profound absence of a sense of continuity." আসলে গ্রন্থাগারবিদ্যার ইতিহাস ও চিন্তার ক্রমবিকাশের স্তরগুলো দূর বিস্মৃতির মরুপথে বিলীন বললেই হয়। এই ঐতিহাসিক ঐক্যের অনুপস্থিতি গ্রন্থাগারবিদ্যার দর্শন গঠনে অচলাবস্থা সৃষ্টি করেছে। সেজন্যে প্রয়োজন ··" some normative principles which would stimulate and illustrate overaction."

ফসকেটের বক্তব্য—গ্রন্থাগারবিদ্যার ক্ষেত্রে আমাদের একটা 'দর্শন' বা 'Creed' গড়ে তুলতে হবে যার সহায়তায় গ্রন্থাগারবিদ্যার বিভিন্ন সমস্যা, গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব, বৃহৎ পাঠকসমাজের প্রতি তাদের ভূমিকাগ্রহণকে সুসংহত দৃষ্টির আলোকে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে পারি। গ্রন্থাগারিকেরা সত্যই যদি মানবসমাজের কল্যাণ ও প্রগতিতে স্থায়ী কিছু দিতে চান তাহলে সত্যানুসন্ধান করতেই হবে; কেননা সত্যের একটা স্থায়িত্ববোধ আছে এবং এই স্থায়িত্বের ভিত্তিতেই গ্রন্থাগারবিদ্যার নব রূপায়ণ সম্ভব।

জ্ঞানের মুক্তি বা অবাধবিকাশের ভিত্তিতে গ্রন্থাগারিকের বিশ্বাস ও মানসিকতা গড়ে ওঠা চাই। কেননা, সত্য চিন্তার উপলব্ধি অন্য কোনরূপ অবস্থায় সম্ভব নয়। এই বিশ্বাস বা প্রবণতা সৃজনশীল দর্শন ও মননের দ্বারা পরিচালিত হওয়া চাই। ফসকেটের মতে গ্রন্থাগার সমাজজীবন গঠনের সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষার যে ভূমিকা সমাজ জীবনে, গ্রন্থাগারও সেই দায়িত্ব বহন করছে। শিক্ষার দর্শন যখন থাকতে পারে তখন গ্রন্থাগারবিদ্যার দর্শন থাকাটা অস্বাভাবিক কোথায়। গ্রন্থাগারবিদ্যাকে একটা সমাজ-যোজনা বা process হিসাবে গণ্য করতে হবে। মনে রাখতে হবে এর একটা গতিশীল অবিচ্ছিন্নতা (dynamic continium) আছে। ডঃ রঙ্গনাথন এই প্রয়োজন বোধ থেকে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের একটা কার্যকরী দর্শন গড়ে তুলেছেন এবং "Five Laws of Library Science" গ্রন্থে বিশদভাবে যে ব্যাখ্যা করেছেন। সেগুলো বহু আলোচিত।

গ্রন্থাগারিকের ক্রমশঃ একটা keener sense of perspective গড়ে ওঠা চাই। শিক্ষা ও জ্ঞানের যুক্তধারাকে সবার দুয়ারে পৌঁছে দিতে হলে এই দৃষ্টিভঙ্গী একান্ত প্রয়োজন। "One of the most useful function the librarian can perform today is that of taking a broad veiw, of seeing those factors that are common to many fields, of widening the horizon of the reader, and assisting the cross fertilizalion of ideas···" গ্রন্থাগারবিদ্যার দর্শন সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করতে পারে। গ্রন্থপাঠক মাত্রেই এজন্য উদ্যোগী না হলে তাদের সামাজিক মর্যাদাবোধ ও বৃত্তিগত উৎকর্ষ অস্বীকৃতই থেকে যাবে।

সর্বশেষে A. Broadfield-এর মতামত নিয়ে কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক

হবেনা। A. Broadfield তাঁর "The Philosophy of Librarianship" গ্রন্থে গ্রন্থাগারিকের দর্শনদৃষ্টি এবং গ্রন্থাগারবিত্থার দর্শন বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অনেকক্ষেত্রেই তাঁর মতামত দীর্ঘ বিতর্কের অবকাশ রাখে। অনেকক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্য লাগবে। ব্রডফিল্ডের মতে—গ্রন্থাগারবিত্থার ক্ষেত্রে 'Pragamatic outlook'-কে বেশী আমল দেওয়া উচিত হবেনা। চিন্তার মুক্তি ও স্বাধীনতার ওপর তিনিও জোর দিয়াছেন। Library techniques এর ব্যাপারে তিনি পিয়াস´ বাটলারের মতই মতামত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে··· "Librarianship should be placed in its true perspective among other activities of men" এবং গ্রন্থাগারিক নিজে সচেতন থাকবেন "where he stands in relation to ultimate goals."

গ্রন্থাগারবিত্থার দর্শন গঠন ব্যাপারে তিনি কয়েকটি মূল্যবান কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য—আমরা যে 'দর্শন' গঠন করতে চাইছি, কিভাবে সেটা গ'ড়ে তুলবো সেটা বিবেচ্য। আমরা কি নিজেদের বিচারবুদ্ধি, বিশ্বাস প্রবণতা (inclination) দিয়ে 'দর্শন' গড়ে তুলবো অথবা দর্শনের সাহায্যে আমাদের বিশ্বাস, বুদ্ধি বা প্রবণতা স্থির করবো। প্রথমটা স্বীকার করলে আমরা যা পাবো তাকে "ideology of librarianship" বলা যায়। আমরা ঠিক এই ideology চাইছিনা। তার কারণ এর দৌড় বেশীদূর নয় এবং এই দৃষ্টিভংগীতে যা আমরা লাভ করবো তাতে মিথ্যা, অসঙ্গতি কিংবা তথাকথিত বিশ্বাসবোধের দ্বারা চালিত হবার সম্ভাবনা বেশী। "But of the latter, we can consider ourselves bound to choose the philosophy which seems true, even if it is not to our taste." এই হ'লো খুব সংক্ষেপে তার বক্তব্যের চুম্বক।

রামকৃষ্ণরাও 'Indian Librarian' পত্রিকায় 'গ্রন্থাগারবিত্থার দর্শন' প্রবন্ধে এই বিষয়ের মতবাদগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন।

তাঁর মতে "গ্রন্থাগারবিত্থার দর্শন"কে চাররকম শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। যথা, (১) Practical Philosophy ; (২) Deductive Philosophy ; (৩) Inductive Philosophy ; (৪) Social Philosophy।

মতবাদগুলো কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

(১) Practical Philosophy বা প্রয়োগবাদী দর্শন—

এইমতের প্রবক্তারা যা বলেন তার নির্গলিতার্থ হ'লো—গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের দর্শন আসলে "ব্যবহারিক কর্মদর্শন।" এই মতের প্রধান ব্যাখ্যাতা—Cyril O Houle বলেন, গ্রন্থাগারবিদ্যার দর্শন হবে এইরূপ যাতে গ্রন্থাগারবিদ্যার প্রতিটি কর্ম বা কর্মপ্রণালীকে সুপারিচালিত করা যায় ; সঠিক লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত করতে সে ব্যবহারিক কর্মদর্শন যদি অক্ষম হয় তবে তার কোন প্রয়োজনই রইলনা। বলাবাহুল্য একে আমরা অনায়াসে Pragmatic মতবাদ বলতে পারি। রামকৃষ্ণও রাও এই চিন্তাধারাকে "Actional Philosophy" বলে অভিহিত করেছেন।

(২) Deductive Philosophy—এই মতবাদের ভাবার্থ—

সামগ্রিকভাবে যখন কোন একটি বিষয়ের মূলীভূত বা অন্তর্গত চিন্তাসূত্র বা ভাবনাগুলো (ideas) আমাদের কাছে সমন্বয়ের, এককদৃষ্টির প্রসারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো, তখনই সমগ্রের খণ্ডাংশগুলোর সত্যাসত্য, মূল্য বা কার্যক্রমকে বিশেষ তলিয়ে দেখতে পারবো এবং তাতে প্রাপ্ত ফলাফল (practical results) ভাল হবে। অর্থাৎ গ্রন্থাগারবিদ্যাকে একটা অখণ্ড চিন্তাধারার সহায়তায় দেখতে হবে, বিচ্ছিন্ন কার্য-প্রণালীর প্রতিযোজনার নিরীক্ষায় বিচার করতে যাওয়া ভুল হবে। শুধু খণ্ড খণ্ড কার্যক্রম নির্ণয় বা ব্যাখ্যানই দর্শনের উদ্দেশ্য নয়। অখণ্ড মূল্যবোধের দৃষ্টিতে বা সংহতির পূর্ণ দৃষ্টিতে কার্যসমূহকে গড়ে তোলা বা ব্যাখ্যা করাই দর্শনের উদ্দেশ্য। এই সংহতিবোধই গ্রন্থাগারবিদ্যা তথা গ্রন্থাগারিকদের চিন্তা ও কার্যপ্রণালীর মধ্যে ভাবানুসংগতি আনতে সক্ষম। ···"The business of a library ·philosophy is to emphasize comprehensiveness against details and productivity against mastery"···রামকৃষ্ণ রাও একে Organistic মতবাদ বলে অভিহিত করেছেন। এই মতবাদ "প্রয়োগ"-এর চেয়ে 'চিন্তা'কে, 'প্রণালী'-র চেয়ে তত্ত্বের ওপর জোর দিচ্ছে।

(৩) Inductive philosophy –এই মতবাদের কথা হলো—"সিদ্ধান্ত"-সমূহ "প্রকৃত অভিজ্ঞতা"-সমূহ (actual experiences). থেকে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ এই দর্শন হবে 'বৈজ্ঞানিক'। তথ্যসংগ্রহ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সিদ্ধান্তগ্রহণ, মূলতত্ত্ব প্রণয়ন এং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহারিক প্রয়োগ। রামকৃষ্ণ রাও একে Naturalistic or Evolutionary philosophy বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা— ·· librarianship undergoes, a process of evolution starting with the preparation of certain crude precepts progressing through various stages of growth from practice to principles, finally resulting in the precipitation of refined theoretical concepts." বলাবাহুল্য এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রথাসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে। গ্রন্থাগার-বিদ্যার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাব ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠছে। Depth classification, cataloguing, indexing, bibliographical control ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রকরণ-কৌশলের বৈজ্ঞানিক প্রভাব প্রতিনিয়তই দেখতে পাচ্ছি।

এককথায় এই দর্শনের লক্ষ্য—from practice to principles and culmination into canons."

(৪) Social philosophy—এই মতবাদের গোড়ার কথা—"গ্রন্থাগার একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান। গ্রন্থাগারবিদ্যা ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিফলনসম্বন্ধ (Reflex-relation) রয়েছে। গ্রন্থাগার সমাজের জন্য, সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে।

গ্রন্থাগারবিদ্যার দর্শন সমাজাদর্শের ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে। গ্রন্থাগার শূন্যের মধ্যে থেকে বাড়তে পারে না। সমাজের মধ্যে থেকেই গ্রন্থাগার কাজ করছে। কাজেই গ্রন্থাগারবিদ্যার কার্যাবলীর সংগঠন বিভিন্ন সামাজিক শক্তিগুলির দ্বারা নির্ণয় করতে হবে। "The business of a philosophy of librarianship is not then to debate about what the actual and ideal functions of a librarian are, but to study the library in its relation to society." এ মতবাদের বিপক্ষেও বলার মত অনেক যুক্তি আছে।

B. Landheer "Social functions of libraries" গ্রন্থে সমাজবিদ্যার দৃষ্টিতে গ্রন্থাগার বিদ্যার ব্যাপক আলোচনা করেছেন। গ্রন্থাগারবিদ্যার "সমাজদর্শন" প্রসংগে বইটি অপরিহার্য পাঠ্য।

উপসংহার

আমার কথাটি ফুরালো। তার আগে একটা সারসংক্ষেপ করা যাক। উপযুক্ত আলোচনা থেকে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হবে। আধুনিক শিক্ষা ও সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার বিদ্যা একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শিক্ষাকে সৃজনশীল করা, অবাধ স্বাধীন চিন্তার অনুশীলনে ব্যক্তি তথা সমাজকে এগিয়ে দেওয়া গ্রন্থাগারবিদ্যার মূল লক্ষ্য। কাজেই গ্রন্থাগার সমাজচিন্তা ও নিজস্ব সত্যাবিষ্কার থেকে দূরে অবস্থান করতে পারে না। গ্রন্থাগারবিদ্যার দর্শনের উদ্দেশ্যে "to demonstrate or furinsh an acceptable charting of the future action." এজন্যে সমন্বয়ধর্মী দর্শনবিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে—এহেন দৃষ্টিভঙ্গীতে হৃদয় থেকে মস্তিষ্কের চর্চা, প্রজ্ঞার চেয়ে বিজ্ঞানের প্রভাব বা সামাজিকচিন্তার প্রভাব বেশী মাত্রায় সক্রিয় না হয়ে পড়ে। এইরূপ প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গীর সহায়তায় গ্রন্থাগারবিদ্যার সংগঠন আজকে দ্রুত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। গ্রন্থাগারিকবৃত্তির সামাজিক মর্যাদা ও মূল্যায়ন এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারের উপর নির্ভর করছে। মনে রাখতে হবে,—গ্রন্থাগারিকরা মূলত: "seekers after truth" এবং "Librarianship is a typical segment of human activity in its cultural development" গ্রন্থাগারবিদ্যার দর্শন যতটা সম্ভব হবে "philosophy of universal application." গ্রন্থাগারবিদ্যার ক্ষেত্রে এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন ও অগ্রগতিতে সহায়তা করবে সন্দেহ নেই।

আপাততঃ "গ্রন্থাগারবিদ্যার দর্শন" কেন প্রয়োজন—এই বোধ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কেননা সুস্পষ্ট "গ্রন্থাগারবিদ্যার দর্শন" বলে এখনও কোন কিছু পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি, জিজ্ঞাসার আলোকে একদিন সব অস্পষ্টতা কেটে যাবে ধীরে ধীরে—এই আশাই আমাদের ভবিষ্যৎপথে এগিয়ে যাবার প্রেরণা যোগায়। জিজ্ঞাসার এই

আবহমান প্রেরণাই মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নব নব উদয়াচলের পথে চলবার শক্তি যুগিয়ে এসেছে ; দান করেছে গভীর আত্মবিশ্বাস ও সংগ্রামের প্রেরণা ; আর তারই গতিপথে বাহিত হয়ে এসেছে অফুরন্ত কল্যাণের পলিমাটি। তাতে সমাজ, ব্যক্তি, মানবসমাজ, সভ্যতার তথা সাংস্কৃতিক উর্বরতা নানাদিক থেকেই বেড়ে গেছে বৈকি এবং ফসলও নেহাৎ কম ফলেনি। আমরা সে আত্মবিশ্বাসের শক্তি অর্জন করতে না পারলে আমাদের পায়ের তলার মাটি কোনদিনই শক্ত হবে না। সেই অবিশ্বাসের চোরাবালিতে মৃত্যু নিশ্চয়ই কারো কাম্য নয়। গভীর আত্মবিশ্বাসের সংগে যেন আমরা ঘোষণা করতে পারি—"It is for us, by the power of our thought to break down the iron walls or opposition that confronts us, and to seize and enjoy the intellectual soveignty of the world."

(১) Broadfield, A. A philosophy of librarianship. London, Grafton & co. 1949.
(২) Butler, Pierce. An introduction to library science. Chicago, Chicago univ. press, 1961.
(৩) Danton, G. P. "Plea for a philosophy of librarianship (In Library Quarterly, 4 : 527-551, Oct. 1934).
(৪) Foskett, D. J. The creed of a librarian. London, Library Association, 1962.
(৫) Frank, Philipp. Philosophy of science. N. J., Prentice-Hall, Inc. 1958. (Introduction & pp. 1–20).
(৬) Honle, Cyril O. "Basic philosophy of library science for adult education" (In Library Journal, Nov. 15, 1964)
(৭) Irwin, Raymond. Librarianship.
(৮) Landheer, B. Social function of libraries. N. Y. Scarecrow press, 1957.
(৯) Library science abstracts, 1965 : Vol. 16, No. 2.
(১০) Rao, Ramakrishna. "Philosophy of librarianship". (In Indian Librarian, 16(2) Sept. 1961)
(১১) Russell, Betrand. Bertrand Russell speaks his mind.
(১২) Russell, Betrand. Problems of philosophy, London, O.U.P., 1954.
(১৩) Savage, E. A. "The faith of a librarian." (In Library Asso, Records. 1960 ; Vol. 62.)

Philosophy of Librarianship : a new concept
By Debesh Roy

গ্রন্থাগারিক সংবাদ

পুরুলিয়ার স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের রাজ্য সম্মেলন

গত ৮ই ও ৯ই ফেব্রুয়ারী পুরুলিয়া শহরে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের তৃতীয় বাৰ্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। মূল সভাপতি ছিলেন পুরুলিয়ার জননেতা শ্রীঅশোক চৌধুরী এবং প্রধান অতিথি ছিলেন সাহিত্যিক শ্রীসমরেশ বসু।

গ্রন্থাগার বৃত্তিতে এ-রাজ্যের এই শ্রেণীর কর্মীরা জীবন ধারণের ন্যূনতম বেতন ও সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত—অথচ এঁদেরই উপর বর্তাচ্ছে বর্তমান ও আগামী দিনের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। তাই হয়ত মনে হতে পারে যে, বেতন সম্পর্কিত আন্দোলনের জন্যেই এই সম্মেলনের আয়োজন—বস্তুতঃ সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিরা বেতন সম্পর্কিত সরকারী ঔদাসিন্যের যেমন সমালোচনা করেছেন তেমনি ততটা গুরুত্বের সঙ্গেই তাঁরা সর্বাত্মক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনে সরকারী প্রচেষ্টার ত্রুটিবিচ্যুতির বিস্তারিত আলোচনা ও আদর্শ কর্মপন্থা উপস্থাপিত করেছেন। গ্রন্থাগারের মধ্যে দিয়ে জনসেবাকে এঁরা একাধারে নেশা ও পেশা করে তুলতে পেরেছেন বলেই সম্মেলনে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা প্রত্যক্ষ করি। সুদূর কুচবিহার ও মালদহ থেকেও প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। ভ্রমণের ব্যয়বাহুল্য ও নানাবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও যে-নিষ্ঠা নিয়ে প্রতিনিধিরা সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন তা গ্রন্থাগারবৃত্তির অন্যান্য কর্মীদের কাছে অনুকরণীয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে আমি, শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী ও শ্রীঅরুণ রায় যোগদান করি। আমরা যখন পৌঁছই তখন প্রথম অধিবেশন শুরু হয়ে গেছে। বাইরে থেকেই কোলাঘাটের শ্রীনির্মল ব্যানার্জীর সুপরিচিত কণ্ঠস্বর কানে আসে: "আমাদের সংগঠনশক্তি বৃদ্ধি করা দরকার, নইলে বেতন বৃদ্ধির আন্দোলনে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যাবে না; তাই দরকার জেলায় জেলায় শাখা স্থাপন ও সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি যে, স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদের সদস্য সংখ্যা এখন প্রায় চার শ'—অর্থাৎ সারা রাজ্যের মোট কর্মী সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। মাত্র এই ক'বছরে পরিষদের এই সদস্যসংখ্যা নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের পরিচায়ক। এজন্যে পরিষদের প্রধান দুই স্থপতি হুগলীর জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীঅনিল দত্ত ও তমলুকের জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্যের সংগঠন প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠার প্রশংসা করি।

প্রথম কার্যকরী অধিবেশন পরিচালনা করেন মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীমুরলী……। আলোচ্য বিষয় ছিল স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম ও ন্যায্য সুবিধাদি অর্জন। প্রায় সকল প্রতিনিধিই নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেন। বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি শ্রী… … … … চিন্তায় একটু চরমপন্থী। তাঁর মতে জেলা গ্রন্থাগারে লাইব্রেরী এসিস্ট্যাণ্ট ও লাইব্রেরী এটেণ্ডাণ্টের পার্থক্য তুলে

দেওয়া উচিত ; তিনি আরও প্রস্তাব করেন যে, সরকার কর্তৃক সম্প্রতি ঘোষিত মাগ্‌গী ভাতার পরিমাণ সন্তোষজনক না হওয়ায় তা বয়কট করা হোক। এ ধরণের নানা বিষয়ে প্রতিনিধিদের মধ্যে বিতর্কের ঝড় ওঠে। বেশ উত্তাপও সঞ্চারিত হয়। তমলুকের রামবাবু তাঁর তথ্যপূর্ণ সুচিন্তিত ভাষণে উত্তাপের প্রশমন করে কয়েকটি গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রচেষ্টা বিবৃত করে বলেন যে, আগামী সাধারণ নির্বাচনের পর বিধান সভায় নির্বাচিত সদস্যদের আমাদের এই সব সমস্যা গোচরীভূত করতে হবে। সরকারের নিকট দাবি জানিয়ে এই অধিবেশনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাছাড়া পরিষদের কর্মতৎপরতাকে আরও সুসংবদ্ধ ও বেগবান করে তোলার জন্যে একটি বুলেটিন প্রকাশ ও অর্থ-তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

অধিবেশনে উত্থাপিত ও আলোচিত বিভিন্ন প্রসঙ্গের মধ্যে একটি বিষয় সকলের মনে অত্যন্ত ক্ষোভ ও উত্তেজনার সঞ্চার করে। বিষয়টি হোল পুরুলিয়া জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিকের একটি সার্কুলার। তাতে তিনি এক ফতোয়া দিয়েছেন এই বলে যে সমাজ শিক্ষা সংগঠক, গ্রামসেবক ও সেবিকাগণ অতঃপর গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির তত্ত্বাবধান ও সেগুলিকে নির্দেশ দান করবেন। সার্কুলারটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে গ্রামীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার দায়িত্ব একমাত্র জেলা গ্রন্থাগারিকের উপর ন্যস্ত থাকা উচিত। ভাবছি কোনদিন হয়ত গাঁয়ের চৌকিদারকে লাইব্রেরীগুলির উপর খবরদারির দায়িত্ব দেওয়া হবে !

দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশন পরদিন সকালে বসে। পরিচালনা করেন শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য। বিষয়: নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সমাজ শিক্ষায় স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা। কোলাঘাটের নির্মল বাবু দুঃখ করে বলেন যে, গ্রন্থাগারে এই ধরণের কাজে অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন। সুতাহাটা শহীদ স্মৃতি পাঠাগারের প্রতিনিধি শ্রীবিশ্বপদ জানা স্বীয় অঞ্চলে নিরক্ষরদের মধ্যে গ্রন্থাগারের কর্ম-তৎপরতার একটি বিবরণ দান করেন। পুরুলিয়ার জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীসুশান্ত হাজরা বলেন যে, জেলা গ্রন্থাগার থেকে বুক মোবাইল প্রায়শঃই গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত করে। সেই সময় শ্রব্যদৃশ্য সরঞ্জামের সাহায্যে পরিবার পরিকল্পনা, কৃষিকর্মের উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে গ্রামবাসীদের অবহিত করা যায়। শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী গ্রন্থাগারের সাহায্যে নিরক্ষরদের খবরের কাগজ পড়ে শোনানো থেকে শুরু করে তাহাদের জীবিকা ও প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে জড়িত প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ে তথ্যাদি সরবরাহ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। এই অধিবেশনেও কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ঐদিন সন্ধ্যায় সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের শেষে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল। তাতে বিপুল জনসমাগম হয়।

সম্মেলনের কার্যবিবরণী ও প্রস্তাবগুলি পত্রিকায় স্বতন্ত্র প্রকাশিত হবে। সম্মেলনে

বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিদের হৃদয়মধুর মিলন ও আলাপ আলোচনা একদিকে যেমন মনকে খুবই অভিভূত করে, তেমনি কয়েকটি জেলার সক্রিয় কর্মীদের নানা অসুবিধাজনিত কারণে অনুপস্থিতি, যেমন নদীয়া আসাননগরের শ্রীমদন মল্লিকের অনুপস্থিতি, প্রত্যক্ষ করি। আশা করি, পরবর্তী সম্মেলনে সবাইকে দেখতে পাব।

পরিশেষে সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির ব্যবস্থাপনা ও আতিথেয়তার জন্যে তাঁদের অভিনন্দিত করি।

প্রতিবেদক : সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

Librarians in the news.

গ্রন্থাগার (মাসিক)

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ক বিবৃতি নিম্নে প্রকাশিত হইল।

১। প্রকাশের স্থান—কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১২।

২। প্রকাশকাল—মাসিক।

৩। মুদ্রাকরেরর নাম—শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। জাতি—ভারতীয়। ঠিকানা—১০০/১ ভূপেন্দ্র বসু এভেনিউ, কলিকাতা-৪।

৪। প্রকাশকের নাম—শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। জাতি—ভারতীয় ঠিকানা—১০০'১ ভূপেন্দ্র বসু এভেনিউ, কলিকাতা-৪।

৫। সম্পাদকের নাম—শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় জাতি—ভারতীয়, ঠিকানা-৩।৫ মধুসূদন ব্যানার্জী রোড, ফ্ল্যাট-'এ', বেলঘরিয়া, কলিকাতা-৫৬

৬। স্বত্বাধিকারী—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২।

আমি শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপযুক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

তারিখ—২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬।

স্বাঃ শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
প্রকাশক।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

কবিতা গ্রন্থাগার। রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম (ব্লক নং ২ রুম নং ৬)

গত ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীশান্তি লাহিড়ী ও শ্রীস্বদেশরঞ্জন দত্তর-র উদ্যোগে এবং লেখক সমবায় সমিতির সহযোগিতায় এই গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয়েছে। এখানে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত যাবতীয় কবিতার বই, কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ, কবিদের জীবনী, পাণ্ডুলিপি, প্রখ্যাত কবিদের কণ্ঠস্বরের টেপ এবং চিঠিপত্র সংরক্ষণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রধানতঃ বাংলা কবিতার বই নিয়ে এই সংগ্রহ গড়ে উঠেছে। এর গ্রন্থ সংখ্যা বর্তমানে ৬৫০টিতে দাঁড়িয়েছে। প্রতি রবিবার সকাল ৮টা থেকে দশটা পর্যন্ত গ্রন্থাগার খোলা থাক। গ্রন্থাগারটি নিঃশুল্ক।

ইসলামিয়া লাইব্রেরী। ৪।১এ, ইব্রাহিম রোড। কলিঃ ২৩।

চত্বারিংশৎ কার্যবিবরণীতে প্রকাশ ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে যথাক্রমে ২৪,৯১২ ও ২২,৪২৫টি বই গ্রন্থাগার থেকে ইস্যু করা হয়। গ্রন্থাগারের মোট বই-এর সংখ্যা ৬০০৭। এর মধ্যে বহু দুষ্প্রাপ্য আরবী ও পার্সী বই আছে।

বর্তমানে গ্রন্থাগারের মোট সদস্য সংখ্যা ৩০২। এর মধ্যে ১২ জন আজীবন সদস্য আছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, গ্রন্থাগারে একটি নিঃশুল্ক পাঠকক্ষ আছে।

জাতীয় গ্রন্থাগার। কলিকাতা-২৭

গত ২২শে জানুয়ারী ভারতে ব্রিটিশ হাই কমিশনার শ্রীজন ফ্রিম্যান জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন। শ্রী ফ্রিম্যান জাতীয় গ্রন্থাগারকে শেকসপীয়রের চারশ জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত একটি স্মারকগ্রন্থ উপহার দেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকেও শ্রীযুত ফ্রিম্যানকে 'ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার' পুস্তকের একটি কপি উপহার দেওয়া হয়।

গত ৪ঠা মার্চ থেকে জাতীয় গ্রন্থাগারে রোমাঁ রোলাঁ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। নিখিল ভারত রোমাঁ রোলাঁ জন্ম শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে রোমাঁ রোলাঁর ফরাসী ভাষায় লিখিত বই এবং তার ইংরাজী ও বাংলা অনুবাদ স্থান পেয়েছে। প্রদর্শনীর অধিকাংশ বস্তুই নয়াদিল্লীস্থ ফরাসী দূতাবাসের প্রচেষ্টায় প্যারিস থেকে আনা হয়েছে। এই প্রদর্শনী ৯ই মার্চ পর্যন্ত খোলা থাকবে এবং তারপর এখান থেকে চলে যাবে শান্তিনিকেতনে।

নারী শিল্প নিকেতন। কলিকাতা-৯

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় নারী শিল্প নিকেতন গ্রন্থাগার বিভাগের উদ্যোগে ১১৬/এ মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে শ্রীযুক্তা উষা সেনগুপ্তের পৌরোহিত্যে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। ডঃ আশা দাশ দেশপ্রিয়ের বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

চব্বিশ পরগণা

কিশোর ভারতী। সুখচর।

কিশোর ভারতীর প্রযোজনায় ১৯৬৬-র আগষ্ট মাস থেকে সাপ্তাহিক কিশোর আলোচনা চক্রের সূচনা হয়। গত ১৫ই জানুয়ারী আলোচনা-চক্রের একটি পুরস্কার বিতরণী সভা হয়। সুখচর গ্রামের পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও কিশোর ভারতীর সব কিশোর সদস্যের উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানটির সার্থক রূপ দিয়েছিল। ঐ সভায় বিভিন্ন বিষয়ে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি শ্রীহারাধন গঙ্গোপাধ্যায় সভার কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন। কবিতা, গান ও গল্পের মাধ্যমে কিশোর সদস্যেরা সভার আনন্দ বর্ধন করে। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করে কুমারী মণিকা ঘোষ। সম্পাদক শ্রীবিনয়কুমার চক্রবর্তী আলোচনা চক্রের তাৎপর্য বিশদভাবে আলোচনা করেন। ঐদিনের আসরে কুমারী গোপা বন্দ্যোপাধ্যায় তার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পায়।

জলপাইগুড়ি

বাবুপাড়া পাঠাগার। জলপাইগুড়ি।

গত ২২শে মাঘ গ্রন্থাগারের একবিংশতিতম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক রেবতীমোহন লাহিড়ী। পাঠাগারের সংস্কৃতি পরিষদ শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায়ের "নীল রঙের ঘোড়া" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।

১৩৭৩ সনের পরিচালন সমিতিতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ নির্বাচিত হয়েছেন :—

সভাপতি—রেবতীমোহন লাহিড়ী, সহঃ সভাপতি—শ্রীমতী আরতি গুহ, সম্পাদক—শ্রীসুনীল কুমার পাল, সহঃ সম্পাদক - শ্রীনীতিন ভৌমিক ও শ্রীপরিতোষ রাহা, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীরবীন মিত্র মজুমদার, সদস্যগণ—সর্বশ্রী রোজি ভৌমিক, শচীন রায়, বিভূতিচন্দ্র সিংহ, মানিক চট্টোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, প্রাণহরি করণজাই, কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য। এ ছাড়া চারটি উপসমিতি আছে, যথা, পুস্তক সংরক্ষণ বিভাগ, অর্থ পুদ,রষ পস্তিক নির্বাচন পরিষদ ও সংস্কৃতি পরিষদ।

নদীয়া

নদীয়া জেলা হাসপাতাল গ্রন্থাগার। শক্তিনগর।

সম্প্রতি জেলা হাসপাতালের রোগীদের পড়ার জন্য এই হাসপাতালের চিকিৎসকগণ একটি গ্রন্থাগার খুলেছেন। এই গ্রন্থাগার স্থাপনের ফলে রোগীদের কিছুটা মানসিক উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা শতাধিক। জনসাধারণের নিকট সাহায্য বাবদ পুস্তক গ্রহণ করা হচ্ছে।

বর্ধমান

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার (গ্রামীণ গ্রন্থাগার)। জাড়গ্রাম।

গত ২৫শে ডিসেম্বর জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পণ্ডিতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন গ্রন্থাগারিক শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায়।

এই গ্রন্থাগারের শুভ সূচনা ১৯২১ সালের ৪ঠা জুলাই। সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও দেশপ্রেমিক স্বর্গত মাখনলাল দে মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে গ্রামবাসীরা এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবংগ সরকারের গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রন্থাগারটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার হিসাবে স্বীকৃতি পায়। বর্তমানে গ্রন্থাগারে মোট পুস্তকের সংখ্যা ৩৮৫৭, সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা ৫৮৬৭ এবং মোট সদস্য সংখ্যা ১৫৮। 'এই পাঠাগার সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ কয়েকমাস আগে গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

সত্যময় সাধারণ পাঠাগার (অগ্রগামী দল)। কালনা।

সত্যময় সাধারণ পাঠাগার স্থানীয় অগ্রগামী দলের প্রচেষ্টায় ১৯৬১ সালের ১৪ই এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত সংস্থার অক্লান্ত কর্মী শ্রীসত্যময় সান্যালের স্মৃতি রক্ষার্থে এই গ্রন্থাগারের সূচনা। শুরুতে যদিও মাত্র ২৭২টি পুস্তক ছিল, বর্তমানে মোট পুস্তক সংখ্যা ২৩০০।

গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রীকালিপদ ঠাকুর, সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীরণজিৎ মুখোপাধ্যায়। কার্যকরী সমিতির সদস্য সংখ্যা ১২।

পাঠাগারে প্রতি বৎসর প্রতিষ্ঠাদিবস, রবীন্দ্র জন্মোৎসব, নেতাজীর জন্ম বার্ষিকী, স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, ও গান্ধী জন্মদিবস উদ্‌যাপন করা হয়। অদূর ভবিষ্যতে সত্যময় সাধারণ পাঠাগারের নিজস্ব গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনাও রয়েছে।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার। সিউড়ী।

গত ২৩শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় রামরঞ্জন পৌরভবনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। ঐ সভায় পৌরোহিত্য করেন ডাঃ কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থাগারের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী সভার উদ্বোধন করেন। নেতাজীর জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে সুচিন্তিত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীগোবিন্দ গোপাল সেনগুপ্ত ও শ্রীবিমল বিষ্ণু। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী আভা নন্দী ও শ্রীমতী ইভা নন্দী।

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী গ্রন্থাগারে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ মহারাজ। স্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভাষণ দেন স্বামী জিনানন্দ ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ মহারাজ।

মেদিনীপুর

শহীদ পাঠাগার (গ্রামীণ গ্রন্থাগার)। চৈতন্যপুর।

গত ৩০শে জানুয়ারী শহীদ পাঠাগারে সূত্রযজ্ঞ, গীতা পাঠ, সঙ্গীত ও নানা আলোচনার মাধ্যমে শহীদ দিবস পালন করা হয়। শ্রীমোহিনী প্রামাণিক, কুমারী পার্বতী মাইতি ও শ্রীমনোতোষ মাইতি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। গান্ধীজির জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন শ্রীবিল্বপদ জানা। সভার শেষে প্রার্থনা সভায় সকলে যোগদান করেন।

হাওড়া

হাওড়া মেডিক্যাল লাইব্রেরী।

হাওড়া মেডিক্যাল ক্লাব। ৩।২ চার্চ রোড। হাওড়া-১।

হাওড়া মেডিক্যাল লাইব্রেরী, হাওড়া জেলার মধ্যে একমাত্র এবং পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় এই শ্রেণীর গ্রন্থাগার। বর্তমানে এই গ্রন্থাগার হাওড়া মেডিক্যাল ক্লাবের গৃহে প্রতিষ্ঠিত।

হাওড়া মেডিক্যাল লাইব্রেরী চিকিৎসক, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র ও গবেষণাকারীদের সাহায্যকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের বই ও পত্র পত্রিকা পাওয়া যাবে। একটি নিঃশুল্ক পাঠকক্ষ এই গ্রন্থাগারের অন্যতম আকর্ষণ।

সবুজ গ্রন্থাগার। নিজবালিয়া।

অন্যান্য বছরের মত এবারও গত ২৩শে জানুয়ারী সবুজ গ্রন্থাগার ভবনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবস উদ্‌যাপন করা হয়। প্রভাতফেরী, পতাকা উত্তোলন ও আলোচনার মাধ্যমে সেদিনকার অনুষ্ঠান খুবই চিত্তাকর্ষক হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন গড়বালিয়া বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীশিবরাম রায় এবং উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীনৃসিংহ মুরারী মাইতি। গ্রন্থাগারিক শ্রীবিমল কুমার মাইতি 'কর্মবীর নেতাজী' সম্পর্কে আলোচনা করেন।

News from libraries.

চিঠি-পত্র

'গ্রন্থাগার' ও পাঠক

মহাশয়,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' সত্যই ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাগার সম্পর্কিত পত্রপত্রিকার গর্বের সামগ্রী। বিগত ষোল বছর ধরে এতখানি নিয়মিতভাবে অথচ শিশু গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে স্বাভাবিক ও আনুষঙ্গিক শত বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে এটি যে বহু চিন্তাশীল লেখককে প্রবন্ধাদি রচনা করতে উৎসাহ দিয়েছে তা সত্যই অননুকরণীয়। এটি এত ভঙ্গ বঙ্গদেশের সর্ববিধ গ্রন্থাগার কর্মীর ম্লানমুখে ভাষা জোগানর সাথে সাথে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় পরিবেশন করে তাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর করেছে এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন ও পরিচালনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু ইদানিং আমার মনে প্রায়ই একটি প্রশ্ন জেগে ওঠে। এই পত্রিকার পাঠক-পৃষ্ঠপোষকদের মাতৃভাষা কি? স্বতঃসিদ্ধভাবেই এর উত্তর হওয়া উচিত বাংলা। প্রবল যুক্তি সম্ভবতঃ এই যে - প্রথমতঃ, এটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র। দ্বিতীয়তঃ, এটি বাংলা ভাষায় মুদ্রিত হয়। কিন্তু সত্যই কি একমাত্র বাংলাই এর ভাবপ্রকাশের মাধ্যম? আমি ত' দেখি ইংরেজীতে এটি আকণ্ঠ নিমজ্জিত। সর্বক্ষেত্রেই ভাষান্তর অথবা বর্ণান্তর (ভাষাচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায় অভিহিত 'প্রতিবর্ণীকরণ') প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত, কি প্রবন্ধকার, কি সম্পাদক উভয়েই নিশ্চেষ্ট।

আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করবার জন্য যে কোন একটি সম্প্রতি প্রকাশিত সংখ্যাকে উদাহরণ স্বরূপ নেওয়া যেতে পারে। যথা, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ সংখ্যা। ঐ সংখ্যাটি হস্তগত হওয়ার পর প্রতিবাদের বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে কিন্তু আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা বশতঃ আরও দুটি মাস ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে।

সম্পাদকীয় থেকেই শুরু করা যেতে পারে—।

বিখ্যাত গ্রন্থাগারবিজ্ঞানী শ্রীরঙ্গনাথন জন্মসূত্রে ভারতীয়। ইংরেজী ভাষায় তাঁর নাম অবশ্যই মিঃ এস্. আর, রঙ্গনাথন লেখা হবে; কিন্তু 'শ্রীযুত' হ'লে তাঁকে নিশ্চয় সিয়ালী রামামৃত এবং হ্রস্বীকরণের অজুহাতে সি. রা. রঙ্গনাথন বলা যেতে পারত। মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় হয়ত গ্রন্থাগার 'বিল পাশ' করাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় 'আইন প্রবর্তন' এর চেষ্টা করলে অন্ততঃ সাধুবাদ পেতেন। পরপৃষ্ঠায় প্রতি বঙ্গসন্তানই 'গ্রন্থাগার কর' বুঝতে পারবে, ইংরেজী প্রতিশব্দটি আতিশয্য-দোষে দুষ্ট ও অবাঞ্ছিত। অনুরূপ অভিযোগ 'আদর্শ গ্রন্থাগার আইন-এর প্রতিশব্দের প্রতি প্রযোজ্য। এড্মিনিষ্ট্রেটিভ মেজার' এর সাহায্যে যে কোন দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলে 'প্রশাসনিক প্রতিবিধান' এর পরিণতিও একই হবে, তবু শেষোক্ত শব্দ দুটি বঙ্গভাষীর পক্ষে অনেক পরিমাণে সহজবোধ্য।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ—'ফরাসী দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা'তে 'মুনিসিপ্যাল লাইব্রেরীর' কোন স্থান আছে কি? হয় পুরোপুরি ফরাসী পদের প্রতিবর্ণীকরণ হোক্ নতুবা বাংলায় ভাষান্তর করে 'পৌর গ্রন্থাগার' জাতীয় কিছু প্রতিষ্ঠিত হোক্। ইংরেজীর ভূতকে প্রণালী পার হওয়ার সময় ঘাড় থেকে নামাতে চেষ্টা করা ভাল।

কিন্তু এই বাহ্য, আগে কহি আর—।

আমার প্রতিবাদের মূল লক্ষ্য অবশ্যই তৃতীয় প্রবন্ধ—'অটোমেশন ও গ্রন্থাগার।' এই প্রবন্ধে বাংলা শব্দের সাথে সাথে ইংরেজী প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। লক্ষ্য করুন, প্রথমে বাংলা, পরে ইংরেজী। পৌনঃপুনিক (Repetitive), মান (Standard), একঘেয়ে (Monotonous), সৃষ্টিকর্ম (Creative), ঘনত্ব (Density), গতিবেগ (velocity), শিক্ষা দেওয়া (Instruct), পঞ্চসূত্র (Five Laws), সভা, সমিতি (Conference, meeting), বিষয় শিরোনাম (Subject heading), পুরানো (Backdated), ক্রম (Sequence), তথ্যপঞ্জী (Bibliography), সংরক্ষিত (Store), প্রকল্প (Project) ইত্যাদি শতাধিক। পাঠক এই মূল বাংলা শব্দগুলি আয়ত্ত করবার জন্য কখনই ইংরাজী পারিভাষিক শব্দের দ্বারস্থ হবেন না। এতে বাঙালী পাঠক ও বাংলা ভাষাকে যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হয় কি?

এই প্রবন্ধে বাংলা-ইংরেজীর জগাখিচুড়ী 'আকাশবাণীর' নাট্যানুষ্ঠানকেও হার মানায়। যথা—"মানবশিশু ··· যখন······এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখে তখন তার percept সৃষ্টি হয়। এই percept-এর Superimposition-এর ফলে Concept সৃষ্টি হয়। Memory-তে Concept সংরক্ষিত থাকে···।" (৩৫৩ পৃষ্ঠা)।

—অর্থ তার ভাবি ভাবি গবুচন্দ্র চুপ্।

পুনরপি—।

"প্র: What has been published since 1963 in English on the incidence of hysteria complicated by acne in adolescent girls in US?" (৩৫৫ পৃষ্ঠা)।

বিনীত পাঠক একটি প্রতিপ্রশ্নের প্রয়াসী—।

What has been published since the foundation of 'GRANTHAGAR' in Bengali on the incidence of foreign journals complicated by plagiarism in adolescent librarians in West Bengal?

প্রবন্ধটি উপযুক্ত রেখাচিত্রের অভাবে রীতিমত দুর্বোধ্য। সন্দেহ হয় এই দুরূহতা উচ্চকোটির রচনা প্রমাণ করার জন্য ইচ্ছাকৃত কিনা। কিন্তু 'গ্রন্থাগার'-এ এ ধরণের প্রবন্ধের স্থান কোথায়? সাধুজন, তেলিনীপাড়া অথবা তারাগুনিয়া পাঠাগারের কোন্ কামে লাগবে "৮০টি vertical column ও ১২টি horizontal row। এই ১২টি horizontal row দ্বারা তিনটি alphabetical character-গুলি হোল O, X, Y এবং numerical character হোল 1, 2,...9। O, X, Y-কে বলা হয় Zone position। Zone position numerical digit-এর সহযোগে alphabetic character-এর ব্যবস্থা করে।..." ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রশ্ন জাগতে পারে 'গ্রন্থাগার'-এ কি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নব নব অবদান সম্পর্কে কোন আলোচনা হবে না? নিশ্চয়ই হবে। না হ'লে পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দিতে হয়। তবে বাংলা ভাষায় হোক্। যাঁরা ইংরেজীর বেড়া উল্লম্ফনে সক্ষম হবেন তাঁরা নিশ্চয় জ্ঞানটুকু আহরণের জন্য ইংরেজী পত্র-পত্রিকার আশ্রয় নেওয়া শ্রেয়: মনে করবেন। মৎসদৃশ পশ্চাৎবর্তীদের জন্য বঙ্গভাষায় যদি কিছু পরিবেশন করেন তবেই হয়ত গ্রহণ করতে পারব। 'গ্রন্থাগার'-এর যদি কিছু করবার থাকে তা হওয়া উচিত বাংলা ভাষার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞানের নব নব চিন্তার উপস্থাপন। শিখীপুচ্ছখচিত বায়স সর্বকালে সর্বসমাজে নিন্দিত ও অপাংক্তেয়।

চতুর্থ ও পঞ্চম প্রবন্ধকারও অনুরূপ অপরাধে অভিযুক্ত হতে পারেন। হিন্দু কলেজী যুগ সুলভ ইংরেজী ভাষায় কাশিবার চেষ্টা কখনই শ্লাঘার বিষয় হতে পারে না।

পারিভাষিক শব্দের সঙ্কলন অনেক মুস্কিলের আসান করবে ঠিকই, কিন্তু উপরোক্ত প্রবন্ধগুলিতে (অটোমেশন ছাড়া) তার প্রয়োজন ছিল নগণ্য।

"গ্রন্থ সমালোচনা" বিভাগ সম্পর্কেও কিছু বক্তব্য আছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত পত্রিকাতে উক্ত বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থের সমালোচনা থাকাই যুক্তিযুক্ত। প্রেম, রোমাঞ্চ, রাজনৈতিক বিপ্লব ইত্যাদি যে সমস্ত পুস্তকের উপজীব্য তাদের সমালোচনার জন্য এই বাংলাদেশে জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ বহু পত্রপত্রিকা বর্তমান। কিন্তু গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, গ্রন্থবিদ্যা, গ্রন্থপঞ্জী সংক্রান্ত পুস্তক অথবা পত্রিকার সমালোচনার দায়িত্ব বহুল পরিমাণে এইরূপ বিশিষ্ট পত্রিকার উপর বর্তায়। বাংলাভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত পুস্তক বা পত্রিকার অপ্রতুলতা থাকতে পারে, কিন্তু ইংরাজী বা অন্যান্য ভাষায় নিত্যই বহু পুস্তকাদি প্রকাশিত হচ্ছে, যার সমালোচনা করলে বাঙালী গ্রন্থাগারিকের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর হবে।

আমার উপরোক্ত বক্তব্যসমূহ 'গ্রন্থাগার'-এর এক কোণে ছাপলে সম্ভবতঃ অন্যান্য পাঠক ও বিশেষজ্ঞের সুচিন্তিত মতামত পাওয়া যাবে এবং এর ফলে 'গ্রন্থাগার'-এর কল্যাণই হবে—হয়ত মৎসদৃশ বৈদেশিক ভাষায় অনধিকারীরও।

—নমস্কারান্তে—"　　　　ভবদীয়

সুজন রায়

৪ঠা মার্চ, ১৯৬৭　　　　ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী,
রাঁচী, বিহার।

আমার বক্তব্যের সঙ্গে আমার কর্মস্থলের কোন সম্পর্ক নাই। ওটি আমার সঙ্গে প্রয়োজনবোধে পত্রালাপের ঠিকানা মাত্র। পত্রে উল্লিখিত গ্রন্থাগার তিনটির প্রতি কোন কটাক্ষপাত নাই; আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করার জন্য ব্যবহার করেছি মাত্র। গ্রন্থাগারিক-গণ ক্ষমা করিবেন। ইতি—সু, রা,।

পরিষদ কথা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর এস, আর, রঙ্গনাথন কর্তৃক ইণ্টালী· সি, আই, টি রোডের ১৩৪নং প্লটে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। পরিষদ ভবনের স্থানটি অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণভাবে সাজানো হয়েছিল এবং কিছুদূরে প্রধান রাস্তার মোড়ে একটি তোরণও নির্মাণ করা হয়েছিল। সভাস্থলে তিল ধারণের স্থান ছিল না ; পার্শ্ববর্তী প্রশস্ত রাস্তাটিও জনসমাগমে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের একটি দল উদ্বোধন সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন এবং এরপর সভাপতিকে বরণ করে পরিষদের সভাপতি শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। উৎসব উপলক্ষে প্রাপ্ত শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করেন শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী। শ্রীযুত বি, এস, কেশবন, শ্রীযুত নীহার রঞ্জন রায়, শ্রীযুত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে এবং এই অনুষ্ঠানে তাঁরা উপস্থিত থাকতে পারলেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করে পত্র দিয়েছেন।

অতঃপর মঙ্গলাচরণ ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মাদির মধ্য দিয়ে ডঃ রঙ্গনাথন কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলে উপস্থিত সকলে বিপুলভাবে হর্ষধ্বনি করে ওঠেন।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সমাগত হয়েছিলেন। এমন কি শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র বাগল—(তিনি বর্তমানে সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিহীন)—সুদূর নববারাকপুর থেকে এই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

ডঃ রঙ্গনাথন তাঁর বক্তৃতায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘকালের সম্পর্কের কথা বলেন। তিনি দেশে গ্রন্থাগারবিদ্যা ও গ্রন্থাগারিকগণের মহান ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। পরিশেষে তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মিত হতে চলেছে এতে আনন্দ প্রকাশ করে এই ভবন যাতে শীঘ্রই নির্মিত হতে পারে তাঁর জন্য সকলকে সজাগ থাকতে আহ্বান জানান। [পূর্ণ বক্তৃতাটিই 'গ্রন্থাগার'-এ পরে প্রকাশ করা হচ্ছে]।

জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতায় বলেন, সাধারণ লোকের কাছে ডঃ রঙ্গনাথন পরিচিত নন। কিন্তু দেশ-বিদেশের বিদ্বৎ সমাজের কাছে এখন এই নামটি পরিচিত। তিনি বল্লেন, অল্প কিছুকাল পূর্বে মাত্র তিনি ডঃ রঙ্গনাথনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হন এবং তাঁর কাজ সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে পারেন। গ্রন্থাগার বিদ্যায় তাঁর অবদান সম্পর্কেও এই সময়েই তাঁর মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে তাঁদের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার জন্য সাধুবাদ জানান।

পরিষদের অন্যতম সহঃ-সভাপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীল

চন্দ্র বসু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কিরূপ নগণ্য অবস্থা থেকে আজ একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে তার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করেন এবং পরিষদের নিজস্ব ভবন হতে চলেছে বলে আনন্দ প্রকাশ করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গৃহনির্মাণ তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন !

গৃহনির্মাণ উপসমিতির আবেদন

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭ বাংলাদেশেব গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থাগারবিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথন ঐ দিন কলিকাতার ইণ্টালীস্থিত সি, আই, টি, রোডের সন্নিকটে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের পূর্বসূরীদের স্বপ্ন আজ রূপায়ণের পথে।

পরিষদের এই নতুন ভবনটি হবে চারতলা। এতে থাকবে সাধারণ কার্যালয়, প্রকাশন বিভাগ, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি আধুনিক গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ এবং সর্বোপরি স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য একটি আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার। এই ভবন নির্মাণের কাজ সত্বর শুরু হচ্ছে। তিন চার বৎসর আগে এই ভবন নির্মাণের জন্য যে খসড়া হিসাব তৈরী করা হয় তা হ'ল প্রায় ১ লক্ষ ৪ হাজার টাকার মত। ইতিমধ্যে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় আশঙ্কা করা হচ্ছে যে ব্যয়ের পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে।

প্রয়োজনীয় অর্থের ৬৭ হাজার টাকা আমরা পেয়েছি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কাছ থেকে। আরও প্রায় ৫০ হাজার টাকা আমাদের সংগ্রহ করতে হবে। তাই আমরা আবেদন জানাই গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল জনসাধারণের কাছে—আপনারা মুক্ত হস্তে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তহবিলে সাহায্য করে এই গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা সফল করে তুলুন। গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীদের নিকট আমাদের আরও আবেদন শুধু অর্থ দান করেই নয়, অর্থ সংগ্রহ করে এই পরিকল্পনা সফল করে তুলুন। প্রতিটি কর্মী ভেবে দেখুন এই গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা সার্থক করে তুলতে তিনি ন্যূনতম দায়িত্ব পালন করছেন কিনা। আমাদের হাতে সময় অল্প। এখনই কর্মসূচী নিয়ে অর্থ সংগ্রহে অংশ গ্রহণ করুন !

গৃহ নির্মাণ তহবিল

॥ অর্থ সংগ্রহ অভিযান ॥

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন থেকে ১০১ টাকা পাঠিয়ে গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনার সাফল্য কামনা করেছেন।

শ্রীমতী প্রীতি মিত্র—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আজীবন সদস্য এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীমতী প্রীতি মিত্র গৃহ নির্মাণ তহবিলে ৭৫৲ টাকা দান করেছেন।

শ্রীমতী গীতা মিত্র—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীমতী গীতা মিত্র পরিষদের গৃহ নির্মাণ তহবিলের সাহার্যার্থে ২৫৲ টাকা দান করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, পূর্বেও তিনি গৃহ নির্মাণ তহবিলে ২৫৲ টাকা দান করেছিলেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মিবৃন্দ—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অনেক কর্মী ৫৲ টাকা করে গৃহ নির্মান তহবিলে দান করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, ইতিপূর্বে আরও একবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মীরা সকলেই গৃহ নির্মান তহবিলে অর্থ দান করেছেন।

Association notes.

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রীষ্মকালীন গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শ্রেণীতে (মে-আগষ্ট) ভর্তি হইবার আবেদনপত্র ৩১শে মার্চ, ১৯৬৭ পর্যন্ত গৃহীত হইবে। আবেদনপত্র (মূল্য ০·২৫ পয়সা) ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পরিষদ কার্যালয় ৩৩, হুজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪ হইতে বিকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত লোক মারফৎ অথবা ৫ পঃ ৭টি ডাক টিকিট সহ স্ব-ঠিকানা লেখা খাম পাঠাইলে ডাকযোগে পাওয়া যাইবে।

ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা:—উচ্চ মাধ্যমিক, প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় অথবা ইণ্টার-মিডিয়েট পাশ।

প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গ্রন্থাগার কর্মিগণও আবেদন করিতে পারেন।

টেণ্ডার

বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন

'গ্রন্থাগার' এর পূর্ববর্তী সংখ্যার বিজ্ঞাপনে পরিষদ ভবন নির্মাণের জন্য ২৮-২-৬৭ রাত ৮টা পর্যন্ত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। উক্ত তারিখের মেয়াদ বাড়াইয়া ৩১শে মার্চ রাত ৮টা পর্যন্ত টেণ্ডার জমা দেওয়ার সময় ঠিক করা হইয়াছে।

কর্মসচিব,
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

(৪৬৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সেগুলি সাধারণ অল্পশিক্ষিত লোকের উপযুক্ত নহে। এরূপ অবস্থায় উপযুক্ত পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার প্রত্যেক বিভাগের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত। প্রকাশক সমিতি, গ্রন্থাগার-পরিষদ, প্রতি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের প্রতিনিধি লইয়া এক একটি স্থায়ী কমিটি সংগঠন করিয়া স্বল্প ব্যয়ে মনোজ্ঞ পুস্তক প্রকাশ একটি নিয়মিত কার্য হওয়া কর্তব্য। মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্পের মত বহু কুটির শিল্প আজ নষ্ট হইতে বসিয়াছে, অথচ কর্মসংস্থানের অভাবে শত শত লোক পল্লী-অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া জনবহুল শহরের দিকে ধাবমান হইতেছে এ অবস্থার আশু প্রতিকার করা প্রয়োজন। অবশ্যই কেবলমাত্র উৎপাদন ও সংরক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষণের দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হইবে না। তথাপি এই সমস্যার সমাধানে এই শিক্ষার যে বিশেষ গুরুত্ব আছে ইহা অনস্বীকার্য।

গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব

পূর্বোক্ত পরিকল্পনাগুলি গৃহীত হইলে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার বহুল উন্নতি হইতে পারে এবং পূর্বোক্ত পরিকল্পনাগুলিকে দেশের স্বার্থে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু সরকারী নির্দেশ ও ব্যবস্থাপনার জন্য বিলম্ব করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। গ্রন্থাগার-পরিষদ্গুলির সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ সংরক্ষণ করিয়া পরিষদের মারফৎ বিভাগীয় প্রচার-পুস্তিকা প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য গ্রন্থাগারিকদেরই উদ্যোগী হইতে হইবে। সমন্বিত গ্রন্থাগার পরিকল্পনা (Integrated Library Service) সরকারীভাবে প্রচলিত না হইলেও পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা ইহার সুফলগুলি পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। পাঠ্যবস্তুগুলি পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সভা-সমিতি, পুস্তক পাঠ, অভিনয় প্রভৃতির আয়োজন করিতে হইবে। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহযোগে বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়া জনসাধারণকে বৈজ্ঞানিক সত্য ও তাহার প্রযুক্তি সম্বন্ধে অবহিত করিতে হইবে। বস্তুতঃ জমির ঢালু অংশকে অবলম্বন করিয়া যেমন জলস্রোত প্রবাহিত হয়, তেমনই গ্রন্থাগারিকের উৎসাহ উদ্যোগকে অবলম্বন করিয়াই রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা অগ্রসর হইবে।

Extension of activities of Government sponsored libraries in West Bengal.

একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচ্য মূল প্রবন্ধটিকেই সম্পাদকীয় রূপে প্রকাশ করা হ'ল। খসড়াটি করেছেন শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতির কলিকাতা সফর

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নবনির্বাচিত সভাপতি সর্দার শোহন সিং সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন। এই উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রেক্ষাগৃহে গত ১১ই মার্চ জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীওয়াই এম মূলের আহ্বানে কলকাতার গ্রন্থাগারিকবৃন্দ শ্রীসিং-এর সঙ্গে এক চা-চক্রে মিলিত হন। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি উক্ত পরিষদের সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেন। মোটামুটি তিনি পাঁচটি বক্তব্য রাখেন: (১) গ্রন্থাগার আইন কিভাবে প্রবর্তন করা যায় (২) কিভাবে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্রটিকে নিয়মিত প্রকাশ করা যায়—এই প্রসঙ্গে তিনি জানান একটি বিদেশী প্রকাশন প্রতিষ্ঠান পত্রিকাটি প্রকাশের ব্যয়ভার বহনে সম্মত হয়েছে। ঐ প্রকাশন সংস্থার কোন সত্ব থাকবেনা। পরিষদের মুখপত্রের জন্য প্রবন্ধ ও সংবাদাদি পাঠাতে তিনি সকলকে অনুরোধ করেন। (৩) রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ তথা গ্রন্থাগারিকগণের জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতি কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি তাঁদের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। (৪) সর্বভারতীয় লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীর প্রয়োজনীয়তা এবং ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এই ডাইরেক্টরী প্রকাশের প্রচেষ্টা। (৫) ডাকযোগে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের উপযোগিতা—এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বহুক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকগণ উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ পান না। ডাকযোগে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে তাঁদের সুবিধা হয় কিনা পরিষদ কর্তৃক তা অনুসন্ধান করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীমূলে উপস্থিত সকলের পক্ষ থেকে শ্রীসিং-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অপূর্বকুমার চন্দের জীবনাবসান

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অপূর্বকুমার চন্দ গত ১৪ই মার্চ দিল্লীতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বৎসর।

তিনি ১৮৯২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী শিলচরে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য শিলচর গবর্ণমেণ্ট স্কুল থেকে তিনি বহিষ্কৃত হন; পরে তিনি শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করেন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ এবং পরে আই-ই-এস হন। ১৯৩৬ সালে তিনি ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে 'লীগ অব নেশনস'-এ যোগ দেন। ১৯৩৬ সাল থেকে '৪০ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইন সভায় তিনি মনোনীত সদস্য ছিলেন।

তিনি ১৯৪৬-৪৭ সালে ও ১৯৫২-৫৩ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৬ সালে আড়িয়াদহে ও ১৯৫০ সালে কলিকাতায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের তিনি সভাপতিত্বও করেছিলেন।

তাঁর এক পুত্র ও দুই কন্যা বর্তমান।

একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

শ্রীখণ্ড । বর্ধমান

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামবাসী-দের ব্যবস্থাপনায় একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আগামী ২১-২৩ এপ্রিল, ১৯৬৭ শ্রীখণ্ডে অনুষ্ঠিত হইবে।

এই সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার উন্নয়ন প্রকল্পের আনুপূর্বিক পর্যালোচনা।

দ্বিতীয় আলোচ্য প্রবন্ধঃ গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিতে বাংলা পুস্তক প্রকাশন।

এই সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য, দরদী এবং জনসাধারণকে অংশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানান হইতেছে। সম্মেলনে যাঁহারা কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের (অন্যান্য বক্তব্য ও সুপারিশসহ) আগামী ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে পাঠাইতে হইবে।

সম্মেলন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় অপর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। সম্মেলনে আপনার আপনাদের উপস্থিতি কামনা করি। নমস্কারান্তে।

২৫শে মার্চ, ১৯৬৭।

বৃন্দাবন চন্দ্র দাস
কর্মসচিব
অভ্যর্থনা সমিতি
একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন
শ্রীখণ্ড, বর্ধমান

সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়
কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
৩৩, হুজুরীমল্ল লেন,
কলিকাতা-১৪

সম্মেলন সংখ্যা

'মাঘ' সংখ্যায় ঘোষণা করা হয়েছিল যে 'গ্রন্থাগার'-এর 'চৈত্র' সংখ্যাটি সম্মেলন সংখ্যা রূপে প্রকাশ করা হাব। কিন্তু সম্মেলনের তারিখ পিছিয়ে যাওয়ায় এখন 'বৈশাখ' সংখ্যাটিকে সম্মেলন সংখ্যারূপে প্রকাশ করা হবে বলে স্থির হয়েছে।

—স. গ্র.।

॥ জ্ঞাতব্য বিষয় ॥

* সম্মেলন ২১-২৩ এপ্রিল ১৯৬৭ শুক্রবার, শনিবার এবং রবিবার অনুষ্ঠিত হইবে। ২১শে এপ্রিল শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫টায় সম্মেলনের উদ্বোধন হইবে এবং ২৩শে এপ্রিল রবিবার মধ্যাহ্ন ১২টায় সম্মেলন সমাপ্ত হইবে। ২১শে এপ্রিল বেলা ৪৷৷০ টার মধ্যে প্রতিনিধি ও দর্শকদের নাম তালিকাভুক্ত করিতে হইবে।

* যে কোন ব্যক্তি সম্মেলনে যোগদান করিতে পারেন। পরিষদের সদস্যদের (ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠান) কোন প্রতিনিধি ফি লাগিবে না। যাঁহারা সদস্য নন তাঁহাদের জন্য দুই টাকা প্রতিনিধি/দর্শক ফি লাগিবে প্রতিষ্ঠান সদস্যগণ দুইজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন।

* প্রতিনিধি ও দর্শকদের নিজস্ব বিছানা ও মশারী আনিতে হইবে। অবস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা করা হইবে। প্রতিনিধি ও দর্শকদের চার বেলা আহারাদি ও জলযোগের জন্য জন প্রতি মোট ৫·০০ টাকা করিয়া লাগিবে। যাঁহারা ২১শে এপ্রিল সকালে পৌছাইবেন তাঁহাদের আহারাদির জন্য অতিরিক্ত এক টাকা দিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে পূর্বেই অভ্যর্থনা সমিতিকে জানাইতে হইবে।

* সম্মেলনে উপস্থিত হইবার সুবিধাজনক পথ : সকাল দশটার সময় শিয়ালদহ হইতে বর্ধমান লোকালে কর্ড লাইন হইয়া ১২-২৩ মিনিটে বর্ধমানে পৌছাইয়া বর্ধমান হইতে ১২-৫২ মিনিটে বর্ধমান-কাটোয়া লাইনের ছোট গাড়ী ধরিতে হইবে এবং ৩-১৩ মিনিটে শ্রীপাট শ্রীখণ্ড স্টেশনে নামিতে হইবে (শ্রীখণ্ড স্টেশনে নয়)। স্টেশনে অভ্যর্থনা সমিতির কর্মীরা উপস্থিত থাকিবেন। বর্ধমান হইতে শ্রীখণ্ডে বাসেও যাওয়া যায়। ট্রেনের ভাড়া : হাওড়া বর্ধমান ২·৩০ ও বর্ধমান-শ্রীখণ্ড ১·১৫ (৩য় শ্রেণী)।

* সম্মেলনে আহারাদির জন্য দেয় টাকা শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র দাস, কর্মসচিব, একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, পোঃ শ্রীখণ্ড, জেলা বর্ধমান—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। সম্মেলনে যোগদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের নাম অভ্যর্থনা সমিতির নিকট ১৯শে এপ্রিলের মধ্যে জানাইতে হইবে।

* অন্যান্য সংবাদের জন্য কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ৩৩ হুজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪, ফোন : ৩৪-৭৩৫৫ অথবা অভ্যর্থনা সমিতির সহিত যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৬, সংখ্যা ১২ } { ১৩৭৩, চৈত্র

॥ সম্পাদকীয় ॥

পশ্চিমবঙ্গের জন্য উন্নততর সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

আগামী ২১, ২২ ও ২৩শে এপ্রিল বর্ধমানের শ্রীখণ্ডে একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মূল আলোচ্য প্রবন্ধটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার 'ফাল্গুন' সংখ্যার সম্পাদকীয় রূপে ছাপা হয়েছে। বিগত তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগারগুলি কতখানি সাফল্যলাভ করেছে এবং এদের কি করে আরো উপযোগী করে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে উন্নততর সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায়—এই সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় হল তাই। এই সঙ্গে অবশ্য বাংলা বই উৎপাদনের মান সম্পর্কেও আলোচনা করা হবে।

প্রকৃতপক্ষে গত তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী উদ্যোগে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে সেগুলি নানাবিধ সীমাবদ্ধতার মধ্যেও জনসাধারণের সেবা করার চেষ্টা করে চলেছে। এছাড়া জনসাধারণের উদ্যোগে বহুকাল পূর্ব থেকেই যে সকল বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র-বৃহৎ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে বছরের পর বছর সেগুলিও চাঁদার স্বল্প আয়ের ওপর নির্ভর করে জনসাধারণের সেবা করে চলেছে। কিন্তু সমগ্র অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বহু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও এ রাজ্যে উন্নত ধরনের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে আমরা অধিক দূর অগ্রসর হতে পারিনি। দেশে উন্নততর সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বহুদিন থেকেই আন্দোলন করে আসছেন। পশ্চিমবঙ্গে সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলির কর্মধারা পরিষদ বিশেষ আগ্রহের সঙ্গেই লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন। দুঃখের বিষয়, সরকার পরিষদের অভিজ্ঞতাকে এ ব্যাপারে বিশেষ কাজে লাগান নি। যদি সরকার পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করে পশ্চিমবঙ্গে সমন্বিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে ঐক্যমতে

আসতে পারতেন তবে সম্ভবতঃ সীমাবদ্ধ সুযোগের মধ্যেও অনেক ভালো ফল পাওয়া যেত। অবশ্য অর্থাভাবের বাধা ছিল; তাছাড়া দেশে শিক্ষা প্রসারের সঙ্গেও যে গ্রন্থাগার উন্নয়নের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে সেকথা অস্বীকার করা যায় না।

১৯৫৮ সালে নবদ্বীপ সম্মেলন থেকে আরম্ভ করে বহরমপুর, ইছাপুর-নবাবগঞ্জ, বিষ্ণুপুর, শিলিগুড়ি, কাকদ্বীপ, সিউড়ি, শ্যামপুর এবং দ্বারহট্ট এ পর্যন্ত প্রতিটি সম্মেলনেই গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন, নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন, সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে বেশ কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। রাজ্য সরকারের ব্যয় বরাদ্দে গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় হয়তো কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তাছাড়া যে ভাবে এই গ্রন্থাগারগুলি পরিচালিত হচ্ছে তাতে জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করার যথোপযুক্ত যে বন্দোবস্ত হয়েছে তা বলা বলা যায়না। এই গ্রন্থাগারগুলির মূল্যায়নের জন্য উপযুক্ত পরিসংখ্যান এবং রিপোর্টেরও অভাব। শিক্ষা বিভাগের রিপোর্ট ও জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকের রিপোর্ট থেকে অবশ্য কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

তাছাড়া বহু সমস্যা রয়েছে যার অবিলম্বে সমাধান করা প্রয়োজন।

আশা করি, শ্রীখণ্ডের একবিংশ গ্রন্থাগার সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দ এ সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেবেন।

সম্মেলনে আলোচ্য দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ বাংলা গ্রন্থ উৎপাদনের মান সম্পকে আলোচনাও খুব সময়োপযোগী হয়েছে। কাকদ্বীপে সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে অবশ্য এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল; কিন্তু সেই আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল বইয়ের আঙ্গিক, বহিরঙ্গসজ্জা, বাধাই ইত্যাদিতেই। এবারে এ বিষয়ে আরও ব্যাপক আলোচনা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তাছাড়া এবারে এই আলোচনার গুরুত্ব এই যে, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সমিতির সহযোগিতায় এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কাজেই আলোচনা যে অধিক ফলপ্রসূ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণ, বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্মিগণ, গ্রন্থাগারমনা ও উৎসাহী ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীখণ্ডের এই সম্মেলনে যোগ দিয়ে সম্মেলনকে সার্থক করে তুলবেন আন্তরিকভাবে এই কামনাই করছি।

Editorial : Better Public Library Service
for West Bengal

রেখা চিত্র (৩) অজ্ঞতার অন্ধকারে

লেখক—ভিল্‌হেল্‌ম্‌ হাউফ

অনুবাদক ঃ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

(মূল জার্মান থেকে)

একজন চাকর গ্রন্থাগারে প্রবেশ করায় আমাদের চুপ করতে হলো।

"Frau Grafin von Langsdorf আমায় পাঠালেন একখানা বই নিতে"—চাকরটি বলল।

"বইয়ের নম্বর ?"

"তা তিনি বলে দেন নি। তবে মনে হয়, তিনি ভুতের গল্প পড়তে ভালবাসেন।"

"ভূতের গল্প ?" এদিক ওদিক চেয়ে গ্রন্থাগারিক জিজ্ঞেস করলে, "মারামারি কাটাকাটির বই নয়ত ? ভুতগুলো তো সব বেরিয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, এই আর কি, এমন গল্প হবে যা পড়লে ভয়ে কাঁপতে হবে—এ ধরনের বই তিনি ভালোবাসেন। যেমন শেষ বইখানা দিয়েছিলেন—'হানাবাড়ী' না হয় 'মাটির নিচে কয়েদখানা' এই ধরনের গল্প আমাদের বড় ভালো লাগে।"

"তা হলে তিনি একা পড়েন না, সকলকে পড়ে শোনান" বেঁটে লোকটি জিজ্ঞেস করলে।

"Frau Grafin-এর পড়া হয়ে গেলে আমরা চাকরবাকরদের থাকবার ঘরে সকলে মিলে বইখানিকে পড়ি।"

"ভালো! তা হলে তিনি কি পড়বেন, হানাবাড়ীর গল্প, না ভুত নামান, না—Hilde brandt-এর ভীষণ প্রতিহিংসা, আর তরোয়াল খেলা ?"

"তবেই তো মুস্কিলে ফেললেন—এখন কাকে রাখি কাকে ছাড়ি! সুন্দর বই বলতে কি বলি বলুন তো! এবার তবে আমায় "ভীষণ প্রতিহিংসা"—যাতে খুব তরোয়াল খেলা আছে এমন বই দিন। "হানাবাড়ী" পরে নেওয়া যাবে।"

গ্রন্থাগারিক যেইমাত্র Frau Grafin-এর চাকরকে, পড়ে ভয়ে কাঁপতে হবে এমন একখানি বই দিয়ে বিদায় করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে এক সৈনিক পুরুষ ঘরে প্রবেশ করলেন।

"15th Regiment-এর Lieutenant Flunker-এর কাছ থেকে আসছি। Lieutenant alter Schott (আলটের শট্)-এর blinden Thorwart (ব্লিনডেন টোরভার্ট) "কানাদ্বারী" বইখানি চেয়ে পাঠালেন।"

"বন্ধু, তিনি নামটা ঠিক শুনেছেন তো?" গ্রন্থাগারিক জিজ্ঞেস করল, "alter Schott"-এর (বুড়ো স্কট)-এর blinden Thorwart ? এ নামের কোন লেখক আছে বলে তো মনে হয় না।"

"তিনি Auditor (জজ্ সাহেব) ছিলেন না নিশ্চয়", পঞ্চদশ বাহিনীর সৈনিক বললেন—"তবে একখানা বই, সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত। লেফ্টানেন্ট সাহেবকে রাত জাগতে হবে তাই তিনি পড়তে চান।

"তা তো বুঝলাম, কিন্তু alter Schott-এর বই। আমাদের catalog-এ বুড়ো তো নেইই, যুবাও নেই।"

"আরে মশাই, বুঝছেন না কেন, সেই বইখানা মশাই—যেখানা অনেক ছাপা হয়েছিল—যে বইখানা, কর্পোরালরা, প্রহরীরা, এবং লেফ্টেন্যান্টরা খুব পড়ত—২ গ্রোসেন খরচ করে কিনে কিনে পড়েছে সকলে।"

"ও তাই বল Walter Scott" হাসতে হাসতে বললে বেঁটে লোকটি, "বইখানি নিশ্চয় Quentin Durwart।"

"আথ্ ইয়া! এ নামই বটে" সৈনিক পুরুষ বললে, "কিন্তু জানেন তো Herrn Lieutenant-কে আমি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করতে পারিনা আর জানেন তো, command করে করে তাদের গলার স্বর এমন হয়ে যায় যে কি বলেন তা বোঝবার উপায় থাকে না, অবশ্য নামটা আমি তখন ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম"—blinden Thorwart বইখানি তাকে দেওয়া হলো, সে চলে গেল। ভগবান যেন তাকে ঠিক এ সময়ে Lending Libraryতে পাঠিয়েছিলেন। তার কথা শুনে আমার মনের অন্ধকার যেন অনেকটা কেটে গেল। আমি বললাম:

"তাহলে একথা সত্যি যে, এই ইংরাজ লেখকের বই বাইবেলের মত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল? বৃদ্ধ, যুবক এমন কি সমাজের অতি নিম্নস্তরের লোকেরাও তার বই পড়ে চমৎকৃত হতো।"

"নিশ্চয়ই, এক জার্মানীতেই বইখানির ৬০,০০০ কপি ছাপা হয়েছিল এবং প্রতিদিনই তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। Cheerau-এ অনুবাদ করবার জন্যে কারখানা তৈরী হ'লো এবং প্রতিদিন সেখানে ১৫ পাতা অনুবাদ করা হতো এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাপা হতো।"

"তা কেমন করে সম্ভব?"

"একটু অসম্ভব বলে মনে হয় সত্যি। Walter Scott যে এতগুলি বই এত অল্প সময়ের মধ্যে লিখলেন সেটাও কিছু সম্ভব বলে মনে হয় না। কিন্তু কারখানাটি আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

"কাজটা হয়তো ভাল করে দেওয়ার ফলে সময় সংক্ষেপ হয়েছিল।"

"সত্যিই তাই" উত্তর দিলেন গ্রন্থাগারিক "তারপর সব কাজই যন্ত্রের সাহায্যে করবার চেষ্টা চলতে থাকল। Professor Lux বহুদিন ধরেই একটি বাষ্পচালিত যন্ত্র আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছিলেন। জার্মান, ফরাসী, ইংরেজ, সকলেই একমত—যন্ত্র বার করতে পারলে মানুষকে আর কাজ করতে হবে না। কারখানাটি এই ভাবে তৈরী: পিছন দিকে কাগজের কল, সেখানে সীমাহীন কাগজ তৈরী হয়। কলেই সে কাগজ শুকিয়ে কলের সাহায্যেই কাগজের কাত তৈরী হয় এবং সেখান থেকেই ছাপার কলের মুখে কাগজগুলিকে যন্ত্রের সাহায্যে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৫টি প্রেশ চালু রয়েছে। প্রত্যেকটি কল দিনে ২০,০০০ কাগজ ছাপে। ছাপার কলের পাশেই ছাপা কাগজগুলিকে যন্ত্রের সাহায্যে শুকিয়ে নিয়ে বাঁধাইয়ের কারখানায় চালান করা হয়। সকাল চারটের সময় যে কাগজ তরল অবস্থায় থাকে, পরের দিন বেলা এগারটার সময় তা বই হয়ে বার হয়। প্রথম তলায়, বই অনুবাদ করা হচ্ছে। কর্মীরা প্রথম এসে প্রবেশ করে দুটি ঘরে প্রত্যেক ঘরে পনের জন লোক কাজ করে। প্রত্যেক অনুবাদককে সকাল আটটার সময় Walter scott-এর বইয়ের আধখানা করে পাতা দেওয়া হয় এবং প্রত্যেককে তা বিকেল তিনটার মধ্যে অনুবাদ করে দিতে হয়। এ ধরনের কাজকে বলে "পাইকারী পন্থায় কাজ"। এইভাবে প্রতিদিন পনের পাতা অনুবাদ হয়। তিনটের সময় এই সব কর্মীদের পেট ভরে খেতে দেওয়া হয়। চারটের সময় প্রত্যেককে ছাপা অনুবাদ আধ পাতা করে দেওয়া হয় ভুল সংশোধন করবার জন্যে।

"তবে অনুবাদ করা কাগজগুলি কি হয়?"

"কি হয় তা আমরা দেখব। ঐ দুটি ঘরের মধ্যে দুটি ছোট ছোট ঘর আছে। এক একটি ঘরে বসে Stylist ও তার Secretary। Stylist-এর কাজ হচ্ছে ৩০ জনের অনুবাদ ভালো করে পাঠ করে, সামান্য এদিক ওদিক সংশোধন করে তাকে সুন্দর করে তোলা। Stylist দের আবার নিজস্ব আপিস আছে। একজন Stylist-এর রোজ হচ্ছে ২ থালের—কিন্তু তাকে তা তার Secretaryর সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়। যারা অনুবাদ করে তাদের মধ্যে সাত বা আট জনকে একজন Stylist এর কাছে তাদের অনুবাদ পাঠাতে হয়। Stylist-দের কাছে ইংরাজী বইখানি থাকে। Stylist অনুবাদে অদল বদল করবার পর তা Secretary-র কাছে পাঠিয়ে দেয় বিরাম চিহ্নগুলি ঠিকমত বসিয়ে দেবার জন্যে। আর একটি ঘরে থাকেন কয়েকজন কবি। তাদের কাজ হচ্ছে প্রত্যেক পরিচ্ছেদের উপর এবং গল্পের মধ্যে যদি কবিতা থাকে তা জার্মান ভাষায় অনুবাদ করা।

আমি তো শুনে অবাক। Professor Lux যদি অনুবাদ করবার যন্ত্র তৈরী করতে পারেন তা হলে এই ৩০ জন অনুবাদক, চার জন Stylist আর চারজন Secretary-র রুটির সংস্থান হবে কি করে।

"ভগবানই জানেন এখন কি হবে। এখনই Schurau-এর কাছে বইখানি এক

গ্রোসেন দিলে কিনতে পাওয়া যায়। পরে হয়তো একটি রূপার গ্রোসেন-এ দুটি খণ্ড পাওয়া যাবে এবং প্রতি চারদিন অন্তর একখানি বই বার হবে।”

Der grosze Unbekannte -- Wilhelm Hauff.
tr. by Rajkumar Mukerji.
from the original German.

ভ্রমসংশোধনঃ ‘মাঘ’ সংখ্যায় ‘রেখাচিত্র: লেণ্ডিংলাইব্রেরী (১) প্রবন্ধে কতকগুলি ছাপার ভুল হয়েছে। (১) Riegersche হবে Rieger'sche (২) 1684 হবে 1864 (৩) ‘জনমতই দেয় মত’ হবে ‘জনমতই **দেব** মত’ (৪) Geoch-mack হবে Geschmach. প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য, ছাপাখানায় না থাকায় উমলাউট ইত্যাদি চিহ্ন বাদ দিয়েই জার্মান শব্দগুলি ছাপতে হচ্ছে।

‘ফাল্গুন’ সংখ্যায়ও এই জাতীয় কয়েকটি ছাপার ভুল রয়ে গেছে। ৪৬৯ পৃষ্ঠায় ‘রুচিটা অভ্যাস স্থলে’ রুটিটা অভ্যাস হয়েছে। —স. গ্র.

ব্রিটিশ আমলে নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকা (২)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১০ খৃষ্টাব্দ

ইংরেজী

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম-	প্রকাশের স্থান
৭৭	Ca Iva প্রণেতা Edward Holton James	প্যারী
৭৮	The gaslic American (সংবাদপত্র)	ইংরেজ শাসিত ভারতের বাহিরে
৭৯	The Indian Sociologist (সংবাদপত্র)	ইংরেজ শাসিত ভারতের বাহিরে
৮০	The Indian War of Independence, 1857 (সংবাদপত্র)	
৮১	Justice (সংবাদপত্র)	ইংরেজ শাসিত ভারতের বাহিরে
৮২	Bande Mataram (সংবাদপত্র)	জেনিভা
৮৩	The Talvar (সংবাদপত্র)	ইংরেজ শাসিত ভারতের বাহিরে
৮৪	The Satsang (পুস্তিকা) প্রণেতা—অজ্ঞাত	ইংরেজ শাসিত ভারতের বাহিরে
৮৫	Swaraj (সাময়িক পত্রিকা)	ইংরেজ শাসিত ভারতের বাহিরে
৮৬	The Circular of Freedom (সংবাদপত্র)	
৮৭	The Free Hindusthan (সংবাদপত্র)	
৮৮	The Khalsa (পুস্তিকা) প্রণেতা—অজ্ঞাত	
৮৯	The Publications published by the 'Free Hindusthan' Publication committee.	অজ্ঞাত
৯০	'Choose, O Indian Princes' (পুস্তিকা) প্রণেতা—অজ্ঞাত	"
৯১	Hind Swarajya প্রণেতা—অজ্ঞাত	"
৯২	Universal Dawn প্রণেতা—অজ্ঞাত	"
৯৩	Mustafa Kamal Pasha's speech	"
৯৪	The Defence of Socrates -- Story of a True warrior প্রণেতা—অজ্ঞাত	"
৯৫	The Liberator প্রণেতা—Edward Holton James	প্যারী
৯৬	Sophia Begum প্রণেতা—মণীন্দ্রনাথ বসু	কলিকাতা

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম	প্রকাশের স্থান
৯৭	A photograph of Nana Fadnavis and others arranged on the words 'Bande Mataram'	বোম্বাই
৯৮	A photograph entitled 'Aryamata' containing portraits of Shyamji Krishnavarma and others	বোম্বাই
৯৯	The Juganter—Jai Bande Mataram প্রণেতা—অজ্ঞাত	বাঙ্গালা
১০০	Kumar Singh, 10th May, 1910 : In Memoriam প্রণেতা—অজ্ঞাত	প্যারী
১০১	The Methods of the Indian Police in the Twentieth Century প্রণেতা—Mr. Mackarness	লণ্ডন
১০২	The Talvar, 20th Febuary, 1910 (সংবাদপত্র)	বার্লিন
১০৩	Free Hindusthan, 1st, 2nd and 3rd issues (সংবাদপত্র)	অজ্ঞাত
১০৪	Social Conquest of the Hindu Race প্রণেতা—Har Dayal	"
১০৫	Bande Mataram, 10th. Sept and 10th Oct. 1909	বার্লিন
১০৬	Indian Sociologist for March, 1910 প্রণেতা—Shyamji Krishnavarma	প্যারী
১০৭	Bande Mataram, May, 1910	ইউরোপ
১০৮	Jugantar of Delhi 1st. Magh, 1316	দিল্লী
১০৯	Picture by Sridhar Vaman Nagarkar প্রণেতা—Sridhar Vaman Nagarkar	নাসিক
১১০	The Indian National Songs প্রণেতা—F. D. Shah and G. N. Desai	নদিয়াদ
১১১	Indian Home Rule প্রণেতা—M. K. Gandhi	নাটাল
১১২	Bande Mataram প্রণেতা—H. R. Bhagwat	পুনা
১১৩	Bande Mataram প্রণেতা—B. R. Cama	অজ্ঞাত
১১৪	The Talvar No. 5, 20th March, 1910	বার্লিন
১১৫	The Indian Martyrs প্রকাশক—Free Hindusthan Publication Committee	নিউইয়র্ক
১১৬	Justice, 25th Aug. 1910 প্রণেতা—H. M. Hyndman	লণ্ডন
১১৭	Bande Matarm, Vol. I, No. II, July, 1910	জেনিভা

১৯১১ খৃষ্টাব্দ

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম—	প্রকাশের স্থান
১১৮	Infamies of Liberal Rule in India প্রকাশক Social Democratic Party in England	ইংলণ্ড

১৯১৩ খৃষ্টাব্দ

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম—	প্রকাশের স্থান
১১৯	Jugantar Circular 'The Delhi Bomb' and subscribed 'Bande Mataram'	অজ্ঞাত
১২০	Liberty, 4th May, 1913 "Awake, arise, and stop not till the goal is reached"	বাঙ্গালা
১২১	Proclamation of Liberty প্রণেতা—অজ্ঞাত	বাঙ্গালা
১২২	Come over into Macedonia and help us Published by La Comite de pathcerten D. A. C. B. 15 Rue Djagaloglon	কনস্টান্টিনোপল
১২৩	Liberty. 20th July, 1913 "Awake, arise and stop not till the goal is reached.	কলিকাতা
১২৪	Liberty—dated nil 'Awake, arise and stop not till the goal is reached'	কলিকাতা

১৯১৪ খৃষ্টাব্দ

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম—	প্রকাশের স্থান
১২৫	Gadhr প্রকাশক—যুগান্তর আশ্রম	স্যান ফ্র্যানসিসকো
২২৬	Solemn declaration of Liberty, the divine heritage of man and beginning with the words 'Felin qui potuit' and ending with the words 'making millions of hearts who feel freedom his own.'	কলিকাতা
১২৭	The Akbari Hindustan (The Indian News) 21st July, 1914, beginning with the words 'war has been declared' etc. (উর্দু, গুরুমুখী, গুজরাতী, ও হিন্দী ভাষায়ও প্রকাশিত হইয়াছিল।)	স্যান ফ্র্যানসিসকো
১২৮	Revolutionary Almanac, 1914	নিউ ইয়র্ক

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম	প্রকাশের স্থান
১২৯	A message to the Punjabis beginning with the words 'Dear Brethren' and ending with the words 'Bande Mataram'	মাদ্রাজ
১৩০	Once more the Government is at our door, ending with 'the words 'the giving of military discipline in the first two cases'	
১৩১	Liberty—dated nil. 'Awake, arise and stop not till the goal is reached.' Beginning with the words 'On the onward march of human progress' and ending with the words 'Everything which you hold dear and holy.'	কলিকাতা
১৩২	A Manifesto of the Indian National party, July, 1915, প্রকাশক—Executive Committee of the Indian National Party. Beginning with the words 'We the members of the Indian National party' and ending with the words 'from Himalayas to Cape Comorin'.	বাঙ্গালা
১৩৩	Naya Zamana	স্যানফ্র্যানসিসকো
১৩৪	From the office of the Director Genaral, Indian Revolution, vigilance Department, Bangal Branch, to the public in general and mambers of our camp, beginning with the words 'Whereas it appears that the under-mantioned' and ending with the words 'will be published later on'.	বাঙ্গালা
১৩৫	Liberty—dated nil. Beginning with the words 'O Freedom ? Thy birthright was not given by human hands, thow hast twice born with man' and ending with the words 'for freedom and humanity are the gifts of heaven.	বাঙ্গালা

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম—	প্রকাশের স্থান
১৩৬	Indian National Defence Camp, beginning with the words 'Patriots and beloved brethren and ending with the words and prepare the way of the Mother, Bande Mataram.	কলিকাতা
১৩৭	From the office of the Director General Indian Revolution, vigilance Department Bengal Branch to the Paymasters of Districts and Divisional Heads and Public in General, beginning with the words 'whereas the Director General, vigilance Department has reasons to believe' and ending with the words 'as a counter body by the—Government Police to serve their sordid motive.'	বাঙ্গালা
১৩৮	Methods of the Indian Police in the 20th Century প্রণেতা -Frederic Mackaness.	স্যানফ্র্যানসিসকো
১৩৯	Stories of the Russian Revolutionaries. প্রকাশক—Hindusthan Gadhr office.	স্যানফ্র্যানসিসকো
১৪০	Indian Revolution Camp (Bengal Branch), from the office of the Director General, Administration Department, beginning with the words 'The Director General is pleased to accept etc.' and ending with the words 'and the second stage has passed' and signed R. Dhanraj, Director General of Administration Department.	বাঙ্গালা

১৯১৭ খৃষ্টাব্দ

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম—	প্রকাশের স্থান
১৪১	Message headed 'Where the skies for ever smile' etc., beginning with the words 'To	

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম	প্রকাশের স্থান
	all Indians, Hindus, Musulmans etc. ! and ending with the words 'of the tune of this lyre.'	কলিকাতা
১৪২	From the Secretary, Home Department, Indian Revolutionary Committee, Camp addressed to the Princess and people of India.	বাঙ্গালা
১৪৩	Young India প্রণেতা – Lala Lajpat Rai	ইংলণ্ড

১৯১৮ খৃষ্টাব্দ

১৪৪	Notice	বাঙ্গালা
১৪৫	Amrita Bazar Patrika—10th and 17th April, 1919	কলিকাতা
১৪৬	Letter in English addressed to His Excellency the Viceroy by the Ali Brothers	বাঙ্গালা
১৪৭	Bolshevism and the Islamic Body Politic	বাঙ্গালা
১৪৪	The Tragedy of India	বাঙ্গালা

(ক্রমশঃ)

Proscribed books of the British period.
By Gurudas Bandyopadhyay.

ভ্রমসংশোধন : 'মাঘ' সংখ্যায় পুঁথিপত্রের শত্রু : ছত্রাক (১) প্রবন্ধের ৪৪০ পৃষ্ঠায় উপর থেকে পঞ্চম লাইনে 'মাইক্রো ফটোগ্রাফের স্থলে 'ফটো মাইক্রোগ্রাফ' এবং ৪৪১ পৃষ্ঠায় নীচে থেকে ষষ্ঠ লাইনে 'উষ্ণতা 16—180°c' স্থলে উষ্ণতা 16—18°c' পড়তে হবে।

পুথিপত্রের শত্রু ঃ ছত্রাক (৩)

পঙ্কজ কুমার দত্ত

ছত্রাক সংহারক কাগজ ঃ

থাইমল কাগজ। কোহলে অথবা মেথিলিটেড স্পিরিটে শতকরা দশভাগ হিসাবে (অর্থাৎ ১০০ সি. সি. তরলে ১০ গ্রাম বা ১ লিটারে ১০০ গ্রাম) থাইমল দ্রব করে সেই দ্রবণে চোষকাগজ ভিজিয়ে শুকিয়ে নিয়ে প্রয়োজনমত মাপে কেটে নিলেই হল। অন্য আর একভাবেও থাইমল কাগজ করা যায়। চোষ কাগজের কয়েকটি তা (Sheet) উপর্যুপরি রেখে অল্প অল্প থাইমল গুঁড়া প্রতি তা'র উপর এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে কোন অংশই একদম ফাঁক না পড়ে। এরপর ঐ কাগজগুচ্ছের উপর ঈষদুষ্ণ ইস্ত্রি চালালেই থাইমলগুঁড়া গলে চোষকাগজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যাবে। এইভাবে তৈরী থাইমল কাগজের মধ্যে থাইমলের পরিমাণ অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী থাকে, কিন্তু কাগজের বিভিন্ন অংশে থাইমলের পরিমাণে বড় রকমের অসমতা লক্ষ্য করা যায়। চটপট কাজের জন্য এই পদ্ধতি নিঃসন্দেহে বেশী উপযোগী।

সিরলান-কাগজ। Salicylanilide এর পণ্য নাম হচ্ছে Shirlan। ছত্রাক সংহারক হিসাবে এটি যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। কারণ গন্ধহীন বর্ণহীন এই বস্তুটি কোহল, জল ইত্যাদিতে দ্রবণীয় [জলীয় দ্রবণ মৃদু ক্ষার] এবং সেলুলোজের সঙ্গে ক্ষতিকারক কোন বিক্রিয়া ঘটায় না, কাগজের রঙও বদলে দেয় না। তীব্র উদ্বায়ী না হওয়ার জন্য এটির ক্রিয়া বহুদিন বজায় থাকে। এটি ক্লোরিণ যৌগ নয়; বিশেষতঃ এই কারণেই অনেকে পুরাতন কাগজপত্র সংরক্ষণে সিরলান ব্যবহার পছন্দ করেন। সিরলান-কাগজ তৈরীর জন্য ১০%দ্রবণ ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্যাণ্টোব্রাইট-কাগজ। Sodium pentachlorophenate বাজারে Santo-brite নামে পরিচিত। ছত্রাক সংহারে এটি অধুনা প্রয়োগ করা হচ্ছে। সংহারক কাগজ তৈরীর জন্য এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। জল অথবা কোহল দ্রাবক হিসাবে ব্যবহার্য। সংহারক কাগজের জন্য ১০% জলীয় দ্রবণেই কাজ হবে। দ্রবণে চোষ-কাগজ ভিজিয়ে হাওয়ায় শুকিয়ে ফালি করে নিলেই ব্যবহারোপযোগী হবে।

রঙীন প্রিণ্ট ইত্যাদি সংরক্ষণে সিরলান অথবা স্যাণ্টোব্রাইট ব্যবহারের কোন কুফল সাধারণতঃ দেখা যায় না। তবে প্রয়োগের আগে অবশ্যই পরীক্ষা করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। সংহারক কাগজ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা নেই বললেই চলে। কিন্তু অনেক সময় সিরলান বা স্যাণ্টোব্রাইট দ্রবণ ছিটানী-যন্ত্র (Spray), কণাবর্ষী (atomizer) ইত্যাদি সাহায্যে প্রয়োগ করা হয়। রঙীণ প্রিণ্টের কালি বা রঙ (বিশেষতঃ আধুনিক প্রিণ্ট-সমূহের) কোহলীয় দ্রবণে প্রায়ই দ্রব হয়, কাজেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

ছত্রাক সংহারক বার্ণিশ।

বইয়ের মলাটে প্রায়ই ছত্রাক আক্রমণ ঘটে। ছত্রাকসংহারক বার্ণিশের পাতলা প্রলেপ লাগিয়ে এই আক্রমণ বহুল পরিমাণে প্রতিহত করা সম্ভব।

বার্ণিশ প্রস্তুত প্রণালী : ডঃ ব্লকের [Dr. Block] ফরমূলা অনুযায়ী :

উপাদান : ইথাইল সেলুলোজ (N-7) [Ethyl cellulose (N-7)] ২৯৮ গ্রাম
সিরলান এক্সট্রা [Shirlan Extra] ... ... ১৪ গ্রাম
জাইলল [Xylol] ... ... ৩.৯৮লিটার
বিউটানল [Butanol] ... ... ১৭০ গ্রাম

প্রথমে জাইলল ও বিউটানল মিশিয়ে নিতে হবে এবং মিশ্রিত তরলের সিকিভাগ নিয়ে আলাদা পাত্রে ইথাইল সেলুলোজ ও সিরলানের সঙ্গে মিশাতে হবে এবং খুব ভালভাবে নাড়তে হবে যাতে ইথাইল-সেলুলোজ পুরাপুরি দ্রবীভূত হয়। এরপর বাকী তরলটি ঢেলে উত্তমভাবে নেড়ে নিলেই বার্ণিশ ব্যবহারোপযোগী হবে।

বার্ণিশটি তীব্র উদ্বায়ী ও সহজ দাহ্য কাজেই ভালভাবে ছিপি আঁটা পাত্রে রাখতে হবে। প্রলেপ লাগাবার সময় সব ধরণের আগুন থেকে দূরে থাকা দরকার, এমন কি ধূমপানও নিষিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। বার্ণিশ নরম তুলির সাহায্যে মলাটের উপর লাগাতে হবে। বার্ণিশ করা মলাটে ছত্রাক লাগেনা এবং আরসোলা চাটে না।

Dr. Hetherington ছত্রাক-সংহারক কাজে নিম্নলিখিত উপাদান সহযোগে প্রস্তুত একটি তরল ব্যবহারে ভালই ফল পেয়েছেন।

থাইমল ... ... ১০ গ্রাম
মারকিউরিক ক্লোরাইড ... ৪ গ্রাম
ইথার [Ether] ... ২০০ সি. সি.
বেনজিন [Benzene] ... ৪০০ সি. সি.

(1) Recent advances on conservation—Ed. by. G. Thomson, Butterworth, London ; 1963.

(2) The Preservation of books in tropical & subtropical countries. —W. J. Phumbe, Oxford University Press, 1964.

(3) Museum News—Feb. 1966. (Jourual of the American Association of Museums.)

(4) Conservation of cultural property in India—Ed. by. O. P. Agrawal, Indian Association for the study of Conservation, National Museum, New Delhi, 1966.

The article on 'Use of Silicagel for reducing R. H. on Small scale by. J. L. Bhatnagar & Ranbir Kishore'.

The Enemies of library materials : Fungus (3)
Pankaj Kumar Datta.

বাংলা বই ঃ গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিতে

[একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধের এই খসড়াটি প্রস্তুত করেছেন শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ]

বাংলা ভাষায় লেখা বইপত্তর নিয়ে যে সব গ্রন্থাগারিক কাজকর্ম করেন তাঁদের প্রায়ই কিছু না কিছু অসুবিধায় পড়তে হয়। কেন না সূচীকরণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য বাংলা বইতে পাওয়া যায় না। সাধারণ পাঠকের কাছে হয়তো ঐ তথ্যগুলির কোন গুরুত্ব নেই, কিন্তু গ্রন্থাগারিকের পক্ষে ঐগুলি অপরিহার্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। এ কারণে বাংলাদেশের গ্রন্থাগারিকদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের লেখক ও প্রকাশকদের নিকট কতকগুলি আবেদন করছি।

॥ বাংলাগ্রন্থে প্রয়োজনীয় তথ্যের অসম্পূর্ণতা, অস্পষ্টতা ও অভাব ॥

১ **প্রকাশকাল ঃ** একটি বই কবে প্রকাশিত হল, সেটি গ্রন্থাগারিকের নিকট অতিপ্রয়োজনীয় তথ্য। কোন সালে কতো বই প্রকাশিত হয়েছে, এ পরিসংখ্যান কেবল দেশের শিক্ষা-অবস্থাকে সূচিত করে না, দেশবাসীর রুচি, মনোভাব, চিন্তাধারাকে প্রতিফলিত করে। এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি সব বাংলা বইতে থাকে না। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকাশকাল হিসাবে অক্ষয়তৃতীয়া, গুরুপূর্ণিমা, মহালয়া, রথযাত্রা, রাধাষ্টমী, রামনবমী, লুণ্ঠনষষ্ঠী, শ্রীপঞ্চমী, স্নানযাত্রা ইত্যাদির উল্লেখ থাকে। হাতের কাছে পাঁজি না থাকলে (তাও কেবল এক বছরের নয়) এইসব তথ্য থেকে সঠিক তারিখ নির্ধারণ করা অসম্ভব। বাংলা পৌষমাস ইংরেজী দুটি বছরে ব্যাপ্ত থাকে। যাঁরা বাংলায় সূচীকরণ করেন, বা প্রকাশকাল হিসাবে বাংলা সাল দেন তাঁদের এ ক্ষেত্রে অসুবিধা হয় না, কিন্তু ইংরেজী সাল যাঁরা দেন (জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী বা সর্বভারতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে) তাঁরা এ প্রসঙ্গে বিশেষ অসুবিধায় পড়েন। সাল হিসাবে বাংলা বইতে কেবল বঙ্গাব্দই দেওয়া হয় না, খ্রীষ্টাব্দ, চৈতন্যাব্দ, বুদ্ধাব্দ, রবীন্দ্রাব্দ, রামকৃষ্ণাব্দ, শকাব্দ ইত্যাদিরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রতিকার ঃ প্রতিটি বইতে প্রকাশকাল উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যক। বঙ্গাব্দের সঙ্গে খ্রীষ্টাব্দ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। ভারতীয় শক (সরকার অনুমোদিত) প্রয়োজন বোধে দেওয়া চলতে পারে। প্রকাশকাল হিসাবে দিন-মাস-বছরের উল্লেখ থাকবে।

২ **অনুবাদগ্রন্থ**

অনুবাদসাহিত্য সর্বদেশের সাহিত্যে সমাদৃত। দেশবিদেশের নানান ভাষার শ্রেষ্ঠ বস্তু আমরা অবশ্যই আহরণ করব। সেক্ষেত্রে যে গ্রন্থটির অনুবাদ পড়ছি, তার মূল নাম,

সেই ভাষাটির নাম এবং মূল লেখকের পুরো নামটি জানতে কি আমাদের ইচ্ছা হয় না? অনুবাদক একটু সতর্ক হলেই এই তথ্যগুলি গ্রন্থে দিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ বাংলা অনুবাদগ্রন্থে এই তথ্য অপরিবেশিত থাকে। কোন কোন উৎসাহী প্রকাশক বা অনুবাদকের অনুগ্রহে আমরা এ তথ্য পেলেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে পরিবেশিত তথ্য নির্ভুল নয়। বাংলায় বহু বিদেশী বই অনূদিত হয়, কিন্তু সে অনুবাদ পুরো বইটার নয়, বইটির সংক্ষিপ্ত রূপের। কখনও বা ঠিক অনুবাদ হয় না, বিদেশী গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে রচিত হয়। ছোটদের বইয়ের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে দেখা যায়। অথচ আখ্যাপৃষ্ঠায় লেখকের নাম অনুবাদক হিসাবে থাকে, আসলে তিনিই গ্রন্থকার। ভুল তথ্য পরিবেশনে অনুবাদসাহিত্যের প্রকার ও আকারে পরিবর্তন ঘটে।

প্রতিকার: অনুবাদগ্রন্থের ক্ষেত্রে মূল ভাষার নাম, লেখকের নাম এবং মূল গ্রন্থের নাম হয় ভূমিকায় কিংবা আখ্যাপৃষ্ঠার অপরপার্শ্বে উল্লেখ করা প্রয়োজন। যে বইগুলি ছায়াবলম্বনে রচিত বা ঠিক অনুবাদের পর্যায়ে যাদের ফেলা চলে না, সেক্ষেত্রে আখ্যাপৃষ্ঠায় 'অনূদিত' বা 'অনুবাদক' শব্দ ব্যবহার না করাই সঙ্গত।

৩ সংস্করণ বনাম পুনর্মুদ্রণ

বাংলা বইতে 'সংস্করণ' ও 'পুনর্মুদ্রণ'-এর কোন পার্থক্যই করা হয় না। কিন্তু কিছু অভিজাত প্রকাশক বর্তমানে এই পার্থক্য রেখে চলছেন।

প্রতিকার ঃ প্রকাশক ও গ্রন্থকারদের নিকট আমাদের অনুরোধ যে সংস্করণ ও পুনর্মুদ্রণের পার্থক্য তাঁরা মেনে চলুন।

৪ ছোট গল্প/উপন্যাস

বাংলাদেশে পুস্তক নির্বাচনের সহায়ক হচ্ছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রকাশকের বিজ্ঞাপন। হয়তো 'একমাত্র সহায়ক' বললেই ঠিক হতো। গ্রন্থসমালোচনা, গ্রন্থপঞ্জী, প্রকাশকের ক্যাটলগ দেখে বই বাছার রীতি এখনও সুপ্রচলিত হয় নি। তাছাড়া সমাজশিক্ষা-অনুদান বা বিভিন্ন অনুদানে বই কেনার সময় গ্রন্থাগারিককে একটু দ্রুত কাজ শেষ করতে হয়। সব বই নেড়েচেড়ে কেনার অবকাশ থাকে না। প্রকাশকের বিজ্ঞাপনে কোন বই উপন্যাস না ছোটগল্প ঠিক বোঝা যায় না। গ্রন্থাগারিকের নজর থাকে উপন্যাস কেনার দিকে। অর্ডারী বইয়ের বাণ্ডিল খুলে দেখা গেল যে তিনি যাদের উপন্যাস ভেবেছিলেন, আসলে তারা গল্পসংকলন। পাঠক বিরক্ত, গ্রন্থাগারিক বিব্রত। আগে গল্পসংকলনে একটি সূচীপত্র থাকতো, গল্পক্রম উল্লিখিত থাকতো—আজকাল সে রেওয়াজ উঠে গেছে বললেই চলে। গ্রন্থাগারিককে পাতা হাতড়ে হাতড়ে আঙুল গুণে গল্পসংখ্যা স্থির করতে হয়। কোন কোন গল্পকারের একাধিক একই গল্প নানা সংকলনে ঠাই পায়—কিছু গল্প লিখে তার পারমুটেশন্ কম্বিনেশনে 'শ্রেষ্ঠ গল্প,' 'কয়েকটি গল্প',

'স্বনির্বাচিত গল্প', 'প্রিয় গল্প' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের হতভাগ্য গ্রন্থাগার ঐগুলি কিনে পুস্তক সংখ্যা বাড়ায়, কিন্তু পাঠক হারায়। কিছু পুরাতন বই বর্তমানে নূতন নামে, নবকলেবরে নূতন প্রকাশক দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে। প্রায়শই তাদের পূর্ব ইতিহাস অনুক্ত থাকছে। গ্রন্থাগার ও পাঠকগোষ্ঠী অতিসহজে প্রতারিত হচ্ছেন।

প্রতিকার : প্রকাশকদের অনুরোধ, তাঁরা বিজ্ঞাপনে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে গ্রন্থের নামের তলায় 'গল্প' কথাটি বলুন। গ্রন্থকারদের অনুরোধ, তাঁরা পরশুরামকে অনুসরণ করুন গ্রন্থের নামকরণে। 'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প', 'চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প' এইভাবে পরশুরাম গ্রন্থের নাম রেখেছিলেন। গল্পসংকলনে একটি সূচীপত্র বা গল্পক্রম দেওয়া উচিত। সবশেষে, প্রকাশক ও গ্রন্থকারগণ যেন বাংলাদেশের গরিব পাঠক ও গ্রন্থাগারকে মনে রেখে তাঁদের পুরাতন বই বা সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পুরাতন বইয়ের পুন-র্মুদ্রণক্ষেত্রে তাঁরা দয়া করে বইটির প্রকাশ-ইতিহাস বলে দিন।

৫ লেখক

হিন্দু ধর্মনেতা ও মুসলমান লেখকের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রয়োজনীয় নামের সঙ্গে বহু বিশেষণ ও নাম সংযোজিত থাকে। গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সবসময় ঠিক নামটি বেছে নেওয়া সম্ভব হয় না। একই লেখক একাধিক ছদ্মনাম ব্যবহার করেন ; কেউ বা কিছু বই নিজ নামে, কিছু বা ছদ্মনামে রচনা করেন। গ্রন্থাগারিকের পক্ষে এটিও সমস্যা। কিন্তু গ্রন্থকারকে ছদ্মনামের মুখোশ খুলে ফেলতে বলা চলে না। হাতের তাস যদি দেখেই ফেলি, তাহলে খেলার মজা কোথায় ?

প্রতিকার : গ্রন্থের শেষ প্রচ্ছদে লেখক-পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। নিদেনপক্ষে আখ্যাপত্রের অপরপৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের নাম (কোথাও বা প্রয়োজনীয় নাম এবং জন্মসাল) থাকলে আমাদের কাজের সুবিধা হবে। তাও যদি না হয়, তবে গ্রন্থকারের অন্যান্য বই ইত্যাদির তালিকা থাকলেও গ্রন্থকারকে চেনা সহজ হবে। এগুলি বিশেষভাবে প্রযোজ্য একই নামধারী গ্রন্থকারের জন্য। ছদ্মনাম সম্পর্কে কোন উপায় নেই। কালে আসল গ্রন্থকার স্বমহিমায় প্রকাশ হবেন।

৬ চলতি আখ্যা/নির্ঘণ্ট

আমরা সর্বদাই বিশ্বাস করি, বই ব্যবহারের জন্য। গ্রন্থাগারে যে বই যতো ব্যবহারজীর্ণ, স্খলিতমলাট, ছিন্নপত্র হবে তার মর্যাদা ততোই বাড়ে পাঠকদের কাছে। (গ্রন্থকারও নিজের বই বহুল ব্যবহারে ছিন্ন হয়েছে দেখলে খুশিই হন)। কিন্তু ছিন্নপত্র গ্রন্থাগারিকের কাছে সমস্যাস্বরূপ। চলতি আখ্যা না থাকায় কোন্ বইয়ের অঙ্গ সেটি বলা চলে না। নির্ঘণ্ট বা নির্দেশিকা গ্রন্থের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু বাংলা বইতে এটি উপেক্ষিত। গবেষণাগ্রন্থে এই অপরিহার্য অঙ্গটি অল্পক্ষেত্রেই থাকে। যাঁরা দেন তাঁদের

নিকট আমরা কৃতজ্ঞ, কিন্তু বর্ণানুক্রমে অশুদ্ধি আমাদের পীড়িত করে। বিজ্ঞানসম্মত নির্ভুল নির্ঘণ্ট কটি বাংলা বইতে থাকে ?

প্রতিকার : বাংলা বইতে চলতি আখ্যা দেওয়ার রেওয়াজ আবার চলতি হোক—গল্পে, উপন্যাসে, গবেষণাগ্রন্থে সর্বত্র। বেশি জায়গা তো নেবে না—পাতার উপরে একপাশে পৃষ্ঠাসংখ্যা, ভেতর মার্জিনে বইয়ের সংক্ষিপ্ত নাম অনায়াসে দেওয়া চলে। গ্রন্থকারদের অনুরোধ—নাটক-গল্প-উপন্যাস ছাড়া সকলপ্রকার গ্রন্থে নির্ভুল নির্ঘণ্ট দিন। বিষয় নির্ঘণ্ট থাকলে সর্বোত্তম, নতুবা নাম-নির্ঘণ্টও মন্দের ভালো। তবে দেশী ও বিদেশী নামের তালিকা একসঙ্গে নয়।

৭ প্রকাশকের খেয়ালখুশি

বৈচিত্র্যে আনন্দ—কথাটি সত্য, কেবল গ্রন্থাগারিকের কাছে বৈচিত্র্যই সমস্যা। প্রকাশের বৈচিত্র্যপূর্ণ বাংলা বই সংখ্যায় অতি অল্প, তবু এগুলির কিছু উল্লেখ করা যায়। একাধিক বই একসঙ্গে বাঁধাই, পৃষ্ঠাসংখ্যা কখনও বা ভিন্ন, কোথাও বা একটানা—কোন আখ্যাপত্র নেই। বইটির সামনে একটি বই, পেছন থেকে আর একটি বই। একাধিক খণ্ডসংবলিত বই—বিভিন্ন খণ্ড বিভিন্ন লেখক রচিত। প্রারম্ভিক পৃষ্ঠাঙ্ক বাংলা বইতে একই ধরনের নয়। ক খ গ ঘ ইত্যাদি, ।॰ ৷৷॰ ৷৷৷॰ ।॰ ইত্যাদি, এক দুই তিন চার ইত্যাদি, ০১ ০২ ০৩ ০৪ ইত্যাদি, ১ ২ ৩ ৪ ইত্যাদি নানানভাবে প্রারম্ভিক পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া হয়। প্রায় প্রতিটিরই অসুবিধা আছে। প্রকাশকদের নিকট আমরা এবিষয়ে অনুরোধ করতে পারি যে, একই প্রকার প্রারম্ভিক পৃষ্ঠাঙ্ক (সম্ভব হলে ০১ ০২ ০৩ ০৪ ইত্যাদি) যেন তাঁরা দেন।

একটি প্রস্তাব : বাংলা বইয়ের গণ্ডি কেবল বাংলা দেশে সীমাবদ্ধ নয়। ডেলিভারি অব বুক্‌স অ্যাণ্ড নিউজপেপার্স (পাবলিক লাইব্রেরিজ) অ্যাক্ট অনুসারে প্রতিটি বাংলা বই কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে থাকবে। এ ছাড়া অ্যামেরিকান লাইব্রেরিজ বুক প্রোকিওরমেন্ট সেণ্টারের দৌলতে মার্কিন মুলুকে বাংলা বই পৌঁছচ্ছে। অবাঙ্গালী কি কারো সাহায্য না নিয়ে বাংলা বইয়ের নাম, লেখক, বিষয় ইত্যাদি জানতে পারেন, যদি না তাঁর বাংলা জানা থাকে ? ভাষার প্রাচীর আমরা ভেঙে ফেলতে পারি অতি সহজে। আখ্যাপৃষ্ঠার অপর পার্শ্বে কিংবা আখ্যাপৃষ্ঠার সম্মুখপাতায় ভাষা। বইয়ের, লেখকের ও প্রকাশকের নাম / বিষয় / প্রকাশকাল / ও মূল্য রোমান হরফে ইংরেজী ভাষায় দিতে পারা যায়। কয়েকজন প্রকাশক এ বিষয়ে তৎপর হয়েছেন, আমরা সকলকে অনুরোধ করি।

* * *

॥ পত্র-পত্রিকা ॥ অধিকাংশ বাংলা পত্রপত্রিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য নিয়ম না মানা। কেবল অনিয়মিত প্রকাশই নয়, প্রকাশস্থানের অনুল্লেখ, পুরো ঠিকানা না দেওয়া,

সম্পাদকের নামের পরিবর্তন না জানানো অতি সাধারণ বিষয়। সবচেয়ে বেশি সমস্যা হলো পত্রপত্রিকা হিসাবে তাদের চিনে নেওয়া। নামে হয়তো 'সংকলন'—'বর্ষা সংকলন', 'শারদ সংকলন' ইত্যাদি। আসলে তারা পত্রিকা। গ্রন্থাগারিকের কাছে দরকারী তথ্য হলো—পত্রিকার বর্ষ, সংখ্যা, প্রকাশস্থান, মূল্য, প্রকাশের রূপ ও সম্পাদক। পত্রিকার সম্পাদক ও কর্তৃপক্ষের কাছে এই তথ্যগুলি পরিবেশনের অনুরোধ আমরা রাখি।

* * *

বাংলা গ্রন্থসমালোচনায় সর্বশেষ পংক্তি হলো—'বইটির ছাপাই-বাঁধাই ভালো'। বাংলা বইয়ের ছাপাই-বাঁধাই নিয়ে আমাদের গর্বও অনেক। ভারতীয় প্রকাশনক্ষেত্রে বাংলা প্রকাশন একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করেছে। সবই তো বুঝলাম, মানলাম—কিন্তু এ গৌরবের জয়ডঙ্কা কার পিঠে বাঁধা, এই আভিজাত্যের বলি কারা? বাংলা দেশের গরিব পাঠকসমাজ। বাংলাদেশের জলবায়ু আর্দ্র, বই টেঁকে না—তা বলে আটচল্লিশ পাতার বই বাঁধাতে হবে? আর তার দাম হবে আড়াই টাকা? প্রতিটি বাংলা বইতে বোর্ড-বাঁধাই থাকে। কেন—সত্যকার প্রয়োজন কতোটুকু? প্রচ্ছদ খুবই সুন্দর হয়। সেটি নয়নসার্থক, হৃদয়গ্রাহী—এবং সুন্দর প্রচ্ছদের প্রয়োজন আছে গ্রাহক ও পাঠকদের প্রলুব্ধ করতে। কিন্তু 'পেপারব্যাকে'ও সুন্দর প্রচ্ছদ দেওয়া চলে। ভারতীয় গ্রন্থ, হিন্দী মালয়ালাম ইত্যাদি ভাষায় পেপারব্যাক বই বেরোয় সুন্দর সুন্দর প্রচ্ছদ নিয়ে। বোর্ড-বাঁধাইয়ের প্রতি আমাদের মোহ কিছুটা অহেতুক। দেড় টাকারও বেশি খেসারৎ এর জন্যে দিতে হয় প্রতি বই পিছু, এবং তা সত্ত্বেও গ্রন্থাগারে এটি বেশিদিন চলে না—তার মেরুদণ্ড এতোই কমজোরী। সুতরাং প্রায় প্রতিটি বাংলা গল্পের বই ও উপন্যাস গ্রন্থাগারে নতুন খরচা করে বাঁধাতে হয়। বাংলা বইকে সাজানোর আর একটি রীতি বর্তমানে চালু হয়েছে। উপন্যাসকে একটি স্বচ্ছ পাতলা কাগজে জড়িয়ে বের করা হয়। এটিও অপ্রয়োজনীয়। প্রকাশকদের আমরা আগেও অনুরোধ করেছি, আবার করছি—তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে 'পেপারব্যাক' সংস্করণ বাজারে বের করার সিদ্ধান্ত নেন। রেফারেন্স বই, সুবিপুল আয়তনের বই, কালজয়ী বই—এ সব ধরনের বইয়ের জন্য কাপড়-বাঁধাই বা আধা কাপড়-বাঁধাই প্রয়োজন। কিন্তু কাব্যগ্রন্থ, গল্প, উপন্যাস, পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতি বাঁধাবার কোন প্রয়োজন নেই। বাঁধালেই কি বইয়ের মর্যাদা বাড়ে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ তো আগে বোর্ড-বাঁধাই করে বিক্রি হতো না। তবে বিত্তবান পাঠকদের জন্য ভালো কাগজে মজবুত বাঁধাই করা বই বেরোলে আমাদের আপত্তি নেই—'রাজসংস্করণ' নিশ্চয়ই থাকবে আজকালকার 'রাজা'দের জন্য—কিন্তু প্রজাদের জন্য অল্পদামে বই চাই।

সর্বভারতীয় প্রকাশনের খোঁজখবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা এবিষয়ে একমত হবেন যে, বাংলা বইয়ের দাম সকল ভারতীয় প্রকাশনের মধ্যে বেশি। বাংলা ও আর একটি ভারতীয় ভাষায় একই বিষয়ের বই প্রকাশিত হয়েছে, বাংলা বইটির পাতা সংখ্যায়

কম, রঙীন ছবি বাংলা বইতে নেই, অপরটিতে দুপাতা জোড়া ছবি তবু বাংলা বইটি দামে দেড়গুণ বেশি। বাংলা বইয়ের দাম এতো বেশি কেন, এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অবকাশ এখানে নয়। কিন্তু আমরা একটি গোলোকধাঁধাঁয় ঘুরছি, বেরোবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না। বেশি দাম নির্ধারণের জন্যে আমরা প্রকাশকদের দোষ দিচ্ছি, প্রকাশকরা বলেন বই বিক্রি হয় না, খরচা তো তুলতে হবে—তাই দাম বেশি ধরতেই হয়। বইয়ের বহিরঙ্গসজ্জা কমালে বইয়ের দাম কিছুটা কমতে পারে, কিন্তু একথাটি খুবই সত্যি যে বাঙালী বই কেনে কম। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আমরা কজন নিয়মিত বাংলা বই কিনি বা বাংলা পত্রপত্রিকার গ্রাহক হই।

১৯৬১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী ভারতে বঙ্গভাষাভাষীর সংখ্যা ৩,৩৮,৮৮,৯৩৯ এবং শিক্ষিত বাঙ্গালীর সংখ্যা ১.১১ কোটি। বাংলা বই বছরে কতো প্রকাশিত হয় তা বলা শক্ত, তবে আনুমানিক আড়াই হাজার হবে। সুতরাং হিসেবে দেখা যায় যে, প্রতি সাড়ে পাঁচ হাজার শিক্ষিত বাঙ্গালীর জন্য বছরে একটি বই প্রকাশিত হয়। অঙ্কটা খুব আশাপ্রদ নিশ্চয়ই নয়। 'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাঙলা ভাষা' গান আমরা আজও গাই, ছোটদের শেখাই। কিন্তু বাড়িতে বাংলা খবরের কাগজ বা পত্রিকা কজনে রাখি! প্রধানতঃ তিনটি দৈনিক পত্রিকা বাংলা ভাষায় বের হয় (আনন্দবাজার, বসুমতী ও যুগান্তর)। বাকিগুলি (কালান্তর, জনসেবক, লোকসেবক ইত্যাদি) এখনও কৌলীন্য পায় নি-তাদের গ্রাহকসংখ্যা বলবার মতো নয়। তিনটি প্রধান দৈনিকের প্রচার সংখ্যা হল ৩,৮২,৭০৫ (প্রেস ইন ইনডিয়া, ১৯৬৬)। অর্থাৎ ২৯ জন শিক্ষিত বাঙ্গালীর জন্য বাংলা দৈনিক পত্রিকার একটি সংখ্যা। সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রি 'দেশ' পত্রিকার (প্রচার ৬২,৪০৪), এ ছাড়া সাপ্তাহিক বসুমতী (৪২,৬৫৪) উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কেরলে (লোকসংখ্যা ১,৬৯,০৩,৭১৫ ; শিক্ষিত ৪৬·৮%) সাপ্তাহিক পত্রিকা মালয়ালা মনোরমা (২,২৬,০৫৮) বা সাপ্তাহিক মাতৃভূমি (৯৪,৮৪৭) (বা মাদ্রাজে লোকসংখ্যা ৩,৩৬,৮৬,৯৫৩ শিক্ষিত ; ৩১·৪%) সাপ্তাহিক পত্রিকা কুমুদম্ (৩,১৫,২৪৩), আনন্দ বিকটন (১,৭৩,৮৭৫), কলকণ্ঠ (১,২১,২৭৪), বা কল্কি (১,০৩,৮৪৬) কাগজের তুলনায় আমাদের পত্রিকার প্রচারসংখ্যা কিছুই নয়। কেরল থেকে মালয়ালাম ভাষায় ক'টি দৈনিক প্রকাশিত হয় - ৪০টি, মাদ্রাজ রাজ্য থেকে তামিল ভাষায় ৩০টি! এ সব হিসাব যখন দেখি, তখন মনে প্রশ্ন জাগে 'মোদের গরব, মোদের আশা…বাঙলা ভাষা'কে আমরা কতোটা সত্যসত্য ভালোবাসি !

বইয়ের মূল্য অত্যন্ত চড়া হলে আমরা ক্ষুব্ধ হই কিন্তু সে ক্ষোভ কেবল মুখে আর মনে। গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগারগুলি এক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা প্রায়শই নিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁদেরও কিছু করবার আছে। একটি দৃষ্টান্ত দি। কেরল থেকে কারেন্ট বুকস নামে একটি প্রকাশভবন ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে 'আরবিপ্পোন্নু' (আরব সোনা) নামে একটি উপন্যাস প্রকাশ করেন—লেখক হলেন এম টি বাসুদেবন নায়ার এবং এন পি মোহম্মদ। বইটির

দাম কিছু বেশি ধরা হয়েছিল—পনেরো টাকা। বইটির পাতা ৬৮৮, আকার ২১'৫ সেমি। প্রথমে একটি তালুক গ্রন্থাগার থেকে দাম নিয়ে আপত্তি উঠলো, গ্রন্থসমালোচক মন্তব্য করলেন, 'আরবদেশের সোনার থেকেও বইটি দামী হয়েছে', কেরল গ্রন্থশালা সংঘম (কেরল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন) প্রস্তাব নিলেন, 'দাম না কমালে কোন গ্রন্থাগার এ বই কিনবে না', ন্যাশনাল বুক ষ্টল তাঁদের বুলেটিনে এই বইটির বিজ্ঞাপন ছাপতে গররাজি হলেন—এই সার্বিক বয়কটের ফলে তিন বছরের মধ্যে বইটির দাম কমিয়ে (এবার সাড়ে সাত টাকা) ফেলতে প্রকাশক বাধ্য হলেন। আমরা যদি একজোট হই, আমরা কি এ আদর্শ অনুসরণ করতে পারি না? অনুরোধ উপরোধ আমরা অনেক করি, কিন্তু সংঘবদ্ধতার অভাবে কার্যকরী কিছু করতে পারি না।

আমাদের দায়িত্ব দুতরফেই। প্রকাশকরা বইয়ের দাম কমান। কিন্তু পাঠকরা আরও বেশি বই কিনুন। পড়বেন তো বটে, তবে নিজে কিনে পড়ুন। উপহার হিসাবে একদিন বইয়ের সম্মান ছিল, আজ উৎসবানুষ্ঠানে কিছু উপহার দিতে গেলে অলঙ্কার, বস্ত্র নয়তো কোন 'প্রয়োজনীয়' জিনিসের কথা আমরা ভাবি—'অপ্রয়োজনীয়' (?) বইয়ের চিন্তা দূরে সরিয়ে ফেলেছি। যিনি বই হাতে উৎসবে যান, স্বভাবতই তিনি বিব্রত বোধ করেন। এ হীনমন্যতা আমাদের জয় করতেই হবে। কিভাবে বই-কেনার অভ্যাস গড়ে তোলা যায় সে বিষয়ে আমাদেরও ভাবতে হবে।

Bengali Publications : a Librarian's viewpoint.
(Paper by Sunil bihari Ghosh for discussion in the 21st Bengal Library Conference.

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থ উৎপাদনের ধারা ও আদর্শমান

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহামতি গোখেল বলেছিলেন, "বাঙলা আজ যা ভাবে, সারা ভারত ভাবে তা আগামী কাল।" বাঙালীর 'মেধা ও ধীশক্তি, তার সাহিত্য, কৃষ্টি ও শিক্ষার মূল্যায়ন অনেকেই করেছেন। কিন্তু জ্ঞান ও শিক্ষার গর্বে গর্বিত হওয়ার প্রাক্কালে আমরা থমকে দাঁড়াই আমাদের সত্যিকারের শিক্ষার ব্যবস্থাপনায়। বই-ই যেখানে শিক্ষার প্রধান ধারক, বাহক ও মাধ্যম, সেখানে বই প্রকাশের তুলনামূলক বিচারে বাঙলা অনেক অনেক পশ্চাৎবর্তী। ১৯৬৫—৬৬ সনের সমীক্ষায় দেখা যায়, সারা ভারতে পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে দিল্লী সবচেয়ে অগ্রগামী (বাৎসরিক প্রকাশনা—৫৯০০ গ্রন্থ), তারপর মহারাষ্ট্র (৩০৩৫) এবং সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান তৃতীয় (২১২৬)। পৃথিবীর ১৩টি ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা স্থান পাওয়ায় আমরা গর্ব অনুভব করি কিন্তু বাৎসরিক প্রকাশের তালিকায় বাংলায় প্রকাশিত হয় মাত্র ১৪২২ খানি গ্রন্থ। এই তুলনায় হিন্দীতে ২০৭৬ খানি ও ইংরাজীতে ১০,৩৪৭ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থ উৎপাদনের এই ক্ষীণকায় তালিকার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে স্বভাবতই কয়েকটি সমস্যার কথা ওঠে। প্রথমতঃ কাগজের মূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে বইয়েরও দাম বাড়াতে হয়। আর বইয়ের দাম যত বেশী বাড়বে, তার বিক্রয়ের পরিমাণও সেই অনুপাতে কমে। শিক্ষা বিষয়ক পুস্তকের চাহিদা খুবই কম। আর অন্য বইয়ের চাহিদাও যথেষ্ট নয়, কারণ খুব অল্পসংখ্যক লোকই বই কিনে পড়েন। গ্রন্থাগার ইত্যাদিতেও সব রকম বই রাখার প্রয়োজন মনে করেন না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। আর করলেও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সব বই বা বিশেষ প্রয়োজনীয় বইও কেনা অসুবিধা হয়ে পড়ে। প্রকাশকরাও অধিক মুনাফা ও নামী লেখকের বই না হলে সাধারণতঃ ছাপতে চান না। কয়েকজন মাত্র নতুন সাহিত্যিক নিজের টাকা খরচ করে বই ছাপাতে পারেন। এ জন্যেই পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থ উৎপাদনের এই শীর্ণ কলেবর।

এই স্বল্প উৎপাদনের দিকে তাকিয়ে আমরা হতাশ হলেও পুস্তক প্রকাশের আদর্শগত মানের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা লজ্জায় অধোবদন হই। গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে পুস্তক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কয়েকটি বিশেষ দিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রথমেই বইয়ের মলাট বা Dust jacket—নাম থেকেই বোঝা যায় ধুলা বালির হাত থেকে বইকে বাঁচাতে এই মলাটের কত প্রয়োজনীয়তা। বইকে আকর্ষণীয় করার জন্য মলাট নানা রঙে ও ছবিতে তৈরী করা হয়। আর এই মলাটে থাকে বইয়ের পূর্বাভাষ ও লেখক সম্পর্কিত তথ্য। পুস্তকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও পরিচয়ের এক সুষ্ঠু রূপ পাওয়া যায় মলাটে। বইয়ের মূল্যায়নে এই খবরের প্রয়োজনীয়তা

অনেক। কিন্তু অনেক বইয়েরই এই মলাট থাকে না। যার ফলে লেখক পরিচিতি ও পুস্তকের পশ্চাৎপট (Background) জানতে অসুবিধা হয়।

এর পরেই নামপত্রের (title page) উল্লেখ করা দরকার। বই সম্পর্কে আপাত দৃষ্টিতে যাবতীয় বিচার করা হয় এই নামপত্রের মাধ্যমে। বিস্তারিত ভাবে বইয়ের নাম ও লোকের নাম তার গুণাবলী ও বিদ্যার পরিচয়, প্রকাশকের নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানাসহ পুস্তক প্রকাশের পূর্ণ তারিখ ও বৎসরের উল্লেখ করা হয় নামপত্রে। কিন্তু এই সকল খবর যে সব বইতে থাকবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অধিকাংশ বইতেই এই সকল খবরের কোন কোন খবরের অভাব। বইতে কেবল লেখকের নাম লিখলেই চলেনা—কারণ একই নামে অসংখ্য ব্যক্তি থাকতে পারেন তাই প্রত্যেক লেখকের বিশেষ পরিচয় দেওয়া দরকার। লেখকের নামের আগে 'শ্রী' থাকবে কি থাকবে না সে সম্পর্কে যত্ন না নিলে 'শ্রীযুক্ত' ও 'শ্রীবিহীন' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই সম্পর্কে মতদ্বৈত দেখা দেবেই। একারণ শুধু বিনয় সরকার না লিখে ব্যক্তি বিশেষের নামের পাশে তাই 'নাট্যকার' লেখার প্রয়োজন হয়।

প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা সম্পূর্ণ না থাকলেও বেশ অসুবিধা হয়। একই নামে বিভিন্ন প্রকাশক থাকতে পারে ; এবং প্রকাশকের কাছে প্রয়োজনে বইয়ের খোঁজ নিতে হয়। বই প্রকাশের তারিখ যে কত প্রয়োজনীয় তা বলাই বাহুল্য। অনেকে কোন বিশেষ তিথির কথা লিখেই ছেড়ে দেন, কোন সন—তারিখ উল্লেখ করেন না। যেমন, অক্ষয় তৃতীয়া, বুদ্ধ পূর্ণিমা, দোল পূর্ণিমা ইত্যাদি। এতে কোন সঠিক তারিখ পাওয়া যায় না।

নাম পত্রের পরের পৃষ্ঠায় থাকে পুস্তক প্রকাশ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য। মুদ্রাকরের নাম ও ঠিকানা, সংস্করণ ও মুদ্রণের সংখ্যা, প্রচ্ছদপট শিল্পী, কপিরাইট, প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা, মূল্য ইত্যাদি উল্লেখ করা হয় এই পৃষ্ঠায়। এর প্রত্যেকটি তথ্যই গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু অনেক বইতেই এই সকল তথ্য ঠিকমত থাকে না। এর ফলে পুস্তক আদর্শমানের তুলনায় নিম্ন মানের হয়।

পর পৃষ্ঠায় থাকে মুখবন্ধ। লেখকের পুস্তক লেখার প্রেরণা ও অন্যান্য পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বই লেখা হয়েছে তার এক সঠিক বিবরণ দেওয়া থাকে লেখকের নিজের কথায়। এতেই অনেক সময় লেখক তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। মুখবন্ধের পরের পৃষ্ঠায় থাকে লেখকের পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা। এর পরের পৃষ্ঠা উৎসর্গীকৃত না হলে কোন স্বনামখ্যাত ব্যক্তির লেখা ভূমিকা দিয়ে শুরু হয়। মুখবন্ধে যেমন লেখক তাঁর কোন বিশেষ দিকে লেখার প্রাধান্য দিয়েছেন বোঝাতে চান যার ফলে পুস্তকখানি রচনার সার্থকতা যাচাই করা যায়, ভূমিকাতেও সেইরূপ বইখানির সার্থক সমালোচনা থাকে। এ কারণ পুস্তকের পরিচয়ে মুখবন্ধের যেরূপ প্রয়োজন, কোন বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা লেখা ভূমিকাও সেইরূপ আবশ্যক। উৎসর্গীকৃত পৃষ্ঠার

প্রয়োজনীয়তা খুব একটা না থাকলেও লেখকের পূর্ব প্রকাশিত পুস্তক তালিকার প্রয়োজনীয়তা অনেক, লেখকের কোন একখানি বই পড়েই হয়তো তার লেখার মূল্যায়ন করা সম্ভব নয় এজন্য প্রয়োজন সামগ্রিকভাবে পুস্তক পর্যালোচনার। এজন্য যেমন, আবার পুস্তকের পূর্ণ তালিকা পুস্তক সংগ্রহের জন্যও প্রয়োজন।

এর পর সূচীপত্র। কয়েকটি গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা বা অন্যান্য বিষয়ের সংকলন হলে সূচীপত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনেক বেড়ে যায়। একক গল্প বা উপন্যাসের ক্ষেত্রে সূচীপত্রের প্রয়োজন হয়না। কিন্তু অনুবাদ গুচ্ছ, অন্যান্য সংকলন প্রভৃতিতে সূচীপত্র অপরিহার্য। অনেক বইতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পৃষ্ঠার প্রবর্তন দেখা যায় অর্থাৎ প্রত্যেক গল্প বা প্রবন্ধের জন্য আলাদা পৃষ্ঠা সংখ্যা, কিন্তু এতে পাঠকের বেশ অসুবিধা হয়। অনেক বইতে আবার কেবল বিষয় সূচী দেওয়া থাকে কিন্তু কোন্ পৃষ্ঠায় কোন্ কবিতা তার কোন উল্লেখ থাকেনা। যেমন, দ্বিজেন্দ্রলালের কোন বইতে 'হাসির গান' এই বিভাগের বিভাগীয় সমস্ত গানগুলি সংকলন করা হল। আবার 'দেশাত্মবোধক গান' এই বিভাগেও ঠিক একই রকম। কিন্তু এর ফলে কোন্ পৃষ্ঠায় কোন্ গান আছে তা জানার কোন উপায় থাকে না, যদিনা প্রত্যেক গানের প্রথম সারি দিয়ে আলাদা বর্ণানুক্রমিক সূচি (Index) করা হয়।

পুস্তকমান বজায় রাখতে আরও একটি দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। যেমন কোন বিদেশী বইয়ের অনুবাদের ক্ষেত্রে।, এতে মূল বইয়ের নাম ও লেখকের নাম জানাতে হবে। কেবলমাত্র অনুবাদকের মনোনীত বইয়ের নাম দিলে কোন বই থেকে অনুবাদ করা হয়েছে তা পরিষ্কার হবেনা। অনেক পরিভাষারও মূল শব্দটি পাশে দিয়ে দেওয়া দরকার না হলে প্রকৃত অর্থ বুঝতে অনেক সময় বেশ অসুবিধা হয়। কোন উদ্ধৃতি থাকলে তা পাশে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ছোট ম্যাপ ও নকশা (Diagram) লেখার পাশে পাঠকের পক্ষে রাখাই সুবিধাজনক। বইয়ের শেষে বা স্থানানুযায়ী স্বীকৃতির (Acknow ledgement) উল্লেখ করা প্রয়োজন। অনেক বইতে দেখা যায় কোন বইয়ের শেষ লেখা 'বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে লিখিত' কিন্তু কোন বইয়ের নাম দেওয়া হয়না। এক্ষেত্রে মূল বইয়ের নাম দিলে ভাল হয়।

গ্রন্থের মান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। যেমন বইয়ের বাঁধাই। অধিকাংশ বইই ভাল বাঁধাইয়ের অভাবে কয়েকদিন ব্যবহারের পর ছিঁড়ে যায়। আর ছেঁড়া বইয়ের পাতা হারালে যেমন বইটি বাতিল হয়ে যায় সেই রকম আবার অতিরিক্ত ব্যয়ে বাঁধাই করাতেও চান না অনেকে। এই সম্পর্কে ভাল কাগজের কথাও ভাবতে হবে। সাধারণ বা নিউজপ্রিন্ট কাগজে ছাপা বইয়ের আয়ু খুবই কম। এতে বইয়ের স্থায়িত্ব হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ অল্পমূল্যের কাগজে ছাপা বইয়ের প্রতি পাঠকের আকর্ষণ ও কমে যায়।

আদর্শ পুস্তকমান বজায় রেখে পুস্তক প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আজ খুব বেশী।

"আমরা আমাদের কার্যের হিসাবেই বাঁচিয়া থাকি, বৎসরের হিসাব নহে" (We live in deeds, not in years-) আমাদের বেঁচে থাকার মত কার্যাবলী লিপিবদ্ধ থাকে বইতে। কিন্তু সেই বই যদি যথোপযুক্ত না হয়, তা থেকে যদি আমরা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জানাতে না পারি এবং সেই বইয়ের পরিবেশনাও যদি ঠিক না হয় তবে বইয়ের প্রয়োজনীয়তাও অনেকাংশে ব্যাহত হয়। বইয়ের এই প্রয়োজনীয়তাকে প্রকৃত প্রয়োজন করে তুলতে পুস্তক প্রকাশনার আদর্শ বজায় রাখার দিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। এই আদর্শমান বজায় রাখার দায়িত্ব যেমন প্রকাশকের তেমনি লেখকেরও। উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থের প্রকাশ সকলের কাছেই কাম্য। আদর্শ প্রকাশমান বজায় রেখে প্রয়োজনের তাগিদানুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থ প্রকাশনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হোক এই কামনাই করি।

The Present state of book production in West Bengal and the establishment of standards.

By Bimal Chandra Chattopadhyay

[এই প্রবন্ধটি একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচনার জন্য প্রেরিত হয়েছে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে এই প্রবন্ধটি পূর্ববর্তী প্রবন্ধের পুনরাবৃত্তি বলে মনে হবে— তবু প্রবন্ধটি আমরা ছাপালাম। —সঃ গ্রঃ।]

শ্রীখণ্ড চিত্তরঞ্জন পাঠমন্দির

সেটা ছিল স্বদেশী আন্দোলনের চরম পর্যায়। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে স্বদেশ-চেতনার এক স্পন্দনময় রূপ তখন সুপরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ মনীষীগণের চিন্তাধারায় স্বদেশভাবনা পূর্বের তুলনায় আরও গভীরতা লাভ করল; বলা যায় জীবনের সঙ্গে অন্বিত হল। শিক্ষিত সাধারণ বুঝতে পারল রাজনৈতিক মুক্তি অচিরস্থায়ী ও অনর্থকতায় পর্যবসিত হবে যদি না সমকালে ও সমানতালে লোক-মানসের সকল প্রকার বন্ধনমুক্তির জন্য আন্তরিক প্রয়াস নিয়োগ করা হয়। এই অবধারণায় শুরু হল লোকচিত্ত বিকাশের সর্বাভিমুখী আন্দোলন। সার্বিক প্রয়াসের অঙ্গীভূত হল গ্রন্থাগার আন্দোলন। মূল আন্দোলনের অপরিহার্যরূপে শিক্ষার সম্প্রসারণ নেতৃবৃন্দের মনকে অধিকার করল। শহর থেকে সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হল এই ধারণা। পল্লীর ক্ষুদ্র চালাঘরে শিক্ষিত যুবকের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হল গ্রন্থাগার। অতি অল্পসংখ্যক পুস্তক ও পৃষ্ঠপোষক ছিল এদের পুঁজিস্বরূপ। এই ভাবেই গড়ে উঠলো একটি গ্রন্থাগার বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত এই শ্রীখণ্ড গ্রামে। উন্নত সংস্কৃতি ও শিক্ষার পীঠস্থান এই গ্রাম মধ্যযুগ থেকে বাংলা দেশে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আসছে। ভক্তকবি নরহরি, গোবিন্দ দাস, ছোট বিদ্যাপতি, কবিশেখর, লোচন দাস প্রভৃতি মহাজনগণের সাধন-ভজন এই গ্রামকে এক মহিমময় তীর্থভূমিতে পরিণত করেছে। রাখালিয়ার বেণুরবে উদ্‌ভ্রান্ত-ব্যাকুল প্রকৃতি মর্মরিত হয়ে উঠত, সামাজিকের চিত্ত উদ্বেলিত হত, পরমের আকাঙ্ক্ষায় 'উছলল মনহি মনোভব সিন্ধু'। এই গ্রাম আরও গরবী গৌরবিনী হল প্রেমাবতার কৃষ্ণ-চৈতন্যের পুণ্য স্পর্শে। গৌরগতপ্রাণ কবি গোবিন্দদাস তখন প্রাণের সুরে গেয়ে উঠলেন, 'অভিনব হেম-কল্পতরু সঞ্চরু সুরধনী তীরে উজোর'। ঐ 'হেম-কল্পতরু'-র মধুর প্রসাদে পূর্ণ এই গ্রাম আজও 'অবিরত প্রেম-রতন-ফল' বিতরণে মুক্ত হস্ত, আনন্দ উদার প্রাণ। এইরকম সমৃদ্ধ চিত্তভূমির উপর নবযুগীয় ভাব চেতনার আঘাত এসে পড়লে তা' সানন্দে গ্রহণ করে নেবার মানসিকতা নিয়েই এই গ্রামের কয়েকজন স্বাদেশিক দেশবরেণ্য "চিত্তরঞ্জনের" নামে গ্রন্থাগারটির পত্তন করেছিলেন। ১৩৩৪ সালে (ইং ১৯২৭) পল্লীকবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের সভা-পতিত্বে অনুষ্ঠিত হল গ্রন্থাগারের শুভ উদ্বোধন। শুরু থেকে দীর্ঘ ৪০ বৎসর শ্রীখণ্ড ও পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনকে যথাসাধ্য উন্নত করার কাজে এই গ্রন্থাগার অবিরাম নিযুক্ত আছে। জ্ঞান-ভক্তি বিকাশের কেন্দ্ররূপে এই গ্রন্থাগার এতদঞ্চলের মানুষের জ্ঞান-তৃষ্ণা মেটাবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে কখনও শৈথিল্য প্রকাশ করেনি। সাধারণের অকৃপণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে এক মহৎ গ্রন্থশালা শুধু গড়ে ওঠেনি, ক্রমে ক্রমে

এই গ্রন্থাগার কাটোয়া মহকুমার মধ্যে একটি আকর্ষণীয় জ্ঞান-কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৫৮ সালে সরকারের দৃষ্টি এই গ্রন্থাগারের উপর পড়লে এটি সরকারী পরিকল্পনায় একটি 'গ্রামীণ গ্রন্থাগারে' (Rural Library) উন্নীত করা হয়। এই সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানে বর্তমান যুগের অনেক খ্যাতিমান সাহিত্যিক, পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ উপস্থিত থেকে এই গ্রন্থাগারের কার্যকলাপের বিশেষ প্রশংসা করেন। বিখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত অধ্যাপক—রাজনীতিবিদ শ্রীত্রিপুরারী চক্রবর্তী, খ্যাতকীর্তি অধ্যাপক শ্রীধীরানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি সুসন্তানগণ সেই অনুষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করেন। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ২৫০ জন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অনধিক ৫০ জন সদস্য এই মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে। পুস্তক সংখ্যা তিন সহস্রাধিক; এ ছাড়া বহু প্রাচীন পুঁথি, পাণ্ডুলিপি ও পত্রপত্রিকা এই গ্রন্থাগারটির একটি বিশেষ আকর্ষণ। সাধারণ কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম হল ৫ মাইলের মধ্যে অবস্থিত গ্রামীণ স্বল্পশক্তি গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিতভাবে বই জোগানো। প্রাচীন পুঁথি, লুপ্তপ্রায় গ্রন্থ প্রভৃতি সংগ্রহ একটি প্রধান কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। সময়ে সময়ে পাঠচক্রের আয়োজন করে গ্রন্থপাঠ, আলোচনা ও জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমনা করে তোলবার চেষ্টা করা হয়। এছাড়া মাঝে মাঝে ছোট বড় সভানুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষানুরাগী মানুষকে একত্রিত করে গ্রন্থাগারের মধ্যে একটি মিলন কেন্দ্রের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। আত্মপ্রচারের গন্ধ থাকলেও একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, লোকায়ত জীবনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ করে তুলতে এ গ্রন্থাগারের ভূমিকা সামান্য নয়। আত্মতুষ্ট না থেকে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সদাসচেতন এই গ্রামীণ গ্রন্থাগারেব পরিচালকমণ্ডলী অনলসভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন সার্থক শিক্ষার বিকাশ সাধনে ও শিক্ষার সম্প্রসারণে। আশা করছি, অদূর ভবিষ্যতে এই "চিত্তরঞ্জন পাঠমন্দির" গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে সার্থক রূপদানের প্রচেষ্টায় আরও সহায়তা দান করবে।

Libraries of Bengal :
Shrikhanda Chittaranjan Pathamandir.

শ্রীখণ্ডে একবিংশ গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে ওই গ্রামের পাঠাগারের এই পরিচায়িকাটি পাঠিয়েছেন পাঠাগারের সভাপতি শ্রীঅমিয়ানন্দ ঠাকুর।]

একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের স্থান ঃ শ্রীখণ্ড (বর্ধমান)

বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীখণ্ড একটি সুপরিচিত গ্রাম। বর্ধমান থেকে কাটোয়া অবধি যে ছোট রেলপথ চলে গেছে তারই প্রায় শেষদিকে অর্থাৎ কাটোয়া থেকে মাইল পাঁচেক আগে শ্রীপাট শ্রীখণ্ড রেলস্টেশন অবস্থিত।

কাটোয়া থানার অন্তর্গত এই স্থানটি একসময় তন্ত্রপ্রধান ছিল। সন্নিকটস্থ কেতুগ্রামের বহুলার ভৈরব শিব ভিরুক-এর স্থান এই গ্রামেই ; এখানে একটি পঞ্চমুণ্ডি আসনও পাওয়া যায়। ভূতনাথ শিবের মন্দিরগাত্রে আলম্বিত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে মন্দিরটি বিখ্যাত বৈদ্যরাজ রাজবল্লভ কর্তৃক পুনর্নির্মিত।

মধ্যযুগে শ্রীখণ্ড বৈষ্ণব সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য মহাকেন্দ্রে পরিণত হয়। বহু বৈষ্ণব কবি ও ভাগবতের জন্ম হয় এই গ্রামে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁদেরই অন্যতম চৈতন্যদেবের পার্ষদ নরহরি সরকার ঠাকুরের নাগররূপে ভজন পদ্ধতি অনেকের মতে সহজিয়াসাধনায় প্রভাবিত। এখানকার বৈষ্ণব সংস্কৃতির ভাবধারা ও ঐতিহ্যের বর্তমানে ধারক ও বাহক স্থানীয় ঠাকুর পরিবার। কার্তিক মাসে কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথিতে এখানে মধুমতী উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীখণ্ডের প্রাচীন নাম বৈদ্যখণ্ড ; কারণ একসময় উত্তর রাঢ়ের এটি একটি বৈদ্য-প্রধান স্থান ছিল। নরহরি সরকার ঠাকুরের অগ্রজ মুকুন্দ দাস গৌড় দরবারে রাজবৈদ্য ছিলেন।

শ্রীখণ্ড প্রকৃতই একটি গণ্ডগ্রাম। গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ৭০০০ হাজার। আঠারোটি পাড়া। শিক্ষিতের সংখ্যা ৩০০০। গ্রামে ১টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত)। ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার (সভ্য সংখ্যা-২৫০), ১টি টোল ও ১টি চতুষ্পাঠী রয়েছে। গ্রামের অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা হল কৃষি। এখানে তাঁতশিল্পেরও বিশেষ স্থান আছে।

এই শ্রীখণ্ডের অধিবাসিবৃন্দের আমন্ত্রণে ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে আগামী ২১, ২২, ও ২৩শে এপ্রিল শ্রীখণ্ড উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সুবিমল মুখোপাধ্যায় মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন এবং সম্মেলন উদ্বোধন করবেন ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীযাদব মুরলীধর মূলে। সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত একটি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করবেন সম্মেলনের প্রধান অতিথি কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। এই উপলক্ষে শ্রীনিত্যানন্দ ঠাকুর ও শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র দাসকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক করে এক শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছে।

Shrikhanda (Burdwan) : the venue of the 21st Bengal Library conference.

রবীন্দ্রনাথের 'লাইব্রেরি*'

নির্মলেন্দু মান্না

'লাইব্রেরি' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট প্রবন্ধ আছে। এর প্রথম অনুচ্ছেদটি গ্রন্থাগার সম্পর্কিত গ্রন্থে ও প্রবন্ধে বহুল উদ্ধৃত কিন্তু সমগ্র প্রবন্ধটি নিয়ে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বিশদ আলোচনা এ পর্যন্ত কোথাও হয়েছে কিনা বর্তমান প্রবন্ধলেখকের জানা নেই। অথচ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে গ্রন্থাগার বিষয়ে ধারণালাভের জন্য প্রবন্ধটির বিস্তৃত অনুশীলন একান্তই কাম্য। বর্তমান প্রবন্ধটি তারই ভূমিকা মাত্র।

'লাইব্রেরি' রচনাটি রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়ে ১৩১৪ সালের বৈশাখে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথমে এটি 'বালক' পত্রিকায় ১২৯২ সালের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধে 'বালক' তখন সমানে অলঙ্কৃত হয়ে চলেছে। কাজেই অনুমান করা যেতে পারে প্রবন্ধটি প্রায় ঐ সময়েই রচিত।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১২৬৮ সালের বৈশাখে, সুতরাং 'লাইব্রেরি' রচনাকালে তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ বৎসর। এই অল্প বয়সকালেই তিনি কাব্য, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গীতিনাট্য ও পত্রসাহিত্য রচনা করেছেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁর কাছ থেকে আমরা পাচ্ছি 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া'র মত গীতিনাট্য, 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'প্রভাত সংগীতে'র মত কাব্য, 'রুদ্রচণ্ড' নাটক ও 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস এবং ভ্রমণকাহিনী তথা পত্রাবলী—'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র'।

কবির জীবনে ষোলো থেকে চব্বিশ বছরের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। ইংলণ্ডে গেলেন ব্যারিস্টারী পড়তে কিন্তু পড়লেন ইংরেজী সাহিত্য লণ্ডন ইউনিভারসিটি কলেজে। দেশে ফিরলেন ব্যারিস্টার না হয়েই। এরপর তাঁকে একদিন আমরা পাচ্ছি জ্যোতি দাদার বাসায় ১০ নম্বর সদর স্ট্রীটে, সকালে তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন, পূর্বে সূর্যোদয় হচ্ছে। হঠাৎ এক অনুভূতির আবেগে চোখের সামনে থেকে পর্দা সরে গেল, তিনি দেখলেন, 'একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত।' (জীবনস্মৃতি)। ছোটবড় বহু ঘটনার মাঝে তাঁকে আবার পাচ্ছি শোকাহত অবস্থায়। তাঁর বৌদি কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে তিনি মর্মান্তিক আঘাত পেলেন, মৃত্যু ও বিচ্ছেদের অভিজ্ঞতা এল জীবনে (১২৯১ বৈশাখ)। ঐ ১২৯১ সালেই হিন্দুধর্মের আদর্শ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে মসীযুদ্ধে লিপ্ত হলেন। পরের বছর অর্থাৎ ১২৯২ সালের বৈশাখে ঠাকুরবাড়ি থেকে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় বালকদের জন্য প্রকাশিত হল 'বালক', রবীন্দ্রনাথ তাতে যা লিখলেন তা শিশুবৃদ্ধ সকলের জন্যেই।

'লাইব্রেরি'র মধ্যে তিনি কিশোরকে পরিণত ব্যক্তিত্বের পথ দেখিয়েছেন।

---

*একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সবুজ গ্রন্থাগার, পাঠাগার নিজবালিয়া, হাওড়া কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনী 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে গ্রন্থাগার'-এর মূল বক্তব্য এই প্রবন্ধে রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি দুটি কথা বলেছেন: "এই গ্রন্থের পরিচয় আছে 'বাজে কথা' প্রবন্ধে। অর্থাৎ, ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তু গৌরবে নয়, রচনারসসম্ভোগে।" আর 'বাজে কথা' প্রবন্ধটির একস্থানে তিনি বলেছেন, 'মানুষ প্রকাশ এত ভালবাসে, আলোক তাহার এত প্রিয় যে, আবশ্যককে বিসর্জন দিয়া, পেটের অন্ন ফেলিয়াও, উজ্জ্বলতার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে।'

বেশ বোঝা যায়, কবি এখানে গ্রন্থাগারের ভাবমূর্তিকে পরিস্ফুট করতে চাইছেন। সমগ্র রচনাটি ভাবগত কবিতার মতই সংহত। তিনি যেন কেবলমাত্র কথা বলছেন না, মন্ত্রোচ্চারণ করছেন, তাঁর উপলব্ধিকে কয়েকটি মূল বাক্য বা aphorism এর মধ্যে প্রকাশ করছেন।

মহাকাব্যের যুগ চলে গেছে। রবীন্দ্রনাথ এই সময় গীতিকাব্য রচনায় নিমগ্ন। 'লাইব্রেরি'র মধ্যে বিশেষ বস্তুভার নেই; সমগ্র নিবন্ধটি হৃদয়ের আশা আনন্দ বেদনায় স্পন্দিত। কবি এখানে গ্রন্থাগারের প্রতিমূর্তি সৃষ্টি করেছেন, প্রতিবিম্ব নয়। কবি এবং প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ, দার্শনিক এবং দেশহিতৈষী রবীন্দ্রনাথ এখানে পাশাপাশি দেখা দিয়েছেন। কবির সঙ্গে শিল্পী যেন হাত ধরাধরি করে চলেছেন। এর বর্ণনা চিত্র-বহুল, চিত্রগুলি বর্ণবহুল এবং বর্ণগুলি দীপ্তিবহুল।

কবি ভ্রমণ করতে ভালবাসতেন। কোনো এক জায়গায় দীর্ঘকাল তাঁর মন বসত না। ১২৯২ সালের প্রথম দিকে তিনি হাজারিবাগ বেড়িয়ে আসেন। পূজার সময় যান তৎকালীন বোম্বাই রাজ্যের সোলাপুরে ও ১লা কার্তিক কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

কিন্তু কলকাতায় ফিরেই তিনি সংবাদ পান যে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোম্বাই-এর সমুদ্রসন্নিহিত বন্দোরায় অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তখন তিনি বন্দোরা গমন করেন এবং দু'মাসেরও অধিককাল সেখানে অতিবাহিত করেন।

'লাইব্রেরি' প্রবন্ধের সূচনায় সমুদ্রের চিত্রকল্প। মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোলের এমন মহিমময় রূপ কবি কোথা থেকে পেলেন! সেকি তাঁর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিলাত যাত্রার ফল, নাকি বন্দোরায় সমুদ্রদর্শনের প্রভাব! প্রায় ছ'মাস পরে লেখা চিঠিপত্রের মধ্যেও সমুদ্রের ইমেজ এসে গেছে, নাসিক থেকে কলকাতায় প্রিয়নাথ সেনকে লিখেছেন, 'আমরা সমুদ্রতীরে থাকতুম এবং তাঁকে [পিতাকে] সেই সমুদ্রতীরের অস্তোন্মুখ সূর্যের মত বোধ হত—আমি কিছুদিন তাঁর বৃহৎ জীবনের তীর থেকে কতকটা যেন মহত্ত্ব সঞ্চয় করতে পেরেছি।'

নিবন্ধটি ছোট কিন্তু এরই মধ্যে বার বার এসে পড়ছে সমুদ্রের রূপক, সমুদ্রের উপমা, সমুদ্রের প্রসঙ্গ। তিনি অনুভব করছেন অতলস্পর্শ কালসমুদ্র, শুনছেন—হৃদয়ের উত্থানপতনের শব্দ যেন শঙ্খের মধ্যে সমুদ্রের শব্দ, স্বগতোক্তি করছেন, 'আমাদের পদ-প্রান্তস্থিত সমুদ্র কি আমাদিগকে কিছু বলিতেছে না।' এ যেন সেই বায়রণের 'music

in its roar' [Child Harold's Pilgrimage, Canto III, Stanza 178], এবং রবার্ট মণ্টগোমারীর (১৮০৭—১৮৫৫ খ্রীঃ)।

And thou, vast ocean ! on whose awful face
Time's iron feet can print no ruintrace.

[The Omnipresence of the Deity]

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র সমসাময়িক কবি এডউইন আর্লিংটন রবিনসনের (১৮৬৯-১৯৩৫ খ্রীঃ) নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তি পাঠকের স্মরণে আসবে :

An ocean is forever asking questions
And writing them aloud along the shore.

[Roman Bartholow Pt. III]

অন্যত্র স্মৃতি-বিস্মৃতি প্রসঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রের চিত্রকল্প এনেছেন : 'যে সকল স্মৃতি স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া একাকার হইয়াছে, যাহাদিগকে পৃথক করিয়া চিনিবার জো নাই, আমাদের হৃদয়ের চেতনারাজ্যের বহির্ভাগে যাহারা বিস্মৃতি মহাসাগররূপে স্তব্ধ হইয়া শয়ান আছে, তাহারা যেন এক সময়ে চঞ্চল ও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে ; তখন আমাদের চেতনহৃদয় সেই বিস্মৃতিতরঙ্গের আঘাত অনুভব করিতে থাকে, তাহাদের রহস্যময় অগাধ বিপুলতার ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।'

সমুদ্রের সঙ্গে মিলেছে আকাশের চিত্রকল্প। অনন্ত নীলাকাশ কবিকে চিরদিন মুগ্ধ করেছে, আকাশের স্তব্ধ নীল যবনিকা উন্মোচনে কবির আগ্রহ ছিল গভীর। এখানে আমরা পাচ্ছি 'আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে', 'কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, 'আমাদের মাথার উপরে কি তবে অনন্ত নীলাকাশ নাই'। আমাদের স্মরণে আসছে—

The sky is like a woman's love,
The ocean like a man's ;
Oh, neither knows, below, above.
The measure that it spans !

—Maurice Thompson [1844—1901]

গ্রন্থাগারে আমরা পাই সেই মানুষকে যে মানুষ অপরিমেয়, এই তত্ত্বটি ফোটাবার জন্যে এবার এগিয়ে এসেছেন শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, এবারে তিনি আনছেন আলোকের চিত্রকল্প। কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে তিনি যা দেখছেন তা হচ্ছে 'মানবাত্মার অমর আলোক', অন্যত্র—'এখানে আলোকের জন্মসংগীত গান হইতেছে'। ঐ একই সংখ্যা 'বালক' এ [১২৯২ পৌষ] প্রকাশিত চিঠিপত্রে দেখি বাংলাদেশের এক বিরাট সম্ভাবনা উপলব্ধি করছেন কবি এবং তা প্রকাশ করছেন সংগীতের চিত্রকল্পে 'আজ ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে যে নব জাতির জন্মসংগীত গান হইতেছে, ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্ত পশ্চিমঘাট গিরির সীমান্তদেশে বসিয়া আমি তাহা শুনিতে পাইতেছি।' 'লাইব্রেরি' রচনাটির

শেষদিকে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আলোকের অক্ষরে কবির অপরূপ আত্মজিজ্ঞাসা : 'সেখানে হইতে অনন্তকালের চিরজ্যোতির্ময়ী নক্ষত্রলিপি কি কেহ মুছিয়া ফেলিয়াছে'।

আলোকের সঙ্গে এসেছে সংগীত, সংগীতের সঙ্গে এসেছে অনন্তকালের যাত্রাধ্বনি। গ্রন্থাগারের মধ্যে আমরা পাই অগ্রসর হওয়ার আহ্বান, এখানে 'যে যে-দিকে ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না'।

গতিই মুক্তি, গতিই পরম নির্ভর বস্তু। যখন কবি প্রথম যৌবনে লিখলেন 'কত নদী সমুদ্র পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর এখানে আসিতেছে' তখন কে জানত গতির এই গভীর উপলব্ধি পরম প্রত্যয়ের সঙ্গে কবির পরিণত লেখনীশিরে প্রকাশিত হবে :

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।

[বলাকা, ১৩২২ কার্তিক]

এ যেন স্বপ্নের মতো। মলি অ্যাণ্ডারসন হ্যালের দৃষ্টিতে বুকশেলফে আসলে রয়েছে কিছু স্বপ্ন। এডওয়ার্ড টমাসের ধারণা বইগুলি বাস করছে প্রতিবেশীর মত সদ্ভাবে এবং গ্রন্থাগারে প্রবেশ মাত্র তাঁর বোধ হচ্ছে বইগুলি এইমাত্র প্রতিবেশীর সঙ্গে পারস্পরিক কথা বলা বন্ধ করল। রবীন্দ্রনাথ চলেছেন আরো গভীরে। তিনি দেখছেন এখানে বাঁধা রয়েছে মানব হৃদয়ের বন্যা। এখানে জীবন রয়েছে, রয়েছে জীবনের দ্বন্দ্ব, বিরোধ, বৈপরীত্য, অসামঞ্জস্য। কিন্তু এরা চলেছে, চলেছে একই সঙ্গে ; বাদ প্রতিবাদ, সংশয় বিশ্বাস সমস্ত পূর্ণতার পদতলে নিবেদিত হবার জন্যে ধৈর্য ও শান্তির সঙ্গে চলেছে। উপনিষদের কবি সমন্বয়ের কবি গ্রন্থাগারের মধ্যে দেখছেন মানবহৃদয়ের বিরোধী ও বিপরীত দিকগুলির সহাবস্থান। তিনি স্মরণ করছেন উপনিষদের ঋষিকে যিনি মানুষকে অভিহিত করেছেন 'অমৃতের পুত্র' বলে।

এই প্রবন্ধটির শেষাংশে উচ্ছ্বাসময় দেশচিন্তার প্রকাশ লক্ষ্যণীয়। বম্বোরা গমনের পূর্বে কবি কিছুকাল সোলাপুর বাস করেছিলেন। সেখান থেকে প্রিয়নাথ সেনের কাছে লিখিত এক পত্রে নিজের মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করছেন :

'এখানে এই মাঠের মধ্যে এসে আমার মনের মধ্যে এক রকম অস্থিরতা জন্মেছে। একটা কি আমার কাজ বাকি আছে মনে হচ্ছে।·· ···কি করবো ঠিক সেইটে মনে করতে পারচি নে। কিন্তু বাঙালির হয়ে একটা কিছু করবই এইটে আমার মনে হচ্চে······ অপমানিত হয়ে জগৎ থেকে বিদায় নিতে ভারি কষ্ট হয়।'

তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙালীর অমর্যাদা তাঁর মনে তীব্র আঘাত করেছিল। তাই তিনি লিখেছিলেন :

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ শুনিতে পেয়েছি ওই—
সবাই এসেছে লইয়া নিশান, কই রে বাঙালি কই !

এ যেন 'জগতের একতান সংগীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে !' —এই কথার কাব্যরূপ।

তিনি আরো লিখেছিলেন :

একবার কবি মায়ের ভাষায় গাও জগতের গান—
সকল জগৎ ভাই হয়ে যায় ঘুচে যায় অপমান।

এর সঙ্গে তুলনীয় : 'তাহাকে আপনার ভাষায় একবার আপনার কথাটি বলিতে দাও। বাঙালি কণ্ঠের সহিত মিলিয়া বিশ্বসংগীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।'

বস্তুতঃ যে সব বিষয়গুলি পরবর্তীকালের রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছিল যেমন গতিবাদ, সমন্বয়বাদ, ঔপনিষদিক দর্শন, দেশহিত—এই ছোট্ট নিবন্ধে সেগুলি প্রতিফলিত। এ যেন বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন। এত অল্প বয়সে এমন গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে এতগুলি চিন্তাসূত্র তিনি কিভাবে লাভ করলেন তা আমাদের কাছে চির-কালই রহস্য হয়ে থাকবে।

'লাইব্রেরি'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি বিরাট ভাব মহিমান্বিত রূপে প্রকাশ করেছেন। বিশালতার ব্যঞ্জনায় একে আমরা ডায়নামিক সাব্লাইম বলতে পারি। ব্রাডলির মতে—সীমাহীন মহত্ত্ব ও বৃহতের ভাবসঞ্চার সাব্লাইমের লক্ষণ—এখানে তার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। এই জন্যই রচনাটি সকল গ্রন্থাগার কর্মীর হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার করে, অন্ধকারে পথ দেখায়, ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা থেকে বৃহতের দিকে নিয়ে যায়। এর মধ্যে রয়েছে গ্রন্থাগার তথা সমগ্র মানবজীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের গভীর দার্শনিক দৃষ্টি, এই দৃষ্টিই গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের গভীরতর অর্থ সম্পর্কে আমাদের চেতনাকে জাগিয়ে তোলে।

Rabindra Nath's 'Library'.
An appreciation on Tagore's immortal essay 'Library.' By Nirmalendu Manna. Theme of an exhibition entitled 'Rabindra Nath's view of Library'.

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

জাতীয় গ্রন্থাগার। কলিকাতা ২৭

সম্প্রতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে ২,৪৮৪ খানি বই জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করা হয়েছে। এর আগে, ১৯৪৯ সালে স্যার আশুতোষের আরো ৭২,০০০ বই জাতীয় গ্রন্থাগারে গৃহীত হয়। এর মধ্যে অনেক পত্রপত্রিকা ও পুস্তিকা ছিল। মোট ২,৪৮৪ টি বইয়ের মধ্যে ২,২২১টি পাশ্চাত্য, ২০৩টি বাংলা, ৫৯টি সংস্কৃতে ও ১টি নেপালী ভাষায় লেখা। অধিকাংশ বই-ই আইন বিষয়ক। এর মধ্যে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য বইও আছে। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, ভাষাতত্ত্ব ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বই ছাড়াও কিশোরোপযোগী ৬০০টি বই আছে।

নর্থ ইণ্টালী কমলা লাইব্রেরী। ৬ পামার বাজার রোড—কলিঃ ১৪

৫৬তম বার্ষিক কার্যকরী বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ১৯৬৬ সালে গ্রন্থাগারের সভ্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫৪ জন, এবং চাঁদা বাবদ পাওয়া গেছে মোট ১,২২৫,৪৬ টাকা। গ্রন্থাগারে অন্যান্য বছরের মত গত বছরেও রবীন্দ্র জয়ন্তী ও নেতাজীর জন্মদিবস পালন করা হয়। নিঃশুল্ক পাঠকক্ষ ও 'বিশ্বনাথ মজুমদার নিঃশুল্ক পাঠ্যপুস্তক বিভাগটি' এই গ্রন্থাগারের বিশেষ আকর্ষণ। প্রায় ৫০ জন স্কুল-কলেজের ছাত্র ও ৪০জন সাধারণ পাঠক অধ্যয়নের জন্য নিয়মিত এই বিভাগটি ব্যবহার করে থাকেন। বর্তমানে গ্রন্থাগারে মোট বই-এর সংখ্যা ৯,৪৪৮ এবং শিশুবিভাগে ৬৪৩টি বই আছে। ১৯৬৬-৬৭ সালের কার্য-নির্বাহক সমিতিতে আছেন: ডাঃ কে এন দে (সভাপতি), সর্বশ্রী এ জেড খান, বঙ্কিমচন্দ্র সরকার, দুলালচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়কুমার দে, (সহঃ সভাপতি) পঙ্কজভূষণ চন্দ্র (সাধারণ সম্পাদক), বনবিহারী সান্যাল (সহঃ সম্পাদক), বিনয়কৃষ্ণ সেন (অফিস বিভাগ সম্পাদক), অক্ষয়কুমার রায় (সংস্কৃতি বিভাগ সম্পাদক), দুর্গাদাস বসু, (কোষাধ্যক্ষ), নির্মলকুমার মিত্র (গ্রন্থাগারিক)। তা ছাড়া আরও ৯ জন সদস্য এই সমিতিতে আছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। কলিঃ ৩২

কিছুদিন আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সপ্তাহব্যাপী এক সোভিয়েত পুস্তক ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক হেমচন্দ্র গুহ। প্রদর্শনীতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রায় ৫ হাজার বই প্রদর্শিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, সোভিয়েত দূতাবাস যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় এক হাজার বই দান করেছেন।

সুধাময় ফ্রী রীডিং লাইব্রেরী। ৪৪।১ গ্রে ষ্ট্রীট। কলিঃ-৬

গত ফেব্রুয়ারী মাসে সুধাময় ফ্রী রীডিং লাইব্রেরীর উদ্বোধন পূর্ণশ্রী সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ ও সভাপতিত্ব করেন শ্রীকেশবচন্দ্র বসু। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন গ্রন্থাগারের যুগ্মকর্মসচিব শ্রীরমেন দাস ও শ্রী ডি, বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেলেঘাটা ছাত্র সংসদ। কলিঃ-১০

কলকাতার জনকল্যাণ সমিতিগুলির মধ্যে অন্যতম বেলেঘাটা ছাত্র সংসদের কিছুদিন আগে ১৯ বছর পূর্তি হোল। সংসদের আটটি বিভাগই জনহিতকর কাজে নিযুক্ত। তার মধ্যে গ্রন্থাগার বিভাগটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থাগারে চারটি বিভাগ আছে,— অঞ্চল গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগার, কিশোর গ্রন্থাগার এবং পত্রপত্রিকা বিভাগ ও নিঃশুল্ক পাঠকক্ষ। সাধারণ গ্রন্থাগারে জনসাধারণের যে কেউ সভ্য হতে পারেন। কিশোর গ্রন্থাগারে ৪০০৪টি বাংলা ও ৩৫০টি ইংরেজী বই আছে।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ। ১৬৮।১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট। কলিঃ-৪।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের পঞ্চাশৎ বার্ষিক কার্যবিবরণীতে প্রকাশ বর্তমানে গ্রন্থাগারে মুদ্রিত বই-এর সংখ্যা ১১৩৭৫ এবং পুঁথির সংখ্যা ১৫০০০। মুদ্রিত বইগুলির বর্গীকরণ হয়েছে। পুঁথিগুলির একটি বিবরণমূলক তালিকা মুদ্রণের পরিকল্পনাও পরিষদের আছে।

২৪ পরগণা

ব্যারাকপুর পৌরসঙ্ঘ গ্রন্থাগার।

ব্যারাকপুর পৌরসঙ্ঘ একটি সভাকক্ষ ও গ্রন্থাগার নির্মাণের জন্য একলক্ষ টাকায় একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বলা বাহুল্য, সভাকক্ষটিতে যেমন সভাসমিতি হতে পারবে, গ্রন্থাগারটিও স্থানীয় অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক চাহিদা মেটাতে সমর্থ হবে। গ্রন্থাগারটিতে সবরকম বই ও পত্রপত্রিকা রাখার পরিকল্পনা আছে।

রামকৃষ্ণ কালচারাল সোসাইটী। বারাসাত।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, রামকৃষ্ণ কালচারাল সোসাইটী বারাসাতে জনহিতকর কাজের জন্য অচিরে সুনাম অর্জন করবে। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যকল্পে এখানে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করে। গত ১২ই মার্চ গ্রন্থাগারটির উদ্বোধন করেন রাজ্যের পূর্ত মন্ত্রী শ্রীহেমন্ত কুমার বসু। এই গ্রন্থাগারে উচ্চ মাধ্যমিক, ত্রি-বার্ষিক ও প্রাক-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠক্রমানুযায়ী বই রাখা হবে।

নদীয়া

টাউন লাইব্রেরী। নবদ্বীপ।

কিছুদিন আগে নবদ্বীপে টাউন লাইব্রেরীর উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সমাজশিক্ষা পরিদর্শক শ্রীঅমিয়কুমার সেন। উদ্বোধন সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষার উপ-মুখ্য পরিদর্শক শ্রীএস এন দাস ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়। নবনির্বাচিত কার্যকরী সমিতিতে আছেন, সর্বশ্রী পূর্ণচন্দ্র বাগচী (সভাপতি), বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত মনোরঞ্জন স্মৃতিতীর্থ (সহঃ সভাপতি), তিনকড়ি বাগচী (কর্মসচিব), অধ্যাপক চৈতন্যচন্দ্র গোস্বামী ও কানাইলাল দাস (সহঃ কর্মসচিব)।

বিবেকানন্দ পাঠাগার। কাঁদোয়া।

গত ২১শে ও ২২শে মাঘ বিবেকানন্দ পাঠাগারের পরিচালনায় সপ্তদশ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে যে সভা হয়, তাতে নাকাশীপাড়ার উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীদুলাল সেন ও ধর্মদা বি, টি, কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ শিকদার যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু।

বর্ধমান

বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার।

কিছুদিন আগে বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগারে তিনদিনব্যাপী এক পুস্তক প্রদর্শনী হয়। ৩০৫টি বাংলা বই-এর মধ্যে দর্শন, রাজনীতি, সাহিত্য ও জনপ্রিয় বিজ্ঞানের উপর ১৬০টি বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক-লেখক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। কলকাতার লিটেরারি গিল্ড এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে বলেন শ্রীশেখর সেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত সভায় বক্তৃতা করেন।

হুগলী

উত্তরপাড়া ছাত্র সংসদ।

ছাত্র সংসদ 'গ্রন্থাগার সপ্তাহ' উদ্‌যাপনোপলক্ষ্যে গ্রন্থাগারে একটি নিঃশুল্ক পাঠকক্ষের উদ্বোধন করে। গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে ছাত্র ও জনসাধারণ এই বিশেষ সুবিধে পেয়ে নিঃসন্দেহে উপকৃত হলেন।

News from libraries.

পরিষদ কথা

রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎকার প্রার্থনা

রাজ্যের সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পরিষদের পক্ষ থেকে একটি সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করে গত ১৮-৩-১৯৬৭ তারিখে একটি পত্র দেওয়া হয়। ঐ বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পুনরায় ১-৪ ৬৭ তারিখে আরও একটি পত্র দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎকার প্রার্থনা

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেনের এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতা আগমণ উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করে ১লা এপ্রিল একটি পত্র দেওয়া হয়। ঐ সাক্ষাৎকারে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদার প্রশ্ন এবং কলিকাতায় এম, লিব, এস, সি কোর্স খোলা সম্পর্কে আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে।

অপূর্ব চন্দর জীবনাবসানে শোকসভা

গত ২১শে মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় পরিষদ কার্যালয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি অপূর্ব কুমার চন্দর জীবনাবসানে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সমাজ শিক্ষা পরিদর্শক শ্রীঅমিয় কুমার সেন মহাশয় সভাপতিত্ব করেন।

এই শোকসভায় পরলোকগত চন্দ মহাশয়ের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বশ্রী প্রমীল চন্দ্র বসু, অনাথবন্ধু দত্ত, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীঅমিয় কুমার সেন। বক্তাগণ তাঁদের জীবনের কোন না কোন সময়ে বিভিন্ন সূত্রে অপূর্ব চন্দ মহাশয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে এসেছিলেন, তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলে তাঁরা পরলোকগতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অতঃপর সভাপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত শোক প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয় এবং সকলে দুই মিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান থেকে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন :—

"বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি ৺অপূর্ব কুমার চন্দর তিরোধানে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। এই সভা মনে করে যে, তাহার তিরোধানে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের শিক্ষা, শিল্প, গ্রন্থাগার সমুন্নতি এবং সমাজ সেবা আন্দোলনের অপূরনীয় ক্ষতি হইল। এই সভা শ্রদ্ধাবনতঃ চিত্তে এই সুধী মানব প্রেমিকের উদ্দেশ্যে নমস্কার নিবেদন করিতেছে এবং তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করিতেছে"।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরে পত্র প্রেরণ

চতুর্থ যোজনাকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য কি বেতনক্রম চালু হবে তা জানতে চেয়ে ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরে ১৮ই মার্চ ১৯৬৭ তারিখে একটি পত্র দেওয়া হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, যে ইতিপূর্বে ইউ, জি, সি একটি পত্রে জানিয়েছেন যে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের চতুর্থ যোজনাকালে বেতনক্রম ভারত সরকারের শিক্ষাদপ্তরের বিবেচনাধীন রয়েছে।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী জাতীয় অধ্যাপক ডঃ এস আর রঙ্গনাথন কর্তৃক ইণ্টালী সি আই টি রোডে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের চিত্র।

[ব্লক : আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে]

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গৃহ নির্মাণ তহবিল

॥ অর্থ সংগ্রহ অভিযান ॥

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম সহঃ-সভাপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু গত ৮ই এপ্রিল পরিষদের কার্যকরী সমিতির সভায় গৃহনির্মাণ তহবিলে ৯৯৲ দান করেছেন।

আমরা গৃহ নির্মাণ তহবিলে মুক্তহস্তে দান করার জন্য এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য সকলের নিকট আবেদন জানাই।

Association Notes